দুনিয়ার মজদুর এক হও !

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গে

ভি. আই. লেনিন

বিংশ শতাব্দী

প্রকাশক : মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়, বিংশ শতাব্দী, ১১/এ, শ্রীঅরবিন্দ সরণী, কলিকাতা-৫। On the United States of America—সোভিয়েত গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ। অনুবাদক : বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নিতাই মুখোপাধ্যায়। প্রচ্ছদ : চিত্রভানু। মুদ্রাকর : বিংশ শতাব্দী প্রিন্টার্স, ৫১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯।

সূচীপত্র

চিঠি এবং টীকা

সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক টীকা গ্রন্থ থেকে

মার্কিন 'সার্বিক পুনর্বণ্টন' সম্পর্কে

মার্কস

ভপেরিয়দ-এর দ্বাদশ সংখ্যায়[১] ভূমি পুনর্বণ্টনের প্রশ্নে ক্রীগের[২] সঙ্গে মার্কস-এর মতপার্থক্যের উল্লেখ আছে। সালটা ১৮৪৮ নয়, ভুলক্রমে যা লিখেছেন কমরেড—, ওটা হবে ১৮৪৬। মার্কসের সহকর্মী এবং সেই সময়ে অত্যন্ত অল্প বয়সী হেরম্যান ক্রীগ ১৮৪৫ সালে আমেরিকায় গিয়ে সেখানে কমিউনিজমের প্রচার উপলক্ষ্যে Volkstribun নামে একটা পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি এই প্রচার এমনভাবে করতে লাগলেন যে মার্কস জার্মান কমিউনিস্টদের হয়ে হেরম্যান ক্রীগের কমিউনিস্ট পার্টিকে হেয় করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানালেন। ১৮৪৬ সালে Westphalische Dampfboot-এ প্রকাশিত এবং তারই পুনর্মুদ্রণ মেহেরিঙ সম্পাদিত মার্কসের রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে প্রকাশিত ক্রীগের সমালোচনার এই ধারা বর্তমান রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে।

আমেরিকার সামাজিক আন্দোলনের ফলেই পুনর্বণ্টনের প্রশ্ন আলোচনার পুরোভাগে এসেছে, যেমন বর্তমানে রাশিয়ায় হচ্ছে; এটা উন্নত পুঁজিবাদী সমাজের প্রশ্ন নয়, বরং পুঁজিবাদের প্রকৃত উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রাথমিক ও মূল অবস্থার সৃষ্টির প্রশ্ন। 'সার্বিক পুনর্বণ্টনের'[৩] প্রশ্নে মার্কিন ধারণার প্রতি মার্কস-এর প্রতিক্রিয়া ও বর্তমান কৃষক আন্দোলনের প্রতি রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ধারণার মূল্যায়নে বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমেরিকার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ক্রীগ তাঁর পত্রিকায় কোন সঠিক তথ্য পরিবেশন করেন নি এবং তাঁর লেখায় কর অবলুপ্তি সম্পর্কে তৎকালীন কৃষক আন্দোলনের হোতাদের আন্দোলনেরও কোন সঠিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটিত হয় নি। ক্রীগ যা করেছিলেন তা হল (যদিও সম্পূর্ণ

আমাদের সামাজতন্ত্রী-বিপ্লবীদের* অনুকরণেই) বড় বড় কথার ফুলঝুরি আর মারপ্যাঁচে কৃষি বিপ্লবকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রাখা, যেমন, "প্রত্যেক দরিদ্র লোকই মানবিক সমাজে একজন প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হয়ে দাঁড়াবে যখনই তাদের কোন উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। এই ধরনের সুযোগ দেওয়া তখনই হবে যখন সমাজ তাকে সব সময়ের জন্য এমন পরিমাণ জমি দিতে পারবে যাতে প্রতিটি লোক তার পরিবার প্রতিপালন করতে সক্ষম হয়...যদি এই বিশাল ভূখণ্ড (উত্তর আমেরিকার মোট জমির পরিমাণ ১,৪০০,০০০,০০০ একর) ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নিয়োগ না করে তা শ্রমজীবীর হিসাবে বণ্টন করা হয়* তাহলে এক ধাক্কাতেই আমেরিকার দারিদ্র্য ঘুচে যাবে..."

এই প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন, "এটা সকলেরই জানা যে আইনসভার সদস্যদের এমন কোন ক্ষমতা নেই যে তারা গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উপর কোন বিধান জারী করতে পারে, যার ফলে ক্রীগের পছন্দমত শিল্প ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যাবে বা আমেরিকার পূর্ব উপকূলের শিল্প ও বাণিজ্যিক অংশ সমূহ গোষ্ঠীতান্ত্রিক বর্বরতায় ফিরে যাবে।"

দেখা যায় আমাদের সামনে আমেরিকার সাধারণ ভূমিবণ্টন সম্পর্কে একটা পরিষ্কার পরিকল্পনা রয়েছে, তা হল, ব্যবসায়ীদের হাত থেকে জমি অধিগ্রহণ করে, সমস্ত জমির মালিকানা গ্রহণ করে জমির মালিকানা বা স্বত্ব সীমিত-করণ। আর তাই প্রথম থেকে এই অবাস্তব চিন্তাধারার সমালোচনা করেছেন মার্কস। তিনি বলেন যে গোষ্ঠীতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই হল শিল্প-ব্যবস্থায়, অর্থাৎ, বর্তমানের কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে তিনি প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদের প্রসারলাভের কথাই বলেছেন। কিন্তু এ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে এই অবাস্তব চিন্তানায়কদের জন্যই মার্কসের আন্দোলনের প্রতি সাধারণভাবে অনীহা জন্মেছিল। সেরকম কিছুই নয়। সেই সময় থেকেই মার্কসের সাহিত্য চর্চার প্রথম থেকেই আন্দোলনের চটকদারী জমকালো কথার ফুলঝুরি থেকে তার প্রকৃত অর্থোদ্গম করতে সমর্থ হতেন। তিনি তাঁর "Volkstribunদের অর্থনীতি [রাজনৈতিক অর্থনীতি]** ও তাদের

* এই কথা মনে করিয়ে দেয় Revolutsionnaya Rossiya-র অষ্টম সংখ্যায় যেমন আছে, যে পুঁজিবাদের থেকে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি জমি বণ্টন এবং সম পরিমাণ জমি বণ্টনের ভিত্তিতে রাশিয়ার খামারের কথা আর বুর্জোয়াদের ব্যবসায়িক ভিত্তিতে জমি বণ্টনের কু-প্রথার কথা—এককথায় যা বলতে চেয়েছেন ক্রীগ!

** অন্য কোন রকম বলা না থাকলে তৃতীয় বন্ধনীতে দেওয়া অংশ লেনিনই প্রয়োগ করেছেন বলে ধরা হবে।—সম্পাদক

নতুন আমেরিকার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী" গ্রন্থের সমালোচনায় দ্বিতীয় পর্বে লিখেছেন :

"আমেরিকার জাতীয় সংস্কারকদের আন্দোলনকে আমরা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃতি দিই। আমরা জানি যে এই আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজকে সাময়িকভাবে শিল্প অগ্রসরমান করে তোলার প্রেরণা দেয়, কিন্তু আমেরিকার বর্তমান অবস্থায় প্রলেতারিয়েতের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে কমিউনিজমে রূপান্তর। ক্রীগ, যে নিউইয়র্কের জার্মান কমিউনিস্টদের সঙ্গে কররোধের আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, সে কিন্তু আন্দোলনের মূলে প্রবেশ না করেই এই সাধারণ পরিণতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার কথার চাতুরীতে এবং এর দ্বারা সে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে সে নতুন আমেরিকা আর তার সামাজিক অবস্থার মধ্যে এক বিস্তর ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে চাইছে। আমেরিকান নিক্তিতে বিচার করে তার চাষীদের জমি বণ্টন সম্পর্কে ক্রীগের মানব দরদী হওয়ার অতি উৎসাহের আরও একটি নমুনা তুলে ধরছি।

"Volkstribun-এর দশম সংখ্যায় 'আমরা কি চাই' এই শিরোনামে লেখা একটি প্রবন্ধে আমরা দেখেছি, 'আমেরিকার জাতীয় সংস্কারকগণ জমিকে সমস্ত মানব সমাজের যৌথ সম্পত্তি বলে বর্ণনা করেছেন...এবং দাবী করেছেন যে জাতীয় আইন পরিষদ এই ১,৪০০০০০,০০০ একর জমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন যা এখনও আগ্রাসী দালালদের হাতে পড়ে নি এবং যে জমি হল সমগ্র মানব জাতির অবিচ্ছেদ্য সম্পত্তি।' সমগ্র মানব জাতির জন্য 'অবিচ্ছেদ্য সাধারণ সম্পত্তি সংরক্ষণের প্রয়াসে সেই জাতীয় সংস্কারকদের পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছে : যা হল, 'প্রত্যেক চাষীকে যে কোন দেশ থেকেই সে আসুক না কেন তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ১৬০ একর করে আমেরিকার জমি দেওয়া হবে।' বা এর চতুর্দশ সংখ্যায় 'কৃষকদের উত্তরে' বলা হয়েছে যে 'এই আসমান জমি বণ্টনের প্রশ্নে কারও ১৬০ একরের বেশী জমি থাকতে পারবে না এবং এই জমি ততক্ষণই তার হেফাজতে থাকবে যতদিন সে নিজে চাষ করবে।' এইভাবে, 'জনসাধারণের অবিচ্ছেদ্য সম্পত্তি'কে 'সমগ্র মানব জাতির' জন্য সংরক্ষণ ছাড়াও জমির পুনর্বণ্টনের প্রয়োজন। এছাড়াও, ক্রীগ কল্পনা করে যে আইন মাধ্যমে জমি সংরক্ষণ, শিল্প উন্নতি ইত্যাদি ভাগাভাগির প্রশ্নকে সে নস্যাৎ করে দিতে পারবে। সে ১৬০ একর জমিকে অপরিবর্তনীয় পরিমাণ বলে মনে করে, যেন এই জমির মূল্যমানও জমির উৎকর্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন হয় না। 'চাষীদের' জমির উৎপন্ন দ্রব্য অন্য চাষী বা আর কাউকে বিনিময় করবে যদিও তার জমি বিনিময় যোগ্য নয় এবং এই বিনিময়ের ফলে অল্প দিনেই কৃষকেরা বুঝতে পারবে যে একজন চাষী তার মূলধন না থাকলেও

আমাদের সমাজতন্ত্রী-বিপ্লবীদের* অনুকরণেই) বড় বড় কথার ফুলঝুরির আর মারপ্যাঁচে কৃষি বিপ্লবকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রাখা, যেমন, "প্রত্যেক দরিদ্র লোকই মানবিক সমাজে একজন প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হয়ে দাঁড়াবে যখনই তাদের কোন উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। এই ধরনের সুযোগ দেওয়া তখনই হবে যখন সমাজ তাকে সব সময়ের জন্য এমন পরিমাণ জমি দিতে পারবে যাতে প্রতিটি লোক তার পরিবার প্রতিপালন করতে সক্ষম হয়…যদি এই বিশাল ভূখণ্ড (উত্তর আমেরিকার মোট জমির পরিমাণ ১,৪০০,০০০,০০০ একর) ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নিয়োগ না করে তা শ্রমজীবীর হিসাবে বণ্টন করা হয়* তাহলে এক ধাক্কাতেই আমেরিকার দারিদ্র্য ঘুচে যাবে…"

এই প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন, "এটা সকলেরই জানা যে আইনসভার সদস্যদের এমন কোন ক্ষমতা নেই যে তারা গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উপর কোন বিধান জারী করতে পারে, যার ফলে ক্রীগের পছন্দমত শিল্প ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যাবে বা আমেরিকার পূর্ব উপকূলের শিল্প ও বাণিজ্যিক অংশ সমূহ গোষ্ঠীতান্ত্রিক বর্বরতায় ফিরে যাবে।"

দেখা যায় আমাদের সামনে আমেরিকার সাধারণ ভূমিবণ্টন সম্পর্কে একটা পরিষ্কার পরিকল্পনা রয়েছে, তা হল, ব্যবসায়ীদের হাত থেকে জমি অধিগ্রহণ করে, সমস্ত জমির মালিকানা গ্রহণ করে জমির মালিকানা বা স্বত্ব সীমিতকরণ। আর তাই প্রথম থেকে এই অবাস্তব চিন্তাধারার সমালোচনা করেছেন মার্কস। তিনি বলেন যে গোষ্ঠীতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই হল শিল্পব্যবস্থায়, অর্থাৎ, বর্তমানের কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে তিনি প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদের প্রসারলাভের কথাই বলেছেন। কিন্তু এ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে এই অবাস্তব চিন্তানায়কদের জনাই মার্কসের আন্দোলনের প্রতি সাধারণভাবে অনীহা জন্মেছিল। সেরকম কিছুই নয়। সেই সময় থেকেই মার্কসের সাহিত্য চর্চার প্রথম থেকেই আন্দোলনের চটকদারী জমকালো কথার ফুলঝুরি থেকে তার প্রকৃত অর্থোদ্গম করতে সমর্থ হতেন। তিনি তাঁর "Volkstribunদের অর্থনীতি [রাজনৈতিক অর্থনীতি]** ও তাদের

* এই কথা মনে করিয়ে দেয় Revolutsionnaya Rossiya-র অষ্টম সংখ্যায় যেমন আছে, যে পুঁজিবাদের থেকে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি জমি বণ্টন এবং সম পরিমাণ জমি বণ্টনের ভিত্তিতে রাশিয়ার খামারের কথা আর বুর্জোয়াদের ব্যবসায়িক ভিত্তিতে জমি বণ্টনের কু-প্রথার কথা—এককথায় যা বলতে চেয়েছেন ক্রীগ!

** অন্য কোন রকম বলা না থাকলে তৃতীয় বন্ধনীতে দেওয়া অংশ লেনিনই প্রয়োগ করেছেন বলে ধরা হবে।—সম্পাদক

নতুন আমেরিকার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী" গ্রন্থের সমালোচনার দ্বিতীয় পর্বে লিখেছেন:

"আমেরিকার জাতীয় সংস্কারকদের আন্দোলনকে আমরা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃতি দিই। আমরা জানি যে এই আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজকে সাময়িকভাবে শিল্প অগ্রসরমান করে তোলার প্রেরণা দেয়, কিন্তু আমেরিকার বর্তমান অবস্থায় প্রলেতারিয়েতের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে কমিউনিজমে রূপান্তর। ক্রীগ, যে নিউইয়র্কের জার্মান কমিউনিস্টদের সঙ্গে কররোধের আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, সে কিন্তু আন্দোলনের মূলে প্রবেশ না করেই এই সাধারণ পরিণতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার কথার চাতুরীতে এবং এর দ্বারা সে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে সে নতুন আমেরিকা আর তার সামাজিক অবস্থার মধ্যে এক বিস্তর ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে চাইছে। আমেরিকান নিক্তিতে বিচার করে তার চাষীদের জমি বণ্টন সম্পর্কে ক্রীগের মানব দরদী হওয়ার অতি উৎসাহের আরও একটি নমুনা তুলে ধরছি।

"Volkstribun-এর দশম সংখ্যায় 'আমরা কি চাই' এই শিরোনামে লেখা একটি প্রবন্ধে আমরা দেখেছি, 'আমেরিকার জাতীয় সংস্কারকগণ জমিকে সমস্ত মানব সমাজের যৌথ সম্পত্তি বলে বর্ণনা করেছেন...এবং দাবী করেছেন যে জাতীয় আইন পরিষদ এই ১,৪০০০০০,০০০ একর জমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন যা এখনও আগ্রাসী দালালদের হাতে পড়ে নি এবং যে জমি হল সমগ্র মানব জাতির অবিচ্ছেদ্য সম্পত্তি।' সমগ্র মানব জাতির জন্য 'অবিচ্ছেদ্য সাধারণ সম্পত্তি সংরক্ষণের প্রয়াসে সেই জাতীয় সংস্কারকদের পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছে: যা হল, 'প্রত্যেক চাষীকে যে কোন দেশ থেকেই সে আসুক না কেন তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ১৬০ একর করে আমেরিকার জমি দেওয়া হবে।' বা এর চতুর্দশ সংখ্যায় 'কৃষকদের উত্তরে' বলা হয়েছে যে 'এই আসমান জমি বণ্টনের প্রশ্নে কারও ১৬০ একরের বেশী জমি থাকতে পারবে না এবং এই জমি ততক্ষণই তার হেফাজতে থাকবে যতদিন সে নিজে চাষ করবে।' এইভাবে, 'জনসাধারণের অবিচ্ছেদ্য সম্পত্তি'কে 'সমগ্র মানব জাতির' জন্য সংরক্ষণ ছাড়াও জমির পুনর্বণ্টনের প্রয়োজন। এছাড়াও, ক্রীগ কল্পনা করে যে আইন মাধ্যমে জমি সংরক্ষণ, শিল্প উন্নতি ইত্যাদি ভাগাভাগির প্রশ্নকে সে নস্যাৎ করে দিতে পারবে। সে ১৬০ একর জমিকে অপরিবর্তনীয় পরিমাপ বলে মনে করে, যেন এই জমির মূল্যমানও জমির উৎকর্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন হয় না। 'চাষীদের' জমির উৎপন্ন দ্রব্য অন্য চাষী বা আর কাউকে বিনিময় করবে যদিও তার জমি বিনিময় যোগ্য নয় এবং এই বিনিময়ের ফলে অল্প দিনেই কৃষকেরা বুঝতে পারবে যে একজন চাষী তার মূলধন না থাকলেও

তার শ্রমের মর্যাদা পাচ্ছে এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষকের প্রতিপত্তিও হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও, 'জমিই' হোক বা তার উৎপন্ন ফসলই হোক তা যদি 'আগ্রাসী ফাটকাবাজদের হাতে পড়ে তাতেই বা কি? ক্রীগের মানবজাতির প্রতি এই দান সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করা যাক। একশ চল্লিশ কোটি একর জমি 'সমগ্র মানব জাতির সাধারণ অবিচ্ছেদ্য সম্পত্তি' হিসাবে সংরক্ষিত রাখতে হবে। যার প্রত্যেক চাষী পাবে ১৬০ একর করে জমি। আমরা তাহলে ক্রীগের মানব জাতির একটা হিসাব দেখি, মোট ৮,৭৫০,০০০টি 'কৃষক পরিবার'—যার প্রতি পরিবারে মোট ৫জন করে লোক ধরলে মোট জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩,৭৫০,০০ জন। আমরা 'সর্ব সময়ে'র হিসাবও করতে পারি যে, সময়ের মধ্যে 'সমস্ত প্রলেতারিয়েত'—যারা অন্ততঃ আমেরিকায় সমগ্র মানব জাতির প্রতিনিধিত্ব করে, তারা সমস্ত জমির মালিকানা দাবী করতে পারে। যদি আমেরিকার জনসংখ্যা বর্তমান হারে বাড়তে থাকে, অর্থাৎ তা যদি আগামী ২৫ বছরে দ্বিগুণ হয়, তাহলে এই 'সর্ব সময়ের' স্থায়িত্ব হবে ৪০ বছরেরও কম। আর ততদিনে এই ১,৪০০,০০০,০০০ একর জমি সকলের দখলে চলে যাবে, ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের আর জমির উপর মালিকানা দাবী করার মত কোন জমি থাকবে না। কিন্তু যেহেতু ক্রীগদের বিনামূল্যে জমির লোভে অসংখ্য বিদেশী এসে জমা হবে তাই ক্রীগদের এই সর্ব সময়ের সময় সীমা শেষ হবে আরও আগে। বিশেষ করে এই কথা মনে রাখলেই হবে যে ৪৪,০০০,০০০ জনের জন্য জমিও বর্তমান ইউরোপের দারিদ্র্য দূর করতে পারবে না, কারণ ইউরোপে প্রতি দশজনের একজন করে লোক দরিদ্র এবং কেবল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের দরিদ্রদের সংখ্যাই হল, ৭, ০০০,০০০ জন। রাজনৈতিক অর্থনীতিতেও এই একই ধরনের সরল একটা উদাহরণ পাওয়া যায় ত্রয়োদশ সংখ্যায় স্ত্রীলোকদের প্রতি' শিরোনামা প্রবন্ধে। যাতে ক্রীগ বলেছে যে, যদি নিউইয়র্ক শহরের জমি থেকে মাত্র ৫২,০০০ একর জমি ছেড়ে দেওয়া হয় সুদূর দ্বীপপুঞ্জের জন্য, তাহলেই 'এক ধাক্কায়' নিউইয়র্কের সমস্ত দারিদ্র্য, দুঃখ এবং অপরাধ চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। .২

ক্রীগ কি প্রলেতারীয় আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে জমি পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা যা প্রলেতারিয়েতের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছে এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে প্রলেতারিয়েত আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে, তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন? তিনি কি দেখিয়েছেন কেন আমেরি কারকমিউনিস্ট আন্দোলন প্রথম অবস্থায় ভূমি বণ্টনের উপর জোর দিয়েছিল যা সমস্ত সাম্যবাদীদের বিরোধিতা বলে মনে হলেও তাতে আপত্তির কোন কারণ নেই। কিন্তু তিনি এমন কথা ঘোষণা করেছেন যা নিশ্চিত আন্দোলনের অধঃস্তন পর্যায়ের এক রূপ মাত্র। তিনি এই প্রাথমিক স্তরের আন্দোলনকেই আন্দোলনের সর্বশেষ ও চরম লক্ষ্য বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, অর্থাৎ আন্দোলনের

মূল লক্ষ্যকে কেবল বাজে কথার আড়ালে ঢেকে রেখেছেন। সেই একই প্রবন্ধে (দশম সংখ্যায়) তিনি তাঁর বীজ মন্ত্র আউড়েছেন, এইভাবে, 'আর এইভাবেই ইউরোপীয়দের এককালের স্বপ্ন অবশেষে সার্থক হতে চলেছে। সাগরের এপারে ওদের জন্য তৈরী হবে এমন আবাসন, যেখানে কেবল ওরা নিজেরাই ভোগ করবে ওদেরই পরিশ্রমের ফসল আর ওরা পৃথিবীর সব দুর্বৃত্তকে গর্বের সঙ্গে ডেকে বলতে পারে, 'এটা আমার কামরা, যা তোমরা তৈরী কর নি, এই আমার হৃদয়, যার জ্যোতিতে আজ তোমাদের হৃদয় পূর্ণ।'

"সে আরও যোগ করতে পারে, এই আমার গোবরগাদা, যা তৈরী করেছি আমি, আমার স্ত্রী, আমার সন্তানেরা, আমার চাকর আর আমার গোরু ঘোড়ার মল দিয়ে। আর কারা সেই ইউরোপীয়, যাদের স্বপ্ন সত্য হতে চলেছে? কমিউনিস্ট কর্মীরা নয়, কিন্তু দেউলিয়া দোকানদার, আর দারুশিল্পীগণ বা ধ্বংস মুখ কোন দিন মজুর, যারা হুকরায় পাতি বুর্জোয়া বা আমেরিকার কৃষক সম্প্রদায় হওয়ার জন্য দিন গুনছে। আর কি সেই 'স্বপ্ন' যা ১,৪০০,০০০,০০০ একর জমির মাধ্যমে সফল হবে? আর কিছুই নয়, যার দ্বারা সকলেই ব্যক্তিগত জমির মালিকানা পাবে যা সমস্ত লোককেই সম্রাট, রাজা ও পোপে পরিণত করে দেবার মত স্বপ্ন, যা সাম্যবাদী চিন্তায় একেবারেই দুর্বোধ্য।"

মার্কস-এর সমালোচনা সম্পূর্ণ শ্লেষে পরিপূর্ণ। তিনি ক্রীগের সেই সব মতামতকে নিয়েই ব্যঙ্গ করেছেন, যে সব মতাদর্শ অনেকটা আমাদের 'সামাজিক বিপ্লবীদের' মধ্যে দেখা যায়। যেমন কথার চাতুর্য, পাতি-বুর্জোয়া অবাস্তবতাকে সর্বোচ্চ বিপ্লবী অবাস্তবতা বলে স্বীকার করা, আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তার উন্নতিকে হেয় করে দেখানো ইত্যাদি। অত্যন্ত গভীর অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা মার্কস, যিনি তখন পর্যন্ত একজন ভবিষ্যৎ অর্থনীতিবিদ বলে স্বীকৃতির অপেক্ষায় রয়েছেন, তিনি বিনিময় ও উৎপাদনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, কৃষকরা তাঁদের জমির উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিনিময় করবে, যদিও তাদের জমি বিনিময়যোগ্য নয় এবং এতেই সব কথা বলা হয়ে গেল! প্রশ্নটা এমনভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যা রুশ কৃষক আন্দোলন এবং তার পাতি-বুর্জোয়া 'সমাজতান্ত্রিক' আদর্শবাদীদের ক্ষেত্রে অধিকাংশে প্রযোজ্য।

মার্কস অবশ্য এই পাতি বুর্জোয়া আন্দোলনকে বর্জন করেন নি, তিনি অন্ধভাবে একে অস্বীকার করেন নি, তিনি এই সব বিপ্লবী পাতি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁর হাত নোংরা করতে ভয় পান নি—যে ভয় রয়েছে অনেক নীতিবাগীশদেরই। যখন নির্দয়ভাবে আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, মার্কস তখন বিনীতভাবে তার ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে তার প্রকৃত অর্থ অনুধাবনে সচেষ্ট হয়েছেন, যে পরিণাম কারো ইচ্ছা বা সচেতনতার অপেক্ষা না করেই সাধারণ নিয়মে ঘটবে,

তার কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। সুতরাং মার্কস একে বর্জন না করে বরং কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সমর্থনে সায়ই দিয়েছেন। দ্বন্দ্বমূলক চিন্তাধারা গ্রহণ করে, অর্থাৎ আন্দোলনকে সব রকমের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করে তার অতীত ও ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা করে মার্কস জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে আন্দোলনের বিপ্লবী দিকটি দেখতে পেয়েছেন। তিনি পাতি-বুর্জোয়া আন্দোলনের রূপকে মনে করেন প্রলেতারিয়েতের, কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে। মার্কস ক্রীগকে বলেছেন, এই আন্দোলনের ফলে আপনি যা স্বপ্ন দেখছেন তা কখনও সম্ভব হবে না, পারস্পরিক সৌহার্দ্যের পরিবর্তে আপনি পাবেন পাতি-বুর্জোয়ার আধিপত্য, কৃষকদের অবিচ্ছেদ্য সম্পত্তি না হয়ে জমি চলে যাবে ব্যবসায়ীদের খপ্পরে। আগ্রাসী ফাটকাবাজদের আঘাত হানার বদলে দেখতে পাবেন পুঁজিবাদের প্রসার লাভ। কিন্তু পুঁজিবাদের এই প্রসার লাভকে আপনি বৃথাই পাশ কাটানোর চেষ্টা করছেন। কারণ এই পুঁজিবাদের প্রসার লাভের ফলেই কালক্রমে প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাবে সামাজিক অগ্রগতি, আর তাতে ত্বরান্বিত করবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নতুনতর দিক-নির্দেশ। জমিদারী সম্পত্তির উপর আঘাত হানার চেষ্টা প্রকৃতপক্ষে সাধারণভাবে সম্পত্তির উপর আঘাতই আনবে। অনুন্নত শ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে সাময়িক ভাবে যদিও ব্যাহত হবে সার্বিক উন্নতি তা হলেও তা কোন অবস্থাতেই সকলের স্বার্থের পরিপন্থী হবে না, তবে সেই সাময়িক পরিবর্তনের আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে অনুন্নত শ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রামে, যা প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানবজাতি বিশেষ করে কৃষিজীবীদের সুখের দিনের সূচনা করবে।

ক্রীগের বিরুদ্ধে মার্কস-এর এই সমালোচনা আমাদের রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের আদর্শ হিসাবে কাজ করবে। রাশিয়ার বর্তমান কৃষক আন্দোলন নিঃসন্দেহে পাতি-বুর্জোয়া বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে এই কথা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো, আর আমরা নির্দয় আপসহীন সংগ্রামে লিপ্ত হব এই সব পাতি-বুর্জোয়া আলেয়ার খোলস, যারা আজ 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী' বা এই পর্যায়ের আদিম সমাজতন্ত্রী বলে নিজেদের পরিচয় দেয় তাদের বিরুদ্ধে। প্রলেতারিয়েতের যে কোন সংগঠন সব রকমের গণতান্ত্রিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েও চেষ্টা করবে পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আনয়নে, আর সেটাই হবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, যা থেকে আমরা যেন কোন অবস্থাতেই চোখ না ফেরাই। কিন্তু ঠিক এই কারণে কৃষক আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ানোর অর্থই হবে অশিক্ষিত লোকের বৃথা পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের মত। না, এই আন্দোলনের বিপ্লবী ও সমাজতান্ত্রিক চরিত্র সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, আর তাই আমরা আমাদের সর্ব শক্তি দিয়ে একে সমর্থন করবো, এর উৎকর্ষ সাধন করবো, একে রাজনৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ শ্রেণীসংগ্রামে

পরিণত করবো, এর অগ্রগতির সহায় হয়ে, এই আন্দোলনের সংগে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাব চূড়ান্ত লক্ষ্যে—কারণ কোন আন্দোলনের শেষ হলেও আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে, আমরা এগিয়ে যাব ততদূর পর্যন্ত যেখানে সমাজ বিভক্ত হয়েছে শ্রেণীতে। পৃথিবীতে অন্য কোনও দেশ বোধ হয় নেই যেখানে কৃষকশ্রেণী এই ধরনের দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, যেমন শোষিত আর নিপীড়িত হচ্ছে তারা রাশিয়ায়। এই শোষণ যতই তীব্রতর হতে থাকবে ততই কৃষক জাগরণ শক্তিশালী হয়ে উঠবে, ততই এই বিপ্লব হয়ে উঠবে অপ্রতিহত। শ্রেণী-সচেতন বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত এই আন্দোলনকে সমর্থন করবে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে, যাতে রাশিয়ায় যেন এই পচা, জমিদারী, এক-মালিকানা দাসত্বের কোন অস্তিত্ব না থাকে। যাতে এর ফলে জন্ম নেয় এক স্বাধীন নির্ভীক জনসমাজ, গড়ে উঠবে এক নতুন সাধারণতান্ত্রিক দেশ যে দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় আমাদের প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব আরও ভালভাবে বিকাশ লাভ করতে পারবে।

ভপেরিয়দ, সংখ্যা ১৫ খণ্ড ৮, পৃঃ ৩২৩-২৯
২০ (৭) এপ্রিল, ১৯০৫

জোহান বেকার, জোসেফ দিৎজেন, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, কার্ল মার্কস এবং অন্যান্যের ফ্রেডারিক সোর্জ ও অন্যান্যকে লেখা পত্রের রুশ ভাষায় অনুবাদের ভূমিকা

মার্কস, এঙ্গেলস, দিৎজেন, বেকার ও গত শতাব্দীর আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের পত্রাবলীর সংকলন করে রুশ জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য মার্কবাদী সাহিত্যের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

এখানে আমরা বিস্তারিতভাবে সমাজতন্ত্রের ইতিহাসের নিরিখে এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের কার্যকলাপের তুলনামূলক আলোচনায় যাব না। এ কথা বলার অবশ্য কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আমরা এখানে কেবল আন্তর্জাতিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া কতখানি আছে, তাই নিয়েই আলোচনা করবো। (দ্রষ্টব্য: Jaeckh-এর *দি ইন্টারন্যাশনাল*; রুশ ভাষায় *জ্নানিয়ে*-তে প্রকাশিত); বা এই প্রসংগে জার্মান ও আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাস (দ্রষ্টব্য: *ফ্রাঞ্জ মেহরিঙ-এর জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাসির ইতিহাস* এবং *মরিস হিলকুইট-এর যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতন্ত্রের ইতিহাস*) নিয়ে আলোচনা করব।

এই সব পত্রের বিষয় নিয়েও সাধারণ কোন বক্তব্য আমাদের এখানে রাখার ইচ্ছা নেই, বা যেসব ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জীর সংগে এইসব পত্রের যোগাযোগ আছে সে সম্পর্কেও কিছু বলতে চাই না। মেহরিঙ এই সম্পর্কে খুব সুন্দর করে বলেছেন, তাঁর লেখা, "Der Sorgesche Briefwechsel" (*ন্যু জেইট্*, ২৫ Jahrg. Nr. ১ ও ২)* প্রবন্ধে যার খুব সম্ভবত

* সোর্জে পত্রাবলী, ন্যু জেইট, ২৫ বছর, সংখ্যা ১ এবং ২—সম্পাদক।

বর্তমান অনুবাদের শেষ দিকে প্রকাশক প্রকাশ করবেন, বা আলাদা করে রুশ প্রকাশন হিসাবে বের হবে।

প্রায় তিরিশ বছর ধরে (১৮৬৭-৯৫) মার্কস ও এঙ্গেলসের কার্যাবলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলে বর্তমান বিপদাত্মক সময়ে বিশেষ করে রুশ সমাজ-তন্ত্রী ও বিবদমান প্রলেতারিয়েত যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করতে পারবে। সেই কারণেই এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় নয় যে আমরা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সাহিত্যে প্রথমেই পাঠকদের সোর্জ-এর কাছে লেখা মার্কস ও এঙ্গেলসের পত্রাবলীর পরিচয় ঘটাতে গিয়ে তার সঙ্গে রুশ বিপ্লবের বহু বিতর্কিত সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক কার্যকলাপের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। (প্লেখানভের সোভ্রেমেননায়া ঝিজন এবং মেনশেভিক Otkliki) এবং আমরা বিশেষ করে প্রকাশিত পত্রাবলীর প্রশংসাসূচক অংশের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা কিনা বর্তমান রাশিয়ার শ্রমজীবী সংগঠনের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের চিঠিতে প্রায়শঃই ব্রিটেন, আমেরিকা ও জার্মানীর শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এটা স্বাভাবিক, কারণ তাঁরা ছিলেন জার্মান আর সেই সময়ে বাস করতেন ব্রিটেনে আর তাঁদের আমেরিকার বন্ধুদের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখা-লেখি করতেন। মার্কস প্রায়ই নিজের কথা ব্যক্ত করতেন খোলাখুলিভাবে আর তিনি ফরাসী শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষ করে প্যারী কমিউন' নিয়ে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট কুগেলমানের* কাছে নানা চিঠিতে লিখেছেনও বিস্তারিত।

ব্রিটিশ, মার্কিন ও জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন নিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলসের তুলনামূলক আলোচনা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। এই ধরনের তুলনা-মূলক আলোচনার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় যখন দেখি একদিকে জার্মানী ও অন্যদিকে ব্রিটেন ও আমেরিকা কিভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে নিজের দেশে পুঁজিবাদের প্রসার ঘটাতে বুর্জোয়াদের সৃষ্টি করে সেই দেশের সমস্ত মানুষের রাজনৈতিক জীবনের উপর আধিপত্য কায়েম করেছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা এখানে দেখতে পাই বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের উদাহরণ যাতে বিভিন্ন দিকের চাপ সৃষ্টি করে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগ করে অন্যান্য সমস্যা তুলে ধরা হয় সকলের সামনে।

* দ্রষ্টব্য ডঃ কুগেলমানকে লেখা কার্ল মার্কস-এর পত্রাবলী এন. লেনিনকৃত রুশ ভাষায় অনুবাদ, যাতে সম্পাদকের প্রস্তাবনা লেখা আছে। সেন্ট পিতার্সবার্গ, ১৯০৭ সালে প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ১২, পৃঃ ১০৪-১২—সম্পাদক)

শ্রমিক সংগঠনের কর্মসূচী ও কার্যপ্রণালীর দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী আমাদের সামনে রয়েছে 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর রচনাকারীরা কিভাবে বিভিন্ন দেশে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সংগ্রামী প্রলেতারিয়েতের রণ-কৌশল গ্রহণ করতে হয় তার চমকপ্রদ উদাহরণ।

ব্রিটেন ও আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের যেদিকে মার্কস ও এঙ্গেলস তীব্র সমালোচনা করেছেন তাহল এদের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্নতা। ব্রিটেনের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন[৬] ও আমেরিকার সমাজতন্ত্রীদের যে সমস্ত সমালোচনার বোঝা ওঁরা চাপিয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে তীব্র সমালোচনা হল যে ওরা মার্কসবাদী তত্ত্বকে একটা 'অনড় গোঁড়ামি'তে নামিয়ে এনেছিল, ওরা একে একটা নির্দেশ বলে মেনে নিয়েছিল, একে 'কর্মসূচীর পথ নির্দেশ'[৭] বলে ভাবে নি, বা ওরা তাত্ত্বিক দিক থেকে অসহায় হলেও যে বিরাট শ্রমশক্তি ওদের পাশাপাশি বীর বিক্রমে এগিয়ে চলেছে তাদের সংগে হাত মিলিয়ে একসংগে চলতে পারে নি।

১৮৮৭ সালের ২৭শে জানুয়ারীর চিঠিতে এঙ্গেলস বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন, 'আমরা ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৩ পর্যন্ত কি কেবল যারা আমাদের পথ-নির্দেশককে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছে, তাদের সংগেই একসংগে চলার কথা বলেছি? আমরা আজ তাহলে কোথায় চলেছি? এবং এর আগের চিঠিতে (১৮৮৬ সালের ২৮শে ডিসেম্বরের) তিনি হেনরি জর্জের আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছেন:

> "আগামী নভেম্বরে প্রকৃত শ্রমিকশ্রেণী সংগঠনের প্রশ্নে দশলক্ষ বা তার দ্বিগুণ শ্রমিকের ভোট বর্তমানে একলক্ষ সাচ্চা গোঁড়া কমিউ-নিস্টদের ভোটের চেয়ে অনেক বেশি দামী।"

এগুলো খুবই কৌতূহলোদ্দীপক অংশ বিশেষ। আমাদের দেশেও এই ধরনের কিছু সোশ্যাল-ডেমোক্রাট আছে যারা 'শ্রম কংগ্রেস' বা লারিনের 'মহান শ্রমিক পার্টি'[৮]-র মত মতাদর্শের প্রতি যথেষ্ট যত্নবান। তাহলে 'বাম সংগঠনের' জন্য কোন প্রচেষ্টা নেই কেন? আমরা এঙ্গেলসের হঠকারী 'মতাদর্শীদের' এই প্রশ্ন করছি। এই চিঠির উধৃতি অংশ নেওয়া হয়েছিল সেই প্রসংগে যখন আমেরিকার শ্রমিকরা হেনরি জর্জের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। এঙ্গেলসের চিঠির উত্তর থেকে জানা যায় যে শ্রীমতী উইচনেওয়েদস্কি, যিনি আমেরিকান হলেও একজন রুশকে বিয়ে করেছিলেন এবং এঙ্গেলসের রচনার অনুবাদ করেছিলেন, তিনি একবার এঙ্গেলসকে হেনরি জর্জের বিস্তারিত সমালোচনা লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। এঙ্গেলস লিখেছিলেন (ডিসেম্বর ২৮, ১৮৮৬) যে 'এখনও তার সময় হয় নি'

প্রধান কাজ হবে যে শ্রমিকশ্রেণীর নিজেদের আগে সংগঠিত হতে হবে যদি সুনির্দিষ্ট কোন কর্মসূচী অনুযায়ী না হয়, তাহলেও। পরবর্তী সময়ে শ্রমিকরা নিজেরাই বুঝতে পারবে কি ভুল তারা করেছে, 'ওরা তাদের নিজেদের ভুলের মধ্য থেকেই তা শিখবে', কিন্তু 'যদি কোন অবস্থা সমস্ত শ্রমিকের সেই জাতীয় সংগঠনে বাধা বা বিলম্ব ঘটায়, তা সে যে কোন সংগঠনের ছত্র ছায়াতেই সংগঠিত হোক না কেন—আমি তাকে একটা বিরাট ভুল বলে মনে করবো……'

এতে কোন সন্দেহ নেই যে এংগেলস সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগীতে বিচার করেই হেনরি জর্জের প্রতিক্রিয়াশীল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর প্রায়ই আলোকপাত করেছেন। সোর্জের সংগে চিঠিপত্রের আদান প্রদানের মধ্যে মার্কস-এর ২০শে জুন, ১৮৮১ সালের একখানা চিঠি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। তাতে তিনি হেনরি জর্জকে একজন 'চরমপন্থী বুর্জোয়া' চরিত্রের লোক বলে উল্লেখ করেছেন। মার্কস লিখেছেন, 'তাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করলে লোকটাকে চরম অনুন্নত বলে মনে হয়' (Total arriere)। যদিও এংগেলস এই 'সমাজতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীলের' সংগে একযোগে নির্বাচনে দাঁড়াতে ভয় পান নি, যতদিন এমন সব লোক ছিল যারা জনগণকে বোঝাতে পারতো 'তাদের ভুলের চরম পরিণতির কথা'। (এংগেলসের ১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বর লেখা চিঠি)।

তৎকালীন সময়ে আমেরিকার শ্রমিক-সংগঠন 'নাইটস অব লেবার'[১] সম্পর্কে সেই একই চিঠিতে এংগেলস লিখেছেন, 'নাইটস অব লেবার' দলের সবচেয়ে দুর্বলতম (প্রকৃত অর্থে, গলিত অংশ, faulste) দিক হল তাদের রাজনৈতিক মধ্যপন্থা…আন্দোলনের সামিল হওয়ার প্রত্যেকটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হল সেই দেশের সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়ে এক স্বাধীন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা, তা সে কি ভাবে সংগঠিত হবে সেটা কোন ব্যাপারই নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সংগঠন করতেই হবে।'

একথা নিশ্চিত যে এর থেকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি থেকে পার্টি-বিহীন শ্রমিক কংগ্রেস গঠনের কোন যুক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। কিন্তু যে কেউই মার্কসবাদী মতবাদকে 'ধর্মমত' 'গোঁড়ামি,' 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' ইত্যাদি যাতেই নামিয়ে আনার এংগেলসের অভিযোগ পরিহার করুক না কেন, তাকে এই সিদ্ধান্তে আসতেই হবে যে কখনও কখনও কট্টর "সামাজিক-প্রতিক্রিয়াশীল"দের সংগে একযোগে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হয়।

কিন্তু সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয় হল যে আমরা এইসব আমেরিকান-রুশীয় সহচারবাদীদের (আমরা আমাদের প্রতিপক্ষের জবাবে এরপর পদের এইভাবেই উল্লেখ করবো) নিয়ে বেশী চিন্তা না করে বরং ব্রিটিশ ও মার্কিন

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবো। এইগুলি হল, প্রলেতারিয়েতের কোন বিরাট-জাতীয় ডেমোক্রাটিক সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়নি, প্রলেতারিয়েতের বুর্জোয়া রাজনীতির কাছে সম্পূর্ণ নতি স্বীকার করা, মাত্র কয়েকজন সমাজতন্ত্রীর বিচ্ছিন্নভাবে সংগঠনের ফলে প্রলেতারিয়েতের সংগে যোগাযোগের অভাব, নির্বাচনে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সামান্যতম সমাজতান্ত্রিক ধারণার বীজ বপনের অভাব ইত্যাদি। যে এইসব মূল শর্তের কথা ভুলে গিয়ে 'মার্কিন-রুশ' সহচারবাদী'দের থেকে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চায়, সেই সবচেয়ে বড় অবাস্তবতার কাজ করবে।

এই অবস্থার মধ্যেও এংগেলস শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগঠনের উপর জোর দিয়েছিলেন কারণ সবচেয়ে সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও সেই সময়ে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল, কারণ এই অবস্থায় কেবল সমাজতান্ত্রিক কর্তব্যের সংগে বিরোধ লেগেছিল প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের সংগে।

এংগেলস তাই স্বাধীন শ্রমিক সংগঠনের উপর জোর দিয়েছিলেন, যদি তা অতি সাধারণ কর্মসূচী নিয়েও গঠিত হয়, তাহলেও কারণ তিনি এমন সব দেশের কথা বলেছিলেন যেখানে শ্রমিকদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়ার আভাস থাকলেও রাজনৈতিক ভাবে তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হত বুর্জোয়াদের পশ্চাতে এবং এখনও তাই-ই চলছে।

মার্কস-এর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণই হয়ে দাঁড়াবে চরম গোঁড়ামী যদি এমন কোন দেশ বা ঐতিহাসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে, যেখানে নরমপন্থী বুর্জোয়া সংগঠনের আগেই সংগঠিত হয়েছে প্রলেতারিয়েতের সংগঠন, কারণ সেখানে বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক নির্বাচনের কৌশল প্রলেতারিয়েতের অজ্ঞাত আর সেখানের নির্বাচনের আশু উদ্দেশ্য হল সমাজতান্ত্রিক নয়, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক।

আমাদের ধারণা পাঠকদের কাছে আরও পরিষ্কার হবে যদি আমরা বৃটিশ, মার্কিন ও জার্মান আন্দোলন সম্পর্কে এংগেলসের মতামত নিয়ে পর্যালোচনা করি।

এই ধরনের কৌতূহলোদ্দীপক মতামত প্রকাশিত চিঠিপত্রের মধ্যেও পাওয়া যায় প্রচুর। আর এইসব মতামতের সংগে লাল সুতোর বাঁধনের মত রয়েছে প্রচণ্ড এক সাবধান বাণী, সেই সাবধান বাণী হল শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে 'দক্ষিণপন্থীদের এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি আন্দোলনে 'সুবিধাবাদীদের' অনুপ্রবেশ, যার বিরুদ্ধে তিনি ঘোষণা করেছিলেন এক ক্ষমাহীন সংগ্রাম [কখনও কখনও—মার্কস-এর ১৮৭৭-৭৯-র লেখায়—যাকে বলা হয়েছে 'প্রচণ্ড সংগ্রাম'।]

প্রথমে চিঠিপত্র থেকে উপরোক্ত মতামতের সমর্থনে কিছু উদ্ধৃতি দিই, পরে এই ঘটনার পর্যালোচনা করছি।

সর্বাগ্রে আমরা 'হোসবার্গ অ্যাণ্ড কোম্পানী' সম্পর্কে মার্কস-এর মতামত নিয়ে আলোচনা করি। সুবিধাবাদীদের সম্পর্কে মার্কস-এর আক্রমণ ও পরে এংগেলসের আক্রমণকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন ফ্রাঞ্জ মেহ্‌রিঙ তাঁর 'Der Sorgesche Briefwechsel' নামক প্রবন্ধে এবং আমাদের মনে হয় তাতে তিনি সমর্থও হয়েছিলেন। বিশেষ করে হোসবার্গ অ্যাণ্ড কোম্পানীর ব্যাপারে মেহরিঙ-এর মত হল যে মার্কস-এর লাসাল এবং লাসাল-পন্থীদের[১০] সম্পর্কে মতামত ভুল। কিন্তু আমরা সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলছি যে কোন বিশেষ সমাজতন্ত্রী সম্পর্কে এর বিরূপ সমালোচনা ঠিক বা অতিরঞ্জিত হয়েছিল কিনা তার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন আমরা করবো না, আমরা নীতিগতভাবে সমাজতন্ত্র আন্দোলনের সাধারণ গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে মার্কস-এর মতামতের মূল্যায়ন করবো।

লাসালপন্থী ও ডাুরিঙদের সংগে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের আঁতাতের সমালোচনা করতে গিয়ে মার্কস (১৮৭৭ সালের ১৯শে অক্টোবরের চিঠি) অর্ধ পরিণত ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু উচ্চাভিলাষী ডক্টরেট-ধারীদের [জার্মানীতে ডক্টরেট আকাদেমী ডিগ্রী, আমাদের "প্রার্থী" বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর স্নাতকদের মতন] যারা সমাজতন্ত্রের বস্তুবাদীদিককে (যে দিকটা যারাই এই সম্বন্ধে আলোচনা করতে চায়, তাদের লক্ষ্য রাখতে হয়) উপেক্ষা করে একে উচ্চ আদর্শগত ধারণার রূপ দিতে চেয়েছে তাদের ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও সহমর্মিতার ঈশ্বরীয় আদর্শ আরোপ করে, তাদের সংগে আঁতাতকেও প্রচণ্ড ধিক্কার জানিয়েছেন। Zukunft-এর লেখক ডঃ হোসবার্গও এই মতাদর্শের একজন প্রতিনিধি এবং তাঁর এই মতাদর্শ তিনি সংগঠনেও অনুপ্রবেশ ঘটাতে চেয়েছেন, যদিও আমি তাঁর এই উদ্দেশ্যকে দোষারোপ করি না। তাঁর Zukunft-এ প্রকাশিত কর্মসূচীর চেয়ে আরো সহজ কর্মসূচীর কোনটাও কদাচিৎ বাস্তবায়িত হয়েছে। (৭০ নং চিঠি)।

প্রায় দুবছর (সেপ্টেম্বর ১৯, ১৮৭৯) পরে লেখা আর একটি চিঠিতে মার্কস, তিনি আর এংগেলস জে. মোস্টকে সমর্থন করেছেন, আর সোর্জেকে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে সুবিধাবাদীদের প্রতি সোর্জে-এর পক্ষ-পাতিত্বের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন—এই ধরনের গুজবের প্রতিবাদ করেছেন। Zukunft পরিচালনা করতেন হোসবার্গ, শেরাম ও এডওয়ার্ড বার্নস্তেইন। মার্কস এবং এংগেলস উভয়েই এই ধরনের প্রকাশনার জন্য কিছু করতে অস্বীকার করেন এবং যখন এই হোসবার্গ ও তাঁর আর্থিক সহযোগিতায় পার্টির নতুন মুখপত্র প্রকাশের প্রশ্ন ওঠে তখন এই ধরনের ডাক্তার, ছাত্র ও

তথাকথিত-সমাজতন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত মিশ্র সংগঠনের'র উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে মার্কস ও এংগেলস প্রথমেই দাবী করেন পত্রিকার মুখ্য সম্পাদকরূপে তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে কে নিয়োগ করতে হবে। এবং তারপরই তাঁরা সরাসরি বেবেল, লিবক্লেখৎ ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছে প্রচারপত্র পাঠিয়ে এই মর্মে তাঁদের সাবধান করে দেন যে তাঁরা 'পার্টি' এবং তার তত্ত্বের এই ধরনের বিকৃতি'র (Verluderung—যা জার্মানীতে বিকৃতিরও অধিক অর্থবহ) প্রকাশ্য প্রতিবাদ করবেন; যদি না হোসবার্গ, শেরাম ও বার্নস্তেইন তাদের কার্যধারা বদলায়।

জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির এই সময়টাকে মেহরিঙ তাঁর ইতিহাসে[১১] 'বিশৃংখলার বছর' ("Ein Jahr der Verwirrung") হিসাবে উল্লেখ করেছেন। 'সমাজতন্ত্র-বিরুদ্ধ আইন[১২] পাশ হওয়ার পর পার্টি সঠিক পথে চালিত না হয়ে মোস্টের নৈরাজ্যবাদিতা এবং হোসবার্গ ও তার সাক্রেদদের সুবিধাবাদী পথের দিকে ঝুঁকেছিল। হোসবার্গ ও তার সাকরেদদের সম্পর্কে মার্কস বলেছেন, "এই লোকগুলো তত্ত্ব বহির্ভূত ও কর্মসূচীতে অচল চিন্তাধারায় সমাজতন্ত্রের বিশেষ করে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির বদনাম রটাতে চেয়েছিল। (এ কাজ তারা করতে চেয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ডিগ্রীধারীদের মত অনুযায়ী) ওরা চেয়েছিল ওদের আধা-জ্ঞানের সাহায্যে শ্রমিক শেখাতে বা ওদের কথায় বলতে গেলে শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করতে, সর্বোপরি বুর্জোয়াদের চোখে পার্টির মর্যাদা বাড়াতে। ওরা হল কেবল কতকগুলো বাজে কথা বলা ঘৃণ্য প্রতিবিপ্লবী।[১৩]"

মার্কসের এই ভয়ংকর আক্রমণের ফলে সুবিধাবাদীদের পিছু হটতে হল, আর তারা নিজেরাও সরে পড়ল। ১৮৭৯ সালের ১৯শে নভেম্বরের এক চিঠিতে মার্কস ঘোষণা করলেন যে হোসবার্গকে সম্পাদকীয় কমিটি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পার্টির সমস্ত প্রভাবশালী নেতৃবর্গ যেমন, বেবেল, লিবক্লেখৎ, ব্রেক প্রভৃতিরা তার চিন্তাধারাকে বর্জন করেছেন। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মুখপত্র 'সোজ্যাল-ডেমোক্রাট' সেই সময়ে পার্টির বিপ্লবী অংশের সংগে যুক্ত ভোলমারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে লাগল। এক বছর পর (নভেম্বর ৫, ১৮৮০) মার্কস বর্ণনা করেছেন তিনি এবং এংগেলস 'সোজ্যাল-ডেমোক্রাটের' 'করুণ' অবস্থার প্রতিবাদ করে এসেছেন, আর প্রায়ই তাঁদের মতামত 'তীব্র'ভাবে জানিয়েছেন। লিবক্লেখৎ ১৮৯০ সালে মার্কস-এর সংগে দেখা করে তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এর পর থেকে সব দিক থেকেই পত্রিকার 'উন্নতি' ঘটবে।

শান্তি স্থাপিত হল এর পরেই, আর তারপর থেকে বিরোধ কখনও প্রকাশ্যে দানা বেঁধে ওঠে নি। হোসবার্গকে সরিয়ে দেওয়া হল আর বার্নস্তেইন ১৮৯৫ সালে এংগেলসের মৃত্যু পর্যন্ত বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাট হয়েছিল।

১৮৮২ সালের ২০শে জুন এঙ্গেলস সোর্জকে লিখেছিলেন এবং এই বিরোধ অতীতের ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করেও বলেছিলেন, "সাধারণভাবে জার্মানীতে সব কিছুই বেশ ভালভাবেই চলছে। একথা সত্যি, যে পার্টির শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা প্রতিবিপ্লবী হয়ে পড়েছিল…ওরা টানা পোড়েনে থাকলেও অবশেষে চরমভাবে পরাজিত হয়েছিল। যে কারণে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা সবার কাছে গালাগালি খেয়েছে, সেই কারণের জন্যই তারা আরো বিপ্লবী হয়ে উঠেছে তিন বছর আগে তারা যা ছিল তার চেয়েও বেশী পরিমাণে…এই লোকগুলো [পার্টির শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা] যে কোন মূল্যে ভিক্ষা করতে চেয়েছে সমাজতন্ত্র বিরুদ্ধ আইন বাতিল করতে, তা সে অনুনয় করেই হোক, বা বশংবদ হয়েই হোক, বা অবমাননা সহ্য করেই হোক—কারণ এর ফলে ওদের সাহিত্যের বিনিময়ে সামান্য আয়টুকু বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই আইন বাতিল হওয়ার সংগে সংগে…বিরোধ প্রকাশ্য হয়ে পড়বে আর তখনই ভিরেক আর হোসবার্গ স্বতন্ত্র দক্ষিণপন্থী দল গঠন করবে যেখান থেকে ওদের প্রাপ্য আদায় করতে পারবে মাঝে মাঝে আর আন্দোলনের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে পারবে। সমাজতন্ত্র বিরুদ্ধ আইন পাশ হওয়ার সংগে সংগে আমরা একথা ঘোষণা করেছিলাম, যখন হোসবার্গ আর শেরাম বর্ষপঞ্জীতে দাবী করেছিল, যেটা হয়েছে পার্টির কাজের সবচেয়ে অযৌক্তিক মূল্যায়ন, যে পার্টির সদস্যদের ব্যবহার আরও মার্জিত, সংস্কৃত ও সুরুচি সম্পন্ন হওয়া উচিত।"

বার্নস্তেনীয় অ-মার্কসবাদী[১৪] ধারণা সম্পর্কে ১৮৮২ সালে যে আশংকার কথা বলা হয়েছিল সেই অবস্থার অদ্ভুতভাবে উপলব্ধি করা হল ১৮৯৮ সালে ও তার পরবর্তী বছরগুলিতে।

আর তার পরেই, বিশেষ করে মার্কস-এর মৃত্যুর পর, একথা অতিরঞ্জিত না করেও বলা যায় না যে এঙ্গেলস কিভাবে জার্মান সুবিধাবাদীদের বিকৃত প্রচারের বিরুদ্ধে নিরলস কাজ করে গেছেন।

১৮৮৪ সালের শেষ দিক। 'পাতি বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন' জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক রাইখস্ট্যাগ ডেপুটিদের 'জাহাজ নির্মাণ শিল্প অনুদান'[১৫] বিলটিকে সমর্থনের প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে। এঙ্গেলস সোর্জকে জানিয়েছিলেন যে তাঁকে এ নিয়ে প্রচুর চিঠিপত্র লিখতে হয়েছে (১৮৮৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের চিঠি)।

১৮৮৫। [illegible] শিল্প অনুদান' সম্পর্কে এঙ্গেলস লিখেছেন (জুন, ৩) [illegible] একটা প্রায় ভেঙ্গে যাওয়ার মত অবস্থায় এসেছিল। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ডেপুটিদের 'ফিলিস্তিনীয়' মনোভাব ছিল প্রচণ্ড রকম। এঙ্গেলস তাই বলেছেন, যে 'সেই অবস্থায় জার্মানীতে এক পাতি-বুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিক সংসদীয়দলের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।'

১৮৮৭। সেজে'র চিঠির উত্তরে এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে ভিরেকের মত (হোসবার্গ ধরনের একজন সোশ্যাল ডেমোক্রাট) একজন ডেপুটিকে নির্বাচন করে পার্টি নিজেরই কবর খুঁড়েছে। এঙ্গেলস এই বলে নিজের দোষ এড়িয়েছেন যে ওই অবস্থায় আর কিছুই করার ছিল না। কারণ সেই সময় শ্রমিকশ্রেণী রাইখস্ট্যাগের জন্য আর কোন ভালো ডেপুটি পায় নি। "দক্ষিণ পন্থী ভদ্রলোকেরা জানত যে যত দিন সমাজতন্ত্র বিরুদ্ধ আইন বলবৎ থাকবে ততদিন তাদেরও সহ্য করা হচ্ছে এবং যেদিনই পার্টি তার কাজ করার স্বাধীনতা অর্জন করবে, সেই মুহূর্তেই ওদের পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হবে।" আর তখন সাধারণত 'অন্য কোন উপায়ে থাকার চেয়ে তার সংসদীয় সদস্যদের নিয়ে গঠিত হওয়া' অধিকতর কাম্য মনে হয়েছিল (১৮৮৭ সালের ৩রা মার্চের চিঠি)। এঙ্গেলস অভিযোগ করেছেন যে লেবক্লেখৎ একজন মধ্যপন্থী দালাল গোছের লোক—সে তাই এই মতবিরোধকে সবসময় নানা রকম কথার ফুলঝুরি দিয়ে ঢেকে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু তাহলেও যখন এদের মধ্যে ভাঙন ধরবে তখন কিন্তু চরম মুহূর্তে সে আসবে আমাদের দলে।

১৮৮৯। প্যারিসে অনুষ্ঠিত হল দুটি আন্তর্জাতিক সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক কংগ্রেস।[১৬] সুবিধাবাদীরা (ফরাসী 'সম্ভাব্য গোষ্ঠীর[১৭] নেতৃত্বে) বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের থেকে আলাদা হয়ে গেল। এঙ্গেলস (তিনি তখন ৬৮ বছরের বৃদ্ধ) তখন এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন যুবকদের শক্তি নিয়ে। অসংখ্য চিঠিপত্র (১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী থেকে ২০শে জুলাই পর্যন্ত) লিখে তাতে সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। কেবল ওরাই নয়, জার্মানদেরও, যেমন লেবক্লেখৎ, বেবেল এবং অন্যান্যদেরও তাঁদের আপসের মনোভাবের জন্য কথার চাবুক থেকে রেহাই দেওয়া হয় নি।

'সম্ভাব্যগোষ্ঠী'রা তাদের একেবারে বিক্রী করে দিয়েছিল ফরাসী সরকারের কাছে, একথা লিখেছেন এঙ্গেলস ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ সালে। এবং তিনি ব্রিটেনের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনকে এইসম্ভাব্যগোষ্ঠীর সঙ্গে আঁতাতের জন্যও দোষারোপ করেছেন। 'এই বিকৃত কংগ্রেস নিয়ে অনবরত লেখা ও তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখায় আমার আর কোন কাজ করা সম্ভব হয় নি" (মে ১১, ১৮৮৯) এঙ্গেলস রেগে এক জায়গায় লিখেছেন, 'সম্ভাব্য গোষ্ঠীরা যখন খুব তৎপর তখন আমাদের লোকেরা ঘুমাচ্ছে। এখন অয়ার ও শিপপেল পর্যন্ত দাবী করছে যে আমরা যেন সম্ভাব্য গোষ্ঠীর অধিবেশনে যোগ দিই। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই ঘটনায় লেবক্লেখৎ-এর চোখ খুলেছে। এঙ্গেলস বার্নস্তেইনের সঙ্গে একত্রে সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে পুস্তিকা প্রকাশও করেছিলেন (যদিও সেগুলোতে সই করেছেন বার্নস্তেইন তাহলেও এঙ্গেলস সেগুলোকে 'আমাদের পুস্তিকা' বলে উল্লেখ করেছেন।)

"আরা ইউরোপে কেবল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন ছাড়া সম্ভাব্য-গোষ্ঠীর দিকে আর কোন সামাজিক সংগঠন ছিল না। [জুন ৮, ১৮৮৯] ফলতঃ ওরা ক্রমশঃই অ-সমাজতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়নে" পরিণত হচ্ছিল। (এই খবর তাদের জন্যই দেওয়া যারা আমাদের দেশে একটা বিরাট শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিক কংগ্রেস ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষক।) "আমেরিকা থেকে ওরা পেতে পারে কোন *খ্যাতিমান শ্রমিককে*" ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের একই দাঁড়াবে যেমন হয়েছিল বাকুনিনপন্থীদের[১৮] সংগে। কেবল তাতে সন্ত্রাসবাদীদের পতাকার বদলে থাকবে সম্ভাব্য গোষ্ঠীদের পতাকা: আর বুর্জোয়াদের কাছে আত্মবিক্রয়ের মাধ্যমে সামান্যতম সুযোগ-সুবিধা আদায়, বিশেষ করে যে শ্রমিক নেতারা রয়েছে তাদের আরো ভাল মাহিনার ব্যবস্থা করা (শহর পৌর-সভায় বা শ্রমিক বিনিময়ের সুযোগ ইত্যাদি দিয়ে) প্রভৃতি মনোবৃত্তির কোন পরিবর্তন হবে না। ব্রাউসে (সম্ভাব্য গোষ্ঠীর নেতা) এবং হাইণ্ডমান (সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন-এর যে অংশ সম্ভাব্য গোষ্ঠীর সংগে যোগ দিয়েছিল, তাদের নেতা) 'মার্কসবাদী নীতির প্রাধিকার'কে আক্রমণ করে 'নতুন আন্তর্জাতিকতার বীজ' বপন করতে চেয়েছিল।

"জার্মানদের সরলতা সম্পর্কে আপনাদের কোন ধারণা নেই। এই সবের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা বোঝাতে বেবেলকে পর্যন্ত আমার যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে" (জুন ৮, ১৮৮৯)। আর যখন দুই কংগ্রেসের মিলন হয়ে, বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল সম্ভাব্য গোষ্ঠীর (যারা ট্রেড-ইউনিয়ন, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন ও অস্ট্রিয়ানদের এক অংশের সংগে জোট বেঁধেছিল) চেয়ে তখন এংগেলস খুবই আনন্দিত হলেন (জুলাই ১৭, ১৮৮৯)। তিনি এই জেনে খুশী হয়েছিলেন যে ভাগাভাগির পরিকল্পনা আর লিবক্নেখৎ ও অন্যান্যদের প্রস্তাব নস্যাৎ হয়ে গেছে (জুলাই ২০, ১৮৮৯)। "এটা আমাদের ভাগাভাগির সমর্থক ভাবাবেগপূর্ণ ভাইদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে তাদের বিনীত মনোবৃত্তির জবাবে তারা তাদের দুর্বলতম স্থানেই পেয়েছে চরম আঘাত। এর ফলে কিছুদিনের জন্য ওদের চৈতন্যোদয় হতে পারে।'

...মেহরিঙ ঠিক কথাই বলেছে যে ("Der Sorgesche Brief Wechsel") মার্কস ও এংগেলস 'ভদ্র ব্যবহার' খুব অল্পই জানে। "যে সব আঘাত ওরা করেছে সে সম্পর্কে যেমন অনেক আগে ভাবেন নি কিছু তেমনি আবার যে সব আঘাত পেয়েছেন তার জন্যও ছিল না কোন নাকী কান্না।" এংগেলস এক জায়গায় লিখেছেন, "ওরা যদি ভেবে থাকে ওদের সুঁচের মুখে আমার এই বুড়ো, মোটা ট্যানকরা চামড়া ফুটো করতে পারবে, তাহলে ওরা ভুলই করছে।[১৯]" তাই মার্কস ও এংগেলস সম্পর্কে মেহরিঙ লিখেছে যে ওঁরা ভেবে লিখেছিলেন যে ওদের মতই দুর্ভেদ্য আর সকলেও।

১৮৯৩। বার্নস্তেইন (এরাও কি ফেবিয়ানদের অভিজ্ঞতা কাজে

লাগিয়ে ইংলণ্ডে সুবিধাবাদী মনোবৃত্তির পরিচয় দেয় নি?)-দের সমালোচনা করতে গেয়ে ফেবিয়ানরা[২০] নিজেদেরই 'সংশোধন' করেছে। "লণ্ডনের ফেবিয়ানরা হল একদল ভাগ্যান্বেষী যারা বুঝতে পেরেছিল যে অচিরেই সামাজিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে তাই তারা এই বিরাট দায়িত্বের বোঝা কেবল আনকোরা প্রলেতারিয়েতের হাতে ছেড়ে না দিয়ে, দয়া করে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে প্রলেতারিয়েত আন্দোলনের পুরোভাগে। বিপ্লবের ভয়ই ওদের মূল আশংকার কারণ। ওরা হল শিক্ষিত ভদ্রলোক।" ওদের সমাজতন্ত্র হল পৌর সমাজতন্ত্র, সেখানে দেশ নয়, সামাজিক গোষ্ঠীই হবে যে কোন প্রকারের সাময়িক ভাবে হলেও সমগ্র উৎপাদনের মালিক। ওদের এই সমাজতন্ত্র তখনও চূড়ান্ত বলে স্বীকৃত হলেও সেটা হয়েছিল বুর্জোয়া স্বাধীনতারই নামান্তর, সুতরাং শব্দের এই যে কৌশল যার ফলে ওরা কখনও উদারপন্থীদের সমালোচনা না করে তাদের সমাজতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেয়, সুতরাং তাদের সংগে যোগসাজস করে উদারপন্থা আর সমাজতন্ত্রের মিলন ঘটাতে সচেষ্ট হয়ে পড়ে, তারা উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক কোন প্রার্থী দাঁড় না করিয়ে বরং সমাজতন্ত্রীদের উদারপন্থীদের সংগে জুড়ে দিতে বা তাদের ছলনা করার তালে থাকে। ওরা অবশ্য বুঝতে পারতো না যে এর ফলে হয় ওরা অন্যের কাছে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হয় না হয় নিজেরাই প্রতারিত হয়, অথবা ওরা নিজেরাই সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে।

"কতকগুলো বাজে জিনিসের মধ্যেও কিছু ভাল প্রচার পুস্তিকা অবশ্য ওরা প্রকাশ করেছিল যথেষ্ট নিষ্ঠার সংগে. আর এই ক্ষেত্রে ইংরেজদের প্রকাশনের দিক থেকে এইগুলোই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু যখনই তারা শ্রেণী সংগ্রামকে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছিল তখনই ওদের এই গুলো হয়ে দাঁড়ায় বস্তাপচা বুলি মাত্র। সেইজন্যই মার্কস এবং আমাদের সকলের উপরই ওদের জাতক্রোধ কেবল এই শ্রেণী সংগ্রাম নিয়েই।

"এই লোকগুলোর অবশ্য প্রচুর বুর্জোয়া অনুগামী ছিল, আর স্বভাবতই ছিল অর্থ. ."[২১]

সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিতে বুদ্ধিজীবী সুবিধাবাদীদের কিভাবে নির্ণয় করা যায়

১৮৯৪। কৃষক সমস্যা। ১৮৯৪ সালের ১০ই নভেম্বর এঙ্গেলস লিখেছেন মহাদেশে সাফল্য নতুন করে সাফল্যের প্রসার ঘটাতে কৃষকের দরজায় পৌঁছে গেছে, আর প্রকৃত অর্থে তা আজ ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে ফ্রান্সের

নানতেসে ল্যাফারগ্যুয়ের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় কেবলমাত্র···অর্থাৎ আমাদের কোন তাড়া নেই···পুঁজিবাদে আমরা যেমন দেখি যে ছোট কৃষকরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওরা আরো তার সংগে যোগ করে যে আমরা এইসব ছোট কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত হওয়া, কর ও জমিদারদের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য সরাসরি সাহায্য করবো। কিন্তু আমরা এর সংগে সহযোগিতা করতে পারি না, কারণ, প্রথমতঃ এটা বোকামি, দ্বিতীয়তঃ এটা অসম্ভব। পরে, যাই হোক উলমার ফ্রাংক ফোর্টে আসে এবং সে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়কে প্রলোভিত করতে চেয়েছিল, যদিও সে উত্তর ব্যাভেরিয়ার যে কৃষক সম্প্রদায়কে নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিল তারা কেউই রাইনল্যাণ্ডের ঋণগ্রস্ত ছোট কৃষক সম্প্রদায় নয়, বরং তারা ছিল মাঝারি বা সংগতিপন্ন কৃষক সম্প্রদায় যারা ক্ষেত-মজুর মেয়ে ও পুরুষ কৃষকদের শোষন করে আর গবাদি পশু ও শস্য বিক্রয় করে প্রচুর পরিমাণে। আর সে কাজ সমস্ত আদর্শ বিসর্জন না দিয়ে করা যাবে না।"

১৮৯৪। ৪ঠা ডিসেম্বর। "···ব্যাভেরিয়ানরা অত্যন্ত সুযোগ সন্ধানী হয়ে উঠেছে আর তারা মিশে প্রায় একটা জনতা পার্টি গঠন করেছে (অর্থাৎ, নেতৃত্বের অধিকাংশ এবং যারা সম্প্রতি এই পার্টিতে যোগ দিয়েছে তাদের অধিকাংশই) এবং তারা সকলে ব্যাভেরিয়ান সংসদে বাজেটের জন্য ভোট দিয়েছে। আর উলমার কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়াচ্ছে যাতে সে সংগতিপন্ন ব্যাভেরীয় কৃষকদের যাদের ২৫ থেকে ৮০ একর জমি (১০ থেকে ৩০ হেক্টর পরিমাণ) আছে—মন জয় করতে পারে, যারা কিনা তাদের খামার জন-মজুরের সাহায্য ছাড়া পরিচালনা করতে পারে না; ওদের ক্ষেত মজুরদের মন জয় করার পরিবর্তে।"

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, মার্কস এবং এংগেলস দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সুব্যবস্থিত ও ধীরভাবে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে এসেছেন, আর সমাজতন্ত্রে বুদ্ধিজীবী ফিলিস্তিনীয় আর পাতি-বুর্জোয়া মনোভাবের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সাধারণ মানুষ জানে যে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিকে মার্কসবাদী প্রলেতারিয়েত নীতি ও কৌশলের আদর্শ বলে ধরা হয়, কিন্তু তারা জানে না মার্কসবাদী নীতির ধারকদের এই পার্টির 'দক্ষিণ পন্থীদের' (এংগেলসের মত) বিরুদ্ধে কিভাবে অনবরত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। আর এটা কোন দুর্ঘটনা নয় যে এংগেলসের মৃত্যুর পরই ঠাণ্ডা লড়াই প্রকাশ্যে আরম্ভ হয়। এটা জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি দশ বছরের অগ্রগতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

আমরা এখন এংগেলসের (মার্কস-এরও) দুই নীতির পরিষ্কার ছবি দেখতে পাচ্ছি, তার প্রস্তাব, নির্দেশ, সংশোধন, আশংকা আর

উপনিবেশাবলীর সঠিক মূল্যায়ন করতে পারছি। বৃটিশ ও আমেরিকানদের কাছে তাদের আবেদনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে তারা যেন শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় এবং তাদের সংগঠনের সঙ্গে গোষ্ঠীগত মনোবৃত্তির পার্থক্য রয়েছে তা যেন দূর করে। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা যেন কোন অবস্থাতেই ফিলিস্তিনবাদের কাছে, 'সংসদীয় মূর্খতার' কাছে (১৮৭৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত মার্কসের অভিমত) এবং পাতি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সুবিধাবাদীদের কাছে নতি স্বীকার না করে সেদিকে সকলকে শিক্ষা দিতে ওঁরা সর্বাপেক্ষা সচেষ্ট ছিলেন।

এটা কি খুবই আশ্চর্যের নয় যে আমাদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা প্রথম প্রস্তাবগুলো নিয়ে প্যাঁক প্যাঁক করলেও দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে তারা একেবারে ঠোঁট বন্ধ করে চুপ করে থাকে? মার্কস এবং এঙ্গেলসের পত্রাবলী সম্পর্কে এই ধরনের একদেশদর্শিতার কথায় একথা কি পরিষ্কার নয় যে কিছুসংখ্যক রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা 'এক পেশে দৃষ্টিভঙ্গী' নিয়ে চলে?

এই মুহূর্তে যখন আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন প্রচণ্ড তাল-গোল পাকিয়ে দোদুল্যমান অবস্থায়, যখন সুবিধাবাদীদের চরম মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে 'সংসদীয় বোকামি' আর ফিলিস্তিনীয় সংস্কারবাদীরা বিপ্লবী শ্রমিকতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে, সেই সময়ে বৃটিশ ও মর্কিন ও জার্মান সমাজতন্ত্রীদের প্রতি মার্কস ও এঙ্গেলসের নির্দেশিত 'সংশোধনা-বলী' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সেই সব দেশে যেখানে নেই কোন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক সংগঠন, নেই সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংসদীয় সদস্য এবং নির্বাচনের জন্য কোন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দিকনির্দেশ বা মৌল নীতি নেই বা সেই ধরনের কোন সংবাদপত্রাদিও নেই, সেই সব দেশে মার্কস ও এঙ্গেলস প্রলেতারিয়েতের *রাজনৈতিকভাবে* উদ্দীপিত করার জন্য সেখানকার সমাজতন্ত্রীদের শিক্ষা দিয়েছেন যে কোন মূল্যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী মনোভাব ত্যাগ করে শ্রমিক-শ্রেণীর সংগ্রামের সংঙ্গে জোট বাঁধতে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিরিশ বছরের মধ্যে প্রলেতারিয়েতের *প্রায় কোনরকম* রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না ব্রিটেন বা আমেরিকায়। এই দুই দেশে—যেখানে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রায় ছিলই না, সেখানে রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছিল সম্পূর্ণ বিজয়ী একচ্ছত্র আত্মম্ভরী বুর্জোয়াদের করতলগত, যাদের শ্রমিক প্রতারণা, তাদের নৈতিক অবনতি আর প্রলোভনের তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না।

মার্কস এবং এঙ্গেলসের এই সকল প্রস্তাব যা করা হয়েছিল বৃটিশ ও

মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি, সেগুলো যদি সহজ ও সরলভাবে রাশিয়ার অবস্থার উপর প্রয়োগ করতে যাওয়া হয় মার্কসবাদী পদ্ধতির ব্যাখ্যা না করে, বা বিশেষ দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা না করে তাহলে সেটা হবে একপেশে, আংশিক বুদ্ধিজীবীদের পদ্ধতির মতই।

অন্যদিকে, যে দেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলন তখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়নি, *সামরিক স্বৈরাচার ও সংসদীয় পদ্ধতির আড়ালে আচ্ছাদিত*—(*গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা* প্রসঙ্গে মার্কস-এর মন্তব্য) হয়ে বিরাজিত এবং এখনও অব্যাহত, যেখানে প্রলেতারিয়েতের বহু পূর্বেই রাজনীতিতে এনে তাদের দিয়ে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পদ্ধতির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে—সেই সব দেশে মার্কস এবং এঙ্গেলস যা সবচেয়ে আশংকা করেছিলেন তাই ঘটেছে অর্থাৎ শ্রমিক আন্দোলন ও কর্মসূচীকে সংসদীয় অশ্লীলতা আর ফিলিস্তিনীয় অপবাদ কুড়োতে হয়েছে।

রাশিয়ার বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়ে আমাদের জরুরী কর্তব্য হবে মার্কসবাদী নীতির *এইদিকে* বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া কারণ আমাদের দেশে বিরাট 'চৌকশ' এবং সংগতিপন্ন উদারপন্থী-বুর্জোয়া সংবাদপত্রসমূহ প্রচণ্ড ঢক্কানিনাদ করেছে পার্শ্ববর্তী জার্মান শ্রমিক-শ্রেণী আন্দোলন যে কত উল্লেখযোগ্যভাবে বিনম্র, সংসদীয় রীতিনীতির প্রতি অনুগত এবং বিনীত ও আধুনিক সেই সম্পর্কে প্রলেতারিয়েতের কাছে প্রচার করছে।

রুশ বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাঘাতকদের এইসব ব্যবসায়িক মিথ্যার বেসাতি কেবল ঘটনাক্রমেই নয়, বা ক্যাডেট (৩৪নং টীকা দ্রষ্টব্য) ক্যাম্পের কোন অতীত বা ভবিষ্যৎ মন্ত্রীর ব্যক্তিগত লাম্পট্যের জন্যও নয়। এর মূল রয়েছে উদারপন্থী রুশ জমিদার ও উদারপন্থী বুর্জোয়াদের প্রচণ্ড অর্থনৈতিক লালসার মধ্যে নিহিত। আর এই মিথ্যাকে প্রতিহত করতে, জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার এই হীন চেষ্টাকে (Massenverdummung'—এঙ্গেলস যেমন ব্যক্ত করেছেন তাঁর ১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বরের চিঠিতে) নস্যাৎ করতে সমস্ত রুশ সমাজতন্ত্রীর কাছে মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখা পত্রাবলী প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে।

উদারপন্থী বুর্জোয়াদের ব্যবসায়িক মিথ্যা প্রচার জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের উল্লেখযোগ্যভাবে 'বিনয়ী' বলে অভিহিত করেছে। এই সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নেতৃবৃন্দ, মার্কসবাদী নীতির প্রতিষ্ঠাতারা আমাদের বলেছেন।

"ফরাসীদের বিপ্লবী ভাষা ও কার্যক্রম ভিন্নেক তার দলবলের (জার্মান রাইখস্টাগ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট দলের সুবিধাবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা) ভণ্ডামীকে অনেকটা দুর্বল করে দিয়েছে।" (একথা বলে হয়েছে ফরাসী চেম্বারে শ্রমিক সংগঠনের পত্তন ও ডেকাজেভিল আন্দোলন সম্পর্কে, যার ফলে

ফরাসী প্রলেতারিয়েতের[২২] থেকে ফরাসী চরমপন্থীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে)। "কেবল লেবক্লেখৎ ও বেবেল গত সমাজতান্ত্রিক বিতর্কে অংশ নিয়েছিল, আর দুজনেই বেশ ভালই বলেছিল। এই বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এক সুন্দর সমাজের কথা ভাবতে পারি- যা কোন অবস্থাতেই সকলের জন্য সুন্দর নয়। সাধারণভাবে এটা খুব ভাল লক্ষণ যে জার্মানদের আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব বিশেষ করে তাদের অত্যধিক পরিমাণে ফিলিস্তিনীয়দের জার্মান রাইখস্টাগে নির্বাচনের ঘটনাকে (যা প্রকৃতপক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল) প্রতিবাদ করা হচ্ছে। জার্মানীতে *শান্তির সময়ে সবকিছুই হয়ে ওঠে দুর্বার* এবং সেই কারণেই ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার হুল ফোটানোর *প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী* হয়ে পড়ে......" (১৮৮৬ সালের ২৯শে এপ্রিলের চিঠি)

এই সব শিক্ষা রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির শ্রমিক পার্টির ভালভাবে গ্রহণ করা দরকার, যা বিশেষভাবে জার্মান সামাজিক-গণতান্ত্রিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত।

এই শিক্ষা আমরা উনবিংশ শতাব্দীর মহাপুরুষদের কোন বিশেষ রচনা বা পত্রাবলী থেকে গ্রহণ করি নি, বরং তাদের সমস্ত সত্তা দিয়ে প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা প্রসূত বন্ধুত্বপূর্ণ ও খোলাখুলি সমালোচনার থেকেই, যে সমালোচনায় কূটনীতি আর ছোটখাট হিসাব নিকাশকে আলাদা করে দেখান হয়েছে, সেখান থেকেই পাই।

এই আদর্শে মার্কস ও এংগেলসের পত্রাবলী বাস্তবিক কতদূর উদ্বুদ্ধ ছিল তা নিম্নলিখিত সংশ্লিষ্ট বা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাবলী থেকে বোঝা যাবে।

১৮৮৯ সালে নতুন করে এক পুর্ণোদ্যম আন্দোলন গঠিত হয় বৃটেনে অ-কুশলী ও সাধারণ শ্রমিকদের নিয়ে (গ্যাস-কর্মী, ডক শ্রমিক ইত্যাদি)। এই আন্দোলন উদ্বুদ্ধ হয়েছিল নতুন এক বিপ্লবী ধারণায়। এতে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন এংগেলস। মার্কস-এর কন্যা তুসি এই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে বিপ্লবের প্রেরণা যুগিয়েছিল তার ভূয়সী প্রসংশা করেছিলেন। "......এখানে সবচেয়ে নাক্কারজনক ব্যাপার হল," তিনি ১৮৮৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর লণ্ডন থেকে লিখছেন "বুর্জোয়াদের 'সম্মান প্রদর্শন'—যা এখানকার প্রতিটি শ্রমিকের মজ্জায় মিশে গেছে। সমাজ এখানে বিভিন্ন অসংখ্য সংখ্যায় কিন্তু প্রত্যেকেই অন্যকে সম্মান জানায় নির্বিচারে, প্রত্যেকেই নিজের গৌরবে গৌরবান্বিত হলেও এরা সহজেই সম্মান দেখায় এদের চেয়ে 'সংগতিসম্পন্ন' ও 'উঁচুদরের লোকেদের'। আর এই শিষ্টাচার এখানে এমন দৃঢ়ভাবে সকলের মনে বাসা বেঁধেছে যে এর ফলে বুর্জোয়ারা সহজেই তাদের মতামত এদের দিয়েও অনুমোদন করিয়ে নিতে পারে।

যদিও আমি স্থির নিশ্চিত নই যে জন বার্নস লর্ড মেয়র কার্ডিনাল ম্যানিং-এর সংগে পরিচিত হওয়ায় মনে মনে অনেক বেশি গর্ব অনুভব করে, বা সাধারণভাবে বুর্জোয়াদের সংগে পরিচিত থাকায় নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে যতখানি না সে নিজের শ্রেণীর লোকজনের সংগে পরিচয়ে গর্বিত হয়। আবার চ্যাম্পিয়ন নামে একজন প্রাক্তন সামরিক লেফটেন্যান্ট কয়েক বছর আগে বুর্জোয়াদের সংগে বিশেষ করে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সংগে মিশে গীর্জার নানা সমাবেশেও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে প্রচার করতো। আর এদের মধ্যে যাকে আমি বেশি শ্রদ্ধা করি, সেই টম ম্যান লর্ড মেয়রের সংগে দ্বিপ্রাহরিক আহার সারেন বলে লোকের কাছে বলতে ভালবাসতেন। ফরাসীদের সংগে কেউ যদি এভাবে তুলনা করে তাহলে সহজেই বোঝা যায় যে বিপ্লবই সকলের কাছে প্রকৃতপক্ষে মংগল।

এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

আরো একটি উদাহরণ। ১৮৯১ সালে ইউরোপীয় যুদ্ধের আশংকা ছিল। এংগেলস এ সম্পর্কে বেবেল-এর সংগে চিঠিপত্র লেখালেখি করেছিলেন এবং ওঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে যদি রাশিয়া জার্মানী আক্রমণ করে তাহলে জার্মান সমাজতন্ত্রীরা প্রাণপণে রাশিয়া বা তার যে কোন সহযোগীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। "যদি জার্মানী ধ্বংস হয়, তাহলে আমরাও ধ্বংস হব, যদি অবশ্য সেই পর্যায়ের যুদ্ধ হয় তাহলে জার্মানীর রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হবে বিপ্লবী পন্থায়, যার ফলে আমাদের খুবই সম্ভাবনা সরকারী ছত্রচ্ছায়ায় ১৭৯৩ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা" (অক্টোবর, ২৪, ১৮৯১ তারিখে লেখা চিঠি)।

এই কথাগুলো বাড়ীর ছাদে বসে গল্প করা 'সুবিধাবাদীদের'[৩] মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, যারা মনে করে ১৯০৫ সালে রাশিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টি'র 'চরম গণতান্ত্রিকতা' সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক বিরুদ্ধ কাজ! এংগেলস দ্বিধাহীন কণ্ঠে বেবেলের কাছে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের অস্থায়ী সরকারে অংশ গ্রহণ করার প্রস্তাব করেছিলেন।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব সম্পর্কে এই অভিমত নিয়েই মার্কস ও এংগেলসের স্বভাবতই রুশ বিপ্লবের উপর অগাধ আস্থা ছিল ও তার আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধেও ছিলেন নিঃসংশয়। রাশিয়ায় এই ধরনের বিপ্লবের প্রতি তাঁদের আস্থার কথা জানতে পারি এঁদের কুড়ি বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে লেখা নানা চিঠিতে।

১৮৭৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বরে লেখা মার্কস-এর চিঠির কথাই ধরা যাক। পূর্বাঞ্চলীয় সংকট সম্পর্কে[৪] তিনি যথেষ্ট উৎসাহী হয়েছিলেন, "দীর্ঘদিন ধরেই রাশিয়া তার নবজাগরণের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত, এর সব কিছু ক্ষেত্রই প্রস্তুত······বীর তুর্কীরা তাদের অসীম বীরত্বে বিস্ফোরণ

ঘটানোর সময় দ্রুততর করেছিল,······নবজাগরণ ঘটবে তার সময় মতই নিয়মতান্ত্রিক শাসনের সংগে তাল মিলিয়েই [আর তার পরই আরম্ভ হবে সুন্দর রাজনৈতিক খেলা] যদি ধরিত্রী জননী বিশেষ ভাবে আমাদের প্রতি বিমুখ না হন, তাহলে আমরাও এই মজা দেখে যেতে পারব! (সেই সময় মার্কস-এর বয়স উনষাট বছর)।

ধরিত্রী জননী কৃপা করেন নি, এবং বিশেষভাবে মার্কসকে দয়া করেন নি যাতে তিনি (মার্কস) এই 'মজা দেখে যেতে' পারেন। কিন্তু তিনি পূর্বাহ্ণেই বলেছিলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কথা যে কথা মনে হচ্ছিল তঁর সেদিনের লেখা প্রথম ও দ্বিতীয় রুশ ডুমা[২৫] সম্বন্ধে 'নিয়মতান্ত্রিকতার' বিরুদ্ধে জনগণকে দেওয়া সাবধানবাণীই ছিল বর্জন নীতির 'প্রাণবন্ত প্রেরণা' যে কারণে উদারপন্থী ও সুবিধাবাদীরা একে পছন্দ করে না······

অথবা মার্কস-এর ১৮৮০ সালের ৫ই নভেম্বরের চিঠি নিয়ে আলোচনা করা যায়। রাশিয়ায় 'ক্যাপিটালের' সাফল্যে তিনি উৎসাহিত হয়েছিলেন এবং নবগঠিত সাধারণ পুনর্বণ্টন সংগঠনের[২৬] বিরুদ্ধাচারণ করতে নারোদনায়া ভোলয়া সংগঠনের সদস্যদের সংগে সহযোগিতা করেছিলেন। মার্কস পূর্বতন সংগঠনের মধ্যে সঠিকভাবেই নৈরাজিক মনোভাবের পরিচয় পেয়েছিলেন। সাধারণ পুনর্বণ্টন সংগঠন নারোদনিকদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটে পরিবর্তনের কোন ভবিষ্যৎ সুযোগ না থাকায় মার্কস তাঁর তীব্রতম শ্লেষের সংগে তাদের আক্রমণ করেছেন ;

> "এই ভদ্রলোকেরা সব রকম রাজনৈতিক বিপ্লবী কার্যধারার বিরোধী। রাশিয়াকে তাই এখন নৈরাজ্যবাদ-সাম্যবাদ-নিরিশ্বরবাদীদের মধ্যে ডিগবাজী খেতে হবে। ইতিমধ্যে তারা তাদের বিরক্তিকর মতবাদের দ্বারাই এই নতুন পথের সন্ধানে পা বাড়াবে যার তথাকথিত নীতি হল, Courent la rue depuis le feu Bakounine."

এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি কিভাবে মার্কস ১৯০৫ সালে রাশিয়ার বৈশিষ্ট্য আর পরবর্তী সময়ে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির "রাজনৈতিক বিপ্লবী কার্যপ্রণালী" * অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

* ঘটনাক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে, যদি অবশ্য আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল না হয় তাহলে, প্লেখানভ বা ভি. আই. জাসুলিখ আমাকে ১৯০০-০৩ সালের মধ্যে এক সময় বলেছিল যে প্লেখানভকে লেখা *আমাদের মতপার্থক্য* এবং রুশ বিপ্লবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এংগেলসের লেখা চিঠির

এংগেলসের একটা চিঠি আছে ১৮৮৭ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখের, তাতে তিনি লিখেছেন, "অন্যদিকে মনে হচ্ছে রাশিয়ায় সংকট ঘনিয়ে আসছে।" ওই একই বছরে ৯ই এপ্রিলের চিঠিতেও একই কথা আছে,..."সেনা বাহিনী পূর্ণ হয়েছে চক্রান্তকারী অফিসারে [সেই সময় এংগেলস নারোদনায়া ভোলয়া সংগঠনের বিপ্লবী সংগ্রাম সম্পর্কে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি অফিসারদের উপর আস্থাবান ছিলেন কিন্তু যে সেনা ও নাবিক বাহিনীকে অত্যন্ত জাঁকজমক করে আঠারো বছর পরে সংগঠিত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে এংগেলস কোন বিপ্লবী চরিত্র দেখতে পান নি] আমি মনে করি না এই অবস্থা আরো এক বছর চলবে, আর যখনই রাশিয়ায় এই [বিপ্লব] অবস্থা ভেঙে পড়বে, তখনই জানাব হর্ষোল্লাস।"

১৮৮৭ সালের ২৩শে এপ্রিলের চিঠি: "জার্মানীতে সাবধানতার পর সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে [সমাজতন্ত্রীদের]। মনে হচ্ছে বিসমার্ক চান যেন সব কিছুই তৈরী হয়ে থাকুক, যাতে যে মুহূর্তে রাশিয়ায় বিপ্লব আরম্ভ হবে যা বর্তমানে দীর্ঘ কয়েকমাসের ব্যাপার, সেই মুহূর্তেই জার্মানী যেন রাশিয়ার উদাহরণ অনুসরণ করতে পারে।"

দীর্ঘ মাস যেন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে কোন রাজনৈতিক অজ্ঞ লোকই ভ্রু কুঁচকে কপালে চিন্তার রেখা ফুটিয়ে এংগেলসের এই 'বিপ্লববাদের কঠোর সমালোচনা করবে, বা প্রাচীন বিপ্লবীদের আশাবাদী মনোভাবের প্রতি অবজ্ঞার হাসি হাসবে।

ঠিকই, মার্কস এবং এংগেলস বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে অসংখ্য এবং অনবরত ভুল করেছেন, বিপ্লবের সাফল্য সম্পর্কেও (যেমন ১৮৪৮ সালে জার্মানীতে) তাঁদের আশা পূর্ণ হয় নি, বা তাদের জার্মানীতে 'সাধারণতান্ত্রিক, (সেই সময় এংগেলস লিখেছেন, 'সাধারণতন্ত্রের জন্য মৃত্যু' যা তিনি লিখেছেন তাঁর ১৮৪৮-৪৯২৮ সালে[২৮] জার্মান সংসদ প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক প্রচারের সংগে সংশ্লিষ্ট থাকার আবেগে চালিত হয়ে।) এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথাও ব্যর্থ হয়েছে। তাঁরা ১৮৭১ সালেও ভুল করেছিলেন দক্ষিণ ফ্রান্সে বিপ্লব সংগঠনের অংশীদার হয়ে, যার জন্য তাঁরা [বেকার, 'আমরা' বলে উল্লেখ করে তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের নাম দিয়েছেন ১৮৭১ সালের ২১শে জুলাই তারিখে লেখা ১৪ নং চিঠিতে] মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব সব রকমের কষ্ট স্বীকার ও ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। সেই একই চিঠিতে আছে: "যদি আমাদের মার্চ ও এপ্রিল মাসে আরো যা ছিল তার চেয়ে বেশি

সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এটা খুবই কৌতূহলের বিষয় যে সেই চিঠি আদৌ ছিল কিনা, বা সেটা আজও আছে কিনা কিংবা থাকলে তা প্রকাশ করার সময় এসেছে কিনা।"

উৎপাদন থাকতো তাহলে আমরা সমগ্র দক্ষিণ ফ্রান্সকে কাঁপিয়ে তুলতে পারতাম এবং প্যারী কমিউনকেও বাঁচাতে পারতাম" (পৃঃ ২৯) কিন্তু *এই ধরনের* ভুল—বিপ্লবী চিন্তা নায়কদের ভুল যারা চেয়েছিল সারা পৃথিবীর প্রলেতারিয়েতকে জাগাতে এবং যারা জাগিয়েছিল প্রলেতারিয়েতের ছোটখাট, সাধারণ আজে বাজে কাজের অনেক উপরে—সেই ভুল কাগুজে স্বাধীনতার চেয়ে যা কেবল চিৎকার চেঁচামেচি আর আবেদনে তাদের বিপ্লবী ঠাট বজায় রাখতে চায়, তার চেয়ে অনেক বেশি সৌষ্ঠাবমণ্ডিত, *ঐতিহাসিক দিক দিয়ে যা অনেক বেশি মূল্যবান ও সঠিক*। সে ভুল যারা বিপ্লবী সংগ্রামের অসারতা নিয়ে ব্যঙ্গ করে আর 'সাংবিধানিক' আলেয়ার মৌজে মশগুল থাকে তাদের চিন্তার চেয়ে অনেক বেশী উন্নত।

রুশ শ্রমিকশ্রেণী তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী হবেই, আর তাদের বিপ্লবী কার্যকলাপ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করবে সমগ্র ইউরোপকে যদিও সেটা হবে ভুল—আর ফিলিস্তিনীয়রা তাদের বিপ্লবী অকর্মণ্যতার অভ্রান্ততার কথা ভেবে গর্বিত হোক।

এপ্রিল ৬, ১৯০৭

১৯০৭ সালের ৬ই (১৯) এপ্রিল লিখিত।

১৯০৭ সালে প্রকাশিত *ফ্রেডারিক সোর্জ ও অন্যান্যকে লেখা জোহান বেকার, জোসেফ দিৎজেন, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, কার্ল মার্কস এবং অন্যান্যদের* লেখা পত্রাবলী। প্রকাশ করেছেন, পি. জি. দুগে সেণ্ট পিতার্সবার্গ।
স্বাক্ষর: *এন. লেনিন*

খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৩৫৯-৭৮

প্রথম রুশ বিপ্লবকালে (১৯০৫-০৭) সোশ্যাল ডেমোক্রাসির কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধীয় কার্যসূচী

(নির্বাচিত অংশবিশেষ)

ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডে (2 Teil, S. 156) মার্কস পূর্বেই বলেছেন যে জমির মালিকানা বিধির সঙ্গে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর বিরোধ পুঁজিপতিদের *মনঃপুত হবে না*। পুঁজিবাদ নিজেই ঠিক করে তার প্রয়োজনীয় কৃষিজ সম্পর্ক, প্রাচীন পদ্ধতি থেকে জমিদারী মালিকানা সম্পত্তি থেকে, কৃষকদের সমবায় সম্পদ বা গোষ্ঠী-সম্পত্তি ইত্যাদি থেকে। সেই অধ্যায়ে মার্কস পুঁজিপতিরা কি ভাবে ভূ সম্পত্তি ব্যবস্থায় নিজেদের স্বার্থ কায়েম করে সেই *বিভিন্ন প্রক্রিয়া* সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। জার্মানীতে বলতে গেলে, ভূ সম্পত্তির মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার ক্রমে ক্রমে সংস্কার হতে থাকে। এই ব্যবস্থা নিজেই পরিবর্তিত হতে থাকে তার নিয়ম, আবহমান কালের ধারা এবং জমিদারী অবস্থা থেকে গ্রাম্য জমিদারী ব্যবস্থায় বা সেখানকার অলস কৃষকদের* যারা বেগার শ্রমিক প্রথা থেকে, Kaecht এবং Grossbauer-এ উপকরণের প্রান্ত সীমায় উপস্থিত। বৃটেনে এই পুনর্গঠন হচ্ছিল এক বিপ্লবী ধ্বংসাত্মক প্রণালীর মাধ্যমে কিন্তু এই বলপ্রয়োগ নীতি ব্যবহার করা হয়েছিল জমিদারদেরই স্বার্থে। এই নীতির প্রয়োগ হয়েছিল জনতার উপর যারা ইতি-

* Cf Theorien uber den Mehrwert, II Band, 1. Teil 3, S. 280. কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর শর্তই হল 'অলস কৃষকদের জন্য ব্যবসায়ীদের বিকল্প' ব্যবস্থার প্রবর্তন।

মধ্যেই করভারে জর্জরিত, স্বীয় বাসস্থান থেকে উৎখাত বা যারা দেশত্যাগী, তাদেরই উপর। আমেরিকায় এই পুনর্গঠন চলছিল বল প্রয়োগের নীতিতে, বিশেষ করে দক্ষিণাংশের রাজ্যসমূহের দাস-খামারগুলোর উপর। ওদের বল প্রয়োগ নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল দাস-মালিকানার জমিদারদের উপর। ওদের জমিদারী ভেঙে পড়েছিল, আর বড় বড় জমিদারী ভেঙে তা পরিণত হয়েছিল ছোট ছোট বুর্জোয়া খামারে* এই "অসমান ভূ-সম্পত্তি বিভাজনের" অবসান ঘটিয়ে নতুন উৎপাদন প্রণালীর (অর্থাৎ পুঁজিবাদ) সংগে সমতা রেখে নতুন কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধীয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল. আমেরিকান সাধারণ পুনর্বণ্টন চল্লিশ দশকের কর-বিরোধী আন্দোলন ও হোমস্টেড অ্যাক্ট[১১] ইত্যাদি। যখন ১৮৭৬ সালে জার্মান কমিউনিস্ট হেরমান ক্রীগ আমেরিকায় সমানভাবে পুনর্বণ্টনের জন্য প্রচার করছিলেন তখন মার্কস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী সংস্কার ও এই আধা-সমাজতন্ত্রের পাতি-বুর্জোয়া নীতিকে উপহাস করেছিলেন, কিন্তু তিনি *ভূসম্পত্তির*** *বিরুদ্ধে* আমেরিকার আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে *প্রশংসা* করেছিলেন, যে আন্দোলন খোলা মনে বিচার করলে দেখা যায় উৎপাদিক শক্তির উন্নতির সংগে সংগে আমেরিকায় পুঁজিবাদের স্বার্থও রক্ষা করেছে।

* দ্রষ্টব্য, কাউৎস্কির কৃষি সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী (পৃঃ ১৩২, জার্মান মূল পুস্তক) যাতে দাসত্ব প্রথার বিলোপের সংগে সংগে দক্ষিণ আমেরিকায় ক্ষুদ্র খামারের উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে।

** দ্রষ্টব্য, ভপেরিয়দ, ১৯০৫, নং ১৫ (জেনেভা, এপ্রিল ৭-২০) প্রকাশিত প্রবন্ধ, 'আমেরিকার সাধারণ ভূমি পুনর্বণ্টন সম্পর্কে মার্কস' (পৃঃ১৩-১৯) (মেহরিঙের মার্কস ও এঙ্গেলসের সংগৃহীত রচনাবলীর ২য় খণ্ড) ১৮৪৬ সালে মার্কস লিখেছেন, আমরা আমেরিকার জাতীয় সংস্কারবাদীদের আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ স্বীকার করি। আমরা জানি যে এই আন্দোলন বর্তমান বুর্জোয়া সমাজের শিল্পায়নের পক্ষে সামরিক প্রেরণা যোগাবে কিন্তু আমেরিকার বর্তমান অবস্থায় প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসাবে এই বিপ্লবই কালক্রমে কমিউনিজম আন্দোলনে পরিণত হবে। ক্রিগ যে নিউইয়র্কের জার্মান কমিউনিস্টদের সংগে কর-বিরোধী আন্দোলনে নেমেছিলেন, তিনি এই আন্দোলনের মূলে প্রবেশ না করে একে বড় বড় কথার আড়ালে ঢেকে রেখেছেন।'

৭। কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়করণ করা হয়

মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের প্রায়ই এই মত প্রকাশ করতে শোনা যায় যে কেবল পুঁজিবাদের চূড়ান্ত উন্নতির স্তরেই সম্ভব জাতীয়করণ, যখন, 'জমির মালিকদের কৃষি কাজ থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব' (কর বা বন্ধকীর মাধ্যমে) তখনই। মনে হয় যে, বৃহদায়তন পুঁজিপতি খামারের মালিকরা জমি জাতীয়করণের* আগেই নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে, যার ফলে ঋণের বোঝা ওদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে টলাতে পারে নি।

এই মত কি ঠিক? তত্ত্বের দিক থেকে একে স্বীকার করা যায় না, আবার মার্কসবাদী নীতির দ্বারাও একে সমর্থন করা যায় না, এমন কি অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করলে ঘটনা এর পক্ষে না গিয়ে বিপক্ষেই যায়।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে জাতীয়করণই হল কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের আধিপত্যের 'আদর্শ' পরিণতি। অবস্থার এই ধরনের সমন্বয় এবং শক্তির এই সম্পর্ক যা পুঁজিপতি সমাজে জাতীয়করণের পথ সহজতর করে দেয়, সে এক অন্য প্রশ্ন। কিন্তু জাতীয়করণ কেবল ফলশ্রুতিই নয়, পুঁজিবাদের দ্রুত বিকাশ লাভের কারণও বটে। কেবল অত্যন্ত দ্রুততর গতিতে পুঁজিবাদের বিকাশ লাভের ফলেই জাতীয়করণ করা হয় বলার অর্থ, বুর্জোয়া উন্নতির উপায় হিসাবে জাতীয়করণকে অস্বীকার করা, কারণ সব জায়গাতেই কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের চরম বিকাশ লাভই হয়েছে দিনের শেষ কথা (আর কালক্রমে অন্য দেশেও অবশ্যম্ভাবী রূপে তা হয়ে দাঁড়াবে শেষ কথা) অর্থাৎ 'কৃষি উৎপাদনের সমাজতন্ত্রীকরণ' বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, বুর্জোয়া অগ্রগতির কোন ব্যবস্থাই, বুর্জোয়া ব্যবস্থা হিসাবে ভাবা যায় না যখন প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম থাকে তীব্র। এই ধরনের ব্যবস্থা দেখা পাবার অধিক সম্ভাবনা থাকে নতুন বুর্জোয়া সমাজে, যা এখন পর্যন্ত তার ইপ্সিত পর্যায়ে শক্তি সঞ্চয় করে নি, যা এখন পর্যন্ত পারস্পরিক সম্পর্কের বোঝাপড়া সম্পূর্ণ হয় নি এবং যেখানে এমন

* এই মতবাদের সঠিক বক্তব্য পেশ করে জমি বিভাজনের প্রবক্তা কমরেড বরিসভ বলেছেন, '......ঘটনাক্রমে এই (জমি জাতীয়করণের দাবী) অবস্থা ইতিহাসের গতিতেই এগিয়ে যাবে, এই অবস্থার বিকাশলাভ ঘটবে যখন পাতি-বুর্জোয়া কৃষিকার্যের বিকেন্দ্রীকরণ হবে, যখন পুঁজিবাদ কৃষিক্ষেত্রে শক্ত হয়ে গেড়ে বসবে, আর যখন রাশিয়া কৃষিজীবীদের দেশ হিসাবে পরিগণিত হবে না' (স্টকহোল্ম কংগ্রেসের কার্যবিবরণী, পৃঃ ১২৭)।[৩০]

কোন প্রলেতারিয়েতের সংগঠন গড়ে ওঠে নি যা কোন সরাসরি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের গতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। মার্কসও জমি জাতীয়করণের সম্ভাবনা দেখেছেন এবং কখনও কখনও এর সমর্থনও করেছেন কেবল ১৮৪৮ সালে জার্মানীতে বুর্জোয়া সাম্রাজ্যেই নয়, ১৮৪৬ সালে আমেরিকাতেও, যা ঠিক সেই সময়ে নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বলা যায় যে তার 'শিল্প বিপ্লবে'র সূচনা মাত্র। বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে প্রকৃত অর্থে ভূমি জাতীয়করণ কোথাও সম্ভব হয় নি। এর কিছু সাদৃশ্য আমরা দেখি পুঁজিপতি গণতান্ত্রিক নতুন দেশ নিউজিল্যাণ্ডে, যেখানে উচ্চহারে কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের প্রসার ঘটে নি। আমেরিকাতে এই রকম অবস্থা দেখা যায় যখন সেখানে হোমস্টেড অ্যাক্ট অনুমোদিত হয় এবং ছোট ছোট কৃষকদের খুব কম খাজনায় জমি বণ্টন করা হয়।

না। খুবই উন্নত পুঁজিবাদের সংগে জাতীয়করণের একাত্মকরণের অর্থই হল একে বুর্জোয়া অগ্রগতির উপায় হিসাবে অস্বীকার করা। আর এই ধরনের অস্বীকৃতি সরাসরি অর্থনৈতিক মতবাদের পরিপন্থী। আমার মনে হয় *উদ্বৃত্ত মূল্যবান মতবাদে*-র নিম্নলিখিত অংশে মার্কস অন্যান্য ধারণা ছাড়াও জাতীয়করণের বিকাশ লাভের কতকগুলি শর্ত আরোপ করেছেন।

জমির মালিককে পুঁজিবাদী উৎপাদনে অপ্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করায় মার্কস বলেছেন যে, পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য 'সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা' করা যায় উপরোক্ত ধারণা বিশ্লেষণ করলেই। তিনি আরো বলেন:

"যার ফলে তত্ত্বগতভাবে উদারপন্থী বুর্জোয়াদের আবির্ভাব ঘটে ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা অস্বীকার করতে—প্রকৃতপক্ষে ততক্ষণ তার সাহসের অভাব ঘটে যতক্ষণ ব্যক্তিগত জমির মালিকানার সংগে অন্য ধরনের জমি বণ্টনের সংঘাত না ঘটছে। এছাড়াও, বুর্জোয়ারা তাদের আঞ্চলিক গণ্ডীর মধ্যে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়" (Theorien uber den Mehrwert, II, Band 1 Teil, S. 208)।

কৃষিতে পুঁজিবাদের অনগ্রসরতা যে জাতীয়করণের সাফল্যের প্রতি একটি বাধাস্বরূপ, সেকথা উল্লেখ করেন নি। বরং তিনি এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ দুটি বাধার কথা উল্লেখ করেছেন যা *বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগে* জাতীয়করণের সাফল্যের ধারণার সমর্থনে জোরালো বক্তব্য রাখে।

প্রথম বাধা—উদারপন্থী বুর্জোয়ারা ব্যক্তিগত ভূমি-মালিকানায় আঘাত করতে *সাহস পায় না* কারণ তার ফলে সমগ্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর সমাজতন্ত্রীদের আঘাতের ভয় থাকে, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনার আশংকা থাকে তাতে।

দ্বিতীয় বাধা—'বুর্জোয়ারা নিজেদের আঞ্চলিকীকরণ করে ফেলেছে।' প্রকৃতপক্ষে মার্কসের মনে এই চিন্তা দানা বেঁধেছিল যে বুর্জোয়া উৎপাদন

প্রণালী ইতিমধ্যেই ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির মালিকানায় পর্যবসিত হয়েছে, অর্থাৎ এই সব ব্যক্তিগত মালিকানা জমিদারীর চেয়ে অনেক বেশি বুর্জোয়া হয়ে গেছে। যখন শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়ারা ইতিমধ্যেই জমির উপর বিস্তৃত স্বার্থের জাল বিস্তার করেছে, তখনই তারা 'নিজেদের আঞ্চলিকীকরণ' করেছে, 'জমির উপর মালিকানা কায়েম করেছে' এবং সম্পূর্ণরূপে ভূমি সম্পত্তিকে নিজের আওতায় নিয়ে আসতে পেরেছে, তখন জাতীয়করণের সমর্থনে প্রকৃত *সমাজতান্ত্রিক* আন্দোলনের সাফল্যও *অসম্ভব* হয়ে দাঁড়ায়। এটা খুব সহজ কারণেই অসম্ভব, তাহল কোন শ্রেণীই আজ পর্যন্ত তার নিজের শ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ করে নি।

মোটামুটি ভাবে বলতে পারা যায় এই দুটি বাধা অপসারণ করা যায় কেবল পুঁজিবাদের উন্নতির সময়েই, তার অবক্ষয়ের সময় নয়, বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগের প্রারম্ভেই সম্ভব, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সন্ধিক্ষণে নয়। জাতীয়করণ কেবল চরম পুঁজিবাদের সময়েই সম্ভব বলে যে মতামত তা কখনই মার্কসবাদী মতবাদ নয়। এই মতবাদ মার্কসের সাধারণ তত্ত্ব ও উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশের বিরোধিতা করে। এই মতবাদ ঐতিহাসিক স্পষ্ট সূত্র যে কোন অবস্থায় ও যে কোন শক্তি ও শ্রেণীতে কিভাবে জাতীয়করণ হতে পারে তাকে গুরুত্ব না দিয়ে তাকে লঘু করে দেখায় বস্তু নিরপেক্ষ বিষয় হিসাবে।

'উদারনৈতিক বুর্জোয়া'রা শক্তিশালী উন্নত পুঁজিবাদের যুগে কখনও *সাহসী হতে পারে না*। এই ধরনের যুগে এই সব অধিকাংশ বুর্জোয়াই অবশ্যম্ভাবী রূপে প্রতি বিপ্লবী হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই সময়ে বুর্জোয়াদের আঞ্চলিকীকরণ ইতিমধ্যেই হয়ে যায়। অবশ্য বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়কালে বিষয়গত অবস্থা 'উদারনৈতিক বুর্জোয়াদে'র সাহসী হতে বাধ্য করে; কারণ সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক সমস্যা সমাধানে শ্রেণীগত হিসাবে বুর্জোয়ারা তখন আর *প্রলেতারিয়েত* বিপ্লবকেও ভয় পায় না। বুর্জোয়া বিপ্লবকালে বুর্জোয়ারা *তখন পর্যন্ত নিজেদের আঞ্চলিকীকরণ করে* উঠতে পারে না, তখন পর্যন্ত ব্যক্তিগত জমির মালিকানার প্রাধান্য থাকে তৎকালীন জমিদারী অবস্থাতেও। বুর্জোয়া কৃষক সম্প্রদায় জমির মালিকানার প্রধান বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মূল উদ্দেশ্য হল সম্পূর্ণ বুর্জোয়া 'ভূমি সম্পদ মুক্তির' প্রকৃত সাফল্য লাভ করা; অর্থাৎ, এইভাবে *জাতীয়করণ* সম্ভব হয়ে ওঠে।

নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০৭ সালে লিখিত

প্রথম প্রকাশ ১৯০৮ সালে (বাজেয়াপ্ত) খণ্ড ১৩, পৃঃ ২৭৫-৭৬ ৩১৮-২১
১৯১৭ সালে ঝিঝুনই জনানিয়ে কর্তৃক
স্বতন্ত্র পুস্তক হিসাবে প্রকাশিত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে রাশিয়ার কৃষি বিষয়ক প্রশ্নাবলী

(নির্বাচিত অংশ)

উন্নত বুর্জোয়া রাশিয়ায় কৃষি-বিষয়ক সমস্যার সমাধানে যে দুই ধরনের ব্যবস্থার কথা আমি উল্লেখ করেছি তার সংগে সামঞ্জস্য রয়েছে কৃষি ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিকাশ লাভের দুই ধরনের প্রক্রিয়ার। আমি এই দুই ধারাকে বলি প্রুশীয় ও আমেরিকার পথ। প্রথমটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল যে এক কলমের খোঁচায় জমির মালিকানা বজায় রাখার যে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা তার অবসান ঘটে না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা এগিয়ে চলে পুঁজিবাদের দিকে যার ফলে দীর্ঘকাল ধরে সেখানে চলে আধ-জমিদারী ব্যবস্থার প্রসার। বুর্জোয়া বিপ্লবের দ্বারা প্রুশীয় জমিদারী প্রথাকে ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি, সেই অবস্থা চলছিলই যথারীতি আর পরিণত হয়েছিল 'জুংকার' অর্থনীতিতে যা প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হলেও কিছু পরিমাণে গ্রামীণ জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল, যেমন শ্রমিকদের চাকুরীর শর্তাবলী ইত্যাদি প্রয়োগ সাপেক্ষ। ফলে, জুংকারদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য ১৮৪৮ সালের পর বহু দশক ধরে বজায় ছিল; তার ফলে আমেরিকার তুলনায় জার্মান কৃষি-উৎপাদন শক্তির বিকাশ ঘটেছে অনেক শ্লথগতিতে; এইভাবে, বিপরীতপক্ষে, পুঁজিবাদী কৃষিক্ষেত্রের ভিত্তি হিসাবে জমির মালিকদের প্রাচীন দাস-ব্যবসায় বজায় রাখার অর্থনীতি নয় (রাষ্ট্র বিপ্লবে দাস-মালিকদের জমিদারী ধ্বংস করে দেওয়া হয়) বরং মুক্ত চাষীর জন্য অবাধ জমির অর্থনীতি—সমস্ত মধ্যযুগীয় পরাধীনতার

শৃংখল মুক্ত হয়ে, একদিকে দাসত্ব আর জমিদারী থেকে আর একদিকে জমির ব্যক্তিগত মালিকানার শৃংখল থেকে মুক্ত হয়ে গড়ে ওঠা এক নতুন অর্থনীতি।

বিশাল ভূখণ্ড থেকে সামান্য দামে জমি দেওয়া হয়েছিল, আর পুঁজিবাদের ভিত্তি স্থাপনে এ এক সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি যার ফলে সেখানে আজ জমির ব্যক্তিগত মালিকানা গড়ে উঠেছে।

১৯১৮ সালে ঝিজন ই জনানিয়ে কর্তৃক স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসাবে প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ১৫, পৃঃ ১৩৯-৪০

বিশ্ব রাজনীতির দাহ্য বস্তু

(নির্বাচিত অংশ)

সমগ্র উন্নত দেশেরই প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের সংগ্রামের তীব্রতা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। সব জায়গাতেই এক প্রবণতা, যদিও তা সংশ্লিষ্ট অংশের ঐতিহাসিক অবস্থার রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও শ্রমিক আন্দোলনের রূপের পরিপ্রেক্ষিতে, বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। আমেরিকা ও বৃটেনে যেখানে রয়েছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও যেখানে প্রলেতারিয়েতের কোন বিপ্লবী বা সামাজিক ঐতিহ্য, যাকে বলা যায় বহমান ঐতিহ্য, যেখানে এই আন্দোলন প্রখর হয়ে পরিস্ফুট হয় ট্রাস্টের বিরুদ্ধে বা অতিরিক্ত সমাজ-তন্ত্রের বিকাশ লাভে যার ফলে সেখানে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কারণে ঐশ্বর্যশালী শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনের দৃষ্টি পড়ে এই দিকে—যা স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন প্রলেতারিয়েত রাজনৈতিক সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে। অস্ট্রেলিয়া এবং জার্মানীতে এবং কিছুটা পরিমাণে স্ক্যানডেনেভিয়া দেশসমূহেও এই সংঘর্ষ প্রকট হয়ে ওঠে বিশেষ করে নির্বাচনী প্রচারের মাধ্যমে, পার্টি সম্পর্কের মাধ্যমে। সেখানে সমপর্যায়ের বুর্জোয়ারা একত্রিত হয়ে সংগঠিত হয় এবং তাদের সকলের জাত-শত্রু অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে জোট বাঁধে আর তাই তাদের বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশ ব্যবস্থায় দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিত ভাবেই উভয় পক্ষই তাদের শক্তি সঞ্চয় করে, তাদের সংগঠন সুদৃঢ় করে জনজীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই তাদের বিরোধিতা ক্রমশঃ প্রকাশ পেতে থাকে—যেন নিঃশব্দে হলেও স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে থাকে উভয় পক্ষ বিপ্লবী সংঘর্ষের দিকে। লাতিন দেশসমূহে, ইটালি এবং বিশেষতঃ ফ্রান্সে এই শ্রেণী সংগ্রামের আরও তীব্রতা প্রকাশিত হয় প্রচণ্ডভাবে, সংঘর্ষ আর বিপ্লবী বিস্ফোরণের মাধ্যমে, যখন নিপীড়িত প্রলেতারিয়েত দল ফেটে পড়ে প্রচণ্ড-ভাবে তাদের শোষক ও উৎপীড়কের বিরুদ্ধে তাদের আশাতীত শক্তি নিয়ে

আর তার ফলেই 'শান্তিপূর্ণ' সংসদীয় সংগ্রাম পথ করে দেয় প্রকৃত গৃহ যুদ্ধের।

আন্তর্জাতিক বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত আন্দোলন কখনও সমান ভাবে ও একই রূপে বিকাশ লাভ করে না, বা করতেও পারে না সবদেশে। বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ফলেই পূর্ণ ও সব রকমের সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার করা সম্ভব। প্রত্যেক দেশই তার নিজের মূল্যবান ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগ করে মূল ধারায়; কিন্তু প্রত্যেক দেশই তার নিজের একদেশদর্শিতার পরিণাম ভোগ করে, আর তাকে ভোগ করতে হয় সেখানকার স্বতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক দলের তাত্ত্বিক ও যুক্তিগ্রাহ্য মতবাদের সমস্ত অসুবিধা। সব মিলিয়ে আমরা দেখতে পাই আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের পথে চলেছে চরম পদক্ষেপ, শত্রুর সংগে অনবরত সংঘর্ষের ফলে গড়ে উঠবে অযুত শক্তিসম্পন্ন প্রলেতারিয়েতের শক্তির মিলন—যার ফলশ্রুতি প্রকৃতপক্ষে হবে বুর্জোয়াদের সংগে চূড়ান্ত সংঘর্ষ, যে সংঘর্ষের জন্য শ্রমিকশ্রেণী কমিউনের দিনগুলোর চেয়ে অনেক বেশী প্রস্তুত, প্রস্তুত তারা প্রলেতারিয়েতের নবজাগরণের জন্যে।

প্রলেতারি, সংখ্যা ৩৩ খণ্ড ১৫, পৃঃ ১৪৬-৪৭
জুলাই ২৩ (আগস্ট ৫), ১৯০৮

আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর সাফল্য

ইউরোপে পাওয়া 'আমেরিকান লেবার উইকলি'র সর্বশেষ সংখ্যায় *যুক্তির কাছে আবেদন*[৩১] প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে এর প্রচার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯৮৪,০০০ খানি। সম্পাদক লিখেছেন, (৮৭৫নং, সেপ্টেম্বর ৭—নতুন উপকরণ) এত বেশী চিঠি আর দাবী আসছে যে যাতে কোন সন্দেহ নেই যে আমরা আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এর প্রচার সংখ্যা দশ লক্ষে ছাড়িয়ে যাবে।

এই সংখ্যা—অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সাপ্তাহিকের দশ লক্ষ সংখ্যা প্রচার, যাকে আমেরিকার আদালত নাস্তানাবুদ করেছে আর অভিযুক্ত করেছে নির্লজ্জভাবে, সেই পত্রিকা প্রচণ্ড নির্যাতনের মধ্যেও শক্তি সঞ্চয় করছে জেনে কোনরকম বাদানুবাদ না করেই বলা যায় যে আমেরিকায় কোন ধরনের আন্দোলন ক্রমে ক্রমে দানা বেঁধে উঠছে।

বেশী দিন আগের কথা নয়, অর্থলিপ্সু ভাড়াটেদের মুখপত্র চাটুকার *নোভয়ে ভ্রেমিয়া*[৩২] আমেরিকায় 'অর্থের শক্তি' সম্পর্কে বিশেষ করে ট্যাফ্‌ট রুজভেল্ট, উইলসন এবং বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদেরই গগনচুম্বী অর্থগৃধনুতার কথা অত্যন্ত প্রকটভাবে প্রকাশ করেছে। ঘৃণিত রুশ সংবাদপত্রসমূহ, এই হল তোমাদের স্বাধীন সার্বভৌম গণতন্ত্র!

শ্রেণী সচেতন শ্রমিকরা এই অবস্থার যথাযোগ্য উত্তর দেবে ধীরস্থিরভাবে, অত্যন্ত গর্বের সংগে; উদার গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের কোন মোহ নেই। পৃথিবীর কোন গণতন্ত্রই শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া হতে পারে না, আর তার অন্তর্নিহিত শক্তি হিসাবে "অর্থ" গ্রহণ করবেই এক বিশেষ ভূমিকা। এটাই গণতন্ত্রকে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় করে তোলে না। গণতন্ত্রের গুরুত্ব সেখানেই যেখানে বিকাশলাভ করে ব্যাপকভাবে শ্রেণীসংগ্রাম, যে সংগ্রাম হবে উদার অথচ সচেতন। আর এটা কোন ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নয়, এটা হল প্রকৃত ঘটনা।

যখন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৭০,০০০-তে এবং যখন আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক সাপ্তাহিকের প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৮৪,০০০ সংখ্যায়, তখন যাদের চোখ খোলা তারা পরিষ্কার স্বীকার করবে যে এককভাবে কোন প্রলেতারিয়েত শক্তিহীন হলেও লক্ষ লক্ষ প্রলেতারিয়েতের ঐক্যবদ্ধ শক্তি সর্বশক্তির ধারক।

প্রাভদা, নং ১২০, সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯১২ খণ্ড ১৮, পৃঃ ৩৩৫-৩৬
স্বাক্ষর : *এম. এন.*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল ও তার তাৎপর্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন ডেমোক্রাট দলের উইলসন। তিনি ৬০ লক্ষেরও বেশী ভোট পেয়েছেন, রুজভেল্ট (নতুন জাতীয় প্রগতি পার্টি) পেয়েছেন ৪০ লক্ষেরও বেশী ভোট, ট্যাফ্‌ট (রিপাবলিকান দল) পেয়েছেন ৩০ লক্ষের বেশী আর সমাজতান্ত্রিক দলের ইউজিন দেবস্‌ পেয়েছেন ৮ লক্ষ ভোট।

বুর্জোয়া দলগুলোর সুদূরপ্রসারী সংকটের মুখে সমাজতান্ত্রিক দলের ভোটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের বিশেষ কোন তাৎপর্য বোঝা যায় না কিন্তু এর তাৎপর্য প্রকাশ পায় যে সমাজতান্ত্রিক দল কি বিরাট শক্তি নিয়ে বুর্জোয়াদের অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তার বিশ্লেষণে। সর্বশেষে এর বিশেষ তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায় *বুর্জোয়া সংস্কারের* অবস্থা দেখে যা দিয়ে ওরা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামতে চলেছে।

সমস্ত বুর্জোয়া দেশেই, যে পার্টি পুঁজিবাদের ধারক অর্থাৎ বুর্জোয়া পার্টি, সংগঠিত হয়েছে অনেক আগেই, আর যেখানেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা বেশী সেখানেই তারা আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ। আর সারা অর্ধ শতাব্দী— গৃহযুদ্ধ থেকে ১৮৬০-৬৫ সালের দাস-ব্যবসায় পর্যন্ত, দুটি বুর্জোয়া পার্টি তাদের শক্তি ও সুদৃঢ় সংগঠনের জন্য জোরদার হয়েছে। পূর্বতন দাস-মালিকানার পার্টিই বর্তমানে তথাকথিত গণতান্ত্রিক পার্টি। আর পুঁজিবাদের পার্টি যারা নিগ্রো মুক্তি আন্দোলনের হোতা, তারা পরিণত হয়েছে রিপাবলিকান পার্টিতে।

নিগ্রোদের দাসত্ব-মুক্তির পর থেকে এই দুই পার্টির মধ্যেকার ফারাক কমে আসছে। এই দুই পার্টির মূল দ্বন্দ্ব এখন বহিঃশুল্ক বৃদ্ধিতেই

সীমিত। ওদের এই দ্বন্দ্বের কোন গুরুত্ব নেই জনগণের কাছে। জনগণ কেবল প্রতারিতই হচ্ছে আর তাদের মূল স্বার্থের দিক থেকে জনগণের মনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে এই দুই বুর্জোয়া পার্টির অর্থহীন দ্বৈরথ সমরের দ্বারা।

আমেরিকা ও বৃটেনের তথাকথিত দ্বি-পক্ষীয় ব্যবস্থা হল স্বাধীন শ্রমিক-শ্রেণীর অর্থাৎ প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক পার্টির সবচেয়ে শক্তিশালী উত্থানের পথ রোধ করার হাতিয়ার।

আর আমেরিকা, যে দেশ পুঁজিবাদের চরম বিকাশ লাভের গর্ব করত তারাই আজ এই দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতায় ভুগছে। কিসের জন্য এই ব্যর্থতা?

তা হল শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিশালী আন্দোলন, আর কালক্রমে সমাজতন্ত্রের প্রসার।

প্রাচীন বুর্জোয়া পার্টিগুলো (ডেমোক্রাটিক ও রিপাবলিকান পার্টি) আজ সেই নিগ্রোদের দাসত্ব মোচনের পুরনো দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকিয়েছে। আর নতুন বুর্জোয়া পার্টি, যার নাম ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ পার্টি তারা আজ তাকিয়ে আছে *ভবিষ্যতের* দিকে। এর সমস্ত কর্মসূচী আজ একই লক্ষ্যে স্থির হয়ে আছে তা হল যে পুঁজিবাদ হবে কি হবে না। এই বিশেষ প্রশ্নে, পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় যে শ্রমিকদের এবং 'ট্রাস্টের' স্বার্থ রক্ষা করা; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদী সংগঠনকে বলা হয় ট্রাস্ট।

পুরনো পার্টিগুলো হল এমন এক যুগের সৃষ্টি, যে যুগের কাজই ছিল কিভাবে এবং কত তাড়াতাড়ি পুঁজিবাদের প্রসার ঘটানো যায়। আর এই দুই দলের দ্বন্দ্বই ছিল কত ভালভাবে এই পুঁজিবাদের প্রসারকে আরও দ্রুততর করা যায়।

আর নতুন পার্টি হল বর্তমান যুগের ফসল, যারা পুঁজিবাদের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যে রাষ্ট্র সবচেয়ে স্বাধীন আর উন্নত সেখানেই বর্তমান প্রসঙ্গ মুখ্য ভূমিকায় এসেছে এত পরিষ্কার ও বিস্তৃত ভাবে যা আর কোথাও হয় নি।

রুজভেল্টের সমস্ত কর্মসূচী এবং সমস্ত আন্দোলনই দানা বেঁধেছে কিভাবে *বুর্জোয়া সংস্কারের* মাধ্যমে এই *পুঁজিবাদকে* রক্ষা করা যায়, তা নিয়ে।

বুর্জোয়া সংস্কার যা এককালে প্রাচীন ইউরোপে আপনিই গড়ে উঠছে উদারপন্থী অধ্যাপকদের বকবকানির ফলে, সেই সংস্কারই আচমকা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে স্বাধীন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চল্লিশ লক্ষ লোকের পার্টিতে। এটা একটা আমেরিকান কায়দা।

সেই পার্টি' বলে, আমরা সংস্কারের মাধ্যমেই পুঁজিবাদকে রক্ষা করবো। আমরা সবচেয়ে প্রগতিশীল কারখানা আইন চালু করবো। আমরা সমস্ত ট্রাস্টের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাস্ট মানে সমস্ত শিল্প সংস্থা।) উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করবো।

আমরা দারিদ্র্য দূর করতে ও যাতে সকলেই *ভাল* মাইনে পায় সেজন্য শিল্পের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করবো। আমরা 'সামাজিক ও শিল্পে ন্যায় বিচারের' প্রতিষ্ঠা করবো। আমরা সব ধরনের সংস্কারকেই সম্মান করি—সম্মান করি না কেবল *পুঁজিবাদীদের স্বত্ব নিরসনের সংস্কার*।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২০ বিলিয়ন (১০০ কোটি) ডলার; অর্থাৎ প্রায় ২৪০ বিলিয়ন রুবল। মোটামুটি এর প্রায় এক তৃতীয়াংশ, বা প্রায় ৮০ বিলিয়ন রুবলের মালিকানা *দুটি* ট্রাস্ট, একটি রকফেলারের আর একটি মরগ্যানের, বা তাদের সহযোগী শিল্প সংস্থার। ৪০,০০০-এর কম পরিবারে গঠন করেছে এই দুটি ট্রাস্ট, যারা ৮ কোটি বেতনভুক দাসদের মালিক।

স্পষ্টতঃই যতদিন এই আধুনিক দাস-মালিকরা থাকবে, ততদিন সব রকমের 'সংস্কারই' হবে প্রতারণার সামিল। রুজভেল্টকে কোটিপতিরা ইচ্ছাকৃত ভাবেই ভাড়া করেছিল এই প্রতারণার বাণী ছড়ানোর জন্য। যদি পুঁজিপতিরা তাদের পুঁজি ঠিক রাখতে চায় তাহলে ওদের এই 'রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ'ই হয়ে দাঁড়াবে আন্দোলন প্রতিহত ও ভেঙে দেওয়ার চরম অস্ত্র।

কিন্তু আমেরিকার প্রলেতারিয়েতরা ইতিমধ্যেই সজাগ হয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়েছে। তারা রুজভেল্টের সাফল্যকে শ্লেষ ভরে স্বাগত জানিয়ে যেন বলছে, হে ভণ্ড প্রতারক রুজভেল্ট, তুমি চল্লিশ লক্ষ লোককে তোমার সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোভ দেখিয়েছো। খুব ভাল কথা! আগামী কালই ওই চল্লিশ লক্ষ লোক দেখতে পাবে যে তোমার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা ও একটা ভণ্ডামী, আর তুমি ভুলে যেও না যে ওরা তোমাকে অনুসরণ করছে *কারণ* ওরা অনুভব করতে পারছে যে পুরনো পন্থায় আর চলা সম্ভব নয়।

প্রাভদা নং ১৬৪, নভেম্বর, ১৯১২

স্বাক্ষর: ভি. আই.

খণ্ড ১৮, পৃঃ ৪০২-০৪

আমেরিকার নির্বাচনের পর

আমেরিকায় রিপাবলিকান পার্টি'র ভাঙন ও রুজভেল্টের প্রোগ্রেসিভ পার্টি'র গঠনের প্রচণ্ড গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই *প্রাভদাতে* মন্তব্য করেছি।

এখন নির্বাচন শেষ হয়েছে। ডেমোক্রাটরা জিতেছে নির্বাচনে আর সংগে সংগে সমাজতন্ত্রীদের পূর্ব ঘোষিত আশংকা সত্যে পরিণত হতে চলেছে। ৪৫ লক্ষ ভোট পাওয়া রুজভেল্টের প্রোগ্রেসিভ পার্টি এখন বুর্জোয়া শোধনবাদীদের হয়ে আমেরিকার ফ্যাসনের সংস্কারে নেমেছে।

এই ধারা কিভাবে কাজ করবে সেটা সকলেরই কৌতূহলের বিষয় কারণ এক ভাবে না এক ভাবেই সমস্ত বুর্জোয়া দেশেই থাকে এদের অস্তিত্ব।

যে কোন বুর্জোয়া শোধনবাদিতায় থাকে দুই ধরনের বিশেষ ধারা এক দিকে থাকে বুর্জোয়া চাঁই ও রাজনীতিবিদরা যারা অনবরত জনগণকে মিথ্যা আশ্বাস বাক্য দিয়ে শোষণ ও প্রতারণা করে, আর একদল হল সেই প্রতারিত জনগণ যারা মনে করে পুরনো পন্থায় আর চলা অসম্ভব এবং বিরাট বিরাট প্রতিশ্রুতির শিকার হয়। আর তার ফলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নির্বাচনের পরেই একেবারে নতুন প্রোগ্রেসিভ পার্টি ভেঙে গেছে আমেরিকায়।

যে বুর্জোয়া রাজনীতিজ্ঞরা রুজভেল্টের মিথ্যার বেসাতিকে আশ্রয় করে জনগণকে ছলনা করেছে তারাই আজ রিপাবলিকান পার্টি'র সংগে প্রোগ্রেসিভ পার্টি'র আঁতাতের জন্য মাথা খুঁড়ছে। কি অদ্ভুত চিন্তা ধারা? এটা খুবই পরিষ্কার, এই সব পার্টি'র নেতারা এখন চায় আমেরিকার শাসক গোষ্ঠীকে মদত দিয়ে পার্টি'র নেতাদের বেশ বড় ধরনের চাকরীর ব্যবস্থা করতে। রিপাবলিকান পার্টি'র ভাঙনের ফলে সুবিধা হয়েছে ডেমোক্রাটদের। এরা এখন মহানন্দে জনগণকে শোষণের আস্বাদ ভোগ করছে। আর এটাও কি অদ্ভুত যে এদের বিরোধীরা এখন প্রোগ্রেসিভ পার্টি ত্যাগ করে রিপাবলিকান

পার্টি'র মোর্চায় ফিরে আসার জন্য তৈরী হচ্ছে, যাদের ডেমোক্রাটদের পরাজিত করার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে ?

বাস্তবিকপক্ষে এ হল 'পার্টি'র প্রতি আনুগত্যে'র লজ্জাকর সওদাদরের বিক্রয়। কিন্তু আমরা সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই এই একই রকম জিনিস দেখতে পাই, আর যে দেশে যত কম স্বাধীনতা আছে পার্টি'র, সেখানে এই পার্টি' আনুগত্যের বেচাকেনাও চলে তত বেশি চড়া দামে। এই সব বুর্জোয়া হাঙরদের সঙ্গে। আর সেখানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও সুযোগ সুবিধা বা আইনজীবীদের জন্য নতুন নতুন মামলা পাইয়ে দেওয়া ইত্যাদির অনেক বেশী গুরুত্ব সেখানে এই দল বদলের খেলায়।

বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ধারার এক অংশ—অর্থাৎ প্রতারিত জনগণও এখন অবশ্য অবস্থা পরিস্কার বুঝতে পারছে আর তাই তারা পুরোপুরি আমেরিকার পন্থায় এই দলবদলের খেলায় নিজেদেরও লাভ লোকসান খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে। নিউইয়র্ক' শ্রমিকসংঘের মুখপত্র 'যুক্তির কাছে আবেদন' প্রবন্ধে লিখেছে যে "অসংখ্য লোক যারা প্রগ্রেসিভ পার্টি'কে ভোট দিয়েছিল তারা এখন সমাজতান্ত্রিক সম্পাদকীয় দপ্তরে ও তথ্যানুসন্ধান কার্যালয়ে আসছে নানা ধরনের খবরের জন্য। ওদের অধিকাংশই অল্পবয়সী যুবক, মনে হয় রাজনীতিতে অনভিজ্ঞও। ওরা সবাই রুজভেল্টের পোষা ভেড়া হয়ে কাজ করেছে, ওদের কারো কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক জ্ঞান নেই। ওরা এখন ভালই বুঝতে পেরেছে যে দশ লক্ষ ভোটদাতার পার্টি' সমাজতান্ত্রিক দল, রুজভেল্টের পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ভোটদাতার পার্টি'র চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ় সংগঠন, এবং ওরা তাই এখন বিশেষ করে খোঁজ নিচ্ছে যে রুজভেল্ট যে সংস্কারের কথা বলেছিল তার সামান্যতম অংশও আদৌ কার্যকর করা সম্ভব কিনা।"

'একথা বলা নিষ্প্রয়োজন' মুখপত্রটি লিখেছে, 'যে আমরা এই সব 'প্রগ্রেসিভ দলে'র লোকদের যে কোন ধরনের অনুসন্ধানের উত্তর বেশ আনন্দের সঙ্গেই দিয়ে থাকি এবং ওদের কাউকেই সমাজতান্ত্রিক পুস্তিকা না নিয়ে যেতে দিই না।'

পুঁজিবাদী দেশের জনগণের ভাগ্যই এই যে সেখানে ওদের সবচেয়ে তৎপর কর্মীও সমাজতন্ত্রের জন্য কোন কাজ করতে পারে না।

২৫শে নভেম্বরের আগে লেখা

(ডিসেম্বর ৮) ১৯১২

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৪ সালে
কোমিউনিস্ট পত্রিকার ৬নং সংখ্যায়

২৬ খণ্ড, পৃঃ ২০৪-০৫

বিচারশক্তির চেয়ে আবেগের প্রাধান্য

প্রত্যেকেরই নিজস্ব চিন্তাধারা রয়েছে; প্রলেতারিয়েত যেখানে অনুভব করে শক্তির প্রয়োজনীয়তা, পুঁজিবাদীর লক্ষ্য সেখানে বলকান যুদ্ধে[৩৩] 'স্বদেশ-প্রেমের' দৃষ্টান্তের দিকে। প্রত্যেকেই তার নিজের কথা ভাবছে। শ্রমিকরা বলতে চায় যে জীবনের হিসাবে বলতে গেলে বলকান যুদ্ধের চেয়ে বলকান বিপ্লবে আরো অন্ততঃপক্ষে একশত গুণ লোকের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হত, আর তাতে গণতান্ত্রিক ফলাফল অন্ততঃপক্ষে আরো হাজারগুণ ব্যাপক ও দৃঢ়তায় পর্যবসিত হত।

পুঁজিবাদীদের 'দক্ষিণ' ও উদারপন্থী—উভয় পক্ষই এমন কি আমাদের প্রগতিশীল ও কর্মীসমাজ[৩৪]—সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করছে প্রমাণ করতে যে বলকান যুদ্ধে মার্কামারা পুঁজিপতিরা যে পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করতো বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার পুঁজিবাদীরা।

একজন আমেরিকান 'দেশপ্রেমিক', যিনি টাকার থলির প্রেমিকমাত্র, আবিষ্কার করেছেন যে গ্রীক নৌবহরের কয়েকখানি জাহাজ তৈরী করেছেন কয়েকজন গ্রীক কোটিপতি তাদের নিজেদের টাকায়।

এই সব আমেরিকান গুচকভ বা মাকলাকভরা যতভাবে সম্ভব এই ধরনের বিজ্ঞাপনের ঢাক পিটিয়ে অহরহ নিজেদের দেশপ্রেমের নমুনা প্রচার করে। সে লিখেছে, 'এখন যদি আমাদের দেশের সমস্ত বন্দর আর তার বাণিজ্যপোত-গুলোর তদারকির দায়িত্ব গিয়ে বর্তায় *মরগ্যান*, *আস্তোর*, *ভ্যাণ্ডারবিল্ট* এবং *রকফেলার* প্রভৃতি বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিনিধির হাতে, তাহলে এই সব উদাহরণ সামনে রেখে জনগণ আর দেশের সম্পদ কেবল কয়েকজন লক্ষ-কোটি-পতিদের কুক্ষিগত হয়েছে বা সম্পদের অসমান বণ্টন ঘটছে বলে আর চেঁচামেচি করবে না।'

আমেরিকার শ্রমিকরা একে স্বদেশপ্রেম কিন্তু অবাস্তব স্বদেশপ্রেম বলে উপহাসের হাসি হাসে। ভদ্রলোকগণ, তোমরা তোমাদের এই সব উর্বর মস্তিষ্কের পরিকল্পনা নিয়ে চালিয়ে যাও, আমরা তোমাদের *পিছনে* আছি। এখন পর্যন্ত এই সব আমেরিকান রকফেলার, মরগ্যান প্রভৃতিরা তাদের সম্পদ পাহারা দেওয়া ও আন্দোলন ভেঙে দেওয়ার জন্য বাইরের ভাড়া করা সেনাদের আমদানী করে। এই সব কোটিপতি দেশের জনগণকে পরিষ্কার বলে দিক যে রাষ্ট্রের 'বহিঃশত্রুর' নিরাপত্তার অর্থই হল *আমাদের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন সমূহের মালিকদের লাভের ব্যবস্থা ও অন্যান্য পুঁজিপতির ধনসম্পদ রক্ষা!* আমরা দেখি এর পরেও আমেরিকার শ্রমিক গোষ্ঠী এদেশের কোটিপতি মরগ্যান, রকফেলার ইত্যাদির কার্যপ্রণালী সমর্থন করে। এটা কি তারপরও দেশপ্রেমিকদের ধুয়া ধরবে না সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে পা বাড়াবে? ওরা কি পুঁজিপতিদের আরো অনুগত হবে না ওরা আরো দৃঢ়তার সংগে ঘোষণা করবে যে সমস্ত ব্যবসায়ী সংগঠন (উৎপাদক সংগঠন), ট্রাস্টের সমস্ত সম্পত্তি, প্রত্যার্পণ করতে হবে শ্রমিকদের, বা সার্বিকভাবে সমাজকে?

.........আমেরিকার 'দেশপ্রেম' এ ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে......

২৬শে নভেম্বরের আগে লেখা
(ডিসেম্বর ৯) ১৯১২

খণ্ড ৩৬, পৃঃ ২০৭-০৮

প্রথম প্রকাশ: ১৯৫৪ সালের *কোমিউনিস্ট* পত্রিকার
ষষ্ঠ সংখ্যা

আমেরিকায়

আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার, যাকে বলা হয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের সংগঠন, এর ৩২তম বার্ষিক অধিবেশন শেষ হয়েছে রোচেস্টারে। সমাজতান্ত্রিক পার্টির দ্রুততর অগ্রগতির তালে তালে এই সংগঠন এখন কেবল অতীতের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র হয়ে পড়েছে, এরাই ছিল পুরানো ইউনিয়নের স্রষ্টা, যারা আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বাবুয়ানার বীজ ঢুকিয়ে তাকে পর্যুদস্ত করার জন্য উদারনৈতিক বুর্জোয়া ঐতিহ্যের দিকে যথেষ্ট জোর দিয়েছিল।

১৯১১ সালের ৩১শে আগস্ট তারিখে এই ফেডারেশনের সদস্য সংখ্যা ছিল ১,৮৪১,২৬৮ জন। সমাজতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী স্যামুয়েল গমপার্স এই ফেডারেশনের সহ সভাপতির পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্রী কর্মী মাক্স হায়েস পেয়েছিল ৫,০৭৪টি ভোট, যেখানে গমপার্স পেয়েছিল ১১,৯৭৪টি ভোট, যদিও এর আগে গমপার্স নির্বাচিত হত সর্বসম্মতিক্রমেই। আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে তথাকথিত 'ট্রেড ইউনিয়ন' নেতাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রীদের এই সংগ্রমের ফলে ধীরে ধীরে হলেও নিশ্চিতভাবে সমাজতন্ত্রীরা জয়লাভ করছে এইসব 'ট্রেড ইউনিয়ন' নেতাদের বিরুদ্ধে।

গমপার্স কেবল 'শ্রমিক ও পুঁজিবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য' রাখার বুর্জোয়া স্বপ্নেই বিভোর নয়, সে তার ফেডারেশনের মধ্যেই সমাজতন্ত্রীদের হেয় করার জন্য তলে তলে কাজ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত নয়, যদিও সে জোর গলায় ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক 'নিরক্ষরতার' কথা বলে। আমেরিকার সাম্প্রতিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় গমপার্স ফেডারেশনের মুখপত্রে তিনটি পার্টির (ডেমোক্রাট, রিপাবলিকান ও প্রোগ্রেসিভ) কর্মসূচী পুনর্মুদ্রিত করেছে কিন্তু *সোশ্যালিস্ট পার্টির* কর্মসূচীর পুনর্মুদ্রণ *করেনি*।

রোচেস্টার অধিবেশনে এই কার্যের প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেছে, এমনকি গোমপার্সের অনুগামীরা পর্যন্ত।

বৃটেনের মত আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যেও আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই যে সেখানে রয়েছে পরিষ্কার দুটি দল, এক অংশ হল শুধু ট্রেড ইউনিয়নবাদীদের জন্য, আর এক অংশ সচেষ্ট সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রতিষ্ঠায়। যার ফলে ভাগাভাগি হয়েছে *বুর্জোয়া শ্রমিক নীতি* ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক সংগঠনে। যদিও অদ্ভুত মনে হবে, তাহলেও যে কোন পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকশ্রেণীও বুর্জোয়া নীতির পরিপোষক হতে পারে যদি তারা তাদের দাসত্ব মোচনের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে তারা তাদের কাল্পনিক *উন্নতির* জন্য, একবার বুর্জোয়া দল, আবার অন্য বুর্জোয়া দলের সংগে আঁতাত করে বুর্জোয়াদেরই মদত দিতে থাকবে।

বৃটেন এবং আমেরিকায় বুর্জোয়া শ্রমিক নীতির গুরুত্ব ও তার (সাময়িক) শক্তির মুখ্য ঐতিহাসিক কারণ হল যে অন্য দেশের তুলনায় এই দুই দেশে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সুবিধাবলীর ফলেই এখানে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে এত গভীরভাবে ও তা সুদূর বিস্তারিত হয়েছে। এই সব অবস্থা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এমনভাবে ঢুকে গেছে যে তার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটা বনেদিয়ানার ভাব বহাল হয়েছে এবং সে কারণে তারা তাদের নিজেদের শ্রেণীর প্রতি *বিশ্বাসঘাতকতা* করেও বুর্জোয়াদের লেজুড় হয়ে চলার চেষ্টা করছে।

বিংশ শতাব্দীতে বৃটেন ও আমেরিকায় এই ধরনের অদ্ভুত অবস্থার দ্রুত অবসান হচ্ছে। অন্যদেশ আবার আঁকড়ে ধরছে অ্যাঙলো স্যাক্সন পুঁজিবাদের পথ আর জনগণের অধিকাংশই প্রাথমিক পাঠ নিচ্ছে সমাজতন্ত্রের। আমেরিকা ও বৃটেনে যত দ্রুত পুঁজিবাদের প্রসার ঘটবে, তত দ্রুতই সমাজতান্ত্রিকতা এগিয়ে যাবে প্রগতির পথে।

৬ (১৯) ডিসেম্বর ১৯১২ তারিখের মধ্যে লেখা।

কোমিউনিস্ট পত্রিকার ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে।

খণ্ড ৩৬, পৃঃ ২১৪-১৫

রুশ জনগণ ও নিগ্রো

পাঠকরা ভাবতে পারেন কি অদ্ভুত তুলনা। কোন জাতের সংগে কি করে সমগ্র জাতির তুলনা চলতে পারে?

এটা স্বীকৃত তুলনা। নিগ্রোরাই হল সর্বশেষ জাতি, আর ওরাই অন্য যে কোন জাতের চেয়ে নিষ্ঠুর দাসত্বের কলঙ্ক গায়ে মেখে রয়েছে—এমন কি প্রগতিশীল দেশেও, কারণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও আইনগত দাসত্ব মোচন ছাড়া আর কিছুরই 'স্থান' নেই এবং সেই আইনগত দাসত্ব মোচনের পথও সংক্ষেপ করা হচ্ছে সম্ভাব্য সব রকমে।

রুশদের সম্পর্কে বলতে গেলে ইতিহাস বলে যে এরা ১৮৬১ সালে দাসত্ব বন্ধন থেকে 'প্রায়' মুক্ত হয়েছে। 'প্রায়' ঠিক একই সময়ে আমেরিকর দাস-প্রভুদের বিরুদ্ধে আরম্ভ হয় গৃহযুদ্ধ, আর সেই সময় থেকেই উত্তর আমেরিকার নিগ্রোদের হয় দাসত্ব মোচন।

আমেরিকায় দাসত্বের মুক্তি ঘটেছিল রুশ দাসত্ব মোচনের তুলনায় অনেক অল্প সংস্কারের মাধ্যমে।

সেই কারণেই আজ, অর্ধ শতাব্দী পরেও রুশীয় জনগণের মধ্যে *অনেক বেশি* দাসত্বের পরিচয় পাওয়া যায় নিগ্রোদের চেয়েও। বাস্তবিকপক্ষে এই দাসত্বের কথা সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় সম্প্রদায়ের কথা, কোন বিশেষ জাতির কথা নয়। কিন্তু এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে আমরা যা বলেছি আমার শিক্ষার প্রশ্ন সেই সম্পর্কে ছোট্ট উদাহরণ দেওয়ার মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমিত রাখবো। এটা সকলেরই জানা যে নিরক্ষরতা দাসত্বের অন্যতম মাপকাঠি। যে দেশ শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছে, পাশা, পুরিশ-কেভিচ প্রভৃতিদের দ্বারা, সেখানকার অধিকাংশ লোক কখনই শিক্ষিত হতে পারে না।

রাশিয়ায় ৯ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের বাদ দিয়েও *শতকরা ৭৩ জন লোক নিরক্ষর।*

আর আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে ১৯০০ খৃস্টাব্দেও শতকরা ৪৪.৫ জন ছিল অশিক্ষিত।

এই রকম অস্বাভাবিক সংখ্যায় অশিক্ষিতের পরিমাণ উত্তর আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের মত উন্নত ও সংস্কৃতিবান দেশের পক্ষে চরম লজ্জাকর। তাছাড়াও প্রত্যেকেই জানে যে সাধারণভাবে আমেরিকার মত সংস্কৃতবান দেশের পক্ষে কোনক্রমেই কাম্য নয়—পুঁজিবাদ কখনও সম্পূর্ণ দাসত্ব মোচনের অধিকার বা এমনকি সমানাধিকার পর্যন্ত দিতে পারে না।

এটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে আমেরিকার জনগণের মধ্যে সাদা চামড়ার লোকগুলোর মধ্যে কিন্তু শতকরা ৬ জনের বেশি অশিক্ষিত নেই। কিন্তু যদি আমরা আমেরিকাকে আগেকার দাসপ্রথা সম্বলিত অঞ্চল (মার্কিন 'রাশিয়া') এবং দাস প্রথাহীন অঞ্চল (মার্কিন-অ-রাশিয়া) হিসাবে ভাগ করে দেখি, তাহলে দেখতে পাই যে পূর্বতন অঞ্চলে যেখানে সাদা চামড়ার লোকদের মধ্যেও শতকরা ১১ থেকে ১২ জন অশিক্ষিত কিন্তু সেখানে শোষিত অঞ্চলের সাদা চামড়ার লোকসংখ্যার মাত্র শতকরা ৪ থেকে ৬ জন অশিক্ষিত।

অর্থাৎ প্রথমোক্ত অঞ্চলে শ্বেত সম্প্রদায়ের মধ্যেই অশিক্ষিতের হার পরবর্তী অঞ্চলের তুলনায় দ্বিগুণ। কেবল নিগ্রো জাতই তাহলে দাসত্বের বোঝা বয়ে বেড়ায় না।

নিগ্রোদের কষ্টের জন্য আমেরিকার লজ্জা হওয়া উচিত।

জানুয়ারির শেষাংশে ও ফেব্রুয়ারির
প্রথমে লেখা, ১৯৪৩ সালে।
ক্রাসনায়া নিভার তৃতীয় সংখ্যায়
১৯২৫ সালে প্রথম প্রকাশিত
স্বাক্ষর: ডবলিউ

খণ্ড ৮, পৃঃ ৫৪৩-৪৪

কম মজুরীতে শ্রমিকদের বেশী কাজ করানোর 'বৈজ্ঞানিক' প্রথা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদ সব কিছুতেই সেরা। কারিগরী শিল্পের চরম বিকাশ ও দ্রুততর অগ্রগতির ফলে পুরনো ইউরোপ সমকক্ষ হতে চায় মার্কিনীদের। কিন্তু ইউরোপীয় বুর্জোয়ারা আমেরিকা থেকে কোন গণ-তান্ত্রিক প্রথাও আমদানী করতে চায় নি, তারা চেয়েছে শ্রমিকদের শোষণের সর্বাধুনিক প্রথা আমদানী করতে।

ইউরোপ ও রাশিয়ারও কোথাও কোথাও আজ সবচেয়ে আলোচ্য বিষয় হল আমেরিকার ইঞ্জিনীয়ার ফ্রেডারিক টেলর প্রবর্তিত 'প্রথা'। বেশি দিন আগের কথা নয়, সেণ্ট পিতার্সবার্গের রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থায় মিঃ সেমিয়োনভ এই 'পদ্ধতি' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন ওখানকার আলোচনা সভায়। টেলর নিজে তার উদ্ভাবিত পদ্ধতি 'বৈজ্ঞানিক' আখ্যা দিয়েছেন এবং সমগ্র ইউরোপে ওর এই বইয়ের অনুবাদের প্রচারের চেষ্টা চলছে জোর কদমে।

এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটা কি? না, এর মোদ্দা উদ্দেশ্য হল আগের তুলনায় এই পদ্ধতির প্রয়োগে শ্রমিকদের শোষণ করে একই কার্যকালীন সময়ের মধ্যে অন্ততঃ তিনগুণ কাজ আদায় করা। সবচেয়ে শক্ত সমর্থ ও দক্ষ শ্রমিকদেরই কাজে লাগানো হবে—একটা বিশেষ সময় নির্ধারক খাতা থাকবে তাতে প্রতি সেকেণ্ড বা তারও ভগ্নাংশ লিপিবদ্ধ করা হবে প্রতিটি কাজের জন্য, সবচেয়ে কম খরচের অথচ সবচেয়ে কুশলী প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হবে, আর সবচেয়ে দক্ষ শ্রমিকের কাজের পরিমাণ ও বিস্তারিত হিসাব লিপিবদ্ধ হবে ছায়াছবির ফিল্মের মত একটি ফিল্মে।

এর ফলে আগের মতই ৯ বা ১০ ঘণ্টার কাজের মধ্যেই শ্রমিকদের থেকে তিনগুণ কাজ করিয়ে নেওয়া হবে শ্রমিকদের সমস্ত শক্তি শুষে নিয়ে, আর

তার ফলে শ্রমিকের সমস্ত উৎসাহ ও জীবনী শক্তিরও ক্ষয় হবে অন্ততঃ ৩ গুণ দ্রুত হারে। যদি এর ফলে শ্রমিক আগের চেয়েও তাড়াতাড়ি মারা যায় তাহলে কি হবে? কেন, অসংখ্য লোকই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে গেটে চাকরীর আশায়।

পুঁজিবাদী সমাজে, বিকাশ ও কারিগরী শিল্পের অগ্রগতির অর্থই হল কম মজুরীতে শ্রমিক খাটানোর পদ্ধতির উন্নতি।

টেলরের বই থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

লেখক আরো সংশোধনের জন্য ঠেলা গাড়ীতে মিশ্র ধাতু খণ্ড তোলার একটা তুলনা করেছেন পুরনো আর তার আবিষ্কৃত 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতির মধ্যে:

		পদ্ধতি	
		পুরনো	নতুন
মোট শ্রমিক মাল বোঝাইতে নিয়োজিত	...	৫০০	১৪০
একজন শ্রমিকের গড়ে টন মাল বোঝাই (এক টন = ৬১ পুড*) ...	...	১৬	৫৯
(রুবলের হিসাবে) শ্রমিকের গড় আয়	...	২.৩০	৩.৭৫
টন প্রতি কয়লা বোঝাইয়ের জন্য কারখানা মালিকের খরচ (কোপেক হিসাবে)	...	১৪.০৪	৬.৪

পুঁজিপতি তার খরচ প্রায় অর্ধেক বা তারও কম কমাতে সমর্থ হয় এই পদ্ধতির ফলে। তার লাভও বাড়তে থাকে। বুর্জোয়ারা এতে উৎফুল্লই হয়, তারা কি আর টেলরের প্রশংসা না করে পারে।

শ্রমিকরা অবশ্য প্রথমে মজুরী বেশী পায়। কিন্তু শত শত শ্রমিক আবার এর ফলে ছাঁটাই হয়। আর যারা কাজে টিঁকে থাকে তাদের সাধারণের চেয়ে অন্ততঃ চার গুণ বেশী হাড় ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়। যখন শ্রমিকের সব শক্তি শোষণ করা হয়ে যাবে সেদিনই তাঁকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হবে কারখানা থেকে। কারণ তার জায়গায় কেবল অল্প বয়সী আর শক্ত সমর্থ শ্রমিককেই নেওয়া হবে।

এটা যে কড়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শ্রমিককে কম মজুরীতে বেশী খাটানোর প্রচেষ্টা তাতে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ নেই!

প্রাভদা নং ৬০. মার্চ ১৩, ১৯১৩ খণ্ড ১৮, পৃঃ ৫৯৪-৯৫
স্বাক্ষর: ডবলিউ

* ১ পুড = ৩৬.১১ পাউণ্ড।

আমাদের 'সাফল্য'

বাজেট আলোচনা চলাকালে অর্থমন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারী দলের মুখপাত্ররা তাঁদের বক্তৃতায় নিজেদের ও আর সকলকেও আশ্বাস দিয়েছেন এই বলে যে আমাদের বাজেট দৃঢ় অর্থনৈতিক বুনিয়াদে তৈরী করা হয়েছে। অন্যান্য দিকের উদাহরণ দিতে গিয়ে ওরা বিশেষ করে শিল্পে আমাদের 'সাফল্যের' কথা বলেছেন বার বার, আর একথা অনস্বীকার্য যে গত কয়েক বছরে শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে।

আমাদের শিল্প তথা আমাদের সমগ্র অর্থনীতিই অগ্রসর হচ্ছে পুঁজিবাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী। একথা কোন বিতর্কের অপেক্ষা রাখে না, কোন প্রমাণেরও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি কেউ সাফল্যের পরিমাণ বিচার করতে বসে নির্ধারিত মাপকাঠির ভিত্তিতে, এবং যদি সে 'এই এই বিষয়ে শতকরা এত এত ভাগ উন্নতি হয়েছে' ইত্যাদি গরম গরম বক্তৃতার প্রমাণ নিতে চায় তা হলেই সে অনায়াসে চোখ বুজেই বলতে পারবে যা এই সব বিচারের মাপকাঠিতেই স্পষ্ট ধরা পড়ে যে রাশিয়া এখনও দারিদ্র্য সীমার কত নীচে বা কত পশ্চাতে পড়ে রয়েছে।

আমাদের অর্থ মন্ত্রী বেশ উৎসাহের সঙ্গেই জানিয়েছেন যে আমাদের ১৯০৮ সালে শিল্প সম্ভারের মোট উৎপাদন হয়েছিল ৪,৩০ কোটি ৭০ লক্ষ* রুবল ও ১৯১১ সালে এই উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪,৮৯ কোটি ৫০ লক্ষ রুবল।

কিন্তু এই সব পরিমাণের *অর্থ কি?* আমেরিকায় প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনা হয়। আমাদেরও একই জনসংখ্যার ভিত্তি নির্ধারণের জন্য ১৮৬০ সাল কে ধরা যেতে পারে, যখন আমেরিকায় দাস সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল।

১৮৬০ সালে আমেরিকার শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩,৭৭ কোটি ১৫ লক্ষ রুবল আর ১৮৭০ সালে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ৮,৪৬ কোটি ৪০ লক্ষ রুবলের মত। আর ১৯১০ সালে এই উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪১,৩৪ কোটি

* মিলিয়ন = দশ লক্ষ

৪০ লক্ষ রুবল অর্থাৎ রাশিয়ার উৎপাদনের চেয়ে অন্তত ৯ গুণ বেশী ১৯১০ সালের হিসাবে রাশিয়ার জনসংখ্যা যেখানে ১৬ কোটি, সেখানে ওই একই বছরে আমেরিকার জনসংখ্যা ছিল ৯ কোটি ২০ লক্ষ আর ১৮৬০ সালে ছিল ৩ কোটি ১০ লক্ষ।

১৯১১ সালে রুশ শ্রমিকেরা গড়ে আয় করতো ২৫১ রুবল বা ১৯১০ সালের তুলনায় শতকরা ৮.২ ভাগ বেশী (মোট বেতনের পরিমাণের হিসাবে) একথা অর্থমন্ত্রী খুব জোর গলায় বলেছেন।

অপরদিকে ১৯১০ সালে আমেরিকার শ্রমিকের বার্ষিক গড আয় ছিল *১০৩৬ রুবল*, অর্থাৎ রুশ শ্রমিকদের আয়ের তুলনায় ওদের আয় *চার গুণ* বেশি। আর ১৮৬০ সালে আমেরিকার শ্রমিকদের আয়ের পরিমাণ ছিল মাথাপিছু *৫৭৬ রুবল*, অর্থাৎ *বর্তমান* রুশ শ্রমিকদের আয়ের দ্বিগুণ।.

বিংশ শতাব্দীর রাশিয়া, যে রাশিয়া আজ ৩রা জুনের 'সংবিধান'[৩৫] দ্বারা শাসিত, *সেই রাশিয়া দাস-সম্প্রদায়ের সমকালীন আমেরিকার আর্থিক অবস্থার চেয়েও খারাপ অবস্থায় রয়েছে।*

১৯০৮ সালে রাশিয়ার কারখানা শ্রমিকদের মাথাপিছু বার্ষিক উৎপাদনের হার ছিল ১.৮১০ রুবলের সমান অন্যদিকে ওই একই বছরে আমেরিকার কারখানা শ্রমিকদের মাথাপিছু বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ হল ২,৮৬০ রুবলের সমান ও এই পরিমাণ ১৯১০ সালে দাঁড়িয়েছে ৬,২৬৪ রুবল।

উপরোক্ত মাত্র কয়েকটি উদাহরণই আধুনিক পুঁজিবাদ ও মধ্যযুগীয় দাসপ্রথার পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরবে, যারা অধিকাংশ কৃষক সম্প্রদায়ের সব রকমের দুঃখের কারণ।

ঘটনাক্রমে কৃষকদের এই আর্থিক দুরবস্থার ফলে অন্তরাষ্ট্রীয় বাজারেও মন্দা দেখা দেয় প্রচণ্ডভাবে আর ফলতঃ শ্রমিকেরও আয়ের পরিমাণ কমে অস্বাভাবিক ভাবে, যে কারণে দেখা যায় যে ১৯১১ সালে রুশ শ্রমিকেরা দাসব্যবস্থা থাকাকালীন অবস্থায় আমেরিকার শ্রমিকদের আয়ের তুলনায় অর্ধেক মাত্র আয় করত। এ ছাড়াও, বিশ্বের বাজারে রাশিয়ার বাণিজ্য অনুকূল না হওয়ার কারণ অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা—যেখানে পুঁজিবাদের বিকাশ লাভ ঘটছে বিভিন্ন উপায়ে, বা সত্যিকথা বলতে কি অনেকে হয়ত দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি চাওয়াতেই এই অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাভদা নং ৬১, মার্চ ১৪, ১৯১৩ খণ্ড ১৮, পৃঃ ৫৯৬-৯৭

স্বাক্ষর : *ভি.*

চীন সাধারণতন্ত্রের বিরাট সাফল্য

আমরা জানি যে এশীয় জনগণের এক বিরাট সমাজতান্ত্রিক অংশের প্রচণ্ড ত্যাগের ফলে গড়ে ওঠা মহান চীন সাধারণতন্ত্র[৩৬] বর্তমানে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে। ৬টি মহাশক্তি, যারা নিজেদের অত্যন্ত সভ্য-দেশ বলে পরিচয় দেয় অথচ যারা প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে জঘন্যতম কার্যকলাপে অভ্যস্ত, তারা সকলে মিলে একই অর্থনৈতিক সংগঠন করে ঠিক করেছে যে চীনকে কোন রকম অর্থ ঋণ দেওয়া হবে না।

এর পিছনে যুক্তি হল এই যে চৈনিক বিপ্লব ইউরোপীয় দেশগুলোর বুর্জোয়াদের মধ্যে কোন রকম স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রের প্রেরণা জাগাতে পারে নি—যদিও কেবল প্রলেতারিয়েতই অনুভব করেছে এই বিপ্লবের প্রেরণা; যে বিপ্লবের লাভালাভের সংগে কোন যোগাযোগ নেই; তাই এইসব বুর্জোয়া মাতব্বরা চীনের কিছু জায়গা লুঠ করে নিতে চেয়েছিল। ৬ শক্তির এই 'সংগঠন' (বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানী, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র) গণতন্ত্রকে দুর্বল ও দেউলিয়া করার চেষ্টা করছিল।

কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনের কুমতলব ধূলিসাৎ হয়ে সূচনা করল নতুন গণতান্ত্রিক দেশের শুভ জয়ের পথ, আর সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী জনগণ তাকে জানাল আন্তরিক অভিনন্দন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করলেন যে তিনি আর এই অর্থনৈতিক সংগঠনকে সমর্থন করবেন না এবং ভবিষ্যতে সাধারণতান্ত্রিক চীনকে সরকারী *স্বীকৃতি* দেবেন। আমেরিকার ব্যাংকগুলোও আজ এই *সংগঠন* পরিত্যাগ করেছে এবং আমেরিকা স্থির করেছে তারা এখন চীনের প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ সাহায্য করবে যাতে চীনের বাজার খুলে যায় আমেরিকার অর্থনীতির কাছে আর এইভাবে চীনের রাজনীতিতে সংস্কারের বীজ ঢোকানো যাবে।

আমেরিকার প্রভাবে জাপানও চীনের প্রতি তার নীতির পরিবর্তন করে।

প্রথমে জাপান তো সানইয়াৎ-সেনকে দেশে ঢুকতেই দেয় নি। এখন সেই পরিভ্রমণ শেষ হয়েছে এবং জাপানী সমাজতন্ত্রীরা স্বতস্ফূর্ত ভাবে স্বাগত জানিয়েছে সাধারণতান্ত্রিক চীনের সংগে দোস্তিকে। আর সেই মিত্রতাই হল আজকের দিনের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। আমেরিকানদের মত, জাপানী বুর্জোয়ারাও আজ বুঝতে পেরেছে যে সাধারণতান্ত্রিক চীনের সংগে লুঠেরা আর বিভাজনের নীতি বজায় রাখার চেয়ে তার সংগে শান্তির নীতি বজায় রাখলেই সবদিক থেকে লাভবান হওয়া যাবে।

এই লুঠেরা সংগঠনের ধ্বংসের ফলে অবশ্য রাশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল বৈদেশিক নীতির অনেকটা সংশোধন হয়েছে।

প্রাভদা, ৬৮, মার্চ ২২, ১৯১৩ খণ্ড ১৯, পৃঃ ২৯-৩০

স্বাক্ষর: ডবলিউ.

'তৈল ক্ষুধা'

তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ও তেল মালিকদের ষড়যন্ত্র করে তেল আমদানীকারীদের শোষণের চেষ্টার ফলে 'তেলের পিপাসার' প্রশ্ন আজ খুবই সংগতভাবেই সবার মনে উঠেছে, এমন কি সেকথা নিয়ে ডুমাতেও তোলপাড় চলছে, যদিও ডুমার বাইরেও তার আলোচনার শেষ নেই।

শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী যিনি খুব আবছাভাবে তেল মালিকদের সংগঠনের *পৃষ্ঠপোষকতা* করেছিলেন এবং দ্বিতীয় মারকভ যিনি প্রচণ্ডভাবে ব্যক্ত করেছিলেন জমিদারদেব গোঁসা হওয়ার ব্যাপারটা—এই দুজনের লড়াই (২২শে মার্চ অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় ডুমার সভায়) বিশেষ ভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করে শ্রমিকশ্রেণী ও গণতন্ত্রবাদীদের। এই লড়াই রাশিয়ার দুই 'শাসক' গোষ্ঠীর সম্পর্কের উপর আলোকপাত করে। এই দুই তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর গোষ্ঠীর (যদিও প্রকৃতপক্ষে এরা খুবই নীচ, হীন ও লুঠেরা মনোভাব সম্পন্ন), একদল মধ্যযুগীয় জমিদার গোষ্ঠী আর একদল অর্থনৈতিক হাঙরের যুদ্ধ, সকলের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে তেল নিয়ে যেসব সংগঠন, সেগুলো বুঝি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা দুই শক্তিশালী দলের রুশ সরকারের (বা সরকারের লুঠেরাদের) সাধারণ ও প্রধান প্রশ্নে অভিব্যক্তির প্রকাশ। দ্বিতীয় মারকভ চমৎকার উত্তর দিয়েছিল এইসব তেলের 'রাজা'দের সমর্থনে যারা বক্তৃতা করেছিল তাদের—এ যেন শিকার নিয়ে দুই শিকারীর আ-মৃত্যু দুর্মর লড়াই, যাতে শিকার ভাগ হলেই মনে হয় আর একদল ফাঁকে পড়বে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে দ্বিতীয় মারকভ নিজেকে সংযত রাখতে পারে নি, বা নিজের দিকেও তাকাতে পারে নি বা তার জমিদার বন্ধুরাও ফিরে তাকায় নি ওর দিকে বা তার বক্তৃতার সময় কোন আয়নাতে ও নিজের মুখ দেখে নি। আমি একটা কাজ করবো মিঃ দ্বিতীয় মারকভের হয়ে—আমি তার সামনে একটা আয়না রাখবো। আমি

তাকেই তার নিজের ছবি আঁকতে দেব। আমি দেখিয়ে দেব যে একদিকে দ্বিতীয় মারকভ ও খভোস্তভ এবং অন্যদিকে টাকার কুমীর বাকুর কোটিপতি সব তেলের খনির মালিকদের সংগঠনের মধ্যে যে 'যুদ্ধ' তা সম্পূর্ণ *ঘরোয়া* যুদ্ধ. এ হল জনগণের সম্পত্তি শোষণ করে নেবার জন্য দুই লুঠেরার যুদ্ধ। "প্রেমিকদের পারস্পরিক ঝগড়াই হয় প্রেম নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য।" মন্ত্রী, নোবেল অ্যাণ্ড কোম্পানী এরা একদিকে, অন্যদিকে খভোস্তভ, মারকভ ও সেনেটে, তাদের বন্ধুবর্গ রাষ্ট্রের পরিষদ ইত্যাদিতে —এরা হল পরস্পরের *'প্রেমিক'*। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আর শোষিত কৃষক সম্প্রদায় কিন্তু এই প্রেমলীলা থেকে কেবল নিষ্ঠুরতা ও শোষণই পেয়েছে।

এই তেলের প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ কি?

প্রথম কথা, এ হল তেলের রাজাদের কৃত্রিম উপায়ে তৈলকূপ খনন কমিয়ে ও উৎপাদন হ্রাস করে. লজ্জাহীনের মত তেলের দাম অত্যধিক বাড়িয়ে দিয়ে এইসব পুঁজিপতি মহানুভব মুনাফাখোরদের পেট মোটা করার দুরভিসন্ধি।

এই অবস্থার বিশ্লেষণে ডুমাতে অনেক তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে, কিন্তু আমি তার থেকে কয়েকটি তথ্য নিয়েই আমার বক্তব্য পরিষ্কার করে বোঝাতে চেষ্টা করছি। ১৯০২ সালে এক পুড তেলের দাম ছিল ছয় কোপেক। ১৯০৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল চোদ্দ কোপেক। এর পরই তেলের দাম হু হু করে বেড়ে যেতে থাকে ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় থেকেই। ১৯০৮-০৯ সালে এক পুড তেলের দাম দাঁড়ায় একুশ কোপেক এবং ১৯১২ *সালে এই দাম হয় আটত্রিশ কোপেক*।

এইভাবে দশ বছরের মধ্যে তেলের দাম বেড়ে গেছে *ছয় গুণেরও বেশী*। সেই সময়ে ১৯০০-০২ সালে যেখানে তেল নিষ্কাশনের পরিমাণ ছিল ৬০-৭০ কোটি পুড, সেই তেল নিষ্কাশনের পরিমাণ ১৯০৮-১২ সালে কমে দাঁড়ায় ৫০কোটি-৫৮০৫লক্ষ পুডে।

এই সংখ্যা মনে রাখার প্রয়োজন আছে। কারণ এতে চিন্তার খোরাক জোগাবে। যে দশকে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের তেল নিষ্কাশন বেড়ে গেছে প্রচণ্ডভাবে সেখানে রাশিয়ায় তেল উৎপাদন কমানো হয়েছে প্রচণ্ডভাবে আর তার সংগে দাম বাড়ানো হয়েছে ছয় গুণেরও বেশী।

শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী এই সব তেল কুবেরদের কাজের সমর্থনে খুব দুর্বল সব যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করেছেন।

তিনি বলেছেন, 'জ্বালানীর চাহিদা বেড়ে গেছে প্রচণ্ডভাবে, মোটরযান ও বিমান পরিবহণের ক্ষেত্রে অনবরত তেলের চাহিদা বাড়ছে।' এবং তিনি নিজেও সমস্ত রুশ জনগণকে এই বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন যে এটা একটা 'বিশ্ব-ব্যাপী' ঘটনা।

আমরা জিজ্ঞাসা করি 'তাহলে আমেরিকার অবস্থা কি?' এটা এমন এক

প্রশ্ন যা স্বভাবতঃই সকলের মনে জাগে, কারণ বর্তমানে আমেরিকাই কেবল তেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯০০ সালে আমেরিকা ও রাশিয়া পৃথিবীর মোট তেল উৎপাদনের দশভাগের নয় ভাগই উৎপাদন করেছে আর ১৯১০ সালে এরা একত্রে করেছে দশ ভাগের আট ভাগ তেল উৎপাদন।

যদি এটা 'বিশ্ব-ব্যাপী' সমস্যা হয়, তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, *এই একই অবস্থা* আমেরিকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অমনোযোগী শ্রোতাদের মনে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ধারণা জন্মানোর জন্য মন্ত্রী মহোদয় যখন এইসব অসৎ কুচক্রী তেল লুঠেরাদের সমর্থন করে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন তিনি আমেরিকার পরিমাণও উল্লেখ করেছেন···*কিন্তু মাত্র দু'বছরের!* গত দুবছরে আমেরিকা ও রুমানিয়াতেও তেলের দাম দ্বিগুণ হয়েছে।

খুব ভাল কথা। মন্ত্রী মহোদয়! আপনি আপনার তুলনাটা সম্পূর্ণ করছেন না কেন? যদি আপনি তুলনাই করতে চান, তাহলে সেটা ঠিকমত করুন। কেবল সংখ্যার কথাই বলবেন না। আপনি আমেরিকার *যে বছরের তেলের* দামের কথা বলেছেন, ঠিক সেই বছরেই রাশিয়ার তেলের দামের কথা বলুন। নিশ্চয়ই এটা স্বীকার করবেন যে, যে কোন সংখ্যাতত্ত্বের বিচারেই এটা হল প্রাথমিক ও মূল নীতি।

রাশিয়ায় গত দশ বছরে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উল্লেখিত ১৯০২ সালের তেলের যে সর্বনিম্ন দাম ছিল, তার তুলনায় *ছয়গুণ* বেড়েছে। আর আমেরিকায়? এই *ধরনের* দামের বৃদ্ধি সেখানে মোটেই হয় নি। ১৯০০ সাল থেকে ১৯১০ বছরের সময়ে সেখানে তেলের দাম *কমেছে*। আর সাম্প্রতিক কালে তা রয়েছে একই জায়গায় সুস্থিত।

তাহলে, ফল কি দাঁড়াচ্ছে? আমেরিকায় তেলের দাম বেড়েছে দ্বিগুণ আর রাশিয়ায় ছয়গুণ! ১৯০০ সালে আমেরিকায় তেল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল রাশিয়ার উৎপাদন থেকেও *কম*, আর ১৯১০ সালে আমেরিকারই তেল উৎপাদনের পরিমাণ রাশিয়ার উৎপাদনের পরিমাণ থেকে *বেড়ে যায় তিনগুণ*।

এটা এমন সব ঘটনা যা আমাদের মন্ত্রী মহোদয় তেল উৎপাদক পুঁজিপতি টাকার কুমীরদের ষড়যন্ত্রের সমর্থন করতে গিয়ে বলেন নি। যদিও সত্য ঘটনা কিন্তু এটাই। যে কোন সংখ্যাই আপনি নিন না কেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে গত দশ বছরে আমেরিকায় তাদের দাম রাশিয়ার *তুলনায় অনেক কম হারে* বেড়েছে, আর ঠিক সেই সময়েই রাশিয়ার তেল উৎপাদনে স্থিতিশীলতা আসা বা তার মোট উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাওয়ার কালেই কিন্তু আমেরিকার তেল উৎপাদনের *পরিমাণ বেড়েছে প্রচণ্ড ভাবে।*

আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাই যে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের তেলের দাম বাড়া সম্পর্কে এই বিশ্বব্যাপী সংকটের কথার মধ্যে কতটুকু সত্যতা আছে আর কতটুকুই বা রয়েছে মিথ্যা ভাষণ। হ্যাঁ, সব জায়গাতেই দাম বেড়েছে। আর একথাও সত্যি যে সকল পুঁজিবাদী দেশেই এই একই কারণে তেলের দাম বেড়েছে।

যা হোক, রাশিয়ায় এই তেলের মূল্যবৃদ্ধি *অসহনীয়*, কারণ আমাদের দেশেই তেলের দাম বেড়েছে অসম্ভবরূপে, আর এই তেল উৎপাদন-ক্ষেত্রে আমরা অগ্রগতি দূরে থাকুক বরং পিছিয়ে পড়েছি। রাশিয়ায় এই অবস্থা *সম্পূর্ণ অসহনীয়* কারণ আমরা দেখছি এর ফলে পুঁজিবাদের প্রসার ও বিস্তৃতি না ঘটে এখানে তার সীমাবদ্ধতা আর ধ্বংসই হতে চলেছে। জনগণ রাশিয়ায় মূল্য বৃদ্ধির ঘোরতর বিরোধী।

রাশিয়ার জনসংখ্যা ১৭০,০০০,০০০ আর আমেরিকার জনসংখ্যা ৯০,০০০,০০০ অর্থাৎ রাশিয়ার অর্ধেকের চেয়ে একটু বেশি। আমেরিকা এখন আমাদের চেয়ে *তিনগুণ* তেল উৎপাদন করে, আর *আঠারো* গুণ বেশি কয়লা উৎপাদন করে। শ্রমিকদের মজুরীর বিচারে আমেরিকার শ্রমিকদের জীবন-যাত্রার মান রাশিয়ার শ্রমিকদের চেয়ে *চারগুণ ভাল*।

এটা কি পরিষ্কার নয় যে মন্ত্রী মহোদয়ের তেলের ব্যাপারটা একটা 'বিশ্ব-ব্যাপী সংকট' বলে এড়িয়ে যাওয়াটা একটা রকম চরম মিথ্যা কথা। আর এই অসাধুতা আর লাঞ্ছনার ভার অনেক বেশি বহন করতে হয় রাশিয়াকেই।

২৬শে মার্চ (এপ্রিল ৮) ১৯১৩-এর
আগে লেখা নয়।

প্রাভদার ২১তম সংখ্যা,
জানুয়ারী, ২১, ১৯৪০
সালে প্রথম প্রকাশিত।

খণ্ড ১৯, পৃঃ ৩৩-৩৬

শিক্ষা মন্ত্রকের নীতির প্রশ্ন[৩৭]

(*নির্বাচিত অংশ*)

শিক্ষিতের হারের ভিত্তিতে আমেরিকা উন্নতিশীল দেশসমূহের মধ্যে পড়ে। আমেরিকার জনসংখ্যার ১১ শতাংশই অশিক্ষিত এবং নিগ্রোদের মধ্যে অশিক্ষিতের হার শতকরা ৪৪ জন। কিন্তু রুশ কৃষকদের তুলনায় সাধারণ শিক্ষার সুযোগে আমেরিকার নিগ্রোরা দ্বিগুণের চেয়েও বেশী লাভবান। মার্কিন নিগ্রো, সংখ্যায় তারা যতই হোক না কেন তবু আমেরিকা সাধারণতন্ত্রের কলংকস্বরূপ, তাহলেও তারা রুশ কৃষকদের তুলনায় অনেক বেশী আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আছে, আর তারা অনেক স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে কারণ অর্ধ-শতাব্দী আগেই তারা তাদের দেশ থেকে দাস-প্রভুদের বিতাড়িত করেছে, সেই অশুভ সাপের বিনাশ করে দাসত্ব দূর করেছে সম্পূর্ণভাবে, আর আমেরিকায় দাস-প্রভুদের রাজনৈতিক ক্ষমতাও চূর্ণ করেছে।

কাসো, কোকোভৎসভ ও মাকলাকোভরাই রুশ জনগণকে আমেরিকার উদাহরণ নকল করতে শিক্ষা দেবে।

১৯০৮ সালে আমেরিকায় ১৭,০০০,০০০ জন স্কুলে পড়ত, অর্থাৎ হাজার জন অধিবাসীদের মধ্যে ১৯২ জনই স্কুলে পড়ে, যে সংখ্যা *রশিয়া থেকে চারগুণ বেশি।* ৪৩ বছর আগে, ১৮৭০ সালে যখন আমেরিকা কেবল দাসত্বের বন্ধন মোচন করে নতুন করে স্বাধীনভাবে দেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, সেই সময়ে, অর্থাৎ ৪৩ বছর আগে আমেরিকায় ৬,৮৭১,৫২২ জন স্কুলে পড়তো, অর্থাৎ ১৯০৪ সালে রাশিয়ায় যত জন স্কুলে যেত তার চেয়েও বেশি, বা ১৯০৮ সালে রাশিয়ায় যত জন স্কুলে যেত তার সমান সংখ্যক। কিন্তু ১৮৭০ সালেও প্রতি হাজার জনে ১৭৮ জন (*একশত আটাত্তর জন*) স্কুলে পড়তো, আজকের রাশিয়ায় যত জন পড়ে তার চারগুণের চেয়ে সামান্য কম।

আর এই অবস্থায়, আপনারা প্রমাণ পেয়ে যাবেন যে যেখানে অর্ধ শতাব্দী আগে আমেরিকা তাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সেখানে *আজও* জনগণকে বিপ্লবের মাধ্যমে অর্জন করার চেষ্টা করতে হচ্ছে সেই *স্বাধীনতাকে।*

১৯১৩ সালের জন্য রুশ শিক্ষামন্ত্রকের ব্যয় বরাদ্দ ধার্য হয়েছে ১৩৬,৭০০,০০০ রুবল। এই অর্থ বরাদ্দের ফলে জনসংখ্যার মাথাপিছু ব্যয় হবে মাত্র ৮০ কোপেক (১৯১৩ সালে জনসংখ্যা: ১৭০,০০০,০০০) অর্থ মন্ত্রক কর্তৃক দেওয়া বাজেটের ১০৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ২০৪,৯০০,০০০ রুবল অনুদানের হিসাব ধরলে অবশ্য মাথাপিছু ব্যয় বরাদ্দ দাঁড়ায় ১ রুবল ২০ কোপেক। বেলজিয়াম, বৃটেন এবং জার্মানীতে এই সাধারণ শিক্ষা বাবদ মাথা পিছু খরচের পরিমাণ দুই থেকে তিন রুবল এমন কি তিন রুবল পঞ্চাশ কোপেক পর্যন্তও হয়। ১৯১০ সালে আমেরিকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করেছে ৪২৬,০০০,০০০ ডলার, অর্থাৎ ৮৫২,০০০,০০০ রুবল, বা মাথা পিছু ৯ রুবল ২৪ কোপেক। ৪৩ বছর আগে ১৮৭০ সালে আমেরিকা জনগণের সাধারণ শিক্ষাখাতে বছরে ব্যয় করতো ১২৬,০০০,০০০ রুবল, অর্থাৎ *মাথা পিছু ৩ রুবল ৩০ কোপেক।*

সরকারী আইন ও সরকারী কর্মচারীরা বলবেন যে রাশিয়া গরীব, তার এত টাকা নেই। একথা সত্যি, রাশিয়া কেবল গরীবই নয়, সাধারণ শিক্ষার প্রশ্নে সে একেবারে ভিখারী। আর রাশিয়া রাতারাতি *ধনী* হয়ে পড়ে মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয় মেটাতে যা পরিচালনা করে জমিদারেরা বা পুলিশ, সেনা বাহিনী বা যেসব জমিদারেরা সরকারী উচ্চপদে আসীন, তাদের বাড়ীভাড়া বা মোটা মাইনে গুণতে হয় তখন সে রাশিয়ার টাকায় থাকে। রাশিয়ার টাকা থাকে নানারকম দুঃসাহসিক অভিযানের খরচ মেটাতে, বা লুণ্ঠতরাজ করার বেলায়, গতকাল কোরিয়ায় বা ইয়লো নদীর পাড়ের জায়গায়, আজ মঙ্গোলিয়া বা তুর্কী শাসিত আর্মেনিয়ায়। রাশিয়া সাধারণ শিক্ষা বাবদ খরচের বেলায় চিরদিনই গরীব বা ভিখারী থাকবে *যতদিন না* জনগণ নিজেরাই শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের কাঁধ থেকে এই সব জমিদারদের জোয়াল নামাতে পারবে।

স্কুলের শিক্ষকদের বেতন দেবার সময় রাশিয়া গরীব হয়ে যায়। ওদের দেওয়া হয় করুণা করে সামান্য অর্থ। স্কুল-শিক্ষকরা না খেয়ে উপোষ করে চালাহীন খড়ের ঘরে বাস করে, যে ঘর মানুষের পক্ষে বাসযোগ্য নয় কোনক্রমেই। স্কুলের শিক্ষকরা বাস করে গরু বাছুরদের সংগে, যেখানে কৃষকরা শীতকালে তাদের পশু ইত্যাদি রাখে। স্কুল শিক্ষককে ধমকায় প্রত্যেক পুলিশ সার্জেন্টই, কৃষ্ণ শতকের[৩৮] প্রত্যেকটি লোকই, স্বেচ্ছাসেবক, গুপ্তচর বা বলতে কি প্রত্যেকটি সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীই। জনগণের শিক্ষা ক্ষেত্রে যারা অনলস পরিশ্রম করছে সেই কর্মিদের ভাল মাইনে দেবার বেলাতেই রাশিয়া গরীব হয়ে পড়ে, কিন্তু রাশিয়া ধনী হয় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে, যখন এই সব জমিদারদের, পরগাছাদের কোন ব্যাপার হয়, বা সামরিক দুঃসাহসিক অভিযান, চিনিকলের মালিকদের তোষণ করতে বা তেলের খনির রাজাদের মদত জোগাতে।

সংখ্যা-তত্ত্বের আরও একটা হিসাব আছে, যেটা নেওয়া হয়েছে আমেরিকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে। যা থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন যে রুশ জমিদার শ্রেণী ও *তাদের* সরকারের শোষণের ফলে রুশ সাধারণ জনগণ কি ভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, যারা বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের ফলে অনেক আগেই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারতো। ১৮৭০ সালে আমেরিকায় ২০০,৫১৫ জন স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তাঁদের বেতনের জন্য মোট ব্যয় হত ৩৭,৮০০,০০০ ডলার, অর্থাৎ গড়ে বাৎসরিক প্রতি শিক্ষকের বেতন হিসাবে খরচ হত ১৮৯ ডলার বা *৩৭৭ রুবল*! আর এটা হল *40 বছর আগেকার খরচ*! আর বর্তমানে আমেরিকায় ৫২৩,২১০ জন শিক্ষক রয়েছেন, তাদের জন্য ব্যয় হয় ২৫৩,৯০০,০০০ ডলার বা বছরে শিক্ষকদের মাথাপিছু ব্যয় ৪৮৩ ডলার অর্থাৎ *৯৬৬ রুবল*! আর রাশিয়ায়, বর্তমান উৎপাদিকা শক্তির বেলাতে, আজও রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব হল না এই সব শিক্ষক সম্প্রদায়ের একটা ভদ্রস্থ বেতন কাঠামোর বিন্যাস, যে শিক্ষক সম্প্রদায় জনগণকে অন্ধকার, অজ্ঞানতা আর শোষণের হাত থেকে উদ্ধারের শিক্ষাকার্যে ব্যাপৃত…যদি, যদি রাশিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোকে একেবারে নীচের তলা থেকে সর্বোচ্চ ধাপ পর্যন্ত, আমেরিকার মতনও গণতান্ত্রিক কাঠামোতে ঢেলে সাজানো যেত, তাহলেই এই শিক্ষক সম্প্রদায়ের দিকে নজর পড়তো সকলের।

১৯১৩ সালের ২৭শে এপ্রিল
(মে-১০) লেখা।

১৯৩০ সালে লেনিনের সংগৃহীত রচনাবলীর ১৬শ খণ্ডের ২য় ও ৩য় সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত।

১৯ খণ্ড, পৃঃ ১৩৯-৪২

পুঁজিবাদ ও কর ব্যবস্থা

অক্টোবর বিপ্লবী[৩৯] ও ক্যাডেটদের সংগে একযোগে মিঃ পি. মিগুলিন কর্তৃক প্রকাশিত "Novy Ekonomist" (১৯১৩ সালের ২১তম সংখ্যা)-পত্রিকায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আয়কর কাঠামো সম্পর্কে এটা মজার খবর প্রকাশিত হয়েছে।

এই বিলে ৪,০০০ ডলার (৮০০০ রুবল) পর্যন্ত আয়কে কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। ৪০০০ ডলারের বেশি আয় হলে শতকরা একভাগ হারে আয় কর ধার্য হয়েছে, আর আয়ের পরিমাণ ২০,০০০ ডলারের বেশি হলে শতকরা দুই ভাগ, এবং এই হিসাবে আয় বৃদ্ধির সংগে সংগে আয় করও বাড়ানো হয়েছে খুবই সামান্য হারে। অর্থাৎ একটা ক্রমবর্ধমান আয়কর ধার্য করার প্রবণতা রয়েছে, যাতে যাদের আয় বেশি হবে, তারা বেশি কর দেবে। কিন্তু সেই বৃদ্ধির হার খুবই সামান্য যাতে দশ লক্ষ ডলার আয়কারী ব্যক্তিকে শতকরা তিন ভাগেরও কম আয়কর দিতে হয়।

এই কাঠামোর ফলে ধরা হয়েছে যে ৪২৫,০০০ জন লোক যাদের আয় ৪০০০ ডলারের বেশি তারা মোট আয়কর দেবে ৭ কোটি ডলার (প্রায় ১১ কোটি রুবল), আর "Novy Ekonomist"-এর অক্টোবর-ক্যাডেট সম্পাদকীয় এই প্রসংগে মন্তব্য করেছে যে,

> "৭০ কোটি রুবল আমদানী কর এবং ৫০ কোটি রুবল শুল্কের তুলনায় ১৪ কোটি রুবল আয়কর হিসাবে ধরাটা খুবই সামান্যই বলতে হবে, এতে পরোক্ষ করের কাঠামো বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তনই হবে না।"

এটা খুবই আফশোসের কথা যে আমাদের উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদ যাঁরা কথায় উন্নত আয়কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেন, এবং তাঁদের কর্ম-

সূচীতেও একথা গ্রহণ করেছেন, তা সত্ত্বেও তাঁরা কিন্তু *কি ধরণের* আয়কর কাঠামো হওয়া উচিত বলে তারা মনে করেন সে সম্পর্কে কোন সরাসরি সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করেন নি বা কোন বক্তব্যও রাখেন নি কখনও।

এমন কোন কাঠামো তাঁরা প্রস্তাব করছেন যা পরোক্ষ করের উপর খুব সামান্যই প্রভাব পড়বে, এবং সেটা কতদূর পর্যন্ত? বা এমন কোন কাঠামো যার ফলে পরোক্ষ কর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হবে?

আমেরিকার পরিসংখ্যান, যে সম্পর্কে "Novy Ekonomist" বক্তব্য রেখেছে, তা থেকে আয় কর সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাবে এই প্রশ্নের।

বিল থেকে দেখা যাচ্ছে যে ৪২৫,০০০জন পুঁজিপতিদের (যদি ৭ কোটি ডলার আয়কর হয়) মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,৪১৩,০০০,০০০ ডলার এটা নিঃসন্দেহে প্রকৃত আয়ের চেয়ে কম করে দেখানো, অন্ততঃ *একশত জনকে* দেখানো যাবে যাদের আয় দশলক্ষ ডলারেরও বেশি, তাদের আয় দেখানো হয়েছে ১৫০,০০০,০০০ ডলার। আমরা একথাও জানি যে অন্তত *এক ডজন* মার্কিন কোটিপতি আছে, যাদের আয় তুলনায় আরো অনেক বেশি। আমেরিকার অর্থ মন্ত্রক এই সব কোটিপতিদের প্রতি যথেষ্ট 'শিষ্টাচার' রেখে কথা বলেন······

কিন্তু এই সব কোটিপতিদের প্রতি 'শিষ্টাচার' প্রদর্শন সত্ত্বেও যে পরিমাণ সম্পদের হিসাব পাওয়া যায় সেটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ চিত্র। আমেরিকার মাত্র ১৬,০০০,০০০টি পরিবারের হিসাবই করা হয়েছে এদের মধ্যে, অন্ততঃ *পাঁচ লক্ষকে* পুঁজিপতি বলা যায়। জনগণের বাকী অংশ হয় মাইনে করা চাকর বা ছোটখাট কৃষক পরিবার যারা অর্থনীতিতে শোষিত।

এই পরিসংখ্যান থেকে আমেরিকার কয়েক শ্রেণী শ্রমিকদের মোট আয়ের পরিমাণ বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেটা পাওয়া যায়, যেমন, ৬,৬১৫,০৪৬ জন শিল্প শ্রমিক (১৯১০ সালে) পায় ৩,৪২৭,০০০,০০০ ডলার, অর্থাৎ প্রতি শ্রমিক পিছু ৫১৮ ডলার, (১০৩৫ রুবল)। তারপর ১,৬৯৯,৪২০ জন রেলওয়ে শ্রমিক পায় ১,১৪৪,০০০,০০০ ডলার (শ্রমিক প্রতি ৬৭৩ ডলার) আবার ৫২৩, ২১০ জন সাধারণ স্কুলের শিক্ষক পায় ২৫৪,০০০,০০০ ডলার, (৪৮৩ ডলার শিক্ষক প্রতি)।

এই বিরাট শ্রমজীবী ও তাদের মোট প্রাপ্য আয়ের পরিমাণ যোগ করে আমরা পাই: ৮.৮০০,০০০ শ্রমিকের মোট আয় ৪,৮০০,০০০,০০০ ডলার বা গড়ে ৫৫০ ডলার করে প্রত্যেকে। আর ৫০০,০০০ জন পুঁজিপতির মোট আয় ৫,৫০০,০০০,০০০ ডলার, বা মাথা পিছু ১১,০০০ ডলার।

পাঁচ লক্ষ পুঁজিপতি পরিবারের মোট আয় নব্বই লক্ষ শ্রমিক পরিবারের

আয়ের চেয়েও *বেশি*। এখানে আমরা পরোক্ষ করের ভূমিকা আর পরিকল্পিত আয়কর সম্পর্কে কি প্রশ্ন করতে পারি না ?

পরোক্ষ কর বাবদ আসে ১,২০০,০০০,০০০ রুবল অর্থাৎ ৬00,000,000 ডলার। আমেরিকায় পরিবার প্রতি পরোক্ষ করের পরিমাণ ৭৫ রুবল (৩৭·৫0 ডলার)। তাহলে আমরা এখন কিভাবে পুঁজিপতিদের আয় ও শ্রমিকদের আয়ের উপর কর ধার্য করা হয় সেই হিসাবটা দেখতে পারি ঃ

	পরিবারের সংখ্যা (দশ লক্ষ)	মোট আয়	মোট পরোক্ষ কর	শতকরা হার
		(দশলক্ষ ডলারের হিসাবে)		
শ্রমিক…………	৮·৮	8,৮00	৩৫0	৭
পুঁজিপতি………	0 ৫	৫,৫00	১৯	0·৩৬

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা আয় কর দেয় প্রতি রুবলে ৭ কোপেক করে সেখানে পুঁজিপতিদের দিতে হয় এক কোপেকের *এক তৃতীয়াংশ*; শ্রমিকেরা তুলনামূলক ভাবে পুঁজিপতিদের চেয়ে *কুড়ি গুণ* বেশি পরোক্ষ কর দেয়। আর সব পুঁজিবাদী দেশেই অবশ্যম্ভাবী রূপে তৈরী হয় এই ধরনের পরোক্ষ করের ব্যবস্থার নিয়ম (যা কিনা চরম অনিয়ম)।

যদি পুঁজিপতিদেরও শ্রমিকরা যে হারে কর দেয়, সেই হিসাবে কর দিতে হত, তাহলে মোট করের পরিমাণ দাঁড়াতো ৩৮৫,000,000 ডলার, কোনক্রমেই ১৯,000,000 ডলার নয়।

যদি এই *ধরনের* প্রগতিশীল করের হার ধার্য করা হত আমেরিকায় তাহলেও কি আয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকতো ? না খুব সামান্যই আয় হত। তাহলে পুঁজিপতিদের কাছ থেকে ১৯,০০০,০০০ ডলার পরোক্ষকর ও ৭০,০০০,০০০ ডলার আয়কর মিলে মোট আয় হত ৮৯,০০০,০০০ ডলার, যা কিনা নির্ধারিত *আয়ের মাত্র দেড় শতাংশ*।

পুঁজিপতিদের মধ্যবিত্ত (8,০০০ থেকে ১০,০০০ ডলার অর্থাৎ ৮,০০০,—২০,০০০ রুবল আয়ের হিসাবে) এবং উচ্চবিত্ত (২০,০০০ রুবলের বেশি যাদের আয়) এই দুই ভাগে ভাগ করা যাক। তাহলে আমরা পাই, ৩০8,০০০টি মধ্যবিত্ত পরিবার যাদের মোট আয় ১,৮১৩,০০০,০০০ ডলার এবং ১২১,০০০টি উচ্চবিত্ত পরিবার যাদের মোট আয় ৩,৬০০,০০০,০০০ ডলার।

যদি মধ্যবিত্ত পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের মত আয়কর দিত, অর্থাৎ আয়ের ৭ শতাংশ, তাহলে আয় করের মোট পরিমাণ দাঁড়াত, ১৩০,০০০,০০০ ডলার।

আর ধনী পুঁজিপতিদের কাছ থেকে ১৫ শতাংশ কর আদায় হলে তার পরিমাণ দাঁড়ায়, ৫৪০,০০০,০০০ ডলার। এই দুইয়ের সমষ্টি *সমস্ত পরোক্ষ করের পরিমাণের চেয়েও বেশি*। আর এই প্রত্যক্ষ কর বাদ দিলেও মধ্যবিত্ত পুঁজিপতিদের প্রত্যেকের ১১,০০০ রুবল আয় থাকে আর সেক্ষেত্রে বিত্তশালী পুঁজিপতিদের প্রত্যেকের আয় হয় ৫০,০০০ রুবল করে।

আমরা দেখছি সমস্ত পরোক্ষ করের বোঝা তুলে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ কর বিন্যাসের যে দাবী করেছে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা, সেই দাবীর যুক্তি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারছি। আর এই ধরনের প্রচেষ্টা পুঁজিবাদী কাঠামোর বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না ঘটিয়েও জনসংখ্যার দশভাগের মধ্যে নয় ভাগেরই আশু আর্থিক সুরাহা হত, দ্বিতীয়তঃ এর ফলে সমাজের উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতিতে যোগাত এক প্রচণ্ড অনুপ্রেরণা এবং যে পরোক্ষ করের চাপ অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হত আন্তরাষ্ট্র বাজারের প্রসার ঘটানো।

পুঁজিবাদীদের উকিলরা অবশ্য বিরাট বিরাট অংকের আয়ের হিসাব করতে অসুবিধার কথা জানাত। প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক ও অন্যান্য সঞ্চয়ী সংস্থার বর্তমান প্রসারতার পরিপ্রেক্ষিতে এই সব অসুবিধা কেবল কাল্পনিক অসুবিধা মাত্র। এর *একটাই* মাত্র অসুবিধা, তাহল পুঁজিপতিদের শ্রেণী বিদ্বেষ এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোতে অ-গণতান্ত্রিক সংগঠনসমূহের প্রাধান্য।

১৯১৩ সালের ১লা জুন (১৪) লেখা।

প্রাভদা নং ১২৯, ৭ই জুন ১৯১৩ সালে প্রকাশিত।

খণ্ড ১৯, পৃঃ ১৯৭-২০০

স্বাক্ষর : *ভি. ইলিন*

জনৈক প্রগতিশীল পুঁজিপতির চিন্তাধারা

আমেরিকার অন্যতম ধনী ও প্রখ্যাত ব্যবসায়ী এবং আন্তর্জাতিক চেম্বার অব কমার্স কংগ্রেসের সহ-সভাপতি জনৈক এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট *ফিলেনি* বর্তমানে প্যারী, বার্লিন ও অন্যান্য বড় বড় ইউরোপীয় দেশে ঘুরছেন ব্যবসা জগতের বিভিন্ন প্রভাবশালী চাঁইদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে।

ইউরোপের ধনী সম্প্রদায় আমেরিকার অন্যতম ধনীর তোয়াজ করতে আয়োজন করেছে বিরাট খানা-পিনার, আর আমেরিকার ধনী ব্যক্তিটি সেই সুবাদে বিশ্বের ব্যবসায়-জগত সম্পর্কে তাঁর ধারণা ঝালিয়ে নিচ্ছেন। জার্মান ফিন্যান্স ক্যাপিটালের মুখপত্র 'ফ্রাংকফুর্টের জেইটুং' এই 'প্রগতিশীল' মার্কিন কোটিপতির নতুণ ধারণা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছে।

তিনি দাবী করেছেন, "আমরা এক বিরাট ঐতিহাসিক আন্দোলনের আভাস দেখতে পাচ্ছি যার পরিণতি হবে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা ব্যবসায় জগতের প্রতিনিধিদের হস্তান্তর করতে হবে বর্তমান জগতে। পৃথিবীতে আমাদেরই বহন করতে হয় সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব, আর সেই কারণেই আমাদের রাজনৈতিকভাবেও হতে হবে সবচেয়ে প্রভাবশালী।

"গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করছে, জনগণের ক্ষমতাও বাড়ছে দিন দিন," বলেন মিঃ ফিলেনি (বরং এই জনগণকে তিনি সবচেয়ে নির্বোধ গোষ্ঠীর বলে মনে করেন)। "জীবনযাত্রার ব্যয়ও বাড়ছে। সংসদীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি ও খবরের কাগজ যারা প্রতিদিন কয়েক লক্ষ করে জনগণের কাছে পৌঁছাচ্ছে, তারা আরও বিস্তারিত খবর দিচ্ছে জনগণকে।

"জনগণ ও রাজনৈতিক জীবনে তাদের অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী, ভোটদানের আরও বিস্তৃতি, বা আয়কর প্রবর্তন প্রস্তাবের জন্য উৎসাহী। সারা বিশ্বের ক্ষমতা তাই চলে যাবে একদিন এই জনতার হাতে, অর্থাৎ *আমাদের কর্মচারীদেরই হাতে*" এই হল সেই বিখ্যাত বক্তার বক্তব্যের মূল কথা।

"জনগণের স্বাভাবিক নেতৃত্ব তাই নিতে হবে এই *শিল্প মালিক* ও *ব্যবসায়ীদের* কারণ এরাই জনগণ ও সমাজের স্বার্থ সম্পর্কে অধিকতর খোঁজ খবর রাখে। (আমরা জনান্তিকে জানিয়ে রাখছি যে এই চতুর শিরোমণি ফেলেনি এক বিরাট ব্যবসায় কেন্দ্রের মালিক এবং এর অধীনে কাজ করে ২,৫০০ লোক, আর এই ভদ্রলোক তার অধীনস্থ শ্রমিকদের এক *গণতান্ত্রিক* পন্থায় *সংগঠিত* করেছেন, কোম্পানীর লাভালাভের অংশীদার হওয়ার লোভ দেখিয়ে। যেহেতু তিনি তাঁর কর্মীদের নির্বোধ অকর্মণ্য বলে মনে করেন, তাই তাঁর ধারণা এই শ্রমিকরা তাদের এই 'পিতৃ-সদৃশ পৃষ্ঠপোষকে'র কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে)।

"বেতন বাড়ছে, শ্রমিকদের অবস্থারও উন্নতি হচ্ছে, যার ফলে কর্মচারীরা আমাদের কাছে বাঁধা পড়ছে," বলেন মিঃ ফেলেনি, সেই কারণেই সারা জগতের ক্ষমতা আমাদের হাতে দেওয়ার পরোয়ানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর যে লোকের সামান্যতম মেধা আছে সেই ছুটে আসবে আমাদের কাছে চাকরীর জন্য।

"আমাদের তাই প্রয়োজন সংগঠনের—আরো দৃঢ় সংগঠনের, যে সংগঠন হবে গণতান্ত্রিক, আর তা কেবল জাতীয় সংগঠনই নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েরও হবে।" এই মার্কিন ভদ্রলোক প্যারী, বার্লিন প্রভৃতি দেশের ব্যবসায় জগতের কাছে আবেদন জানান *আন্তর্জাতিক চেম্বার অব কমার্সে'র*, পুনর্গঠনের জন্য। এদের পৃথিবীর সমস্ত সুসভ্য দেশের শিল্প মালিক ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি সুসংবদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলা উচিত, আর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে ও তার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করবে এই সংগঠন।

একজন 'প্রগতিশীল' পুঁজিপতি ফেলেনির এই হল চিন্তাধারা।

পাঠকরা দেখতে পাবেন যে এই ধারণা প্রায় ৬০ বছর আগে মার্কসবাদী চিন্তা ধারারই একপেশে সংকীর্ণ মনোভাব ও স্বার্থপর চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। 'আমরা, মার্কসবাদী তত্ত্ব ও চিন্তাধাবার সমালোচক ও তার পরিপূরক, আমরা, হলাম সুসভ্য ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক অর্থনীতির শিক্ষক আমরা মার্কসকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছি!...আর একই সংগে 'আমরা' তার তত্ত্বের সামান্য অংশ চুরি করে, আজ আমরা সারা পৃথিবীর কাছে আমাদের 'প্রগতিশীলতার' জন্য গর্বভরে প্রচার করছি...।

মাননীয় ফেলেনি মহাশয়! আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ প্রকৃতই এত নির্বোধ?

রাবোচায়া, প্রাভদা নং ৪ খণ্ড ১৯, পৃঃ ২৭৫-৭৬

জুলাই ১৭, ১৯১৩

স্বাক্ষর : ডবলিউ

জনশিক্ষার জন্য কি করা যেতে পারে

পশ্চিমী দেশগুলিতে এখনও এমন কতকগুলি বাজে সংস্কার চালু রয়েছে যা থেকে পবিত্র রুশমাতা মুক্ত। ওরা ওখানে ভাবে যে বিরাট সাধারণ গ্রন্থাগারে রাখা লক্ষ লক্ষ বই বা পত্র-পত্রিকা কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষাবিদ বা ভবিষ্যৎ শিক্ষাবিদদের ব্যবহারের জন্যই সীমাবদ্ধ করে রাখা ঠিক নয়। বরং এইসব বিরাট বিরাট প্রচুর পুস্তক ভাণ্ডার কেবল শিক্ষাবিদদের সংগঠন, অধ্যাপক বা এই ধরনের বিশেষজ্ঞদের জন্য সংরক্ষিত না রেখে সেগুলোকে খুলে দিয়েছে জনগণের জন্য, অর্থাৎ জনতা বা বিপ্লবের মুখে!

গ্রন্থাগারের পবিত্রতা কি ভাবে নাশ হচ্ছে। যে 'আইন শৃংখলা'র জন্য আমরা এত গর্বিত, তার কি প্রচণ্ড অভাব! বই পড়ার জন্য ডজন কয়েক সরকারী কর্মচারীদের কয়েক শত আইনগত বাধা সৃষ্টি করা, তাদের হস্তক্ষেপে নানারূপ নিয়ম কানুনের প্রবর্তন করার বদলে আমরা কি দেখতে পাই না, এমন কি শিশুরা পর্যন্ত সেখানে তাদের খুশীমত এই সব দামী দামী সংগ্রহ ব্যবহার করছে; এমন কি পাঠকরা জনগণের সম্পত্তি এই বইগুলোকে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারে, ওরা এই সাধারণ গ্রন্থাগারের গর্ব ও ঐতিহ্য মনে করে এতে কত দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ আছে তার উপর ভিত্তি করে নয়, বা ষোড়শ শতকের সংস্করণ বা দশম দশকের পুথিপত্র আছে কি না তার উপরেও নয়. বরং কি পরিমাণে কত বেশি সংখ্যক পাঠকদের মধ্যে বই বিতরণ করতে পারছে তার উপর, বা নতুন কত পাঠক সদস্য হয়েছেন তার উপর, কত তাড়াতাড়ি বই লেনদেন করা সম্ভব হচ্ছে বা কত সংখ্যক বই বাড়িতে নিয়ে পড়তে দেওয়া হচ্ছে, বা কত বেশী সংখ্যক শিশু গ্রন্থাগারে পড়ার জন্য আকৃষ্ট হচ্ছে—মোট কথা গ্রন্থাগার কি ভাবে সকলকে সেবা করছে তার উপর। এই অদ্ভুত মানসিকতা বিরাজ করছে সমগ্র পশ্চিমী দেশেই আর আমরা এই ভেবে আনন্দিত যে যারা আমাদের দেখাশোনা করেন সেইসব কর্তা ব্যক্তিরা. আমাদের পশ্চিমী দেশ-

পুলির মানসিকতা থেকে আড়াল করে আমাদের রক্ষা করছেন সযত্নে, আমাদের জাতীয় সম্পত্তি, ঐতিহ্য রক্ষা করছেন, এই সব ক্ষেপা মানুষদের হাত থেকে, এই সব অপোগণ্ড জনসাধারণের কাছ থেকে।

আমার কাছে নিউইয়র্ক সাধারণ গ্রন্থাগারের ১৯১১ সালের বার্ষিক বিবরণী রয়েছে।

সেই বছরে পুরনো দুটো বাড়ি থেকে নিউইয়র্ক সাধারণ গ্রন্থাগারকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে পৌরকর্তৃপক্ষের তৈরী গ্রন্থাগার মহল্লার নতুন বাড়িতে। গ্রন্থাগারে এখন বইয়ের সংখ্যা প্রায় কুড়ি লক্ষ। এমন ঘটনা ঘটেছে যে যখন গ্রন্থাগারের দরজা খোলা হল তখন প্রথম যে বইটি চাওয়া হল, সেটি একটি রুশ বই, এন. গ্রটের লেখা, 'আমাদের সময়ে মানসিক আদর্শ"। বইয়ের জন্য আবেদন করা হয় সকাল ৯টা ৮ মিনিটে আর পাঠককে বইটি দেওয়া হয় ৯টা ১৫ মিনিটেই।

এই বছরে ১,৬৫৮,৩৭৬ জন লোক এসেছেন গ্রন্থাগারে। তার মধ্যে ২৪৬,৯৫০ জন রিডিং রুম ব্যবহার করেছেন আর তাঁরা বাড়িতে নিয়েছেন ৯১১,৪৯১ খানি বই।

এটা অবশ্য গ্রন্থাগারের বই লেনদেনের খুব সামান্য এক অংশের হিসাব। কারণ খুব অল্প লোকই যেতে পারে গ্রন্থাগারে। শিক্ষা বিস্তারের মূল যুক্তিযুক্ত অবস্থা হল, কত বেশি সংখ্যক বই বাড়িতে নিয়ে পড়তে পারার ব্যবস্থা করা, কত বেশী সুযোগ দেওয়া যায় "অধিকাংশ জনসাধারণকে," তারই ব্যবস্থা করা।

নিউইয়র্কের তিনটি বোরোর মধ্যে, অর্থাৎ ম্যানহাটন, ব্রোনক্স ও রিচমণ্ড —নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরির রয়েছে *বিয়াল্লিশটা* শাখা। শীঘ্রই ৪৩তম শাখা কেন্দ্রটি খোলা হবে (তিনটি বোরোর মোট জনসংখ্যা হল ৩০ লক্ষ) সাধারণ গ্রন্থাগারের মূল লক্ষ্য হল প্রতি ভার্স্টের এক তৃতীয়াংশ দূরত্বের মধ্যেই অর্থাৎ প্রতিটি অধিবাসীর বাড়ি থেকে মাত্র দশ মিনিটের হাঁটা পথের মধ্যেই যাতে একটি করে শাখা গ্রন্থাগার স্থাপন করা যায়। আর সাধারণ শিক্ষার সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের মূল কেন্দ্রই হল শাখা গ্রন্থাগার।

প্রায় ৮০ লক্ষ (৭, ৯১৪, ৮৮২ খণ্ড) বই পাঠকদের বাড়িতে নিয়ে পড়ার জন্য দেওয়া হয়েছে এ বছরে, যার পরিমাণ ১৯১০ সাল থেকে ৪০০,০০০ খানি বেশি। সমস্ত জনসংখ্যার বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতি একশ জনকে ২৬৭ খানা করে বই এই বছরে বাড়ি নিয়ে পড়তে দেওয়া হয়েছে।

৪২টি শাখা গ্রন্থাগারের প্রত্যেকটিতেই কেবল রেফারেন্স বা কোষ গ্রন্থ দেখা বা বই বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যই নয়, প্রত্যেকটিতেই ব্যবস্থা রয়েছে নানা ধরনের বক্তৃতা, জনসভা বা যুক্তিগ্রাহ্য আমোদ-প্রমোদের।

নিউইয়র্ক সাধারণ গ্রন্থাগারে রয়েছে ১৫,০০০টি প্রাচ্য ভাষার বই, প্রায় ২০,০০০ ইদিদশ ভাষায় এবং প্রায় ১৬,০০০ স্লাভ ভাষায় বই। আর সাধারণের ব্যবহারের জন্য মূল রিডিং রুমে *খোলা তাকে* আছে ২০,০০০ বই।

নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরী শিশুদের জন্য একটা বিশেষ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার খুলেছে, আর একই ধরনের রিডিং রুমের ব্যবস্থা করা হচ্ছে প্রত্যেকটি শাখা গ্রন্থাগারেই। গ্রন্থাগারিক শিশুদের সুবিধার জন্য—সব কিছু নিজে তদারক করেন এবং তাদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন। শিশুরা বাড়িতে পড়ার জন্য নিয়েছিল ২,৮৫৯,৮৮৮ খানি বই অর্থাৎ ত্রিশ লক্ষ থেকে সামান্য কম। (মোট দেওয়া বই প্রায় এক তৃতীয়াংশ) আর এই বছরে মোট ১,১২০,৯১৫ টি শিশু গ্রন্থাগারে এসেছে পড়াশুনা করতে।

আর ক্ষতির প্রসঙ্গে বলা যায় যে নিউইয়র্ক সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষতির হিসাব করা হয়েছে বাড়িতে পড়তে দেওয়া বইয়ের প্রতি হাজারে ৭০ থেকে ৮০ বা ৯০ খানা।

এইভাবেই নিউইয়র্কে কাজ চলে। আর রাশিয়ায়?

রাবোচায়া প্রাভদা, নং৫ খণ্ড ১৯, পৃঃ ২৭৭-৭৯

জুলাই ১৮, ১৯১৩।

স্বাক্ষর: ডবলিউ

পুঁজিবাদ ও শ্রমিক অভিবাসন

পুঁজিবাদের ফলে এক বিশেষ ধরনের অন্যদেশ থেকে লোকের আমদানী সৃষ্টি হয়েছে। দ্রুত শিল্পোন্নত দেশ সমূহে অধিকাংশ উৎপাদনেই নিয়োজিত হচ্ছে যন্ত্র আর বিশ্বের বাজারে পশ্চাদ্‌পদ দেশ সমূহকে হঠিয়ে দিচ্ছে, এর ফলে নিজের দেশে অন্যান্য দেশের তুলনায় শ্রমিকের মজুরীর হার বাড়ানো হচ্ছে আর তাই বিভিন্ন অনুন্নত দেশ থেকে শ্রমিকরা এই অতিরিক্ত মজুরীর লোভে আকৃষ্ট হচ্ছে।

হাজার হাজার শ্রমিক এইভাবে হাজার হাজার মাইল পথ পরিভ্রমণ করছে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহ এইভাবে সকল শ্রমিককে টেনে আনে তার কেন্দ্রবিন্দুতে, তাদের বাসস্থান পশ্চাদ্‌পদ অরণ্যভূমি থেকে টেনে এনে তাদের বিশ্ব ঐতিহাসিক আন্দোলনে সামিল করে শক্তিশালী, সুসংবদ্ধ আন্তর্জাতিক কারখানা মালিক শ্রেণীর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে অত্যন্ত দারিদ্র্যতার জন্যই এই সব শ্রমিক তাদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়, আর পুঁজিপতিরা এইসব আগত শ্রমিকদের শোষণ করে অত্যন্ত লজ্জাহীনের মত। কিন্তু কেবল প্রতিক্রিয়াশীলরাই পারে এইসব শ্রমিকদের *তথাকথিত* আধুনিক দেশত্যাগের *প্রগতিশীলতার* প্রতি চোখ ফিরিয়ে থাকতে। পুঁজিবাদের চরম বিকাশ ছাড়া কখনও পুঁজিবাদের জোয়ালের থেকে অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব, আর প্রয়োজন শ্রেণী সংগ্রাম যাকে ভিত্তি করেই হয় পুঁজিবাদের চরম বিকাশ। আর এই সংগ্রামে টেনে আনছে পুঁজিবাদ *সারা* পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষকে, তাদের অবিন্যস্ত, ছন্নছাড়া জীবনের কোটর থেকে টেনে এনে, জাতীয় বাধা ও সংস্কার কাটিয়ে সমস্ত শ্রমিককে নিয়ে আসে আমেরিকা, জার্মানী ও অন্যান্য দেশের বিশাল বিশাল কারখানায় আর খনিতে।

যে সব দেশ এইভাবে শ্রমিক আমদানী করে সেইসব দেশের মধ্যে আমেরিকা রয়েছে শীর্ষস্থানে। আমেরিকায় অন্য দেশ থেকে আগত শ্রমিকদের হিসাব নিম্নরূপ :

দশ বছর	১৮২১-৩০	......	৯৯,০০০
,, ,,	১৮৩১-৪০	......	৪৯৬,০০০
,, ,,	১৮৪১-৫০	......	১৫৯৭,০০০
,, ,,	১৮৫১-৬০	......	২,৪৫৩,০০০
,, ,,	১৮৬১-৭০	......	২,০৬৪,০০০
,, ,,	১৮৭১-৮০	......	২,২৬২,০০০
,, ,,	১৮৮১-৯০	......	৪,৭২২,০০০
,,, ,,	১৮৯১-১৯০০	......	৩,৭০৩,০০০
নয় বছর	১৯০১-০৯	......	৭,২১০,০০০

বিদেশত্যাগীদের এই সংখ্যা প্রচুর এবং এই হারও ক্রমবর্ধমান। পাঁচ বছরে ১৯০৫-০৯ সালের মধ্যে আমেরিকায় প্রবেশকারী বিদেশী শ্রমিকের (এখানে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে) গড় হার ছিল বছরে *দশ লক্ষেরও* বেশী।

যারা আমেরিকায় আসছে তাদের আদি বাসস্থানেও এই দেশ পরিত্যাগের হিসাব বেশ কৌতূহলের। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত তথাকথিত পুরনো বিদেশ-ত্যাগীদের ধারা ছিল অব্যাহত, অর্থাৎ প্রাচীন সুসভ্য দেশ যেমন গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানী এবং সুইডেনের কিছু অংশ থেকে লোক আসার কোন বিরাম ছিল না। এমন কি ১৮৯০ সাল পর্যন্তও গ্রেটব্রিটেন ও জার্মানী অর্ধেকের বেশী দেশত্যাগীদের যুগিয়েছে।

১৮৮০ সাল থেকে আরম্ভ হল, যাকে বলা হয় *নতুন বিদেশত্যাগীদের ঢেউ*, এরা অধিকাংশই আসতে থাকে পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপ, অস্ট্রিয়া, ইটালি ও রাশিয়া থেকে। এই তিন দেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগত লোকের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

দশ বছর	১৮৭১-৮0	......	২0১,000
,, ,,	১৮৮১-৯0	......	৯২৭,000
,, ,,	১৮৯১-১৯00	......	১,৮৪৭,000
নয় বছর	১৯0১-0৯	......	৫,১২৭,000

এইভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে পশ্চাদ্‌পদ দেশ যেখানে মধ্যযুগীয় সামন্ত-তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে জীইয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলছিল সমাজের প্রতিটি স্তরে, তারাই তখন বাধ্যতামূলকভাবে সভ্যতার শিক্ষা দিতে শুরু করল সর্বস্তরে। আমেরিকার পুঁজিবাদ পূর্ব ইউরোপের পশ্চাদ্‌পদ অঞ্চল থেকে ছিনিয়ে আনছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক তাদের আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা থেকে (এমন কি, রাশিয়া থেকেও আসছে লোক, রাশিয়া ১৮৯১-১৯00 সালে যুগিয়েছিল ৫৯৪,000 জন ও ১৯00-0৯ সালে এই পরিমাণ ছিল ১,৪১0,000

জন দেশত্যাগীকে) এবং তাদের জুড়ে দিচ্ছে উন্নত আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের দলে।

অভিবাসন ও শ্রমিক শীর্ষক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পুস্তকের লেখক আওয়ারউইচ তাঁর ইংরেজিতে প্রকাশিত লেখায় এই সম্পর্কে সুন্দর পর্যালোচনা করেছেন। আমেরিকায় পাড়ি দেওয়া লোকসংখ্যা বিশেষ করে বেড়েছে ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর (১৯০৫—১,০০,০০০ ; ১৯০৬—১,২০০ ০০০; ১৯০৭—১,৪০০,০০০ ; ১৯০৮ এবং ১৯০৯ সালে অভিবাসনের হার ১,৯০০,০০০ জন করে)। রাশিয়ায় যে সব শ্রমিক বিভিন্ন হরতালে অংশ গ্রহণ করেছিল তারাই আমেরিকায় প্রবর্তন করেছিল গণ-আন্দোলনের দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ রূপ।

রাশিয়া একের পর এক পিছু হঠছে তো হঠছেই, সে হারিয়েছে বিদেশের কাছে তার অনেক কুশলী শ্রমিক, আর অন্যদিকে ঠিক সেই সময় আমেরিকা গড়ে তুলেছে সারা দুনিয়ার* শক্ত সমর্থ আর কুশলী শ্রমিক নিয়ে তার শ্রমিক ভাণ্ডার।

জার্মানী, যে মোটামুটি আমেরিকার সংগে তাল রেখে চলছিল, সে তার পথ পাল্টে ফেলছে আস্তে আস্তে, আগে অন্যান্য দেশে তার শ্রমিক যেত কাজের লোভে কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। জার্মানী থেকে আমেরিকায় শ্রমিকদের চলে যাওয়ার হার ছিল গত দশ বছরে অর্থাৎ ১৮৮১-৯০ সালে ১,৪৫৩ ০০০ আর সেই হারই নয় বছরে কমে দাঁড়িয়েছে ১৯০১-০৯ সালে ৩১০,০০০ জন। অন্যদিকে জার্মানীতে ১৯১০-১১ সালে অন্যদেশ থেকে আসা শ্রমিকের পরিমাণ যেখানে ছিল ৬৯৫,০০০ সেখানে তা বেড়ে ১৯১১-১২ সালে দাঁড়িয়েছে ৭২৯,০০০। এই বিদেশাগত শ্রমিকদের বৃত্তি ও তাদের আদি বাসস্থানের পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই :

বিদেশাগত শ্রমিক যারা ১৯১১-১২ সালে জার্মানীতে এসেছিল কাজের জন্য (হাজারের হিসাবে)

	কৃষিক্ষেত্রে	শিল্পে	মোট
রাশিয়া	২৭৪	৩৪	৩০৮
অস্ট্রিয়া	১০১	১৬২	২৬৩
অন্যান্য দেশ	২২	১৩৫	১৫৭
মোট	৩৯৭	৩৩১	৭২৮

* আমেরিকা মহাদেশের সংযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য দেশ উন্নতি করছে, যুক্তরাষ্ট্রে গত বছরে গিয়েছে ২৫০,০০০ শ্রমিক, ব্রেজিলে প্রায় ১৭০,০০০ আর কানাডায় গেছে ২০০,০০০ জন। বছরে মোট ৬২০,০০০ জন শ্রমিক।

একজন *জাতীয়তাবাদী ফিলিস্তিনীয়*। এই সব নোংরা ধরনের লোকদের সকলেই বুন্দিস্ট এবং (আমরা একটু পরেই দেখতে পাব) উক্রেইনিয়ান জাতীয়তাবাদী-সমাজতান্ত্রিক লোক, যেমন লং য়ুরকেভিচ, দোন্‌ৎসভ এবং তার দল।

এই সব জাতীয়তাবাদী ফিলিস্তিনীয়রা কি ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ পোষণ করে তার কয়েকটা সুস্পষ্ট উদাহরণ আমরা এখনি দিচ্ছি।

রাশিয়ায় সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী ইহুদীরা এবং বিশেষভাবে বুন্দিস্টরা প্রাচীনপন্থী রুশ মার্কসবাদীদের 'হজমকারী' বা আত্মসাৎকারী বলে প্রচণ্ড শোরগোল তুলেছিল এবং তথাপি, পূর্বে উল্লেখিত সংখ্যা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে সারা পৃথিবীর প্রায় এক কোটি পাঁচ লক্ষ ইহুদীর মধ্যে অন্তত তার অর্ধেক ইহুদীই বাস করে সেই সব *সুসভ্য* দেশে যেখানে 'আত্তিকরণের' অবস্থাই সবচেয়ে *সুদৃঢ়*, অপরপক্ষে রাশিয়া এবং গ্যালিশিয়ার অসুখী, সমাজ পতিত, ভোটাধিকারহীন ইহুদী যারা আজও পুরিশকেভিচ-দের (রুশ ও পোলিশ) পায়ের তলায় পিষ্ট হচ্ছে, যেখানে এখনও রয়েছে বিচ্ছিনতার অভিশাপ এবং এই পুরিশকেভিচদের রাজত্বের জৌলুষের সামান্যতম অংশেরও ভাগীদার হতে পারে নি ইহুদীরা, সেখানে কিন্তু এই 'আত্তিকরণের' অবস্থা খুব *সামান্যই* বর্তমান।

সভ্য জগতে ইহুদীরা কোন জাতি বলে স্বীকৃত নয়, তাবা মূল ধারায় গৃহীত হয়েছে মাত্র, বলেছেন, কার্ল কাউৎস্কি ও অটো বাউয়ার। গ্যালিশিয়া এবং রাশিয়াতেও ইহুদীরাও কোন জাতি বলে স্বীকৃত নয়, দুর্ভাগ্যক্রমে (যদিও তাদের নিজেদের কোন দোষে নয়, বরং পুরিশকেভিচদের দোষেই) তারা আজও একটা *জাত* বলে এখানে পরিচিত। এই হল সেই সব লোকের সর্বসম্মতিক্রমে বিচার, যারা নিঃসন্দেহে ইহুদি জাতির ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। উপরোক্ত ঘটনা উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যেতে পারে।

এই সব ঘটনা কি প্রমাণ করে? প্রমাণ করে যে প্রতিক্রিয়াশীল ইহুদি ফিলিস্তিনীয়রা ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিল, ওরা চেয়েছিল রাশিয়া এবং গ্যালিশিয়ার অবস্থা থেকে প্যারী এবং নিউইয়র্কের অবস্থার দিকে মোড় না ফিরিয়ে ঠিক তার উল্টো দিকে ইতিহাসের চাকার দিক পরিবর্তন করাতে, তাই কেবল তারাই পারে 'আত্তিকরণে'র বিরুদ্ধে চিৎকার চেঁচামেচি করতে।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বোৎকৃষ্ট ইহুদিরা, যারা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের অন্যতম পথপ্রদর্শক, তারা কিন্তু এই 'আত্তিকরণের বিরুদ্ধে কোন রকম শোরগোল তোলে নি। যারা ইহুদি জাতির *ভবিষ্যৎ অবস্থা* নিয়ে ভাবে, তারাই কেবল আত্মসাৎকরণকে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের চোখে দেখে।

বর্তমান পুঁজিবাদী অবস্থায় কিভাবে বিভিন্ন জাতির মধ্যে আত্মসাৎকরণ চলছে তার একটা চিত্র পাওয়া যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কত লোক বিদেশ থেকে গেছে তার পরিসংখ্যান থেকে। ১৮৯১-১৯০০ সাল, এই দশকে ইউরোপ সেখানে পাঠিয়েছে ৩,৭০০,০০০ জন, আর ১৯০১-১৯০৯ সাল, এই নয় বছরে পাঠিয়েছে ৭,২০০,০০০ জন লোক। ১৯০০ সালে নেওয়া লোক গণনা অনুযায়ী দেখা যায় যে আমেরিকায় রয়েছে ১০,০০০,০০০ জনেরও বেশি বিদেশী। ওই একই লোক গণনা অনুযায়ী নিউ ইয়র্কে রয়েছে ৭৮,০০০ বেশি অস্ট্রিয়াবাসী, ১৩৬,০০০ ইংরেজ, ২০,000 ফরাসী, ৪৮0,000 জার্মান, ৩৭,000 হাঙ্গেরীয়, ৪২৫,000 আইরিশ, ১৮২,000 ইতালীয়, ৭0,000 পোলিশ, ১৬৬ 000 জন এসেছে রাশিয়া থেকে (অধিকাংশই ইহুদি) ৪৩,000 সুইডেনবাসী, ইত্যাদি সকলেই হারিয়ে ফেলছে তাদের জাতীয় পার্থক্য। আর যে ঘটনা আন্ত-র্জাতিক পর্যায়ে বৃহদাকারে ঘটছে নিউইয়র্কে ঠিক একই অবস্থা দেখা যায় প্রত্যেকটি বড় বড় শহরে বা শিল্প নগরীতেও।

জাতীয়তাবাদী সংস্কারে যারা সংস্কারবদ্ধ নয়, তারা কেউই বুঝতে পারবে না যে পুঁজিবাদের দ্বারা এই ধরনের জাতীয় 'আত্তিকরণের, অর্থই হল ঐতিহাসিক অগ্রগতির লক্ষণ, যার দ্বারা বিভিন্ন দেশাচারের, সংস্কারকে ভেঙে, পশ্চাদ্‌পদ অঞ্চল বিশেষ করে রাশিয়ার মত অর্ধসভ্য লোকদের নিয়ে গড়ে উঠছে এক সংস্কারহীন সমাজ।

কার্যক্ষেত্রে এই সব 'আঞ্চলিক' বা সংস্কৃতিগত জাতীয়তা'র একটাই অর্থ, তাহল, *জাতীয়তা অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার পৃথকীকরণ*, অর্থাৎ বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে জাতীয়তাবাদী পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন। বুন্দ পরিকল্পনার এই দিকে যথেষ্ট সজাগ দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার বোঝা যায় এই সব পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক চিন্তাধারারও কত প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব রয়েছে এতে, এর অর্থ কেবল প্রলেতারিয়েতই সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে যাক।

একটিমাত্র উদাহরণ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার জাতীয়করণের পরিকল্পনা থেকেই এই অবস্থা পরিষ্কার হয়ে যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে এই দুই ভাগের মধ্যেই জীবনযাত্রার সবরকম বৈচিত্র্যই রয়েছে, উত্তরভাগে যেখানে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রাম আর দাস-প্রভুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনী দক্ষিণভাগে তেমনি আছে দাস-প্রভুদের ঐতিহ্য, আর সমাজের সবচেয়ে শোষিত ও নিপীড়িত নিগ্রো সমাজ যারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যেমন শোষিত সংস্কৃতির দিক দিয়ে তেমনি পশ্চাদ্‌পদ (শতকরা ৪৪ জন নিগ্রো সেখানে অশিক্ষিত আর শ্বেতকায়দের মধ্যে অশিক্ষিতের হার শতকরা ৬জন)। উত্তরভাগের রাজ্যে শ্বেতকায় সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা যে শিক্ষায়তনে পড়ে, নিগ্রোদের ছেলেমেয়েরাও পড়ে

সেখানে, আর দক্ষিণে রয়েছে আলাদা 'জাতীয়' বা 'জাতিগত' বিদ্যালয়, যা আপনার ভাল লাগে, বলুন, নিগ্রোদের জন্য। আমার মনে হয় বিদ্যালয় 'জাতীয়করণের' এই একটামাত্র উদাহরণই আছে।

পূর্ব ইউরোপে এখনও এমন একটা দেশ আছে যেখানে আজও বিলিসের ঘটনার মত ঘটনা সম্ভব, আর সেখানে ইহুদিদের প্রতি পুরিশকেভিচরা এমন খারাপ ব্যবহার করে যা নিগ্রোদের প্রতিও করা হয় না। সেই দেশে *ইহুদিদের জন্য বিদ্যালয় জাতীয়করণের এক* পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে মন্ত্রি-সভায়। সুখের কথা যে এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল কাল্পনিক ধ্যান-ধারণার উপলব্ধি কেবল সেখানকার অস্ট্রিয় পাতি বুর্জোয়াদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ যারা সুসমঞ্জস গণতান্ত্রিকতায় হতাশ হয়ে পড়েছে অথবা জাতীয় কলহের নিবৃত্তি করার মানসে তাদের *বিদ্যালয় নিয়ে জাতি হিসাবে* কলহ থেকে নিবৃত্তি করতে প্রত্যেক জাতির জন্য বিদ্যালয়ের জাতীয়করণ করে *বিদ্যালয়কে ভাগ ভাগ* করে দিয়েছে।...কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেরাও যাতে একজাতি অপর জাতির সঙ্গে *আজীবন জাতীয় সংস্কৃতি নিয়ে* কলহতে ব্যস্ত থাকে সেই জন্যই এই ব্যবস্থার 'সৃষ্টি' করেছে।

১৯১৩ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বরে লিখিত

প্রোসভেশচেনিয়া পত্রিকার ১০,১১ ও ১২ সংখ্যায় খণ্ড ২০, পৃঃ ২৮-৩০, ৩৭
প্রকাশিত ১৯১৩ সালে।
স্বাক্ষর: *ভি. ইলিন*

বছরে চার হাজার রুবল মাইনে এবং দিনে ছয় ঘণ্টা করে কাজ

আমেরিকার শ্রেণী সচেতন শ্রমিকদের আজ এটিই একমাত্র অভিযোগ। ওরা বলে, আমাদের সামনে মাত্র একটাই রাজনৈতিক প্রশ্ন, তাহল শ্রমিকদের আয় ও তাদের দৈনিক কাজের সময়।

রুশ শ্রমিকদের কাছে অবশ্য সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নের একটা মাত্র প্রশ্নে সীমিত হয়ে যাওয়ার কথা বেশ অদ্ভুত আর বিস্ময়কর মনে হবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যে দেশ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত, যেখানে প্রায় সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা বর্তমান, যেখানে গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলিই সবচেয়ে অগ্রসর, আর যেখানে শ্রম উৎপাদনে প্রচণ্ড রকম অগ্রগতি হয়েছে, সেখানে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে অন্য প্রশ্নের বদলে সমাজতান্ত্রিক প্রশ্নই স্থান করে নেবে সবার আগে।

সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে ধন্যবাদ, অন্য যে কোন দেশের তুলনায় ভালভাবে তা.কেবল আমেরিকাতেই সম্ভব, যার ফলে মোট সম্পদ ও উৎপাদনের এক সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণ প্রকাশ করা যাবে সহজেই। বিশ্বাসযোগ্য সংখ্যা-তত্ত্বের হিসাব নিয়েই একথা বলা যায় যে মোটামুটি আমেরিকায় ১৫,০০০,০০০ শ্রমজীবী পরিবার রয়েছে।

এই সব শ্রমিক পরিবার বছরে সর্বসাকুল্যে উৎপাদন করে ৬০,০০ কোটি রুবল পরিমাণের ভোগ্যপণ্য। এর অর্থ প্রতি বছরে প্রতি পরিবারের উৎপাদনের পরিমান ৪,০০০ রুবল।

কিন্তু বর্তমানে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় এই বিরাট অর্থের মাত্র অর্ধেক অর্থাৎ ৩০,০০ কোটি রুবলের ভোগ্যপণ্য ভোগ করে শ্রমজীবী পরিবারের যারা কিনা মোট জনসংখ্যার দশ ভাগের নয় ভাগ। আর বাকি অর্ধেক যায় সেই সব পুঁজিপতির পকেটে যারা সমস্ত জনসংখ্যার মাত্র এক দশমাংশ।

সমানাধিকারের প্রশ্নে একজন উদারপন্থী অধ্যাপক

সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে উদারনৈতিক অধ্যাপক তুগান বারানোভস্কি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এবারে তিনি আর রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা তোলেন নি বরং সমানাধিকারের এক বিমূর্ত আলোচনা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। (হয়তো অধ্যাপক ভেবেছেন যে যে ধর্মীয় ও দার্শনিক জনগণের সামনে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন তাদের কাছে এই ধরনের বিমূর্ত আলোচনাই বেশি ফলপ্রসূ হবে!)

> মিঃ তুগান বলেন, "যদি আমরা সমাজতন্ত্রকে কেবল অর্থনৈতিক মতবাদ হিসাবে বিচার না করে তাকে জীবনযাত্রার আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা দেখতে পাই যে এই ধারণা সম্পৃক্ত হয়ে আছে সমানাধিকারের সংগে, আর সমানাধিকার হল এমন এক ধারণা······যা কিনা অভিজ্ঞতা এবং যুক্তি দিয়ে বিচার করা চলে না।"

উদারনৈতিক প্রাজ্ঞের যুক্তি হল যে অভিজ্ঞতা আর যুক্তির প্রমাণিত হয় যে মানুষ সমান নয়, সেই পুরনো অবিশ্বাস্য গতানুগতিক খেলো যুক্তির পুনরাবৃত্তি, যদিও মানুষের সমানাধিকারের উপর ভিত্তি করেই সমাজতন্ত্রের আদর্শ খাড়া করা হয়েছে। তাহলে, আপনারা যদি তর্কের প্রশ্নে আসেন তো বলতে হয় যে সমাজতন্ত্র হল অভিজ্ঞতা আর যুক্তিবাদের বিরোধী চিন্তা ধারার প্রকাশ মাত্র।

মিঃ তুগান প্রতিক্রিয়াশীলদের পুরনো চালাকির আশ্রয় নিয়েছেন, প্রথমে তিনি সমাজতন্ত্রকে অবাস্তব হিসাবে ভুল ব্যাখ্যা করেছেন, আর তার পরেই অবাস্তব কল্পনাকে পরিহার করেছেন প্রচণ্ডভাবে। আমরা যখন বলি অভিজ্ঞতা

আর যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখা গেছে যে মানুষ পরস্পর পরস্পরের সমান নয়, তার দ্বারা আমরা বোঝাতে চাই যে *সামর্থ্যের* দিক দিয়ে সমান বা শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের দিক দিয়ে *এক রকমের* কথা।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই বিচারে মানুষ *সমান* নয়, কোন যুক্তি-বাদী মানুষ বা সমাজচেতনা সম্পন্ন মানুষই একথা ভোলে না। কিন্তু এই ধরনের *সমানাধিকারের* সংগে সমাজতন্ত্রের *কোন সম্পর্ক নেই*। যদি মিঃ তুগান চিন্তা করতেও *অপারগ* হন, অন্ততঃপক্ষে তিনি *পড়তে* পারেন নিশ্চয়ই, সেখানে তিনি একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদীর অন্যতম প্রবক্তা অর্থাৎ ফ্রেডারিক এংগেলসের ডুরিঙ[৪১] এর বিপক্ষে লেখাটা পড়লেই বুঝতে পারবেন যে সেখানে একটা বিশেষ অধ্যায় রয়েছে যাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে অর্থনৈতিক সাম্যের অর্থই হল *শ্রেণীগত বিভেদের অবলুপ্তি*। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন অধ্যাপক সমাজতন্ত্রকে গালাগালি করেন তখন প্রত্যেকেই বিস্মিত হয়ে ভাবেন যে এটা কি অধ্যাপকের ক্ষমতা, না বোকামি না অসাধুতার নজির।

যেহেতু মিঃ তুগানকে নিয়েই আলোচনা করছি আমরা, তাই আমাদের এই বিষয়ের মূল অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক সাম্য বলতে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা বোঝেন সকলের *সমান অধিকার*, আর অর্থনৈতিক সাম্য বলতে বোঝা যায়, যা আমরা পূর্বেই বলেছি, এর অর্থ হল *শ্রেণীগত বিভেদের অবলোপন*। মানবিক সাম্যতা বলতে পারস্পরিক দৈহিক ও মানসিক সাম্যের কথা বোঝান না কোন সমাজতান্ত্রিক নেতাই, এমন কি তাঁরা এমন কথা ভাবতেও পারেন না।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা হল এমন একটা দাবী, যার অর্থ *সমস্ত নাগরিকের* জন্যই সমান রাজনৈতিক অধিকার, যারা একটা নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছেছে বা যারা সাধারণ বা উদারনৈতিক অধ্যাপকদের মত দুর্বল চিত্তের নয়, তাদের জন্য। এই দাবীর কথা প্রথম সোচ্চারিত হয় কোন সমাজতন্ত্রী বা কোন প্রলেতারিয়েতের মুখে নয়, এ দাবীর প্রথম প্রবক্তা *বুর্জোয়ারাই*। এ ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায় যে কোন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকেই আর মিঃ তুগান খুব সহজেই এ কথার প্রমাণ পেয়ে যাবেন যদি না তিনি ছাত্র এবং শ্রমিকদের প্রতারণার উদ্দেশ্যে এই 'অভিজ্ঞতা'কে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে সমাজতন্ত্রের 'অবসান' ঘটাতে শাসকশ্রেণীর মনোরঞ্জনের জন্য ব্যস্ত থাকেন।

মধ্যবিত্ত, জমিদার, দাস-প্রভু, এবং বর্ণ বৈষম্যের সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনায় বুর্জোয়ারাই দাবী তুলেছিল সকল নাগরিকের সমানাধিকারের। আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশের মত না হয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে রাশিয়ার কথা যেখানে এই সব শ্রেণী বিশেষের জন্য বিশেষ সুবিধার বন্দোবস্ত রয়েছে, তা কি রাজনৈতিক জীবনে, মন্ত্রিসভায়

নির্বাচনের ব্যাপারে, লোকসভায় নির্বাচনে, পৌরসভার প্রতিনিধিত্বের বেলায়, কর ধার্যের ব্যাপারে এবং এই ধরনের অসংখ্য অবস্থায়।

এমন কি সবচেয়ে হাঁদা আর অজ্ঞ লোকও এ কথার সত্যতা বুঝতে পারে যে এই সব উচ্চ বর্ণের লোক শারীরিক বা মানসিক কোন দিক দিয়েই 'কর বহনকারী' 'নিম্ন শ্রেণীর' বা 'সুবিধাভোগী শ্রেণী বহির্ভূত' কৃষক সম্প্রদায়ের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়। কিন্তু *অধিকারের* বেলায় সব উচ্চ শ্রেণীর লোকই দাবী করে সমানাধিকারের, যেন সব মন্দভাগ্য সমান ভাগে ভাগ করে নেওয়ার দাবীদার হবে কেবল কৃষকেরাই।

আমাদের উদারনৈতিক অধ্যাপক মিঃ তুগান কি এখন সমানাধিকারের প্রশ্নে সাম্য এবং সমান শক্তি ও সামর্থ্যের হিসাবে সমান অধিকারের পার্থক্য বুঝতে পারছেন?

আমরা এখন অর্থনৈতিক সাম্য নিয়ে আলোচনা করবো। অন্যান্য উন্নত দেশের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কোন মধ্যবিত্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা নেই। রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে সকল নাগরিকেরই সেখানে সমানাধিকার কিন্তু *সামাজিক উৎপাদনের* পরিপ্রেক্ষিতে কি তারা সকলেই সমান?

না, মিঃ তুগান, তা নয়! অনেকেরই জমি আছে, কারখানা আছে, আছে মূলধন এবং তারা বেঁচে থাকে শ্রমিকদের বিনা পারিশ্রমিকের বদলে দেওয়া শ্রমের উপর। যদিও এদের সংখ্যা খুবই সামান্য, বাকীরা বিশেষ করে জনগণের বিরাট সংখ্যার নেই কোন উৎপাদনের উপাদান, তাই তাদের নিজেদের শ্রম-শক্তি বিক্রী করেই জীবনধারণ করতে হয়, এরা হল সব প্রলেতারিয়েত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন অভিজাত সম্প্রদায় নেই, সেখানে বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েতই ভোগ করে *সমান* রাজনৈতিক স্বাধীনতা। কিন্তু *শ্রেণীগত* মর্যাদায় তারা *সমান নয়*। এক শ্রেণী হল বুর্জোয়া, যারা উৎপাদনের উপাদানের মালিক এবং শ্রমিকের অনাদায়ী শ্রমের উপর বেঁচে থাকে। অন্য শ্রেণী হল শ্রমিক বা প্রলেতারিয়েত, যাদের নেই নিজস্ব কোন উৎপাদনের উপাদান, তারা বেঁচে থাকে নিজেদের শ্রম বিক্রয়ের উপর।

শ্রেণী অবলোপনের অর্থই হল সমস্ত নাগরিকদের সমাজের সমগ্র *উৎপাদনের উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে* সকলকে সমান অবস্থায় দাঁড় করানো। যার অর্থ সমস্ত নাগরিকেরই জনগণের মালিকানা ভুক্ত সমস্ত উৎপাদন সংস্থায় কাজের *সমান* সুযোগ দেওয়া, সুযোগ দেওয়া সমস্ত রাষ্ট্রীয় জমি, কারখানা ও অন্যান্যদের উপর।

সমাজতন্ত্রের এই ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন আমাদের উদারনৈতিক অধ্যাপক মিঃ তুগানকে ওয়াকিবহাল করতে, যিনি যদি এখন একটু কষ্ট স্বীকার করেন

তাহলেই বুঝতে পারবেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে শারীরিক শক্তি ও মানসিক সামর্থ্যের হিসাবে *সাম্যের* কথা ভাবা যায় না।

সংক্ষেপে বলা যায়, যখন সমাজতন্ত্রীরা সাম্যের কথা বলেন তাঁরা তার দ্বারা সবসময় বোঝাতে চান *সামাজিক* সাম্য অর্থাৎ সামাজিক মর্যাদায় সমান, ব্যক্তিগত শারীরিক শক্তি ও মানসিক বুদ্ধি বিকাশের মানদণ্ডে সমান নয়।

বিস্ময়াভিভূত পাঠক হয়তো প্রশ্ন করবেন, কি ভাবে একজন শিক্ষিত অধ্যাপক এইসব প্রাথমিক বিচার ধারা উপলব্ধি করতে অসমর্থ হলেন যা কিনা যে কোন সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারার সংগে সামান্যতম পরিচিত তাও বুঝতে পারে। এর উত্তর খুব সোজা। বর্তমান অধ্যাপকদের ব্যক্তিগত গুণগত বৈশিষ্ট্য এমনই যে তাদের মধ্যে আমরা তুগানের মত বোকার বেহদ্দদেরও দেখতে পাই। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে অধ্যাপকদের *সামাজিক* মর্যাদা এমনই যে যারা পুঁজিবাদের স্বার্থে তাদের বিজ্ঞানোচিত চিন্তাধারাকে বিক্রী করতে পারে আর সবচেয়ে আজে বাজে কথা বলতে পারে আর সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে পারে, কেবল তাদেরই অধ্যাপক পদে বসান হয়।

এই সব *অধ্যাপক* যতদিন সমাজতন্ত্রের *অবসান* ঘটানোর প্রচারে ব্যাপৃত থাকবে ততদিন এদের ক্ষমা করে যাবে বুর্জোয়ারা।

পুট প্রাভদি নং ৩৩ খণ্ড ২০, পৃঃ ১৪৪-৪৭
মার্চ ১১, ১৯১৪

টেলর পদ্ধতি

যন্ত্রের কাছে মানুষের দাসত্ব

এক মুহূর্তের জন্যও পুঁজিবাদ থেমে থাকতে পারে না। তা অনবরতই এগিয়ে চলে অগ্রগতির দিকে। প্রতিযোগিতা, বর্তমান সংকটের কালে যা হয়ে উঠেছে চরম, সেই প্রতিযোগিতার পাল্লায় পড়ে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাসের জন্য উদ্ভাসিত হচ্ছে নতুন নতুন উপায়। কিন্তু মূলধনের বিনিয়োগে প্রধান ভূমিকা থাকায় সমস্ত পন্থাই পরিবর্তিত হচ্ছে যন্ত্রে আর কলে শ্রমিক শোষণের পথ আরো প্রশস্ত হয়ে পড়ছে।

টেলর পদ্ধতি হল এমনই এক পদ্ধতি।

এই পদ্ধতির মোসাহেবরা সম্প্রতি আমেরিকায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন।

একজন শ্রমিকের হাতের সংগে একটা বৈদ্যুতিক আলো বেঁধে দেওয়া হয়, শ্রমিকের কাজকর্মের গতি ধরা পড়ে ফটোতে আর সেই অনুযায়ী আলোর গতিও পর্যালোচনা করা হয়। কতকগুলো চলাফেরাকে 'অতিরিক্ত' বলে মনে হওয়াতে শ্রমিককে সেই চলাফেরা করতে বারণ করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ তাকে আরো মনোযোগের সংগে তার কাজ করতে বলা হয়, মুহূর্ত সময়ও নষ্ট না করে।

নতুন কারখানার বাড়িটির পরিকল্পনা এমন ভাবে করা হয়েছে যে যাতে কারখানায় মাল সরবরাহ করতে, বা এক দোকান থেকে অন্য দোকানে পাঠাতে বা উৎপাদিত পণ্য বাইরে পাঠাতে এক মুহূর্ত সময়ও না নষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে এমন ভাবে কাজে লাগানো হয় যাতে সবচেয়ে দ্রুততর কাজ এবং গভীর মনোযোগের সংগে কাজের হিসাব অর্থাৎ শ্রমিকদের আরো দ্রুততর করার হিসাব পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ, সারাদিন ধরে একজন মেকানিকের কাজকর্ম ছবিতে তুলে রাখা হল। মেকানিকের চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করে বিশেষজ্ঞরা তাকে বসার

জন্য একটা উঁচু বেঞ্চি তৈরি করে দিলেন বসতে, যাতে তার নীচু হয়ে কাজ করতে সময় নষ্ট না হয়। তাকে সাহায্য করার জন্য একটি ছেলেকেও দেওয়া হল। এই ছেলেটি খুব তৎপরতার সংগে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি মেকানিকের হাতে তুলে দিতে লাগল। কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল এই মেকানিকটি যন্ত্র জোড়া লাগাতে আগাতে যে সময় নিয়েছিল এবারে লাগলো তার মাত্র এক চতুর্থাংশ।

শ্রম-উৎপাদনে কি প্রচণ্ড আয় তাহলে দেখুন !! এর ফলে শ্রমিকের মাইনে কিন্তু চারগুণ বাড়েনি, মাত্র অল্প *সময়ের জন্য* তার বেতন বেড়েছিল কোন-ক্রমে অর্ধেক। কারণ যখনই শ্রমিক তার নতুন পদ্ধতিতে কাজের সংগে অভ্যস্থ হয়ে গেল অমনি তার বেতন নেমে গেল পূর্বতন অবস্থায়। পুঁজিপতিদের লাভের অংক আরো স্ফীত হল আর শ্রমিক তার আগের চেয়ে চারগুণ বেশী পরিশ্রম করলো, তার শক্তি সামর্থ্যের জীবনী শক্তির ক্ষয় করলো চারগুণ বেশী দ্রুত হারে।

নতুন নিয়োজিত একজন শ্রমিককে নিয়ে যাওয়া হল কারখানার ছবি ঘরে, সেখানে তাকে তার কাজের 'নমুনা' দেখানো হল ছবিতে, আর শ্রমিককে বলা হল সেই নমুনা কাজের সমান কাজ করতে। এক সপ্তাহ পরে শ্রমিককে পুনরায় সেই ছবিঘরে নিয়ে তার কাজের সংগে এবং আগের কাজের 'নমুনার' সংগে তুলনা করে দেখানো হয়।

শ্রমিকদের *সর্বনাশের* জন্যই এইসব বিরাট উন্নতিশীল পন্থার প্রবর্তন করা হয়েছে, কারণ এর ফলে শ্রমিকরা এগিয়ে যাবে আরো শোষণ আর নিপীড়নের দিকে। তাছাড়া, শ্রমিকের এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কর্মতৎপরতার প্রয়োগ *কেবল প্রত্যেক কারখানার মধ্যেই* চালু হল।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, সামগ্রিক ভাবে সমাজে শ্রম বণ্টনের তাহলে কি অবস্থা ? পুঁজিপতি উৎপাদন ব্যবস্থায় বর্তমান অসংগঠিত ও এলোমেলো ভাবে শ্রমিক বিনিয়োগের ফলে কি পরিমাণ শ্রমশক্তির অপচয় হচ্ছে। আর কত সময়ই বা নষ্ট হচ্ছে এই ব্যবস্থায় কারখানাতে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতার হাত ঘুরে মাল পেঁছানোতে, এবং যখন বাজারে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদার পরিমাণ সম্পূর্ণ অজানা। কেবল সময়ই নয়, উৎপাদিত পণ্যও ক্ষতিগ্রস্ত ও নষ্ট হচ্ছে। আর যে অসংখ্য ফড়ে বা দালাল রয়েছে যারা প্রকৃতপক্ষে তাদের ক্রেতাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হয়েই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পণ্য চলাচল করাচ্ছে যুক্তিহীনের মত, অতিরিক্ত সময় আর শ্রমের বিনিময়ে, সেইজন্য উৎপাদিত পণ্য প্রকৃত ভোক্তার কাছে পেঁছানোতে যে অনভিপ্রেত অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য সময় আর শ্রম নষ্ট হচ্ছে, তারই বা পরিমাণ কত ?

মূলধন বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে কারখানার গণ্ডীর মধ্যেই শ্রমিকের

কার্যপদ্ধতির অদল বদল ও পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে শ্রমিককে শোষণ করে সব সময় চাইছে সর্বাধিক মুনাফা লাভ। আর সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে চলতে থাকে এই ধরনের বিশৃংখলা আর গণ্ডগোল ফলে উৎপাদিত পণ্য পায় না তার ক্রেতা আর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক তখন কাজ না পেয়ে অনশন করে বা মারা যায়।

টেলর পদ্ধতি এমনই অবস্থার সৃষ্টি করছে—যা তার প্রয়োগ কর্তারা জানে না বা ভাবতেও চায় না—যে এরই ফলে একদিন প্রলেতারিয়েতই দখল করবে সমগ্র সামাজিক উৎপাদনের দায়িত্ব আর সমস্ত শ্রমিকের সুষ্ঠু শ্রম বণ্টনের পরিপ্রেক্ষিতে এইসব সামাজিক উৎপাদন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করবে এদের নিজস্ব শ্রমিক সমিতির উপর। বৃহদায়তন উৎপাদন সংস্থা, যন্ত্রপাতি, রেলপথ, টেলিফোন—সব কিছুতেই রয়েছে হাজার রকম পথ যার ফলে সুসংবদ্ধ শ্রমশক্তির তিন চতুর্থাংশই কমিয়ে দিয়েও সুষ্ঠু শ্রম বিভাজন বা শ্রম-পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে এইসব সংস্থার অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে অন্তত বর্তমান অবস্থা থেকে চারগুণ ভাল অবস্থায়।

আর এই শ্রমিক সমিতিসমূহ, বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের সহায়তায় যুক্তিযুক্ত শ্রম-পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে যদি এইসব শ্রমিক পুঁজিপতিদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়।.

পুট প্রাভদি নং ৩৫ — খণ্ড ২০, পৃঃ ১৫২-৫৪

মার্চ ১৩, ১৯১৪

স্বাক্ষর : *এম. এম*।

জার্মান শ্রমিক আন্দোলন থেকে যা অনুকরণ করা ঠিক নয়

জার্মান ট্রেড ইউনিয়নের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও অন্যতম দায়িত্বশীল প্রতিনিধি কার্ল লেজিয়েন সম্প্রতি তাঁর আমেরিকা সফরের উপর ভিত্তি করে একখানা বৃহদাকার বই লিখেছেন, 'আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলন' নামে।

ইণ্টারন্যাশনাল তথা জার্মান ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রতিনিধি হিসাবে কার্ল লেজিয়েন তাঁর এই সফর এক বিশেষ উদ্দেশ্যে হয়েছে বলে, কেউ কেউ একে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সমতুল বলেও উল্লেখ করেন। কয়েক বছর ধরেই তিনি এই সফরের জন্য আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক দল ও আমেরিকার ফেডারেশন অব লেবার—যে শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছে বিখ্যাত (প্রকৃতপক্ষে কুখ্যাত) গোম্পাররা, দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। যখন লেজিয়েন শুনলেন যে কার্ল লিবক্নেখৎ আমেরিকার যাচ্ছেন, তখন লেজিয়েন ঠিক একই সময়ে আমেরিকায় যেতে অস্বীকার করলেন, "একই সময়ে শ্রমিক আন্দোলনের দুই নেতার আমেরিকায় উপস্থিতি, যারা দলের নীতি ও কৌশলের প্রশ্নে এমন কি শ্রমিক আন্দোলনের কয়েকটি শাখার গুরুত্ব ও তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সব সময় একমত হতে পারেন নি, একে পরিহার করে চলার জন্য।

কার্ল লেজিয়েন আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের উপর অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু তিনি তার বইয়ে কেবল তাঁর আমেরিকা ভ্রমণের কতকগুলো খাপছাড়া বর্ণনা দেওয়া ছাড়া এই সব আন্দোলনের সারাংশ সংকলন করতে পারেন নি। এমন কি আমেরিকার শ্রমিক ইউনিয়নের নিয়মাবলী যে সম্পর্কে লেজিয়েন নিজেই ছিলেন বেশী আগ্রহী, সেইগুলোরও পর্যালোচনা বা কোন ব্যাখ্যা তিনি দেন নি, বরং কয়েক জায়গায় কেবল অগোছালো অনুবাদ করেছেন মাত্র।

লেজিয়েনের এই ভ্রমণ নিয়ে খুব কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আছে যাতে ইণ্টারন্যাশনাল বিশেষ করে জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের দুটি মূল উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

লেজিয়েন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেম্বার অব ডেপুটিজ—যারা আমেরিকায় কংগ্রেস বলে পরিচিত, তাদের সংগে দেখা করেছেন। পুলিশ ঘেরা প্রুশিয়ান রাষ্ট্রে লালিত-পালিত হওয়ার ফলে তিনি সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামো দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং অত্যন্ত আনন্দের সংগেই মন্তব্য করেন যে আমেরিকা সরকার কেবল এখানকার কংগ্রেসীদের ভাল অফিস ঘর আর অন্যান্য ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হন নি, এইসব কংগ্রেসীর নানারকম কাজকর্মের সুবিধার জন্য প্রত্যেককে একজন করে সচিবও দেওয়া হয়েছে। সংসদ প্রতিনিধিদের ও স্পীকারের সহজ সপ্রতিভ আদব কায়দা যা কিনা লেজিয়েনের দেখা ইউরোপীয় বিশেষ করে জার্মানীর সংসদীয় রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। ইউরোপের কোন বুর্জোয়া সংসদে কোন সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক অধিবেশন চলাকালীন অবস্থাতে কোন অভিনন্দন বাণী দেওয়ার কথাও ভাবতে পারে না! কিন্তু আমেরিকায় এসব খুব সাধারণ সহজভাবেই সম্ভব, আর সেখানে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিকদের নামে কারো কোন আতংক উপস্থিত হয় না···*কেবল সেই সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ছাড়া!*

এখানে আমরা দয়া দিয়ে নডবড়ে সোশ্যালিস্টদের আমেরিকার বুর্জোয়া পদ্ধতিতে কিভাবে জব্দ করা হয় তার একটা পরিচয় পাব, আর সেই সংগেই পাব 'দয়ালু', ভদ্র ও ডেমোক্রাটিক বুর্জোয়াদের সংগে সোশ্যালিস্টদের সমালোচনায় জার্মান সুবিধাবাদী প্রক্রিয়ার পার্থক্য।

লেজিয়েনের অভিনন্দন সূচক বক্তৃতার ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে, (সংসদে 'বিদেশী' ভাষা শুনেও কোন ডেমোক্রাটিকের মনে কোনরকম বিদ্বেষ জেগে ওঠে নি) আর দুইশত প্রাচীন কংগ্রেস সদস্যারা সাধারণতন্ত্রের 'অতিথি' হিসাবে লেজিয়েনের সংগে করমর্দন করেছেন এবং সংসদের স্পীকার তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

> লেজিয়েন লিখেছেন, "আমার অভিনন্দন বার্তার ধরন ও বক্তব্য যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানীর সংবাদপত্রসমূহ বেশ আন্তরিকতার সংগেই গ্রহণ করেছে। জার্মানীর কয়েকজন সম্পাদক অবশ্য এ প্রশ্ন চেপে রাখতে পারে নি যে আমার বক্তৃতার দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হল যে বুর্জোয়া শ্রোতাদের সামনে একজন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক বক্তৃতা দেওয়া এক অসাধ্য সাধনেরই নামান্তর। ঠিকই, আমার জায়গায় হলে এইসব সম্পাদক নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেই বক্তৃতা দিয়ে গণ-হরতালের কথা বলতো, কিন্তু আমি

এদিকে জোর দেওয়াকেই বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলাম যে জার্মানীর সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক এবং শিল্প-সংগঠনের শ্রমিকরা চায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি, আর শান্তির মাধ্যমে ইসর্বোচ্চ পর্যায়ের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি সম্ভব।"

হায় *হতভাগ্য* সম্পাদকগণ, যাদের প্রতি আমাদের লেজিয়েন তাঁর নেতৃত্বসুলভ বক্তৃতা দিয়ে চেতনা জাগাতে চেয়েছেন! ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিশেষ করে লেজিয়েনের সুবিধাবাদী মনোভাবের কথা অনেকদিন থেকেই জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে পরিচিত আর সেগুলির ঠিক মতই বহু সংখ্যক শ্রেণীসচেতন শ্রমিকেরা মূল্যায়ন করেছে। কিন্তু আমাদের কাছে এই রাশিয়ায় যেখানে ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের 'রূপ' সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে এবং বিশেষভাবে এর খারাপ দিকটাই দেখানো হয়েছে এবং এর সবচেয়ে আপত্তিকর অংশ বেছে নিয়ে সমালোচনা করা হচ্ছে তখন লেজিয়েনের বক্তৃতার অংশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা উচিত বলে মনে করছি।

পুঁজিবাদী আমেরিকায় সর্বোচ্চ প্রতিনিধি সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন এই ২০ লক্ষ লোকের জার্মান ট্রেড ইউনিয়নের মুখপাত্র—যারা মূলত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ট্রেড ইউনিয়ন এবং যারা আবার জার্মান রাইখস্টাগেরও প্রতিনিধি তাদেরই নেতা দিয়ে এল সম্পূর্ণ এক বুর্জোয়া উদারপন্থী বক্তৃতা। এ কথা বলা বাহুল্য যে একজনও উদারপন্থী এমন কি অক্টোবর বিপ্লবীও ইতস্তত করবে 'শান্তি' এবং 'সংস্কৃতি' নিয়ে কিছু বলতে।

আর যখন জার্মান সোশ্যালিস্টরা মন্তব্য করেন যে এটা কোন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক বক্তব্য নয়, তখন পুঁজিবাদের বেতনভোগী দাসসম্প্রদায়ের 'নেতা' তাদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে। 'সম্পাদক'দেরও তুলনা করা হয়েছে 'সক্রিয় রাজনীতিবিদ'দের সঙ্গে যারা হল শ্রমিকদের টাকা সংগ্রহের ধান্ধায় থাকে সব সময়। আমাদের ফিলিস্তিনীয় বন্ধুরাও এই সম্পাদকদের প্রতি একই রকমের বিদ্বেষ, যেমন বিদ্বেষ কয়েকটি দেশের তৃতীয় শক্তির[৪২] বিরুদ্ধে রয়েছে সে দেশের পুলিশ বাহিনীর।

'এই সম্পাদকরা' নিঃসন্দেহে 'পুঁজিবাদের' বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছে।

ভেবে দেখুন এই সব আধা-সমাজতন্ত্রীরা কিসের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছে! ওদের বিদ্বেষ হল এমন ধারণার প্রতি যে সকল সমাজতন্ত্রী পুঁজিবাদের *বিরুদ্ধে* অবশ্যই বলবে। জার্মান সুবিধাবাদের মুখপাত্রদের কাছে এই ধরনের ধারণা সম্পূর্ণ অপরিচিত, ওরা এমনভাবে কথা বলে যাতে পুঁজিবাদীরা *না চটে যায়*। সমাজতন্ত্রকে এইভাবে হেনস্তা করে এরা সব নিজেদেরই অমর্যাদা বাড়ায়।

লেজিয়েনও আলাদা কোন লোক নয়। সে ট্রেড ইউনিয়নের মুখপাত্র

যা বলা যেতে পারে ট্রেড ইউনিয়ন বাহিনীর পরিচালকবর্গের প্রতিনিধি। তার বক্তৃতা কেবল ঘটনাক্রমে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে, বা কথার কথা বা কোন জার্মান অফিসের কেরানীর মতবাদও নয়, যে সে আমেরিকার পুঁজিবাদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় কিংবা যে কখনও পুলিশের দৌরাত্মের মুখোমুখিও হয় নি, এমন কোন লোক নয়, যদি কেবল তাই হত, তাহলে লেজিয়েনের বক্তৃতা এত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার প্রয়োজন হত না।

কিন্তু এটা নিশ্চয়ই তা নয়।

স্টুটগার্টের[৪৩] আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অধিবেশনে অর্ধেক জার্মান প্রতিনিধিই ছিল এই ধরনের কপট সমাজতন্ত্রী, যারা উপনিবেশিকবাদের প্রশ্নে চরম-সুবিধাবাদী প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিল।

জার্মান পত্রিকা "সোজিয়ালিস্তিসচে (??) মনাৎশেফ"তে-এর পাতা খুললে দেখা যাবে তাতে সব সময়েই রয়েছে লেজিয়েনের মত লোকের লেখা যেগুলো সম্পূর্ণ সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ভরপুর যার সঙ্গে কোনক্রমে সমাজতন্ত্রের কোন সম্বন্ধ নেই, বা শ্রমিক আন্দোলনের মূল সমস্যা নিয়ে কোথাও কিছু বলার নেই।

'সরকারী' জার্মান পার্টির 'সরকারী' বক্তব্য হল যে এই পত্রিকা কেউই পড়ে না আর এর প্রভাবও নেই কোথাও, কিন্তু সেকথা সত্য নয়। স্টুটগার্ট ঘটনাই প্রমাণ করে যে এ কথা সত্যি নয়। সবচেয়ে প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি—অর্থাৎ যারা সংসদ ও ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি, তারাই "সোজিয়ালিস্তিসচে মনাৎশেফ"তে-এর মাধ্যমে অনবরত তাদের চিন্তাধারার প্রচার করে জনগণের কাছে।

জার্মান পার্টির 'সরকারী সুবিধাবাদ' সম্পর্কে তার নিজের দলের লোকেরাই বুঝতে পেরেছে অনেক আগেই, যারা লেজিয়েনের কাছ থেকে 'এই সব সম্পাদক' আখ্যা পেয়েছে তারাই, এটা এমন অপআখ্যা যা বুর্জোয়াদের কাছে প্রচণ্ড ঘৃণা আর বিদ্বেষের দ্যোতক আর সমাজতন্ত্রীদের চোখে যা চরম সম্মানের। আর রাশিয়ার এই সব উদারনৈতিক আর দেউলিয়া[৪৪] (নিঃসন্দেহে ত্রৎস্কিও এদের সঙ্গে) নীতিবাগীশরা যত বেশি এই ধরনের বিনীত বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে চাইবে *আমাদের দেশের মাটিতে*, তত বেশী করে দৃঢ় প্রত্যয়ে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে।

জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রেসি অনেক ভাল ভাল কাজই করেছে। হোক্সবার্গ, ডুরিঙ গোষ্ঠী প্রভৃতির বিরুদ্ধে মার্কসের সংগ্রামের জন্য ধন্যবাদ, যাতে রয়েছে এমন কতকগুলো নির্দিষ্ট তত্ত্বের বিশ্লেষণ যা আমাদের নারোদনিকেরা অনেক সময়েই পরিহার করে বা তাকে সুবিধাবাদী মন্ত্রের সঙ্গে মেশানোর বৃথা চেষ্টা করে। এদের রয়েছে জনসংগঠন, আছে সংবাদপত্র, ট্রেড ইউনিয়ন

সংস্থা, রাজনৈতিক সংগঠন—এমন সব সংগঠন যা থাকার ফলে আমাদের দেশে আজ *প্রাভদা*-মার্কসবাদীরা গড়ে তুলতে পারছে দৃঢ়তর সংগঠন আর জয়লাভ করছে সর্বক্ষেত্রেই—সংসদের নির্বাচনে, দৈনিক সংবাদপত্রে বীমা বোর্ডের নির্বাচনে এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহেও। রাশিয়ার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার জনসংযোগ আর জনসংগঠন দৃঢ়তর হচ্ছে এই অবস্থাকে পরিহার করার বৃথাই চেষ্টা করেছে আমাদের নারোদনিকের মত সেই সব দেউলিয়া নীতিবিদেরা, যাদের শ্রমিকরা ইতিমধ্যেই 'নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে'। যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলন থেকে বুদ্ধিজীবীদের *সরে পড়া*।

কিন্তু জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি গুণের প্রকাশ কেবল লেজিয়েনের মত কয়েকজনের বক্তৃতা দেওয়া বা Sozialistische Monatshefte'তে কেবল কিছু লোকের 'বাণী' প্রচারের জন্যই নয়, এ ছাড়া *আরও কিছু রয়েছে*। আমরা নিশ্চয়ই যে সব রোগে জার্মান পার্টি ভুগছে তাকে ছোট করে দেখাতে চাই না, কারণ সেটা নিজেই যেখানে পরিস্ফুট, তাহলে আমরা 'সরকারী ভাবে আশাবাদী' ধারণাও প্রকাশ করবো না। আমরা বরং রুশ শ্রমিকদের কাছে এদের কার্যকলাপ উন্মুক্ত করে দেব যাতে এই প্রাচীন আন্দোলনের ধারা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, আর এই শিক্ষাই নিতে পারে যে কোন কোন জিনিস এখান থেকে অনুকরণ করবে না।

প্রোসভেসচেন্নিয়ে নং ৪ খণ্ড ২০, পৃঃ ২৫৪-৫৮

এপ্রিল ১৯১৪

স্বাক্ষর : *ভি. আই*।

ব্রিটিশ শান্তিবাদ এবং তত্ত্বের প্রতি ব্রিটিশ অনীহা

(নির্বাচিত অংশ)

বস্তুনিরপেক্ষ তত্ত্বের প্রতি অনীহা এবং কার্যকারিতার গর্বে বৃটিশেরা প্রায়শই রাজনৈতিক প্রশ্নকে *আরো সরাসরি* প্রকাশ করে, যা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশকে সব রকমের বাজে কথার জঞ্জাল থেকে (এমন কি মার্কসবাদী সহ) প্রকৃত অর্থের মূল্যায়ন করতে সমর্থ হয়। এই সম্পর্কে উগ্র স্বদেশপ্রেমিকদের যুদ্ধের পূর্বে প্রকাশিত মুখপত্র 'দি ক্লারিয়ন'-এ প্রকাশিত *সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ** অংশটির উল্লেখ করা যায়। সেই ইশতেহারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক উপটন সিনক্লেয়ারের যুদ্ধ বিরোধী একটা প্রবন্ধ আছে আর তার জবাবে হিণ্ডম্যানের মতাদর্শে চালিত উগ্র স্বদেশপ্রেমিক রবার্ট ব্লাচফোর্ডেরও একটা চিঠি বেরিয়েছে।

সিনক্লেয়ার হল একজন আবেগপ্রবণ সমাজতন্ত্রী, যার কোন তাত্ত্বিক শিক্ষা নেই। সে অবস্থাটাকে 'সহজভাবেই' ব্যাখ্যা করে, সে যুদ্ধের আশংকায় সমাজতন্ত্রের আশ্রয়ে খোঁজে মুক্তি।

'আমাদের বলা হয়েছে,' লিখেছে সিনক্লেয়ার, 'যে এখনও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন অত্যন্ত দুর্বল তাই আমাদের আন্দোলনের বিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু মানুষের হৃদয়েই এই বিবর্তন শুরু হয়ে গেছে, আমরা এর যন্ত্রমাত্র, তাই যদি আমরা সংগ্রাম না করি, তাহলে কোন বিবর্তনও আসবে না। আমাদের বলা হয়েছে যে [যুদ্ধের বিরুদ্ধে] আমাদের আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে, কিন্তু আমি আমার বিশ্বাসমতে ঘোষণা করছি যে মানুষের অন্তর্নিহিত অনুভূতির থেকে যুদ্ধ বন্ধ করার যে বিদ্রোহ

* "সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ"। দি ক্লারিয়ন প্রেস, ৪৪, ওরশিপ স্ট্রীট, লণ্ডন, ই. সি।

দানা বেঁধে ওঠে তাকে ধ্বংস করতে চাওয়ার অর্থ সমাজতন্ত্রের এক অভূতপূর্ব জয়ের সম্ভাবনা গড়ে তোলা—যা আলোড়িত করবে সমগ্র সভ্যতাকে আর জাগিয়ে তুলবে পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীকে যা কখনও পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে ঘটে নি। আমাদের আন্দোলনের জন্য আমাদের খুব বেশি ভয় পাওয়ার কিছু নেই, বা সংখ্যা আর শক্তির উপর এত বেশি গুরুত্ব দেওয়ারও কিছু নেই। দৃঢ় বিশ্বাস আর অটুট মনোবলের এক হাজার জনের শক্তি সাবধানী সম্মানীয় দশ লাখ লোকের শক্তির চেয়েও বেশি। আর প্রতিষ্ঠিত সংস্থার চেয়ে বেশি বিপদ কখনও আসবে না সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে।"

এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই ডাক একটা অসংস্কৃত এবং যুক্তি বর্জিত ধারণা, তাহলেও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন অপচেষ্টার প্রতি কঠোর সত্য সাবধান বাণী, আর বিপ্লবের আহ্বানই ধ্বনিত হচ্ছে এর মধ্যে।

সিনক্লেয়ারের উত্তরে ব্লাচফোর্ড কি বলে?

"পুঁজিবাদী আর যুদ্ধবাজরাই যুদ্ধ বাধায়। সে কথা সত্যি…", বলে সে। ব্লাচফোর্ডও পৃথিবীর যে কোন সমাজতন্ত্রীর মত শান্তির জন্য উৎসুক আর পুঁজিবাদের বদলে সমাজতন্ত্রের আসন পাকা করার জন্য আগ্রহী। কিন্তু সিনক্লেয়ার ওকে ভাঙতে পারবে না বা প্রকৃত ঘটনাকে তার "বাক্য-বিন্যাস বা কথার মারপ্যাঁচে" এড়িয়ে যেতে পারবে না। "কিন্তু প্রিয় সিনক্লেয়ার মহাশয়, ঘটনা দুর্দম্য, আর জার্মান বিপদ একটা সত্যি ঘটনা।" বৃটিশ বা জার্মান সমাজতন্ত্রীরা এত শক্তিশালী নয় যে তারা যুদ্ধ বন্ধ করতে পারবে, আর "সিনক্লেয়ার বৃটিশ সমাজতান্ত্রিকদের শক্তি সম্পর্কে খুব বেশি বাড়িয়ে বলে। বৃটিশ সমাজতান্ত্রিকরা সংঘবদ্ধ নয়…ওদের অর্থ নেই, নেই কোন অস্ত্র বা শৃঙ্খলা।" ওরা যা করতে পারে, তা হল বৃটিশ সরকারের নৌবাহিনী গঠনে *সাহায্য করতে* পারে, তাতেও শান্তির কোন নিশ্চয়তা নেই, থাকতেও পারে না।

ইউরোপ মহাদেশে যুদ্ধের আগে বা যুদ্ধ আরম্ভের সময়েও উগ্র স্বদেশ-প্রেমিকেরা এমন খোলাখুলি কথা বলে নি। জার্মানীতে যা প্রচলিত সেটা কোন সহজ ব্যাপার নয়, বরং বলা যেতে পারে কাউৎস্কির ভণ্ডামি বা কুতর্ক নিয়ে খেলা করা। প্লেখানভ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। যে কারণে অধিক উন্নত দেশগুলির অবস্থা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন যেখানে কেউই কুতর্ক বা মার্কসের মতবাদের হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ করে না। এসব ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো আরো সরাসরি আর সহজভাবেই তুলে ধরা হয়। আমরা *অগ্রসর* দেশ বৃটেনের কাছ থেকেই খানিকটা শিখে নিই।

সিনক্লেয়ারের আবেদন যদিও অপরিণত, তাহলেও তা মূলতঃ সেটা খুবই সঠিক আবেদন, তার আবেদন সরল কারণ সে গত পঞ্চাশ বছরে সমাজতন্ত্রের

অগ্রগতিকে এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করে, উপেক্ষা করে যখন প্রকৃতপক্ষেই বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতি এবং বিপ্লবী সংগঠনের মাধ্যমে বিপ্লবের বিকাশলাভের অবস্থাকে। এ জন্য তার 'ভাবাল্‌' আবেদনে কোন সাড়া নেই। সমাজতন্ত্রে শক্তির জন্য যে তীব্র এবং তিক্ত সংগ্রাম, সুবিধাবাদী ও বিপ্লবাত্মক শক্তির যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিরাজমান তা কেবল কথার কাব্যে অস্বীকার করা যায় না।

ব্লাচফোর্ড কিছু না ঢেকেই, কাউৎস্কি ও তার দল যারা সত্য ঘটনা বলতে ভয় পায়, তাদের মুখোশ খুলে দেয়। ব্লাচফোর্ডের মোদ্দা কথা হল, আমরা এখনও দুর্বল, কিন্তু তার এই খোলাখুলি কথায় প্রকাশ পায় তার সুবিধাবাদী মনোভাবের। এর ফলে সংগে সংগে পরিষ্কার হয়ে যায় যে সে বুর্জোয়া এবং সুবিধাবাদীদেরই সেবা করে। সমাজতন্ত্র 'দুর্বল' এই কথা বলে সে নিজেই সমাজতন্ত্র বিরোধী বুর্জোয়া রীতিনীতির দালালি করে সমাজতন্ত্রকে দুর্বল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে।

সিনক্লেয়ারের মতই, যদিও ঠিক উল্টোভাবে, ভীরুর মত, যোদ্ধার মত নয়, বিশ্বাসঘাতকের মত সৎসাহসী না হয়ে, সেও বিপ্লবাত্মক অবস্থার মূল্যায়নকে অস্বীকার করে।

তার কার্যকরী সিদ্ধান্তের প্রশ্নে দেখা যায় তার নীতিতে (বিপ্লবাত্মক কার্যধারা পরিহার করে, বা এই ধরনের কার্যপ্রণালী ও প্রচার পরিত্যাগ করে) বর্বর যুদ্ধপ্রিয় ব্লাচফোর্ডের সংগে প্লেখানভ ও কাউৎস্কির *সম্পূর্ণ মিল* রয়েছে।

আমাদের সময়ে মার্কসবাদের শব্দাবলীর আড়ালেই সম্পূর্ণ পরিহার করা হয় মার্কসবাদকে, মার্কসবাদী হতে হলে তাকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকতার নেতাদের 'মার্কসীয় ভণ্ডামির' মুখোশ খুলে দিতেই হবে, তাকে সমাজতন্ত্রের দুই ধারার সংগ্রামকে স্বীকার করতে হবে, আর সেই সংগ্রামের মূলে প্রবেশ করে তার মূল সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। বৃটিশ সম্পর্কের মাধ্যমে আমরা এই ধরনের সিদ্ধান্তে আসতে পারি, যাতে আমরা দেখতে পাই মার্কসবাদী শব্দ ছাড়াই বস্তুবাদে মার্কসবাদী দর্শনের প্রকাশ।

১৯১৫, জুনে লেখা। খণ্ড ২১, পৃঃ ২৬৩-৬৫

১৬৯ নং *প্রাভদা*-তে প্রথম প্রকাশিত,

জুলাই ২৭, ১৯২৪

যুদ্ধ সম্পর্কে আর.এস.ডি.এল.পি-র মনোভাব

(নির্বাচিত অংশ)

দাসত্ব বজায় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বড় বড় দাস-মালিকদের মধ্যে যুদ্ধ

সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যকে আরো পরিষ্কার করে বোঝাতে আমরা পৃথিবীর বৃহৎ শক্তির (যারা বড় বড় লুঠতরাজে সাফল্য অর্জন করেছে) মধ্যে পারস্পরিক ভাগাভাগির কয়েকটি বিশেষ হিসাবের উল্লেখ করবো। (৯৮ পৃষ্ঠায় দেখুন—সম্পাদক)

এর ফলে দেখা যাবে যে ১৮৭৬ সাল থেকে যে সমস্ত দেশ ১৭৮৯-১৮৭১ সালের স্বাধীনতার জন্য আপ্রাণ যুদ্ধ করেছে তারাই অত্যন্ত অগ্রসর পুঁজিবাদের ভিত্তিতে কালক্রমে পরিণত হয়েছে পৃথিবীর অধিকাংশ জনগণ ও জাতির শোষক ও উৎপীড়কে। ১৮৭৬ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে ছয়টি বৃহৎ শক্তি ২কোটি ৫০লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জমি গ্রাস করেছে, অর্থাৎ ইউরোপের আয়তনের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি জমি। এই ছয়টি বৃহৎ শক্তি ৫২কোটি ৩০ লক্ষ লোককে দাস করে রেখেছে উপনিবেশগুলিতে। বৃহৎ শক্তির প্রতি চারজন অধিবাসীর পাঁচ জনই কলোনীতে বাস করে। আর এটা সকলেরই জানা যে এই সব উপনিবেশগুলি জয় করা হয়েছে কেবল বন্দুক আর তরবারির দ্বারা, উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয় আর অসংখ্য শোষিত হয় হাজার রকমে। (বিশেষ ছাড় দিয়ে মূলধন রপ্তানী করে মালপত্র বিক্রীতে ঠকিয়ে শাসক জাতির কাছে প্রভুত্ব স্বীকার করিয়ে, ইত্যাদি নানা উপায়ে) ইঙ্গো-ফরাসী বুর্জোয়ারা লোকদের ঠকায় যখন তারা বলে যে তারা জাতির স্বাধীনতার জন্য এবং বেলজিয়ামের জন্য যুদ্ধ করছে।

সোশ্যালিস্ট প্রপ্যাগ্যাণ্ডা লীগের** সচিবের নিকট লেখা চিঠি

প্রিয় বন্ধুবর*

আপনার পুস্তিকা পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। নতুন আন্তর্জাতিক গঠনের সংগ্রামে, মার্কস এঙ্গেলস নির্দেশিত পথে সরাসরি বিপ্লবাত্মক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায়, আত্মনিয়ন্ত্রণের যুদ্ধে সামিল হওয়ার প্রশ্নে শ্রমিকদের বাধাদানকারী সুবিধাবাদী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপনাদের সমাজতান্ত্রিক দলগুলির প্রতি যে আহ্বান সে সবই আমাদের পার্টি (রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি, *কেন্দ্রীয় কমিটি*), যারা এই যুদ্ধের শুরু থেকেই গত দশ বছরেরও বেশি সময় এই সংগ্রাম করে আসছে তাদের চিন্তাধারার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রকৃত আন্তর্জাতিক গঠনের প্রশ্নে সংগ্রামকে আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ও তার সাফল্য কামনা করি আমরা।

আমাদের সংবাদপত্রে এবং প্রচারের ক্ষেত্রে আপনাদের কার্যসূচীর কয়েকটি সম্পর্কে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি এবং আমরা মনে করি আপসহীন বিপ্লবাত্মক সমাজতন্ত্রের বিশেষ করে সারা দেশ মার্কসবাদী মতবাদের প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগীতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সুষ্ঠু বিকাশ লাভে আপনাদের কাছে কয়েকটি ব্যাপার পরিষ্কার করে দেওয়া প্রয়োজন।

আমরা অত্যন্ত কঠিনভাবে সমালোচনা করি পুরনো দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককে (১৮৮৯-১৯১৪), আমরা একে মৃত বলে ঘোষণা করে পুরনো ধারায় এর পুনরুজ্জীবনের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কিন্তু আমরা আমাদের মুখপত্রে কখনও একথা বলিনি যে 'আশু দাবীর' পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সম্পর্কে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছি এবং সেই জন্য সমাজতান্ত্রিক

* লেনিন এই চিঠিখানি ইংরাজীতেই লিখেছিলেন—সম্পাদক

প্রশ্নে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত ; আমরা বলেছি এবং প্রমাণও করেছি যে কেবল শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবাত্মক পার্টি ছাড়া আর সকল দলই সংস্কারের প্রশ্নে মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড। আমরা শ্রমিকশ্রেণীকে সামান্য হলেও প্রকৃত উন্নতির জন্য সব সময় সাহায্য করি, (রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক) এবং আমরা সব সময় বলে আসছি যে জনগণের সংগ্রামের মাধ্যমে সংগঠিত না হলে কোন সংস্কারই স্থায়ী ও প্রকৃত পূর্ণ হবে না। আমরা সব সময় প্রচার করে আসছি যে এই সংস্কারের প্রশ্নে জনগণের সর্বাত্মক বিপ্লবের অংশীদার না হলে সমাজতান্ত্রিক দলগুলোই হয়ে পড়বে একটা উপদল, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে জনগণের কাছ থেকে এবং সুনির্দিষ্ট বিপ্লবাত্মক সমাজতন্ত্রের সাফল্যের পথে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় ভয়ের কারণ।

আমাদের সংবাদপত্রে আমরা সব সময়েই পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রের সমর্থন করি। কিন্তু আমরা কখনই পার্টির কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে কিছু বলি না। আমরা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীভূতকরণের পক্ষপাতী। আমরা জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রীকরণকে দুর্বল বলি না কখনই বরং একে আন্দোলনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং সুদৃঢ় ভিত্তি বলেই মনে করি। জার্মানীর বর্তমান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট পার্টির দোষ তার কেন্দ্রীভূতকরণ নয়, তার দোষ লুকিয়ে রয়েছে পার্টিতে সুবিধাবাদীদের প্রতিপত্তির মধ্যেই, যা দল থেকে বাদ দিতে হবে বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে তাদের বিশ্বাস-ঘাতকতার কাজ কর্মের পরিপ্রেক্ষিতেই। যদি কোন সংকটকালে বিশেষ কোন ছোট দল (উদাহরণস্বরূপ আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি, যা একটি ছোট দল) বিশাল জনগণকে *বিপ্লবাত্মক পথে* চালিত করতে পারে, তাহলে বেশ ভালই। আর সব সংকটের মুহূর্তেই জনগণ সাড়া দিতে পারে না, তখন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি যুদ্ধের সময় থেকেই, ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই জনগণকে 'আত্মরক্ষার যুদ্ধ' আখ্যা দেওয়ার মিথ্যাকে বিশ্বাস করতে বারণ করেছে এবং সুবিধাবাদী ও 'হুবু সমাজতান্ত্রিক যুদ্ধবাজদের' সংগে (আমরা এদের 'সমাজতান্ত্রিক' বলি, এরা *এখনও* আত্মরক্ষার যুদ্ধের হয়ে কথা বলে) সব রকমের সম্পর্ক ছেদ করতে চলেছি। আমরা মনে করি আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির এই ধরনের কেন্দ্রীভূত কার্যক্রম কার্যকরী হয়েছে এবং এর প্রয়োজনও ছিল।

আমরা আপনার সংগে এক মত যে আমরা শঠ শ্রমিক ইউনিয়নের বিরোধিতা করবো এবং শিল্প শ্রমিক ইউনিয়নকে উৎসাহ দেব, উদাহরণস্বরূপ, বিশাল কেন্দ্রীভূত ট্রেড ইউনিয়ন এবং দলের *সমস্ত* সদস্যদের *সমস্ত* অর্থনৈতিক সংগ্রামে, *সমস্ত* ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থায় এবং শ্রমিকশ্রেণীর সমবায় সংগঠনে অংশ গ্রহণে উৎসাহ দেব। কিন্তু আমরা মনে করি যে জার্মানীর মিঃ লেজিয়েন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিঃ গোম্পার-রা বুর্জোয়া এবং তাদের নীতি

সমাজতান্ত্রিক নয় বরং তা জাতীয়তাবাদী মধ্যবিত্ত মনোভাবের পরিচায়ক। মিঃ লেজিয়েন, মিঃ গোম্পার এবং এই ধরনের লোকরা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি নয়, তারা শ্রমিকশ্রেণীর অভিজাত ও আমলাতন্ত্রের প্রতিনিধি।

রাজনৈতিক কর্মসূচীতে শ্রমিকশ্রেণীর 'ব্যাপক অংশগ্রহণের' আপনাদের দাবীর প্রতি আমাদের রয়েছে পূর্ণ সহানুভূতি। জার্মান বিপ্লবীরা এবং আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রীরাও এই কথা দাবী করে। আমাদের মুখপত্রে আমরা তাই রাজনৈতিক গণ কার্যসূচী, যেমন রাজনৈতিক হরতাল (যা হামেশাই রাশিয়ায় হয়ে থাকে), পথ শোভাযাত্রা এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, এইগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করি।

বর্তমান সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর মধ্যে একতার জন্য আমরা আগ্রহান্বিত নই (যা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকতায় বিদ্যমান)। বরং আমরা সুবিধাবাদীদের থেকে *বিচ্ছিন্ন* হওয়ার জন্যই বলে থাকি। যুদ্ধ হল সবচেয়ে ভাল শিক্ষা-ব্যবস্থা। *সব* দেশেই সুবিধাবাদীরা, তাদের নেতৃবৃন্দ, তাদের সবচেয়ে প্রভাবশালী দৈনিক সংবাদপত্র এবং সমালোচনা সব কিছুই যুদ্ধের পক্ষেই কথা বলে, প্রকৃতপক্ষে তাদের একই লক্ষ্য সামনে রেখে একত্রিত হয় সমস্ত বুর্জোয়ারা (মধ্যবিত্ত, পুঁজিপতি) দেশের অন্যান্য প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে। আপনি বলেছেন যে আমেরিকাতেও এমন সব সমাজতন্ত্রী রয়েছে যারা এই আত্মরক্ষার যুদ্ধে অংশ গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। আমরা মেনে নিচ্ছি যে এই ধরনের লোকের সংগে একত্রিত হওয়া অন্যায়। এই ধরনের একতার অর্থই হল জাতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও পুঁজিপতিদের ঐক্য এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সংগে একটা বিভেদের সৃষ্টি করা আর আমরা তাই চাই জাতীয়তাবাদী সুবিধাবাদীদের সংগে সব সম্পর্ক ছেদ করে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী মার্কসবাদী ও শ্রমিকশ্রেণীর দশ লক্ষের সংগে একতাবদ্ধ হতে।

আমাদের মুখপত্রে আমরা কখনও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি ও আমেরিকার সামাজিক শ্রমিকশ্রেণীর দলগুলোর[৬৬] একতাবদ্ধ হওয়ায় কোন আপত্তি করি নি, আমরা বরং সব সময় মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখা চিঠির উল্লেখ করি (বিশেষ করে আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য সোর্জে'কে লেখার সময়) যেখানে এঁরা দুজন সামাজিক শ্রমিক পার্টির একপেশে নীতির সমালোচনা করেছেন, সেইসব অংশ।

প্রাচীন আন্তর্জাতিকতার সমালোচনায় আমরা আপনাদের সংগে সম্পূর্ণ একমত। আমরা জিমারওয়ালডে[৬৭] (সুইজারল্যাণ্ড) অনুষ্ঠিত ১৯১৫ সালের ৫-৮ সেপ্টেম্বরের সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমরা সেখানে আমাদের একটা বাম সংঘ গড়ে তুলি এবং আমরা সেখানে বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করি এবং ইশতেহারও বের করি। আমরা সম্প্রতি সেই সব নথিপত্র জার্মান

ভাষায় প্রকাশ করেছি এবং আমি সেগুলো আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি (অবশ্য জার্মান ভাষায়, আমাদের ছোট বইটির নাম 'সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ') এই আশায় যে আপনাদের সংগঠনে নিশ্চয়ই এমন কোন কমরেড রয়েছেন, যিনি জার্মান ভাষা জানেন। যদি আপনি এই নথিপত্রগুলো ইংরেজীতে প্রকাশ করার ব্যাপারে কোন রকম সাহায্য করতে পারেন, (এটা কেবল আমেরিকাতেই সম্ভব, আর পরে আমরা এগুলো ইংলণ্ডে পাঠাবো), তাহলে আমরা খুব আনন্দের সংগেই আপনার সেই সাহায্য গ্রহণ করবো।

প্রকৃত আন্তর্জাতিক গঠনের সংগ্রামে এবং 'যুদ্ধবাজ সমাজতন্ত্রবাদের' বিরুদ্ধে আমরা সব সময় আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক দলগুলির সুবিধাবাদী নেতাদের দৃষ্টান্ত দেখাই আমাদের মুখপত্রে, যারা চীন দেশীয় ও জাপানী শ্রমিকদের আমেরিকায় আসা বন্ধ করার পক্ষে ওকালতি করে (বিশেষ করে ১৯০৭ সালের স্তুতগাতে'র কংগ্রেসের পর, এবং এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তের বিপক্ষেই)। আমরা মনে করি একজন একই সংগে আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং একই সংগে এই ধরনের বিধি নিষেধের সমর্থক হতে পারে না। এবং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে আমেরিকার সমাজতন্ত্রী, বিশেষ করে ইংরেজ সমাজতন্ত্রী যারা শাসক বা শোষণকারী জাতির প্রতিভূ এবং যারা বিদেশাগত শ্রমিক আগমনে রোধের বিপক্ষে নয়, এবং উপনিবেশ দখলের (হাওয়াই) বা তার সেই উপনিবেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তারাই হল সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে প্রকৃত যুদ্ধবাজ।

সর্বশেষে আমি পুনরায় আপনাদের সংগঠনের প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আপনাদের কাছ থেকে আরও খবর পেলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হব, আর সুবিধাবাদকে প্রতিহত করতে আর প্রকৃত আন্তর্জাতিকতার প্রতিষ্ঠায় আমরা একত্রিত হয়ে কাজ করতে পারবো।

আপনার *এন. লেনিন*

বিঃ দ্রঃ রাশিয়ায় দুটি সোশাল-ডেমোক্রাটিক দল আছে। আমাদের পার্টি (*"কেন্দ্রীয় কমিটি"*) সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে। অন্য দল (*"সংগঠন কমিটি*) হল সুবিধাবাদী। আমরা তাদের সংগে মিত্রতার বিরোধী।

আপনি আমাদের কার্যালয়ের ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন (বিবলিওথেক রুশে, ৭ রু হিউগো ডি'সেংগার, ৭ জেনেভা, সুইজারল্যাণ্ড) কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ঠিকানায় লেখাই ভাল: ডবলিউ ১, উলিয়ানো। সিডেনওয়েগ ৪ক, ৩ বার্নি, সুইজারল্যাণ্ড।

ইংরেজীতে অক্টোবর ৩১-নভেম্বর
৯ (নভেম্বর ১৩-২২) ১৯১৫-তে লেখা

লেনিন বিবিধ প্রবন্ধাবলী ২য় অংশতে
১৯২৪ সালে প্রথম প্রকাশিত।

খণ্ড ২১, পৃঃ ৪২৩-২৮

কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিকাশ সম্পর্কিত সূত্র প্রসঙ্গে নতুন উপাত্ত

প্রথম অংশ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদ ও কৃষিকার্য[৫৮]

সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো এবং বর্তমান কৃষিকার্যের বিবর্তন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আধুনিক পুঁজিবাদের শীর্ষক দেশই হল বিশেষ আদর্শ অবস্থা। বর্তমান শতাব্দীতে পুঁজিবাদের চরম বিকাশ লাভের ভিত্তিতেই হোক বা ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদের চরম বিকাশ লাভের ফলেই হোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দিকেই হোক যা কিনা প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক অবস্থার সংগে খাপ খাইয়ে করা হয়েছে বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা জনগণের সাংস্কৃতিক সর্বাংগীণ বিকাশ লাভের পরিপ্রেক্ষিতেই হোক, আমেরিকার এখনও কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সেই দেশ, নিঃসন্দেহে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের বুর্জোয়া সভ্যতার কাছে আদর্শ দেশ, সে দেশের চিন্তাধারাই বুর্জোয়া সভ্যতার মাপকাঠি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিক্ষেত্রের বিবর্তনের রূপ ও নিয়ম অনুধাবনের পক্ষে সে দেশের দশ-বার্ষিক লোক গণনার হিসাবের ফলে অনেক সহজ হয়েছে, এই লোক গণনার হিসাবে অদ্ভুত বিস্তারিত ভাবে শিল্প ও কৃষি উৎপাদকদের হিসাবও দেওয়া হয়। এর ফলে এক পরম মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় যা অন্য কোন দেশে পাওয়া যায় না; এর ফলে বহু প্রচলিত ধারণা যা কোনরকম সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়েই বা পর্যালোচনার আওতার বাইরে থেকেই বুর্জোয়াদের নানা রকম মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়ক হয়ে ওঠে, সেই সব ধারণার একটা সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

মিঃ হিমার গ্যাজেটের জুন সংখ্যায় সর্বশেষ অর্থাৎ ত্রয়োদশ লোক গণনা থেকে কিছু তথ্য পেশ করেছেন, যা থেকে পরিষ্কার ভাবে বুর্জোয়া মনোবৃত্তির সঠিক হদিশ পাওয়া যায়—বুর্জোয়া নীতি এর তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রয়োগ—উভয় দিকেই, যাতে জানতে পারা যায় যে 'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ খামারগুলোর অধিকাংশই নিয়োগ করে পারিবারিক শ্রমিকদের।' এবং 'অত্যন্ত বেশি উন্নতশীল অঞ্চলে কৃষিজ পুঁজিবাদ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে,' এবং অধিকাংশ স্থানেই…'মালিক পরিচালিত ছোট ছোট খামারের প্রতিপত্তি বাড়ছে' আর 'বিশেষ করে প্রাচীন কৃষি অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে দ্রুততর হারে,' যে, 'পুঁজিবাদী কৃষি পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় উৎপাদন ভেঙে যাচ্ছে ছোট ছোট অংশে' আর 'এমন কোন জায়গা নেই যেখানে উপনিবেশবাদ শেষ হয়ে গেছে বা বৃহদায়তনে পুঁজিবাদী কৃষি কাজ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে না এবং তা পারিবারিক শ্রম-খামারে পরিণত হচ্ছে না'—ইত্যাদি।

এই সব সিদ্ধান্তই প্রচণ্ড রকম ভুল। এগুলো সরাসরি প্রকৃত অবস্থার পরিপন্থী। এখানে কেবল সভ্যতার ভাড়ামো মাত্র। এদের ভুলের ব্যাখ্যা করতে হবে বিস্তারিত ভাবে বেশ সংগত কারণেই, মিঃ হিমার একজন সাধারণ মানুষ নন এবং তিনি যেমন তেমন ভাবে লেখা যে কোন পত্রিকার প্রাবন্ধিকও নন, বরং তিনি একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ যিনি সবচেয়ে গণতান্ত্রিক এবং চরম বাম ঘেঁষা বুর্জোয়া রাশিয়া ও ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রবক্তা। মিঃ হিমারের মতবাদ প্রলেতারিয়েত ব্যতীত আর সকল শ্রেণীর মধ্যেই হয়তো কোন বাস্তবিকই বিশেষ ভাবে প্রচারিত ও প্রভাব বিস্তার করেছে। এগুলো কেবল তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত নয়, তাঁর ব্যক্তিগত ভুলও নয়, বরং এগুলো হল গণতান্ত্রিক শব্দের আড়ালে প্রকাশিত মতবাদ যা প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়াদের সাধারণ অভিমত—যা কিনা পুঁজিপতি সমাজে সবচেয়ে গ্রহণীয় মতবাদ যাদের পৃষ্ঠপোষক হল এই সব আত্মতুষ্ট অধ্যাপক এবং ছোট ছোট চাষী যারা তাদের লক্ষ লক্ষ চাষী ভাইদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান।

পুঁজিবাদী সমাজে অ-পুঁজিবাদী কৃষি বিবর্তনের তত্ত্ব, যার ওকালতি করছেন মিঃ হিমার, সেটা হল অধিকাংশ বুর্জোয়া অধ্যাপক বুর্জোয়া গণতন্ত্রী এবং সারা দুনিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের সুবিধাবাদী যারা নিজেরাই নিজেদের বুর্জোয়া গণতন্ত্রী বলে জাহির করে, তাদেরই মতবাদ। একথা বলা নিশ্চয়ই অতিরিক্ত হবে না যে এই সব তত্ত্ব কেবল একটা মায়া, একটা স্বপ্নজাল, যার পিছনে ধুরছে সারা বুর্জোয়া সমাজ।

এই তত্ত্বের সমালোচনায় আমার বক্তব্যকে আরো সুস্থিত করতে আমি আমেরিকার কৃষি ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের ভূমিকার একটা সুস্পষ্ট চিত্র আঁকতে চাই, কারণ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা যে ভুল করেছেন তাহল প্রকৃত তথ্যের বিকৃতি, তা ছোট বা বড়ই হোক, রাজনৈতিক-আর্থনীতিক

সম্পর্কের দিক থেকে। আমার সমস্ত তথ্যই নেওয়া হয়েছে সংযুক্ত উত্তর আমেরিকার সরকারের প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে, যার পাঁচটি খণ্ডই কৃষি-কার্যের আলোচনায় ব্যাপৃত, যা সংকলিত হয়েছে যথাক্রমে ১৯০০ এবং ১৯১০ সালের* দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খণ্ডের লোকগণনার উপর ভিত্তি করে এবং ১৯১১ সালের যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যানের সারাংশ থেকে। এইসব তথ্য-নির্দেশিকার উল্লেখ করেছি বলে আমি প্রত্যেক উদাহরণের জন্য আলাদা করে বইয়ের সংখ্যা বা তার পৃষ্ঠাকে উল্লেখ করব না, কারণ তা কেবল পাঠকের মনের উপর বোঝাই বাড়াবে আর প্রবন্ধেরও কলেবর বৃদ্ধি করবে, যে কেউ এ সম্পর্কে উৎসুক হলে উল্লেখিত প্রকাশনায় উপযুক্ত তথ্য দেখে নিতে পারেন।

১। তিন প্রধান বিভাগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য পশ্চিমের আবাসভূমি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল ভূখণ্ড যা কিনা সমগ্র ইউরোপের চেয়ে সামান্য অল্প আয়তনের, এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন পন্থায় চাষ আবাদের কাজ কর্ম চলায় দেশের প্রধান প্রধান ভূখণ্ডের বিচিত্র অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার আলাদা আলাদা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। আমেরিকার পরিসংখ্যানবিদেরা ১৯০০ সালে এই দেশকে পাঁচটি ভৌগোলিক পর্যায়ে এবং ১৯১০ সালে নয়টি ভাগে ভাগ করেছে। ১। নিউ ইংল্যাণ্ড—উত্তর-পূর্বে আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলস্থ ছয়টি রাজ্য (মেইন, নিউ হ্যাম্পশায়ার, ভারমোণ্ট. ম্যাসাচুসেটস, ভোড আইল্যাণ্ড এবং কনেকটিকাট); ২। মধ্য আটলাণ্টিক—(নিউইয়র্ক, নিউজারসি, এবং পেনসিলভানিয়া)—১৯০০ সালের এই দুই ভাগ মিলিয়ে গঠন করা হয় উত্তর আটলাণ্টিক বিভাগ; ৩। পূর্ব-উত্তর মধ্যাঞ্চল (ওহিয়ো, ইণ্ডিয়ানা, ইলিনস, মিচিগান, এবং উইসকনসিন) ৪। পশ্চিম-উত্তর মধ্যাঞ্চল (মিনেসোটা, আইওয়া, মিশৌরী, উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা, নেবরাসকা এবং কানসাস)—১৯০০ সালে শেষ দুটি অংশ নিয়ে উত্তর মধ্যাঞ্চল গঠন করা হয়; ৫। দক্ষিণ আটলাণ্টিক (দেলওয়ার, মেরীল্যাণ্ড, কলম্বিয়া জেলাসমূহ, ভার্জিনিয়া, পশ্চিম ভার্জিনিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারেলিনা, জর্জিয়া এবং ফ্লোরিডা)—১৯০০ সাল থেকে অপরিবর্তিত। ৬। পূর্ব-দক্ষিণ মধ্যাঞ্চল (কেনচুকি, টেনিস,

* লোক গণনার বিবরণী। দ্বাদশ লোকগণনা ১৯০০, ৫ম খণ্ড, কৃষি, খৌতাগার। ১৯০২—ত্রয়োদশ লোকগণনা—১৯১০ সালে গৃহীত। ৫ম খণ্ড—কৃষি, খৌতাগার ১৯১৩।

অ্যালাবামা ও মিসিসিপি) ৭। পশ্চিম-দক্ষিণ মধ্যাঞ্চল (আরকানসাস, ওকলাহামা, লুইসিয়ানা এবং টেক্সাস)—১৯০০ সালে সর্বশেষ দুটি অঞ্চলকে দক্ষিণ মধ্যাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ৮। পার্বত্য অঞ্চল (মণ্টানা, ইদাহো, ইওমিঙ, কলরাডো, নিউ মেক্সিকো, অ্যারিজোনা, উটা এবং নেভাদা) এবং ৯। প্রশান্ত মহাসগরীয় অঞ্চল (ওয়াশিংটন, ওরেগন এবং ক্যালিফোর্নিয়া)—১৯০০ সালে সর্বশেষ দুটি অঞ্চল নিয়ে পশ্চিম-বিভাগ গঠন করা হয়।

এইসব বিভাগের নানা রকম অদলবদলের ফলে ১৯১০ সালে আমেরিকার সংখ্যাতত্ত্ববিদেরা সমস্ত অঞ্চলকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করে, প্রথম উত্তরাঞ্চল (১-৪), দক্ষিণাঞ্চল (৫-৭) এবং পশ্চিমাঞ্চল (৮-৯)। আমরা এখন দেখতে পাই যে এই তিনভাগে বিভক্ত দেশের আর্থনীতিক বিচারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, যদিও অন্যান্য বিষয়ের মত এখানেও কিছু সাময়িক রদবদলের প্রশ্ন রয়ে যায়, যেমন নিউ ইংল্যাণ্ড ও মধ্য আটলাণ্টিক অঞ্চলের কতকগুলো মূল বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলাদা ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন আছে।

তিনটি মূল ভূখণ্ডের সীমারেখা চিহ্নিত করার প্রশ্নে আমরা একে এর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভাগ করে বলতে পারি, *শিল্পসমৃদ্ধ* উত্তরাঞ্চল, প্রাক্তন দাস-ব্যবস্থাসম্পন্ন দক্ষিণাঞ্চল এবং ঔপনিবেশিক পশ্চিমাঞ্চল।

নীচে এইসব অঞ্চলের ভূখণ্ডের পরিমাণ, উন্নতশীল* জমির শতকরা হিসাব ও জনসংখ্যার হিসাব দেওয়া হল :

অঞ্চল	মোট জমির পরিমাণ (লক্ষ একরের হিসাবে)	উন্নত জমির শতকরা হার	জনসংখ্যা (১৯১০) (লক্ষের হিসাবে)
উত্তর	৫৮৮	৪৯	৫৬
দক্ষিণ	৫৬২	২৭	২৯
পশ্চিম	৭৫৩	৫	৭
মোট সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১,৯০৩	২৫	৯২

উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলে জমির পরিমাণ প্রায় সমান সমান, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল এই দুই অঞ্চলের যে কোনটিরই অর্ধেক পরিমাণ। উত্তরাঞ্চলের লোকসংখ্যা

* ১৯১০ সালের লোকগণনায় কৃষি জমি হিসাবে ধরা হয়েছে উর্বর জমি, বনজ জমি এবং অন্যান্য অনুর্বর জমি। উর্বর জমি বলতে বোঝান হয়েছে যে জমি নিয়মিত চাষ আবাদ হয়, নিয়মিত ফসল উৎপন্ন হয়, যে কোন পতিত জমি, বা বাগান-করা, ফল ও ফুলের চাষ, আঙুর ক্ষেত ও শাক সব্জীর জমি বা কৃষি খামারের বাড়ি তোলা জমিসমূহ :—অনুবাদক (ইং সঃ)।

অবশ্য পশ্চিমাঞ্চলের অন্ততপক্ষে আটগুণ, অর্থাৎ কেউই একে বসতি এলাকা বলবে না। আর দ্রুতহারে এই লোকসংখ্যা বাড়ছে তা ১৯০০ থেকে ১৯১০ সাল এই দশ বছরে লোকবসতির হিসাব থেকেই পাওয়া যাবে যে এই সময়ে লোকবসতি বেড়েছে উত্তরাঞ্চলে শতকরা ১৮ ভাগ, দক্ষিণাঞ্চলে শতকরা ২০ ভাগ, আর পশ্চিমাঞ্চলে শতকরা ৬৭ ভাগ! উত্তরাঞ্চলে এই সময়ে খুব সামান্যই কৃষিজ খামারের পরিমাণ বেড়েছে, ১৯০০ সালে উত্তরাঞ্চলে ছিল ২,৮৭৪,০০০ টি খামার, তা ১৯১০ সালে হয়েছে ২,৮৯১000 (শতকরা বৃদ্ধির হার ০.৬ ভাগ); দক্ষিণাঞ্চলে এই পরিমাণ বেড়েছে শতকরা ১৮ ভাগ, ১৯০০ সালে যেখানে ছিল ২,৬00.000 সেখানে বেড়ে ১৯১0 সালে হয়েছে ৩,১00,000; আর পশ্চিমাঞ্চলে বেড়েছে শতকরা ৫৪ ভাগ, অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি, যা ছিল ২৪৩,000 তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭৩,000 টিতে।

আবাসভূমি সংক্রান্ত তথ্য থেকে জানতে পারা যায় কিভাবে পশ্চিম দেশে জমি বণ্টন করা হয়। একখণ্ড জমি অধিকাংশই ১৬০ একরের মত অর্থাৎ প্রায় ৬৫ ডেসিয়েটিন পরিমাণ জমি সরকার থেকে বিনা মূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে দেওয়া হয়। দশ বছরে, ১৯০১ সাল থেকে ১৯ ০ সাল পর্যন্ত সময়ে এইভাবে উত্তরাঞ্চলে আবাসভূমি বণ্টন করা হয়েছে ৫৫.৩ মিলিয়ন একর জমি (৫৪.৩ মিলিয়ন ধরে, অর্থাৎ শতকরা মাত্র এক অঞ্চলেই বিশেষ করে পশ্চিম-উত্তর মধ্যাঞ্চলে, শতকরা ৯৮ ভাগ); আর পশ্চিমে উভয় ভাগে বিলি করা হয়েছে মোট ৫৫.৩ মিলিয়ন একর। এর অর্থ যে পশ্চিম অঞ্চলই হল সবচেয়ে বেশী আবাসনভূমির অঞ্চল, যেখানে অ-দখলীকৃত জমি প্রায়ই বিনা মূল্যে দেওয়া হয়েছে, খানিকটা রাশিয়ার প্রান্তদেশীয় অঞ্চলে ভবঘুরেদের দেওয়া জমির মত, কেবল সেটা দেওয়া হয় নি কোন রাজতন্ত্রের মাধ্যমে বরং তা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে ডেমোক্রাটিক পন্থায় (আমি বরং একে বলব, নারোদনিকদের প্রথায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'নারোদনিক' পন্থায় পুঁজিবাদী চিন্তাধারায় সব আবেদনকারীকেই জমি দিয়েছে বিনামূল্যে)। উত্তর আর দক্ষিণ অঞ্চলে রয়েছে মাত্র একটি করে এই ধরনের আবাসভূমি, যা কেবল অগোছালো পশ্চিম অঞ্চল থেকে এসে জমা হয়েছে স্থায়ী আবাসন ভূমি উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে। আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার যে উত্তরের দুটি বিভাগ—নিউ ইংল্যাণ্ড ও মধ্য আটলাণ্টিকে গত দশ বছরে কোন ধরনের আবাসন অনুদান দেওয়া হয় নি। পরবর্তী সময়ে আমরা এই দুই অতি উন্নত শিল্পাঞ্চলের আলোচনায় ফিরে আসব, যেখানে আদৌ কোন আবাসনের ব্যবস্থা নেই।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান কেবল বসবাসকারীর দাবীর ভিত্তিতেই করা, প্রকৃতপক্ষে যারা স্থায়ীভাবে বসেছে তাদের নিয়ে করা নয় এবং আমাদের কাছে বিভিন্ন অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা সম্পর্কে কোন পরিসংখ্যানও নেই।

কিন্তু যদি এই সব পরিসংখ্যানে কোন অতিশয়োক্তি থাকেও, তাহলেও সেগুলো বিভিন্ন অঞ্চলের আবাসন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন। ১৯১০ সালে উত্তরে মোট খামারের পরিমাণ ছিল ৪১৪ মিলিয়ন একর, যার ফলে দেখা যায় গত দশ বছরে বাস্তুজমি পাওয়ার দাবীর পরিমাণ ছিল সমগ্র অংশের অষ্টমাংশ দক্ষিণে এর পরিমাণ এক সপ্ত দশমাংশ (৩৫৪'র মধ্যে ২০) আর পশ্চিমাঞ্চলে এর পরিমাণ অর্ধেক (১১১ মিলিয়নের মধ্যে ৫৫)। যেখানে আদৌ কোন জমির মালিকানা নেই এবং সেখানে সব জমিই দখলীকৃত জমি, তাদের পরিসংখ্যান একত্র করে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ অর্থহীন।

মার্কসের *ক্যাপিটালের* তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত তত্ত্বের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে আমেরিকা, যে কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের ভূমিকা জমির মালিকানা বা জমি বন্দোবস্তের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে না। মূলধন তার পথ খোঁজে মধ্যযুগীয় এবং পৈতৃক জমিদারী সম্পত্তির—রাজতন্ত্রের 'কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের (অর্থাৎ বেগার শ্রমিক পোষার মনোভাব), বা জাতির মধ্যে অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ বা রাষ্ট্র ও অন্যান্যভাবে জমির মালিকানার মধ্যে। মূলধন এই সব দিকেই মাথা গলিয়ে তার আপন উপায় ও পথ খুঁজে বার করে। সঠিকভাবে এবং বাস্তবসম্মতভাবে কৃষিক্ষেত্রের পরিসংখ্যান বের করতে হলে তার পর্যালোচনা ও সংকলন করতে হলে কিভাবে কৃষিতে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটছে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে, উদাহরণস্বরূপ এইসব আবাসভূমি সংক্রান্ত অধিবাসীদের আলাদা করে তাদের একটা বিশেষ দলে আলাদা করে তাদের অর্থনৈতিক পরিণতির কথাও ভাবতে হবে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমস্ত পরিসংখ্যানগত পর্যালোচনাই করা হয়ে থাকে প্রাচীন পন্থানুযায়ী। তাই সেগুলি কেবল অর্থহীন, যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

অন্য অঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমাঞ্চলে কৃষিকার্য কত ব্যাপক তা পরিষ্কার হয়ে যায় কৃত্রিম সার প্রয়োগের খরচের হিসাবের পরিসংখ্যান দেখলেই। ১৯০৯ সালে উন্নত জমিতে সারের জন্য খরচের হিসাবে দেখা যায় সেখানে একর প্রতি খরচ হয়েছে উত্তরাঞ্চলে ১৩ সেণ্ট (০'১৩ ডলার). দক্ষিণাঞ্চলে ৫০ সেণ্ট আর পশ্চিমে মাত্র ৬ সেণ্ট। দক্ষিণাঞ্চলে সবচেয়ে বেশী খরচ হয়েছে কারণ তুলা চাষে সবচেয়ে বেশী সারের দরকার হয়, আর দক্ষিণাঞ্চল সাধারণতঃ তুলা উৎপাদন অঞ্চল, এর কৃষিজ পণ্যের মোট পরিমাণের শতকরা ৪৬'৮ ভাগই হল তুলা আর তামাক চাষ, মাত্র শতকরা ২৯'৩ ভাগ খাদ্যশস্য, আর শতকরা ৫'৪ ভাগ উৎপন্ন হয় পশুখাদ্য আর অন্যান্য জিনিস। এর ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা যায় উত্তরাঞ্চলে, সেখানে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় মোট উৎপাদনের শতকরা ২'৬ ভাগ, এরপর উৎপন্ন হয় পশুখাদ্য শতকরা ১৮'৮ ভাগ, যার অধিকাংশই চাষ করতে হয়। আর পশ্চিমে সমস্ত কৃষিপণ্যের মধ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনের

পরিমাণ শতকরা ৩৩'১ ভাগ, পশুখাদ্য আর বনাগুল্মাদির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী, তা হল শতকরা ৩৩'৭ ভাগ, আর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের আজকের নতুন বাণিজ্যিক ফসল ফলের উৎপাদন সেখানে মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫'৫ ভাগ।

২। শিল্প সমৃদ্ধ উত্তরাঞ্চল

১৯১০ সালে উত্তরাঞ্চলের শহরের লোকসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৮'৬ ভাগ, তুলনায় দক্ষিণাঞ্চলে এই হার শতকরা ২২'৫ ভাগ আর পশ্চিমাঞ্চলে এই হার শতকরা ৪৮'৮ ভাগ। নিম্নলিখিত চিত্র থেকেই এই অঞ্চলের শিল্পের ভূমিকা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে :

	উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (000,000,000 ডলারের হিসাবে)				শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা (000,000 হিসাবে)
	শস্য	পশুখাদ্য	মোট	কাঁচামালের মূল্য বাদে উৎপাদন	
উত্তরাঞ্চল	৩'১	২'১	৫'২	৬'৯	৫'২
দক্ষিণাঞ্চল	১'৯	০'৭	২'৬	১.১	১'১
পশ্চিমাঞ্চল	০'৫	০'৩	০'৮	০'৫	০'৩
মোট সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৫'৫	৩'১	৮'৬	৮'৫	৬'৬

শস্যের মোট মূল্য এখানে বেশী ধরা হয়েছে কারণ কিছু কিছু খাদ্য আবার পশুখাদ্যের হিসাবেও রাখা হয়েছে। কিন্তু যাই হোক না কেন উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উত্তরাঞ্চলে উৎপাদিত হয় সমগ্র আমেরিকার মোট উৎপাদনের পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ আর এই উৎপাদন কৃষি-ক্ষেত্রের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। অপর পক্ষে দক্ষিণ আর পাশ্চমাঞ্চল মূলত কৃষি প্রধান।

উল্লিখিত পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রে উত্তরাঞ্চল দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ে উন্নত—যা বাজারের সৃষ্টি করে ফলে সেখানে কৃষিক্ষেত্রের প্রসার হয় আরও ব্যাপক। যদিও উত্তরাঞ্চল একটি *শিল্পাঞ্চল* তাহলেও সেখানে উৎপন্ন হয় সর্বাধিক কৃষিজ সম্পদ। অর্ধেকেরও বেশি, প্রকৃতপক্ষে তিন পঞ্চমাংশ কৃষিজ উৎপাদনই উত্তরাঞ্চলেই সীমিত। অন্যান্য

অঞ্চলের তুলনায় উত্তরে কত ব্যাপকভাবে কৃষিজ উৎপাদন হয় সেটা পরিষ্কার বোঝা যাবে জমি, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি ও পশু খাদ্যের উপর একর প্রতি খরচের হিসাব থেকে। ১৯১০ সালে উত্তরাঞ্চলে এই পরিমাণ ছিল যেখানে ৬৬ ডলার, দক্ষিণাঞ্চলের খরচ তখন ২৫ ডলার আর পশ্চিমাঞ্চলে খরচ হত ৪১ ডলার করে। উদ্যোগ ও যন্ত্রপাতির একর প্রতি খরচ হত উত্তরাঞ্চলে ২'০৭ ডলার, দক্ষিণাঞ্চলে ০'৮৩ ডলার আর পশ্চিমাঞ্চলে ১'০৪ ডলার।

এই চিত্র থেকে অবশ্য নিউ ইংল্যাণ্ড আর মধ্য অতলান্তিক অঞ্চলকে বাদ দেওয়া হয়েছে কারণ আমি আগেই বলেছি যে এখানে কোন বাস্তুজমি দেওয়ার ব্যাপার নেই। ১৯০০ সাল থেকে ১৯১০ সালে খামারের সংখ্যা আর উন্নত চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অত্যন্ত কমে যায়। কর্মে বিনিয়োগের হিসাব থেকে দেখা যায় যে সেখানে মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা দশভাগ কৃষিকার্যে ব্যাপৃত, যেখানে সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিকার্যে নিয়োজিত ৩৩ শতাংশ লোক, তার মধ্যে ২৫ থেকে ৪১ শতাংশ লোক নিয়োজিত হয়েছে উত্তরাঞ্চলে আর দক্ষিণাঞ্চলে এর পরিমাণ ৫১ থেকে ৬৩ শতাংশ। উর্বর জমির মাত্র ৬ থেকে ২৫ শতাংশ জমিতে এখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয় (আমেরিকার গড় উৎপাদন ৪০ শতাংশ, আর উত্তরে এর পরিমাণ ৪৬ শতাংশ); ৫২ থেকে ২৯ শতাংশ জমিতে উৎপন্ন হয় চাষযোগ্য গবাদি পশুর জন্য ঘাস,(তুলনায় যা যথাক্রমে ১৫ থেকে ১৮ শতাংশ) আর ৪৬ থেকে ৩'৮ শতাংশে উৎপন্ন হয় কাঁচা তরকারী (তুলনায় অন্যত্র এর পরিমাণ ১'৫ শতাংশ করে)। এটা হল সবচেয়ে ব্যাপক কৃষি অঞ্চল। এই দুই স্থানে উর্বর জমিতে কৃত্রিম সারের জন্য একর প্রতি খরচের পরিমাণ ১৯০৯ সালে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১'৩০ এবং ০'৬২ ডলার করে। প্রথমটির পরিমাণ সমগ্র আমেরিকার মধ্যে সর্বাধিক আর দ্বিতীয় অঞ্চলের পরিমাণও কেবল দক্ষিণাঞ্চলের একটা অঞ্চল থেকে একটু কম। একর প্রতি উন্নত জমিতে বিনিয়োগ যোগ্য যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিসের মূল্য যথাক্রমে ২'৫৮ ও ৩'৮৮ ডলার—যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সর্বোচ্চ। আমরা পরেই দেখতে পাব যে শিল্প সমৃদ্ধ উত্তরাঞ্চলের এই দুই অতি শিল্পসমৃদ্ধ অংশের কৃষিকার্য হয়ে থাকে ব্যাপকহারে আর তার পিছনে রয়েছে সুস্পষ্ট পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য।

৩। প্রাক্তন দাস-মালিকানার দক্ষিণাঞ্চল

মিঃ হিম্যার লিখেছেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এমন একটা 'দেশ কখনও রাজতন্ত্র কি তা জানে না এবং যেখানে অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় সকলেই স্বাধীন' (তাঁর প্রবন্ধের ৪১ পৃঃ) এটা সত্যের চরম অপলাপ মাত্র, কারণ কোন অবস্থাতেই *দাসত্বের* অর্থনৈতিক জীবনযাত্রাকে রাজতন্ত্রবাদ থেকে আলাদা

করা যায় না, আর দক্ষিণাঞ্চলের প্রাক্তন দাস-মালিকানায় তারা অত্যন্ত বেশী প্রভাবশালী। মিঃ হিমারের যদি তাড়াতাড়ি লেখা কোন প্রবন্ধের ভুলের ব্যাপার হত, তাহলে তা নিয়ে এত মাথা ঘামানোর দরকার হত না। কিন্তু রাশিয়ার সমস্ত উদারপন্থী ও নারোদনিকের লেখাতেই দেখা যায় এই একই ধরনের ভুল এবং এই ভুল প্রায়শঃই করা হচ্ছে আর রুশ শ্রম-সেবা পদ্ধতি সম্পর্কে তা বেশ অস্বাভাবিক জোরের সংগেই প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে যে আমাদের নিজেদের রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা যায়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলেও দাস-মালিকানার অস্তিত্ব ছিল, যতদিন না ১৮৬১-৬৫ সালের গৃহযুদ্ধের ফলে দাসত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ হয়। আজকের দিনে যেখানে উত্তর ও পশ্চিমের জনসংখ্যার মাত্র ০'৭ থেকে ২'২ শতাংশ নিগ্রো অধিবাসী সেখানে দক্ষিণাঞ্চলে এদের সংখ্যা জনসংখ্যার ২২'৬ থেকে ৩৩'৭ শতাংশ। নিগ্রোদের-সামাজিক অমর্যাদা সম্পর্কে নতুন করে কিছু বাড়িয়ে বলার নেই, পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের বুর্জোয়াদের সংগে এখানকার বুর্জোয়াদের এই ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। নিগ্রোদের মুক্তি দিয়ে স্বাধীন রিপাবলিকান-ডেমোক্রাটিক পুঁজিবাদের মাধ্যমে যা কিছু সম্ভব, যা কিছু যে কোন নির্লজ্জভাবে নিগ্রোদের শোষণের পথ করে রেখেছে। তাদের সাংস্কৃতিক মানের একটা ধারণা পাওয়া যাবে সামান্য সহজ কয়েকটি উদাহরণ দিলেই। যেখানে ১৯০০ সালে আমেরিকা ১০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের শ্বেত সম্প্রদায়ের পরিমাণ ছিল ৬'২ শতাংশ সেখানে নিগ্রোদের মধ্যে অশিক্ষিতের পরিমাণ শতকরা ৪৪'৫ ভাগ! ৭ গুণেরও বেশি! উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে ১৯০০ সালে অশিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ৪ থেকে ৬ ভাগ, আর সেই সময়েই দক্ষিণাঞ্চলে অশিক্ষিতের হার জনসংখ্যার ২২'৯ থেকে ২৩'৯ শতাংশ! শিক্ষা জগতে তুলনা করে যে কেউ সহজেই বুঝতে পারবে কি সামাজিক অবহেলার মধ্যে নিগ্রোরা বাস করতো।

কোন অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এই ধরনের 'অস্বাভাবিক' অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল?

এটা হল রাশিয়ার একটা বিশেষ অবদান, তার *শ্রম-সেবা পদ্ধতির* অবদান যাকে বলা হয় *ভাগীদার-উৎপাদন* ব্যবস্থা।

১৯১০ সালে নিগ্রোরা ৯২০,৮৮৩টি খামারের মালিক ছিল, অর্থাৎ শতকরা ১৪'৫ ভাগ। মোট চাষী পরিবারের মধ্যে ৩৭ শতাংশই ভাড়াটে চাষী, ৬২'১ শতাংশ মালিক আর বাকী ০'৯ শতাংশ পরিচালিত হত ম্যানেজারদের দ্বারা। কিন্তু শ্বেতকায় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগচাষীর পরিমাণ যেখানে ৩৯.২ শতাংশ সেখানে নিগ্রোদের সংখ্যা ৭৫'৩ শতাংশ! শ্বেত সমাজের চাষী হলেই সে হয় খামারের মালিক আর নিগ্রো চাষী হলেই সে ভাড়াটে চাষী। পশ্চিমাঞ্চলে এই ভাড়াটে চাষীর অনুপাত হল কেবল ১৪ শতাংশ, এই অংশে এখানে নতুন জমি

বিনা দখলে চাষ করে আর এই অঞ্চল ছোট ছোট 'স্বাধীন চাষীদের' এক ধরনের স্বর্ণখনি (যদিও প্রকৃতপক্ষে সে স্বর্ণখনি তাদের কাছে খুবই স্বল্প-স্থায়ী) উত্তরাঞ্চলে ভাড়াটে চাষীর অনুপাত ২৬.৫ শতাংশ আর দক্ষিণে তার অনুপাত ৪৯.৬ শতাংশ ! দক্ষিণাঞ্চলের অর্ধেক চাষীই ভাড়াটে চাষী।

কিন্তু এটাই সব নয়। এই সব ভাড়াটে চাষী অবশ্য ইউরোপীয় সভ্য আধুনিক পুঁজিবাদী দৃষ্টিভংগীতে সঠিক ভাডাটে চাষীর সংজ্ঞা নয়। এরা মূলতঃ আধা-সামন্ততান্ত্রিক বা যাকে অর্থনৈতিক পরিভাষায় বলা হয়, আধা-*দাস-ভাগ-চাষী*। 'মুক্ত' পশ্চিমাঞ্চলে ভাগ চাষীরা সংখ্যা-লঘু (৫৩,০০০ ভাডাটে চাষীর মধ্যে এরা ২৫,000)। পুরনো উত্তরে, যেখানে তারা বহুদিন থেকেই বসবাস করছে সেখানে তাদের সংখ্যা হল ৭৬৬,000 জন ভাডাটে চাষীর মধ্যে ৪৮৩,000 অর্থাৎ শতকরা ৬৩ভাগ ছিল ভাগ-চাষী। আর দক্ষিণে এদের সংখ্যা ১০২১,৩০০০ মোট ১,৫৩৭,০০০ জনের মধ্যে অর্থাৎ শতকরা ৬৬ জনই হল *ভাগ-চাষী*।

১৯১0 সালে স্বাধীন গণতান্ত্রিক-সাধারণতন্ত্রী আমেরিকায় মোট ১,৫00 000 জন ভাগ চাষীর মধ্যে ১ 000,000 *জনেরও বেশী হল নিগ্রো*। আর মোট চাষীদের তুলনায় ভাগ-চাষীর সংখ্যাও কমছে না, বরং আরও স্পষ্ট ভাবে বা দ্রুততর হারে বাডছেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৮0 সালে যেখানে ভাগ-চাষীর সংখ্যা ছিল ১৭.৫ শতাংশ, ১৮৯0 সালে তা হয় ১৮.৪ শতাংশ, ১৯00 সালে তার পরিমাণ ২২.২ শতাংশ এবং ১৯১০ সালে তার পরিমাণ বেড়ে দাঁডায় শতকরা ২৪ ভাগ !

১৯১0 সালের হিসাব থেকে আমেরিকার পরিসংখ্যানবিদেরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসেন :

'দক্ষিণের অবস্থায় সব সময়েই উত্তর থেকে পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে, অধিকাংশ ভাডাটে চাষীই হল বড় বড় খামারের সংগে যুক্ত, যেগুলো চলে আসছে গৃহযুদ্ধের আগে থেকেই।' দক্ষিণাঞ্চলে, 'ভাডাটে চাষীর মাধ্যমে বিশেষ করে নিগ্রোদের দ্বারা চাষাবাদের কার্যকারিতা উপলব্ধি করা গেছে সেখানে—বিশেষভাবে দাস-চাষীদের তুলনায়। ভাডাটে শ্রমিক প্রথার প্রচলন দক্ষিণাঞ্চলে বেশ বহুল প্রচারিত, বিশেষ করে বড বড বাগিচায় আগে যেখানে দাস শ্রমিকদের দ্বারা কাজ চালানো হত, সেগুলো এখন ছোট ছোট অংশে ভাগ করে এইসব ভাডাটে চাষীদের হাতে দেওয়া হচ্ছে······অধিকাংশ বাগিচাই এখন কৃষিক্ষেত্রের মত পরিচালিত হচ্ছে এই সব ভাডাটে চাষীদের দ্বারা. আর এদের একটু তদারক করা হয় যৎসামান্যই, যা করা হয়ে থাকে উত্তরাঞ্চলের ভাড়া করা জমির শ্রমিকদের। (দ্রষ্টব্য. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ৫. পৃঃ ১০২, ১০৪)।

দক্ষিণাঞ্চলটা কেমন তা বোঝাতে আরও একটু যোগ করার দরকার,

অঞ্চল বা শহরের দিকে, যেমন, রাশিয়ার অত্যন্ত অনগ্রসর কৃষিপ্রধান মধ্য গুবেরনিয়ার অঞ্চল থেকে, যেখানে আজও দাসত্বের চরম নিদর্শন বিদ্যমান, সেখান থেকে চাষীরা কুখ্যাত মারকভদের শাসনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার আশায় পালিয়ে যাচ্ছে রাশিয়ার সেইসব অঞ্চলে যেখানে পুঁজিবাদের প্রসার ঘটেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সেই সব রাজধানী শহরে, শিল্পসমৃদ্ধ গুবেরনিয়ার অঞ্চলে এবং দক্ষিণাঞ্চলে। (দ্রষ্টব্য, *রাশিয়ায় পুঁজিবাদের প্রসার*)। ভাগ-চাষের অঞ্চল যেমন আমেরিকায় তেমনি রাশিয়াতেও খুবই সংকীর্ণ অঞ্চল, যেখানে জনগণকে সমাজের সবচেয়ে বেশি শোষণ আর উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। যে সব বিদেশাগত শ্রমিক তাদের দেশের অর্থনীতিতে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতো, তারা সকলেই এড়িয়ে গেছে দক্ষিণাঞ্চল। ১৯১০ সালে আমেরিকার মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৪'৫ ভাগই ছিল বিদেশী; কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের বেশ কয়েক অংশে বিদেশীদের সংখ্যা ছিল ১ থেকে ৪ শতাংশ মাত্র, অপরপক্ষে অন্য কয়েকটি অংশে বিদেশাগতদের হার ছিল কম করেও ১৩'৯ থেকে ২৭'৭ শতাংশ পর্যন্ত (যেমন, নিউ ইংল্যাণ্ড)। 'দাসত্বমুক্ত' নিগ্রোদের ক্ষেত্রে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল একটা কারাগার বিশেষ, যেখানে তাদের চারপাশ থেকে ঘিরে আলাদা করে রাখা হত, যেখানে তারা নিতে পারত না মুক্তির মুক্ত বায়ু। পশ্চিমাঞ্চলের বিশেষত্ব তার অচল জনসংখ্যার দিক দিয়ে এবং 'জমির প্রতি সকলের প্রচুর টানের' জন্য, অবশ্য দক্ষিণাঞ্চলের সেই অঞ্চল বাদ দিয়ে, যেখানে এখনও বাস্তু-জমির অধিবাসীদের সংখ্যাধিক্য (পশ্চিম-দক্ষিণ মধ্যাঞ্চল) শতকরা ৯১ থেকে ৯২ জন অধিবাসীই বাস করে দক্ষিণাঞ্চলের এই দুই বিভাগে যেখানে তারা জন্মেছে, অথচ সমগ্র আমেরিকার হিসাবে এর পরিমাণ শতকরা ৭২'৬ জন, অর্থাৎ সেখানে জনসংখ্যার স্থান পরিবর্তনের পরিমাণ বেশ বেশী। আর পশ্চিমে, যেখানে সরাসরি বাস্তুজমির অঞ্চলেরই প্রাধান্য সেখানে শতকরা ৩৫ জন থেকে ৪১ জন বাস করে তাদের জন্মভূমিতে।

দক্ষিণাঞ্চলের যে অংশে বাস্তুজমির প্রাধান্য নেই, সেখান থেকে নিগ্রোরা পুরোদমে স্থান পরিবর্তন করে হামেশাই, গত দুইটি লোক-গণনার মাঝে দশ বছরে দক্ষিণাঞ্চলের এই দুই অংশই দেশের অন্যত্র কম করেও যোগান দিয়েছে ৬00,000 'কালো' মানুষ। নিগ্রোরা প্রধানতঃ শহরের দিকেই যেত, দক্ষিণের ৭৭ থেকে ৮০ শতাংশ লোক বাস করে গ্রামাঞ্চলে আর অন্যত্র এর সংখ্যা মাত্র শতকরা ৮ থেকে ১২ জন। এর ফলে দেখা যায় যে আমেরিকার নিগ্রোদের অর্থনৈতিক অবস্থার সংগে রাশিয়ার কৃষি অঞ্চলের "প্রাক্তন জমিদারদের দাস সম্প্রদায়ের" অন্তর্ভুক্ত কৃষকদের অবস্থার সর্বতোভাবে মিল রয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে ক্রমাগত এখানকার জনগণ চলে যাচ্ছে অন্য পুঁজিবাদী

* দ্রষ্টব্য, ভি. আই. লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ৩, পৃঃ ৫৮৫-৯০ —সম্পাদক।

৪। খামারের গড় আয়তন দক্ষিণাঞ্চলের পুঁজিবাদের অসংবদ্ধতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি প্রধান অংশের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা করে এবং তাদের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখানকার সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারি। এগুলো সাধারণতঃ খামারের গড একর পরিমাণ জমির হিসাবে ধরা হয়েছে। এই সব তথ্যের ভিত্তিতেই অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ, এমন কি মিঃ হিমার পর্যন্ত এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

বছর	আমেরিকার খামারের একর প্রতি গড মোট খামার জমি	উন্নত জমি
১৮৫০	২০২.৬	৭৮.০
১৮৬০	১৯৯.২	৭৯.৮
১৮৭০	১৫৩.৩	৭১.০
১৮৮০	১৫৩.৭	৭১.০
১৮৯০	১৩৬.৫	৭৮.৩
১৯০০	১৪৬.২	৭২.২
১৯১০	১৩৮.১	৭৫.২

মোটামুটিভাবে দেখা যায় প্রথমে মোট খামার জমির একর প্রতি হারের হ্রাস এবং উন্নত ধরনের জমির অস্থিতিস্থাপকতা, কখনও হ্রাস কখনও বৃদ্ধি। কিন্তু ১৮৬০-৭০ সালের মধ্যে রয়েছে একটা পরিষ্কার বৈচিত্র্য, যার ফলে তার হিসাবে আমি একটা বিভাজন লাইন টেনেছি। সেই সময়ে সমস্ত খামার জমিতে পরিমাণ কমে গিয়েছিল প্রচণ্ডভাবে, সামগ্রিকভাবে তার হ্রাসের পরিমাণ ৪৬ একরের মত (১৯৯.২ থেকে ১৫৩.৩ একর) এবং উন্নত জমির হিসাবেও দেখা দিয়েছিল এক বিরাট পরিবর্তন (৭৯.৮ থেকে কমে তা দাঁড়ায় ৭১.০ একরে)।

এর কারণ কি? নিশ্চয়ই ১৮৬১-৬৫ সালের গৃহযুদ্ধ ও দাসত্বের অবসান। দাস-মালিকদের আঘাত হানতে এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এর পরেও দেখি আমরা এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, এর পরেও কি আমাদের এ সম্পর্কে নতুন কোন প্রমাণের প্রয়োজন আছে? এখন আমরা উত্তর আর দক্ষিণের অবস্থাটা একটু আলাদা করে দেখি।

খামারের গড়পড়তা জমির পরিমাণ (একর)

বছর		দক্ষিণ মোট খামার জমি	দক্ষিণ উন্নত জমি	উত্তর মোট খামার জমি	উত্তর উন্নত জমি
১৮৫০	…	৩৩২'১	১০১'১	১২৭'১	৬৫'৪
১৮৬০	…	৩৩৫'৪	১০১'৩	১২৬'৪	৬৮'৩
১৮৭০	…	২১৪'২	৬৯'২	১১৭'০	৬৯'২
১৮৮০	…	১৫৩'৪	৫৬'২	১১৪'৯	৭৬'৬
১৮৯০	…	১৩৯'৭	৫৮'৮	১২৩'৭	৮৭'৮
১৯০০	…	১৩৮'২	৪৮'১	১৩২'২	৯০'৯
১৯১০	…	১১৪'৪	৪৮'৬	১৪৩'০	১০০'৩

আমরা দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণে ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে একর প্রতি উন্নত জমির পরিমাণ কমে গেছে (১০১'৩ থেকে ৬৯'২-এ) আর উত্তরে এই পরিমাণ বেড়েছে *সামান্য* (৬৮'২ থেকে ৬৯'২)। এর অর্থ হল দক্ষিণে বিবর্তনের পথ তৈরী হচ্ছিল একটু একটু করে। আমরা দেখতে পাই দাসত্বের অবসানের পরেও খামারের কাজে কৃষি জমির পরিমাণ কমেছে, যদিও তার হার খুব কম এবং তাও একটানা নয়।

মিঃ হিমারের বক্তব্য হল যে দক্ষিণে 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারেরাই খামার জমির পরিসর বাড়াচ্ছে ক্রমাগত, আর পুঁজিবাদ কৃষিক্ষেত্র ছেড়ে মূলধন বিনিয়োগের জন্য বেছে নিয়েছে অন্যান্য পথ…দক্ষিণ আটলান্টিক রাজ্যসমূহে তাই কৃষি ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ ক্রমশঃ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ছে।……'

এটা এমন একট সিদ্ধান্ত যার সংগে সামঞ্জস্য রয়েছে কেবল আমাদের নারোদনিকদের মতবাদের সংগে যারা বলে 'পুঁজিবাদের বিশৃংখলার' কারণ হল ১৮৬১ সালের রাশিয়ায় জমিদারদের শ্রমদান ব্যবস্থায় বেগার প্রথা পরিহার করার। (আধা-বেগারী!) দাস-কর্মচারীদের পার্থক্যকেই বলা হয়েছে 'পুঁজিবাদের বিচ্ছিন্নতা'। গত দিনের দাস-মালিকদের কুক্ষিগত অনুর্বর জমি নিগ্রোদের ছোট ছোট ব্যক্তিগত খামারে পরিবর্তনকেই, যার অর্ধেকই আবার ভাগ-চাষীদের অন্তর্গত, (একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই ভাগ-চাষ ব্যবস্থা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে, এক লোক-গণনা থেকে আর এক লোক-গণনার মধ্যে!) তাকেই বলা হচ্ছে 'পুঁজিবাদের অসংবদ্ধতা।' অর্থনীতির মৌল সিদ্ধান্তের অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা এর চেয়ে আর বেশি হতে পারে না!

১৯১০ সালের লোক-গণনার দ্বাদশ অধ্যায়ে দক্ষিণাঞ্চলের 'বাগিচা'র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে, এই সব তথ্য পুরনো ক্রীতদাস অবস্থার

সময়ের নয়, এটা আমাদেরই হাল আমলের। মোট ৩৯,০৭৩টি বাগিচার মধ্যে ৩৯০৭৩টি 'জমিদারি খামার' আর ৩৯৮,৯০৫টি ভাড়া করা শ্রমিকদের খামার, বা দশজন ভাড়া করা শ্রমিক প্রতি গড়ে একজন করে জমিদার, বা 'প্রভু', বাগিচা প্রতি গড়ে ৭২৪ একর করে জমি যার মধ্যে কেবল ৪০৫ একর জমি উর্বর আর ৩০০ একরেরও বেশি অনুর্বর। নিশ্চয়ই পুরনো দাস মালিকদের জন্য নেহাত কম জমি নয়, যা থেকে তারা তাদের শোষণের পরিকল্পনা বেশ ভাল ভাবেই করতে পারে……।

সাধারণ বাগিচার জমি বণ্টন করা হয়েছে এই ভাবে:—'জমিদারী' খামার—৩৩১ একর, যার ৮৭ একরই উর্বর। 'ভাড়াটে' খামার—অর্থাৎ নিগ্রো ভাগচাষীদের এক অংশ যারা তখনও তাদের প্রভুর সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং চোখের সামনে কাজ করে, এদের জন্য গড়ে ৩৮ একর, যার ৩১ একর উর্বর জমি।

যখনই জনসংখ্যা বাড়তে থাকে আর সংগে সংগে বাড়ে তুলা চাষের চাহিদা, তখনই দক্ষিণাঞ্চলের প্রাক্তন দাস-মালিকেরা তাদের বিশাল সম্পত্তি ভাগ ভাগ করে ফেলে, এর ফলে তাদের জমির ৯ দশমাংশই—যার অধিকাংশই আবার অনুর্বর, তা বিক্রি করে দেয় নিগ্রোদের কাছে বা তাদের সংগে আধা-আধি বখরার চুক্তি করে দীর্ঘমেয়াদের। (১৯০০ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে যে সব চাষীদের নিজেদের জমি ছিল তাদের সংখ্যা বেড়েছে ১,২৩৭,০০০ থেকে ১,৩২৯,০০০; অর্থাৎ শতকরা ৭'৫ জন আর সেই তুলনায় ভাগ-চাষীদের সংখ্যা বেড়েছে ৭৭২,০০০ থেকে ১,০২১,০০০, অর্থাৎ ৩২'২ শতাংশ)। এর পরেও একজন অর্থনীতিবিদ একে বলছেন 'পুঁজিবাদের অসংবদ্ধতা!……'

আমি ১০০০ একর বা তারও বেশি জমি নিয়ে তৈরী খামারকেই বৃহৎ খামার বলছি। ১৯১০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের খামারের অনুপাত ছিল ০'৮ শতাংশ (৫০'১৩৫ খামার) এরপর তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৭'১ মিলিয়ন একর জমি অর্থাৎ মোট জমির ১৯ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি বৃহৎ খামারে গড়ে জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩.৩৩২ একর। এই বৃহৎ খামারের মাত্র ১৮'৭ শতাংশ জমিই উর্বর, যদিও সমগ্র জমির ৫৪'৪ শতাংশই উর্বর রয়েছে আমেরিকায়। পুঁজিবাদী উত্তরাঞ্চলে এই ধরনের বৃহৎ খামারের পরিমাণ সবচেয়ে কম। সমগ্র জমির মধ্যে ৬'৯ শতাংশ এই ধরনের খামার জমির মধ্যে মাত্র ০'৫ শতাংশ জমি আছে বৃহৎ খামারে, যার আবার ৪১'১ শতাংশই উর্বর। পশ্চিমাঞ্চলে এই ধরনের বৃহৎ খামারের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। সেখানে মোট জমির পরিমাণ ৪৮'৩ শতাংশ, খামারের পরিমাণ ৩'৯ শতাংশ। এর আবার ৩২'৩ শতাংশ জমিই উর্বর। কিন্তু প্রাক্তন দাস-মালিকদের দক্ষিণাঞ্চলে বৃহৎ খামারের অনুর্বর জমির অনুপাত ছিল সর্বাধিক, মোট খামারের ০'৭ শতাংশ হল বৃহৎ খামার যার জমির পরিমাণ মোট জমির ২৩'৯

শতাংশ, তাহলেও সেখানে *মাত্র শতকরা ৮'৫ ভাগ জমি উর্বর!* ঘটনাক্রমে, এই সব বিস্তারিত-তথ্যের দ্বারা, এসব তত্ত্বের কোন ভিত্তিই নেই যে পুঁজিবাদের বৈশিষ্টাই হল বৃহৎ খামার, দেশ আর অঞ্চল ভেদে তার পর্যালোচনা করা ছাড়া।

১৯০০ থেকে ১৯১০ সাল এই বছরে বৃহৎ খামারের মোট জমির পরিমাণ, কেবল বৃহৎ খামারের ক্ষেত্রেই কমে গেছে। এই হ্রাসের হার বেশ বেশি পরিমাণেই, ১৯৭'৮ মিলিয়ন থেকে ১৬৭'১ মিলিয়ন একরে, অর্থাৎ ৩০'৭ মিলিয়ন একর। দক্ষিণে এই হ্রাসের পরিমাণ ৩১'৮ মিলিয়ন একর (উত্তরে জমির পরিমাণ বেড়েছে ২'৩ মিলিয়ন একর আর পশ্চিমে কমেছে ১'২ মিলিয়ন একর)। ফলে দক্ষিণাঞ্চলে, আর কেবল দাস-মালিকানার দক্ষিণ অঞ্চলেই এই বৃহৎ খামার তার সামান্যতম উর্বর জমিতেও (৮'৫ শতাংশ) প্রকৃতই ভেঙে গেছে বিভিন্ন খামারের মধ্যে।

অর্থনৈতিক রূপরেখা পরিবর্তনের পর্যালোচনা করে একটাই অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তে আসা যায়, তাহল দাস-মালিকানার বৃহৎখামার যার নয় দশমাংশই অনুর্বর জমি, তার ছোট ছোট *ব্যবসায়িক* কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর। এ কেবল ব্যবসায়িক কৃষিক্ষেত্রেই রূপান্তর, পারিবারিক শ্রমিকদ্বারা চালিত কৃষি খামারে পরিবর্তন নয়, যাকে মিঃ হিমার ও অন্যান্য পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদেরা 'শ্রমিক' আখ্যা দিতে বেশি ভালবাসেন। 'পারিবারিক-শ্রমিক' কথার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অভিধানে কোন অর্থ নেই, এবং পরোক্ষভাবে তা ভুল ধারণারই সৃষ্টি করে। এর কোন অর্থই নেই, কারণ অর্থনীতির সামাজিক ব্যবস্থায় ছোট চাষী শ্রমিক কেবল দাস, বা পুঁজিবাদেই সম্ভব। 'পারিবারিক শ্রমিক' কথা নিছক একটা শব্দ সমষ্টিমাত্র, এটা এমন একটা শব্দ যা সম্পূর্ণ নতুন এক অর্থনৈতিক সামাজিক সংগঠনের মধ্যে 'বিভ্রান্তির'ই দ্যোতক। এটা এমন এক বিভ্রান্তি যার দ্বারা কেবল পুঁজিপতিরাই লাভবান হতে পারে। 'পারিবারিক শ্রমিক' শব্দটি ভুল ধারণার সৃষ্টি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে, কারণ এর ফলে মনে হয় যে এতে বুঝি ভাড়া-করা শ্রমিক নিয়োগ করা হয় না।

মিঃ হিমার, অন্যান্য পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের মত এই ভাড়া-করা শ্রমিক সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য উপেক্ষা করে গেছেন, যা ঠিক না কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের প্রভাব বিশ্লেষণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং যে সম্পর্কে ১৯০০ সালের লোকগণনার বিবরণীতেও পাওয়া যায় এমন কি ১৯১০ সালের রাষ্ট্রীয় প্রকাশন, "খামার-শস্য—সংক্ষিপ্তসার" যার উল্লেখ আছে, আর মিঃ হিমার নিজেই সেই পুস্তিকার উদাহরণ দিয়েছেন। (দ্রষ্টব্য, মিঃ হিমারের প্রবন্ধের ৪৯ নং পৃষ্ঠা)

দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যে দেখা যায় যে দক্ষিণে ক্ষুদ্রায়তন

কৃষি উৎপাদন প্রায় কিছুই নেই, বরং ব্যবসায়িক পণ্য রয়েছে অনেক। সেটা হল তুলা। দক্ষিণের মোট উৎপাদনের ২৯.৩ শতাংশই খাদ্যশস্য, পশুখাদ্য ৫.১ শতাংশ আর ৪২.৭ শতাংশ তুলা। ১৮৭০ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট পশমের উৎপাদন ১৬২ মিলিয়ন থেকে বেড়ে হয়েছে ৩২১ মিলিয়ন পাউণ্ড, অর্থাৎ দ্বিগুণ বেড়েছে, গম উৎপাদন বেড়েছে ২৩৬ মিলিয়ন বুশেল থেকে ৬৩৫ মিলিয়ন বুশেল অর্থাৎ তিনগুণের একটু কম. অন্যান্য শস্যের উৎপাদন ১০৯৪ মিলিয়ন থেকে ২৮৮৬ মিলিয়ন বুশেল—এটাও তিন গুণের কিছু কম আর তুলার পরিমাণ ৪,০০০,০০০ গাঁইটে (৫০০ পাউণ্ড—গাঁইট) থেকে বেড়ে ১২,০০০,০০০ গাঁইট, অর্থাৎ তিনগুণ। শস্যের উৎপাদন যা সেখানকার প্রধান বাণিজ্যিক ফসল তার উৎপাদনের হার অন্য জিনিসের চেয়ে অনেক দ্রুতহারে বেড়েছে অন্যান্য বাণিজ্যিক ফসলের চেয়ে। এ ছাড়াও দক্ষিণের মূল বিভাগে, অর্থাৎ দক্ষিণ অতলান্তিক অঞ্চলে আমাদের উৎপাদন বেড়েছে প্রচণ্ডভাবে (ভার্জিনিয়া অঞ্চলের মোট উৎপাদনের ১২.১ শতাংশ), তরিতরকারী (ডেলাওয়্যারা রাজ্যের ২০.১ শতাংশ, আর ফ্লোরিডা রাজ্যের ২৩.২ শতাংশ), ফল (ফ্লোরিডা রাজ্যের মোট উৎপাদনের ২১.৩ শতাংশ)। এইসব শস্যের বৈশিষ্ট্যই হল নিবিড় চাষ-ব্যবস্থার প্রসার, অর্থাৎ ছোট ছোট জমিতে বৃহদায়তনে চাষ-আবাদ আর বেশি পরিমাণে ভাড়া-করা শ্রমিক নিয়োগ।

ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগের ফলে যে উৎপাদন হয়, সেই সম্পর্কে আমি এখন বিস্তারিত আলোচনা করব। আমরা ধরে নিই যে দক্ষিণেও ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ বাড়ছে ক্রমাগত, যদিও অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় তা অনেক পিছিয়ে,—কম ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, কারণ সেখানে ব্যাপকভাবে আধা-দাস ভাগ-চাষের ব্যবস্থা প্রচলিত বলে।

৫। কৃষির পুঁজিবাদী চরিত্র

কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের পরিমাণ মাপা হয় খামারের আয়তন বা খামারের সংখ্যা ও গুরুত্বের বিচারে। এইসব তথ্যের কিছু কিছু আমি পর্যালোচনা করেছি এবং পরে আবার এ নিয়ে আলোচনা করবো। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় করে বলতে পারা যায় যে এগুলো হল পরোক্ষ নির্দেশক, কারণ কত জমি আছে সেটা কোন মাপকাঠি নয়, বা কোন অবস্থাতেই কোন পথ নির্দেশ দেয় না, যে খামার প্রকৃতই *অর্থনৈতিক উদ্যোগের* ফলেই বৃদ্ধি পেয়েছে না তার পুঁজিবাদী কোন চরিত্র রয়েছে।

এই সম্পর্কে ভাড়াটে শ্রমিকদের সম্বন্ধে প্রদত্ত সব তথ্য অনেক বেশি দিক নির্দেশক বা প্রকৃত প্রমাণের স্বরূপ। সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি কৃষি গণনার বিবরণী, যেমন ১৯০২ সালের অস্ট্রিয়ার বা ১৯০৭ সালের জার্মানীর গণনা যা নিয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করবো, থেকে প্রমাণ হয় যে বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ বিশেষ করে ক্ষুদ্র খামার প্রকল্পে—সাধারণতঃ যা বিশ্বাস করা হয় তার চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে। এইসব তথ্য যেভাবে পাতি-বুর্জোয়াদের ছোট 'পরিবারের' খামার সম্পর্কিত ধারণাকে বাতিল করে, অন্য কোন কিছুই তেমন নিশ্চিত ও পরিষ্কারভাবে করে না।

আমেরিকার পরিসংখ্যানবিদেরা এই সম্পর্কে ব্যাপক বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছে, তারা প্রতিটি কৃষকের ব্যক্তিগত তথ্য সংকলনের সময় তাদের জিজ্ঞাসা করেছে যে তারা ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য কিছু খরচ করেছে কি না, করে থাকলে তার পরিমাণ কত। ইউরোপীয় পরিসংখ্যানের মতে—যেহেতু এই দুটি দেশেরই উল্লেখ করা হয়েছে—আমেরিকার পরিসংখ্যানে প্রতি কৃষক কতজন করে ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ করেছে তার উল্লেখ নেই, যদিও তা খুব সহজেই বের করা যেত এবং এই তথ্যের বৈজ্ঞানিকমূল্য এবং ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ জানা থাকলে খুবই সুবিধা হত। কিন্তু সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হল যে ১৯১০ সালের লোক গণনার হিসাবে এই উৎপাদন সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য নেই, যা ১৯০০ সালের লোকগণনার-হিসাবের চেয়েও খারাপ ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯১০ সালে সমস্ত খামারই একর প্রতি জমির হিসাবে এক সঙ্গে ভাগ করেছে (যেমন করা হয়েছে ১৯০০ সালে) কিন্তু এতে এইসব দলের মধ্যে মোট ভাড়াটে শ্রমিকের বিনিয়োগের কোন তথ্য নেই। এর ফলে ছোট বা বড় খামার-গুলোতে কি পরিমাণ ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে তার তুলনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এই লোক গণনার হিসাব কেবল পাওয়া যায় বিভিন্ন রাজ্য ও বিভাগের গড়ে ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগের হিসাব, অর্থাৎ পুঁজিবাদী ও অ-পুঁজিবাদী খামারগুলোর সংখ্যা একত্রে হিসাব করে দেখানো হয়েছে।

১৯০০ সালের তথ্য নিয়ে পরে আমি আরও বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইতিমধ্যে এখানে ১৯১০ সালের কয়েকটি তথ্য নিয়ে আলোচনা করি। প্রকৃতপক্ষে এদের সঙ্গে ১৮৯৯ এবং ১৯০৯ সালের তথ্যেরই বেশি সম্পর্ক রয়েছে।

অঞ্চল	খামারে নিয়োজিত ভাড়াটে শ্রমিকের ভগ্নাংশ (১৯০৯)	ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য ব্যয়-বৃদ্ধি ১৮৯৯-১৯০৯ (শতকরা হিসাবে)	ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য একর প্রতি উন্নত জমিতে ব্যয় (ডলারের হিসাবে) ১৯০৯	১৮৯৯
উত্তরাঞ্চল	৫৫'১	+৭০'৮	১'২৬	০'৮২
দক্ষিণাঞ্চল	৩৬'৬	+৮৭'১	১'০৭	০ ৬৯
পশ্চিমাঞ্চল	৫২'৫	+১১৯'0	৩'২৫	২'0৭
সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৪৫'৯	+৮২'৩	১'৩৬	০'৮৬

উপরোক্ত হিসাব থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল উত্তরেই কৃষিকার্য সর্বাধিক পুঁজিবাদী প্রভাবিত (৫৫'১ শতাংশ খামারেই নিয়োজিত হয় ভাড়াটে শ্রমিক) এরপর পশ্চিমাঞ্চলের স্থান (৫২'৫ শতাংশ) এবং সবশেষে দক্ষিণাঞ্চলের স্থান (৩৬'৬ শতাংশ)। ঠিক এই রকম অবস্থাই হওয়া উচিত সেইসব অঞ্চলে যখন কোন ঘনবসতিপূর্ণ শিল্প নগরীর সংগে তুলনা করা হয় কোন সদা উপনিবেশ গড়ে ওঠা এবং যেখানে এখনও চলে ভাগচাষের ব্যবস্থা। একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে এক অঞ্চলের সংগে আর এক অঞ্চলের তুলনা করতে খামারে নিয়োজিত ভাড়াটে শ্রমিকের হিসাব উর্বর জমিতে একর প্রতি ভাড়াটে শ্রমিকের জন্য ব্যয়ের পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি সঠিক। পরবর্তী পর্যায়ের তথ্য সংকলনে বেতন কাঠামো একই স্তরে থাকা প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খামারে কৃষি শ্রমিকদের বেতন কাঠামো সম্পর্কে সকল তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু অঞ্চল বিশেষের পারম্পরিক পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় না যে সকল অঞ্চলের বেতন কাঠামো একই স্তরের।

এইভাবে দেখা যায় যে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে—যে দুই অঞ্চলে একত্রে রয়েছে দুই তৃতীয়াংশ উর্বর জমি আর দুই তৃতীয়াংশ খাদ্যশস্য, সব মিলিয়ে *অর্ধেকেরও বেশী পরিমাণ* জমি ও উৎপাদন সম্পন্ন অঞ্চলের চাষীরা ভাড়াটে শ্রমিকদের সাহায্য ছাড়া কাজ সামলাতে পারে না। দক্ষিণাঞ্চলে ভাড়াটে শ্রমিক অনুপাতে কম, কারণ এখনও সেখানে ভাগ চাষের মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক (অর্থাৎ আধা-দাস মালিকানা) পন্থায় শ্রমিক শোষণ বেশ জোরদার। এতে কোন সন্দেহ নেই যে আমেরিকায়, অন্য সব পুঁজিবাদী দেশের মতই অসুবিধায় পড়ে কৃষকদের একাংশ তাদের শ্রম-ক্ষমতা বিক্রী করে দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমেরিকার পরিসংখ্যানবিদেরা এই সব তথ্যের কোন হদিশ দেন নি,

অন্যদিকে ১৯০৭ সালে সংকলিত জার্মান পরিসংখ্যানবিদেরা এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। জার্মান পরিসংখ্যান অনুযায়ী সেখানে ১,৯৪০,৮৬৭ জন অর্থাৎ মোট ৫,৭৩৬ ০৮২ জন খামার মালিকের শতকরা ৩০জনেরও বেশি তাদের প্রধান জীবিকা হিসাবে নিজেদের শ্রম বিক্রী করে। আরও নিশ্চিত হ'য়ে বলা যে এই বিশাল খামার শ্রমিক এবং দিন-মজুরদের একখণ্ড জমি থাকলেও তারা গরীব চাষীদের মধ্যেই পড়ে।

ধরে নেওয়া যাক, যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে সবচেয়ে ক্ষুদ্র খামার (তিন একর জমির কম) নথিভুক্ত করার প্রয়োজন নেই, তাদের মধ্যে মাত্র দশ শতাংশ তাদের শ্রম বিক্রী করে। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে *এক তৃতীয়াংশেরও* বেশি চাষী সরাসরি শোষিত হয় জমিদার ও পুঁজিপতিদের দ্বারা (২৪ শতাংশ শোষিত হয় ভাগ-চাষীরা আধা-সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় এবং আর দশ শতাংশকে শোষণ করে পুঁজিপতিরা, সর্বসাকুল্যে শতকরা ৩৪ জন)। অর্থাৎ মোট শ্রমিকের এক সংখ্যালঘু অংশ, খুব জোর *এক পঞ্চমাংশ* বা *এক চতুর্থাংশ* কোন রকম শ্রমিক ভাড়া করে না, বা নিজেদের ভাড়া দেয় না বা নিজেদের কোনরকম ঋণের জালে জড়ায় না।

এই হল 'আদর্শ' উন্নত' পুঁজিবাদী দেশ যেখানে লক্ষ লক্ষ একর জমি বিতরণ করা হয় বিনামূল্যে, সেখানকার প্রকৃত অবস্থা। এখানেও বিখ্যাত অ-পুঁজিবাদী, ক্ষুদ্র পারিবারিক চাষাবাদের ধারণা প্রচণ্ড বলেই প্রতিপন্ন হয়।

আমেরিকার কৃষিতে কতজন ভাড়াটে শ্রমিক নিযোজিত? তাদের সংখ্যা কি মোট চাষী আর গ্রামীণ জনসংখ্যার তুলনায় বাড়ছে না কমছে?

এটা দুঃখজনক যে আমেরিকার পরিসংখ্যানে এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কোন সরাসরি জবাব নেই। আমরা তাহলে একটা আনুমানিক উত্তরের সন্ধান করি।

প্রথমে আমরা একটা আনুমানিক উত্তর পেতে পারি জীবিকার ভিত্তিতে মোট উৎপাদনের হিসাব থেকে (লোকগণনা পরিসংখ্যানের ৪র্থ খণ্ড) এই তথ্য অবশ্য আমেরিকার 'কৃতিত্ব' হিসাবে ধরা যায়। এই তথ্য সংকলিত হয়েছে অত্যন্ত দায়সারা ভাবে, গতানুগতিক পদ্ধতিতে, একেবারে যান্ত্রিক উপায়ে, যার ফলে এতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মর্যাদা সম্পর্কে কোন খবরই পাওয়া যায় না অর্থাৎ কৃষক, পারিবারিক শ্রমিক ও ভাড়াটে শ্রমিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিন্যাসের পরিবর্তে, সংকলকরা কতকগুলো 'সাধারণ' প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করছে, আর চাষী পরিবারের সদস্য আর ভাড়াটে শ্রমিকদের আলাদা করে না দেখিয়ে সবগুলোকে খামার-শ্রমিক শিরোনামে আনা হয়েছে। যদিও

আমরা জানি এই বিশেষ প্রশ্নে গোলমাল কেবল আমেরিকার পরিসংখ্যানেই নেই।

১৯১০ সালের লোকগণনায় এই গণ্ডগোল মেটানোর চেষ্টা হয়েছে, নিশ্চিত ভুল সংশোধনের চেষ্টায় দেশজ খামারে পারিবারিক শ্রমিকদের থেকে ভাড়াটে শ্রমিকদের একটা অংশকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। বহুবিধ হিসাব নিকাশের মাধ্যমে সংখ্যাতত্ত্ববিদেরা কত লোক কৃষিকাজে নিয়োজিত রয়েছে তা সংশোধনের প্রয়াসী হয়েছেন, যার ফলে এর পরিমাণ কমে গেছে ৪৬৮,১০০ জন (খণ্ড ৪, পৃঃ ২৭)। মহিলা শ্রমিকদের পরিমাণ ১৯০০ সালে ছিল ২২০,০৪৮, আর ১৯১০ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩৭,৫২২ জন। (অর্থাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৫৩ জন)। ১৯১০ সালে পুরুষের সংখ্যা ছিল ২,২৯৯,৪৪৮ জন। ১৯০০ সাল থেকে ১৯১০ সালে যদি ধরে নেওয়া যায় যে তখন মোট কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিক আর ভাড়াটে শ্রমিকের অনুপাত একই ছিল, তাহলে ১৯০০ সালে পুরুষ শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ১,৭৯৮,১৬৫। তাহলে আমরা নিম্নরূপ চিত্র পাই :

	১৯০০	১৯১০	বৃদ্ধি (শতকরা হিসাবে)
কৃষিকাজে মোট নিয়োজিত :	১০,৩৮১,৭৬৫	১২,০৯৯,৮২৫	+ ১৬
মোট কৃষকের পরিমাণ :	৫,৬৭৪,৮৭৫	৫,৯৮১,৫২২	+ ৫
মোট ভাড়াটে শ্রমিক :	২,০১৮,২১৩	২,৫৬৬,৯৬৬	+ ২৭

অর্থাৎ, ভাড়াটে শ্রমিকের শতকরা বৃদ্ধির হার কৃষকের বৃদ্ধির হারের চেয়ে পাঁচগুণেরও বেশি। (২৭ শতাংশ আর ৫ শতাংশ) গ্রাম জীবনে কৃষকের মোট পরিমাণও হ্রাস পেয়েছে; আর ভাড়াটে শ্রমিকের অনুপাত বেড়েছে। মোট কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ব্যক্তিগত কৃষিখামারের পরিমাণও কমেছে। আর পরাশ্রয়জীবী, ভাড়াটে শোষিত শ্রেণীর পরিমাণ বেড়েছে।

১৯০৭ সালে জার্মানীতে খামারে নিয়োজিত মোট ১৫ মিলিয়ন লোকের মধ্যে ভাড়াটে শ্রমিকের সংখ্যা ৪.৫ মিলিয়ন। অর্থাৎ ৩০ শতাংশ ছিল ভাড়াটে শ্রমিক। আর আমেরিকায়, উপরোক্ত হিসাবানুযায়ী মোট ১২ মিলিয়ন কৃষকের মধ্যে ২.৫ মিলিয়নই ভাড়াটে শ্রমিক, অর্থাৎ ২১ শতাংশ। হয়তো বিনামূল্যে জমি বিতরণ আর উচ্চহারে ভাগচাষীর জন্যই আমেরিকায় ভাড়া-শ্রমিকের পরিমাণ কম হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ ১৮৯৯ ও ১৯০৯ সালে ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ

পর্যালোচনা করলেও এর একথা উত্তর পাওয়া সম্ভব। এই একই সময়ে শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা ৪'৭ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ৬'৬ মিলিয়ন হয়েছে, অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ৪০ শতাংশ, আর তাদের বেতনের পরিমাণ বেড়েছে ২,০০৮ মিলিয়ন ডলার থেকে ৩,৪২৭ মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ ৭০ শতাংশ। (যদিও একথা মনে রাখা দরকার যে জীবনযাত্রার ব্যয়ের পরিমাণ এত বেড়েছে যে এই আয় সেই তুলনায় খুব কমই)

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য শতকরা ৮২ ভাগ ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় ভাড়াটে শ্রমিকের পরিমাণ বেড়েছে মাত্র ৪৮ শতাংশ। এই একই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা তিনটি প্রধান অঞ্চলের হিসাব নিলে দেখতে পাই :

১৯০০ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে শতকরা বৃদ্ধির হার

অঞ্চল	মোট গ্রামীণ জনসংখ্যা	মোট খামারের পরিমাণ	মোট ভাড়াটে শ্রমিকসংখ্যা
উত্তরাঞ্চল	+ ৩'৯	+ ০'৬	+৪০
দক্ষিণাঞ্চল	+১৪'৮	+ ১৮'২	+৫০
পশ্চিমাঞ্চল	+৪৯'৭	+৫৩'৭	+৬৬
সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	+১১'২	+১০'৯	+৪৮

উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে সারা দেশের গ্রামাঞ্চলের লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির তুলনায় তার কৃষকের পরিমাণ তাল মেলাতে পারছে না, অন্যদিকে ভাড়াটে শ্রমিকের বৃদ্ধির হার তার জনসংখ্যার তুলনায় বাড়ছে বহুগুণে। অন্যভাবে বলা যায়, স্বাধীন খামার পরিচালনার হার কমছে ; আর পরনির্ভর-শীল খামার শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে।

একথা মনে রাখা দরকার যে প্রথম হিসাবে ভাড়াটে শ্রমিকের বৃদ্ধির হারের সংগে (+২৭ শতাংশ) পরবর্তী হিসাবে বৃদ্ধির হারের (+৪৮ শতাংশ) যে বিরাট পার্থক্য দেখা গেছে তার কারণ প্রথম হিসাবে কেবল বৃত্তিগ্রস্ত কৃষি শ্রমিকদেরই হিসাব করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সর্বক্ষেত্রে ভাড়াটে শ্রমিকদের হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে, সময়ানুযায়ী শ্রমিকের প্রচণ্ড গুরুত্ব রয়েছে, তাই নিয়ম হল, যে কেবল কতজন নিয়মিত ও সময়-কালীন ভাড়াটে শ্রমিক কাজ করছে তারই হিসাব নেওয়া নয়, ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য মোট কত খরচ হয়েছে তার হিসাব যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করা।

যে কোন হিসাবেই হোক না কেন, উভয় হিসাবেই পরিষ্কার প্রতিপন্ন হবে যে আমেরিকার কৃষি পুঁজিবাদ-পরিচালিত, এবং দেশের গ্রামীণ জনসংখ্যার তুলনায় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে তার ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ।

৬। সবচেয়ে ব্যাপক কৃষি অঞ্চল

কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের প্রভাব সম্পর্কিত সরাসরি নির্দেশক সেই ভাড়াটে শ্রমিকদের সাধারণ হিসাব নেওয়ার পর আমরা কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের আরও প্রভাবের বিশ্লেষণ করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা করব এবার।

আমরা কেবল একটিমাত্র অঞ্চলের খুব সামান্যতম অংশের খামার প্রতি জমির গড় পরিমাণই হিসাব করেছি, বিশেষতঃ দক্ষিণাঞ্চলের, যেখানে বিশাল খামারের পরিচালনার ক্রমে ক্রমে উত্তরণ ঘটেছে ক্ষুদ্রায়তন বাবসায়িক খামারে। আরও একটা অঞ্চল রয়েছে যেখানে খামারের জমির গড় হার কমে যাচ্ছে—অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলের একটা অংশে, নিউ ইংল্যাণ্ড আর মধ্য অতলান্তিক রাজ্যে। এই অঞ্চলের একটু হিসাব দিচ্ছি নীচে :—

খামার প্রতি একরের হিসাবে জমি-
(উর্বর জমি)

		নিউ ইংল্যাণ্ড		মধ্য অতলান্তিক রাজ্য
১৮৫০	...	৬৬'৫	...	৭০'৮
১৮৬০	...	৬৬'৪	...	৭০'৩
১৮৭০	...	৬৬'৪	...	৬৯ ২
১৮৮০	...	৬৩'৪	...	৬৮'০
১৮৯০	...	৫৬'৫	...	৬৭'৪
১৯০০	...	৪২'৪	...	৬৩'৪
১৯১০	...	৩৮ ৪	...	৬২'৬

আমেরিকার যে কোন অঞ্চল থেকে নিউ ইংল্যাণ্ডের খামারের গড জমির পরিমাণ কম। দক্ষিণাঞ্চলের দুটি অংশে খামার প্রতি গড জমির পরিমাণ ৪২ এবং ৪৩ একর এবং তৃতীয়টিতে, অর্থাৎ পশ্চিম দক্ষিণ মধ্যাঞ্চলে যেখানে এখনও বাস্তুবাসীদের অস্তিত্ব বেড়ে চলেছে সেখানে এর পরিমাণ ৬১'৮ একর, বা মধ্য অতলান্তিক রাজ্যসমূহের সমান। নিউ ইংল্যাণ্ড এবং মধ্য অতলান্তিক রাজ্যসমূহে খামার প্রতি জমির পরিমাণ কমার কারণ, (মিঃ হিমারের মতে, পৃঃ ৬০) 'এখানে প্রাচীন সংস্কৃতি বিরাজিত ও অর্থনৈতিক প্রগতি বিদ্যমান,'

এখানে কোন বস্তিবাসীদের আস্তানা নেই যা থেকে মিঃ হিমারের মত বুর্জোয়া পুঁজিপতি অর্থনীতিবিদরা বলতে পারেন, 'পুঁজিবাদী কৃষি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে,' 'উৎপাদন ভেঙে পড়ছে ছোট ছোট সংস্থায়' 'এমন কোন জায়গা নেই যেখানে এখনও চলছে বৃত্তির প্রসার,' বা 'বৃহদায়তন পুঁজিবাদী কৃষির অবলুপ্তি ঘটছে এবং 'পারিবারিক কৃষি ক্ষেত্রের প্রসার ঘটছে।'

মিঃ হিমার এমন সব সিদ্ধান্তে এসেছেন, যা প্রকৃত সত্যের পরিপন্থী, কারণ তিনি সামান্যতম অবস্থার কথাও ভুলে গেছেন, যে, কৃষির ব্যাপক প্রসার! এটা অবিশ্বাস্য হলেও, এটা ঘটনা। এর একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা প্রয়োজন, কারণ অধিকাংশ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, বা প্রকৃতপক্ষে সকল বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদই যখন কৃষিক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন উৎপাদন নিয়ে পর্যালোচনা করে, তখন এই সামান্য 'তুচ্ছ' ঘটনাকে উপেক্ষা করে, যদিও 'তত্ত্বের' দিক দিয়ে তারা সকলেই কৃষির ব্যাপকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল! 'ছোট পারিবারিক খামার-এর প্রশ্নে এটা বাস্তবিকই বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের (নারোদনিক আর সুবিধাবাদীদেরও) একটা মিথ্যা চালাকির অস্ত্র, যে 'তুচ্ছ' ঘটনার কথা তারা ভুলে যায় তাহল, 'কৃষির কারিগরী বিশেষত্বের ফলে খামারের উন্নত একর প্রতি জমির পরিমাণ হ্রাসের দিকে ঝোঁকে এবং একই সময়ে তা অর্থনৈতিক সংস্থা হিসাবে পরিগণিত হয়, ফলে তার *উৎপাদন* বাড়ে এবং আরও *পুঁজিবাদী* প্রচেষ্টায় পরিণত করে।

দেখা যাক, কৃষি প্রক্রিয়ায় কোন মূলত পার্থক্য আছে কি না। একদিকে নিউ ইংল্যাণ্ড ও মধ্য অতলান্তিক রাজ্যের কৃষির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাপকতার সংগে অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলের বাকী অংশের এবং দেশের অন্যান্য অংশের পার্থক্য তুলনা করে দেখা যাক।

নীচের চিত্রটিতে উৎপাদিত ফসলের পার্থক্য দেখা যাবে:

অঞ্চল	শস্য উৎপাদনের শতকরা হিসাবে মূল্য (১৯১০)		
	খাদ্যশস্য	পশুখাদ্য	ফলমূলাদি, শাকসব্জী এবং অন্যান্য ফসল
নিউ ইংল্যাণ্ড···	৭.৬	৪১.৯	৩৩.৫
মধ্য অতলান্তিক···	২৯.৬	৩১.৪	৩১.৮
পূর্ব উত্তর মধ্যাঞ্চল···	৬৫.৪	১৬.৫	১১.০
পশ্চিম উত্তর মধ্যাঞ্চল···	৭৫.৪	১৪.৬	৫.৯

কৃষি প্রক্রিয়ার পার্থক্য একটা মৌলিক অবস্থা। প্রথম দুটি অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থা অত্যন্ত নিবিড়, কিন্তু অন্য দুই অংশে তা ব্যাপক। শেষোক্ত অঞ্চল

খাদ্যশস্যই সমগ্র উৎপাদনের অধিককাংশ অংশ, পূর্বোক্ত অংশে তা কেবল সামান্য অংশই নয়, প্রকৃতপক্ষে অপ্রয়োজনীয় অংশ মাত্র, (৭'৬ শতাংশ), অন্য-দিকে বিশেষ বাণিজ্যিক ফসল (তরিতরকারী, ফলমূলাদি) মোট উৎপাদনের একবিরাট অংশ। ব্যাপক কৃষি প্রসারই নিবিড় চাষের পথ বাতলায়। গবাদি পশু খাদ্যের চাষ বিস্তৃত হয়েছে, নিউ ইংল্যাণ্ডের ৩'৮. মিলিয়ন একর তৃণাচ্ছাদিত অঞ্চলের ৩'৩ মিলিয়ন একরই চাষযোগ্য গবাদি পশুখাদ্য ভূমি। মধ্য অতলান্তিক অঞ্চলে এর অনুপাত যথাক্রমে ৮'৫ ও ৭'৯ মিলিয়ন একর। এর বিপরীত চিত্র দেখা যায় পশ্চিম-উত্তর মধ্যাঞ্চলে; সেখানে তৃণাচ্ছাদিত মোট জমির পরিমাণ ২৭'৪ মিলিয়ন একর আর চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ ১৪'৫ মিলিয়ন একর, অর্থাৎ বেশির ভাগ জমিই অনুর্বর তৃণাচ্ছাদিত।

নিবিড় চাষযোগ্য অঞ্চলে উৎপাদন তুলনামূলক ভাবে বেশি :

অঞ্চল	একর প্রতি উৎপাদন (বুশেলের হিসাবে)			
	শস্য		গম	
	১৯০৯	১৮৯৯	১৯০৯	১৮৯৯
নিউ ইংল্যাণ্ড···	৪৫'২	৩৯'৪	২৩'৫	১৮'০
মধ্য অতলান্তিক	৩২'২	৩৪'০	১৮'৬	১৪'৯
পূর্ব উত্তর মধ্যাঞ্চল	৩৮'৬	৩৮'৩	১৭'২	১২'৯
পশ্চিম উত্তর মধ্যাঞ্চল	২৭'৭	৩১'৪	১৪'৮	১২'২

বাণিজ্যিক পশুখাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য, যা এই অঞ্চলসমূহের উচ্চ ফলনশীল উৎপাদনের অংগ :

অঞ্চল	খামার প্রতি দুগ্ধবতী গাভী (১৯০০)	গাভী প্রতি গড় দুধ উৎপাদন (গ্যালনের হিসাবে) ১৯০৯	১৮৯৯
নিউ ইংল্যাণ্ড···	৫'৮	৪৭৬	৫৪৮
মধ্য অতলান্তিক···	৬'১	৪৯০	৫১৪
পূর্ব উত্তর মধ্যাঞ্চল···	৪'০	৪১০	৪৮৭
পশ্চিম উত্তর মধ্যাঞ্চল···	৪'৯	৩২৫	৩৭১
দক্ষিণাঞ্চল (৩ অঞ্চল একত্রে)	১'৯-৩'১	২৩২-২৮৬	২৯০-৩৯৫
পশ্চিমাঞ্চল (২ অঞ্চল একত্রে)	৪'৭-৫'১	৩৩৯-৪৭৫	৩৩৪-৪৭০
সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩'৮	৩৬২	৪২৪

এই চিত্র থেকে দেখা যায় যে 'নিবিড়' চাষ অঞ্চলে অন্য সব অঞ্চল থেকে দুগ্ধশালার প্রকল্প অনেক বেশি ব্যাপক। সবচেয়ে ছোট (উন্নত একর প্রতি জমির হিসাবে) খামারেই রয়েছে সবচেয়ে বড় দুগ্ধ প্রকল্প। এই ঘটনার একটা বিরাট গুরুত্ব রয়েছে, কারণ, সকলেই জানেন যে দুগ্ধ প্রকল্প সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করে শহরতলী অঞ্চলে আর অত্যন্ত শিল্পোন্নত দেশে (অঞ্চলে)। ডেনমার্ক, জার্মানী ও সুইজারল্যাণ্ডের যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, যা নিয়ে অন্যত্র* আলোচনা করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে দুগ্ধবতী গবাদি পশুর উপর *ক্রমাগত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।*

আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে গবাদি পশুখাদ্য 'নিবিড়' চাষযোগ্য এলাকায় মোট শস্য উৎপাদনের এক বিরাট অংশ, সেই কারণে সেই সব অংশে ক্রীত পশুখাদ্যের ভিত্তিতে গবাদী পশুখাদ্যের চাষাবাদ অতি দ্রুত বেড়ে ওঠে। নীচে ১৯০৯ সালের সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

অঞ্চল	পশুখাদ্য বিক্রয় থেকে আয়	পশুখাদ্যে নিয়োজিত মূলধন	ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ
	(০০০,০০০ ডলারের হিসাবে).		
নিউ ইংলাণ্ড	+ ৪'৩	—৩৪'৬	—৩০'৩
মধ্য অতলান্তিক···	+২১'৬	—৫৪'৭	—৩৩'১
পূর্ব উত্তর মধ্যাঞ্চল	+ ১৯৫'৬	—৪০'৬	+ ১৫৫'০
পশ্চিম উত্তর মধ্যাঞ্চল	+ ১৭৪'৪	—৭৬'২	+ ৯৮'২

উত্তরের ব্যাপক চাষাবাদ অঞ্চল পশুখাদ্য বিক্রয় করে। আর নিবিড় চাষাবাদ অঞ্চল তা কেনে। এটা পরিষ্কার যে যদি বৃহদায়তনে খাদ্যশস্য ক্রয় করা হয় তাহলে খুব অল্প পরিমাণ জমিতেই পুঁজিবাদী ধাঁচে উৎপাদন করা সম্ভব।

দুই নিবিড় চাষাবাদ অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করা যাক। উত্তরের নিউ ইংলাণ্ড ও মধ্য অতলান্তিক রাজ্য এবং উত্তরের খুব ব্যাপক কৃষি অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিম উত্তর মধ্যাঞ্চল—এই দুই ভাগের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

* দ্রষ্টব্য: ভি. আই. লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ৫, পৃঃ ২০৫-২২ এবং খণ্ড ১৩, পৃঃ ১৬৯-২১৬।

অঞ্চল	উর্বর জমি (লক্ষ একর)	গবাদি পশুর মূল্য (লক্ষ ডলারের)	খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় থেকে আয় (লক্ষ ডলার)	খাদ্যদ্রব্যের জন্য বিনিয়োগ (লক্ষ ডলার)
নিউ ইংল্যাণ্ড+মধ্য অতলান্তিক	৩৬'৫	৪৪৭	২৬	৮৯
পশ্চিম উত্তর মধ্যাঞ্চল	১৬৪'৩	১৫৫২	১৭৪	৭৬

দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাপক কৃষি ক্ষেত্রের তুলনায় (১৫৫২ : ১৬৪ = ৯ ডলার) নিবিড় কৃষি অঞ্চলে একর প্রতি গবাদি পশুর পালনের হার বেশি (৪৪৭ : ৩৬ = ১২ ডলার, একর প্রতি) জমির পরিমাণ হিসাবে গবাদি পশুর জন্য ব্যয়ের পরিমাণও বাড়ে। আর নিবিড় কৃষি অঞ্চলে একর প্রতি মোট আয়ের পরিমাণও বেশি (ক্রয়+বিক্রয় মিলে) (২৬+৮৯ = ১১৫ মিলিয়ন ডলার— ৩৬ মিলিয়ন একর জমির জন্য), ব্যাপক কৃষি অঞ্চলের চেয়ে (১৭৪+৭৬ = ১৬৪ মিলিয়ন একর জমির জন্য ২৫০ মিলিয়ন ডলার) নিবিড চাষাবাদ অঞ্চলের কৃষি ব্যাপক কৃষি অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত।

কৃষিতে সারের জন্য ব্যয় এবং নিয়োজিত যন্ত্রপাতির পরিমাণও নিবিড় কৃষি মূল্যায়নের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। নীচে তার একটা হিসাব দেওয়া হল :

	অঞ্চল	খামার প্রতি (শতাংশ) সারের জন্য ব্যয়	খামার প্রতি গড় ব্যয়		উর্বর জমির জন্য গড় ব্যয়	খামার প্রতি জমি
				১৯০৯	১৮৯৯	(১৯০৯)
উত্তরাঞ্চল	নিউ ইংল্যাণ্ড	৬০'৯	৮২	১'৩০	০'৫৩	৩৪'৪
	মধ্য অতলান্তিক	৫৭'১	৬৮	০'৬২	০'৩৭	৬২'৬
	পূর্ব উত্তর মধ্যাঞ্চল	১৯'৬	৩৭	০'০৯	০'০৭	৭৯'২
	পশ্চিম উত্তর মধ্যাঞ্চল	২'১	৪১	০'০১	০'০১	১৪৮'০
দক্ষিণাঞ্চল	দক্ষিণ অতলান্তিক	৬৯'২	৭৭	১'২৩	০'৪৯	৪৩'৬
	পূর্ব দক্ষিণ মধ্যাঞ্চল	৩৩'৮	৩৭	০'২৯	০'১৩	৪২'২
	পশ্চিম দক্ষিণ মধ্যাঞ্চল	৬'৪	৫৩	০'০৬	০'০৩	৬১'৮
পশ্চিমাঞ্চল	পার্বত্য অঞ্চল	১'৩	৬৭	০০'১	০০'১	৮৬'৮
	প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	৬'৪	১৮৯	৩'১০	০'০৫	১১৬'১
	সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৮'৭	৬৩	০'২৪	০'১৩	৭৫

উপরের তথ্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে উত্তরাঞ্চলের ব্যাপক কৃষি প্রধান অঞ্চলে খুব অল্প কয়েকটি খামারেই (২-১৯ শতাংশ) সার কিনে ব্যবহার করে আর খুব সামান্যই (০'০১-০'০৯ ডলার) ব্যয় হয় সারের জন্য, অন্যদিকে নিবিড় চাষ অঞ্চলের অধিকাংশ খামারই (৫৭-৬০ শতাংশ) ব্যবহার করে ক্রীত সার এবং সেখানে সারের জন্য খরচও বেশ বেশি। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, নিউ ইংল্যাণ্ডের কথা, যেখানে একর প্রতি সারের জন্য ব্যয় হয় ১'৩০ ডলার— যা অন্য সব অঞ্চলের চেয়ে *সর্বাধিক* (পুনরায় সেই একই অবস্থার কথা, যেখানে সবচেয়ে ছোট খামারে সর্বাধিক ব্যয় হয় সারের জন্য!), যা দক্ষিণের একটা অঞ্চলের মোট খরচকেও ছাড়িয়ে যায় (যেমন, দক্ষিণ অতলান্তিক) এটা মনে রাখা দরকার যে দক্ষিণে তুলা চাষের জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে জৈব সার, যে কৃষিতে আমরা দেখেছি যে নিগ্রো-ভাগচাষীরাই সর্বাধিক নিয়োজিত।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমরা দেখেছি যে সবচেয়ে কম সংখ্যক খামার (শতকরা ৬'৪ ভাগ) ব্যবহার করে সার, কিন্তু এখানে খামারের একর প্রতি জমির জন্য খরচ হয় সবচেয়ে বেশি (১৮৯ ডলার)—এই হিসাব অবশ্য— কেবল যেসব খামার সার ব্যবহার করে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এখানে আমরা খামারের ব্যয় বাহুল্যতা আর সংগে সংগে খামারের গড় জমির পরিমাণ হ্রাসে পুঁজিবাদের ভূমিকা বুঝতে পারি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে দুটি অঞ্চলে, ওয়াশিংটন এবং ওরেগাঁওতে সারের ব্যবহার খুবই নগণ্য—একর প্রতি মাত্র ০'০১ ডলার। কেবল তৃতীয় রাজ্য, অর্থাৎ কালিফোর্নিয়াতে সারের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বেশি, ১৮৯৯ সালে ছিল ০'০৮ ডলার এবং ১৯০৯ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ০'১৯ ডলার। এই রাজ্যে ফল উৎপাদন বিশেষ যত্নের সংগে করা হয়ে থাকে এবং পুঁজিবাদের ধাঁচে এর প্রসার ঘটে চলেছে প্রচণ্ড গতিতে, ১৯০৯ সালে সমগ্র শস্য উৎপাদনের মোট মূল্যের হিসাবে ফলের মূল্য ছিল ৩৩'১ শতাংশ, যার ১৮'৩ শতাংশ হল দানা শস্য এবং ২৭'৬ শতাংশ গবাদি পশুখাদ্য। ফল উৎপাদনকারী খামারের গড় জমির তুলনায় জমির পরিমাণ কম হলেও তার সার ব্যবহার ও ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগের খরচ অন্যান্য খামারের গড় ব্যয়ের চেয়ে অনেক বেশি। পরবর্তী এক সময় আমরা এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবো, যা কিনা পুঁজিবাদী দেশে নিবিড় কৃষিক্ষেত্রে এর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, অথচ পরিসংখ্যানবিদ ও অর্থনীতিবিদেরা বেশ অবজ্ঞার সংগেই বাদ দিয়েছেন এর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তথ্যের যোগান।

আমরা আবার ফিরে যাই উত্তরে 'নিবিড়' কৃষি অঞ্চলের কথায়। নিউ ইংল্যাণ্ডে কেবল সারের জন্যই ব্যয়ের হার সর্বাধিক নয় (১'৩০ ডলার—প্রতি একরে) এর খামার প্রতি জমির পরিমাণে আবার সর্বাপেক্ষা কম (৩৮'৪ একর)! এখানে সারের জন্য খরচের হার বাড়ছে প্রচণ্ড গতিতে। ১৮৯৯

সাল থেকে ১৯০৯ সাল—এই দশ বছরে একর প্রতি খরচের পরিমাণ বেড়েছে ০'৫৩ ডলার থেকে ১'৩০ ডলার ; অর্থাৎ আড়াই গুণ। ফলে এখানে নিবিড় কৃষিচাষ—উন্নত যন্ত্রপাতি ও উন্নত ধরনের কৃষি ব্যবস্থাও রূপায়িত হয়েছে অতি দ্রুত। এর একটা সঠিক তুলনামূলক চিত্র পেতে হলে আমরা উত্তরের সবচেয়ে নিবিড় কৃষি অঞ্চল যেমন নিউ ইংল্যাণ্ড আর পশ্চিম-উত্তর-মধ্যাঞ্চল —যেখানে সবচেয়ে বেশি ব্যাপক কৃষির প্রসার ঘটেছে তাদের পারস্পরিক তুলনা করবো। শেষোক্ত অঞ্চলের খামারে খুব সামান্যই সার ব্যবহৃত হয় (শতকরা ২'১ ভাগ খামার, আর একর প্রতি ব্যয় ০'০১ ডলার), আর আমেরিকার অন্য যে কোন অংশ থেকে এর খামার প্রতি একরের হিসাবে জমির পরিমাণ বেশি (১৪৮ একর), আর এই অবস্থাই বেড়ে চলেছে ক্রমাগত। আমেরিকার কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের ভূমিকা বোঝাতে এই বিশেষ অঞ্চলের হিসাবই নেওয়া হয়, আর মিঃ হিমারও এই অঞ্চলের হিসাব নিয়েছেন। যদিও আমি পরে বিস্তারিতভাবে দেখিয়ে দেব, যে এই হিসাব কত ভুল। এটা সম্ভবত প্রাথমিক, গ্রামীণ প্রথায় চাষাবাদের সংগে বর্তমান উন্নত ধরনের নিবিড় কৃষি প্রসারের তালগোল পাকিয়ে যাওয়াতেই ঘটেছে। নিউ ইংল্যাণ্ডের তুলনায় পশ্চিম উত্তর মধ্যাঞ্চলের খামারে একরের হিসাবে জমির পরিমাণ প্রায় চারগুণ, (১৪৮ একর, ৩৮'৪ এককের তুলনায়), কিন্তু জনপ্রতি সার ব্যবহারের পরিমাণ মাত্র অর্ধেক, (৮২ ডলারের স্থানে ৪২ ডলার)

সুতরাং এমন নজীরও আছে যে খামারের একরের হিসাবে জমির পরিমাণ প্রচুর *হ্রাস* পেলেও তার একর প্রতি সারের জন্য *ব্যয়* বেড়েছে প্রচণ্ড, অর্থাৎ একই সূত্র অনুযায়ী আমরা বলতে পারি জমির হিসাবে 'ছোট' খামার এক সময় বিনিয়োগের হিসেবে 'বৃহদায়তন' হয়ে উঠতে পারে। এটা কোন ব্যতিক্রম নয়, বরং ব্যাপক কৃষিক্ষেত্রকে নিবিড় কৃষিতে রূপান্তরিত করলেই তা হতে পারে। আর এই সূত্র *সকল* পুঁজিবাদী দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যার ফলে যখন কৃষির এই বিশেষতঃ মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করা হয়, তখনই দেখা যায় একগুচ্ছ ভুলে ভরা পরিসংখ্যান হাতে আসছে যাতে কেবল খামারে একরের হিসাবে জমির পরিমাণ দেখেই বিচার করা হয় যে সেখানে ক্ষুদ্রায়তন কৃষি ব্যবস্থার প্রসার ঘটেছে।

৭। কৃষিকার্যে যন্ত্রপাতি ও ভাড়াটে শ্রমিক

কৃষিকার্যে মূলধন বিনিয়োগের যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি এবার তা থেকে সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবো—যন্ত্রপাতি ও তার কার্যকারিতা। ইউরোপীয় সমস্ত কৃষি পরিসংখ্যানবিদেরাই অভ্রান্ত যুক্তি দেখিয়েছেন যে খামারের জমির পরিমাণ যত বেশি হবে, সে তত বেশি রকমের ও পরিমাণে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বৃহৎ খামারের প্রাধান্য থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই বিষয়েও অবশ্য আমেরিকার পরিসংখ্যানবিদেরা এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করে, তারা সরঞ্জাম, বা যন্ত্রপাতি কোনটারই আলাদা হিসাব না রেখে, এর জন্য মোট ব্যয়ের হিসাবটাই দিয়েছে। এই ধরনের তথ্য নিঃসন্দেহে প্রতিটি স্বতন্ত্র খামারের তুলনায় প্রকৃতপক্ষে সঠিক তথ্য দিতে পারে না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেশের এক অংশের সংগে অন্য অঞ্চলের পার্থক্য নির্ণয়ে কাজ দেয়—যদিও অন্য কোন তথ্যের হিসাবে পর্যালোচনা করলে তা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

নিম্নে অঞ্চলভেদে খামারে নিযুক্ত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির একটা হিসাব দেওয়া হল :

সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির মূল্য (১৯০৯)

অঞ্চল		খামার প্রতি জমি (ডলারের হিসাব)	সমস্ত জমির একর প্রতি ব্যয় (ডলার)
উত্তরাঞ্চল	নিউ ইংল্যাণ্ড	২৬৯	২'৫৮
	মধ্য অতলান্তিক	৩৫৮	৩'৮৮
	পূর্ব উত্তর মধ্যাঞ্চল	২৩৯	২'২৮
	পশ্চিম উত্তর মধ্যাঞ্চল	৩৩২	১'৫৯
দক্ষিণাঞ্চল (৩টি বিভাগ নিয়ে)		৭২-৮৮-১২৭	০'৭১-০'৯২-০'৯৫
পশ্চিমাঞ্চল (২টি বিভাগ নিয়ে)		২৬৯-৩৫০	০'৮৩-১'২৯
সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র		১৯৯	১'৪৪

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দিক দিয়ে পূর্বেকার দাস-প্রথা সমৃদ্ধ দক্ষিণ, যেখানে চলছে ভাগ-চাষী ব্যবস্থা, তারাই সবচেয়ে নীচে। আর সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের খরচের বিচারে এর তিনটি বিভাগের পরিমাণ হল

উত্তরের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ ও এক পঞ্চমাংশ। উত্তরাঞ্চল রয়েছে সবার আগে, আর বিশেষ করে আমেরিকার সবচেয়ে কৃষিভিত্তিক অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিম উত্তর মধ্যাঞ্চলেরও অনেক বেশি, যে অঞ্চলকে আজও সাধারণ পর্যবেক্ষকরা মনে করে পুঁজিবাদের পরম আদর্শ স্থান যেখানে কৃষি-ভিত্তিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশি।

এটা লক্ষণীয় যে আমেরিকার পরিসংখ্যানবিদদের পর্যালোচনায় যন্ত্রপাতির মূল্য এবং সংগে সংগে জমি, খাদ্যশস্য, বাড়ি ইত্যাদির মূল্য নিরূপণে *মোট* জমি প্রতি খরচের হিসাব করে, তারা উন্নত জমির একর প্রতি খরচের হিসাব করে না—যার ফলে উত্তরাকাশের ব্যাপক-*নিবিড়* চাষের জন্য তার প্রাধান্যের সঠিক মূল্যায়ণ হয় না, যা কি না কেবল একটা ভুল তথ্যেরই সমাবেশ ঘটায়। বিভিন্ন বিভাগে উন্নত জমির একর প্রতি হিসাবে পার্থক্য নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, পশ্চিমাঞ্চলে এই হার যেখানে পার্বত্য অঞ্চলে শতকরা ২৬·৭ ভাগ, সেখানে উত্তরাঞ্চলের পূর্ব উত্তর মধ্যাঞ্চলের হার শতকরা ৭৫·৪ ভাগ। অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানে উন্নত জমির হিসাবের গুরুত্ব মোট জমির হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি। নিউ ইংল্যাণ্ডে উন্নত জমির একর প্রতি হিসাব ও তার মোট পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে, বিশেষ করে ১৮৮০ সাল থেকে। এর একটা কারণ হয়তো পশ্চিমাঞ্চলে বিনামূল্যে জমি বিতরণ (জমির কর রেহাই, ভূসম্পত্তি কর রেহাই ইত্যাদি)। একই সংগে এই অঞ্চলে যন্ত্রপাতির ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক এবং একর প্রতি *উন্নত* জমিতে এর খরচও বেশ বেশি। ১৯১০ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় একর প্রতি ৭ ডলার অন্যদিকে মধ্য অতলান্তিক রাজ্য সমূহে এর পরিমাণ দাঁড়ায় একর প্রতি ৫½ ডলার এবং অন্যান্য অংশে এর পরিমাণ ২-৩ ডলারের বেশি নয়।

আবার জমির পরিমাণের হিসাবে সবচেয়ে ছোট খামারও জমিতে মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের খরচের হিসাবে কৃষিতে পুঁজিবাদের পরিমাণের হিসাবে তা *বৃহদায়তন* খামার রূপে পরিগণিত হতে পারে।

উত্তরাঞ্চলের অন্যতম *নিবিড়* চাষাবাদ অঞ্চল মধ্য-অতলান্তিকের সংগে উত্তরাঞ্চলের অন্যতম *ব্যাপক* চাষাবাদ অঞ্চল পশ্চিম উত্তর মধ্যাঞ্চলের তুলনা করলে দেখা যায় যে উর্বর জমির পরিমাণের হিসাবে প্রথমোক্ত অঞ্চলে দ্বিতীয় অঞ্চলের চেয়ে অর্ধেক পরিমাণ জমি রয়েছে, অর্থাৎ মধ্য-অতলান্তিক যেখানে উর্বর জমির পরিমাণ ৬২·৬ একর সেখানে পশ্চিম উত্তর মধ্যাঞ্চলে উন্নত জমির পরিমাণ ১৪৮ একর, যদিও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ব্যয় সেখানে বেশি, ৩৫৮ ডলার ব্যয় প্রথমোক্ত অঞ্চলের জায়গায় দ্বিতীয় অঞ্চলে এর পরিমাণ ৩৩২ ডলার। যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দিক দিয়ে ছোট খামারই বড় খামারের ভূমিকা গ্রহণ করে।

আমাদের এখন নিবিড় পদ্ধতির চাষাবাদের তথ্যের সংগে ভাড়াটে শ্রমিক

নিয়োগের তথ্যেরও তুলনা করতে হবে। আমি ইতিমধ্যে পঞ্চম অধ্যায়ে এক একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব দিয়েছি। আমরা এখন সেগুলির আরও বিস্তারিত পর্যালোচনা করবো :

	অঞ্চলসমূহ	১৯০৯ সালের খামারে ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগের শতকরা হিসাব।	ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য খামারের গড় বিনিয়োগ (ডলার)	উন্নত জমিতে শ্রমিক নিয়োগের গড় ব্যয় ১৯০৯		১৮৯৯ সাল থেকে ১৯০৯ সালে বিনিয়োগের বৃদ্ধি শতকরা হিসাবে
				১৯০৯—১৮৯৯		
উত্তর-অঞ্চল	নিউ ইংল্যাণ্ড	৬৬'০	২২৭	৪'৭৬	২'৫৫	+৮৬
	মধ্য অতলান্তিক	৬৫'৮	২৫৩	২'৬৬	১'৬৪	+৬২
	পূর্বোত্তর মধ্যাঞ্চল	৫২'৭	১৯৯	১'৬৩	০'৭৮	+৭১
	পশ্চিমোত্তর মধ্যাঞ্চল	৫১'০	২৪০	০'৮৩	০'৫৬	+৪৮
দক্ষিণ অঞ্চল	দক্ষিণ অতলান্তিক	৪২'০	১৪২	১'৩৭	০'৮০	+৭১
	পূর্ব-দক্ষিণ মধ্যাঞ্চল	৩১'৬	১০৭	০'৮০	০'৪৯	+৬৩
	পশ্চিম-দক্ষিণ মধ্যাঞ্চল	৩৫'৬	১৭৮	১'০৩	০'৭৫	+৩৭
পশ্চিম অঞ্চল	পার্বত্য অঞ্চল	৪৬ ৮	৫৪৭	২'৯৫	২'৪২	+২২
	প্রশান্ত মহাসাগরীয়	৫৮'০	৬৯৪	৩'৪৭	১'৯২	+৮০
	সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৪৫'৯	২২৩	১'৩৬	০'৮৬	+৫৮

উপরের চিত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে প্রথমতঃ উত্তরাঞ্চলের নিবিড় কৃষিকার্য অঞ্চলে কৃষিতে পুঁজিবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ব্যাপক কৃষি অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশী ; দ্বিতীয়তঃ নিবিড় কৃষিকার্য অঞ্চলে পুঁজিবাদের প্রসার ব্যাপক কৃষি অঞ্চল থেকে অনেক দ্রুততর, তৃতীয়তঃ নিউ ইংল্যাণ্ড সর্বাপেক্ষা ছোট খামার অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কৃষিতে পুঁজিবাদের প্রসার সর্বাপেক্ষা বেশি এবং এর অগ্রগতির হারও সর্বাপেক্ষা দ্রুত। সেখানে একর প্রতি উন্নত জমিতে ভাড়াটে শ্রমিকের জন্য ব্যয় বৃদ্ধির হার শতকরা ৮৬ ভাগ. এই হিসাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের স্থান দ্বিতীয়। ক্যালিফোর্নিয়া, যেখানে আমি আগেই বলেছি যে ক্ষুদ্রায়তন পুঁজিবাদের মাধ্যমে

ফল চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটছে, সেই অঞ্চলও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে।

সর্ববৃহৎ খামার জমি নিয়ে গড়া পশ্চিম-উত্তর-মধ্যাঞ্চল (১৯১০ সালে কেবল উন্নত জমির হিসাবে তার খামার প্রতি গড় জমির পরিমাণ ছিল ১৪৮ একর) এবং ১৮৫০ সাল থেকে সবচেয়ে দ্রুত অগ্রসরমান ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত খামার জমির পরিমাণ নিয়ে গড়া এই অঞ্চলকে আমেরিকার কৃষি-ক্ষেত্রে আদর্শ পুঁজিবাদী কৃষি ব্যবস্থা বলে ধরা হয়। আমরা অবশ্য দেখতে পাচ্ছি কতবড ভুল তথ্যের ভিত্তিতে এই ধারণা গড়ে উঠেছে। কি পরিমাণ ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে, নিঃসন্দেহে সেই তথ্য পুঁজিবাদের বিকাশলাভ পর্যালোচনা করতে সোজাসুজি ও সহজ নির্দেশক। এবং একথা জানা যায় যে, আমেরিকার 'শস্যাগার', অর্থাৎ 'গম উৎপাদনের প্রধান অঞ্চলসমূহ যেখানে বর্তমানে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, সেখানেও পুঁজিবাদ শিল্পাঞ্চল ও নিবিড় চাষাবাদ অঞ্চলের চেয়ে কম অগ্রসরমান, যেখানে কৃষির উন্নতি হলেই তা উন্নত জমির *বৃদ্ধি* বোঝায় না বরং জমিতে পুঁজিবাদের *ব্যাপক প্রসারের* কথাই বোঝায়, যা একত্রে জমির পারস্পরিক *হ্রাসই* সূচিত করে।

একথা সহজেই ধারণা করা যায় যে যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে 'অনুর্বর জমি' বা সাধারণভাবে অকর্ষিত পতিত জমির উন্নতি দ্রুতহারেই করা সম্ভব ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করেও। পশ্চিম উত্তর মধ্যাঞ্চলে ১৮৯৯ সালে একর প্রতি উন্নত জমিতে ভাড়াটে শ্রমিকের জন্য ব্যয় হত ০'৫৬ ডলার, আর ১৯০৯ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ০'৮৩ ডলার, অর্থাৎ মাত্র শতকরা ৪৮ ভাগ। নিউ ইংল্যাণ্ডে, যেখানে উন্নত জমির পরিমাণ না বেড়ে বরং কমেছে, আর খামারের গড় জমির পরিমাণ না বেড়ে বরং কমেছে সেখানে ভাড়াটে শ্রমিকের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ ১৮৯৯ সালে (২'৫৫ ডলার, একর প্রতি) এবং ১৯০৯ সালে (৪'৭৬ ডলার, একর প্রতি) কেবল খুব বেশি বাড়ছেই না, তার বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত বেশি (শতকরা ৮৬ ভাগ)

নিউ ইংল্যাণ্ডের খামারের গড় জমির পরিমাণ পশ্চিম উত্তর মধ্যাঞ্চলের খামারের তুলনায় এক চতুর্থাংশ, (৩৮'৪ একর ১৪৮ একরের তুলনায়), তা সত্ত্বেও এর ভাড়াটে শ্রমিকের জন্য ব্যয় বেশি, ২৪০ ডলারের জায়গায় ২৭৭ ডলার। ফলতঃ খামারের আয়তন কম হওয়ার ফলে সেখানে কৃষির ক্ষেত্রে ব্যয় হয় একটা বিরাট অংশ, আর তাই সেখানে পুঁজিবাদী ধরনের কৃষিকার্য গড়ে ওঠে, এর দ্বারা পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী উৎপাদনেরই সূচনা করে।

পশ্চিম উত্তর মধ্যাঞ্চল রাজ্যসমূহ, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট উন্নত জমির শতকরা ৩৪'৩ ভাগের অংশীদার সেখানে যেমন 'ব্যাপক' পুঁজিবাদী কৃষিকার্যের প্রসার লাভ করেছে, সেখানে *পার্বত্য অঞ্চলসমূহে* দ্রুত ঔপনিবেশিক প্রসার লাভের অবস্থাতেও একই ধরনের ব্যাপক কৃষিকার্যের

প্রসার। এখানে খামারে নিয়োজিত শ্রমিকদের অনুপাতে কম পরিমাণে ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, কিন্তু পশ্চিমোত্তর মধ্যাঞ্চলের তুলনায় এখানকার ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য ব্যয় অত্যন্ত বেশি। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধির হার আমেরিকার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশ কম (কেবল শতকরা ২২ ভাগ)। এই ধরনের বিবর্তনের কারণ আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় নিম্নরূপ :

এই অঞ্চলে উপনিবেশবাদ এবং বাস্তু জমি বণ্টন হয়েছে ব্যাপক। শস্য উৎপাদনের জমির পরিমাণ বেড়েছে অন্যান্য সব অঞ্চল থেকেই, ১৯০০ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধির হার শতকরা ৮৯ ভাগ। উদ্বাস্তুরা, যারা বাস্তুজমির মালিক তারা স্বভাবতঃই নতুন খামার তৈরী করার সময় যে কোন মূল্যে ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ করত না। অন্যদিকে, ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়ে থাকে বৃহদায়তন খামারে, প্রথমতঃ সেইসব বৃহৎ খামারগুলিতে যা বেশ কিছু পরিমাণে আছে পার্বত্য এলাকায় বা সাধারণত পশ্চিম অঞ্চলে। আর দ্বিতীয়তঃ, সেই সব খামার, যারা বিশেষ ধরনের বা উচ্চমূল্যের পুঁজিবাদী শস্য ফলাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, এই অঞ্চলের কয়েকটি অংশের প্রধান লক্ষ্যই হল ফল (আরিজোনা শতকরা ৬ ভাগ, কলরাডো শতকরা ১০ ভাগ) আর তরি-তরকারী (কলরাডো শতকরা ১১.৯ ভাগ, নেভাদা—শতকরা ১১.২ ভাগ), ইত্যাদি।

পরিশেষে আমি বলতে পারি যে, মিঃ হিমার যেমন বলেছেন: 'এমন কোন অঞ্চল নেই যেখানে উপনিবেশবাদ চলছে না, বা কোথায় বৃহদায়তন পুঁজিবাদী কৃষিকার্য হ্রাস পাচ্ছে না বা পারিবারিক শ্রমিক দ্বারা খামার পরিচালিত হচ্ছে না, এসব কথা হল সত্যের নামে ভণ্ডামি মাত্র, আর সত্য ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ। নিউ ইংল্যাণ্ড বিভাগ যেখানে আদৌ কোন উপনিবেশবাদ নেই, সেখানকার খামারগুলোও ক্ষুদ্রতম, কৃষিকার্য সবচেয়ে নিবিড়, সেখানেই দেখা যায় পুঁজিবাদী কৃষিকার্যের সবচেয়ে প্রসার আর সবচেয়ে বেশি হারে পুঁজিবাদী উৎপাদন বৃদ্ধি। সাধারণভাবে কৃষিকার্যে পুঁজিবাদের ভূমিকা বুঝতে হলে এই মতবাদ অভ্রান্ত, এটাই মূল মতবাদ, কারণ নিবিড়তর কৃষি-কাজ আর খামারের জমির গড় পরিমাণ কমে যাওয়া, কোন আকস্মিক, স্থানীয় বা সাময়িক বৈশিষ্ট্য নয়, বরং এ হল সমস্ত সভ্য দেশের *সাধারণ* বৈশিষ্ট্য। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা প্রতি পদে পদে এই ভুল করে যখন তারা কৃষি বিবর্তনের তথ্যাদি সংকলন করে (যেমন গ্রেট ব্রিটেন, ডেনমার্ক এবং জার্মানী), কারণ তারা এইসব সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সংগে সবিশেষ পরিচিত নয়, তারা এ সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনাও করে নি, বা এই বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারে নি বা বিশ্লেষণ করে নি।

৮। বৃহৎ সংস্থা দ্বারা ক্ষুদ্র সংস্থার অবলেপন। উন্নত জমির পরিমাণ

কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিকাশ লাভের বিশেষ বৈশিষ্টগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, দেখেছি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে তারা একটি আর একটির চেয়ে কত স্বতন্ত্র। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, দক্ষিণের দাস-বৃত্তিসম্পন্ন বৃহৎ খামারগুলি, উত্তরের ব্যাপক অঞ্চলে বৃহদায়তন ব্যাপক কৃষির প্রসার, উত্তরের নিবিড় চাষ অঞ্চলে যেখানে খামারগুলো সবচেয়ে ছোট, সেখানে পুঁজিবাদের দ্রুতগতি প্রসার লাভ। এর ফলে একথা নিশ্চিত প্রমাণ দেয় যে কোথাও কোথাও খামারের জমির পরিমাণ বাড়ার সংগে সংগে সেখানে পুঁজিবাদের প্রসার লাভ ঘটে, আবার কোথাও কোথাও খামারের সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে পুঁজিবাদের প্রসার ঘটে। এই অবস্থা থেকে আমরা সারা দেশের হিসারে খামারের একর প্রতি জমি বাড়ার হিসাব থেকে আমরা কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে পারি না।

কৃষির বিশেষত্বের হিসাবে তাহলে আমরা মোদ্দা কি জানতে পারছি? কেবল ভাড়াটে শ্রমিকের তথ্যাদি থেকেই কিছু আঁচ করা সম্ভব। এই সমস্ত বিশেষত্ব থেকেই একটাই অবস্থা পরিস্কার, তাহল ভাড়াটে শ্রমিকের বিনিয়োগ বৃদ্ধি। কিন্তু অধিকাংশ সভ্য দেশের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানেই, ইচ্ছাকৃতই হোক বা অনিচ্ছাতেই হোক, বুর্জোয়াদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোথাও ভাড়াটে শ্রমিকদের সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য নেই, বা যাও আছে তা অতি সাম্প্রতিক কালের (যেমন ১৯০৭ সালের জার্মান লোক গণনার হিসাব), যার ফলে অতীতের অবস্থার সংগে বর্তমানের কোন তুলনা করা অসম্ভব। অন্যত্র আমি বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছি যে ভাড়াটে শ্রমিকদের হিসাব নিয়ে পরিসংখ্যান তৈরী করলে ১৯০০ থেকে ১৯১০ সালে আমেরিকার অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের সামগ্রিক রূপটিই বদলে যায় অদ্ভুতভাবে।

আমেরিকা এবং অন্য দেশেও সবচেয়ে প্রচলিত ও সাধারণ কৃষি পরিসংখ্যানের ধারাই হল ছোট আর বড় খামারের তুলনা করতে তার জমির পরিমাণের হিসাবেই করা হয়। এইসব তথ্য সম্পর্কে আমি এখন আলোচনা করছি।

খামারের হিসাব করতে গিয়ে আমেরিকার পরিসংখ্যানবিদেরা সমস্ত খামারকে তাদের জমির হিসাবে সাতটি ভাগে ভাগ করেছে, যদিও তাতে কেবল উন্নত জমির হিসাব ধরে করা হয় নি—যা হলে তবু খানিকটা প্রকৃত তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হত। আর এই একই পন্থা অবলম্বন করেছে জার্মান পরিসংখ্যান বিদেরাও। ১৯১০ সালের লোক গণনার হিসাবে আমেরিকার যুক্ত-

রাষ্ট্রের খামারগুলির হিসাব দেখাতে কেন সাতটি ভাগ করা হয়েছে তার কোন কারণ দেখানো হয় নি (২০ একরের কম, ২০-৪৯ একর, ৫০-৯৯, ১০০-১৭৪, ১৭৫-৪৯৯, ৫০০-৯৯৯ এবং ১০০০ একর ও ততোধিক) পরিসংখ্যানগত নিয়মাবলীই সম্ভবত সেখানে অগ্রাধিকার পেয়েছে। ১০০-১৭৪ একর জমি-সম্পন্ন খামারকে আমি মাঝারি আকারের খামার বলব, কারণ এগুলি গড়ে উঠেছে বাস্তুজমি পাওয়া জমির ব্যয়ে (সরকারী হিসাবে ১৬০ একর জমি নিয়ে এক একটা বসতি এলাকা) আর এই খামারের মালিকরা তাদের জমি সম্পর্কে এক বিরাট 'স্বাধীনতা' ভোগ করে, আর তাই তাদের ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন পড়ে খুবই কম। আর এই মাঝারি আকারের খামারগুলিকে বলবো পুঁজিবাদী বা বৃহদায়তন, কারণ এসব খামার সাধারণতঃ ভাড়াটে শ্রমিক ব্যতীত পরিচালিত হয় না। ১,০০০ একর বা তার বেশি ল্যাটিফণ্ডা বা বৃহদায়তন রাক্ষুসে খামার, যা উত্তরের তিন পঞ্চমাংশ অনুন্নত জমি, দক্ষিণের নয় দশমাংশ আর পশ্চিমের দুই তৃতীয়াংশ জমি নিয়ে গঠিত। ১০০ একর জমির কম যেসব খামারের, সেগুলো ছোট খামার, তাদের কতদূর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আছে তা বোঝা যাবে একটা হিসাবে, নীচের দিক থেকে শতকরা ৫১ ভাগ, ৪৩ ভাগ ও ২৩ ভাগের কোন নিজস্ব ঘোড়া নেই। এ কথা বলা বাহুল্য যে এই বৈশিষ্ট্য অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া ঠিক নয়, এবং একই বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগ সব অঞ্চলে বা সব বিভাগে করা ঠিক নয়, বিশেষতঃ স্থানীয় অবস্থার পর্যালোচনা না করে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাতটি অঞ্চলের চিত্র আমি এখানে তুলে ধরছি না, কারণ তাতে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাবে অযথা। আমি তাই উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের মোটামুটি একটা পার্থক্যই দেখায় আর কেবল যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক চিত্রটিই প্রকাশ করব বিস্তারিতভাবে। আমরা যেন এদিকটা উপেক্ষা না করি যে সমগ্র ভূখণ্ডের তিন পঞ্চমাংশ উন্নত জমিই (শতকরা ৬০'৬ ভাগ) রয়েছে উত্তরাঞ্চলে, দক্ষিণে আছে এক তৃতীয়াংশেরও কম (৩১'৫ শতাংশ) আর মাত্র এক দ্বাদশাংশেরও কম জমি (শতকরা ৭'৯ ভাগ) আছে পশ্চিমাঞ্চলে।

এই তিন অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক পার্থক্য হল পুঁজিবাদী উত্তরাঞ্চলে রয়েছে সবচেয়ে কম সংখ্যক 'রাক্ষুসে খামার' বা ল্যাটিফণ্ডা, যদিও তাদের সংখ্যা, তাদের মোট জমির পরিমাণ বৃদ্ধির দিকে। ১৯১০ সালের উত্তরাঞ্চলের মাত্র ০'৫ শতাংশ খামারে জমির পরিমাণ ছিল ১,০০০ একরের উপর, এই সব বৃহৎ খামারে মোট জমির ৬'৯ শতাংশ জমি থাকলেও তার মধ্যে ৪'১ শতাংশ জমিই ছিল উন্নত। দক্ষিণের ০'৭ শতাংশ খামারে মোট ২৩'৯ শতাংশ জমির মধ্যে ৪'৮ শতাংশ ছিল উন্নত জমি। পশ্চিমে ছিল ৩'৯ শতাংশ এই ধরনের বড় খামার—যাদের মোট ৪৮'৩ শতাংশ জমির মধ্যে ৩২'৩ শতাংশ জমিই উন্নত। এই হল মোটামুটি পরিচিত

চিত্র দাস-বৃত্তিসম্পন্ন দক্ষিণের ল্যাটিফ্যুণ্ডা, ও তারও বড় ল্যাটিফ্যুণ্ডার মালিক পশ্চিমে। যদিও পশ্চিমের কিছু অংশ ব্যাপক পতিত জমি আর কিছু অংশ বসতকারী উদ্বাস্তুদের দখলে যার কিছু অংশ আবার দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিতে দেওয়া হয় প্রকৃত চাষীকে যারা সত্যিকারের 'সুদূর পশ্চিমের' উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

আমেরিকায় পরিষ্কার দেখিয়ে দেয় যে ল্যাটিফ্যুণ্ডা আর বৃহদায়তন পুঁজিবাদী কৃষি খামারের সংগে যাতে ভুল না-করা হয়, আর ল্যাটিফ্যুণ্ডা হল প্রাক-পুঁজিবাদী সম্পর্ক—দাস মালিকানা, সামন্ততান্ত্রিক বা বংশানুক্রমিক অবস্থার এক ক্রম বিবর্তনের ফল। এর একটা অংশ, বা ল্যাটিফ্যুণ্ডার কিছু অংশ নিয়ে দক্ষিণ এবং পশ্চিমে গড়ে উঠেছে নানা খামার। উত্তরাঞ্চলে মোট খামার জমির পরিমাণ বেড়েছে যেখানে ৩০·৭ মিলিয়ন একর, তার মাত্র ২·৩ মিলিয়ন জমি বর্তেছে ল্যাটিফ্যুণ্ডায়, আর ৩২·২ মিলিয়ন জমির অধিক হল বৃহৎ পুঁজিবাদী খামারগুলো (১৭৫-১৯৯ একর)। দক্ষিণে মোট জমির পরিমাণ কমেছে ৭·৫ মিলিয়ন একর। তার ল্যাটিফ্যুণ্ডার জমি কমেছে ৩১·৮ মিলিয়ন একর। এর ছোট ছোট খামারের জমির পরিমাণ বেড়েছে মোট ১৩ মিলিয়ন একর। আর মাঝারি আকারের খামারের জমির মোট পরিমাণ বেড়েছে ৫ মিলিয়ন একর। পশ্চিমে মোট জমির পরিমাণ বেড়েছে ১৭ মিলিয়ন একর, এখানকার ল্যাটিফ্যুণ্ডার জমির পরিমাণ কমেছে ১·২ মিলিয়ন একর, ছোট ছোট খামারে বেড়েছে ২ মিলিয়ন একর, মাঝারি আকারের খামারে বেড়েছে ৫ মিলিয়ন একর, আর বৃহৎ খামারে বেড়েছে মোট ১১ মিলিয়ন একর।

তিন বিভাগেরই মধ্যে রাক্ষুসে খামারে উন্নত জমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বেড়েছে উত্তরাঞ্চলে (+৩·৭ মিলিয়ন একর = + শতকরা ৪৭ ভাগ), সামান্য পরিমাণে বেড়েছে দক্ষিণাঞ্চলে (+০·৩ মিলিয়ন = + শতকরা ৫·৫ ভাগ) আর একটুখানি বেশি বেড়েছে পশ্চিমাঞ্চলে (+২·৮ মিলিয়ন = +২৯·৬ শতাংশ)। কিন্তু উত্তরাঞ্চলে বেশির ভাগ জমিই বেড়েছে বৃহৎ খামারে (১৭৫ থেকে ৯৯৯ একর), দক্ষিণাঞ্চলের ছোট আর মাঝারি খামারগুলোতে আর পশ্চিমাঞ্চলে বৃহৎ ও মাঝারি খামারে। অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলের বৃহৎ খামারগুলো বাড়িয়েছে তাদের জমির পরিমাণ, আর পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারের কিছু অংশ। এই তিনটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের সংগে সংগতি রেখেই এই বৃদ্ধি দেখা গেছে। দক্ষিণাঞ্চলে দাস প্রথার রাক্ষুসে খামারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট ব্যবসায়িক খামার, পশ্চিমেও একই অবস্থা, কেবল এখানে বৃহৎ খামারগুলিই এই ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে যেগুলোতে দাস-প্রথা না থাকলেও ব্যাপক বিনিয়োগী মূলধনের প্রভাব ছিল অসামান্য। এছাড়া আমেরিকার পরিসংখ্যানবিদরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগ সম্পর্কে নিম্নরূপ পর্যালোচনা করেছেঃ

'প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ছোট ছোট ফল উৎপাদনের খামারের ব্যাপক বৃদ্ধিই প্রভাব বিস্তার করেছে তার জলসেচ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক অবস্থার উপর, যার ফলে এখানে ক্ষুদ্রায়তন (৫০ একর জমির কম) খামারের প্রাবল্য দেখা গেছে বিশেষ ভাবে।' (খণ্ড ৫, পৃঃ ২৬৪)।

উত্তরাঞ্চলে দাস প্রথাও নেই, নেই 'আদিম' রাক্ষুসে খামারের অস্তিত্ব, সেখানে তাই বৃহৎ খামার ভেঙে ছোট খামার গড়ে ওঠার কোন প্রশ্নই নেই প্রকৃতপক্ষে।

সামগ্রিকভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভূমি-বণ্টনের অবস্থা দাঁড়াচ্ছে নিম্নরূপ:

খামারের আকার (একরের হিসাবে)	খামারের সংখ্যা (হাজারের হিসাবে)		খামারের সংখ্যা (শতকরা হিসাবে)		বৃদ্ধি বা হ্রাস
	১৯০০	১৯১০	১৯০০	১৯১০	
২০ একরের কম······	৬৭৪	৮৩৯	১১·৭	১৩·২	+১·৫
২০ থেকে ৪৯ একর···	১২৫৮	১৪১৫	২১·৯	২২·২	+০·৩
৫০ „ ৯৯ „ ···	১৩৬৬	১৪৩৮	২৩·৮	২২·৬	—১·২
১০০ „ ১৭৪ „ ···	১৪২২	১৫১৬	২৪·৮	২৩·৮	—১·০
১৭৫ „ ৪৯৯ „ ···	৮৬৮	৯৭৮	১৫·১	১৫·৪	+০·৩
৫০০ „ ৯৯৯ „ ···	১০৩	১২৫	১·৮	২·০	+০·১
১০০০ একর-এর তদূর্ধ্ব ···	৪৭	৫০	০·৮	০·৮	—
মোট	৫,৮৩৮	৬,৩৬১	১০০·০	১০০·০	—

অর্থাৎ, মোট খামারের সংখ্যার অনুপাতে ল্যাটিফন্ডিয়ার সংখ্যা রয়েছে অপরিবর্তিত। অন্যান্য খামারের তুলনায় সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবর্তন দেখা গেছে মাঝারি খামারগুলোতে, যার ফলে মাঝারি খামারগুলোর সংখ্যা কমে শক্তিশালী করেছে ক্ষুদ্র ও বৃহদায়তন খামারগুলোকে। মাঝারি খামার (১০০-১৭৪ একর) আর তার কাছাকাছি আকারের খামারগুলোর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। ক্ষুদ্রায়তন আর ছোট ছোট খামারে দেখা গেছে লাভের মুখ, আর তার পাশে পাশে চলেছে বৃহদায়তন পুঁজিবাদী খামারগুলো (১৭৬-৯৯৯ একর)।

মোট জমির পরিমাণের একটা হিসাব নেওয়া যাক:

খামারের আকার (একরের হিসাবে)	মোট কৃষি জমি (০০০ একরের হিসাবে)		মোট খামার জমি (শতকরা হিসাবে)		হ্রাস বা বৃদ্ধি
	১৯০০	১৯১০	১৯০০	১৯১০	
২০ একরের কম···	৭,১৮১	৮,৭৯৪	০·৯	১·০	+০·১
২০ থেকে ৪৯ একর···	৪১,৫৩৬	৪৫,৩৭৮	৫·০	৫·১	+০·২

খামারের আকার (একরের হিসাবে)	মোট কৃষি জমি (০০০ একরের হিসাবে)		মোট খামার জমি (শতকরা হিসাবে)		হ্রাস বা বৃদ্ধি
৫০ „ ৯৯ „ …	৯৮,৫৯২	১০৩,১২১	১১·৮	১১·৭	—০·১
১০০ „ ১৭৪ „ …	১৯২,৬৮০	২০৫,৪৮১	২৩·০	২০·৪	—০·৪
১৭৫ „ ৪৯৯ „ …	২৩২,৯৫৫	২৬৫,২৮৯	২৭·৮	৩০·২	+২·৪
৫০০ „ ৯৯৯ „ …	৬৭,৮৬৪	৮৩,৬৫৩	৮·১	৯·৫	+১·৪
১০০০ একরের ও তদূর্ধ্ব …	১৯৭,৭৮৪	১৬৭,০৮২	২৩·৬	১৯·০	—৪৬
মোট	৮৩৮,৫৯২	৩৭৮,৭৯৮	১০০·০	১০০·০	—

উপরের চিত্র থেকে আমরা দেখছি এক্ষেত্রে ল্যাটিফন্ডার জমির পরিমাণ কমে গেছে বেশ পরিমাণে। একথা মনে রাখা দরকার যে কেবল দক্ষিণ আর পশ্চিমাঞ্চলেই এই কমের হার বেশ বেশি, যেখানে ১৯১০ সালে এই দুই অঞ্চলে অনুন্নত জমির অংশ ছিল যথাক্রমে ৯১·৫ ও ৭৭·১ শতাংশ। খুব সামান্য পরিমাণেই জমি কমেছে বৃহৎ খামারগুলোর (৫০-৯৯ একর খামারগুলোর কমেছে মাত্র ০·১ শতাংশ) আর বৃহদায়তন পুঁজিবাদী খামারে দেখা গেছে এর চরম উন্নতি (১৭৫-৪৯৯ ও ৫০০-৯৯৯ একরের খামারগুলো) জমির হিসাবে ছোট ছোট খামারের পরিমাণ বেড়েছে খুব সামান্যই। আর মাঝারি আকারের খামারগুলো জমির পরিমাণে প্রকৃতপক্ষে একই অবস্থায় অপরিবর্তিত (+০·৪ শতাংশ)

এখন উন্নত জমির একটা হিসাব নেওয়া যাক

খামারের আকার (একরের হিসাবে)	মোট উন্নত খামার জমি (হাজার একরের হিসাবে)		মোট উন্নত খামার জমি (শতকরা হিসাবে)		হ্রাস বা বৃদ্ধি
	১৯০০	১৯১০	১৯০০	১৯১০	
২০ একরের কম…	৬,৪৪০	৭,৯৯২	১·৬	১·৭	+০·১
২০ থেকে ৪৯ একর	৩৩,০০১	৩৬,৫৯৬	৮·০	৭·৬	—০·৪
৫০ „ ৯৯ „ …	৬৭,৩৪৫	৭১,১৫৫	১৬·২	১৪·৯	—১·৩
১০০ „ ১৭৪ „ …	১১৮,৩৯১	১২৮,৮৫৪	২৮·৬	২৬·৯	—১·৭
১৭৫ „ ৪৯৯ „ …	১৩৫,৫৩০	১৬১,৭৭৫	৩২·৭	৩৩·৮	+১·১
৫০০ „ ৯৯৯ „ …	২৯,৪৭৪	৪০,৮১৭	৭·১	৮·৫	+১·৪
১০০০ একর ও তদূর্ধ্ব …	২৪,৬১৭	৩১,২৬৩	৫·৯	৬·৫	+০·৬
মোট	৪১৪,৪৯৮	৪৭৮,৪৫২	১০০·০	১০০·০	—

খামারগুলোর আকার মোটামুটি একটা হিসাব অনুসারে করা হয়েছে, এই হিসাব নিয়ে আমি পুনরায় আলোচনা করব, তবে সেক্ষেত্রে কেবল উন্নত জমি নিয়ে আলোচনা হবে, মোট জমির পরিমাণ নিয়ে নয়। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদিও ল্যাটিফুণ্ডার মোট অনুন্নত জমির পরিমাণ কমেছে তাহলেও তার উন্নত জমির পরিমাণ কিন্তু বেড়েছে। সাধারণভাবে সমস্ত বৃহদায়তন পুঁজিবাদী খামারই লাভের অংক বাড়িয়েছে। আর তার মধ্যে অধিকাংশই হল ৫০০ থেকে ৯৯৯ একরের খামারগুলো। সবচেয়ে কমেছে মাঝারি আকারের জমি (– ১·৭ শতাংশ) এরপর আসছে ছোট ছোট খামার, অবশ্য ২০ একরের কম ছোট খামারগুলো বাদ দিয়ে— যেগুলো সামান্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে (+ ০·১ শতাংশ)।

আমরা ধরে নিই যে ক্ষুদ্রতম খামারের মধ্যে (২০ একরের কম) ৩ একরের কম খামারগুলোও ধরা হয়েছে, যদিও সেগুলো আমেরিকার পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয় নি যদি না কোন খামারের বার্ষিক উৎপাদন ২৫০ ডলারের বেশি হয়। সেই কারণেই এই সব ক্ষুদ্রতম খামারগুলোতে (তিন একরের কম জমি) উৎপাদন শুরু হয় নিবিড়ভাবে আর তাতে পুঁজিপতি বিনিয়োগ চলে ব্যাপকতর হারে। এই অবস্থাকে বোঝানোর জন্য ১৯০০ সালের উৎপাদনের একটা চিত্র তুলে ধরছি, যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে এর সঙ্গে ১৯১০ সালের উৎপাদনের হিসাব দেওয়া যাচ্ছে না।

খামারের আকার (একরের হিসাবে)	উন্নত জমি (একরের হিসাবে)	মোট উৎপাদনের মূল্য (ডলার)	ভাড়াটে শ্রমিকের জন্য ব্যয় (ডলার)	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্যের জন্য ব্যয় (ডলার)	গবাদি পশুর জন্য ব্যয় (ডলার)
৩ একরের কম……	১·৭	৫৯২	৭৭	৫৩	৮৬৭
৩ থেকে ১০ একর…	৫·৬	২০৩	১৮	৪২	১০১
১০ „ ২০ „……	১২·৬	২৩৬	১৬	৪১	১১৬
২০ „ ৫০ „……	২৬·২	৩২৪	১৮	৫৪	১৭২

তিন একরের খামারের কথা না বলেও বলা যায় যে ৩ থেকে ১০ একর জমির খামার কোন কোন ক্ষেত্রে বৃহত্তর খামারের পর্যায়ে পড়ে তার উৎপাদনের হিসাবে* সুতরাং ২০ একরের খামারেও যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ

* ১৯০০ সালে আমরা উচ্চ আয়সম্পন্ন খামারের একটা মোটামুটি হিসাব পেয়েছি। অর্থাৎ ২,৫০০ ডলার মূল্যের পণ্য উৎপাদনকারী খামারের হিসাব পেয়েছি আমরা। নিম্নে তার উল্লেখ করছি। ৩ একরের

করার যথেষ্ট কারণ থাকে, যার ফলে উন্নত জমির ক্ষুদ্রায়তন খামার হলেও তাতে পুঁজিবাদী মূলধনের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়।

সামগ্রিকভাবে ১৯০০ এবং ১৯১০ সালের পরিসংখ্যান নিয়ে বিচার করলে উন্নত জমির পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে এই স্থির নিশ্চয় সিদ্ধান্তে পেঁছানো যায় যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে *বৃহদায়তন খামারগুলি সমৃদ্ধিশালী হচ্ছে আর ছোট ও মাঝারি খামারগুলি তুলনামূলক ভাবে দুর্বলতর হচ্ছে*। সুতরাং জমির পরিমাণের ভিত্তিতে হিসাব করা খামারে পুঁজিবাদী বা অ-পুঁজিবাদী বিনিয়োগ যেভাবেই পরিসংখ্যান নেওয়া হোক না কেন, একটা জিনিস পরিষ্কার যে গত দশ বছরে আমেরিকায় বৃহদায়তন ও পুঁজিবাদী খামারগুলিই সমৃদ্ধশালী হয়েছে আর অপেক্ষাকৃত ছোট খামারগুলি দিন দিন কম জোরী হয়ে পড়ছে।

খামারের সংখ্যা ও প্রতি বিভাগে উন্নত জমির পরিমাণের তথ্যচিত্র পর্যালোচনা করলেই উপরোক্ত বক্তব্যের সার্থকতা বোঝা যাবে :

খামারের আকার (একরের হিসাবে)	১৯০০-১৯১০ সালে বৃদ্ধি (শতকরা হিসাবে) খামারের পরিমাণ	উন্নত জমি
২০ একরের কম	+২৪.৫	+২৪.১
২০ একর থেকে ৪৯ একর	+১২.৫	+১০.৯
৫০ " " ৯৯ "	+ ৫.৩	+ ৫.৭
১০০ " " ১৭৪ "	+ ৬.৬	+ ৮.৮
১৭৫ " " ৪৯৯ "	+১২.৭	+১৯.৪
৫০০ " " ৯৯৯ "	+২২.২	+৩৮.৫
১০০০ একর ও তদূর্ধ্ব	+ ৬.৩	+২৮.৬
মোট গড় বৃদ্ধি	+১০.৯	+১৫.৪

কম খামারগুলির মধ্যে উচ্চ আয়সম্পন্ন খামার হল শতকরা ৫.২ ভাগ, ৩ থেকে ১০ একর খামারের মধ্যে ০.৬ শতাংশ, ১০ থেকে ২০ একর খামারের মধ্যে ০.৪ শতাংশ, ২০ থেকে ৫০ একর খামারের মধ্যে ০.৩ শতাংশ, ৫০ থেকে ১০০ একরের খামারের মধ্যে ০.৬ শতাংশ, ১০০ থেকে ১৭৫ একর খামারের মধ্যে ১.৪ শতাংশ, ১৭৫ থেকে ২৬০ একর খামারের মধ্যে ৫.২ শতাংশ, ২৬০ থেকে ৫০০ একর খামারের মধ্যে ১২.৭ শতাংশ, ৫০০ থেকে ১০০০ একর খামারের মধ্যে ২৪.৩ শতাংশ এবং ১০০০ একর ও তদূর্ধ্ব একর খামারের মধ্যে ৩৯.৫ শতাংশ খামার। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে ক্ষুদ্রায়তন খামারের মধ্যে ২০ একরের খামারগুলি ২০ থেকে ৫০ একর খামারের তুলনায় বেশি উচ্চ আয়সম্পন্ন খামার রয়েছে।

বেড়েছে শতকরা ২৬'৮ ভাগ। মধ্য অতলান্তিক রাজ্যসমূহেও ছোট ছোট খামারও বেড়েছে (+৭'৭ শতাংশ সংখ্যায়, এবং +২'৫ শতাংশ উন্নত জমিতে) আর বেড়েছে ১৭৫ থেকে ৪৯৯ একরী খামারগুলির সংখ্যা (+১'০ শতাংশ) আর কেবল উন্নত জমি বেড়েছে ৫০০ থেকে ৯৯৯ একরী খামার-গুলিতে (৩'৮ শতাংশ) উভয় অঞ্চলেই ক্ষুদ্রায়তন খামার ও ল্যাটিফুণ্ডিয়ায় সমস্ত খামার সম্পত্তির হিসাবে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামে বৃদ্ধির লক্ষণ বিদ্যমান। নীচে এর একটা ছবি তুলে ধরা হল এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে :

১৯০০ থেকে ১৯১০ সালের শতকরা বৃদ্ধির হার

খামারের আয়তন (একরের হিসাবে)	নিউ ইংল্যাণ্ড সম্পত্তির মোট মূল্য	নিউ ইংল্যাণ্ড যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মূল্য	মধ্য অতলান্তিক সম্পত্তির মোট মূল্য	মধ্য অতলান্তিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মূল্য
২০ একরের কম···	৬০'৯	৪৮'৯	৪৫'৮	৪২'৯
২০ একর থেকে ৪৯···	৩১'৪	৩০'৩	২৮'৩	৩৭'০
৫০ „ „ ৯৯···	২৭'৫	৩১'২	২৩'৮	৩৯'৯
১০০ „ „ ১৭৪···	৩০ ৩	৩৮'৫	২৪'৯	৪৩'৮
১৭৫ „ „ ৪৯৯···	৩৩'০	৪৪'৬	২৯'৪	৫৪'৭
৫০০ „ „ ৯৯৯···	৫৩'৭	৫৩'৭	৩১'৫	৫০'৮
১০০০ একরের ও তদূর্ধ্ব ···	১০২'৭	৬০'৫	৭৪'৪	৬৫'২
মোট	৩৫'৬	৩৯'০	২৮'১	৪৪ ১

উপরের চিত্র থেকে এটা পরিষ্কার যে উভয় অঞ্চলেই ল্যাটিফুণ্ডিয়াতেই সব থেকে বেশি অগ্রগতি হয়েছে, তার মোট জমির পরিমাণে, আর্থিক সুবিধার ক্ষেত্রে ও কারিগরী কুশলতার দিকেও। এখানে বৃহৎ পুঁজিপতিরা ছোট ছোট খামার মালিককে সরিয়ে, নিজেদের আধিপত্য কায়েম করেছে। সমস্ত সম্পত্তির মূল্য ও যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মূল্যের ন্যূনতম বৃদ্ধিও প্রকাশ পায় মাঝারি ও ক্ষুদ্র আকারের খামারে কিন্তু ক্ষুদ্রতম খামারের তার কোন প্রভাব পড়ে না, সুতরাং মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তন খামারগুলিই সেক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে।

আর ক্ষুদ্রায়তন খামারগুলির (২০ একরের কম) অগ্রগতি উভয় বিভাগেই *গড় উন্নতির তুলনায় বেশি*, যা তুলনায় ল্যাটিফুণ্ডিয়ার ঠিক পরেই। আমরা অবশ্য এর কারণও জানি : এই দুই নিবিড় চাষ প্রধান অঞ্চলের উৎপন্ন

মূল্যের ৩১ থেকে ৩৩ শতাংশ আসে উচ্চ পুঁজিবাদী ফসল থেকে (তরকারী, এবং অন্যান্য ফলমূলাদি থেকে)· যা কিনা অল্প আয়তন জমির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সব অঞ্চলে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয় মোট উৎপন্ন পণ্যের মাত্র ৮ থেকে ৩০ শতাংশ, আর ঘাস ও পশুখাদ্য উৎপন্ন হয় ৩১ থেকে ৪২ শতাংশ। গড় আয়তন সম্পন্ন খামারে পশুচারণ ও বিশেষত্ব লাভ করছে, কিন্তু উৎপাদনের বেশির ভাগই আসছে ভাড়াটে শ্রমিকদের পরিশ্রমের ফলে।

অতি উন্নত নিবিড় অঞ্চলে উন্নত জমির গড় পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, তার কারণ হল জমির গড় করা হয় ল্যাটিফুণ্ডিয়া থেকে শুরু করে সবচেয়ে ছোট খামারের হিসেব নিয়েই, যে সব খামারের পরিমাণ বাড়ছে মাঝারি খামারের বৃদ্ধির তুলনায় দ্রুতহারে। ছোট খামারগুলি আবার ল্যাটিফুণ্ডিয়ার তুলনায় বাড়ছে বেশি, কিন্তু সেখানে পুঁজিবাদের বৃদ্ধিও হচ্ছে উভয় দিকেই, যার ফলে পুরনো পদ্ধতিতে যারা চাষাবাদ করে তাদেরও পরিমাণ যেমন বাড়ছে আবার খুব কারিগরী প্রয়োগ কুশলতায় যারা সামান্য জমিতেই উৎপাদন বাড়াচ্ছে, তাদেরও পরিমাণ বাড়ছে.

ফলে প্রকৃতপক্ষে লাভবান হচ্ছে ল্যাটিফুণ্ডিয়া আর বৃহদায়তন খামারগুলি, আর যারা উচ্চহারে পুঁজিবাদী বিনিয়োগের দ্বারা অল্প জমিতেই পারছে উৎপাদন বাড়াতে, তাদেরই।

এখন আমরা দেখবো কিভাবে এই সব আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত ধর্মী হলেও এই ধরনের ফল হতে পারে এবং যাতে কৃষিতে পুঁজিবাদের প্রভাবের পরিমাপ করা সম্ভব হয় সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমে।

১০। অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় চিরাচরিত প্রথার অসুবিধা। কৃষির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে মার্কস।

সমস্ত জমি বা সমস্ত উন্নত জমির পরিমাণ অনুযায়ী খামারের শ্রেণীবিভাগই একমাত্র বিভাগ যা ১৯১০ সালের আমেরিকার জনসংখ্যা গণনার বিবরণীতে গৃহীত হয়েছে, আর ঠিক একই বিভাগ অনুসৃত হয়েছে অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশগুলিতে। সাধারণভাবে বলা যায় যে অর্থনৈতিক আমলাতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক কারণ ছাড়াও এই ধরনের বিভাজনের সারবত্তা ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তাও যে রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিভাজন নিঃসন্দেহে কৃষির ব্যাপকতা, পশুখাদ্য, যন্ত্রপাতি, উন্নত প্রথায় চাষ প্রভৃতিতে একর প্রতি ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন ব্যয় হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করতে অপারগ। ইতিমধ্যে কয়েকটি অঞ্চল ও দেশের প্রাচীন চাষাবাদ পদ্ধতির কথা বাদ দিলে এটাই হল সবচেয়ে প্রচলিত ব্যবস্থা যা

চলে আসছে পৃথিবীর অধিকাংশ পুঁজিবাদী দেশে। এই কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল জমির পরিমাণের উপর হিসাব করে তার বিভাজন করলে সাধারণ-ভাবে কৃষির পর্যালোচনা সম্পর্কে অত্যন্ত অ-প্রতুল ও সাধারণ পর্যায়ের সমীক্ষাই করা হয়, এবং তাতে বিশেষভাবে কৃষিতে পুঁজিবাদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রায় কোন আলোকপাতই করে না।

যখন সেই সব বাগাড়ম্বরকারী অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতত্ত্ববিদেরা বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কৃষি ও শিল্পের অসাদৃশ্য, কৃষকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়ে কথা বলে, তখন স্বভাবতঃই বলতে ইচ্ছে হয়, ভদ্রমহোদয়গণ, কৃষি বিবর্তনের সবচেয়ে সহজ ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আপনারাই সবচেয়ে বেশি দায়ী, মার্কসের *'ক্যাপিটালে'র* কথা মনে করে দেখুন। এতে আপনারা জমির মালিকানার বিভিন্ন চরম পর্যায়ের ভাগ দেখতে পাবেন, যেমন, জমিদার, গোষ্ঠীপতি, সাম্প্রদায়িক (এবং প্রাচীন দলপতি), রাষ্ট্রীয়, ইত্যাদি; যার সঙ্গে ইতিহাসের নিরিখে রয়েছে পুঁজিবাদের আশৈশব লড়াই। এই সব বিভিন্ন ধরনের জমির মালিকানাকে পুঁজিবাদ কুক্ষিগত করে ফেলে এবং তারপর নিজের মত করে তার রূপ বদলায়, আর যদি কেউ বুঝতে চায়, তাহলে তার মূল্যায়ন করে তাকে সংখ্যাতাত্ত্বিক ভিত্তিতে, এমন ভাবে প্রকাশ করে যে, যে কোন লোককে সেই চিরাচরিত সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব নিকাশের চাতুর্যে পরিবর্তিত অবস্থার এক বিশেষ চিত্র তুলে ধরে। এই সব রকমের জমির মালিকানার কাছেই পুঁজিবাদ আপনাকে বিলিয়ে দেয়, যেমন, রাশিয়ার সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারার সামন্ততান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উদ্বাস্তুদের জন্য বিলিয়ে দেওয়া জমিতে, যেমন আছে সাইবেরিয়া বা সুদূর পূর্ব পশ্চিম আমেরিকায়, দাসপ্রথা সম্বলিত অঞ্চলে এবং আধা সামন্ততান্ত্রিক মালিকানায় যা আছে নিখাদ রুশ গবেনির্য়াসদের। এই সব ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদের অগ্রগতি ও বিকাশলাভের পন্থা একই, যদিও বৈশিষ্ট্যের দিকে এক নয়। অবস্থার সঠিক মূল্যায়ণ ও অনুকরণ করতে আমাদের পাতি বুর্জোয়া বিশেষণগুলি যেমন, পারিবারিক কৃষি বা চিরাচরিত জমির আয়তন অনুযায়ী খামারের অবস্থা নিরূপণ ইত্যাদি চিন্তা ধারার বাইরে যেতে হবে।

আমরা আরও দেখতে পাই যে মার্কস জমির কর সংক্রান্ত পুঁজিবাদী ধারণা এবং এর অগ্রদূত যেমন সৌজন্যমূলক কর, শ্রমদান, আর্থিক কর ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। কিন্তু বুর্জোয়া, পাতি বুর্জোয়া, নারোদনিক, অর্থনীতিবিদ বা সংখ্যাতত্ত্ববিদদের মধ্যে কেউ বা দক্ষিণ আমেরিকার দাস-প্রথার মধ্যে বা মধ্য রাশিয়ার বেগার অর্থনীতিতে কি ভাবে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সেই সম্পর্কে কেউ কি মার্কসের নির্ধারিত পথ অনুযায়ী বিশ্লেষণ করার কথা বিশেষ ভেবেছে?

পরিশেষে মার্কসের ভূমি রাজস্বের বিশ্লেষণে কেবল কৃষি জমির গুণগত বৈশিষ্ট্য ও জমির অবস্থান সম্পর্কে পার্থক্যই নয়, তাতে বিনিয়োগের বিভিন্নতার পার্থক্যের কথাও উল্লেখিত হয়েছে বার বার। এখন জমিতে বিনিয়োগের অর্থ কি? এর অর্থ কৃষিতে কারিগরী পরিবর্তন, তার ব্যপকতা, বহু ফসল উৎপাদনে জমির উত্তরণ, কৃত্রিম সার প্রয়োগ বৃদ্ধি, ব্যাপক যন্ত্রপাতি ব্যবহার বৃদ্ধি, অধিক পরিমাণে ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা ইত্যাদি। কেবল জমির পরিমাণের হিসাব করলেই এইসব বিভিন্ন ধর্মী বৈশিষ্ট্য ও প্রক্রিয়ার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না, যে বৈশিষ্ট্যের অন্তরালেই লুকিয়ে থাকে কৃষিতে পুঁজিবাদের ভূমিকার আসল রূপ।

রুশ সংখ্যাতত্ত্ববিদেরা, বিশেষ করে 'সেই সুদিনের' প্রাক বিপ্লবকলের লোকেরা কিছুটা আন্তর্জাতিক প্রশংসা অর্জন করেছে, কারণ তারা গতানুগতিক চিন্তাধারা পরিহার করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে বিচার করেছে সব কিছু, বিশেষ করে তার আর্থিক, আমলাতান্ত্রিক ও শাসন পদ্ধতির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে। সম্ভবতঃ ওরাই প্রথম সংখ্যাতত্ত্ববিদ যারা জমির বিভাজনে কেবল তার পরিমাণের হিসাব নেওয়ার অসারতার কথা বুঝেছিল, তাই তারা জমির বিশ্লেষণে অন্যান্য সূত্রেরও প্রয়োগ করেছে, যেমন উর্বর জমির পরিমাণ, খরা পীড়িত অকাল, ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ প্রভৃতি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের প্রাচীন রুশ সংখ্যাবিজ্ঞানীদের এই ধরনের বিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন প্রয়াসকে যদিও আমরা তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার মরুভূমিতে মরুদ্যানের আশার ছটা দেখি, তাহলেও বর্তমান আমলাতান্ত্রিক বাঁধা ধরা নীতি ও সবরকমের লাল ফিতার বাঁধন থাকার ফলে এই প্রচেষ্টায় রাশিয়া বা ইউরোপীয় অর্থনৈতিক অবস্থার ফলপ্রসূ হয় নি।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে আধুনিক কৃষি বিষয়ক পরিসংখ্যানে যে উৎপাদনের হিসাবে বিভাজনের কথা সোচ্চারে বলা হচ্ছে তা আপাতদৃষ্টিতে যে রকম বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বা উচ্চ কারিগরী বিদ্যার অন্তর্গত বলে মনে হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তা আদৌ নয়। এই দাখিলকরা হিসাবে যদিও প্রত্যেকটি খামারকে আলাদা আলাদা করে তার সম্পর্কে প্রচুর তথ্য দেওয়া হয়েছে, তা হলেও, অপরিচ্ছন্ন, অযৌক্তিক, তথ্যাদির গতানুগতিক বাঁধাধরা নিয়মের ফলে এই সব অমূল্য সম্পদ সবই বৃথা হয়ে দাঁড়ায় এবং এর ফলে প্রায়ই তা শুষ্ক, অপ্রয়োজনীয় ও অসারবস্তুকে রূপে পরিগণিত হয়ে কৃষি বিবর্তনের ইতিহাস সন্নিধানে পরিত্যক্ত হয়। এই পরিসংখ্যানের দ্বারা বিশেষভাবে বলা সম্ভব কোন খামার পুঁজিবাদী খামার কিনা এবং হলেও বা তা কতখানি, বা তার কৃষি ব্যবস্থা নিবিড় পর্যায়ের কি না বা তা কোন পর্যায়ের ইত্যাদি, কিন্তু যখন লক্ষ লক্ষ খামারের বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক পার্থক্য

নিরূপণের প্রশ্নে—যা কিনা খামারের পর্যালোচনায় ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়, সেই সব চরিত্রই হারিয়ে যায়, যার ফলে খামারের চারিত্রিক বিশ্লেষণে সব বিজ্ঞানীই পায় এমন কতকগুলি সংখ্যাতত্ত্বের নিষ্প্রাণ ও অযৌক্তিক চিত্র যাকে কেবল সংখ্যাতত্ত্বের খেলা ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না।

১৯১০ সালের আমেরিকার লোকগণনার যে হিসাব নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, তাতে দেখতে পাব কি অদ্ভুত উপায়ে পরিসংখ্যানবিদের অজ্ঞতার ফলে খামারে নিযুক্ত দামী দামী ও মূল্যবান যন্ত্রপাতি কম মূল্যে দেখানো হয়ে থাকে এই সব গতানুগতিক পরিসংখ্যান চিত্রের মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়া ১৯০০ সালের লোকগণনার থেকেও খারাপ একটি চিত্র তুলে ধরেছে, এমন কি এতে চিরাচরিত প্রথায় যে জমির পরিমাণ অনুযায়ী খামারের বিশ্লেষণ তাও করা হয় নি সর্বত্র, যার ফলে বিভিন্ন পর্যায়ের খামার যেমন ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগকারী, বা উচ্চ ফলনশীল জমির মালিকানা,বা তাদের সার প্রয়োগের প্রক্রিয়া নিয়ে পারস্পরিক তুলনা করা সম্ভব হয় না।

এই কারণেই আমি ১৯০০ সালের গণনার হিসাব নিতে বাধ্য হচ্ছি। আমি আমার জ্ঞানমতে পৃথিবীর কেবল একটির পরিবর্তে তিনটি প্রক্রিয়ার উল্লেখ করছি, সাড়ে পাঁচ মিলিয়নেরও বেশী খামারে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের হিসাবকে আলাদা আলাদা করে দেখাতে (যেমন আমেরিকানরা বলে থাকে), যেগুলি আমি সংগ্রহ করেছি একটি মাত্র দেশ থেকে, একই সময়ে এবং একই কর্মসূচির সময়ে।

একথা সত্যি যে এক্ষেত্রেও কোনও বিভাজনই সবরকমের খামারের বৈশিষ্ট্য ও আকার পরিস্ফুট করতে পারে না। তাহলেও, আমি মনে করি পুঁজিবাদী কৃষি ও কৃষির বিবর্তনে পুঁজিবাদের ভূমিকা চিরাচরিত, একদেশদর্শী এবং অসম্পূর্ণ পদ্ধতির চেয়ে এই পদ্ধতি অনেক বেশী উৎসাহব্যঞ্জক।

পৃথিবীর সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের অর্থনৈতিক ভূমিকার ঘটনা ও গতির সঠিক বিশ্লেষণ করলে বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়াদের মনোভাব পরিষ্কার হয়ে যায় এবং এর ফলে নারোদনিকের রাজনৈতিক অর্থনীতির ছবি পরিষ্কার হয়ে পড়ে।

যেহেতু আলোচ্য পরিসংখ্যানের এতই গুরুত্ব, সেই কারণে আমি এর চিত্ররূপ আরও বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকাশ করতে চাই, যেজন্য আমি পরবর্তী সময়ে আরও পরিসংখ্যান দেব আমার বক্তব্যের সমর্থনে। পরিসংখ্যানগত চিত্র যদিও প্রবন্ধকে আরও দীর্ঘ এবং গুরুভার করে তোলে. সে কথা অনুধাবন করেই আমি এ পর্যন্ত পরিসংখ্যানের পরিমাণ যতদূর সম্ভব কম রেখেছি কিন্তু এখন যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে তা কেবল তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই নয়, পরিসংখ্যানগত দিকেও বিচার করার প্রয়োজন

থাকায় আমি পরিসংখ্যানের পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দিতে চাই। আধুনিক কৃষির গতি, বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি এবং বিবর্তনের অবস্থার পর্যালোচনা করতেই নয়, আধুনিক পরিসংখ্যানবিদের কৃষি সম্পর্কে সাধারণ সমীক্ষায় যে সব বিকৃত তথ্য দেওয়া হয়েছে তার উপযুক্ত বিশ্লেষণের জন্যও পরিসংখ্যানের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

জমির হিসাবে ১৯০০ সালে আমেরিকার কৃষির নিম্নরূপ চিত্র দেখা যায়:

খামারের গড় হিসাব

খামারের আয়তন (একরের হিসাব)	খামারের শতকরা হিসাব	মোট জমির শতকরা *	উন্নত জমির পরিমাণ	ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য ব্যয় (ডলারের হিসাবে)	উৎপন্নদ্রব্যের মূল্য (ডলারের হিসাবে) **	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ (ডলারের হিসাবে)
৩ একরের কম	০'৭	—*	১'৭	৭৭	৫৯২	৫৩
৩ একর থেকে ১০ একর	৪'০	০'২	৫'৬	১৮	২০৩	৪২
১০ „ ২০ „	৭'১	০'৭	১২'৬	১৬	২৩৬	৪১
২০ „ ৫০ „	১১'৯	৪'৯	২৬'২	১৮	৩২৪	৫৪
৫০ „ ১০০ „	২৩'৮	১১'৭	৪৯'৩	৩৩	৫০৩	১০৬
১০০ „ ১৭৫ „	২৪'৮	২২'৯	৮০'২	৬০	৭২১	১৫৫
১৭৫ „ ২৬০ „	৮'৫	১২'৩	১২৯'০	১০৯	১০৫৪	২১১
২৬০ „ ৫০০ „	৬'৬	১৫'৪	১৯১'৪	১৬৬	১৩৫৪	২৬৩
৫০০ „ ১০০০ „	১'৮	৮'১	২৮৭'৫	৩১২	১৯১৩	৩৭৭
১000 একরের ও তদূর্ধ্বে	0'৮	২৩'৮	৫২০'০	১0৫৯	৫৩৩৪	১২২২
সমস্ত খামারের গড	—	—	৭২'৩	—	৬৫৬	১৩৩

একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিলে পুঁজিপতি দেশের পরিসংখ্যান নিলে ঠিক একই চিত্র ফুটে উঠবে। এর সমর্থনে জার্মানী, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড ও ডেনমার্কের চিত্র তুললেই পরিষ্কার হবে।

* ০'১ শতাংশের কম

** খাদ্যদ্রব্য হিসাবে উৎপন্ন দ্রব্য বাদে

যেহেতু বিভাগ থেকে বিভাগে খামারে জমির পরিমাণ বাড়ছে, সেখানে তাই উন্নত জমির গড় পরিমাণও বাড়ে, সংগে সংগে বাড়ে উৎপাদিত পণ্যের গড় মূল্য, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির মূল্য, গবাদি পশুর মূল্য (এর পরিসংখ্যান উল্লেখ করতে ভুলে গেছি) এবং ভাড়াটে শ্রমিকের জন্য ব্যয়ের পরিমাণও (আগেই আমি ৩ একরী খামার ও ৩ থেকে ১০ একরী খামারের মধ্যে সামান্য ব্যবধানের কথা বলেছি)।

মনে হয় এর অন্যথা হবে না। ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি আমাদের নিঃসন্দেহ করে দেয় যে জমির আয়তন অনুযায়ী খামারের ছোট বা বড় ভাগে ভাগ করার অর্থই পুঁজিপতি ও অ-পুঁজিপতি উদ্যোগের কথা মনে করিয়ে দেওয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'ছোট খামারের' বিভাগ করতে গিয়ে ১০ ভাগের মধ্যে ৯ ভাগই উপরোক্ত যুক্তির অবতারণা করে এবং তদনুযায়ী পরিসংখ্যানের উল্লেখ করে।

আমরা এখন সমস্ত জমির একর প্রতি গড় হিসাব নিয়ে দেখি, সমস্ত খামারের হিসাব ছেড়ে:

ডলারের হিসাবে সমস্ত জমির একর প্রতি মূল্য

খামারের আয়তন একরের হিসাবে	ভাড়াটে শ্রমিকের জন্য ব্যয়	সারের জন্য ব্যয়	গবাদি পশুর মূল্য	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির মূল্য
৩ একরের কম···	৪০·৩০	২·৩৬	৪৫৬ ৭৬	২৭·৫৭
৩ একর থেকে ১০ একর···	৯·৯৫	০·৬০	১৬·৩২	৬·৭১
১০ „ ২০ „ ···	১·১২	০·৩৩	৮·৩০	২·৯৫
২০ „ ৫০ „ ···	০·৫৫	০·২০	৫ ২১	১ ৬৫
৫০ „ ১০০ „ ···	০·৪৬	০·১২	৪·৫১	১·৪৭
১০০ „ ১৭৫ „ ···	০·৪৫	০·০৭	৪·০৯	১ ১৪
১৭৫ „ ২৬০ „ ···	০·৫২	০·০৭	৩·৯৬	১·০০
২৬০ „ ৫০০ „ ···	০·৪৮	০·০৪	৩·৬১	০·৭৭
৫০০ „ ১০০০ „ ···	০·৪৭	০·০৩	৩·১৬	০·৫৭
১০০০ একর ও তদূর্ধ্ব ···	০·২৫	০·০২	২·১৫	০·২৯

খুব সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া আমরা দেখতে পাই যে ছোট খামার থেকে বড় খামারের মধ্যে নিবিড় চাষের একটা ক্রমাগত হ্রাস লক্ষ্য করা যায়।

এর ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে 'ছোট আকারের খামার'-গুলিতে বৃহদায়তন খামারের তুলনায় অধিকতর নিবিড়ভাবে কৃষিকার্য হয়, উৎপাদনের পরিধি যত কম, কৃষির উৎপাদনও তত বেশি নিবিড় ও উৎপাদনের হারও বেশি, আর তার ফলে, কেবল ব্যাপক ও প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ অঞ্চলেই পুঁজিবাদের বিশেষভাবে প্রসার দেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে, এই একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সব সময়েই, সমস্ত বুর্জোয়া আর পাতি বুর্জোয়া লেখার মধ্যেই (সুবিধাবাদী 'মার্কসবাদী' আর নারোদনিকের কাছে) যখন সমস্ত খামারের বিভাগ কেবল তার মোট জমির পরিমাণের উপরই করা হয় (যা কেবল সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেই নয়, সকলেরই একমাত্র বিভাজনের নীতি বলেও)—তখন সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই একই চিত্র দেখা যায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্রায়তন থেকে বৃহদায়তন খামারে নিবিড় চাষের পরিমাণ ক্রমশঃ কমতে থাকে। এখানে আমরা সেই বিখ্যাত এডওয়ার্ড ডেভিডের বিখ্যাত বইটির কথা উল্লেখ করি, যেটা *সমাজতন্ত্র ও কৃষি* এই নামে আধা সমাজতান্ত্রিক বাগচাতুর্যের আড়ালে কতকগুলি বুর্জোয়া চিন্তাধারা ও বুর্জোয়া মিথ্যার সংকলন মাত্র। এতে ঠিক সেই ধরনের পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে 'ক্ষুদ্রায়তন' উৎপাদনের 'প্রাধান্য', 'বিশেষ ভূমিকা' ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে।

এই ধরনের সিদ্ধান্তে আসার জন্য একটা বিশেষ ধরনের তথ্যাদি কাজ করেছে। এই ধরনের পরিসংখ্যানে পাওয়া যায় গবাদি পশুর পরিমাণ, কিন্তু কোথাও ভাড়াটে শ্রমিকদের সম্পর্কে কোন তথ্যাদি নেই, বিশেষত ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য মোট খরচের হিসাবও নেই কোথাও। কিন্তু এর মধ্যে ভাড়াটে শ্রমিকদের সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা বিশ্লেষণ করলে আবার মূল সিদ্ধান্তের ভুলই সূচিত করে। উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা ধরি যে 'ক্ষুদ্রায়তন' খামারে একর প্রতি গবাদি পশুর জন্য খরচ (বা মোট গবাদি পশুর পরিমাণ) সাধারণতঃ কম হওয়ার কথা যার কারণে ক্ষুদ্রায়তন খামারের প্রাধান্য, তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই প্রাধান্যের সংগে যেহেতু সংযোগ রয়েছে মোট উৎপাদন ব্যয়ের, তাহলে স্বভাবতই ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য ব্যয়ের পরিমাণও বেড়ে যাবে। কিন্তু ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য ব্যয়ের এই বৃদ্ধির পরিমাণ তা সে একর প্রতি, হেক্টর প্রতি বা ডেসিয়েটিন প্রতিই ধরি না কেন, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় সংস্থায় পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান বিশেষ বিনিয়োগ! কিন্তু পুঁজিবাদী সংস্থার সংগে তো সাধারণ অর্থে ক্ষুদ্রায়তন সংস্থার চরম বিরোধ, কারণ ক্ষুদ্রায়তন সংস্থা বলতে বোঝায় যা কিনা ভাড়াটে শ্রমিকদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না।

এর ফলে বৈপরীত্যের জট পাকিয়ে যায়। একরের হিসাবে বিভাগ অনুযায়ী দেখা যায় যে 'ক্ষুদ্রায়তন' খামারগুলি পুঁজিপতি নয়, কিন্তু

বৃহদায়তন খামারগুলি পুঁজিপতি। আবার সেই একই পরিসংখ্যানেই দেখা যায় যে খামার ছোট হলেই তাতে নিবিড় প্রথায় চাষাবাদ হয় আর তার জমির হিসাবে ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য ব্যয়ও তুলনামূলক ভাবে বেশি!

এই অবস্থার ব্যাখ্যা করতে আমরা আরও এক ধরনের তথ্যাদি নিয়ে আলোচনা করছি।

১১। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সংস্থাগুলির মধ্যে আরও সঠিক তুলনা

আমি আগেই বলেছি আমেরিকার পরিসংখ্যানবিদেরা এই ক্ষেত্রে জমিতে উৎপন্ন মোট ফসলের হিসাব থেকে খাদ্য হিসাবে যা খরচ হয় তা বাদ দেয়। এই তথ্যের হিসাব এককভাবে গ্রহণ করলে যা কিনা আমেরিকার পরিসংখ্যানে একমাত্র তথ্য, আমরা দেখতে পাই যে একর প্রতি জমির হিসাব বা গবাদি পশুর পরিমাণেরও সঠিক হিসাব নেই এতে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে, দেশের কয়েক লক্ষ খামার আর তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে এই সব তথ্যের হিসাব নিঃসন্দেহে অন্যান্য হিসাবের তুলনায় কম প্রয়োজনীয় একথা বলা চলে না। বরং অন্যভাবে বলা চলে অন্যান্য তথ্যের চেয়ে *উৎপাদনের* হার হিসাব করতে, বিশেষ করে বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনের প্রশ্নে· অর্থাৎ বাজারজাত করার জন্য উৎপাদিত পণ্যের মূল্য হিসাবে এই তথ্য অনেক বেশি প্রাঞ্জল। একথা মনে রাখা দরকার যে কৃষির বিবর্তন বা তার নিয়মকানুন সম্পর্কে কোন আলোচনা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন খামারগুলির *উৎপাদনের* উপর।

অধিকন্তু, এসব ক্ষেত্রে কৃষির বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা কৃষিতে পুঁজিবাদের ভূমিকার সঙ্গেও জড়িত। এই ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে কৃষিতে 'বাণিজ্যিক' ও 'প্রাকৃতিক' অর্থনীতির প্রভাবের মধ্যে সঠিক সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। একথা সর্বজনবিদিত যে, 'প্রাকৃতিক' অর্থনীতি, অর্থাৎ দেশের ব্যবহারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন,-যা বাজার-জাত করার জন্য নয়, তার বিশেষ একটা ভূমিকা আছে কৃষিতে, আর তার ফলেই খুব শ্লথ গতিতে বাণিজ্যিক অর্থনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে কৃষিক্ষেত্রে। যদি গৃহীত রাজনৈতিক অর্থনীতিকে বৈজ্ঞানিক বা বুদ্ধিগত ভাবে প্রয়োগ

করা না হয়, তাহলে কেবল বাণিজ্যিক কৃষিক্ষেত্রে বৃহদায়তন খামার কর্তৃক ক্ষুদ্রায়তন খামারগুলির অপসারণ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। একথা ঠিকই যে তাত্ত্বিক দিক থেকে এ সম্পর্কে কেউই কোন আপত্তি করবেন না। তা সত্ত্বেও কোন কোন অর্থনীতিবিদ বা সংখ্যাতত্ত্ববিদ বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হন যতদূর সম্ভব প্রাকৃতিক কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষিতে উত্তরণের যে সব কারণ, বা ব্যাখ্যাগুলি পাওয়া সম্ভব তা তুলে ধরেন। এই ধরনের প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের তথ্য হিসাবে মোট উৎপন্ন দ্রব্যাদি যা খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না, তার মোট মূল্যের একটা হিসাব সেই হিসাবে খামারগুলির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে শিল্পে বৃহদায়তন সংস্থার উৎপাদন ক্ষুদ্রায়তন সংস্থার উৎপাদনকে ছাপিয়ে যায়, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, আর তাই সেই সব সংস্থায় সব সময় তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের হিসাব বা তাতে নিযুক্ত শ্রমিকের হিসাবে শ্রেণী বিভাগ করা হয়। কারিগরী বিশেষত্বের জন্য শিল্পে এই ব্যবস্থা খুবই সহজ। কিন্তু কৃষিতে তার পারস্পরিক সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গীভাব যুক্ত হওয়ায় এতে কৃষি প্রক্রিয়া, উৎপন্ন পণ্যের মূল্য নির্ধারণ এবং ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগের অবস্থা পর্যালোচনা করা বেশ অসুবিধার। শেষোক্ত বিষয়টির সম্পর্কে মোট কত শ্রমিক নিয়োজিত হয়েছে তার হিসাব নিতে হবে, কেবল লোক গণনার সময় কত লোক কাজে নিযুক্ত ছিল তার হিসাব নিলে হবে না, কারণ তাহলে এক বিশেষ সময়ে নিযুক্ত লোকেরই হিসাব নেওয়া হবে। এ ছাড়া, কেবল দীর্ঘ মেয়াদী ভাড়াটে শ্রমিকদের তালিকা করলেই হবে না, বিভিন্ন সময়ে নিযুক্ত দিন মজুরদেরও হিসাব নিতে হবে, কারণ কৃষিক্ষেত্রে এদেরও এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটা অসুবিধার কাজ হতে পারে কিন্তু একাজ একেবারে অসম্ভব তা বলা যায় না। কৃষি পর্যালোচনায় বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে, বিশেষ করে উৎপাদনের হিসাবে শ্রেণী বিভাগ, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ প্রভৃতি এবং ভাড়াটে শ্রমিকদের নিয়োগের হ্রাস বৃদ্ধি ও তার পরিমাণ প্রভৃতির হিসাব করতে হবে আরও ব্যাপকভাবে, এতে বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়া মনোভাব ও ধারণার নানা রকম বাধা এলেও তা অতিক্রম করতে হবে। এবং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সমীক্ষায় কোন যুক্তিযুক্ত চিন্তাধারার প্রয়োগ করলে এই সত্যে উন্নীত হওয়া যাবে যে শিল্প এবং কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই পুঁজিপতি সমাজে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার চাপে পিছিয়ে পড়েছে।

আমরা এখন আমেরিকার ১৯০০ সালের উৎপাদনের মূল্য হিসাবে শ্রেণী বিন্যাসের চিত্রটি নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখি :—

			খামারের গড় হিসাবে		
	একর প্রতি				
উৎপাদনের মূল্য হিসাবে খামারের শ্রেণী বিন্যাস (ডলার)	খামার (শতাংশের যোগফল)		উন্নত জমি	ভাড়াটে শ্রমিক	যন্ত্রপাতি (ডলার)
০	০'৯	১'৮	৩৩ ৪	২৪	৫৪
১ ডলার কিন্তু ৫০ ডলারের কম	২'৯	১'২	১৮'২	৪	২৪
৫০ " ১০০ "	৫'৩	২'১	২০'০	৪	২৮
১০০ " ২৫০ "	২১'৮	১০'১	২৯'২	৭	৪২
২৫০ " ৫০০ "	২৭'৯	১৮'১	৪৮'২	১৮	৭৮
৫০০ " ১০০০ "	২৪'০	২৩'৬	৮৪'০	৫২	১৫৪
১০০০ " ২৫০০ "	১৪'৫	২৩'১	১৫০'৫	১৫৮	২৮৩
২৫০০ ডলারের উর্ধ্বে	২'৭	১৯'৯	৩২২'৩	৭৮৬	৭৮১
সমগ্র খামারের মোট গড়	—	—	৭২'৩	—	১৩৩

যে সব খামারের কোন আয় দেখানো হয় নি বা যার মূল্য '০' ডলার দেখানো হয়েছে, সেগুলি হয়তো সাধারণতঃ একেবারে নতুন গড়া বসতি যার মালিকরা এখনও ঘর বাড়ী তৈরী করতে পারে নি, বীজ বোনা বা অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করে উঠতে পারে নি, তাই কোন ফসলও তুলতে পারে নি এখনও। আমেরিকার মত দেশে, যেখানে এখনও উপনিবেশ গড়ে উঠছে ক্রমাগত, সেখানে একজন কৃষক কতদিন তার খামারের মালিক হয়েছে সেটা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয়।

যে সব খামারের কোন আয় নেই, তাদের কথা বাদ দিলে আমরা এমন একটা ছবি পাই যাতে মোট জমির হিসাবে খামারের শ্রেণী বিন্যাস করলে যে ছবি ফুটে ওঠে প্রায় তারই সমতুল। খামারের বৃদ্ধির সংগে সংগে তার উৎপাদিত পণ্যের মোট মূল্যের পরিমাণও যেমন বাড়ে, তেমনি সেই খামারের ভড়াটে শ্রমিকদের জন্য গড় ব্যয়, উন্নত জমির গড় পরিমাণ এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের জন্য গড় ব্যয়ও বেড়ে যায় তদনুযায়ী। মোটামুটিভাবে বেশি লাভ-বান খামার হয় সেইগুলিই, যাদের মোট আয় অর্থাৎ উৎপাদিত পণ্যের মোট মূল্য যাদের বেশি, অর্থাৎ যে খামারের মোট জমির পরিমাণ বেশি সেইগুলিই।

এটা পরিষ্কার দেখা যাবে যে নতুন পদ্ধতিতে শ্রেণী বিন্যাসে নতুন কোন ফল হয় নি।

কিন্তু আমরা এখন খামার প্রতি খরচের হিসাব না করে একর প্রতি খরচের (গবাদি পশু ও যন্ত্রপাতি, ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য ব্যয় এবং সারের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ) হিসাব নিয়ে পর্যালোচনা করব।

সব রকমের জমির একর প্রতি হিসাব (ডলারের মূল্যে)

উৎপাদিত পণ্যের মূল্য হিসাবে খামারের শ্রেণী বিন্যাস	ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য ব্যয়	সারের জন্য ব্যয়	গবাদি পশুর মূল্য	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মূল্য
০	০·০৮	০·০১	২·৯৭	০·১৯
১ ডলার ও ৫০ ডলারের কম	০·০৬	০·০১	১·৭৮	০·৩৮
৫০ ” ১০০ ”	০·০৮	০·০৩	২·০১	০·৪৮
১০০ ” ২৫০ ”	০·১১	০·০৫	২·৪৬	০·৬২
২৫০ ” ৫০০ ”	০·১৯	০·০৭	৩.০০	০·৮২
৫০০ ” ১০০০ ”	০·৩৬	০·০৭	৩·৭৫	১·০৭
১০০০ ” ২৫০০ ”	০·৬৭	০·০৮	৪·৬৩	১·২১
২৫০০ ডলারের উর্ধ্বে	০·৭২	০·৫৬	৩·৯৮	০·৭২

যেসব খামারের কোন আয় নেই কেবল তারাই ব্যতিক্রম এবং সাধারণতঃ সেগুলি এক বিশেষ অবস্থায় রয়েছে, এবং যে সব খামারের সবচেয়ে বেশি আয় সেগুলিতে ঠিক তার নীচের খামারগুলির চেয়ে নিবিড় কৃষি ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে কম, বিশেষত চারটির মধ্যে যে তিনটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তার ক্ষেত্রে তো বটেই। কিন্তু মোটামুটিভাবে আমরা দেখতে পাই যে *খামারের উৎপাদিত মূল্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে* তার নিবিড় চাষাবাদের *পরিমাণ*ও *বৃদ্ধি পায়* সমানতালে।

এই চিত্র খামারের একরের পরিমাণের হিসাবে শ্রেণী বিন্যাসের ফলে পাওয়া চিত্রের ঠিক বিপরীত।

একই পরিসংখ্যান পর্যালোচনার পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্য সম্পূর্ণ আলাদা চিত্রের প্রকাশ করে।

খামারের আয়তন যত বাড়তে থাকে, তার কৃষিতে নিবিড় প্রথারও তত *অবসান* হয়,—যদি খামারের শ্রেণী বিন্যাসে জমির পরিমাণ ধরা হয়, আর নিবিড় প্রথার *প্রসারলাভ* হয় যদি শ্রেণীবিন্যাস উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের হিসাবে করা হয়।

তাহলে এই দুই সিদ্ধান্তের কোনটি ঠিক ?

এটা পরিষ্কার যে যদি জমির উন্নতি করা না হয়, তাহলে কৃষি ব্যবস্থার পর্যালোচনায় কেবল তার জমির পরিমাণ থেকে আদৌ কোন সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না (আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে আমেরিকায় কৃষির শ্রেণী বিন্যাস করা হয় তার মোট জমির পরিমাণের উপর হিসাব করে, যদিও তার উন্নত জমির পরিমাণ শতকরা ১৯ থেকে ৯১ ভাগ পর্যন্তও আছে তার খামারের বিভাগে, আর ভৌগোলিক বিভাগ অনুযায়ী তার পরিমাণ শতকরা ২৭ থেকে ৭৫ ভাগ)। মোট জমির হিসাবে শ্রেণী বিন্যাসে আদৌ কোন ধারণা পাওয়া যায় না, যদি না তার বিভিন্ন খামারের মধ্যে যে সব পার্থক্য রয়েছে বিশেষ করে তাদের কৃষি প্রক্রিয়া, কৃষির নিবিড়তা, শস্য সংগ্রহ, সার ব্যবহারের পরিমাণ, যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও গবাদি পশুর দ্বারা ফসল উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়গুলির হিসাব নেওয়া হয়।

এই কথা প্রত্যেক পুঁজিপতি দেশের ক্ষেত্রে এমন কি যেসব জায়গার কৃষিতে পুঁজিবাদের ভূমিকা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কেন ক্ষুদ্রায়তন কৃষিকে 'প্রাধান্য' দেওয়া হয়েছে তার একটা বিশেষ কারণ আমরা বুঝতে পারি এবং কি কারণেই বা বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়াদের গত দশকে অগ্রগতির সম্বন্ধে সংস্কারবদ্ধ ধারণার ঢাক পেটানো হচ্ছে সামাজিক পরিসংখ্যান বিশেষ করে কৃষি পরিসংখ্যানে তার কারণ বুঝতে পারা যায়। এ সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হয়ে বলা যায় যে এই ধরনের ভুল ও সংস্কারাবদ্ধ ধারণা প্রকাশ করার একটা উদ্দেশ্য আছে বুর্জোয়াদের, যারা শ্রেণী পার্থক্যের মূল ধারণাকে চাপা দিতে চায় বর্তমান বুর্জোয়া সমাজে, আর সকলেই জানে যে যখন কারো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন প্রশ্ন জড়িত থাকে তখনই বিনা দ্বিধায় বক্তব্য নিয়েই দেয় নানা প্রশ্ন।

কিন্তু আমরা এখানে কেবল ক্ষুদ্রায়তন কৃষির প্রাধান্য সম্পর্কে যে সব ভুল তথ্যের অবকাশ আছে সেই সম্পর্কেই আলোচনা করবো। এই সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই যে এই সবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে মোট জমির আয়তন বা উন্নত জমির পরিমাণ নিয়ে যে অযৌক্তিক শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে, তার পর্যালোচনা করা।

পুঁজিবাদী দেশসমূহের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটু আলাদা, কারণ এখনও তার এমন অনেক জমি পড়ে রয়েছে পতিত বা বসতিহীন জমি হিসাবে, যা বণ্টন করা হয়েছে বিনামূল্যে। এখনও এখানে কৃষির অগ্রগতি সম্ভব, এই সব পতিত জমি দখল করে, বা যে জমিতে কখনও চাষ হয় নি, সেখানে চাষ করে—এখানে কৃষির প্রসার ঘটছে অতি প্রাচীন পদ্ধতি এবং তা গবাদি পশু নির্ভর ও এর ফসল উৎপাদনও প্রাচীন। প্রাচীন পুঁজিপতি ইউরোপের কোথাও এই ধরনের ব্যবস্থা নেই। এই সব দেশে কৃষির অগ্রগতি প্রধানত

নিবিড় চাষের উপর নির্ভরশীল, এখানে কৃষিতে জমির পরিমাণ বাড়িয়ে তা করা সম্ভব নয়, বরং এখানকার কৃষির উন্নতি ঘটিয়ে এবং মোট জমিতে আরও পুঁজি বিনিয়োগ করে উৎপাদন বাড়াতে হয়। যারা কেবল খামারের মোট জমির পরিমাণের উপরই জোর দেয় তারা পুঁজিপতি কৃষির এই প্রধান বিশেষত্বকে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ক্রমে ক্রমে স্থায়ী হয়ে উঠছে, তাকেই উপেক্ষা করে।

পুঁজিপতি কৃষিতে প্রধান প্রচেষ্টা থাকে ক্ষুদ্রায়তন সংস্থাকে—যা জমির আয়তন অনুযায়ী ক্ষুদ্রায়তন, তাকে মোট উৎপাদনের হিসাবে বৃহদায়তন সংস্থায় পরিণত করার। এর জন্য গবাদি পশুর বৃদ্ধি, সার ব্যবহারের প্রসার, বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদির দিকেই ঝোঁকটা দেখা যায়।

এই কারণেই জমির আয়তন অনুযায়ী খামারের শ্রেণী বিভাগের ফলে এই সিদ্ধান্তেই পেঁাছানো যায় যে সংস্থার আয়তন বাড়ার সংগে সংগে তার কৃষির নিবিডতা হ্রাস পায়—যদিও এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভুল। বরং একমাত্র সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব যদি জমির উৎপন্ন ফসলের মোট মূল্যের হিসাবে পারস্পরিক তুলনা করা হয়, তাহলেই, তাহলে দেখা যাবে সংস্থা যত বড হবে, তার কৃষিও হবে তত নিবিড প্রখর।

কৃষি ব্যবস্থায় জমির পরিমাণ কেবল একটা অবস্থাগত বিষয়মাত্র এবং কৃষি যত ব্যাপক ও বিস্তৃত হতে থাকে সেখানে জমির ভূমিকা ততই হ্রাস পায়। কিন্তু কোন সংস্থার মোট উৎপন্ন ফসলের মূল্য কোন অবস্থাগত প্রমাণ মাত্র নয়, বরং এ হল ব্যবস্থার সরাসরি ফল। এছাড়া এটা সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ও সত্য। ক্ষুদ্রায়তন কৃষি বলতে আমরা সব সময়েই বুঝে থাকি যে তাতে ভাডাটে শ্রমিকদের কোন স্থান নেই। কিন্তু শ্রমিকের বিবর্তন থেকে শোষণ কোনটাই কেবল সংস্থার আয়তন বৃদ্ধির সংগে সংগেই ঘটে না,—যা ঘটতো, প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থায়, এর ফল দেখা যায় যন্ত্রপাতি ও প্রক্রিয়ার উন্নতির সংগে সংগে, যেমন একই পরিমাণ জমিতে আরও উন্নত চাষাবাদের প্রচলন, বা অর্থ বিনিয়োগ, নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বা কৃত্রিম সারের প্রযোগ বা উন্নত জাতের গবাদি পশুর ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি কারণেও শ্রমিক শোষণ চলতে থাকে।

উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের হিসাবে খামারের শ্রেণী বিভাগের *প্রকৃতপক্ষে* একই ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়ার খামারগুলিকে নিয়ে আসে একই বিভাগে তাদের জমির পরিমাণ যাই হোক না কেন। ফলে অত্যন্ত নিবিড চাষযোগ্য খামার অতি সামান্য পরিমাণ জমি থাকা সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে বৃহৎ জমির খামারের সংগে একই বিভাগে চলে আসে। এবং উভয় ধরনের খামারই উৎপাদন ও ভাডাটে শ্রমিকের প্রশ্নে বৃহদায়তন খামারের আওতায় পড়ে।

বিপরীতপক্ষে, জমির পরিমাণ অনুযায়ী ভাগ করলেও এই সব খামার একই বিভাগে এসে যায় তাদের জমির পরিমাণের হিসাবে, এবং বিভিন্ন কৃষিব্যবস্থা অবলম্বন করা হলেও খামারগুলি একই বিভাগে আসে। এদের মধ্যে পারিবারিক শ্রমের প্রাধান্যসম্পন্ন খামারও যেমন আছে, তেমনি আবার ভাড়াটে শ্রমিকের প্রাধান্য সম্পন্ন খামারও আছে। ফলে আমরা এমন একটা বিভাগ পাই যাতে পুঁজিবাদের মধ্যেই নিহিত থাকে অন্তত *এক শ্রেণী পার্থক্যের পরিচয়*, যে চিত্র প্রকৃতপক্ষে ভুল আর ভ্রান্তপথ-নির্দেশ দেয়, কিন্তু বুর্জোয়ারা অবশ্য এই চিন্তাধারাকেই বেশি পছন্দ করে। এর অর্থ *ছোট কৃষকদের অবস্থার এক রঙ্গীন চিত্র তুলে* ধরা, যেটা বুর্জোয়াদের বেশি পছন্দ। এর ফলশ্রুতি হল পুঁজিবাদের প্রসারের দিকটাকে আড়াল করে রাখা।

এব ফলে পুঁজিবাদের মৌলিক আর প্রধান উদ্দেশ্যই প্রকাশ পায় অর্থাৎ শিল্পে এবং কৃষিতে বৃহদায়তন উৎপাদন সংস্থার দ্বারা ক্ষুদ্রায়তন সংস্থাকে হটিয়ে দেওয়া। কিন্তু এই হটানোর পরিকল্পনাকে কেবল আশু বেদখল করা বোঝায় না। এই পরিবর্তনের ফলে ছোট চাষীর সর্বনাশ ঘটায় এবং তাদের খামারের অবস্থাও কাহিল করে তোলে বছরের পর বছর শুধু নয়, দশকের পর দশক ধরেও। এই ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর ফলে চাষীর ঘরে অনাহার আর অর্ধাহারেব পালা আরম্ভ হয়, তার ঋণের বোঝা বাড়ে, গবাদি পশুর খাদ্যদ্রব্যে ঘাটতি পড়ে, বীজ বপন, সার প্রয়োগ আরও অন্যান্য অবস্থারও অবনতি ঘটে এবং খামারে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ যায় চিরতরে বন্ধ হয়ে। কিভাবে ছোট চাষীরা দিন দিন এর ফলে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তার সম্পর্কে বুর্জোয়াদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য গবেষকরা ভুল তথ্য পরিবেশন করছে, এই অপবাদ থেকে যদি গবেষকরা অব্যাহতি পেতে চান তাহলে তাদের প্রাথমিক কর্তব্য হল এই ধ্বংসের মূল কারণের সঠিক ব্যাখ্যা করা যদিও তা সহজসাধ্য নয়। গবেষকদের পরবর্তী কাজ হবে এই ধ্বংসের লক্ষণ, কারণ এবং যতদূর সম্ভব এই ধ্বংসের ব্যাপকতা সম্পর্কে পর্যালোচনা করে কিভাবে তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য জানানো। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদেরা এই সম্পর্কে খুব সামান্যই মনোযোগ দিয়েছে।

ধরে নেওয়া যাক যে ৯০জন ছোট চাষী যাদের খামারের উন্নতি করার মত কোন আর্থিক সংগতি নেই, যারা সময়ের তালে চলতে পারছে না বলে ধ্বংস হতে বসেছে তাদের সঙ্গে পরিসংখ্যানবিদেরা আর দশজন সম পরিমাণ খামার জমির মালিক—যাদের যথেষ্ট পুঁজি রয়েছে এবং তারা প্রয়োজনমত ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ করে অল্প জমিতেই বৃহদায়তন খামার পরিচালনা করছে, এমন লোকের সংখ্যাও যোগ করেছে। এর ফলে মূল চিত্রটি দাঁড়াবে যে একশত জন ছোট খামারের চাষীদের একটা অদ্ভুত চিত্র।

১৯১০ সালের আমেরিকার লোকগণনার হিসাবে ঠিক এই রকমই একটা অদ্ভুত ছবি রয়েছে, বিশেষ করে এতে বুর্জোয়াদের সুবিধাই হয়েছে, কারণ এই পরিসংখ্যানে ১৯০০ সালে সংগৃহীত লোকগণনার যে প্রক্রিয়া অর্থাৎ জমির পরিমাণের হিসাবের সঙ্গে উৎপন্ন মূল্যের তুলনামূলক হিসাব, তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা জানতে পারি যে কেবল সারের প্রয়োগের পরিমাণ বেড়েছিল প্রচণ্ড, প্রায় শতকরা ১১৫ ভাগ—অর্থাৎ আগের পরিমাণের দ্বিগুণেও বেশি, আবার ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য খরচের পরিমাণ বেড়েছে শতকরা ৮২ ভাগ, আর মোট উৎপাদিত শস্যের মূল্য বেড়েছে শতকরা ৮৩ ভাগ। এটা একটা প্রচণ্ড উন্নতি। এটা হল সামগ্রিকভাবে জাতীয় কৃষি অগ্রগতির একটা চিত্র। এবং আমার বলতে বাধা নেই যে কিছু অর্থনীতিবিদ যদি বাস্তবিক নাও করে থাকে তাহলে তাদের উদ্দেশ্য হল এটাকে ক্ষুদ্রায়তন পারিবারিক চাষের উন্নতি বলে সিদ্ধান্ত করা; কারণ সাধারণতঃ জমির হিসাবে ক্ষুদ্রায়তন চাষেই দেখা যায় একর প্রতি সারের খরচ বেশি।

কিন্তু আমরা জানি যে এই রকম সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ কারণ জমির হিসাবে ক্ষদ্রায়তন খামারগুলির অধিকাংশই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং তাদের কারো নেই সারের জন্য খরচ করার মত আর্থিক সঙ্গতি, অন্যদিকে *পুঁজিপতিরা* (যদি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুঁজিপতিও হয়) অল্প পরিমাণ জমিতেই অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও কৃষি প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করে এবং ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ করে বৃহদায়তনে কৃষিকার্য পরিচালনা করছে।

১৯০০ এবং ১৯১০ সালের হিসাব অনুযায়ী আমরা দেখেছি যদি সাধারণতঃ বৃহদায়তন উৎপাদন সংস্থার দ্বারা ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন সংস্থা বিতাড়িত হয়, যদি ক্ষুদ্রায়তন খামারে পুঁজিপতি মূলধনের দ্বারা দ্রুত হারে কৃষি উৎপাদন বাড়তে থাকে, যদি উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের হিসাবে সংস্থা হিসাবে সার প্রয়োগের পরিমাণ বাড়তে থাকে, তাহলে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ১৯০০ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত হিসাবে সার প্রয়োগের হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিপতি কৃষিরই সমস্ত রকম কৃষির উপর আধিপত্য বজায় রয়েছে এবং যা আরও বৃহদাকারে সমস্ত কৃষিকে দাবিয়ে রেখে পুঁজিবাদের আধিপত্যকে বাড়িয়ে তুলেছে।

১৮। কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্নপ্রকার সংস্থা

আমি আগে নিবিড় বৃহদায়তন পুঁজিবাদী কৃষি প্রসঙ্গে যে কথা বলেছি সেই প্রসঙ্গেই আসছে এ প্রশ্ন, যে এমন কি বিশ্বাস করার কোন কারণ আছে যে কৃষির নিবিড়তা বৃদ্ধি পেলে তার খামারের আয়তন হ্রাসের দিকে ঝোঁক দেখা যায়? বা অন্যভাবেও বলা যায় যে আধুনিক কৃষির কি এটাই বিশেষত্ব যে নিবিড় কৃষিকার্যের জন্য ক্ষুদ্রায়তন খামারই শ্রেয়?

সাধারণ তাত্ত্বিক যুক্তি বা প্রমাণের দ্বারা এ প্রশ্নের উত্তর কখনও পাওয়া যায় নি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক বিশেষ ধরনের কৃষি ব্যবস্থার উপরই তা নির্ভর করছে বা প্রকৃতপক্ষে কতটা মূলধন তাতে বিনিয়োগ করা হচ্ছে, তার উপরই নির্ভরশীল। তত্ত্বের দিক দিয়ে যে কোন পরিমাণ অর্থ যে কোন পরিমাণ জমি ও কোন উপায়ে ব্যয় করা যায় কিন্তু তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তার অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর; এবং সর্বোপরি সম্পূর্ণ অবস্থাটা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশ ও তার নির্দিষ্ট সময়ের উপর। এই সম্পর্কে কোন উদাহরণ দিলে লাভ হবে না, কারণ নানা ধরনের জটিল, বিভিন্ন, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং বিপরীতার্থক অবস্থা বর্তমান বিভিন্ন দেশে ও সময়ে যে কোন উদাহরণেরই পাল্টা বিপরীত উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। মোদ্দা কথা তাহলে কি দাঁড়ায়—এবং এর মূল অবস্থাটাই বা কি, এর ফলে আমরা একটা ছবিই পাই তা হল, সব রকমের অবস্থা ও বিচ্ছিন্নতার সামগ্রিক পর্যালোচনার দ্বারা একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পথ নির্দেশ।

১৯০০ সালের হিসাবে আমেরিকার পরিসংখ্যানবিদদের ব্যবহৃত বিভাজন সম্পর্কে তৃতীয় একটি পন্থা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। এই বিভাজন হল *আয়ের মূল উৎসের* হিসাবে। এর দ্বারা খামারগুলি নীচের যে কোন একটা ভাগের মধ্যেই পড়বে; (১) ঘাস ও শস্য প্রধান আয়ের উৎস (২) বিবিধ (৩) গবাদি পশু (৪) তুলা (৫) তরকারী (৬) ফল (৭) দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি (৮) তামাক (৯) ধান (১০) চিনি (১১) ফুল ও গুল্মাদি (১২) ট্যারো এবং (১৪) কফি। শেষোক্ত ৭টি বিভাগ (৮-১৪) মোট খামারের মাত্র ২'২ শতাংশ আয়ের ব্যবস্থা করে, তাই এত সামান্য পরিমাণ আয়কে আমি হিসাবের মধ্যে আলাদা করে ধরছি না। অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে প্রথমোক্ত বিভাগগুলি (৮-১৪) পূর্বোক্ত তিনটি বিভাগের (৫-৭) অনুরূপ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই হিসাবে বিভিন্ন ধরনের খামারের একটা চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে :

সমস্ত জমির প্রতি একরের গড় (ডলারে)

মূল আয় অনুযায়ী খামারের বিভাগ	মোট খামারের শতকরা ভাগ	খামার প্রতি গড় জমি	মোট উন্নত জমির পরিমাণ	শ্রমিকদের জন্য ব্যয়	সারের জন্য ব্যয়	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির জন্য ব্যয়	গবাদি পশুর মোট সংখ্যা
ঘাস ও শস্যাদি	২৩·০	১৫৯·৩	১১১·১	০·৪৭	০·০৪	১·০৪	৩·১
বিবিধ	১৮·৫	১০৬·৮	৪৬·৫	০·৩৫	০·০৮	০·৯৪	২·৭
গবাদি পশু	২৭·৩	২২৬·৯	৮৬·১	০·২৯	০·০২	০·৬৬	৪·৪
তুলা	১৮·৭	৮৩·৬	৪২·৫	০·৩০	০·১৪	০·৫৩	২·১
তরকারী	২·৭	৬৫·১	৩৩·৮	১·৬২	০·৫৯	২·১২	৩·৭
ফল মূলাদি	১·৪	৭৪·৮	৪১·৬	২·৪৬	০·৩০	২·৩৪	৩·৩
দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি	৬·২	৫২১·৯	৬৩·২	০·৮৬	০·০৯	১·৬৬	৫·৫
সব খামারের গড়···	১০০·০	১৪৬·৬	৭২·৩	০৪·৩	০·০৭	০·৯০	·৩৬

এটা পরিষ্কার যে প্রথমোক্ত দুটি সংস্থা (ঘাস ও শস্যাদি এবং বিবিধ) পুঁজিপতি অগ্রগতি ও কৃষির নিবিড়তার ক্ষেত্রে সাধারণ আয়ের সংস্থা। (এদের ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য খরচের পরিমাণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গড় ব্যয়ের অর্থাৎ শতকরা ০·৪৩ ভাগের সমান, যেমন ০·৩৫. শতাংশ থেকে ০·৪৭ শতাংশ) নিবিড় চাষাবাদের যে সব বৈশিষ্ট্য যেমন, সারের জন্য খরচ, একর প্রতি যন্ত্রপাতি ও গবাদি পশুর জন্য ব্যয়—সব কিছুই আমেরিকার মোট ব্যয়ের গড় হিসাবের সংগে সমান।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে সাধারণ ভাবে কৃষিতে এই দুটি বিভাগ বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ঘাস ও শস্য আর তার সংগে খামারের অন্য উৎপন্ন দ্রব্যাদি (আয়ের বিবিধ উৎস) সব দেশের মুখ্য উৎপাদন। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করলে নিঃসন্দেহে ঔৎসুক্য বাড়ে, যেমন বাণিজ্যিক উৎপাদন সম্পর্কে আরও তথ্যাদি। কিন্তু আমরা দেখেছি, আমেরিকার পরিসংখ্যানে এই সম্পর্কে মাত্র একপা এগিয়েই আবার পিছিয়ে এসেছে।

গবাদি পশু ও তুলা, পরবর্তী বিভাগের এই দুটি পণ্যের উৎপাদন সাধারণত সবচেয়ে কম পুঁজিপতি অগ্রসর খামারের উৎপাদন (এখানে ভারাটে শ্রমিকদের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র ০·২৯ থেকে ০·৩০ শতাংশ, যেখানে গড় ব্যয়ের পরিমাণ ০·৪৩ শতাংশ) এবং সবচেয়ে কম নিবিড় চাষাবাদ প্রক্রিয়াও প্রযোজ্য এখানে। এদের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির জন্য ব্যয়ের পরিমাণও গড় ব্যয়ের সর্বনিম্ন (০·৬৬ শতাংশ থেকে ০·৫৩ শতাংশ, যেখানে গড় ব্যয় ০·৯০ শতাংশ)।

যে সব খামারের মূল আয়ের উৎসই গবাদি পশু, সেখানে আমেরিকার মোট গবাদি পশুর হিসাবে খামার প্রতি গবাদি পশুর জন্য ব্যয় বেশি (গড়ে ৩'৬৬ থেকে এখানকার ব্যয় ৪'৪৫), এখানে ব্যাপক কৃষির প্রভাব দেখা যায়, সার প্রয়োগের খরচ সর্বাপেক্ষা কম, এখানে গড় জমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (২২৬'৯ একর) আর উন্নত জমির পরিমাণ গড়ে সবচেয়ে কম (২২৬'৯ একরের মধ্যে মাত্র ৮৬'১ একর) তুলা আবাদি খামারগুলিতে গড়ের চেয়েও বেশি খরচ হয় সারের জন্য, কিন্তু কৃষির অন্যান্য খরচের পরিমাণ বেশ কম (একর প্রতি সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতির খরচ)।

সবশেষে ধরা যাক শেষ তিনটি বিভাগকে, অর্থাৎ তরকারী, ফল ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি—উৎপন্ন খামারগুলির বিশেষত্ব হল প্রথমতঃ এখানের খামারের জমির গড় পরিমাণ সবচেয়ে কম (শতকরা ৬৩ থেকে ৬৬ ভাগ উন্নত জমি, যেখানে অন্যান্য বিভাগের উন্নত জমির পরিমাণ শতকরা ৪২ থেকে ৮৬ ভাগ এবং ৪৬ থেকে ১১১ ভাগ)। দ্বিতীয়তঃ এগুলি সবচেয়ে বেশি পুঁজিপতি। এরা ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য ব্যয় করে সর্বাধিক গড় ব্যয়ের চেয়ে ২ থেকে ৬ গুণ বেশি, আর তৃতীয়তঃ এই খামারের কৃষি সবচেয়ে বেশি নিবিড়। এখানকার নিবিড় কৃষির পরিমাণ অন্য সমস্ত জায়গার গড় হিসাবকে ছাপিয়ে গেছে, সারের জন্য ব্যয়, যন্ত্রপাতির জন্য ব্যয়, গবাদি পশুর জন্য ব্যয়, সব কিছুতেই ব্যয়াধিক্য (কেবল যেসব খামারের প্রধান আয় ঘাস আর শস্যের উপর নির্ভরশীল সেখানে ব্যয় বেশি হলেও ফল উৎপাদনকারী খামার গবাদি পশুর জন্য ব্যয়ের পরিমাণে পিছিয়ে আছে)।

আমরা এখন পর্যালোচনা করে দেখি দেশের অর্থনীতিতে এইসব পুঁজিপতি খামারের ভূমিকা কি। কিন্তু তার আগে একটু বিস্তারিতভাবে এই সব খামারের নিবিড় চাষাবাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করছি।

যে সব খামারের প্রধান আয় সবজী থেকে, তাদের কথাই ধরা যাক। এটা সর্বজনবিদিত যে যেখানে শহর, কারখানা, শিল্প শহর, রেল স্টেশন, বন্দর ইত্যাদি বেড়ে উঠেছে সেখানেই সবজীর চাহিদা বেশি, তার ফলে সেখানে এর দাম বেড়ে যায় আর অন্যান্য সংস্থাকেও এই উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়ার জন্য বাধ্য করে। সাধারণ 'শাক সবজির খামারে অন্যান্য যেসব খামারে ঘাস ও শস্য উৎপন্ন হয় তাদের জমির তুলনায় এক তৃতীয়াংশেরও কম উন্নত জমি থাকে। সবজির বাগানের গড় জমির পরিমাণ যেখানে ৩০'৮ একর, সেখানে শস্য খামারে জমির গড় পরিমাণ ১১১'১ একর। এর অর্থ হল যে কারিগরী বিদ্যার অপ্রয়োজনে 'সবজি' খামারে পুঁজির ভূমিকা না থাকায় তার জমির পরিমাণও থাকে কম, অর্থাৎ যদি মূলধন বিনিয়োগ করে গড় মুনাফার চেয়ে মুনাফা না হয় তাহলে সবজির খামার সাধারণতঃ আয়তনে ছোটই হয় অন্যান্য শস্য খামারের চেয়ে।

কিন্তু এটাই সব নয়। কৃষিতে পুঁজিবাদের অগ্রসরতার ফলে প্রাকৃতিক কৃষিকার্য থেকে তা সহজেই উত্তরণ করে বাণিজ্যিক কৃষিতে। একথা প্রায়ই ভুলে যায় সকলে, তাই বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এ দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে বাণিজ্যিক কৃষি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের কল্পনার মত "সহজ পথে পরিচালিত হয় না, বিশেষ করে একই পণ্যের ক্রমাগত উৎপাদন বৃদ্ধি হয় না। না, আদৌ নয়। বাণিজ্যিক উৎপাদন সব সময়েই এক পণ্য থেকে অন্য পণ্যে অপসারিত হয়। এবং বিশেষ করে ঘাস ও শস্য উৎপাদন থেকে হামেশাই তা শাক সবজী উৎপাদনে নিয়োজিত হয়। কিন্তু এর সংগে খামারের জমির পরিমাণ ও কৃষিতে পুঁজিবাদের ভূমিকার সম্পর্ক কোথায়?

এক কৃষি থেকে অন্য কৃষিতে পরিবর্তনের ফলেই ঘটে একটি বৃহৎ ১১১.১ একর সমন্বিত খামারের বিভাজন, আর তার পরিণতিতেই দেখা যায় 'ক্ষুদ্রায়তন' ৩৩.৮ একর সমন্বিত তিনটি খামারের। পুরনো খামার যেখানে উৎপাদন করে ৭৬০ ডলার মূল্যের ফসল,—যা তার খাদ্য-দ্রব্য বাদে মোট উৎপাদনের গড় মূল্য এবং যার মূল আয় ছিল ঘাস আর শস্য উৎপাদন। আর নতুন তিনটি খামারের মোট উৎপাদন মূল্য হল গড়ে একটিতে ৬৬৫ ডলার করে অর্থাৎ মোট ৬৬৫ × ৩ = ১৯৯৫ ডলার, অর্থাৎ প্রাচীন বৃহদায়তন খামারের মোট আয়ের চেয়ে দ্বিগুণ।

যেহেতু বৃহদায়তন উৎপাদন ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের অপসারণ করে তাই খামারের মোট জমির পরিমাণও *যায় কমে*।

পুরনো খামারে ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য গড়ে মোট ব্যয় হত ৭৬ ডলার; আর নতুন খামারে এই ব্যয়ের পরিমাণ ১০৬ ডলার, অর্থাৎ খামার প্রতি মোট ব্যয় প্রায় অর্ধেক, যদিও তার জমির পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ বা তারও কম। সারের জন্য খরচের পরিমাণ বেড়েছে একর প্রতি ০.০৪ ডলার থেকে ০.৫৯ ডলার, প্রায় ১৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির ব্যয় বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ, অর্থাৎ ১.০৪ ডলার থেকে ২.১২ ডলার।

স্বভাবতই আপত্তি উঠবে যে মোট খামারের তুলনায় এই ধরণের অতি পুঁজিপতি ও বিশেষ ধরনের বাণিজ্যিক ফসলের খামারের সংখ্যা অতি নগণ্য। এর উত্তর হল প্রথমত এর সংখ্যা ও *ভূমিকা*, ভূমিকা অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভূমিকার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে যেমন ভাবা যায়—তার চেয়েও, আর দ্বিতীয়তঃ বিশেষ করে এটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—পুঁজিপতি দেশে এটাই এমন ফসল যা কিনা আর সবার চেয়ে দ্রুতগতিতে বিকাশ লাভ করে। ঠিক এই কারণেই নিবিড় কৃষিকার্যের প্রয়োগে খামারের জমির পরিমাণ কমালে উৎপাদন প্রক্রিয়ার হ্রাস না করলে উৎপাদন না কমে বরং বেড়ে যায়, আর ভাড়াটে শ্রমিকদেরও শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

সারা দেশের চিত্র আমরা আমেরিকার পরিসংখ্যান থেকে তুলে ধরছি। আমরা সমস্ত বিশেষ অর্থাৎ "বাণিজ্যিক" শস্য যা আগের ৫ থেকে ১৪নং তালিকার অন্তর্ভুক্ত, ধরছি যেমন সবজী, ফল, দুগ্ধজাত দ্রব্য, তামাক, ধান, চিনি, ফুল, লতা গুল্মাদি, ট্যারো ও কফি। ১৯০০ সালে এইসব দ্রব্যই ছিল প্রধান আয়ের উৎস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত খামারের মোট উৎপাদনের ১২.৫ শতাংশ। অর্থাৎ মাত্র আট ভাগের একভাগ, যা কিনা খুবই সামান্যই। আর তাদের জমির পরিমাণ ছিল, মোট জমির ১২ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু আমরা যদি আমেরিকার মোট উৎপাদনের মূল্য হিসাব করি তাহলে দেখা যাবে এর মধ্যে উল্লিখিত খামারে মোট উৎপাদন অন্তত-পক্ষে ১৬ শতাংশ, অর্থাৎ তাদের জমির পরিমাণের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ।

এর অর্থ হল এখানকার শ্রমিক ও জমির উৎপাদিকা শক্তি অন্য স্থানের তুলনায় দ্বিগুণ।

আমেরিকার কৃষিতে নিয়োজিত মোট ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য ব্যয়ের মোট হিসাব নিলে দেখা যায় এর ২৬.৬ শতাংশ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশেরও বেশি ব্যয় হয় এইসব খামারে। এটা হল তাদের জমির পরিমাণের তিনগুণ এবং গড় হিসাবেও তিনগুণেরও বেশী। অর্থাৎ এইসব খামার অন্যান্য খামারের তুলনাশ গড়ে অনেক বেশি পুঁজিবাদী।

এই সব খামারের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির জন্য ব্যয় হয় মোট ব্যয়ের ২০.১ শতাংশ, আর সারের জন্য ব্যয় হয় ৩১.৭ শতাংশ, অর্থাৎ মোট ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশের চেয়ে একটু কম আর গড় হিসাবের প্রায় চারগুণ।

ফলে সারা দেশের জন্য এক নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে আসা যায়। তাহল যে বিশেষ ভাবে নিবিড় চাষের খামারের জমির পরিমাণও বিশেষ ভাবে কম। বিশেষ করে ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ করা হয় বেশ বেশি, এবং শ্রমিকদের উৎপাদিকা শক্তিও বেশি, অর্থাৎ এইসব খামারের জাতীয় অর্থনীতিতে রয়েছে এক বিরাট ভূমিকা, যা কিনা নেই অন্য সব খামারের, যদিও এইসব খামারের জমির পরিমাণ মোট জমির হিসাবে খুব নগণ্যই।

দিন যত যেতে থাকে ততই কি এই সব উচ্চ পুঁজিপতি এবং অত্যন্ত নিবিড় কৃষির খামারের কি অন্য খামার ও শস্যের পরিমাণ থেকে বাড়তে থাকে না কমতে থাকে?

এর উত্তর গত দুটি লোকগণনার হিসাবের তুলনা করলেই পাওয়া যাবে, তাদের ভূমিকা নিসংশয়ে বাড়ছে। তাহলে আমরা কোন লক্ষ্যের জন্য কত জমি ব্যবহার করা হচ্ছে তার হিসাব নিতে পারি। ১৯০০ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে আমেরিকায় দানা শস্যের জন্য জমির পরিমাণ বেড়েছে মাত্র ৩.৫ শতাংশ। আর বীন, পী এবং অন্যান্য ফসলের জন্য এই পরিমাণ ২৬.৬ শতাংশ। খাস্য

ও গবাদি পশ্ব খাদ্য ১৭.২ শতাংশ, তুলা ৩২ শতাংশ, সবজী ২৫.৫ শতাংশ, আখ, বা বীনজাতীয় বীট ইত্যাদি উ২.৬ শতাংশ।

এবারে কি পরিমাণ ফলন হয়েছে তার হিসাব নিয়ে দেখি। ১৯০০ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত দানা শস্যের ফলন বেড়েছে মাত্র ৩.৭ শতাংশ, বীন ১২২.২ শতাংশ, ঘাস ও পশ্ব খাদ্য ২৩ শতাংশ, ম্বগার বীট ইত্যাদি ৩৯৫.৭ শতাংশ, ইক্ষ্ব ৪৮.৫ শতাংশ, আল্ব ৪২.৪ শতাংশ, আঙ্বর ৯৭.৬ শতাংশ, আর বেরী, আপেল ইত্যাদির ফলন খ্ববই কম হয়েছে ১৯১০ সালে ; কিন্তু লেব্ব জাতীয় ফলের ফলন এই সময়ে বেড়েছে অন্ততঃ তিনগ্বণ।

এইভাবে যদিও আপাতদ্বষ্টিতে পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে তাহলেও সংখ্যা তথ্যের বিচারে নিভর্বল চিত্র আমেরিকার কৃষিক্ষেত্রে আরোপ করলে দেখা যায় যে সামগ্রিক ভাবে দেশের বৃহদায়তন খামারগ্বলি কেবল ক্ষ্বদ্রায়তন খামারগ্বলিকে অপসারিতই করে না, তা করে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে :

ক্ষ্বদ্রায়তন উৎপাদন বৃহদায়তন উৎপাদনের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যায় বহ্বল পরিমাণ জমির দ্বারা সেগ্বলি হচ্ছে কম উৎপাদিকা শক্তি কম নিবিড় চাষের প্রক্রিয়া ও কম প্বঁজিপতি খামারগ্বলি বন্ধ হচ্ছে সেই সব খামার দ্বারা যাদের জমির পরিমাণ কম, কিন্তু উৎপাদিকা শক্তি বেশি, নিবিড় চাষাবাদ ব্যবহৃত ও ব্যাপকভাবে প্বঁজিপতি ম্বলধন দ্বারা পরিচালিত।

১৩। কিভাবে কৃষিতে বৃহদায়তন উৎপাদন কর্তৃক ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনকে অপসারণ হ্রাস করা হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে যদি ক্ষ্বদ্রায়তন উৎপাদন তার প্রযুক্তিবিদ্যা.প্রক্রিয়ার ব্যাপক ব্যবহারের সংগে সংগে অপসারিত হয়, তাহলে জমির পরিমাণ অন্বযায়ী খামারের বিভাজনের কি আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে? এটা কি ঠিক দ্বই পরস্পর বিরোধী প্রক্রিয়া নয় যার থেকে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব?

এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া যায় আমেরিকার কৃষি ও তার বিবর্তনের সঠিক চিত্র তুলে ধরলে। এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা যে তিন ধরনের চিন্তা-ধারা বর্তমান খামারের বিভাজনে, তার সবগ্বলি নিয়েই উপস্থিত হব, বর্তমান সময়ে সামাজিক পরিসংখ্যানবিদেরা কৃষি সম্পর্কে যে সব তথ্য পেশ করেছে তার সবগ্বলিকে নিয়েই।

এই ধরনের তুলনা সম্ভব। এর জন্য যা দরকার তাহল একটা তথ্যচিত্র যদিও অবশ্য এটা দেখলে এটাকে অবাস্তব কঠিন শক্ত একটা চিত্র বলে অনেক পাঠকই প্রথমে ভয় পেয়ে যাবেন। তাহলেও, এটা ব্বঝতে ও পর্যালোচনা করতে দরকার সামান্য একট্ব ব্বদ্ধি আর চিন্তাশক্তি।

প্রথম বিভাগ নিয়েই আমরা আলোচনা আরম্ভ করি—অর্থাৎ প্রধান আয়ের উৎসকে ধরে। এখানে খামারগুলিকে ভাগ করা হয়েছে তাদের কৃষিকার্যের প্রক্রিয়া অনুযায়ী, যা কিনা কতকটা শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের মত। কিন্তু কৃষিতে এই বিভাগের চরিত্র অনেক বেশী জটিল।

প্রথম সারিতে দেখা যাচ্ছে সামান্য পুঁজিপতি খামারের হিসাব। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক খামারই পড়ছে, অর্থাৎ ৪৬ শতাংশ। তাদের জমির পরিমাণ ৫২.৯ শতাংশ, অর্থাৎ এগুলি গড় খামারের তুলনায় বড় (এই বিভাগে পড়ে বৃহদায়তন, ব্যাপক, গবাদি পশুর খামার ও গড় হিসাবের তুলনায় ছোট তুলা চাষের খামার)। যন্ত্রপাতির খরচ (৩৭.২ শতাংশ) এবং সারের জন্য ব্যয় (৩৬.৫ শতাংশ) তাদের জমির পরিমাণের হিসাবে কম, যার অর্থ এই সব খামারের নিবিড়তা গড় নিবিড় চাষের চেয়ে কম। পুঁজিপতি সংস্থাগুলির (৫৫.২ শতাংশ) প্রতিও এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যমানের ক্ষেত্রেও (৪৫ শতাংশ) একই কথা বলে চলে। সুতরাং তাদের শ্রমিকদের উৎপাদিকা শক্তি গড় উৎপাদিকা শক্তির চেয়ে কম।

দ্বিতীয় সারিতে মাঝারি খামার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু সব দিক থেকেই মাঝারি যেসব খামার আছে, তাদের সকলের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবধান খুবই কম, তাই আমরা দেখি তাদের মধ্যে আনুপাতিক হিসাবেও পরস্পর পরস্পরের অন্য বিভাগের তুলনায় কাছাকাছি। সেই কারণেই সেখানে উত্থান পতন খুব কম।

তৃতীয় সারিতে দেখানো হয়েছে বিশাল পুঁজিপতি খামার। এই সব চিত্র থেকে কি বোঝা যায় তার একটা বিস্তারিত আলোচনা আমি করেছি। একথা লক্ষ্য রাখা দরকার যে কেবল এই ধরনের খামারের হিসাবেই আমরা ১৯০০ এবং ১৯১০ সালের লোকগণনায় সঠিক তথ্য পেয়েছি, যা থেকে একথা সহজেই প্রমাণ করা যায় যে উচ্চ পুঁজিপতি মূলধনের দ্বারা পরিচালিত খামারের উন্নতি গড় উন্নত খামারের চেয়েও অনেক বেশি ও দ্রুত।

অধিকাংশ দেশের সাধারণ জমির বিভাজনে কিভাবে এই সব উচ্চ পুঁজিপতি খামারের দ্রুত উন্নয়ন ধরা পড়ে? এই কথাও বলা হয়েছে পরবর্তী সারিতে, যেখানে জমির হিসাবে ছোট খামারের হিসাব রয়েছে।

এই বিভাগেই রয়েছে অধিকাংশ খামার (৫৭.৫ শতাংশ) এর জমির পরিমাণ মাত্র মোট জমির ১৭.৫ শতাংশ অর্থাৎ গড় জমির চেয়ে এক তৃতীয়াংশেরও কম। সুতরাং এটা হল খামারের সবচেয়ে 'গরীব' বিভাগের সবচেয়ে জমির 'প্রত্যাশী' বিভাগ। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই খামারে আবার গড় নিবিড়তার চেয়েও বেশি নিবিড় প্রথায় চাষাবাদ হয়, (যন্ত্রপাতির মূল্য ও সারের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ), এটা আরও বেশি পুঁজিপতি (ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য ব্যয়) এবং এতে শ্রমিকদের গড় উৎপাদিকা শক্তির চেয়েও বেশি উৎপাদিকা

শক্তি, (উৎপন্ন ফসলের মূল্যের হিসাবে) ২২'৩ শতাংশ থেকে ৪১'৯ শতাংশ উৎপাদন হয় ১৭'৫ শতাংশ জমিতে।

এর ব্যাখ্যা কি? নিশ্চিতই একটা বিরাট সংখ্যক উচ্চ পুঁজিপতি খামার (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) এসে যোগ হয়েছে এই 'ছোট' জমির খামারের বিভাগে। অর্থাৎ অল্প সংখ্যক ধনী ও পুঁজিপতি খামার মালিক সামান্য পরিমাণ জমিতে করছে বিরাট পুঁজিপতি কৃষি, যেগুলি আবার যোগ হচ্ছে, সেইসব বিভাগে যেখানে খামারের মূলধন ও জমির পরিমাণ খুবই সামান্য। এই ধরনের খামারের অনুপাত সমগ্র আমেরিকায় মাত্র ১২'৫ ভাগ, (যা আবার উচ্চ পুঁজিপতি খামারেরও হিসাব), যার অর্থ হল যদি এরা সব কয়টি খামারকেই একই বিভাগে ফেলে তাহলেও শতকরা ৪৫ভাগ খামার (৫৭'৫—১২'৫=৪৫'০) যাদের জমি ও মূলধনের পরিমাণ কম, তারা পড়বে খামারের এই ক্ষুদ্রায়তন বিভাগে। প্রকৃতপক্ষে উচ্চ পুঁজিপতি খামারের এক সামান্য অংশও যারা মাঝারি ও বৃহদায়তন খামারের পরিচালনা করছে, তাদের বাদ দিলেও এই শতকরা ৪৫ ভাগের মধ্যে কত অংশের প্রকৃতপক্ষে অল্প মূলধন ও জমি রয়েছে তা সঠিক জানা যায় না।

এটা দেখা যাবে যে এই ৪৫ শতাংশের অর্থাৎ ৪৫ শতাংশের সামান্য অংশ, যাদের মধ্যে অধিক মূলধন নিয়ে সামান্য জমিতে চাষ আবাদকারী যন্ত্রপাতি, সারের জন্য মূলধন, শ্রমিক ভাড়ার জন্য মূলধন সহ শতকরা ১০, ১২ বা তদনুযায়ী সংখ্যক পুঁজিবাদকে ধরলেও সেই সামান্য অংশ যারা অল্প মূলধনে ও সামান্য জমিতে চাষ করছে তাদের সম্পর্কে একটা চিত্র পাওয়া যাবে।

আমি এই বিভাগের মাঝারি ও বৃহৎ খামারগুলি নিয়ে আর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেব না, কারণ তা হবে একই কথার পুনরাবৃত্তি মাত্র, বিশেষতঃ ছোট খামার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে এদের সম্পর্কেও মোটামুটি একই কথা প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, যদি ক্ষুদ্রায়তন খামারের তথ্যাদি যদি ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের কিছুমাত্র ভাল চিত্রের আভাস দেয়, তাহলে বৃহদায়তন খামারের তথ্যাদিও বৃহদায়তন খামারে কৃষির প্রতি প্রকৃত গুরুত্ব দেওয়ার চিত্রটিকে ছোট করে দেখানো হবে। আমরা এই ধরনের কৃষিতে প্রকৃত কত কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার পর্যালোচনা করবো।

এইভাবে আমরা একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যা কিনা পুঁজিপতি দেশে জমির হিসাবে কৃষির বিভাজন করে।

কৃষি যতই ব্যাপক ও নিবিড় হবে ততই জমির আয়তনের হিসাবে করা কৃষি বিভাজনে শোষিত ক্ষুদ্র চাষীদের অবস্থা আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হবে, সেই সব ছোট চাষীদের কথাই বলা হবে যাদের জমি বা মূলধন কোনটাই নেই, ফলে বৃহৎ উৎপাদক আর ক্ষুদ্র চাষীর মধ্যে যে আসমান জমিন ফারাক, বিশেষতঃ যে শ্রেণী দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, সেই চিত্রটিও স্পষ্ট হয়ে উঠবে,

এতে বৃহৎ পুঁজিপতিদের ভূমিকাকে ছোট করে দেখানোর ফলে বৃহৎ পুঁজি-পতিরা তাদের প্রভাব বাড়াবে অপ্রতিহত গতিতে এবং আস্তে আস্তে নিঃশেষ হয়ে যাবে ক্ষুদ্র চাষীরা।

উৎপাদনের মূল্যের তালিকা থেকে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে খুব সহজেই আসা যায় যদি এই তালিকার ১ম ও শেষ সারির দিকে চোখ বুলাই। অ-পুঁজিপতি খামারের (বা যে সব খামারে খুব একটা লাভ হয় না এমন খামারগুলিও) ভাগ হল শতকরা ৫৮·৮টি, অর্থাৎ, 'ক্ষুদ্রায়তন' খামারের পরিমাণ থেকেও কিছুটা বেশি (ক্ষুদ্রায়তন খামারের পরিমাণ শতকরা ৫৭·৫ ভাগ) পুঁজিপতি খামারে ক্ষুদ্রায়তন খামারের তুলনায় জমির পরিমাণও বেশি (১৭·৫ শতাংশের স্থানে ৩৩·৩ শতাংশ) কিন্তু এদের উৎপাদনের মূল্যের পরিমাণ *এক তৃতীয়াংশ কম* অর্থাৎ, ৩৩·৫ শতাংশের স্থানে ২২·১ শতাংশ।

এর কারণ কি? এর কারণ হল যে এই বিভাগে উচ্চ পুঁজিপতি খামার যেগুলি অল্প জমিতে চাষাবাদ করে, যেগুলি কৃত্রিম এবং বিভ্রান্তিকর প্রচারে ক্ষুদ্র খামারের মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলেছে যন্ত্রপাতি, সার প্রভৃতি ব্যয়ের মাধ্যমে, সেই সব খামারকে কিন্তু ধরা হয় নি এর সংগে।

এর ফলে শোষণ আর ভূমিহারার পরিমাণ বাড়ছে এবং কৃষিতে ছোট কৃষকের ধ্বংস সাধন হচ্ছে এত দ্রুত যা কেবল ক্ষুদ্র খামারের চিত্র থেকে সঠিক বোঝা যায় না।

জমির হিসাবে ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন খামারের বিভাগের ফলে মূল-ধনের ভূমিকার কোন চিত্র পাওয়া যায় না এবং এর ব্যর্থতার ফলে ক্ষুদ্র চাষীর প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়, এর উপর মিথ্যা এক রঙ চড়িয়ে এটাকে এমন করে যা পুঁজিবাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে কোন-ক্রমে, অর্থাৎ টাকার শক্তি বোঝায় যাতে ভাড়াটে শ্রমিক ও পুঁজিপতি এবং কৃষক ও ব্যবসায়ী, বা মহাজনদের সম্পর্ক বোঝা যায়।

এই কারণেই বৃহৎ খামারের তুলনায় কৃষি তৎপরতা বৃহদায়তন অর্থাৎ পুঁজিপতি উৎপাদনের চেয়ে কম হয়, যেখানে উৎপাদন মূল্যের শতকরা ৩৯·২ ভাগই (গড়ের তুলনায় দ্বিগুণেরও একটু বেশি) ১৭·৭ শতাংশ বৃহৎ খামারে সীমাবদ্ধ, সেখানে মোট উৎপাদন মূল্যের ৫২·৩ শতাংশই (গড়ে হিসাবের তিন গুণেরও বেশি) সীমিত রয়েছে কেবল ১৭·২ শতাংশ পুঁজিপতির খামারে।

যে দেশে বিশাল পতিত জমি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় এবং যে দেশকে 'পারিবারিক' খামারের দেশ বলে অভিহিত করা হয়, সেখানে অর্ধেকেরও বেশি কৃষি-উৎপাদন মাত্র এক ষষ্ঠাংশ পুঁজিপতি সংস্থাতেই সীমাবদ্ধ—যার ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য ব্যয় খামারের গড় খরচের তুলনায় চার গুণ (১৭·৯ শতাংশ খামারে ৬৯·১ শতাংশ খরচ) এবং একর প্রতি গড় ব্যয়ের অর্ধেক

(৩৩'১ শতাংশ মোট জমিতে ৬৯'১ শতাংশ খরচ হয় ভাড়াটে শ্রমিকদের জন্য)।

অন্য দিকে অর্ধেকেরও বেশি, মোট খামারের প্রায় তিন পঞ্চমাংশ (৫৮ ৮ শতাংশ) খামারই অ-পুঁজিপতি। এতে রয়েছে মোট জমির এক তৃতীয়াংশ (৩৩'৩ শতাংশ) কিন্তু এতে গড় খরচের চেয়েও যন্ত্রপাতির খরচ কম (২৫'৩ শতাংশ—যন্ত্রপাতির মূল্য), এ সব খামারে গড় হিসাবের চেয়েও কম সার ব্যবহৃত হয় (২৯'১ শতাংশ খরচ হয় সারের জন্য) এবং তাই এর উৎপাদিকাও গড়ের *মাত্র দুই তৃতীয়াংশ*। মোট জমির এক তৃতীয়াংশ জমির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই সব বিশাল খামার যা পুঁজিপতিদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি শোষিত হচ্ছে, সেই খামার মোট উৎপাদনের মাত্র এক চতুর্থাংশেরও কম মূল্যের ও পরিমাণের ফসল উৎপাদন করে।

ফলে আমরা জমির হিসাবে খামারের বিভাজনের ফলে একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাই, তা হল, এই বিভাজন সম্পূর্ণভাবে অপ্রয়োজনীয় নয়। এতে একটা জিনিস ভুললে চলবে না যে এই হিসাবের ফলে বৃহৎ উৎপাদন সংস্থার দ্বারা ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার যে অপসারণ ঘটে সে সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না এবং এই অপ্রতুল তথ্যাদির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায় যখন কৃষিতে নিবিড় পদ্ধতির প্রয়োগের তুলনা করা হয় বা একর প্রতি জমিতে যে পরিমাণ মূলধন বিনোয়োগ করা হয় তাদের পার্থক্য যখন বাড়তে থাকে, তখনও এই বিভাজনের ফলে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। আধুনিক গবেষণার ফলে প্রতিটি খামার সম্পর্কে আরও পূর্ণাংগ পুংখানুপুংখ তথ্যাদির ফলে দুই প্রকারের বিভাজনকে একত্রিত করা সম্ভব—যেমন, প্রতি পাঁচ একর জমির খামারকে ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগের ভিত্তিতে দুটি বা তিনটি উপবিভাগে ভাগ করা যায়। যদি তা না করা হয়ে থাকে তাহলে তা কেবল অত্যন্ত বেশি সত্য প্রকাশ হয়ে যাবে ভয়েই করা হয় নি, তা হবে শোষণের অত্যন্ত নগ্ন চিত্রের প্রকাশ, দারিদ্র্য, ধ্বংস, অধিকাংশ ছোট কৃষককে শোষণের চিত্র—যাদের প্রকৃত অবস্থাটা পুঁজিপতি উদ্যোক্তারা অত্যন্ত কৌশলে ও সুবিধাজনক ভাবে ঢেকে রাখার জন্য সদা সচেষ্ট, যাদের জমির পরিমাণও কম এবং যারা শোষিতের মাঝেও সংখ্যায় অল্প। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে এই কথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে কেবল জমিই নয়, মূলধনও কৃষিতে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। পরিসংখ্যানগত পরিপ্রেক্ষিতে বা যে পরিমাণ পরিসংখ্যান এই ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়ে থাকে তার হিসাবে মোট ১০ থেকে ১৫ রকমের বিভাজনের তুলনা করা এমন কিছু বেশী ব্যাপার নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে ১৯০৭ সালের জার্মানীর বিবরণে ১৮ ও তার সংগে আরও ৭ মোট ২৫ রকমের বিভাজনের উল্লেখ রয়েছে। এই বিবরণ যা প্রায় ৫,৭৩৬,০৮২টি খামারের

নানা রকম প্রচুর উপাদান নিয়ে তথ্যাদি প্রকাশ করেছে, যা কিনা আমলা-তান্ত্রিক গতানুগতিক হিসাবের উদাহরণ, যাকে বলা যায় বৈজ্ঞানিক ছাই পাঁশ, কিছু অর্থহীন সংখ্যার বিবরণ, কারণ এতে কোন যুক্তিগ্রাহ্য, তাত্ত্বিক বা প্রয়োজনভিত্তিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত কোন বিশেষ বিভাগের ছায়ামাত্র নেই কোথাও।

১৪। ক্ষুদ্র কৃষকের মালিকানা স্বত্ব নিরসন

সাধারণভাবে কৃষিতে পুঁজিবাদের ভূমিকার পর্যালোচনা করতে গেলে ছোট কৃষকদের মালিকানা স্বত্ব নিরসনের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আধুনিক রাজনৈতিক অর্থনীতি ও পরিসংখ্যানের এক বিশেষত্ব যা কিনা বুর্জোয়া চিন্তাধারা ও বুর্জোয়া সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার সঙ্গে মিশে গেছে যার ফলে এই দিকে হয় বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি বা খুব সামান্যই দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

সমস্ত পুঁজিপতি দেশের পরিসংখ্যানেই দেখা যায় যে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মূল্যে বেড়ে উঠছে শহরের লোকসংখ্যা এবং শহরতলী ছেড়ে আসছে জনগণ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রক্রিয়া ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। ১৮৮০ সাল থেকে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২৯.৫ ভাগ থেকে বেড়ে ১৮৯০ সালে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৬.১ ভাগ, ১৯০০ সালে এর সংখ্যা হয় শতকরা ৪০.৫ ভাগ এবং ১৯১০ সালে তার বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় শতকরা ৪৬.৩ ভাগ। দেশের সমস্ত অংশেই শহরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার গ্রামের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। ১৯০০ থেকে ১৯১০ সালে শিল্পাঞ্চল সমৃদ্ধ উত্তরে যেখানে গ্রামের জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩.৯ ভাগ, সেখানে শহরে লোকসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২৯.৮ ভাগ; পূর্বতন দাস-সম্প্রদায় সমৃদ্ধ দক্ষিণাঞ্চলে গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১৪.৮ ভাগ আর শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৪১.৪ ভাগ আর বাস্তুজমি দেওয়া পশ্চিমে এই সংখ্যা গ্রামে যেখানে শতকরা ৪৯.৭ ভাগ, যেখানে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৮৯.৬ ভাগ।

কৃষির পরিমাণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই সাধারণ সার্বিক অবস্থারও পর্যালোচনা করা দরকার। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে একটি প্রশ্ন সহজেই মনে আসে তাহল গ্রামের ধরনের লোকজন, বিশেষতঃ কোন শ্রেণীর লোকজন কোন অবস্থাতে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে ভীড় বাড়াচ্ছে তার

পর্যালোচনা করা। যেহেতু প্রতিটি কৃষি উদ্যোগে ও এর প্রতিটি প্রাণী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেশে প্রতি দশ বছর অন্তর পাওয়া যায়, সেই কারণে এটা করা খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার হবে না যে ঠিক কোন ধরনের গ্রামের খামার এবং কতকগুলি খামার প্রতি দশ বছরে ভাড়া দেওয়া বা বিক্রী হচ্ছে গ্রামের মানুষ থেকে শহরের মানুষের কাছে এবং পরিবারের কতজন লোকই বা সাময়িক ভাবে বা চিরকালের মত এবং কোন অবস্থাতে কৃষি ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু এই ধরনের কোন প্রশ্নই করা হয় নি কখনও এবং সরকারী সংবাদ কখনও চিরাচরিত গতানুগতিক সরকারী নির্দিষ্ট প্রথার বাইরে গিয়ে কোন সংবাদ সংগ্রহ করে নি: তাতে শুধু বলা হয়েছে, "১৯০০ সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে গ্রামের লোকসংখ্যা শতকরা ৫৯.৫ ভাগ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫৩.৭ ভাগ।" পরিসংখ্যানবিদদের মনে হয় গ্রামের লোকদের দুঃখ, দুর্দশা শোষণ সব কিছুই এইসব সংখ্যার আড়ালে চাপা দেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে। সাধারণ নিয়ম হিসাবে বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা গ্রাম থেকে জনগণের সরে আসা বা ছোট উৎপাদকদের ধ্বংসের কারণের প্রতি তারা কোন সময়েই কর্ণপাত করে না।

এর আর কোন বিকল্প না থাকায় ১৯১০ সালের জনগণনার বিবরণীতে ছোট কৃষকদের ভূমি মালিকানা স্বত্বে বিলোপের যে সামান্যতম হদিশ পাওয়া যায়, তাই নিয়েই আমাদের কাজ করতে হবে।

খামারের প্রকৃতি নিয়ে কতকগুলি সংখ্যা দেওয়া আছে, যেমন, মালিকদের সংখ্যা, একে আবার পূর্ণ ও আধা মালিকানা, এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, আর ভাগ-চাষী ভাড়াটে আর টাকা-দেওয়া ভাড়াটে এদের সংখ্যাও আছে। বিভিন্ন বিভাগের জন্য এই সংখ্যাচিত্র সংকলন করা হয়েছে কিন্তু খামারের বিভাজন হয় নি এই চিত্রানুসারে।

১৯০০ এবং ১৯১০ সালের পরিসংখ্যানের সার্বিক চিত্র থেকে আমরা পাই:

মোট গ্রামীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে	শতকরা	১১.২	ভাগ
মোট খামারের সংখ্যা বেড়েছে	"	১০.৯	"
মোট মালিকের সংখ্যা বেড়েছে	"	৮.১	"
মোট পূর্ণ মালিকানার সংখ্যা বেড়েছে	"	৪.৮	"

উপরের ছবি থেকে ক্ষুদ্রায়তন কৃষিতে কৃষকের মালিকানা স্বত্ব বিলোপের একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। শহরের তুলনায় গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম। আর গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়েও কম হারে বাড়ছে তার কৃষকদের সংখ্যা, মালিকদের সংখ্যা বাড়ছে গ্রামের কৃষকদের বৃদ্ধির হারের চেয়েও কম হারে, আর পুরো সময়ের মালিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার সাধারণ-ভাবে মালিকদের বৃদ্ধির হারের চেয়েও কম।

মোট কৃষকের তুলনায় মালিকদের সংখ্যা দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ক্রমাগত কমে আসছে, যেমন :

১৮৮০	:	৭৪·০ শতাংশ
১৮৯০	:	৭১·৬ „
১৯০০	:	৬৪·৭ „
১৯১০	:	৬৩·০ „

তুলনামূলকভাবে ভাড়াটেদের সংখ্যা বেড়ে গেছে, আবার টাকা দেওয়া ভাড়াটেদের চেয়ে ভাগচাষী ভাড়াটেদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে দ্রুতহারে। ১৮৮০ সালে ভাগচাষী ভাড়াটেদের পরিমাণ ছিল ১৭·৫ শতাংশ, তারপর এই হার বেড়েছে ১৮·৪ শতাংশ, ১২·২ শতাংশ এবং ১৯১০ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪ শতাংশ।

নীচের চিত্রটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তুলনামূলকভাবে মালিকদের সংখ্যা হ্রাস আর ভাড়াটে চাষীর সংখ্যার বৃদ্ধির ফলে সঠিকভাবে প্রমাণ করে যে ক্ষুদ্র চাষীদের কিভাবে অপসারণ করা হয় ও জমির মালিকানা থেকে বিচ্যুত করা হচ্ছে।

খামারের শতকরা হিসাবে

খামারের রূপ	গৃহপালিত পশু			ঘোড়া		
	১৯০০	১৯১০	ফল	১৯০০	১৯১০	ফল
মালিকানা খামার	৯৬·৭	৯৬·১	—০·৬	৮৫ ০	৮১.৫	—৩·৫
ভাড়াটে শ্রমিক	৯৪·২	৯২·৯	—১·৩	৬৭·৯	৬০·৭	—৭·২

উভয় লোক গণনার হিসাবেই দেখা যাচ্ছে যে মালিকরা আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল। ভাড়াটে শ্রমিকদের অবস্থা মালিকদের চেয়েও দ্রুত খারাপের দিকে চলেছে।

এই বিভাগের জন্য আমরা আলাদা করে সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করবো।

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভাড়াটে শ্রমিক আছে দক্ষিণাঞ্চলে, আর তাদের ভাড়াটিয়া অবস্থা দিন দিন বাড়ছে দ্রুততর গতিতে, এই বৃদ্ধির হার ১৯০০ সালে যা ছিল ৪৭ শতাংশ তা ১৯১০ সালে দাঁড়ায় শতকরা ৪৯·৬ ভাগ। অর্ধ শতাব্দী আগেই দাসত্বকে ক্রয় করেছে, মূলধন, আর সেটাই আজ ভাগ চাষীর ভাড়াটিয়ার রূপে নতুন করে জাঁকিয়ে বসেছে।

উত্তরাঞ্চলে ভাড়াটিয়াদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম এবং তাদের বৃদ্ধিও

হারও অপেক্ষাকৃত কম, এই বৃদ্ধির হার ১৯০০ সালে যা ছিল ২৬'২ শতাংশ তা ১৯১০ সালে বেড়ে হয়েছে মাত্র ২৬'৫ শতাংশ। পশ্চিমাঞ্চলেই ভাড়াটিয়াদের সংখ্যা সবচেয়ে কম এবং একমাত্র এখানেই এদের হার বৃদ্ধি না পেয়ে তা কমে গেছে, এ ১৯০০ সালে যা ছিল ১৬'৬ শতাংশ ১৯১০ সালে তার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৪'০ শতাংশে। ১৯১০ সালের লোক গণনার হিসাবে বলা হয়েছে "খুব সামান্য অংশেই ভাড়াটিয়া রয়েছে," বিশেষ করে, "পার্বত্য ও মহাসাগরীয় অঞ্চলে (এই দুই অঞ্চল নিয়েই পশ্চিমাঞ্চল), যদিও বলা যায় এখানে অতি সম্প্রতি বসতি গড়ে উঠেছে এবং এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই বসতি গড়েছে সরকার প্রদত্ত বিনামূল্যে বা খুব নামমাত্র মূল্যে দেওয়া জমির উপর" (খণ্ড ৫, পৃঃ ১০৪)

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব, এই বিনামূল্যে পাওয়া পতিত জমির ব্যাপারটা, যেদিকে আমি বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এর ফলে আমেরিকায় পুঁজিবাদের দ্রুতগতিতে ব্যাপকহারে বিস্তারের কথা প্রকাশ করে। বিশাল দেশের কোন কোন অংশে ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকলেও সেখানে পুঁজিবাদের অভাব ঘটে না—আমাদের দেশের নারোদনিকেরা এদিকে একটু তাকালেই তা বুঝতে পারবেন! বরং এর ফলে পুঁজিবাদের বিকাশলাভ ঘটে, এবং তার বৃদ্ধির হারও হয় দ্রুততর। অন্যদিকে এই বিশেষত্ব, যা প্রাচীন বহু পুরাতন পুঁজিপতি ইউরোপের কাছে আজও অপরিচিত, সেটাই আমেরিকাতে ছোট কৃষকদের অবস্থাকে ঢেকে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা চলছে দেশের বসতিপূর্ণ ও শিল্প নগরীতে।

এখন উত্তরের অবস্থা নেওয়া যাক। আমরা নিম্নলিখিত চিত্র পাই তা থেকে:

	১৯০০	১৯১০	শতকরা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক
মোট গ্রামীণ জনসংখ্যা (০০০,০০০)	২২'২	২৩'১	+৩'৯
মোট খামারের সংখ্যা (০০০)	২,৮৭৪	২৮৯১	+০'৬
মোট মালিকের সংখ্যা (০০০)	২০৮৮	২০৯১	+০'১
মোট সম্পূর্ণ মালিক (০০০)	১৭৯৪	১৭৪৯	—২'৫

আমরা কেবল মালিকদের সংখ্যা হ্রাসই দেখতে পাচ্ছি তা নয়, কেবল মোট কৃষকের তুলনায় মালিকদের সংখ্যা হ্রাসই দেখছি না, আমরা দেখতে পাচ্ছি মালিকদের মোট পরিমাণেও হ্রাস, যদিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান

অঞ্চলের মোট উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ছে, যা আমেরিকার শতকরা ৬০ ভাগ উন্নত জমির উৎপাদনের সমান।

এ ছাড়াও, মনে রাখা দরকার যে চারটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত উত্তরাঞ্চলের, বিশেষ করে পশ্চিম-উত্তর মধ্যাঞ্চলে *আজও চলে আসছে বিনামূল্যের জমিতে বসতি স্থাপন*, এবং ১৯০১ সাল থেকে ১৯১০, এই দশ বছরের মধ্যে এইজন্য বিলি করা হয়েছে মোট ৫ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমি।

ক্ষুদ্রায়তন কৃষির মালিকানা-চ্যুত করতে পুঁজিপতিদের এতই আগ্রহ যে আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে দশ কোটি একর পতিত জমি বিনামূল্যে বিতরণ করা সত্ত্বেও সেখানে জমির মালিকদের সংখ্যা ক্রমাগতই কমে আসছে।

আমেরিকার মাত্র দুটি কারণে এই ধারাকে ঠিকমত কার্যকরী হতে দেয় না, তাহল, (১) আজও দক্ষিণাঞ্চলের ভূমি-দাসদের মালিকদের চাষযোগ্য একত্রিত জমি, যা এখনও শোষিত নিপীড়িত নিগ্রোদের দ্বারা চাষ করা হয়, আর (২) পশ্চিম এখনও আংশিক অ-স্থিতিশীল। এই দুটি কারণ পুঁজিবাদের ভিত্তি স্থাপনের ব্যাপকতা বাড়িয়ে তুলেছে এবং তা আরও ব্যাপক ও দ্রুতগতিতে পুঁজিবাদের প্রসারের পথ সুগম করে দিচ্ছে। দুই ভিন্নমুখী চিন্তাধারা ও ক্ষুদ্রায়তন-উৎপাদনের অপসারণ দূর করার কোন চেষ্টাই হয় নি, বরং সেগুলিকে আরও বৃহত্তর পরিধিতে ফেলা হয়েছে। পুঁজিপতি আগুন মনে হয় নিভে আসছে, কিন্তু তা হচ্ছে আরও নতুন ও প্রাচীন দাহ্য পদার্থের একত্রিত সমাবেশের জন্য।

এছাড়াও, ক্ষুদ্রায়তন কৃষির স্বত্ব অপলোপনের প্রশ্নে, আমাদের কাছে কতগুলি খামারের গবাদি পশু আছে তার হিসাব রয়েছে। নিম্নে আমেরিকার চিত্রটি তুলে ধরা হল:

খামারের অন্তর্গত গবাদি পশুর শতকরা হিসাব	১৯০০	১৯১০	ধনাত্মক বা ঋণাত্মক
সাধারণ গৃহপালিত পশু	৯৫.৮	৯৪.৯	—০.৯
দুগ্ধবতী গরু	৭৮.৭	৮০.৪	+২.১
ঘোড়া	৭৯.০	৭৩.৮	—৫.২

সার্বিকভাবে উপরের চিত্র থেকে দেখা যায় যে মোট কৃষকদের তুলনায় আনুপাতিক হারে মালিকদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। দুগ্ধবতী গাভীর মালিকদের শতকরা বৃদ্ধির হার ঘোড়ার মালিকদের হ্রাসের শতকরা হারের চেয়ে কম।

আমরা এখন দুটি প্রধান গবাদি পশুর হিসাবে খামারের চিত্র তুলে ধরছি:

একরের হিসাবে খামারের আয়তন	দুগ্ধবতী গাভীর মালিকদের শতকরা হিসাব ১৯০০	১৯১০	ধনাত্মক বা ঋণাত্মক
২০ একরের কম …………………	৪৯'৫	৫২'৯	+৩'৪
২০ একর থেকে ৪৯ একর ……	৬৫'৯	৭১'২	+৫'৩
৫০ ,, ৯৯ ,, ……	৮৪'১	৮৭'১	+৩'০
১০০ ,, ১৭৪ ,, ……	৮৮'৯	৮৯'৮	+০'৯
১৭৫ ,, ৪৯৯ ,, ……	৯২'৬	৯৩'৫	+০'৯
৫০০ ,, ৯৯৯ ,, ……	৯০'৩	৮৯'৬	—০'৭
১০০০ একর ও তদূর্ধ্ব ……	৮২'৯	৮৬'০	+৩'১
সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গড় ……	৭৮'৭	৮০'৮	+২'১

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুগ্ধবতী গাভীর ক্ষুদ্রায়তন খামারেই সর্বাপেক্ষা বেশি অগ্রগতি হয়েছে, এর পরই অগ্রগতি দেখা যায় ল্যাটিফন্ডিয়ায় আর তারপর সব মাঝারি আকারের খামারের। ৫০০ থেকে ৯৯৯ একর জমি সম্বলিত খামারেই দেখা যায় অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।

মোটামুটি এতে ক্ষুদ্রায়তন কৃষির লাভই সূচনা করে। তাহলেও আমাদের মনে রাখা দরকার যে কৃষিতে গবাদি পশুর মালিকানার দুটি বিশেষত্ব আছে, একদিকে এর ফলে যেমন জীবনযাত্রার উচ্চমান ও ভাল পুষ্টিকর খাদ্যের জোগান দেয়, অপর দিকে বিশেষভাবে গবাদি পশুপালন গড়ে ওঠে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে, এর দুধ তখন উৎপন্ন হয় শহর ও শিল্পাঞ্চলের বাজারের জন্য। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উপরে বর্ণিত এই ধরনের খামারগুলিকে, অর্থাৎ 'দুগ্ধজাত খামার'কে আমেরিকার সংখ্যাতত্ত্ববিদেরা অন্য বিভাগের আওতায় এনেছে, অর্থাৎ এদের মূল আয়ের উৎসের হিসাবে। এই বিভাগের একটা বিশেষত্ব আছে তা হল, এই সব খামারে গড় জমির হিসাবের চেয়েও কম হারে জমি রয়েছে এদের, যদিও এদের উৎপাদনের পরিমাণ মোট গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি, আর একর প্রতি ভাড়াটে শ্রমিকদের তুলনায় এদের এখানকার শ্রমিকদের পরিমাণ গড় হিসাবের দ্বিগুণ। দুগ্ধজাত খামারে ছোট খামারের গুরুত্ব বৃদ্ধির সহজ কারণ—হয়তো বা একটাই কারণ, তাহল অল্প জমিতেই গড়ে উঠতে পারে এই ধরনের পুঁজিপতি খামার। তুলনার জন্য আমেরিকায় কিভাবে গবাদি পশুর একত্রিত সমাবেশ ঘটানো হয়েছে তার একটা হিসাব দিচ্ছি:

বিভাগ	খামার প্রতি গড়ে দুগ্ধবতী পশুর সংখ্যা		মোট বৃদ্ধি
	১৯০০	১৯১০	
উত্তরাঞ্চল……………	৪.৮	৫.৩	+০.৫
দক্ষিণাঞ্চল …………	২.৩	২.৪	—০.১
পশ্চিমাঞ্চল…………	৫.০	৫.২	+০.২
মোট গড় হিসাব……	৩.৮	৪.৭	+০.২

আমরা দেখতে পাচ্ছি দুগ্ধবতী পশুর সংখ্যার দিকে যারা সবচেয়ে সম্পদ-শালী সেই উত্তরাঞ্চলেই সম্পদের বৃদ্ধি সর্বাধিক। বিভিন্ন খামারের আয়তনের হিসাবে তার চিত্রটি নিম্নরূপ :

উত্তরাঞ্চল (খামারের আয়তন অনুযায়ী বিভাগ)	১৯৭০ থেকে ১৯১০ সালে দুগ্ধবতী পশুর সংখ্যার শতকরা হ্রাস বা বৃদ্ধি
২০ একরের কম………………	— ৪ (+১০.০ খামারের সংখ্যায়)
২০ একর থেকে ৪৯ একর……	— ৩ (—১২.৬ " ")
৫০ " ৯৯ " ……	+ ৯ (— ৭.৩ " ")
১০০ " ১৭৪ " ……	+১৪ (+ ২.২ " ")
১৭৫ " ৪৯৯ " ……	+১৮ (+১২.৭ " ")
৫০০ " ৯৯৯ " ……	+২৯ (+৪০.৫ " ")
১০০০ একর ও তদূর্ধ্ব…………	+১৮ (+১৬.৪ " ")
মোট বৃদ্ধির পরিমাণ	+১৪ (+ ০.৬ খামারের সংখ্যায়)

গবাদি পশুর সংগে সংগে দ্রুত ক্ষুদ্রায়তন খামারের *সংখ্যা* বৃদ্ধির হার তাদের বৃহত্তর সংস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

আমরা এখন ঘোড়ার খামারের চিত্রটা একবার দেখি। এই সব পশুর হিসাবে সাধারণ ভাবে কৃষি ব্যবস্থার একটা রূপ পাওয়া যাবে, কোন বিশেষ ধরনের বাণিজ্যিক খামারের মত নয়, এর হিসাবটা।

খামারের বিভাগ (আয়তন হিসাবে)	ঘোড়ার হিসাবে খামারের হিসাব		মোট হ্রাস
	১৯০০	১৯১০	
২০ একরের কম………………	৫২.৪	৪৮.৯	—৩.৫
২০ একর থেকে ৪৯ একর……	৬৬.৩	৫৭.৪	—৮.৯
৫০ " ৯৯ " ……	৮২.২	৭৭.৬	—৪.৬
১০০ " ১৭৪ " ……	৮৮.৬	৮৬.৫	—২.১
১৭৫ " ৪৯৯ " ……	৯২.০	৯১.০	—১.০
৫০০ " ৯৯৯ " ……	৯৩.৭	৯৩.২	—০.৫
১০০০ একর ও তদূর্ধ্ব…………	৯৪.২	৯৪.১	—০.১
গড় মোট হিসাব	৭৯.০	৭৩.৮	—৫.২

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যতই আমরা কম আয়তনের খামারের দিকে নামি ততই দেখা যায় যাদের ঘোড়ার পরিমাণ কম সেই সব খামারের সংখ্যা বাড়ছে। কেবল সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি খামার (২০ একরের কম) যেগুলি তার আশ-পাশের খামারের তুলনায় অনেক বেশি পুঁজিবাদী মূলধনে পরিচালিত, সেইগুলি ব্যতীত বাকি খামারগুলির মধ্যে ঘোড়াবিহীন খামারের একটা দ্রুত অপসৃয়মান অবস্থা দেখা যায় আর তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে খুব সামান্য পরিমাণে। বাষ্পীয় লাঙল এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়তো চাষযোগ্য পশুর সংখ্যার অভাব মিটিয়েছে খানিকটা, কিন্তু তার উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ দুস্থ সাধারণ খামারগুলি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

সবশেষে বন্ধকী খামারগুলির উৎপাদনের হিসাব থেকেও মালিকানা স্বত্বের বিলোপের একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়:

অঞ্চল সমূহ		বন্ধকী খামারের শতকরা হিসাব		
		১৮৯০	১৯০০	১৯১০
উত্তরাঞ্চল···	···	৪০'৩	৪০'৯	৪১'৯
দক্ষিণাঞ্চল···	···	৫'৭	১৭'২	২৩'৫
পশ্চিমাঞ্চল···	···	২৩'১	২১'৭	২৮'৬
সমগ্র আমেরিকার মোট গড়		২৮'২	৩১ ০	৩৩'৬

সবক্ষেত্রেই দেখা যায় বন্ধকী খামারের শতকরা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি, *এবং এর পরিমাণ সবচেয়ে* বেশি হল জনবহুল, শিল্প অধ্যুষিত পুঁজিবাদী উত্তরাঞ্চলেই। আমেরিকার সংখ্যা-তত্ত্ববিদেরা বলেছেন যে (খণ্ড ৫, পৃঃ ১৫৯) দক্ষিণে বন্ধকী খামারের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হল সম্ভবত এখানকার বাগিচাগুলিকে 'খণ্ড খণ্ড করে' নিগ্রো ও সাদা চামড়ার কৃষকদের কাছে বিক্রী করার জন্যই, এর জমির একটা অংশ মাত্রই দেয় জমির দাম হিসাবে, বাকীটা উঠে আসে এদের বন্ধকী সম্পত্তি থেকে। সেই কারণেই অদ্ভুত এক অন্তসলিলা 'কেনা বেচার ধারা' বয়ে চলেছে দাস-সমৃদ্ধ দক্ষিণাঞ্চলে। স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯১০ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৯২০৮৮৩টি খামারের মালিকানা ছিল নিগ্রোদের, অর্থাৎ মোট পরিমাণ শতকরা ১৪'৫ ভাগ। আর ১৯০০ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে সাদা চামড়ার অধিবাসীদের ছিল শতকরা ৯'৫ ভাগ খামারের মালিকানা, যে সময়ে নিগ্রোদের ছিল তার দ্বিগুণ অর্থাৎ শতকরা ১৯'৫ ভাগ। *দাস প্রভুদের সঙ্গে* সংগ্রামে 'বিজয়ী' হওয়ার অর্ধ শতাব্দী পরে এই সব ভূস্বামীদের হাত থেকে 'মুক্তি' পাওয়ার জন্য নিগ্রোরা সংগ্রাম শুরু করে, যদিও আজও এই সব দাস প্রভুদের কবল থেকে প্রকৃত মুক্তি হয়নি নিগ্রোদের।

আমেরিকার পরিসংখ্যানবিদেরা দেখিয়েছেন যে জমির বন্ধকী দেওয়া অর্থেই কারো অভাবের কথা বোঝায় না, কখনও কখনও- এর দ্বারা জমির উন্নতির জন্য মূলধন লগ্নী করাও হয়। একথা নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু বিনা তর্কে মানলেই তার দ্বারা প্রকৃত ঘটনা চাপা দেওয়া যায় না— একথা অস্বীকার করা যায় না, যে কেবল বিত্তশালী স্বল্প সংখ্যক খামারের মালিকেরাই পারে এইভাবে জমির উন্নতির জন্য টাকা ধার করতে এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াতে, কিন্তু অধিকাংশ খামারের মালিকই তখন আরও অর্থনৈতিক চাপে দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র হয় এবং তারপর তারাও এইসব চিন্তা ধারায় পুঁজিপতি মহাজনদের থাবার মুঠোয় তাদের সঁপে দিতে বাধ্য হয়।

গবেষকদের মূলধনের উপর কৃষকদের কতটা নির্ভরশীল হতে হয় সেদিকে আরও বেশী নজর দিতে পারতো—বা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যদিও কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের ভূমিকায় এই বিষয়টা বেশ গুরুত্বপূর্ণ, তাহলেও এদিকটা অন্তরালেই রয়ে গেছে।

যে কোন ক্ষেত্রে বন্ধকী খামারের সংখ্যা বৃদ্ধির অর্থই হল মূলকৃষির উপর পুঁজিপতিদের আরও বেশি আধিপত্য বাড়ানোর লক্ষণ। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে কেবল সরকারী হিসাবে বা নথিভুক্ত বন্ধকী খামার ছাড়াও যথেষ্ট সংখ্যক খামার ব্যক্তিগত ঋণের দায়ে। বন্ধকী রাখতে বাধ্য হয় এবং এদের সংখ্যা ক্রম বর্ধমান— যাদের সঠিক কোন নিয়ম-কানুনের আওতায় আনা যায় না বা সরকারী গণনার মধ্যেও হিসাবে আসে না।

১৫। শিল্প ও কৃষি বিবর্তনের তুলনামূলক চিত্র

আমেরিকার লোক গণনার হিসাব তার সব রকমের গলদ থাকলেও অন্য দেশের পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনা করা চলে তাদের সকলের একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য। এর ফলেই ১৯০০ থেকে ১৯১০ সালের শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের তুলনা করা সম্ভব এবং অর্থনীতির এই দুই বিভাগের পারস্পরিক বিপরীত চিত্র তুলে ধরা এবং অবস্থার ক্রম বিবর্তনের ইতিহাসও পাওয়া যায়। বুর্জোয়া অর্থনীতির অন্যতম একটি ধারণা হল—যা ঘটনা ক্রমে মিঃ হিমারও পুনরুল্লেখ করেছেন, যে শিল্প ও কৃষি পারস্পরিক বিপরীত কক্ষের বিষয়। এই বহুল প্রচলিত পরিসংখ্যানের হিসাবমত আমরা এখন আলোচনা করবো যে প্রকৃতপক্ষে এই বিপরীতার্থক বিষয়টা কি।

প্রথমে আমরা কৃষি ও শিল্পে নিয়োজিত সংস্থার সংখ্যার হিসাব নিয়ে আলোচনা করবো।

	সংস্থার পরিমাণ (হাজারের হিসাবে) ১৯০০	১৯১০	বৃদ্ধি (শতকরা হিসাবে)	শহর ও গ্রামীণ জনসংখ্যার বৃদ্ধি (শতকরা হিসাবে)
শিল্প ···	২০৭'৫	২৬৮'৫	+২৯'৪	+৩৪'৮
কৃষি ···	৫৭৩৭	৬৩৬১	+১০'৯	+১১'২

কৃষি উদ্যোগ সংস্থাসমূহ সংখ্যায় অনেক বেশি, কিন্তু আয়তনে অনেক ছোট। সেই কারণেই-এর এত পশ্চাদমুখিতা, অংশে অংশে ভাগ ও অবদমনিতা।

উদ্যোগী সংস্থা শিল্পের তুলনায় অনেক শ্লথ গতিতে বৃদ্ধি পায় কৃষিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুটি বিষয় আছে যা অন্য কোন উন্নত দেশে নেই, যা কৃষির উদ্যোগী সংস্থাসমূহকে সংখ্যায় বাড়াতে সাহায্য করে। এর প্রথমটি হল দক্ষিণাঞ্চলে রাক্ষুসে খামারগুলির (ল্যাটিফুণ্ডিয়া) ক্রমাগত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া এবং সেগুলি নিগ্রো ও সাদা চামড়ার অধিবাসীদের দ্বারা বাগিচার মালিকদের কাছ থেকে ক্রয় করা, দ্বিতীয়তঃ প্রচুর পরিমাণে পতিত ও অনাবাদী জমি, যা সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে যে কোন আবেদনকারীকে বণ্টন করা। তা সত্ত্বেও কৃষি-উদ্যোগী সংস্থার পরিমাণ শিল্পোদ্যোগী সংস্থাসমূহের চেয়ে অনেক কম হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এর দুটো কারণ আছে। একদিকে মোটামুটি বৃহৎ আকারের হলেই তা 'প্রাকৃতিক' অর্থনীতির পর্যায়ে পড়ে, আর একটা হল কৃষির বিভিন্ন কাজ যা এক সময়ে পরিবারের সকলে মিলে করতো, তা কালক্রমে ভাগ ভাগ হয়ে যায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে, যেমন বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণ, থালা-বাসন তৈরী ইত্যাদি—এবং পরে সেগুলিই এক একটা স্বতন্ত্র শিল্প হিসাবে গড়ে ওঠে। অন্যদিক, কৃষির একটা একচেটিয়া বিশেষত্ব আছে যা শিল্পে নেই, যা পুঁজিবাদেও বাড়াতে বা কমাতে পারে না, তাহল জমির একচেটিয়া মালিকানা। এমন কি যখন জমির উপর কারো ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকৃতপক্ষে আজও কারো খুব বেশি জমির উপর মালিকানা নেই, এখানে একচেটিয়া ব্যবস্থা গড়ে ওঠে কেবল জমি ক্রয়ের ফলে বা জমির মালিকানা ব্যক্তিগতভাবে অর্জন করার ফলে। দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সব জমিই দখল হয়ে আছে, তাই তার কৃষি-উদ্যোগী সংস্থার বৃদ্ধি হতে পারে তখনই যখন কেবল সেইসব সংস্থা ভেঙে টুকরো টুকরো

হয়ে যায়। পুরনো সংস্থার পাশে নতুন কোন সংস্থা গড়ে ওঠা তাই অসম্ভব। জমির মালিকানায় একচেটিয়া ব্যবস্থা কৃষির পশ্চাদমুখীতাই সূচিত করে, আর এই একচেটিয়া মালিকানার ফলেই কৃষিতে পুঁজি-বাদের প্রভাব পড়তে পারে না খুব একটা, যা কিনা শিল্পে ঘটতে পারে না কখনই।

কৃষি ও শিল্পে ঠিক কত মূলধন বিনিয়োগ করা হয় তার একটা সঠিক তুলনা আমরাও করতে পারবো না কারণ জমির খাজনাও জমির একটা মূল্যের মধ্যেই পড়ে। সেই কারণেই আমরা শিল্পে নিয়োজিত মূলধন ও শিল্পে উৎপাদনের মোট মূল্যের সংগে খামারের সমস্ত সম্পত্তি এবং খামারের প্রধান উৎপাদনের মোট মূল্যের সংগে তুলনা করবো। কেবল উভয় দিকের মোট মূল্যের শতকরা হারে হ্রাস বৃদ্ধির একটা তুলনা করা সম্ভব।

		০,০০০,০০ ডলার		বৃদ্ধি
		১৯০০	১৯১০	(শতকরা হিসাবে)
শিল্প	সমস্ত সংস্থার মোট মূলধন···	৮,৯৭৫	১৮,৪২৮	১০৫.৩
	উৎপাদনের মোট মূল্য···	১১,৪০৬	২০,৬৭১	৮১.২
কৃষি	খামারের সমস্ত সম্পত্তির মূল্য···	২০,৪৪০	৪০,৯৯১	১০০.৫
	সমস্ত খাদ্যশস্যের মূল্য···	১,৪৮৩	২,৬৬৫	৭৯.৮
	অন্যান্য শস্যের হিসাব (০০০,০০০) বুশেলে···	৪,৪৩৯	৪,৫১৩	১.৭

আমরা দেখছি ১৯০০ সাল থেকে ১৯১০ সাল, এই দশ বছরের মধ্যে শিল্পের নিয়োজিত মূলধন ও কৃষির মোট সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ। এই দুয়ের মধ্যে বৃহৎ ও মৌলিক পার্থক্য হল, কৃষিতে তার মূল উৎপাদন অর্থাৎ শস্যের পরিমাণ বেড়েছে মাত্র শতকরা ১.৭ ভাগ, অপর দিকে মোট জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২১ ভাগ।

অগ্রগতির দিক দিয়েও কৃষি অনেক পশ্চাতে পড়ে আছে, এটা সমস্ত পুঁজিপতি দেশেরই একটা বৈশিষ্ট্য যে অর্থনীতির বিভিন্ন দিকে সমানভাবে বিকাশ লাভ করে না, যার ফলে দেশে দেখা যায় অনটন, ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি।

পুঁজিবাদ কৃষিকে সামন্ততান্ত্রিকতা থেকে ছিনিয়ে এনে তাকে দ্রব্য বণ্টন ব্যবস্থার সংগে জুড়ে দিয়েছে আবার সেখান থেকে নিয়ে গেছে বিশ্ব-অর্থনীতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে। এর ফলে কৃষি তার মধ্যযুগীয় পশ্চাদগামিতা ও গোষ্ঠীতান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু মূলধন জনসাধারণকে শোষণ, নিপীড়ন এবং দারিদ্র্যের হাত থেকে উদ্ধার না করে বরং এইসব ব্যবস্থাকে চাপিয়ে দিয়েছে নতুন ছদ্মবেশে এবং পুরনো

অবস্থাকেই কায়েম করেছে আধুনিকতার নাম দিয়ে। শিক্ষা এবং কৃষির মধ্যে পার্থক্য দূর না করে পুঁজিবাদ বরং এই ব্যবধান ও পার্থক্যকে বাড়িয়ে তুলেছে আরও অনেক বেশি করে। মূলধনের শোষণ প্রাথমিক ভাবে ব্যবসা ও শিল্পের মাধ্যমে এলেও তা অনেক অনেক বেশি ভারী হয়ে চেপে বসেছে কৃষির উপর।

কৃষি উৎপাদনের পরিমাণের খুব সামান্য বৃদ্ধি (+ ১'৭ শতাংশ) এবং সেই তুলনায় তার মূল্যের প্রচণ্ড বৃদ্ধির (+৭৯'৮ শতাংশ) ফলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে একদিকে. জমির খাজনা যা কিনা জমির মালিকরা সমাজের কাছ থেকে আদায় করে, তার একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। একচেটিয়া মালিকানার ফলে তারা কৃষির অনগ্রসরতার সুযোগ গ্রহণ করে পুরোপুরি—যার সংগে শিল্পের কোন সম্পর্ক নেই, আর তাই দিয়ে মালিকরা তাদের পকেট ভর্তি করে লক্ষ লক্ষ ডলারে। দশ বছরে সমস্ত খামারের মোট সম্পত্তির মূল্য বেড়েছে ২০,৫০ কোটি ৪০লক্ষ ডলার যার মধ্যে বাড়ী ঘরের গবাদি পশু আর যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র ৫,০০ কোটি ডলার। জমির দাম, পুঁজিপতিদের জমির খাজনা বেড়েছে গত দশ বছরে ১৫,০০ কোটি ডলার (+ ১১৮'১ শতাংশ)।

অন্যদিকে, ছোট কৃষক আর ভাড়াটে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীগত ভাবে একটা পরিষ্কার ফারাক গড়ে তোলা হয়েছে। নিশ্চিত করে বলা যায় এরা উভয়েই শ্রমিক. এরা উভয়েই পুঁজিপতিদের দ্বারা শোষিত, যদিও সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থায়। কিন্তু কেবল বীভৎস বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকেরা এই দুই অবস্থাকে.একত্রিত করে একে পারিবারিক ক্ষুদ্রায়তন কৃষির প্রসার বলে অভিহিত করে। অর্থনীতির সামাজিক অবস্থাকে ঢেকে রাখার জন্য, যাকে বলা যায় বুর্জোয়া বৈশিষ্ট্য—এই অবস্থাকে ঠেলে দেওয়া হয় পূর্বতন সাধারণ সংগঠনের সমান করে ফেলে, অর্থাৎ ছোট কৃষকদের কাজের প্রয়োজনীয়তা এবং যদি সে বেঁচে থাকে তাহলে তার শারীরিক ও ব্যক্তিগত পরিশ্রম করার প্রশ্নও আসে।

পুঁজিবাদে ছোট চাষী সে নিজে ইচ্ছা করুক বা নাই করুক; সে নিজে সে সম্পর্কে অবহিত থাকুক বা নাই থাকুক—সে কিন্তু উৎপাদন করতেই থাকে। আর এই পরিবর্তনের ফলেই, যেটা একটা মৌলিক পরিবর্তন, তা সত্ত্বেও সে ভাড়াটে শ্রমিকদের শোষণ করে তাকে একটা পাতি-বুর্জোয়া তৈরী করে দেয় এবং সে তখন প্রলেতারিয়েতেরও বিরুদ্ধে যায়। সে তার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে আর প্রলেতারিয়েত বিক্রী করে তাদের শ্রম শক্তি। ছোট কৃষকরা, শ্রেণী হিসাবে আর কিছু না করুক, তারা কেবল উৎপন্ন দ্রব্যের দামই বাড়াতে চায়, আর এই উদ্দেশ্যে এত প্রবল হয়ে ওঠে যে তারা তখন জমির খাজনা বাড়াতে বড় বড় জমির মালিকদের সংগে যোগ দেয়,

এবং এই প্রশ্নে তারা সমাজের আর সকলের বিপক্ষে গিয়েও জমিদারদের পক্ষ অবলম্বন করে। যেহেতু উৎপাদন বাড়তে থাকে ক্রমাগত, তাই ছোট চাষীরা তাদের শ্রেণীগত হিসাবে এক একজন হয়ে ওঠে *পাতি-জমিদার।*

এমন কি দিনমজুরদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক আছে যারা আর সকল দিন মজুরদের বিরুদ্ধে গিয়ে তার মালিকদের সমর্থন করে। কিন্তু এটা খুবই সামান্য একটা অংশ যারা এই ভাবে স্বগোত্রীয়দের বিরুদ্ধাচারণ করে। শ্রেণীগত ভাবে দিন মজুরদের উন্নতির কথা চিন্তা করা অসম্ভব যদি না সামগ্রিক ভাবে সমাজের অন্যসব শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নতি করা যায় বা সেই শ্রেণীর সংগে পুঁজিবাদের, যা সারা সমাজকে শাসন করছে, তাদের মধ্যে পার্থক্য ও বিরোধিতা আরও পরিষ্কার ও তীব্র করে তোলা যায়, পুঁজিপতি ও প্রলেতারিয়েতের বিদ্বেষ তাই বাড়াতে হবে সমগ্র স্তরে। কিন্তু এর ফলে এমন অবস্থারও সৃষ্টি হওয়া সম্ভব যে, যে সব ছোট ছোট চাষী যারা জমির মালিকানার প্রশ্নে জমির খাজনা বাড়াতে বড় বড জমিদারদের পক্ষ অবলম্বন করে তাদেরও দেখা যাবে পারস্পরিক বিরোধিতার প্রশ্নে এইসব আধা প্রলেতারিয়েত যারা সাধারণতঃ তাদের নিজেদের কায়িক শ্রমের বিনিময়ে জীবন ধারণ করে, তারাও কিন্তু প্রলেতারিয়েতেরও এই বিদ্বেষের মুখে পড়ে জমিদার ও পুঁজিপতিদের দলে গিয়ে ভিড করবে।

আমরা আমেরিকার পরিসংখ্যান থেকেই তার দিন মজুর ও ছোট চাষীদের তুলনামূলক একটা পরিমাণ পেয়ে যাব :

		১৯০০	১৯১০	বৃদ্ধি (শতকরা হিসাবে)
শিল্প	দিন মজুরদের সংখ্যা (০০০ হিসাবে)	৪,৭১৩	৬৬,১৫	৪০·৪
	„ বেতন (০০০,০০০ ডলারের হিসাবে)	২,০০৮	৩,৪২৭	৭০·৬
কৃষি	দিন মজুরদের সংখ্যা (০০০ হিসাবে)	?	?	আনুমানিক ৪৭·১
	„ বেতন (০০০,০০০ ডলারে)	৩৫৭	৬৫২	৮২·৩
	কৃষকদের সংখ্যা (০০০ হিসাবে)	৫,৭৩৭	৬,৩৬১	১০·৯
	„ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য (০০০,০০০ ডলারে)	১,৪৮৩	২,৬.৫	৭৯·৮

উপরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে শিল্প শ্রমিকদের 'লোকসান' হচ্ছে, কারণ তাদের মজুরী বেড়েছে 'মাত্র' শতকরা ৭০·৬ ভাগ ('কেবল বলার অর্থ খাদ্যশস্যের মূল্য অর্থাৎ পুরনো ১০১·৭ শতাংশ পণ্যের মূল্য বেড়েছে ১৭৯·৮ শতাংশ।) যদিও শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৪০ ভাগ।

ছোট চাষীরা 'লাভবান' হয়েছে, সমাজের প্রলেতারিয়েতের মূল্যে তাদের ছোট জমিদারীর কল্যাণে। ছোট চাষীদের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র শতকরা ১০'৯ ভাগ, (যদি ছোট ব্যবসায়িক খামারগুলিকে আলাদা করেও ধরা হয়, তাহলেও এই বৃদ্ধির হার মাত্র শতকরা ১১'৯ ভাগ), আর তাদের উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ আদৌ বাড়েনি বলা চলে (+১'৭ শতাংশ) কিন্তু তার দাম বেড়েছে শতকরা ৭৯'৮ ভাগ।

স্বভাবতঃই ব্যবসায়িক ও মূলধনীই নিয়েছে জমির খাজনা বৃদ্ধির মোট অংশ, কিন্তু ছোট চাষী ও দিনমজুরদের শ্রেণী সচেতনতায় ছোট চাষীরা যেখানে পাতি বুর্জোয়া দলের সমগোত্রীয় রূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, দিন মজুরেরাও সেখানে হাত মেলাচ্ছে প্রলেতারিয়েতের সংগে।

দিন মজুরদের সংখ্যার বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও ছাপিয়ে তুলেছে, (দিন মজুর যেখানে বেড়েছে+৪০ শতাংশ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সেখানে +২১ শতাংশ)। তাই ছোটখাট উৎপাদক আর ছোট চাষীদের জমির স্বত্ব থেকে উৎখাতের পরিমাণও বেড়ে চলেছে ক্রমাগত। আর জনসংখ্যার মধ্যে তাই বেড়ে চলেছে প্রলেতারিয়েত পরিমাণ।*

কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি, বা আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে, তাদের মধ্যে সম্পদশালী কৃষকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে (জনসংখ্যা বৃদ্ধি ২১ শতাংশ, সম্পদশালী কৃষকের সংখ্যা ১০'৯ শতাংশ) ছোট চাষীরা তাই অবশ্যম্ভাবীরূপে পরিণত হচ্ছে এক একজন একচেটিয়া পাতি সম্পদশালী চাষীতে।

আমরা এখন একবার শিল্পে ও কৃষিতে ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন উৎপাদনের সম্পর্ক নিয়ে তুলনা করে দেখি। শিল্পের পরিসংখ্যানের হিসাবে তা ১৯০০ বা ১৯১০ সালের হিসাবে হবে না, তা হবে ১৯০৪ এবং ১৯১০ সালের হিসাবে।

উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পসংস্থাসমূহকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, ছোট শিল্প বলা হবে সেইগুলিকে যাদের উৎপাদন মূল্য ২০০০০ ডলারের কম, ২০০০০ ডলার থেকে ১০০,০০০ ডলার পর্যন্ত মাঝারি শিল্প ও ১০০০০০ ডলারের বেশি হলে বৃহদায়তন শিল্প। আমাদের কৃষির বিভাগে তার জমির পরিমাণ ছাড়া আর কোন ভাগে ভাগ করার ব্যবস্থা নেই। সেই অনুযায়ী ১০০ একর পর্যন্ত জমির খামারকে ক্ষুদ্রায়তন খামার, ১০০ থেকে ১৭৫ একর পর্যন্ত মাঝারি ও ১৭৫ একরের বেশি হলে তাকে বৃহদায়তন খামার বলা হয়।

* কৃষিতে দিন মজুরদের সংখ্যা যা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব নেওয়া হয়েছে এইভাবে : ৮২'৩ : ৭০'৬ = X : ৪০'৪, অর্থাৎ X = ৪৭'৪)

বিভাগ		উদ্যোগী সংস্থার সংখ্যা (000) ১৯00	শতাংশ	১৯১0	শতাংশ	বৃদ্ধি (শতকরা হিসাবে)
শিল্প	ছোট……	১৪৪	৬৬.৬	১৮0	৬৭.২	২৫.0
	মাঝারি…	৪৮	২২.২	৫৭	২১.৩	১৮.৭
	বড়……	২৪	১১.২	৩১	১১.৫	২৯.১
	মোট…	২১৬	১00.0	২৬৮	১00.0	২৪.১
কৃষি	ছোট…	৩,২৯৭	৫৭.৫	৩,৬৯১	৫৮.0	১১.২
	মাঝারি…	১,৪২২	২৪.৮	১,৫১৬	২৩.৮	৬.৬
	বড়…	১,0১৮	১৭.৭	১,১৫৪	১৮.২	১৩.৩
	মোট…	৫,৭৩৭	১00.0	৬,৩৬১	১00.0	১0.৯

উপরের বিবর্তনের সমান্তরাল চিত্রটি উল্লেখযোগ্য।

কৃষি ও শিল্প, উভয় বিষয়েই মাঝারি আকারের সংস্থাসমূহের আনুপাতিক হ্রাস এবং সেগুলি সংশ্লিষ্ট অংশের ছোট ও বড় খামারের তুলনায় অনেক শ্লথ গতিতে তার সংখ্যা কমছে।

শিল্প এবং কৃষিতে, উভয় ক্ষেত্রেই বড খামারের তুলনায় ছোট খামারগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি অনেক শ্লথ গতিতে হয়।

বিভিন্ন রকমের সংস্থার এই পরিবর্তন অর্থনৈতিক অবস্থায় ও অর্থনীতির ভূমিকায় তাদের কোন ভূমিকা? শিল্প সংস্থাসমূহের ক্ষেত্রে আমরা তার মোট উৎপাদনের মূল্যের হিসাব করতে পারছি, আর কৃষির ক্ষেত্রে আমাদের সমস্ত সম্পত্তির হিসাব নিতে হচ্ছে:

বিভাগ		000,000 ডলার ১৹00	শতাংশ	000 000 ডলার ১৯১0	শতাংশ	বৃদ্ধি (শতকরা হিসাবে)
শিল্প	ছোট…	৯২৭	৬.৩	১,১২৭	৫.৫	২১.৫
	মাঝারি…	২,১২৯	১৪.৪	২,৫৪৪	১২.৩	১৯.৮
	বড়…	১১,৭৩৭	৭৯.৩	১৭.000	৮২.২	৪৪.৮
	মোট…	১৪,৭৯৩	১00.0	২0,৬৭১	১00.0	৩৯.৭
কৃষি	ছোট…	৫,৭৯0	২৮.৪	১0,৪৯৯	২৫.৬	৮১.৩
	মাঝারি…	৫,৭২১	২৮.0	১১,0৮৯	২৭.১	৯৩.৮
	বড়…	৮,৯২৯	৪৩.৬	১৯,৪0৩	৪৭.৩	১১৭.৩
	মোট…	২0,৪৪0	১00.0	৪0,৯৯১	১00.0	১00.৫

পুনরায় বিবর্তনের একই ধারা লক্ষণীয়।

শিল্প ও কৃষি, উভয়ক্ষেত্রেই ছোট ও মাঝারি আয়তনের উদ্যোগের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে, কেবল বৃহৎ উদ্যোগের পরিমাণই বাড়ছে।

অন্যভাবে বলা যায় যে, বৃহদায়তন সংস্থা কর্তৃক ক্ষুদ্রায়তন সংস্থার অপসারণ কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেইর কার্যকরী।

এক্ষেত্রে শিল্প ও কৃষিতে এটাই পার্থক্য আছে তাহল, শিল্পে ক্ষুদ্রায়তন সংস্থা মাঝারি আয়তনের সংস্থার তুলনায় একটু বেশি হারে বৃদ্ধি পায় (+ ১৯.৫ শতাংশের স্থানে + ২১.৫ শতাংশ), অন্যদিকে কৃষিতে হয় এই অবস্থার ঠিক বিপরীতটাই। যদিও এই পার্থক্য খুব একটা বিরাট পার্থক্য নয় এবং এ থেকে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তেও আসা যায় না। কিন্তু একথা ঠিক যে পৃথিবীর বড় বড় পুঁজিপতি দেশে গত দশ বছরে মাঝারি শিল্প থেকে ক্ষুদ্র শিল্প বেশি প্রসার লাভ করছে, অন্যদিকে কৃষিতে আবার ঘটছে ঠিক এর বিপরীত অবস্থা। এর থেকেই বোঝা যায় যে বৃহৎ শিল্পে যেমন বিনা দ্বিধায়, চিরাচরিত পন্থায় ক্ষুদ্র শিল্পকে গ্রাস করে ফেলে, অথচ এর বিপরীতটা ঘটে কৃষিতে, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের এই সিদ্ধান্তকে কোন গুরুত্বই দেওয়া ঠিক নয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিতে বৃহৎ সংস্থা কর্তৃক ক্ষুদ্র সংস্থাকে গ্রাস করার ঘটনা কেবল ভিতরে ভিতরেই হচ্ছে না, এটা বরং শিল্পের মতই ক্রমাগত স্থিরভাবে এগিয়ে চলেছে।

এই দিক বিবেচনা করতে পূর্বে আলোচিত পরিসংখ্যানের কথা ভুললে চলবে না যে জমির আয়তনে খামারের বিভাজন করলে তা বৃহৎ সংস্থা কর্তৃক ক্ষুদ্র সংস্থাকে গ্রাস করার ঘটনাকে কম করেই দেখানো হয়।

ইতিমধ্যেই আমরা যে চিত্র পেয়েছি, প্রকৃতপক্ষে কৃষি তারও পিছনে পড়ে রয়েছে। শিল্পে আট দশমাংশেরও বেশী উৎপাদনের কর্তৃত্ব রয়েছে বৃহৎ উদ্যোগ সংস্থার উপর—যারা মোট সংখ্যার মাত্র ১১ শতাংশ। ক্ষুদ্র সংস্থার ভূমিকা সেখানে খুবই নগণ্য, মোট সংস্থার দুই তৃতীয়াংশ এই ক্ষুদ্র সংস্থা, অথচ এর পরিমাণ মোট উৎপাদনের মাত্র ৫·৫ শতাংশ! তুলনা করলে দেখা যায় কৃষির অবস্থা আজও রয়েছে অবহেলিত। এর ছোট সংস্থাগুলি যাদের সংখ্যা মোট সংস্থার শতকরা ৫৮ ভাগ, সেগুলির সমস্ত খামার-সম্পত্তির মূল্যের মাত্র এক চতুর্থাংশ। অন্যদিকে মোট খামারের ১৮ শতাংশ হলেও বৃহৎ সংস্থার মূল্যমান অর্ধেকের কাছাকাছি (শতকরা ৪৭ ভাগ) কৃষির মোট সংস্থার পরিমাণ শিল্প সংস্থার পরিমাণের চেয়ে অন্তত ২০ গুণ বেশি।

এর ফলে আমরা পুরনো সিদ্ধান্তেই আবার ফিরে আসি—যদি শিল্পের সংগে কৃষির বিবর্তনের তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যায় প্রাথমিক স্তরে কৃষিতে পুঁজিবাদের ভূমিকা বৃহদায়তন শিল্প সংস্থার চেয়েও বেশি। কৃষিতে কায়িক শ্রম এখনও চালু আর যন্ত্রপাতির ব্যবহারও খুব সীমিত! কিন্তু উপরের চিত্র কোন অবস্থাতেই কৃষি-উৎপাদনকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে নিয়ে আসার কথা প্রমাণ করে না, এমন কি বর্তমানের উন্নত কৃষি ব্যবস্থাতেও। যারা ব্যাংকের উপর কর্তৃত্ব করে তারাই প্রত্যক্ষভাবে আমেরিকার এক তৃতীয়াংশ খামার পরিচালনা করে; আর পরোক্ষভাবে কর্তৃত্ব করে অসংখ্য

লোকের উপর। বর্তমানে যে ভাবে সবরকমের সংস্থার পারস্পরিক যোগাযোগ বেড়েছে, এমন কি যেভাবে আধুনিক যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে তাতে একক ভাবে কোন খামার পরিচালনার পরিকল্পনা করার কথা ভাবা প্রায় অসম্ভব যখন লক্ষ লক্ষ খামার মোট উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশীর কর্তৃত্ব ভার রেখেছে নিজেদের কাছে।

১৬। সংক্ষিপ্তসার ও সিদ্ধান্তসমূহ

১৯০০ এবং ১৯১০ সালের আমেরিকার লোকগণনার হিসাবই হল সামাজিক পরিসংখ্যানের মধ্যে অর্থনীতি সম্পর্কে কৃষি বিষয়ক শেষ কথা। যে কোন উন্নত দেশের পক্ষেই এটাই হল সর্বোৎকৃষ্ট প্রাপ্ত তথ্যচিত্র, যা লক্ষ লক্ষ খামারের পর্যালোচনা করে পুঁজিবাদের পটভূমিকায় কৃষির সম্প্রসারণ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তের নির্দেশ দিয়েছে। কেন কৃষি বিবর্তনের নিয়ম পর্যালোচনায় এই তথ্যাদি গ্রহণ করা হবে, সে সম্পর্কে অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি হল যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে সর্বাধিক আয়তন, বিভিন্ন রকমের পারস্পরিক বিপরীতার্থক বিষয় আর বিভিন্ন ধরনের কৃষি ব্যবস্থা।

এখানে আমরা একদিকে পাচ্ছি প্রাচীন দাস-সম্প্রদায় ভুক্ত যা বর্তমানের সামন্ততান্ত্রিক অবস্থারই রকমফের, সেই অবস্থা থেকে কৃষির বাণিজ্যিক যা পুঁজিপতি কৃষি ব্যবস্থায় উত্তরণ, আর অন্য দিকে পুঁজিবাদ ফুলে ফেঁপে উঠছে দ্রুততম গতিতে সবচেয়ে উন্নত বুর্জোয়া দেশগুলিতে। আর তারই সংগে সংগে আমরা দেখছি গণতান্ত্রিক-পুঁজিপতি ধারায় কিভাবে দ্রুত উপনিবেশবাদ গড়ে উঠছে।

এখানে আমরা পাই দীর্ঘদিনের বসতি অঞ্চল, যা খুবই শিল্পসমৃদ্ধ, নিবিড় প্রগতিশীল—যার সংগে তুলনা করা যায় প্রাচীন পুঁজিপতি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের সংগে। আবার এখানেই রয়েছে ব্যাপক, আদিম কৃষি ব্যবস্থায় শস্য গোলাজাত করার প্রবণতা সম্পন্ন অঞ্চল যার সংগে তুলনা করা চলে রাশিয়া বা সাইবেরিয়ার কোন কোন অংশের সংগে। আমরা এখানে দেখতে পাই ছোট ও বৃহদাকার খামারের নানা বৈচিত্র্যময় সমাবেশ, রাক্ষুসে খামার, প্রাক্তন দাস-সম্প্রদায় অধ্যুষিত দক্ষিণাঞ্চল আর বসতিপূর্ণ পশ্চিমাঞ্চল আর অতলান্তিক মহাসাগরীয় উপকূল অঞ্চলের পুঁজিপতি শ্রেণী অধ্যুষিত উত্তরাঞ্চল। এখানেই রয়েছে নিগ্রোদের তৈরী ছোট ছোট খামার, আবার তারই পাশে পুঁজিপতিদের পরিচালিত উত্তরের শিল্পাঞ্চলের বাজারের জন্য দুগ্ধ ও শাক-সব্জীর খামার বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের বাজারের জন্য ফলের বাগান।

ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োজিত 'গমের কল' আর 'স্বাধীন ছোট কৃষকদের অনার্য বসতি স্থাপন, যা এখনও সাধারণভাবে 'শ্রমজীবীদের স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকারের' আকাশ কুসুম কল্পনা করা হয়।

এ এক উল্লেখযোগ্য বৈপরীত্যের সমাবেশ, এখানে প্রাচীন ও নব্য সভ্যতার পাশাপাশি অবস্থান, এখানে অবস্থান করছে অতীত ও ভবিষ্যতের ভাবনা যা ইউরোপ ও রাশিয়ার ভাবধারাকে এক করেছে। রাশিয়ার সংগে তুলনা প্রকৃত-পক্ষে নির্দেশাত্মক, বিশেষ করে সমস্ত জমি কৃষকদের বিনামূল্যে বিতরণের প্রশ্নে—যদিও এই চিন্তাধারা প্রগতিশীল হলেও তা পুঁজিবাদেরই নামান্তর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই রয়েছে কৃষিতে পুঁজিবাদের ভূমিকা অনুধাবন করার মত প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং এখানকার বিভিন্ন কৃষিসংক্রান্ত আইন কানুনও তার সাক্ষী। এই ধরনের অবস্থা পর্যালোচনা করলেই একটা সঠিক সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা যায়, যা কিনা নীচের কয়েকটি কথাতেই পরিষ্কার করা যায়।

শিল্পের সংগে তুলনায় কৃষিতে যন্ত্রপাতির উপর প্রচণ্ডভাবে প্রভুত্ব করে শ্রমশক্তি। কিন্তু যন্ত্রও এগিয়ে চলেছে সমানতালে, সে কৃষির প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটাচ্ছে, যন্ত্রপাতির প্রয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে সে তাই দ্রুত এগিয়ে চলেছে পুঁজিবাদের দিকে। আধুনিক কৃষিতে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায়।

কৃষিতে পুঁজিবাদের প্রসারের প্রধান লক্ষণ হল ভাড়াটে শ্রমিকদের প্রাধান্য। যন্ত্রপাতির বহুল প্রয়োগের মতই ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগও প্রসার লাভ করছে দেশের 'সর্বত্র' এবং কৃষির সর্বক্ষেত্রেই। এমন কি ভাড়াটে শ্রমিকদের পরিমাণ বৃদ্ধি, গ্রামীণ জনসংখ্যাকেও ছাপিয়ে গেছে। আর গ্রামীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধির হার। তাই শ্রেণী বিরোধ বাড়ছে দিন দিন, আর তা আরও প্রকট হয়ে উঠছে।

কৃষিতে বৃহদায়তন উৎপাদান সংস্থা ক্ষুদ্রায়তন সংস্থাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। এর পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯০০ থেকে ১৯১০ সালের মোট খামার-সম্পত্তির হিসাব দেখলেই।

যদিও ক্ষুদ্রায়তন সংস্থার এই অপসারণকে খুব অল্প করেই দেখানো হয়েছে, এবং ছোট কৃষকদের অবস্থাকে কাল্পনিক রঙীন করে তোলা হয়েছে, কারণ ১৯১০ সালে মার্কিন পরিসংখ্যানবিদেরা এমন কি ইউরোপের সর্বত্রই সংখ্যা-তত্ত্ববিদেরা জমির পরিমাণ অনুযায়ী খামারের বিভাগ করার পক্ষপাতি। কৃষির প্রতি তাদের দেওয়া গুরুত্ব তাই যতই বৃদ্ধি পায়, ততই এই ধরনের অবমূল্যায়নের পরিধি বাড়ে, আর ছোট কৃষকের অবস্থার ছবিটিও ফুটে ওঠে আরও বেশি রঙিন হয়ে।

কেবল বৃহৎ এলাকা জুড়ে ব্যাপক কৃষির প্রসারেই পুঁজিবাদের প্রসার সূচিত করে না, অল্প পরিমাণ জমিতে আরও নিবিড় চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন

করে যে ক্ষুদ্রায়তন সংস্থায় আরও ব্যাপক প্রসার ঘটানো হয় সেখানেও দেখা যায় পুঁজিবাদের অবাধ অগ্রগতি।

ফলে, বৃহদায়তন সংস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থা হয়ে ওঠে আরও ব্যাপক এবং তার ফলে ক্ষুদ্রায়তন সংস্থাকে অপসারণের পথও হয় অনেক বেশি সুদূর-প্রসারী ও গভীর—যা সাধারণভাবে খামারের আয়তন ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না। এই প্রসংগে ১৯০০ সালের লোক-গণনা অনেক বেশি বিস্তারিত ও পুংখানুপুংখ এবং সেটি অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত।

ক্ষুদ্রায়তন কৃষি ব্যবস্থার স্বত্ব বিলোপের চেষ্টা চলছে ক্রমাগত। গত কয়েক দশকে খামারের সংখ্যার তুলনায় তার মালিকের সংখ্যা কমছে দ্রুত হারে। আবার অন্যদিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ছে কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধির হার। উত্তরাঞ্চলে পূর্ণ সময়ের মালিকানার প্রায় বিলোপ হয়েছে, এটা এমনই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয় খামারের ফসল, যেখানে নেই দাসত্বের বেড়াজাল, নেই ব্যাপক বসতি স্থাপন। গত দশকে গবাদি পশুর পরিচর্যায় নিযুক্ত কৃষকের সংখ্যা কমেছে অনেক, বিপরীত দিকে দুগ্ধজাত গবাদি পশুর ব্যবসায়ে নিযুক্ত মালিকদের সংখ্যা বেড়েছে এবং তার চেয়েও বেশি হারে বেড়েছে ঘোড়া ছাড়াও কিছু সংখ্যক উদ্যোক্তাদের সংখ্যা, বিশেষ করে ছোট চাষীদের মধ্যেই এর হার বেশি।

সব মিলিয়ে, একই সময়ে কৃষি ও শিল্পের সংশ্লিষ্ট তথ্যের তুলনায় দেখা যায়, যে যদিও কৃষি তুলনায় অনেক অনগ্রসর তাহলেও কৃষি ও শিল্প উভয়ের মধ্যে বিবর্তনের সম্পর্কে রয়েছে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য, যা হল, উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন সংস্থার অবলোপন।

লেখা ১৯১৫,
স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে ১৯১৭
সালে ঝিজন ই জনানিয়ে
প্রকাশন কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ২২, পৃঃ ১৩-১০২

বার্ণ-এ আন্তর্জাতিক সভায় প্রদত্ত ভাষণ থেকে

কমরেডগণ! আপনারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের কাছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগ্রামের কথা শুনেছেন। আমি এর সংগে আর মাত্র একটি উদাহরণ যোগ করতে চাইছি, তা হল পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ ও ধনী দেশ আমেরিকার কথা। এর পুঁজিপতিরা এখন বর্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ থেকে প্রচুর মুনাফা লুঠছে। আর তারা যুদ্ধের জন্যও প্রচার করে বেড়াচ্ছে। তারা বলছে যে আমেরিকারও এই যুদ্ধে সামিল হওয়া উচিত এবং জনগণের কোটি কোটি ডলার নিয়োজিত হবে নতুন যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে এবং কেবল যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণেই তা শেষ পর্যন্ত নিয়োজিত হবে। আমেরিকার সমাজতন্ত্রীদের এক অংশও এই মিথ্যা পাপাচার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। আমি আমেরিকার সমাজতন্ত্রীদের জনপ্রিয় নেতা এবং যিনি আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতির পদপ্রার্থী সেই *'ইউজিন দেবসের'* বিবৃতি থেকে খানিকটা পড়ছি।

আমেরিকার সাপ্তাহিকে ১৯১৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত 'যুক্তির কাছে আবেদন' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "আমি কোন পুঁজিপতির সেনানি নই, বরং একজন প্রলেতারিয়েত বিপ্লবী। আমি কোন ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি নই, বরং জনগণের অক্ষম মুখপাত্র। আমি শাসক শ্রেণীর যুদ্ধ করার আদেশকে প্রত্যাখ্যান করি......আমি কেবল একটি যুদ্ধ ছাড়া আর সকল যুদ্ধেরই বিরোধিতা করি। আমি মনে প্রাণে সেই যুদ্ধকেই সমর্থন করি, যে যুদ্ধ হল সারা পৃথিবী জোড়া সামাজিক বিপ্লবের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে শাসক শ্রেণী আমাকে যেভাবে বলবে আমি সেই রকম যুদ্ধেরই সামিল হব......।"

ইএ হল আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর প্রিয় নেতা ও আমেরিকার সমাজতান্ত্রিকতার প্রবক্তা ইউজিন দেবসের কথা, যা তিনি সকলকে বোঝাতে চাইছেন।

এই মন্তব্য এই কথাই পুনরায় বোঝাতে চায়, হে আমার বন্ধুগণ যে বিশ্বের সব দেশেই শ্রমিক শ্রেণীর উত্তেজনা এখন প্রশমিত হয়ে গেছে। যুদ্ধে জনগণের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, হয় অভাবিত দুঃখের উদয়, কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই করবো না এবং করা উচিতও হবে না যে ভবিষ্যতের কথা ভেবে হতাশায় ভেংগে পড়বো।

Berner Tagwacht, নং ৩৩ খণ্ড ২২, পৃঃ ১২৫

ফেব্রুয়ারী ৯, ১৯১৬।

লেনিনের সংগৃহীত রচনাবলীর ২য় ও ৩য়

সংস্করণে ১৯তম খণ্ডে রুশ ভাষায়

১৯২৯ সালে প্রথম প্রকাশিত।

বিচ্ছিন্নতা না ভাঙন?

জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দল সম্পর্কে *'সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাট'* পত্রিকার ৩৫নং[৪৯] সংখ্যায় ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে যখন আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি[৫০] যুদ্ধ সম্পর্কে ইশতেহার প্রকাশ করেছে। লক্ষণীয় কিভাবে এই *ঘটনা* থেকে সিদ্ধান্তে পেঁছানো হয়েছে।

জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দল নিঃসন্দেহে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কার্ল লিবনেকখট-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, ওটো রুহলে আই. এস. ডি. গোষ্ঠী (জার্মানীর আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক দল)[৫১] থেকে সরে গেছেন, যে দল *অবিরাম* আন্দোলন করে চলেছে কাউৎস্কিদের[৫২] ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিতে, তাই তাঁরা আজ পরিষ্কার দুটো দলে ভাগ হয়ে গেছে। 'ভোরওয়ার্টস'-দের এ সম্পর্কে কোন সুনিশ্চিত সঠিক উত্তর নেই। প্রকৃতপক্ষে জার্মানীতে এখন দুটো শ্রমিক সংগঠন।

এমন কি ব্রিটেনেও নরমপন্থী 'লেবার লিডার' (ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র) টি. রাসেল উইলিয়ামস এক বিবৃতি দিয়েছেন. এবং তাঁকে বহু *প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিই সমর্থন করেছে।* কমরেড *ওরনাৎস্কি* যিনি ব্রিটেনে আন্তর্জাতিকতায় খুব বেশি ভাল কাজ করেছেন, তিনি প্যারিসের *ন্যাসে স্লোভোতে* পুনর্মিলনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়। টি. রথস্টেনের যে *কমিউনিস্ট* পত্রিকার সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করলেও, কাউৎস্কিপন্থীদের চিন্তাধারা বহন করতো মনে প্রাণে, স্বভাবতঃই আমরা তার সংগে ওরনাৎস্কির মতবিরোধের সংগে একমত।

ফ্রান্সের বোর্দেরোঁ দলের যে কোন রকম ভাঙনের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তাহলেও তিনি পার্টি কংগ্রেসে এমন এক প্রস্তাব দিলেন যা সংগে সংগে পার্টির কেন্দ্রীয় কামাট আর পরিষদীয় দলের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। কারণ

এই ধরনের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার অর্থই হল অবিলম্বে পার্টিতে ভাঙন সৃষ্টি করা।

আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক দলের মধ্যে ঐক্য আছে বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই দলের রাসেল প্রমুখ কয়েকজন সদস্য যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য বক্তব্য রেখেছেন বারবার এবং সেই কারণেই এরা সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী রাখার পক্ষপাতী। ইউজিন দেবসের মত—যে দলের সভাপতি পদের প্রার্থী হয়েছিল, অন্যান্যরা খোলাখুলিভাবেই রাজন্যবর্গের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহযুদ্ধের সূচনার প্রবক্তা।

পৃথিবীতে প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে রয়েছে দুটি দল। প্রকৃতপক্ষে ইতি-মধ্যেই গড়ে উঠেছে দুটি আন্তর্জাতিক দল। আর যদি বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এই সত্যকে মেনে নিতে না পারে, যদি তারা সোশ্যাল শোভিনিস্টদের সংগে একতার স্বপ্ন দেখে এবং তাদের একতার জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে তাদের সেই সব ভাল ভাল আশা স্বপ্নেই পর্যবসিত হবে, সে আশাকে মনে হবে অবাস্তব ও চিন্তাধারা সাহসিকতার অভাব। প্রকৃত অবস্থা থেকে বিবেক থাকে অনেক পিছনে।

ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯১৬ সালে লিখিত। খণ্ড ২২, পৃঃ ১৮০-৮১

লেনিন, মিসসেলানি, খণ্ড ১৭,

প্রথম প্রকাশিত ১৯৩১ সালে

সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বশেষ স্তর

(*সংক্ষেপিত*)

গত ১৫ থেকে ২০ বছরে, বিশেষত স্প্যানীস-আমেরিকা যুদ্ধকালে (১৮৯৮) এবং অ্যাংগলো-বুয়োর যুদ্ধকালে (১৮৯৯-১৯০২)[৫৪] দুই গোলার্ধের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাহিত্যে বর্তমান অবস্থাকে বোঝানোর জন্য প্রায়ই 'সাম্রাজ্যবাদ' কথাটির ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯০২ সালে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ জে.এ. হবসন লিখিত গ্রই 'সাম্রাজ্যবাদ' প্রকাশিত হয় লণ্ডন ও নিউইয়র্ক থেকে। এই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী হল বুর্জোয়া সামাজিক সংস্কারবাদ ও শান্তিবাদ, যার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় প্রাক্তন মার্কসবাদী কার্ল কাউৎস্কির মতবাদের, যাতে তিনি খুব ভালভাবে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয় অস্ট্রীয় মার্কসবাদী রুডলফ্ হিলফারদিং-এর Finance Capital নামের বইটি। (রুশ সংস্করণ প্রকাশিত হয় মস্কো থেকে ১৯১২ সালে) ভুল থাকা সত্ত্বেও লেখক অর্থনীতির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন এবং মার্কসবাদের সঙ্গে সুবিধাবাদের সমঝোতায় তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব থাকা সত্ত্বেও এই পর্যালোচনাকে 'পুঁজিবাদের সর্বশেষ অগ্রগতি' সম্পর্কে এক মূল্যবান তাত্ত্বিক পর্যালোচনা বলে ধরা যায়। বাস্তবিকই, গত কয়েক বছরে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, বিশেষত অসংখ্য পত্রিকা ও সংবাদপত্রে এবং বিভিন্ন প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে, যেমন, চেমনিজ এবং বেসলে কংগ্রেসে যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১২[৫৫] সালের শরৎকালে, তার কোনটাই উপরে উল্লেখিত দুই জন লেখকের মতবাদের বাইরে কিছু নয়, বা বলা যায় লেখকদ্বয়ের মতবাদেরই সারাংশ।

পরবর্তী সময়ে আমি যত সংক্ষেপে এবং সহজ করে সম্ভব সাম্রাজ্যবাদের মুখ্য অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা করবো। আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অ-অর্থনৈতিক চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে পারবো না, এই সম্পর্কে যতটা আলোচনা করা সম্ভব। বিভিন্ন সাহিত্য ও নথিপত্রের যেগুলি সম্পর্কে সকল পাঠকের কোন উৎসাহ নেই, সেগুলির তালিকা আলোচ্য পুস্তিকার শেষে লিপিবদ্ধ আছে।

১। উৎপাদন একত্রীকরণ ও একচেটিয়া ব্যবসা

পুঁজিবাদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শিল্পের প্রভূত অগ্রগতি ও উৎপাদনের দ্রুত একত্রীকরণ। এই সম্পর্কে আধুনিক উৎপাদন পরিসংখ্যানে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক বিবরণ পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ, জার্মানীতে প্রতি হাজার শিল্প উদ্যোগে, বৃহদায়তন শিল্প সংস্থায়, অর্থাৎ যেখানে ৫০ জনের বেশি কর্মী নিয়োজিত এমন সংস্থার পরিমাণ ছিল ১৮৮২ সালে মাত্র ৩টি, ১৮৯৫ সালে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬টি এবং ১৯০৭ সালে তার পরিমাণ ৯টি এবং প্রতিশত কর্মীর হিসাবে এই সব সংস্থা নিয়োগ করেছিল যথাক্রমে ২২, ৩০, ও ৩৭জন কর্মীকে। অবশ্য শিল্পে শ্রমিকের একত্রীকরণের চেয়ে উৎপাদনের একত্রীকরণের দিকেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল, কারণ বৃহদায়তন উৎপাদন সংস্থায় শ্রমিকরা ছিল বেশি উৎপাদনশীল। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আর বৈদ্যুতিক মোটর শিল্পে এর যথাযথ প্রতিফলন দেখা যায়। জার্মানীতে সাধারণভাবে শিল্প বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ বাণিজ্য, যানবাহন প্রভৃতিকে নিয়ে যদি আলোচনা করি, তাহলে আমরা নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান পাই। মোট ৩,২৬৫,৬২৩টি উদ্যোগের মধ্যে ৩০,৫৮৮টি বৃহদায়তন শিল্প সংস্থা, অর্থাৎ শতকরা ০.৯ ভাগ। এই সব শিল্প সংস্থা মোট ১৪,৪০০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে নিয়োগ করে ৫,৭০০,০০০ জন শ্রমিক, অর্থাৎ শতকরা ৩৯.৪ ভাগকে। তারা মোট ৮,৮০০,০০০ অশ্বশক্তির মধ্যে মোট ৬,৬০০,০০০ অশ্বশক্তির সমান কাজ করে; অর্থাৎ মোট পরিমাণের শতকরা ৭৫.৩ ভাগ। আর মোট ১,৫০০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুতের মধ্যে ১,২০০,০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার করে, অর্থাৎ মোট শক্তির শতকরা ৭৭.২ ভাগ।

সমগ্র শিল্প সংস্থার মাত্র একশত ভাগেরও কম সংস্থা ব্যবহার করে মোট বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক শক্তির *তিন চতুর্থাংশেরও* বেশি শক্তি। ২৯,৭০,০০০টি ক্ষুদ্র সংস্থা (যারা ৫জন পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করে) যা মোট শিল্প সংস্থার

শতকরা ৯১ ভাগ, তারা কিন্তু মোট বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক শক্তির মাত্র শতকরা ৭ ভাগ খরচ করে! দশ হাজার বৃহদায়তন সংস্থাই সব কিছু, আর লক্ষ লক্ষ সংস্থা সে তুলনায় কিছুই না।

১৯০৭ সালে জার্মানীতে মোট ৫৮৬টি বৃহদায়তন সংস্থা ছিল যেগুলিতে একহাজার বা তার বেশি শ্রমিক নিয়োগ করতো—যা কিনা মোট শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের প্রায় *এক দশমাংশ* (১,৩৮০,০০০), আর এই সব সংস্থা মোট বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক শক্তির *এক তৃতীয়াংশ* শক্তিই ব্যবহার করতো।* আমরা দেখতে পাব যে মূলধন ও ব্যাংকগুলিই এই সব বৃহদায়তন রাক্ষুসে সংস্থাগুলিকে প্রকৃতপক্ষে এত বৃহদাকারে গড়ে তুলতে সাহায্য করছিল, অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ ছোট, মাঝারি এমনকি বড় সংস্থাগুলিও কয়েক শত প্রতি-ক্রিয়াশীল কোটিপতির হাতের পুতুল হয়ে পড়েছিল।

আধুনিক পুঁজিবাদের আরও একটি উন্নত দেশ, অর্থাৎ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রতে উৎপাদনের একত্রীকরণের পরিমাণ আরও বেশি। এখানে শিল্প বলতে পরিসংখ্যানবিদেরা বিশেষ অর্থেই তার ব্যবহার করেছেন এবং সংস্থার বার্ষিক উৎপাদনের মোট মূল্যমানের হিসাবে সেগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছে। ১৯০৪ সালে বৃহদায়তন শিল্প সংস্থা যেগুলির বার্ষিক উৎপাদন মূল্যমান লক্ষ লক্ষ ডলার বা তার বেশী, সেগুলির হিসাব দেখানো হয়েছে ১,৯০০ (মোট ২১৬, ১৮০টির মধ্যে, অর্থাৎ শতকরা ০·৯ ভাগ)। এতে মোট ১,৪০০,০০০ শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে (৫,৫00,00 শ্রমিকের মধ্যে, অর্থাৎ ২৫·৬ শতাংশ) এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের মোট মূল্য ধার্য হয়েছিল ৫,৬00 000,000 ডলার (১৪,৮00,000,000 ডলার এর মধ্যে অর্থাৎ ৩৮ শতাংশ)। পাঁচ বছর পর, ১৯০৯ সালে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩০৬০টি সংস্থা (২৬৮,৪৯১টির মধ্যে, অর্থাৎ ১·১ শতাংশ) ২,000,000 জন শ্রমিককে নিয়োগ করেছিল (৬,৫00,000 অর্থাৎ ৩০·৫ শতাংশ) যার মোট উৎপাদন মূল্য ছিল ৯.000.000,000 ডলার (মোট ২0,৭00,000,000 ডলারের মধ্যে, অর্থাৎ ৪৩·৮ শতাংশ)।**

দেশের সমস্ত শিল্পোদ্যোগের মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেকটাই উৎপাদিত হয় শিল্পসংস্থা সমূহের *এক শতাংশ* সংস্থায়! এই ৩000 দৈত্যাকার সংস্থা কব্জা করে রেখেছে ২৫0টি শিল্প শাখাকে। এর থেকে দেখা যাবে যে অগ্রগতির এমন একটা সময় আসবে যে এই একত্রীকরণের ফলে ক্রমে তা

* পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছে Annalen des deutscher Reics 1911, Zahn থেকে।

** আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যান থেকে নেওয়া, ১৯১২, পৃঃ ২০২

একচেটিয়া ব্যবসায়ে পরিণত হবে, কারণ খুব সহজেই গোটা কুড়ি দৈত্যাকার সংস্থা একত্রিত হতে পারে শিল্পে প্রতিযোগিতা এড়াতে আর এর ফলেই তাদের নিয়ে যাবে একচেটিয়া ব্যবসার দিকে, যার পরিণতি এক বিশাল রাক্ষুসে শিল্প সংস্থায়। প্রতিযোগিতা এড়িয়ে এই একচেটিয়া ব্যবসার দিকে এগিয়ে যাওয়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদিও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, তা আধুনিক পুঁজিপতি অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এ কারণে আমরা এ সম্পর্কে নিশ্চয়ই বিস্তারিত আলোচনা করবো। কিন্তু তার আগে আমরা সম্ভাব্য এক ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাই।

আমেরিকার পরিসংখ্যানবিদেরা ৩০০০ দৈত্যাকার সংস্থাসমূহের ২৫০ রকম শিল্পের পরিচালনার কথা বলেছেন, যেন সব রকম শিল্পে মাত্র ডজনখানেক বৃহদায়তন সংস্থাই জড়িত।

কিন্তু ঘটনা তো তা নয়। শিল্পের সব ক্ষেত্রেই বৃহদায়তন সংস্থা জড়িত নয়, আর তাছাড়াও, পুঁজিবাদের চরম বিকাশ লাভের সবচেয়ে বিশেষত্ব হল তথাকথিত *উৎপাদনের সংযোগসাধন*। অর্থাৎ বলতে গেলে একটি একক সংস্থায় বিভিন্ন শিল্পের ভাগ করলে তা হয় কাঁচামাল সংশোধনের প্রাথমিক অধ্যায় হিসাবে (যেমন, লৌহপিণ্ডকে পিগ আয়রনে পরিবর্তন, আর পিগ আয়রনকে ইস্পাত তৈরী এবং তারপর আবার ইস্পাত থেকে সম্ভবত ইস্পাত জাত দ্রব্যাদি তৈরী) বা একে অন্যের পরিপূরক হয়ে দেখা দেয় (উদাহরণ স্বরূপ, যেমন পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা উপজাত দ্রব্যাদি তৈরী বা প্যাকিং বাক্স ইত্যাদি তৈরী)।

হিলফারদিং লিখেছেন, 'সংযুক্তিকরণ ব্যবসার উত্থান পতনের অসাম্যতা কমিয়ে দিয়ে শিল্প সংস্থাকে মোটামুটি স্থির নিশ্চয় এক মুনাফার পথ করে দেয়। দ্বিতীয়তঃ সংযুক্তিকরণের ফলে ব্যবসা ফেল পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে, তৃতীয়তঃ এতে সম্ভাব্য সব রকমের কারিগরী বিকাশ লাভের সুযোগ থাকে এবং এর ফলে 'বিশুদ্ধ' (বিনা-সংযুক্তিকরণ) শিল্প সংস্থা থেকে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়। চতুর্থতঃ এর ফলে সংযোগকারী সংস্থাসমূহের অবস্থা 'বিশুদ্ধ' সংস্থাসমূহ থেকে অনেক ভাল হয়, সংযোগ সংস্থা ব্যবসায়ে মন্দা পড়লে যখন উৎপাদিত পণ্যের দামের পড়তির সংগে কাঁচামালের দাম কমে না, সেই প্রতিকূল অবস্থার সংগে সংগ্রাম করে টিঁকে থাকতে পারে।'*

জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ হেম্যান (Heymann) যে 'মিশ্র' অর্থাৎ জার্মান লৌহ শিল্পের সংযুক্তিকরণ সংস্থার উপর একখানি বই লিখেছেন, তাতে বলেছেন, "বিশুদ্ধ সংস্থাগুলি নিঃশেষ হয়ে যায়, তারা

* Finance Capital, রুশ সংস্করণ, পৃঃ ২৮৬-৮৭

কাঁচামালের চড়া দর আর উৎপাদিত পণ্যের পতিত দামের চাপে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়।" অর্থাৎ আমরা এই রকম চিত্র পাই," একদিকে গড়ে ওঠে বিশাল কয়লাখনি সংস্থাসমূহ যারা লক্ষ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন করে প্রতি বছর তারা তাদের কয়লা সিণ্ডিকেটের ছত্রছায়ায় আরও শক্তিশালী হয়, অন্য দিকে বেড়ে ওঠে বিরাট বিরাট ইস্পাত কারখানা, যেগুলি কয়লাখনি অঞ্চলের কাছাকাছিই তাদের নিজস্ব সিণ্ডিকেটের অধীনে পাশাপাশি শক্তিশালী হতে থাকে। এই বিশাল দৈত্যাকার ইস্পাত শিল্প বৎসরে ৪০০,০০০ টন ইস্পাত তৈরী করে, উৎপাদিত হয় প্রচুর পরিমাণে লৌহপিণ্ড ও কয়লা এবং উৎপাদন করে ইস্পাতজাত দ্রব্যাদি, ১০,০০০ শ্রমিক নিয়োগ করেছে যারা সংস্থার তৈরী বাড়িতেই বাস করে, কখনও কখনও তাদের নিজস্ব রেলপথ ও বন্দরও থাকে—এরাই হল জার্মান লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রতিভূ। আর সংযুক্তিকরণও চলতে থাকে ক্রমশঃ এককভাবে গড়ে ওঠা এই সব সংস্থা বেড়ে ওঠে দিন দিন। একই শিল্পে ক্রমশঃ বর্ধমান সংস্থাগুলি বা ভিন্ন শিল্পের সংস্থাগুলি একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করে এক, বিশাল শিল্প সংস্থা যাকে সাহায্য করে প্রায় ৬।৭টি বার্লিন ব্যাংক। জার্মানীর খনি শিল্প সম্পর্কে একত্রীকরণ নিয়ে কার্ল মার্কসের চিন্তাধারার যথার্থতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, এই চিন্তাধারা যে দেশে শুল্ক ও করের দ্বারা শিল্পকে রক্ষা করা হয়, সেগুলির ক্ষেত্রেও সত্য। জার্মান খনি শিল্প তার স্থানচ্যুত হতে চলেছে।"*

একজন বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ যে তার বিবেকের দংশনের ব্যতিক্রম, তার পক্ষেই এই ধরনের সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। এ কথা মনে রাখা দরকার যে তিনি জার্মানীকে এক বিশেষ স্থানে বসাতে চেয়েছেন, কারণ জার্মানীর শিল্প উচ্চ হারে শুল্ক দ্বারা সুরক্ষিত। কিন্তু এটা কেবল একটা অবস্থা যার ফলে কেবল কেন্দ্রীকরণই বৃদ্ধি পায়, যার ফলেই গড়ে ওঠে একচেটিয়া উৎপাদক গোষ্ঠী, সংস্থা ইত্যাদি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে অবাধ বাণিজ্যের দেশ ব্রিটেনেও একত্রীকরণ মোড় নেয় একচেটিয়া ব্যবসায়ের দিকে, যদিও তা অনেক দেরীতে শুরু হয়েছে এবং তার বৈশিষ্ট্যও আলাদা। অধ্যাপক হেরম্যান লেভি তার Monopolies, Crtels and Trusts শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করে লিখেছেন :

"গ্রেট ব্রিটেনে সংস্থার আকার ও তার উচ্চ কারিগরী প্রয়াসই গড়ে তোলে একচেটিয়া ব্যবসা। এর একটা কারণ হল শিল্প উদ্যোগসমূহেও মূলধনের

* Hans Gideon Heymann, Die gemischten Werke im deutschen Grosseisengewerbe, Stuttgart, 1904 পৃঃ ২৫৬, ২৭৮

চাহিদা বেড়ে যায়, ফলে তাদের পরিচালনায় দেখা দেয় নানা অসুবিধা। এ ছাড়া (যদিও আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে হয়) প্রতিটি নতুন সংস্থা একত্রীকরণের ফলে সংগঠিত বিশাল শিল্প সংস্থার সঙ্গে পাল্লা দিতে যাওয়ায় মোট উৎপাদনের পরিমাণ যায় বেশ পরিমাণে বেড়ে এবং এই বর্ধিত উৎপাদন যথারীতি মুনাফা রেখে বিক্রী করতে হলে দরকার প্রচুর পরিমাণে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি, অন্যথায় এই উদবৃত্ত উৎপাদনের ফলে পণ্যের দাম এত হ্রাস পায় যে তাতে বিনা মুনাফায় উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রী করতে বাধ্য হয় নতুন ও একত্রীকরণের দ্বারা একচেটিয়া সংস্থাসমূহকেও।" ব্রিটেন অন্য দেশ থেকে আলাদা, কারণ যেখানে শুল্কের মাধ্যমে শিল্পকে সুরক্ষিত করার ফলে গড়ে ওঠে একচেটিয়া উৎপাদকের সংগঠন, ব্যবসা সংস্থা ও সমবায়, এর ফলে সেখানে গড়ে ওঠে মাত্র কয়েক ডজন বা তার বেশি শিল্প সংস্থা। "এখানে বৃহদায়তন একচেটিয়া শিল্প সংগঠনে একত্রীকরণের প্রভাব পড়ে পরিষ্কারভাবে।"

অর্ধশতাব্দী পূর্বে যখন মার্কস '*ক্যাপিটাল*' বইখানি লিখছিলেন, তখন অবাধ প্রতিযোগিতা অধিকাংশ অর্থনীতিবিদদের কাছে 'প্রাকৃতিক নিয়ম' বলে প্রতিভাত হয়। নীরবতার ষড়যন্ত্র করে সরকারী বিজ্ঞানীরা চেয়েছিল মার্কসের চিন্তাধারাকে হত্যা করতে, যাতে তিনি দেখিয়েছেন যে অবাধ প্রতিযোগিতা উদ্বুদ্ধ করে শিল্পসংস্থা সমূহকে একত্রীকরণের যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল একচেটিয়া ব্যবসায়ে। আজ একচেটিয়া ব্যবসা একটি স্বীকৃত সত্য ঘটনা। অর্থনীতিবিদেরা আজ একচেটিয়া ব্যবসার ভিন্নমুখী বিকাশ-লাভের উপর পাহাড় পরিমাণ পুস্তক রচনা করেছেন, এবং একযোগে ঘোষণা করে চলেছেন যে 'মার্কসবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে।' কিন্তু ঘটনা অনড়, ইংরেজী প্রবাদেই রয়েছে সেই কথা, আর তাকে স্বীকার করতেই হবে, তা আমরা পছন্দ করি আর নাই বা করি। ঘটনায় দেখা যায় যে বিভিন্ন এক-চেটিয়া দেশের মধ্যে যে পার্থক্য, যেমন সুরক্ষিত বা অবাধ ব্যবসায়ে একচেটিয়া সংস্থায় খুব সামান্যই পরিবর্তন দেখা যায়, বা তাদের সংগঠনের প্রাথমিক স্তরের হেরফের হয়, কিন্তু একত্রীকরণের ফলে যে একচেটিয়া সংস্থা গড়ে ওঠে তা বর্তমান পুঁজিবাদের বিকাশ লাভের ক্ষেত্রে এক অনস্বীকার্য সত্য বলেই স্বীকৃত।

ইউরোপের ক্ষেত্রে যখন নয়া পুঁজিবাদ পুরনো পুঁজিবাদকে হটিয়ে দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে আপনার স্থান করে নিয়েছে, সে সময়টা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক। 'একচেটিয়া ব্যবসার গঠন' সম্পর্কে এক সর্বশেষ ইতিহাসে আমরা দেখি :

"১৮৬০ সালের আগের থেকেই পুঁজিবাদ একচেটিয়া ব্যবসার বিচ্ছিন্ন উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে আজকের দিনের

এত পরিচিত একচেটিয়া পুঁজিবাদের ভ্রূণ। কিন্তু এ সমস্তই উৎপাদক সংগঠনের আগেকার ইতিহাস। আধুনিক একচেটিয়া ব্যবসার পত্তন হয় খুব তাড়াতাড়ি হলেও ৬০-এর দশকে। প্রথম একচেটিয়া ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার প্রকাশ হয় ৭০-এর দশকে আন্তর্জাতিক শিল্প মন্দা আরম্ভ হওয়ার সময় থেকে এবং এই অবস্থা চলতে থাকে নব্বই-এর দশকের শুরু পর্যন্ত।" "যদি আমরা প্রশ্নটিকে ইউরোপীয় চিন্তাধারায় বিচার করি, তাহলে দেখতে পাব যে অবাধ প্রতিযোগিতা চরমে উঠেছিল ৬০ ও ৭০-এর দশকে। সেই সময়েই ব্রিটেন তার পুরনো ধারার পুঁজিপতি সংগঠন তৈরী করে ফেলেছে। জার্মানীতে এই সংগঠন তখন হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের সংগে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার সম্মুখীন, আর সেই অবস্থায় সংগঠন তার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নিজের ধারায় আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে।"

"১৮৭৩ সালের মন্দার শুরু থেকে বা তার পরই আরম্ভ হয় মহান বিপ্লব, যে ধারা অব্যাহত ছিল ৮-এর দশক পর্যন্ত, এবং স্বল্পায়ু হলেও ১৮৮৯ সালের উত্তাল বিপ্লবেই ভরা ছিল ইউরোপীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের ২২ বছর।" "১৮৮৯-৯০ সালের স্বল্পায়ু তেজী বাজারের ফলে উৎপাদক সংস্থা সেই সুযোগের সুবিধা পুরোপুরি আদায় করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। এক অশুভ চিন্তাধারায় মূল্যান্তর বেড়ে যায় অস্বাভাবিক ভাবে এবং এর পরিমাণ এত বেড়ে গেল যে যদি না উৎপাদক সংস্থা থাকতো তাহলে দাম এতটা বাড়তো না। এবং আবার সেই সব উৎপাদক সংস্থা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল বড অদ্ভুতভাবে। আবার পাঁচ বছর ধরে চললো শিল্পে মন্দা ভাব আর দামও কমতে থাকে, কিন্তু এক নতুন উদ্দীপনা দেখা দিল শিল্পে, তাই সেই মন্দা ভাব কোন কালেও শিল্পে ছিল বলে মনে করাই হোত না, এটাকে নতুন আবার তেজী বাজারের ঠিক আগে সামান্য একটু আমার সংকেত বলে মনে করা হোত।

"উৎপাদক সংস্থার দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হল, এক পরিবর্ত অধ্যায়ের সূচনা করার চেয়ে উৎপাদক সংস্থা হয়ে দাঁড়াল অর্থনৈতিক জীবনের নতুন এক ভিত্তিমূল। তারা একের পর এক শিল্পক্ষেত্র অধিকার করা শুরু করল, প্রথমে শুরু করল কাঁচামাল সংগ্রহ করা। ৯০-এর দশকের গোড়াতে উৎপাদক সংস্থা ইতিমধ্যেই অধিকার করেছে—কোক সিণ্ডিকেটকে যার আদর্শে পরে গড়ে উঠেছিল কয়লাখনি সিণ্ডিকেট,—এটা এমন একটা অবস্থা যা উৎপাদক সংস্থার বিশেষত্ব যার উন্নতি খুব সামান্যই হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের প্রথম তেজীভাব আর ১৯০০-১৯০৩ সাল পর্যন্ত অন্ততঃপক্ষে খনি আর ইস্পাত শিল্পে যে চরম মন্দা ভাব দেখা দিয়েছিল তার সবটাই এই উৎপাদক সংস্থার আমলেই। আর সেই সময়ে এই অবস্থাকে জনগণের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার পথে এক নতুন অবদান বলে মনে করা হত, কারণ জনগণের ধারণা হয়েছিল যে অর্থ-

নৈতিক জীবনে অবাধ প্রতিযোগিতার হাত থেকে বেঁচে যাওয়া খুবই সুখের।"*

তাহলে দেখা যাচ্ছে একচেটিয়া ব্যবসার প্রধান স্তর বিন্যাস হল এইগুলি, (১) ১৮৬০-৭০ সাল, যে সময়ে অবাধ বাণিজ্য প্রসার লাভ করেছিল শীর্ষ পর্যন্ত সেই সময়ে একচেটিয়া ব্যবসাকে প্রায় আলাদা করার উপায় ছিল না, যা তা ছিল প্রাথমিক ভ্রূণের স্তরে। (২) ১৮৭৩ সালের সংকটকাল শেষ হলে শুরু হয় উৎপাদক সংস্থার দীর্ঘ দিনের আধিপত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলিকে ব্যতিক্রমই বলা যায় কারণ তখনকার উৎপাদন সংস্থা তখনও স্থায়ী ভাবে দানা বেঁধে ওঠে নি, বরং সেগুলি তখনও দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল। (৩) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাজারের তেজী ভাব আর তার সংগে ১৯০০-১৯০৩ সালের সংকট। এই সময়ে উৎপাদক সংস্থাই হয়ে দাঁড়াল সাধারণ অর্থনৈতিক জীবন-যাত্রার নিয়ামক, তখন থেকেই পুঁজিবাদ রূপান্তরিত হল রাজতন্ত্রে।

উৎপাদক সংস্থা কতকগুলি শর্ত নিয়ে চুক্তি করে, যেমন বিক্রীর শর্ত, দেয় তারিখ, ইত্যাদি। তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল বাজারকে। তারা ঠিক করল কে কতটা পরিমাণ উৎপাদন করবে, তারাই ঠিক করল মূল্যান্তর। তারাই বিভিন্ন উদ্যোগী সংস্থার মুনাফা ভাগ করে দিল।

জার্মানীতে ১৮৯৬ সালে উৎপাদক সংস্থার সংখ্যা ছিল আনুমানিক ২৫০টি, আর ১৯০৫ সালে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮৫টি, যাতে অংশ নিয়েছিল ১২,০০০ উৎপাদন সংস্থা।** কিন্তু সাধারণতঃ ধরে নেওয়া হয় যে এই সংখ্যা কম করে দেখানো হয়েছে। ১৯০৭ সালের জার্মানীর যে পরিসংখ্যানের আমরা উল্লেখ করেছি, তাতে দেখা যায় যে এই ১২,০০০ বৃহদায়তন উদ্যোগী সংস্থা সম্ভবত

* Th. Vogelstein, "Die finanzielle Organisation kapitalistischen Industrie und die Monopolbildungen" in Grundriss der Sozialokonomik, VI. Abt, Tubingen 1914. Cf. also by the same author : Organisations-formen der Eisenindustrie und Textilindustrie in England und Amerika, Bd. I, Lpz, 1910.

** Dr. Riesser, Die deutschen Grossbanken und ihre Konzentration im Zusammenhange mit der Entwicklung der Gesamtwirtschaft in Deutschland, 4. Aufl. 1912. S. 149, Robert Liefmann, Kartelle und Trusts und die Weiterbildung der volkswirtschaftichen Organisation, 2, Aufl, 1910. S, 25.

দেশের মোট বিদ্যুৎ ও বাষ্পের অর্ধেকেরও বেশি নিজেরা ব্যবহার করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের উৎপাদক সংস্থার সংখ্যা হিসাব করা হয়েছিল: ১৯০০ সালে ১৮৫টি ও ১৯০৭ সালে ২৫০টি। আমেরিকার পরিসংখ্যানে এই সমস্ত শিল্পোদ্যোগী সংস্থাকে ভাগ করা হয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানা ও সরকারী সংস্থা ভুক্ত সংস্থা হিসাবে। সরকারী সংস্থাসমূহের আওতায় ১৯০৪ সালে ছিল শতকরা ২৩.৬ ভাগ সংস্থা এবং ১৯০৯ সালে ছিল শতকরা ২৫.৯ ভাগ সংস্থা; অর্থাৎ দেশের মোট শিল্পসংস্থার এক চতুর্থাংশের বেশিই ছিল এই ধরনের করপোরেশনের অন্তর্গত। এই সংস্থাসমূহে ১৯০৪ সালে ৭০.৬ শতাংশ ও ১৯০৯ সালে ৭৫.৬ শতাংশ শ্রমিক নিয়োজিত ছিল, অর্থাৎ দেশের মোট শ্রমিকদের তিন চতুর্থাংশেরও বেশি। এই দুই বৎসরে এদের উৎপাদিত পণ্যের মোট মূল্য ছিল ১০, ৯00 000, 000 ডলার ও ১৬, ৩00. 000, 000 ডলার অর্থাৎ মোট উৎপাদনের যথাক্রমে শতকরা ৭৩.৭ ভাগ ও ৭৯ 0 ভাগ।

এক সময় কার্টেল ও ট্রাস্ট একত্রিত হয়ে শিল্পের আট ভাগের ৭ ভাগই নিজেরা উৎপাদন করেছে। ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত রাইন ওয়েস্ট ফালিয়েন কয়লা প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মোট কয়লা উৎপাদনের শতকরা ৮৬.৭ ভাগ কয়লা উৎপাদন করতো আর ১৯১0 সালে এই সংস্থা মোট উৎপাদনের শতকরা ৯৫.৪ ভাগ কয়লা উৎপাদন করেছিল।* এইভাবে ব্যবসায়ে একচেটিয়া অবস্থার ফলে সংস্থায় হয় প্রভূত মুনাফা, আর সংস্থার প্রভূত পরিমাণে আরোপিত হয় প্রযুক্তিবিদ্যা কৌশল। ১৯00 সালে স্থাপিত হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত স্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী। এর স্বীকৃত মূলধন হল ১৫0. 000 000 ডলার। এই সংস্থা এ ছাড়াও ১00. 000 000 ডলার মূল্যের সাধারণ শেয়ার ও ১0৬, 000 000 ডলার মূল্যের অগ্রাধিকার মূলধন বাজারে ছাড়ে। ১৯00 থেকে ১৯0৭ সাল পর্যন্ত এই সংস্থা অগ্রাধিকার শেয়ারের ক্ষেত্রে লভ্যাংশ দিয়েছে সংশ্লিষ্ট বছরে যথাক্রমে ৪৮, ৪৮, ৪৫, ৪৪, ৩৬, ৪0 ৪0, ৪0 শতাংশ অর্থাৎ মোট ৩৬৭.000 000 ডলার। ১৮৮২ থেকে ১৯0৭ সাল পর্যন্ত মোট ৮৮৯ 000,000 ডলার নীট মুনাফার মধ্যে লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করা হয়েছে মোট ৬0৬ 000 000 ডলার এবং বাকী অংশ জমা হয়েছে স্থায়ী আমানতী মূলধনে।** ১৯0৭ সালে আমেরিকা

* Dr. Fritz Kestner, der Organisatindszwang, Eine Untersuchung uber die Kampfe zwischen Kartellen und Aussenseitern, Berilin. 1912. S. 11

** R. Liefmann Beteiligungs und Finazierungsgesells-shaften Eine Studie uber den modernen Kapitalismus und das Effektenwesen, 1, Aufl, Jena, 1909 S, 212

যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত করপোরেশনকে মোট ২১৩, ১৮০ জন লোককে নিয়োগ করা হয়েছিল। জার্মান খনি শিল্পের মধ্যে সর্ববৃহৎ শিল্প সংস্থা, গেলশেন-কিশেনার বার্গওয়ার্কগেসেলশাফ্‌ট ১৯০৮ সালে মোট ৪৬ ০৪৮ জন শ্রমিক ও দক্ষতর কর্মীকে নিয়োগ করেছিল।"* ১৯০২ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত কর্পোরেশন উৎপাদন করেছিল মোট ৯ ০০০ ০০০ টন ইস্পাত।** এর উৎপাদন আমেরিকার ইস্পাত উৎপাদনে মোট উৎপাদনের ৬৬.৩ শতাংশ ছিল ১৯০১ সালে আর ১৯০৮ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৬.১ শতাংশ।*** আর লৌহপিণ্ড উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৪৩.৯ ভাগ ও ৪৬.৩ ভাগ।

আমেরিকার সরকারী কমিশন ট্রাস্ট সম্পর্কে বিবরণীতে বলেছে, "প্রতিযোগীদের উপর ট্রাস্টের কর্তৃত্বের কারণ হল ট্রাস্টের প্রভূতসংখ্যক সংস্থা ও তাদের উন্নত আধুনিক কারিগরী যন্ত্রপাতি। তামাকের ট্রাস্ট তার শুরু থেকেই চেষ্টা করে আসছে কায়িক শ্রমের স্থানে যান্ত্রিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার। এই উদ্দেশ্যে এই সংস্থা তামাক উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিসের সর্বস্বত্ব ক্রয় করা শুরু করে এবং এই ব্যাপারে প্রভূত অর্থ ব্যয় করে। এই সর্বস্বত্বের অনেকগুলিই প্রথমদিকে কোন কাজের নয় বলে মনে হওয়াতে ট্রাস্টের নিয়োজিত ইঞ্জিনীয়ারদের দ্বারা এই সব স্বত্বের সংস্কার সাধন করা হয়। ১৯০৬ সালের শেষে দুটি শাখা ব্যবসায় সংস্থা একত্রিত হয়ে কেবল জিনিসপত্রের স্বত্ব ক্রয়ের ব্যবসা শুরু করে। সেই একই উদ্দেশ্যে ট্রাস্টও তার নিজস্ব কারখানা, যন্ত্রপাতির কারখানা ও ভাঙাচোরা সারানোর ব্যবস্থা রাখে। এই সংস্থাসমূহের ব্রুকলিনের একটি সংস্থা গড়ে ৩০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে, এখানে সিগারেট, চুরুট, নস্যি, প্যাকিং-এর জন্য টিনের কৌটা, বাক্স ইত্যাদি তৈরী করার নতুন নতুন পদ্ধতির আবিষ্কারের কাজে সকলে ব্যস্ত থাকতো। এখানেও আবিষ্কারকে আরও উন্নত করা হোত"**** অন্য ট্রাস্টও নিয়োগ করতো, যাকে বলে বিকাশশীল কারিগর যাদের কাজ ছিল উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার

* R. Liefmann, ibid, S. 218

** Dr. S. Tschierschky, Kartell und Trust, Gottingen, 1903, S, 13

*** Th. Vogelstein, Organisationsformen, S. 275

**** তামাক শিল্প সম্পর্কে কর্পোরেশনের কমিশনারের প্রতিবেদন। ওয়াশিংটন, ১৯০৯, পৃঃ ২৬৬ উদ্ধৃতিটি দেওয়া হল: ডঃ পল তাফেল লিখিত Die nordamerikanischen Trusts und ihre Wirkungen auf den Fortschritt der Technik, Stuttgart, 1913, S. 48.

করা এবং কারিগরী উন্নতির পরীক্ষা করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইস্পাত কর্পোরেশন তার শ্রমিকদের বেশ ভাল রকম 'বোনাস' দিত সব শ্রমিক ও ইঞ্জিনীয়ারদের বিশেষ করে যে সব আবিষ্কারের ফলে কারিগরী কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পেত ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেত।"*

জার্মানীতে বৃহদায়তন শিল্প, যেমন রসায়ন শিল্পে যার গত কয়েক দশকে প্রচণ্ড পরিমাণে অগ্রগতি হয়েছে, সেখানেও কারিগরী উন্নতি ও তার বিকাশলাভে একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হোত। ১৯০৮ সালে এইভাবে উৎপাদন সংস্থা-সমূহের একত্রীকরণের ফলে গড়ে ওঠে দুটি বিশাল প্রধান শিল্প সংস্থা যারা তাদের নিজেদের ব্যবসায়ে পুরোপুরি একচেটিয়া ব্যবসা শুরু করে। প্রথমে এই সংস্থাসমূহ দুই জোড়া করে বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে যাদের মূলধন ২ কোটি থেকে ২কোটি ১০লক্ষ মার্ক তাদের সঙ্গে 'দ্বৈত সম্মিলন' ব্যবস্থায় গড়ে ওঠে প্রথম অবস্থায়, এদের মধ্যে প্রাক্তন হোচেস্টের Meistex কারখানা এবং ফ্রাংকফুর্টের ক্যাসেলা কারখানা প্রধান। এবং পরবর্তী ধাপে লুডউইগশ্যাফেনের আলকাতরা ও সোডা ফ্যাক্টরী এবং এলবারফেল্ডের প্রাক্তন বেয়ার কারখানা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ তারপর ১৯০৫ সালে এই দলের এক অংশ এবং ১৯০৮ সালে বাকী সংস্থাগুলি মিলে আরও বড় একটা কারখানার সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এর ফলে দেখা যায় দুটি 'ত্রিমুখী সম্মেলন' যাদের প্রত্যেকের মোট মূলধনের পরিমাণ ৪ থেকে ৫ কোটি, মার্ক এবং এই সম্মেলন আবার ইতিমধ্যেই পরস্পর পরস্পরের কাছে মূল্যান্তর স্থির করতে নানা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করে দিয়েছে।**

প্রতিযোগিতা এখন দাঁড়িয়েছে একচেটিয়া ব্যবসায়ে। এর ফলে সার্বিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঘটেছে প্রভূত অগ্রগতি। বিশেষ করে সার্বিক কারিগরী-বিদ্যা আরোপ ও নতুন নতুন আবিষ্কারেই উন্নতি হয়েছে বেশি।

এ অবস্থা উৎপাদকদের পরস্পরের সঙ্গে যে অবাধ প্রতিযোগিতা ছিল তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যা ছিল বিচ্ছিন্ন ও একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ বিহীন, যারা উৎপাদন করতো একেবারে অজানা বাজারের উদ্দেশ্যে। একত্রীকরণের ফলে সমস্ত কাঁচামাল ও তার উৎসের একটা সুনির্দিষ্ট হিসাব করা সম্ভব হয়েছে, (যেমন লৌহপিণ্ডের সঞ্চিত পরিমাণের হিসাব করা সম্ভব হয়েছে), তা যেমন সংশ্লিষ্ট শিল্পের, তেমনি সারা দেশ এমন কি সারা

* ঐ একই, এস ৪৯.

** রিজার, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৫৪৭। সংবাদপত্রে (জুন ১৯১৬) প্রকাশ যে জার্মানীর রসায়ন শিল্পসমূহকে নিয়ে এক বিশালকায় সংস্থা সংগঠিত হয়েছে।

বিশ্বের মোট কাঁচামালেরও হিসাব করা সম্ভব করে তুলেছে। কেবল সেই হিসাব সংগ্রহ করাই সব নয়, সেই সব কাঁচামলের ভাণ্ডার দখলও করেছে কয়েকটি বিশালকায় একচেটিয়া সংস্থা। বাজারের চাহিদার মোট পরিমাণও নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে এবং তার চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে সংস্থাগুলি উৎপাদনের মোট পরিমাণও ভাগ করে নিতে পেরেছে। কুশলী শ্রমিক নিয়োগ একচেটিয়া করা হয়েছে, কুশলী ইঞ্জিনীয়ার নিয়োগ করে যানবাহনের ব্যবহার একচেটিয়া ব্যবসার আওতায় এনে—যেমন আমেরিকায় আনা হয়েছে রেলপথকে, ইউরোপ আর আমেরিকায় আনা হয়েছে জাহাজ পরিবহণ শিল্পকে। সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে পুঁজিবাদ দেশের উৎপাদনকে সার্বিক উৎপাদনের দিকে নিয়ে গেছে, অন্য কথায় বলতে হয়, সমস্ত পুঁজিপতি শ্রেণীকে তাদের বিবেকের বিরুদ্ধেও টেনে নিয়ে গেছে এক ধরনের সামাজিক পর্যায়ে, সে এমন এক পর্যায় যার অবাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিকতায় উত্তরণ ঘটেছে।

উৎপাদন সামাজিক হলেও মালিকানা রয়েছে ব্যক্তিগত। সামাজিক উপায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে রয়েছে কয়েকজনের। সাধারণভাবে স্বীকৃত অবাধ প্রতিযোগিতার কাঠামো ঠিক থাকলেও কয়েকজন একচেটিয়া ব্যবসায়ীর জোয়াল চেপে বসেছে জনগণের কাঁধে, যা আরও অনেক বেশি ভারী, কষ্টসাধ্য ও অসহ্য।

জার্মান অর্থনীতিবিদ কেশনার একখানি বই লিখেছেন, বিশেষ করে 'উৎপাদক সংস্থা ও বহিরাগতদের' সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে, বহিরাগত অর্থাৎ উৎপাদক সংস্থা বহির্ভূত পুঁজিপাত শ্রেণী। সেই বইয়ের নাম দিয়েছেন তিনি, *বাধ্যতামূলক সংগঠন*, যদিও পুঁজিবাদ সম্পর্কে সঠিক আলোকপাত করতে হলে এটির নাম দেওয়া উচিত ছিল, একচেটিয়া সংগঠনের নিকট বাধ্যতামূলক আত্মসমর্পণ। এর সমর্থনে একবার সভা দুনিয়ার সর্বশেষ পরিস্থিতিতে সংগঠনসমূহের আচরণের দিকে তাকালেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, যে কিভাবে তারা অন্যান্য বহিরাগতদের সঙ্গে সভ্যতা বজায় রেখে যুদ্ধ করে চলেছে, যেমন (১) কাঁচামালের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া ("...উৎপাদক সংস্থার কথামত চলার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ") (২) "অন্যান্যের সঙ্গে 'যোগসাজশ' করে শ্রমিক সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া (যোগসাজশ, অর্থাৎ পুঁজিপতি ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছিল যে ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার কোন শ্রমিক কেবল উৎপাদক সংস্থা ছাড়া অন্য কোথাও কাজ করতে পারবে না। (৩) মাল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া। (৪) ব্যবসার পথ বন্ধ করে দেওয়া (৫) ক্রেতাদের সঙ্গে চুক্তি করা যাতে ক্রেতারা কেবল উৎপাদক সংস্থার সঙ্গেই কেনা বেচা করে, (৬) পদ্ধতি অনুযায়ী উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হ্রাস (বহিরাগত সংস্থাকে ধ্বংস করা, অর্থাৎ যারা একচেটিয়া কারবারের কাছে

নীতি স্বীকারে রাজী হয় নি তাদের শাস্তির উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা খরচ করা হয়েছে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জিনিসের দাম উৎপাদিত মূল্যের চেয়েও কম দামে বাজারে বিক্রী করতে। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে যখন পেট্রোলের মূল্য ৪০ মার্ক থেকে কমিয়ে ২২ মার্ক করে, অর্থাৎ অর্ধেক দামে বিক্রি করা হতে থাকে! (৭) ঋণ দেওয়া বন্ধ করে আর সর্বোপরি (৮) বহিরাগতদের বর্জন করে।

এখানে আমরা ছোট ও বড় বা কারিগরি বিদ্যায় উন্নত ও অনুন্নত শিল্পের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা দেখতে পাই না। আমরা এখানে দেখি যে কেবল একচেটিয়া কারবারীরা তাদের গলা টিপে মারার চেষ্টা করছে যারা তাদের অধীনতা স্বীকার না করে, তাদের জোয়াল কাঁধে না নেয় বা তাদের নির্দেশ অমান্য করে। এই অবস্থার প্রতিফলন একজন বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদের চোখে কেমন তা তুলে ধরছি।

'এমনকি' পূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থাতেও, লিখেছেন কেশনার, 'পুরনো অর্থে বাণিজ্যিক কার্যপ্রণালীর রূপান্তর ঘটেছে সাংগঠনিক ও ফাটকা বাজারের কার্যপ্রণালীর দিকে। এখন আর ব্যবসায়ীর কারিগরী ও বাণিজ্যিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ক্রেতার চাহিদার পরিমাণ নিরূপণ বা ক্রেতাদের সুপ্ত চাহিদাকে জাগ্রত করে প্রকৃত চাহিদার প্রকাশ ঘটানো সম্ভব নয়, এ সব কিছুই আজ নির্ভর করছে ফাটকা বাজারের অতি বিচক্ষণ (!) ব্যক্তিদের উপর, যারা জানে পূর্বাহ্নেই কি ভাবে সঠিক চাহিদার মূল্যায়ন করতে হয়, সাংগঠনিক অগ্রগতি আর বিশেষ ক্রেতা, বিক্রেতা ও ব্যাংকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থির করার কৌশল···"

সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে উপরোক্ত কথার অনুমান করলে দাঁড়ায় যে পুঁজিবাদের বিকাশ লাভ এমন এক অবস্থায় ঘটেছে যখন যদিও উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণই চাহিদার উপর আধিপত্য করছে, তাহলেও তাদের ভূমিকাকে গৌণ করে সেই সব বিচক্ষণ (!) ফাটকাবাজদের কৌশলের উপরই নির্ভর করছে মুনাফার সিংহভাগ। এই ফাটকাবাজী আর চৌর্যবৃত্তির ভিত্তির উপরেই নির্ভর করছে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা, যদিও মানুষের অপার অগ্রগতির ফলেই উৎপাদনের এই সার্বজনীনতার প্রকাশ, তাহলেও মুনাফা লুটছে কিন্তু সেই সব ফাটকাবাজ। আমরা পরবর্তী সময়ে দেখতে পাব কিভাবে এই সব যুক্তির ভিত্তিতে, পুঁজিবাদী রাজতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল, পাতি-বুর্জোয়া সমালোচকরা স্বপ্ন দেখছে আগেকার সেই 'অবাধ,' 'শান্তিপূর্ণ' ও 'সৎ' প্রতিযোগিতার অবস্থা ফিরে আসার।

"উৎপাদক সংস্থা গঠনের ফলে দীর্ঘদিন ধরে যে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে," কেশনার বলছেন, "তা কেবল পরিলক্ষিত হয়েছে উৎপাদনের উপাদানগুলির ক্ষেত্রেই, যেমন কয়লা, লৌহপিণ্ড, পটাশিয়াম প্রভৃতির উপর, কিন্তু কোন

অবস্থাতেই উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। একই ভাবে এই মূল্য বৃদ্ধির ফলে যে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করা হয়েছে তা কেবল লাভ করেছে সেই সব শিল্প যারা উৎপাদন করে উৎপাদনের উপাদানগুলি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, যে যে শিল্প কাঁচামালের ব্যবস্থা করে (এবং আধা উৎপাদন করে এমনও নয়) উৎপাদক সংস্থা গঠনের ফলে সেগুলি কেবল লাভবানই হয় নি প্রচুর মুনাফা লুটে উৎপাদিত পণ্যের শিল্পে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং উৎপাদক সংস্থার উপরও *আধিপত্য বিস্তার* করেছে, যা অবাধ প্রতিযোগিতায় হওয়া সম্ভব নয়।*

যে শব্দ দুটির নীচে দাগ দেওয়া হয়েছে সেগুলি থেকে ঘটনার প্রকৃত রূপ বোঝা যাবে, যে শব্দ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা এতকাল অনিচ্ছায় ও কদাচিৎ ব্যবহার করেছে এবং যে শব্দ কাউৎস্কির নেতৃত্বাধীনে বর্তমানে সুবিধাবাদের সমর্থকরা খুব সযত্নে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে। আধিপত্য ও জুলুম যে দুটি বিশেষণ এর সঙ্গে যোগ করা যায় সেই দুটি বিষয়েই এদের সম্পর্ক নিবদ্ধ ছিল এবং এটাই হল "পুঁজিবাদী অগ্রগতির সর্বশেষ উপায়"—যার ফলে অবশ্যম্ভাবী ফল ফলে, বা ফলেছেই ইতিমধ্যে, অর্থাৎ সর্বশক্তি সম্পন্ন অর্থনৈতিক একচেটিয়া ব্যবসার পত্তন হয়েছে।

উৎপাদক সংস্থার পদ্ধতি সম্পর্কে আমি আরও একটা উদাহরণ দিচ্ছি। যেখানে সমস্ত বা মূল কাঁচামালের উৎস দখল করা সহজ হয়েছে সেখানে একচেটিয়া উৎপাদক সংস্থাও গড়ে উঠেছে সহজে। অবশ্য একথা ভাবা ভুল হবে যে যেখানে কাঁচামালের জোগান করায়ত্ত হয় নি সেখানে একচেটিয়া ব্যবসা গড়ে ওঠে নি। উদাহরণস্বরূপ, সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল সর্বত্র ছড়ানো। তা সত্ত্বেও জার্মানীতে এই শিল্প উৎপাদক সংস্থার আওতায় গড়ে উঠেছে। সিমেন্ট উৎপাদকরা আঞ্চলিক সংস্থা গড়েছে, যেমন দক্ষিণ জার্মান, রিনে-ওয়েস্টফালিয়েন ইত্যাদি। দাম ঠিক হয়েছে একচেটিয়া ব্যবসায়ের মত, এক গাড়ীর দাম ২৩০ থেকে ২৮০ মার্ক, যখন তার উৎপাদন মূল্যের পরিমাণ মাত্র ১৮০ মার্ক! উদ্যোক্তারা ১২ থেকে ১৬ শতাংশ মুনাফা বণ্টন করে, যদিও একথা ভুললে চলবে না যে সেইসব 'বিচক্ষণ মেধাবী' কুশলী ফাটকাবাজরা ভাল জানে কিভাবে ডিভিডেন্ট ছাড়াও বেশ ভালরকম মুনাফা নিজেদের পকেটস্থ করতে পারে। এই ধরনের লাভজনক ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা এড়াতে একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা আরও নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তারা তাদের শিল্প সম্পর্কে অর্থনৈতিক মন্দা চলেছে বলে মিথ্যা গুজব ছড়ায়, নানা রকম বেনামী সাবধান-বাণী প্রকাশ করে সংবাদপত্রে, যেমন, "পুঁজিপতিগণ, আপনাদের মূলধন সিমেন্ট শিল্পে বিনিয়োগ করবেন না।" এবং সবশেষে

* কেশনার, এস. ২৫৪।

ওরা 'বহিরাগতদেরও' (যারা সিণ্ডিকেটের সদস্য নয় এমন সব উৎপাদক) ক্রয় করার চেষ্টা করে এবং তাদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৬০,০০০, ৮০,০০০ এমন কি ১৫০,০০০ মার্ক পর্যন্তও* ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। একচেটিয়া কারবারীরা তাদের চলার পথ নিজেরাই করে নেয়, তাদের সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে হাত না দিয়ে এবং এজন্য তারা প্রতিযোগীদের 'নামমাত্র' কিছু দিয়ে তাদের ক্রয় করে ফেলে, এই হল প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগের আমেরিকার নীতি।

উৎপাদক সংস্থা দুরবস্থা দূর করতে পারবে এই ধরনের নীতিকথা বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরাই বলে—যারা যে কোন মূল্যে পুঁজিবাদের উপর আরও বেশি আলোকপাত করতে চায়। পরন্তু, শিল্পের *কয়েক স্থানে* যে একচেটিয়া সংস্থা গড়ে উঠেছে, সেগুলিও *সামগ্রিভাবে* পুঁজিপতি উৎপাদনের ন্যায় স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে। কৃষি ও শিল্পের অগ্রগতিতে যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে, যা সাধারণভাবে পুঁজিবাদের এক বৈশিষ্ট্য সেই বৈসাদৃশ্য বাড়ছে ক্রমাগত। অতি একান্ত উৎপাদক সংস্থার সবচেয়ে সুবিধাভোগী তথাকথিত *ভারী* শিল্প, বিশেষ করে কয়লা ও লৌহ শিল্পের মধ্যে অন্যান্য শিল্পের সংগে 'রয়েছে যোগাযোগের প্রচণ্ড অভাব'। যে কথা 'জার্মানীর বৃহৎ ব্যাংকের সংগে শিল্পের সম্পর্ক' সম্বন্ধে অন্যতম লেখক জেডেলসও স্বীকার করেছেন।**

পুঁজিবাদের নির্লজ্জ প্রবক্তা (Liefmann) বলেছেন, 'অর্থনৈতিক প্রগতি যতই অগ্রসর হতে থাকে ততই তা আরো ঝুঁকির দিকে নিয়ে যায় উদ্যোগী সংস্থাসমূহকে, বা বিদেশের এমন সব সংস্থার সংগে কাজ চালাতে হয় যাদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন আরো অনেক বেশি সময়, বা সেগুলি কেবল গড়ে ওঠে স্থানীয় গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে।'*** বর্ধিত ঝুঁকির ফলে ভবিষ্যতে পুঁজির পরিমাণ বাড়তে থাকে প্রচণ্ডভাবে, যা সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। একই সংগে কারিগরী প্রয়োগের দ্রুত অগ্রগতির জন্য জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন দিকে দেখা দেয় চরম বৈষম্য, একে নিয়ে যায় অরাজকতা ও দুঃসময়ের দিকে। লাইফম্যান একথাও স্বীকার করেছেন, "সমস্ত রকম সম্ভাবনা সত্ত্বেও দেখা যাবে যে অদূর ভবিষ্যতে

* L. Eschwege, "Zement" 'in Die Bank, 1909, 1. S. 115 et seq.

** Jeidels, Das Verhaltnis der deutschen Grossbanken zur Industrie mit besonderer Berucksichitigung der Eisenindustrie, Leipzig, 1905, S 271.

*** Lifemann, Beteiligungs und Finanzierungsgesellschaften. S. 434.

কারিগরী প্রয়োগের মাত্রা যাবে বেড়ে যা সাংগঠনিক অর্থনীতিতে হানবে আঘাত…' বিদ্যুৎ সরবরাহ ও আকাশ-যান… 'ইত্যাদিতে সাধারণভাবে অর্থনীতির এই রকম আমূল পরিবর্তনের ফলে, ফাটকাবাজীর পরিমাণ যাবে অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে…' *

সবরকমের সংকট, বিশেষ করে বেশিরভাগ সময়েই অর্থনৈতিক সংকটের ফলে নিশ্চিতভাবে একত্রীকরণ ও কালক্রমে একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি হয়। এই সম্পর্কে জেডেলসের ১৯০০ সালের সংকটকালের কারণ বিশ্লেষণ, যার বিবরণ আমরা আগেই পেয়েছি এবং যেগুলিকে বলা যায় আধুনিক একচেটিয়া কারবারের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মত যুক্তিপূর্ণ, সেগুলির উল্লেখ করছি:

"বিশাল দৈত্যাকার শিল্পের পাশাপাশি ১৯০০ সালে যেসব ছোটখাট শিল্প গড়ে উঠেছিল, যাকে আজকের পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রচলিত বলা চলে, বা যেসব বিশুদ্ধ (যারা একত্রিত হয় নি) শিল্প শিল্পের তেজীভাবের সময়ে গড়ে উঠেছিল, তাতে দেখা দিয়েছে নানা সংকট। দ্রব্যমূল্য হ্রাস ও চাহিদার হ্রাসের ফলে এইসব বিশুদ্ধ শিল্পকে এক অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছিল, যদিও সেই অবস্থায় দৈত্যাকার শিল্পসমূহের কোন ক্ষতি হয় নি বা হলেও তা খুব অল্প সময়ের জন্যই। এর ফলে ১৮৭৩ সালের সংকটের চেয়ে অনেক বেশি শিল্প একত্রিত হয়েছিল ১৯০০ সালে। ১৮৭৩ সালের সংকটকালেও অবশ্য সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি সমন্বিত শিল্প সংস্থাগুলির একত্রীকরণ হয়েছিল, কিন্তু কারিগরী প্রয়োগের অগ্রগতির ফলে যে সব একচেটিয়া সংস্থা এই সংকটকালেও টিঁকে ছিল সেগুলির কাছে কোন সমস্যা হয়েই দেখা দেয় নি। এই ধরনের বৃহৎ একচেটিয়া শিল্প তাই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে যে কোন অবস্থাতেই, বিশেষ করে আধুনিক বিদ্যুৎ, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে যন্ত্রপাতির অত্যন্ত জটিলতা ও উন্নতি বহুদূর বিস্তৃতি ও প্রভূত পরিমাণে মূলধনই এদের সহায়ক, তাছাড়া কিছু পরিমাণে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পও যেমন— মেটালর্জিক্যাল বা যানবাহন শিল্প ইত্যাদিও একই সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে।"**

একচেটিয়া! এ হল 'পুঁজিবাদী অগ্রগতির সর্বশেষ ধাপ'। কিন্তু আমরা যদি মূলধন বিনিয়োগে ব্যাংকের ভূমিকার কথা উল্লেখ না করি, তাহলে আমরা বর্তমান একচেটিয়া ব্যবসার শক্তি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে খুব সামান্য ও অপ্রতুল ধারণাই পাব।

* পূর্বোক্ত। এস. ৪৬৫-৬৬

** জেডেলস, অপ. সিট. এস, ১০৮

৫। পুঁজিবাদী সংগঠনের মধ্যে বিশ্বের ভাগবাঁটোয়ারা

একচেটিয়া পুঁজিপতি সংগঠন সমূহ কার্টেল, সিণ্ডিকেট এবং ট্রাস্ট প্রথমে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল তাদের ঘরোয়া বাজারকে, তারপর তারা নিজেদের দেশের সমগ্র শিল্পকে দখল করে নেয়। কিন্তু পুঁজিবাদে অন্তর্দেশীয় বাজারের সংগে বহির্দেশীয় বাজারের যোগাযোগ থাকবেই। বহু আগে পুঁজিবাদ গঠন করেছিল এক বিশ্ব বাজার। যেহেতু মূলধনের রপ্তানী বাড়ছে এবং বৃহৎ একচেটিয়া সংগঠন সমূহের বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক যোগাযোগ ও 'প্রভাব বাড়ছে' দেশে দেশে, স্বভাবতঃই এই সব সংস্থার মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রবণতাও দেখা দিয়েছে ধীরে ধীরে ও ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে এক আন্তর্জাতিক উৎপাদক সংগঠন।

বিশ্ব মূলধন ও উৎপাদনের একত্রীকরণের এ হল নতুন অধ্যায়, যা পূর্বতম অধ্যায় থেকে অনেক উচ্চস্তরের। আমরা এখন কিভাবে এই সব অতি এক-চেটিয়া ব্যবসায় বিকাশলাভ করে তা পর্যালোচনা করবো।

বিদ্যুৎ শিল্প হল কারিগরী উন্নতির সর্বশেষ ধাপ এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এটাই হল পুঁজিবাদের সর্বশেষ প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য। এই শিল্পের প্রসার ঘটেছে পুঁজিপতিদের দুই নেতৃস্থানীয় নতুন দেশ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীতে। জার্মানীতে ১৯০০ সালের সংকট এই ধরনের শিল্প একত্রীকরণের প্রেরণা যোগায়। এই সংকটকালে ব্যাংকসমূহ যা ইতিমধ্যেই শিল্পের সংগে সম্পৃক্ত হয়ে বেশ ফলাও কারবার করছিল। সেগুলির পরিমাণ বেড়ে যায় প্রচণ্ডভাবে আর সেগুলি তখন তুলনামূলকভাবে ছোট ছোট সংস্থাকে গ্রাস করে বা সেগুলিকে বৃহৎ সংস্থার আওতায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে। 'ব্যাংকগুলি', জেডেলস্ লিখেছেন, 'যে সব সংস্থার মূলধনের প্রচণ্ড প্রয়োজন তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসতে বিমুখ হয়েছে, ফলে বাজারে জিনিসের প্রথম অবস্থায় তেজী ভাব থাকলেও পরে এক হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায় ব্যর্থ হয়েছে সব সংস্থা তাদের ব্যবসায়ে, যার জন্য অবশ্য সেগুলিকে দাবী করা যায় না কোন ক্রমেই।'*

জেডেলস, অপ, সিট, এস. ২৩২

ফলে, ১৯০০ সালের পর, জার্মানীতে একত্রীকরণের একটা ধুম পড়ে যায়। ১৯০০ সাল পর্যন্ত জার্মানীতে কেবল বিদ্যুৎ শিল্পেই ছিল ৭টা থেকে ৮টা 'দল'। প্রত্যেক দলেই ছিল আবার কতকগুলি সংস্থা (সব মিলিয়ে সংস্থার সংখ্যা ছিল ২৮) আর প্রত্যেক দলকেই সহায়তা করতো ২টো থেকে ১১টা ব্যাংক। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে এই সব দল মিলে দুটি বা একটি সংগঠন গঠিত হল। নীচের চিত্র থেকে এই রূপান্তর বোঝা যাবে পরিষ্কার ভাবে:

বিদ্যুৎ শিল্পে বিভিন্ন দল
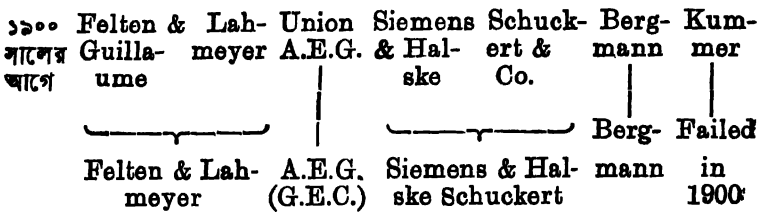
A.E.G. (G.E.C.) Siemens & Halske-Schuckert

১৯১২ সালে

(১৯০৮ সাল থেকে "একত্রিত" হয়ে ব্যবসায় করছে)

বিখ্যাত A. E. G. (জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী) এইভাবে গঠিত হয়ে ১৭৫ থেকে ২০০টি সংস্থার নিয়ন্ত্রণ শুরু করে (holding, মালিকানা স্বত্বের পরিপ্রেক্ষিতে) এবং এর মূলধন দাঁড়ায় আনুমানিক ১,৫০ কোটি মার্ক। ১০টিরও বেশি দেশে এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনেই এজেন্সি রয়েছে ৩৪টি, যার মধ্যে ১২টি যৌথ মূলধনী কারবার। ১৯০৪ সালের প্রথম দিকে জার্মান বৈদ্যুতিক শিল্প বিদেশে ২৩ কোটি ৩০ লক্ষ মার্ক মূলধন বিনিয়োগ করেছিল। এই অংকের ৬ কোটি ২০ লক্ষ মার্কই বিনিয়োগ করা হয়েছে রাশিয়ায়। একথা বলা বাহুল্য মাত্র যে A. E. G. একটি বিরাট সংগঠন, এর কেবল উৎপাদক সংস্থার পরিমাণই কম করে হলেও ১৬টি, যাতে উৎপাদন হয় বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যাদি, যেমন কেবল ইনসুলেটর থেকে মোটর গাড়ী ও উড়ো জাহাজের যন্ত্রাদিও।

কিন্তু ইউরোপে একত্রীকরণের অন্যতম অংশ হল আমেরিকায় একত্রীকরণ পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—যা গড়ে উঠেছে নিম্নলিখিত উপায়ে:

জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	টমসন হাউসস্টোন কোম্পানী ইউরোপে একটা সংস্থা গঠন করে	এডিসন কোং ইউরোপে ফ্রেন্স এডিসন কোং গঠন করে যা আবার জার্মান সংস্থাকে স্বত্ব বিক্রয় করে।
জার্মানী	ইউনিয়ন ইলেকট্রিক কোং	জেনারেল ইলেকট্রিক কোং (A.E.G)

জেনারেল ইলেট্রিক কোম্পানী (A.E.G.)

এইভাবে, দুটি বৈদ্যুতিক বিশাল শক্তি একত্রিত হল : 'পৃথিবীতে আর কোথাও বৈদ্যুতিক শিল্প সংস্থা ছিল না যারা স্বাধীন,' লিখেছেন হিনিগ তাঁর 'বৈদ্যুতিক সংগঠনের পথ' শীর্ষক প্রবন্ধে। নীচের পরিসংখ্যান থেকে যদিও আংশিক তবুও একটা ধারণা পাওয়া যাবে এই দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মোট উৎপাদন এবং তার আকার সম্বন্ধে :

		উৎপাদন (০০০,০০০ মার্ক হিসাবে)	শ্রমিকের সংখ্যা	নীট মুনাফা (মার্ক হিসাবে)
আমেরিকা : জেনারেল ইলেট্রিক কোং (G.E C.)	১৯০৭	২৫২	২৮,০০০	৩৫ ৪
	১৯১০	২৯৪	৩২,০০০	৪৫'৬
জার্মানী : জেনারেল ইলেকট্রিক কোং (A.E.G)	১৯০৭	২১৬	৩০,৭০০	১৪'৫
	১৯১১	৩৬২	৬০,৮০০	২১'৭

আর তারপরই ১৯০৭ সালে জার্মান ও আমেরিকার ট্রাস্টগুলি নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি করে পৃথিবীর বাজার নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার হল অবসান। আমেরিকার জেনারেল ইলেকট্রিক কোং (GEC) 'পেলো' আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। আর জার্মান জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী (AFG) তার ভাগে 'পেলো' জার্মানী, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, তুর্কী ও বলকান অঞ্চল। বিশেষ চুক্তি অনুসারে, স্বভাবতই গোপন চুক্তি, শিল্পে 'ভগিনীসদৃশ সংস্থা' সমূহের অনুপ্রবেশের ব্যবস্থাও ঠিক করা হল, যে সমস্ত

দেশে তখনও ট্রাস্টের থাবা গেড়ে বসে নি সে সব দেশে। দুটি ট্রাস্ট নিজেদের মধ্যে নতুন উদ্ভাবনা ও পরীক্ষার ফলাফল বিনিময়ে সম্মত হল।*

এই ধরনের ট্রাস্টের যাদের সারা পৃথিবী জুড়ে, হয় 'ভগিনীসদৃশ সংস্থা' বা নানা এজেন্সি, প্রতিনিধি, 'শাখা' যোগাযোগ প্রভৃতির দ্বারা কয়েক কোটি মার্ক নিয়ে যারা ব্যবসা করে চলেছে তাদের সংগে প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। কিন্তু দুটি শক্তিশালী সংস্থার মধ্যে পৃথিবীর বাজার ভাগ করে নেওয়া হলেও তারা অসমান অগ্রগতি, যুদ্ধ, দেউলিয়া প্রভৃতির ফলে উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে নিজেদের ভাগ-বাঁটোয়ারা ঠিক করে নিতে পারে নি।

এই ধরনের পুনর্বণ্টনের প্রয়াস বা পুনর্বণ্টনের জন্য যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, তার প্রথম প্রকাশ দেখা গেল তৈল শিল্পে।

১৯০৫ সালে জেডেলস লিখেছেন, 'পৃথিবীর তৈল বাজার আজও বিভাজিত হয়ে আছে দুটি বৃহৎ পুঁজিপতি সংগঠনে—রকফেলারের আমেরিকা স্টাণ্ডার্ড ওয়েল কোম্পানী এবং রাশিয়ার বাকু অঞ্চলের তৈল অঞ্চলের মালিকানা বজায় রাখার জন্য গঠিত 'রথচাইল্ড এন্ড নোবল' সংগঠনের উপর। এই দুটি সংগঠন পরস্পরের সংগে যুক্ত। কিন্তু কয়েক বছর ধরে ৫টি শত্রু তাদের এই একচেটিয়া ব্যবসায় আঘাত হানছে।"** (১) আমেরিকা তৈলক্ষেত্র থেকে তেল নিঃশেষ হওয়া (২) বাকু অঞ্চলের মান্তাসেভ সংস্থার সংগে প্রতিযোগিতা (৩) অস্ট্রিয়া অঞ্চলের তৈলক্ষেত্র (৪) রুমানিয়ান তৈলক্ষেত্র (৫) সমুদ্রপারের তৈলক্ষেত্র বিশেষ করে ডাচ উপনিবেশের (এতদঅঞ্চলের সম্পদশালী সংস্থা স্যামুয়েল অ্যান্ড শেল—এরা ব্রিটিশ পুঁজির সংগে যুক্ত) শেষোক্ত তিনটি দল আবার জার্মানীর বড় বড় ব্যাংকের সংগে জড়িত, এদের উপর কর্তৃত্ব করছে বিশাল ডাটশে ব্যাংক (Deutsche)। এই সব ব্যাংক স্বাধীনভাবে ও পরিকল্পনামত রুমানিয়ার তৈল শিল্পকে মদত দিয়ে চলেছে, তাদের আধিপত্য কায়েম করতে.। ১৯০৭ সালে রুমানিয়ার তৈলশিল্পে যে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত হয়েছিল তার পরিমাণ প্রায় ১৮৫ মিলিয়ন ফ্রাঁ, যার ৭৪ মিলিয়নই হল জার্মান মূলধন।***

'পৃথিবীকে ভাগ করে নেওয়ার' এক সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। একদিকে রকফেলার 'তৈল ট্রাস্ট' সব কিছুর উপরেই তাদের হাত বাড়াতে চেয়েছিল, তাই এরা হল্যাণ্ডে গড়ে তুলেছিল একটা 'কন্যা সদৃশ কোম্পানী' আর তাই

* Riesser, op. cit; Diouritch, op. cit. P-239; Kurt Heinig, op. cit.

** Jeidels, op. cit, S, 192-93.

*** Diouritch, op. cit, pp, 245-46.

ডাচ-ইণ্ডিজ তৈলক্ষেত্র ক্রয় করছে তার প্রধান শত্রু অ্যাংগলো ডাচ-শেল ট্রাস্টকে প্রতিরোধ করতে। অন্যদিকে, ডেটশে ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য জার্মান ব্যাঙ্ক রুমানিয়ার উপর আধিপত্য রাখার উদ্দেশ্যে রকফেলারের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সংগে যোগসূত্র বজায় রেখে চলেছে। রকফেলারের মূলধনের পরিমাণ অনেক বেশি আর তাদের পরিবহণ ও বণ্টন ব্যবস্থাও অনেক ভাল। এই বিরোধের সমাপ্তি হতেই হবে, আর হলও ১৯০৭ সালে। এতে ডেটশে ব্যাংকের ঘটল চূড়ান্ত পরাজয়, এর সামনে তখন একটা পথই খোলা, হয় এদের 'তৈলের স্বার্থ' ত্যাগ করে কয়েক লক্ষ মুদ্রা লোকসান করা, না হয় ট্রাস্টের কাছে আত্মসমর্পণ। এরা আত্মসমর্পণই স্বীকার করে নিয়ে খুব অবমাননাকর চুক্তিতে বাধ্য হল 'তেল ট্রাস্টের' সংগে। ডাটশে ব্যাংককে এই শর্তে রাজী হতে হল যে 'আমেরিকানদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোন কাজ তারা করতে পারবে না'। যদিও জার্মান রাষ্ট্রীয় তৈল একচেটিয়া করে নেয় সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই চুক্তি পুনর্বীকরণেরও ব্যবস্থা রাখা হল।

এর পরেই শুরু হয় 'তেলের মিলন পর্ব'। জার্মান পুঁজিপতি ডেটশে ব্যাংকের ডিরেক্টর ভন গিনার তার ব্যক্তিগত সচিব স্টাউসের মাধ্যমে জার্মানীর তৈল ব্যবসার রাষ্ট্রীয়করণের প্রচার চালাতে থাকে। জার্মান ব্যাংকের বিশাল কর্মপদ্ধতি ও তার অসংখ্য 'যোগাযোগ' সব কিছুকেই কাজে লাগানো হল। সংবাদপত্রাদি 'স্বাদেশিকতার' ধুয়া তুলে এই সম্পর্কে ইন্ধন যোগাতে লাগল, যাতে আমেরিকার অর্থনৈতিক জোয়ালের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং ১৯১১ সালের ১৫ই মার্চ, জার্মান প্রশাসক সর্বসম্মত গৃহীত প্রস্তাবে সরকারকে অবিলম্বে তৈল শিল্পকে রাষ্ট্রীয়করণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করে। সরকার এই 'জনপ্রিয়' কার্যাবলী সহজেই গ্রহণ করল, আর তাতে জার্মান ব্যাংকের সংগে আমেরিকার ব্যাংকগুলির যে অসম্মানজনক চুক্তি ছিল তা প্রকৃতপক্ষে এই চালে জার্মান ব্যাংকের জয়ের সূচনা করল। জার্মান তৈল-কুবেররা এতে আশাতিরিক্ত মুনাফার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে যা রাশিয়ার চিনি প্রস্তুতকারীদের চেয়ে কোন অংশে কম হবে বলে মনে হয় না···কিন্তু প্রথমেই বৃহৎ জার্মান ব্যাংকগুলি মুনাফার ভাগ নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে দিল। ডিসকনেটা গেসেলশ্যাফথ ডিউৎশে ব্যাংকের এই লোভাতুর উদ্দেশ্যের কথা ফাঁস করে দিল। দ্বিতীয়তঃ সরকারও জার্মানী অন্য উপায়ে তেলের সরবরাহ বজায় রাখতে পারবে কিনা সেই সন্দেহে রকফেলারের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে ভয় পেল (রুমানিয়ার উৎপাদনের পরিমাণও ছিল খুব কম) তৃতীয়তঃ ঠিক সেই সময়েই ১৯১৩ সালে কয়েক লক্ষ জার্মান মার্ক তার যুদ্ধের জন্য আলাদা করে রাখতে হয়েছিল। এই কারণে তেলের একচেটিয়া রাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তাব স্থগিত রাখা হয়, আর সেই সময়ের জন্য হলেও রকফেলার 'তৈল সংস্থা' এই বিপদ কাটিয়ে উঠে প্রতিষ্ঠিত হল বিজেতার ভূমিকায়।'

বার্লিন পত্রিকা 'ডাই ব্যাংক' এই সম্পর্কে লিখেছে যে জার্মানী এই ক্ষেত্রে সংস্থার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতো তার বিদ্যুৎ নিয়ে, বিশেষ করে জার্মানীর জলশক্তিকে সস্তা দরে বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত করে। 'কিন্তু' লেখক বলেছেন, 'এই বিদ্যুৎ ব্যবসায়ে একচেটিয়া কারবার তখনই কার্যকরী হবে, যদি তার উৎপাদকদের কাছে চাহিদা থাকে, সেই কারণেই বলা যে বিদ্যুৎ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যখন বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা প্রচুর ব্যয়ে শহর ও শহরতলীর বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে তখন ছোট ছোট বিদ্যুৎ সংস্থার পক্ষে মুনাফা করে উৎপাদন অব্যাহত রাখা মুস্কিল হয়ে পড়ল। তখন জল-বিদ্যুৎ ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু রাষ্ট্রের খরচের জল থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন প্রায় অসম্ভব, তার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে কোন একচেটিয়া উৎপাদন সংস্থার হাতে এই দায়িত্ব দেওয়া, কারণ ইতিমধ্যেই ব্যক্তিগত মালিকানার সংস্থাগুলি বহু রকম চুক্তি করে বসে আছে, আর তাদের সেজন্য খেসারতও দিতে হয়েছে প্রচুর···অর্থাৎ এক সময় ছিল ইস্পাতের একচেটিয়া ব্যবসা, পরে হল তেল একচেটিয়া ব্যবসা আর সর্বশেষ হয়ে দাঁড়াবে বিদ্যুতের একচেটিয়া ব্যবসা। এমন একটা সময় যখন সুন্দর একটা আদর্শের দ্বারা চালিত আমাদের সমাজতন্ত্রীরা বুঝতে পেরেছেন যে জার্মানীতে একচেটিয়াদের কখনই ভোক্তাদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য বা তার উদ্দেশ্য ছিল না, এমন কি রাষ্ট্রের উদ্যোগী সংস্থা হিসাবে যা প্রাপ্য তাও দিতে রাজী নয় মোটেই, তারা কেবল রাষ্ট্রের অর্থানুকূল্যে চেয়েছিল দেউলিয়া সব ব্যক্তিগত মালিকানার সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবন।"*

এইসব মূল্যবান তথ্য জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতিদের স্বীকার করতে বাধ্য হল। আমরা এখানে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্র মালিকানায় একচেটিয়া ব্যবসা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, বিশেষত অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায়, আর কিভাবেই উভয় সংস্থাই আলাদা ভাবে আবার পৃথিবী ভাগ বাঁটোয়ারার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছে রাজতান্ত্রিক সংগ্রামে।

পৃথিবী ভাগাভাগির ব্যাপারে বাণিজ্যিক নৌবহরেও চলেছে প্রচণ্ড রকমের একত্রীকরণের পাল্লা। জার্মানীতে দুটি শক্তিশালী কোম্পানী এই যুদ্ধে নেমেছিল, একটা হল হামবুর্গ আমেরিকা অন্যটি Norddeutscher Lloyd। এদের উভয়েরই ছিল ২০ কোটি মার্ক মূলধন (সম্পত্তি আর শেয়ারের কাগজ) আর তাছাড়া ১৮ কোটি ৫০লক্ষ থেকে ১৮ কোটি ৯০ লক্ষ মার্ক মূল্যের জাহাজ পরিবহণ ক্ষমতা। অন্যদিকে ১৯০৩ সালের ১লা জানুয়ারী আমেরিকায়

* Die Bank 1912, 1, S. 1036; 1912, 2, S, 629; 1913, 1, S. 388.

International Mercantile Marine Co. বা Morgan Trust নামে এক বিশাল জাহাজী ব্যবসায় গড়ে উঠেছে, এতে ৯টি আমেরিকান ও বৃটিশ জাহাজ সংস্থা একত্রিত হয়েছে, আর মূলধন সংগৃহীত হয়েছে ১২কোটি ডলার (৪৮ কোটি মার্কের সমান), ১৯০৩ সালের শুরুতে জার্মানীর দৈত্যাকার জাহাজী সংস্থা ও এই আমেরিকা-ব্রিটিশ জাহাজী সংস্থা এক চুক্তি সম্পাদন করে পৃথিবীটাকে ভাগ করে নেওয়ার যার আসল উদ্দেশ্য হল মুনাফার ভাগ-বাঁটোয়ারা। জার্মান সংস্থা কখনই আমেরিকা-ব্রিটিশের সংগে প্রতিযোগিতা করবেন না বলে স্থির করে এবং কোন কোম্পানীকে কোন কোন বছর দেওয়া হবে তাও ঠিক হয়। এজন্য একটা যৌথ তত্ত্বাবধায়ক কমিটিও গঠন করা হয়। এই চুক্তি হয়েছিল ২০ বছরের জন্য, আর যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তার রদবদলের ব্যবস্থাও রাখা ছিল।*

আন্তর্জাতিক রেলসংস্থা গঠনের ইতিহাসও চমকপ্রদ শিক্ষামূলক উদাহরণ। ১৮৮৪ সালে শিল্পের চরম মন্দার সময়েই সর্বপ্রথম এই ধরনের উৎপাদক সংস্থা গঠনের প্রয়াস নেয় ব্রিটিশ, বেলজিয়াম ও জার্মানীর উৎপাদকগণ। উৎপাদকরা সংশ্লিষ্ট দেশের বাজারে একে অন্যের সংগে প্রতিযোগিতা করবে না বলে স্বীকৃত হয়, আর তারা বিদেশের বাজারও ভাগ করে নেয় এইভাবে; গ্রেট ব্রিটেন ৬৬ শতাংশ, জার্মানী ২৭ শতাংশ ও বেলজিয়াম ৭ শতাংশ। ভারতবর্ষকে গ্রেট বৃটেনের জন্য সংরক্ষিত রাখা হল। এই কার্টেলের বহিরাগত এক বৃটিশ সংস্থার বিরুদ্ধে যৌথভাবে শুরু হল প্রতিযোগিতা, যার খরচ মেটানো হত সকলের মোট বিক্রয় মূল্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়ে। কিন্তু ১৮৮৬ সালে এই উৎপাদক সংস্থা ভেঙে যায় তার দুটি বৃটিশ সংস্থা পদত্যাগ করায়। এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে পরবর্তী তেজী বাজারের সময়েও এই চুক্তি আর সম্পাদিত হয় নি।

১৯০৪ সালের শুরুতে জার্মান ইস্পাত সংস্থা গঠিত হয়। ১৯০৪ সালের নভেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক রেল সংস্থা পুনরুজ্জীবিত হয় এইরূপ বখরার হিসাব করে: বৃটেন ৫৩.৫ শতাংশ, জার্মানী ২৮.৮৩ শতাংশ, বেলজিয়াম ১৭.৬৭ শতাংশ। পরে এর সংগে যোগ দেয় ফ্রান্স, সে ভাগ পায় ১০০ ভাগের মোট ৪.৮ ভাগ, ৫.৮ ভাগ ও ৬.৪ ভাগ যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় বৎসরে। ১৯০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় ইস্পাত সংস্থা যোগ দেয় এই সংস্থার সংগে, তারপর আসে অস্ট্রিয়া ও স্পেন। ভোগেলস্টেন ১৯১০ সালে লিখেছেন, "বর্তমানে পৃথিবীর ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণ হয়েছে, আর বড় ক্রেতা—প্রধানত রেলপথ—যেহেতু

* Riesser, অপ., সিট এস. ১২৫.

আর কারো স্বার্থ না দেখে পৃথিবী খণ্ডে খণ্ডে ভাগ হয়ে গেছে, তাই সে এখন বৃহস্পতির* স্বর্গে বসে মজা লুটছে।"

১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক দস্তা সংস্থার কথাও বলা দরকার, যা বাহ্যত পাঁচটি দেশের কারখানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যেমন জার্মানী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, স্পেন ও বৃটেন। আর আন্তর্জাতিক ডিনামাইট সংস্থারও একই অবস্থা, যেটা সম্পর্কে লাইফম্যান বলেছেন, "সত্যিকথা বলতে কি জার্মানের এই বিস্ফোরক সংস্থা ফরাসী ও আমেরিকার বিস্ফোরক উৎপাদন সংস্থার সহায়তায় অন্যান্যদের মতই সারা পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে।"**

লাইফম্যান হিসাব করে দেখেছেন যে ১৮৯৭ সালে মোট আন্তর্জাতিক কার্টেলের সংখ্যা ছিল ৪০টির মত যার অধিকাংশই ছিল জার্মানীর তত্ত্বাবধানে, আর ১৯১০ সালে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় একশ'তে।

কয়েকজন বুর্জোয়া লেখক (উদাহরণস্বরূপ ১৯০৯ সালে এদের সঙ্গে যোগ দেয় কার্ল কাউৎস্কি যে তার মার্কসবাদী তত্ত্ব সম্পূর্ণ পরিহার করেছিল পরে) এই অভিমত ব্যক্ত করেছে যে আন্তর্জাতিক কার্টেল যা মূলধনের আন্তর্জাতিকতার এক মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে, সেগুলি পুঁজিপতি দেশের মধ্যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে শান্তির আশ্রয় এনে দিয়েছে। তত্ত্বের দিক থেকে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার, আর কার্যত: এ হল চরম সুবিধাবাদিতার এক উন্নাসিক অসাধু দালালির প্রকাশ। আন্তর্জাতিক যৌথ সংস্থার ফলে জানা যায় পুঁজিবাদী একচেটিয়া কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন পুঁজিপতি সংস্থার পারস্পরিক দ্বন্দ্বের *আসল উদ্দেশ্য।* শেষের এই বৈশিষ্ট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেবল এর থেকেই আমরা ঐতিহাসিক অর্থনীতির মূল রূপ কি তা বুঝতে পারি, কারণ এর ফলে তুলনামূলক ভাবে পরিবর্তনশীল বিশেষ এবং ক্ষণস্থায়ী উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিবর্তন অনবরত হতে থাকে, কিন্তু পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মূল উদ্দেশ্য যা হল তার শ্রেণীগত পার্থক্য, তা *কখনই পরিবর্তিত হতে পারে না*, যতদিন এই শ্রেণী বিদ্যমান থাকে। স্বভাবতই, জার্মান বুর্জোয়াদের স্বার্থেই যার জন্য কাউৎস্কি এত সাধ্য সাধনা করছে, সে তার তাত্ত্বিক যুক্তির মাধ্যমে (পরে এ নিয়ে আমি আলোচনা করবো) এই দ্বন্দ্বের বর্তমান অর্থনৈতিক মূল বিষয়বস্তুকে (পৃথিবীর ভাগ-বাঁটোয়ারাকে) ছাপিয়ে দ্বন্দ্বের কখনও এক রূপ বা অন্য *কাঠামো* নিয়ে আলোচনা করবে। কাউৎস্কিও একই ভুল করেছে। যদিও আমাদের কেবল জার্মান বুর্জোয়া নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না

* Vogelstein, Organisationsformen, S 100.

** Liefmann, Kartelle und Trusts, 2. A. S. 161.

আমাদের দৃষ্টি থাকবে পৃথিবীর সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর। পুঁজিপতি শ্রেণী পৃথিবীকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করেছে কারো উপর বিদ্বেষ প্রসূত হয়ে নয়, বরঞ্চ মুনাফার লোভে কতকগুলি অবস্থাই তাদের এই একত্রীকরণের বিষয়ে বিশেষ ভাবে কাজ করেছে। আর তারা তাই পৃথিবীকে ভাগ করে দিয়েছে 'তাদের মূলধন অনুযায়ী' 'তাদের শক্তি অনুযায়ী, কারণ পণ্য উৎপাদন ও পুঁজিবাদের হিসাবে আর কোন ভাবে ভাগ করা হতে পারে না। কিন্তু এই শক্তির পরিমাণ আবার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির সংগে সংগে বদলায়। কি ঘটতে চলেছে তা বুঝতে হলে আগে জানা দরকার শক্তির পরিবর্তনের সংগে সংগে কোন প্রশ্নের সমাধান হতে চলেছে। এখানে প্রশ্ন যে এই পরিবর্তন কি অর্থনৈতিক না বিনা অর্থনৈতিক (যেমন সামরিক শক্তি), তাহলে দ্বিতীয় অবস্থায় পুঁজিবাদের খুব একটা মৌলিক পরিবর্তন হয় না। দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তু ও তার চুক্তির পরিবর্ত হিসাবে (আজ যা শান্তিপূর্ণ, কালই তা হয়ে উঠতে পারে যুদ্ধকালীন অবস্থার মত, পরের দিন আবার হয়তো যুদ্ধকালীন অবস্থা) কিছু দাঁড় করান বা দ্বন্দ্বের প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়ার অর্থ হলো কূটতার্কিকের মত কাজ করা।

পুঁজিবাদের সর্বশেষ দপ্তরের জমানায় দেখা যায় যে পুঁজিপতি সংস্থাগুলির মধ্যে পৃথিবীর অর্থনৈতিক ভাগাভাগিকে ভিত্তি করে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠছে, অন্যদিকে এরই পাশাপাশি ও সম্পর্ক হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতার খাতিরেও গড়ে উঠছে কিছুটা সম্পর্ক যার সংগে জড়িয়ে আছে উপনিবেশ গড়ে তোলার আর "আধিপত্যের সীমানা বৃদ্ধির" মনোভাব।

৬। বৃহৎশক্তিগুলির মধ্যে পৃথিবীর ভাগ-বাঁটোয়ারা

ভূগোল বিশারদ এ.সুপান* তাঁর "ইউরোপীয় উপনিবেশ সমূহের আঞ্চলিক অগ্রগতি" নামক গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই সব অঞ্চলের অগ্রগতি সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ এক বিবরণ দিয়েছেন।

ইউরোপীয় উপনিবেশসমূহের (যুক্তরাষ্ট্রসহ)
শতকরা হিসাব

	১৮৭৬	১৯০০	বৃদ্ধি বা হ্রাস
আফ্রিকা…	১০'৮	৯০'৪	+৭৯'৬
পোলিনেশিয়া…	৫৬'৮	৯৮'৯	+৪২'১
এশিয়া…	৫১'৫	৫৬'৬	+ ৫'১
অস্ট্রেলিয়া…	১০০'০	১০০'০	—
আমেরিকা…	২৭'৫	২৭'২	— ০'৩

তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, 'এই সময়ের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হল, আফ্রিকা ও পোলিনেশিয়ার বিভাজন।' যেহেতু এশিয়া ও আমেরিকায় সেখানে আর কোন অনধিকৃত অঞ্চল ছিল না—বা সেই অঞ্চলের উপর আর কারো আধিপত্য ছিল না, তাই সুপানের সিদ্ধান্তকে আরো পরিষ্কার ভাবে বলা যায় যে তার ফলে পৃথিবীর ভাগ-বাঁটোয়ারা চূড়ান্ত হয়েছিল—চূড়ান্ত হয়েছিল অর্থ এই নয় যে পুনর্বিভাজনের সম্ভাবনা ছিল না, বরঞ্চ পুনর্বিভাজনের সম্ভাবনা ছিল এবং তা ছিল অবধারিত, কিন্তু এর অর্থ হল এই যে এর ফলে পুঁজিপতি শ্রেণীর ঔপনিবেশিক ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণ হয়েছিল, অর্থাৎ এই গ্রহে আর উপনিবেশ হতে বাকী ছিল না কোথাও। এই প্রথম পৃথিবীর ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণ হল, যাতে ভবিষ্যতে কেবল পুনর্বিভাজনেরই সম্ভাবনা রইল, অর্থাৎ অঞ্চলের মালিকানা তখন কেবল এক মালিকের কাছ থেকে অন্য মালিকের হাত বদল হতে পারে, মালিকানা বিহীন অঞ্চল থেকে তা কোন মালিকের হাতে যাওয়ার আর সম্ভাবনা রইল না।

সুতরাং আমরা এক অদ্ভুত বিশ্ব ঔপনিবেশিক অধ্যায়ে বাস করছি, যার

* A. Supan, Die territoriale Entwicklung der europaischen Kolonien, 1906, S. 254.

সংগে গভীর সম্পর্ক ছিল 'পুঁজিবাদের সর্বশেষ স্তরের অগ্রগতির সংগে।' এই কারণেই সর্বপ্রথমে তথ্যাদি নিয়ে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন. যাতে পুঁজিবাদের এই অধ্যায়ের ঠিক আগের অধ্যায়ের সংগে প্রকৃতপক্ষে কি ধরনের পার্থক্য ছিল, আর বর্তমানেই বা তার কোন অবস্থা তা বোঝা যায়। প্রথমেই জাগে দুটি প্রশ্ন, অর্থনৈতিক পুঁজিবাদের অধ্যায়ে কি ঔপনিবেশিকতাবাদের ইচ্ছাকে আরও ব্যাপক করার জন্যই কি বেড়ে উঠেছে সংঘর্ষ? আর যদি তাই হয়, তাহলে কি ভাবে বর্তমানে পৃথিবীর বাঁটোয়ারা হল এমন ভাবে?

উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর ভাগে উপনিবেশের কতটা অংশ ছিল তার একটা তথ্য সংগ্রহ করেছেন আমেরিকার লেখক মরিস তাঁর উপনিবেশবাদের ইতিহাস শীর্ষক বইতে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় তার তথ্যাদির একটা সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হচ্ছে:

ঔপনিবেশিক অধিকার

	গ্রেট ব্রিটেন		ফ্রান্স		জার্মানী	
সাল	আয়তন (000,000 বর্গমাইল)	জনসংখ্যা (000,000 হিসাবে)	আয়তন (000,000 বর্গমাইল)	জনসংখ্যা (000,000 হিসাবে)	আয়তন (000,000 বর্গমাইল)	জনসংখ্যা (000,000 হিসাবে)
১৮১৫-৩০	?	১২৬'৪	0'0২	0'৫	—	—
১৮৬০	২'৫	১৪৫'১	0'২	৩'৪	—	—
১৮৮0	৭'৭	২৬৭'৯	0'৭	৭'৫	—	—
১৮৯৯	৯'৩	৩0৯'0	৩'৭	৫৬'৪	১'0	১৪'৭

গ্রেট বৃটেনের ক্ষেত্রে ১০৬০ থেকে ১৮৮০ সালেই ঔপনিবেশবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল অনেক বেশি, যদিও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বিশ বছরেও এর প্রসার ঘটেছিল ব্যাপকভাবে। ফ্রান্স ও জার্মানীর ক্ষেত্রে উপনিবেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে। উপরের তথ্যে আমরা দেখতে পাই যে একচেটিয়া পুঁজিবাদের পূর্বে, বা পুঁজিবাদের কালে অবাধ প্রতিযোগিতার সময়ে পুঁজিবাদের বিকাশ লাভ সীমিত ছিল ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সালে। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে ঠিক *এই সময়ের পরেই* উপনিবেশবাদের তেজী ভাবের শুরু হয়, ফলে, পৃথিবীর সীমানা ভাগাভাগির দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে পুঁজিবাদের একচেটিয়া পুঁজিতে উত্তরণের সংগে পৃথিবীর সীমানা ভাগাভাগির দ্বন্দ্বের ব্যাপকতার *যোগ-রয়েছে*।

হবসন তাঁর সাম্রাজ্যবাদের উপর লেখা বইতে ১৮৮৪-১৯০০ সালকে আখ্যা দিয়েছেন ইউরোপীয় দেশগুলির সীমানা 'বৃদ্ধির' অধ্যায় হিসাবে। তাঁর হিসাব মতে এই সময়ে গ্রেট ব্রিটেন দখল করেছে ৩,৭০০,০০০ বর্গমাইল জমি ও সেই সংগে ৫৭,০০০,০০০ জন লোক। ফ্রান্স দখল করেছে ৩,৬০০,০০০ বর্গমাইল জমি ও ৩৬,৫০০,০০০ লোক। জার্মানীর দখলে আসে ১,০০০,০০০ বর্গমাইল জমি ও ১৪,৭০০.০০০ লোক। বেলজিয়াম ৯০০,০০০ বর্গমাইল জমি ও ৩০,০০০,০০০ লোক। পর্তুগাল ৮০০,০০০ বর্গমাইল জমি ও ৯০০০,০০০ অধিবাসী। উপনিবেশ বাড়াতে সমস্ত পুঁজিপতি দেশের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিশেষ করে ১৮৮০ সাল থেকে যে ধরনের কামড়া-কামড়ি চলছিল তা কূটনীতি আর পররাষ্ট্রনীতির যে কোন ইতিহাসেই খুব স্পষ্ট করে লেখা আছে।

বৃটেনের অবাধ প্রতিযোগিতার সবচেয়ে ভাল সময়ে, অর্থাৎ ১৮৪০-১৮৬০ এই সময়ে, বৃটিশ বুর্জোয়া রাজনীতির প্রথম সারির নেতারা এই ঔপনিবেশিক নীতির *বিরুদ্ধাচরণ* করেছিলেন এবং এই মতবাদ প্রকাশ করেছিল যে উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা প্রদান ও ব্রিটেনের সংগে তাদের সম্পর্কচ্ছেদ অবধারিত এবং তা কাম্যও। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত এম, বিয়ারের লেখা প্রবন্ধ 'আধুনিক ব্রিটিশ রাজতন্ত্র'তে* বলা হয়েছে যে ১৮৫২ সালে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ও প্রবক্তা ডিসরেলি ঘোষণা করেছিলেন, "আমাদের গলার চারপাশে উপনিবেশগুলি সীমানা হয়ে দাঁড়িয়েছে।" কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্রিটিশ নায়ক সেসিল রোডস ও জোসেফ চেম্বারলিন খোলাখুলি ভাবেই সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন জানায় এবং সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করতে ঘৃণ্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করে।

এটা লক্ষণীয় যে তা সত্ত্বেও এইসব বুর্জোয়া ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্ককে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের মূল বলে উল্লেখ করেছেন। চেম্বারলিন সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করেছেন এই বলে, যে এটা হল 'সত্য, জ্ঞান সমৃদ্ধ ও স্বল্পব্যয়ী নীতি', তিনি বিশেষ ভাবে জার্মান, আমেরিকা ও বেলজিয়ামের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা যার সংগে গ্রেট ব্রিটেন বিশ্বের বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তার তুলনা করেছেন। একচেটিয়ায় নিহিত রয়েছে সেবার আদর্শ, একথা বলে সেইসব পুঁজিপতি যারা গঠন করেছে উৎপাদক সংস্থা, যৌথ ব্যবসায়, ও মুনাফাবাজদের সংগঠন। একচেটিয়াতেই নিহিত সেবার মনোবৃত্তি, একথা রাজনৈতিক নেতাদের মুখেও ধ্বনিত হয়, যারা এখনও বিশ্বের যে অংশে

* Die Neue Zeit XVI, 1, 1898, S. 302.

এখনও আধিপত্য কায়েম হয় নি সেদিকে তাকিয়ে থাকে লোলুপ দৃষ্টিতে। আর সিসিল রোডস, যার কথা আমরা তাঁর এক বন্ধু, সেটডের মাধ্যমে জানতে পারি, তিনি লিখেছেন ১৮৯৫ সালে, "আমি গতকাল লণ্ডনের পূর্বপ্রান্তে বেকারদের একটা সভায় যোগ দিয়েছিলাম। আমি সেই সব অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা শুনলাম, যার সার কথা 'আরো খাবার দাও, আরো খাবার,' বাড়ি ফেরার সময় আমি সেই ঘটনা নিয়ে নিজের মনে যতই ভাবতে লাগলাম ততই আমার মনে সাম্রাজ্যবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা দানা বাঁধতে লাগল। আমার চিন্তায় বর্তমান সামাজিক সমস্যার এক সমাধান খুঁজে পেলাম, অর্থাৎ, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের ৪০,০০০,০০০ জন অধিবাসীকে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় হল, এই সব উদবৃত্ত অধিবাসীর বাসস্থানের জন্য আরও বেশি করে উপনিবেশ দখল করতে হবে, আর কারখানা ও খনির উৎপণ্য দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য খুঁজতে হবে আরো বেশি করে বিদেশী বাজার। 'সাম্রাজ্য, যে কথা আমি আগেও বলেছি, হল রুটি ও রুজির প্রশ্ন। যদি তুমি গৃহযুদ্ধ এড়াতে চাও, তবে তোমাকে সাম্রাজ্যবাদী হতেই হবে '*

১৮৯৫ সালে এমন কথা বলেছিল সিসিল রোডস, একজন ধনকুবের কোটিপতি, যে মূলতঃ দায়ী ছিল অ্যাংগলো-বুয়োর যুদ্ধের জন্য। একথা ঠিক যে তার সাম্রাজ্যবাদ সমর্থন একটু মোটা দাগের চিন্তাধারায় বিধৃত, কিন্তু বিষয়গত ব্যাপারে তার মতামতের সংগে সর্বশ্রী ম্যাসলোভ, সুদেকুম, পোত্রেসভ, ডেভিড এবং রুশ মার্কসবাদী নীতির প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্যদের তত্ত্বও তা থেকে কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। সিসিল রোডস বরং ওদের তুলনায় কিছুটা সৎ সামাজিক স্বার্থান্বেষী……

পৃথিবীর আঞ্চলিক বিভাজন ও এই ব্যাপারে গত দশ বছরে যে পরিবর্তন হয়েছে সেই সম্পর্কে সঠিক চিত্র তুলে ধরতে আমি সুপানের উল্লেখিত পৃথিবীর ভাগ-বাঁটোয়ারায় কার কত অংশ, সেই তথ্য থেকে কিছুটা তুলে ধরবো। সুপান ১৮৭৬ ও ১৯০০ সালকে বেছে নিয়েছে, আমিও বেছে নেব এই ১৮৭৬ সালকেই কেন না এই বছরেই পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদের একচেটিয়া পূর্ব অবস্থা থেকে তার মূলধারায় বিকশিত হওয়ার অবস্থার একটা পূর্ণাংগ বিবরণ পাওয়া যাবে, আর নেব ১৯১৪ সালকে বেছে, যদিও এই বছরের হিসাব দেব আমি সুপানের দেওয়া হিসাবের চেয়েও আরো বেশি সাম্প্রতিক হিসাব, যার উল্লেখ আছে হুবনারের *ভৌগোলিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক সমীক্ষা* থেকে। সুপান কেবল উপনিবেশেরই হিসাব দিয়েছে, আমার মনে হয় এর দরকার আছে। বিশেষতঃ উপনিবেশহীন ও আধা-উপনিবেশ

* Die Neue Zeit, XVI, 1, 1898, S. 202

সম্পর্কে যে ব্যাপারে আমি পারস্য, চীন ও তুর্কিস্তানকে ধরেছি, সেই সময়ে পারস্পরিক পর্যালোচনায় সুপানের এই হিসাবের দরকার হবে। এর মধ্যে অবশ্য পারস্য ইতিমধ্যেই উপনিবেশ হয়ে গেছে, আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দেশও সেই পথে এগিয়ে চলেছে।

এর ফলে আমরা নিম্নরূপ চিত্র পাই :

বৃহৎ শক্তিসমূহের ঔপনিবেশিক আধিপত্য
(000 000 বর্গ কিলোমিটার ও 000,000 অধিবাসীর হিসাবে)

	উপনিবেশ				শহর এলাকা-সহ রাষ্ট্রসমূহ		মোট	
	১৮৭৬		১৯১৪		১৯১৪		১৯১৪	
	আয়তন	লোকসংখ্যা	আয়তন	লোকসংখ্যা	আয়তন	লোকসংখ্যা	আয়তন	লোকসংখ্যা
গ্রেট ব্রিটেন	২২·৫	২৫১·৯	৩৩·৫	৩৯৩·৫	০·৩	৪৬·৫	৩৩·৮	৪৪০·০
রাশিয়া	১৭ ০	১৫·৯	১৭·৪	৩৩·২	৫·৪	১৩৬·২	২২·৮	১৬৯·৪
ফ্রান্স	০·৯	৬.০	১০·৬	৫৫·৫	০·৫	৩৯·৬	১১·১	৯৫·১
জার্মানী	—	—	২·৯	১২·৩	০ ৫	৬৪·৯	৩ ৪	৭৭·২
যুক্তরাষ্ট্র	—	—	০·৩	৯·৭	৯·৪	৯৭·৪	৯·৭	১০৬·৭
জাপান	—	—	০·৩	১৯·২	০ ৪	৫৩ ০	০·৭	৭২·২
৬টি বৃহৎ শক্তির মোট	৪০·৪	২৭৩·৮	৬৫·০	৫২৩·৪	১৬·৫	৪৩৭·২	৮১·৫	৯৬০·৬
অন্যান্য শক্তির উপনিবেশ (বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ইত্যাদি) ···							৯·৯	৪৫·৩
আধা-ঔপনিবেশিক দেশসমূহ (পারস্য, চীন, তুরস্ক)							১৪·৫	৩৬১·২
অন্যান্য ··· ··· ···							২৮·০	২৮৯·৯
সারা বিশ্বের যোগফল ··· ··· ···							১৩৩·৯	১,৬৫৭·০

এই চিত্র থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কিভাবে সারা বিশ্বের ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণ হয়েছিল। ১৮৭৬ সালের পর ঔপনিবেশিক মালিকানা বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রচণ্ডরকম, অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী, ৬টি বৃহৎ শক্তির মালিকানা 40 000 000 বর্গ কিলোমিটার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৬৫,000,000 বর্গ কিলোমিটারে। অর্থাৎ মোট

বৃদ্ধির পরিমাণ ২৫,০০০,০০০ বর্গকিলোমিটার বা বৃহৎ শহরাঞ্চলের জমিরও ৫০ শতাংশ বেশি (যাদের পরিমাণ ১৬,৫০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার)। ১৮৭৬ সালে ৩টি শক্তির কোন উপনিবেশ ছিল না, আর চতুর্থ শক্তি ফ্রান্সের ভাগে কোন উপনিবেশ ছিল না বললেই চলে। ১৯১৪ সালের মধ্যে এই চারটি বৃহৎ শক্তি মোট উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল ১৪,১০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার জমিতে, অর্থাৎ সমগ্র ইউরোপের মোট জমির প্রায় অর্ধেকাংশ জুড়ে, যার লোক সংখ্যার পরিমাণ ছিল ১০০,০০০,০০০। ঔপনিবেশিক দখলী স্বত্বের পরিমাণ ছিল খুবই অসমান। উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা ফ্রান্স, জাপান ও জার্মানীর তুলনা করি তাহলে দেখা যায় যে ফ্রান্স যে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল তার পরিমাণ বাকী দুটি দেশের উপনিবেশের মোট আয়তনের প্রায় তিনগুণ দখল করেছিল একাই। আর মূলধন যোগানোর ব্যাপারে আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন ফ্রান্স জার্মানী ও জাপানের মোট মূলধনের চেয়েও বেশী ধনী ছিল। কেবল মূলধনের পরিমাণই নয়, অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য ঔপনিবেশিকবাদের ভৌগোলিক সীমানার উপরেও তার প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও জীবনযাত্রার মান সমান করার যত চেষ্টাই হোক না কেন বৃহৎ শিল্প সংস্থার দ্বারা, বিনিময় আর অর্থ লগ্নীর একটা প্রভাব থাকবেই, তাই আজও দেখা যায় উল্লিখিত ছয়টি দেশের মধ্যে প্রথমত: নতুন পুঁজিপতি দেশসমূহ (আমেরিকা, জার্মানী, জাপান) যাদের আর্থিক উন্নতি ঘটেছে দ্রুত গতিতে, দ্বিতীয়ত: পুরনো পুঁজিপতি দেশসমূহ (ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন), এদের উন্নতি প্রথমোক্ত দেশসমূহ থেকে অনেক শ্লথ গতিতে বিকাশ লাভ করেছে, আর রয়েছে সবচেয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদপদ দেশসমূহ যেমন রাশিয়া যেখানে বলা যায় আধুনিক পুঁজিপতি রাজতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে কেবল পুঁজিপতিদের সহযোগিতায়।

বৃহৎ শক্তির ঔপনিবেশিক ক্ষমতা ও আধিপত্যের পাশাপাশি আমরা ছোট ছোট রাষ্ট্রের ছোট ছোট উপনিবেশেরও তুলনা করবো, যার থেকে পরবর্তী কালের 'পুনর্বিভাজনের' একটা সুস্পষ্টরূপ আমরা পেতে পারি এইসব ছোট ছোট রাষ্ট্র তাদের উপনিবেশগুলিকে টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছিল বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষের ফলে, যাতে বৃহৎ শক্তি ক্ষুদে রাষ্ট্রগুলিকে আর গ্রাস করার সুযোগ পায় নি। 'আধা উপনিবেশবাদ' এমন এক রূপান্তর যোগ্য অবস্থা যার প্রতিফলন আমরা প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে অহরহই দেখতে পাই। আর্থিক মূলধন এমন একটা বৃহৎ, এমন আজ্ঞাকারী শক্তি যাকে বলা যায় যে সমস্ত অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী শক্তি এবং এটা প্রকৃতপক্ষেই এমনভাবে আধিপত্য করে সব কিছুর উপর যে যে সব দেশের পূর্ণ রাজ-

নৈতিক স্বাধীনতা রয়েছে তারাও এর কবল থেকে মুক্ত হতে পারে না, একটু পরেই আমরা এর উদাহরণ দেব। অবশ্য অর্থনৈতিক মূলধন চেষ্টা করে সবচেয়ে 'সুবিধাজনক' অবস্থার সুযোগ নিতে এবং তার থেকে মুনাফা লুটতে যাতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অবলুপ্তি ঘটে সেই সব দেশের এবং প্রকৃতপক্ষে জনগণের। এই ব্যাপারে আধা ঔপনিবেশিক দেশগুলি হল 'মধ্যবর্তী অবস্থার' এক একটি চরম উদাহরণ। এটা স্বাভাবিক যে অর্থনৈতিক মূলধনের সংগে সংঘর্ষে এইসব আধা স্বাধীন দেশগুলির অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে পড়ে যখন দেখা যায় পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলি ইতিমধ্যেই ভাগাভাগি হয়ে গেছে।

পুঁজিবাদের সর্বশেষ ধাপের আগ পর্যন্ত এবং এমন কি পুঁজিবাদের আগেই গড়ে ওঠে ঔপনিবেশিক নীতি ও সাম্রাজ্যবাদ। দাস সম্প্রদায়ের উপর গড়ে ওঠা রোম শুরু করে ঔপনিবেশিক নীতি আর সংগে সংগে চালিয়ে যায় তার সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের প্রতি 'সাধারণ' আনুগত্য যা কালক্রমে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থাকে উপেক্ষা করে সেটাই পরবর্তীকালে হয়ে দাঁড়ায় বিশদ গতানুগতিকতায় বা বক্রোক্তিতে যেমন বলা যায়, 'বৃহত্তর রোম আর বৃহত্তর ব্রিটেন।'* এমন কি পুঁজিবাদের 'পূর্ববর্তী অবস্থা'র ঔপনিবেশিকতা থেকে অর্থনৈতিক পুঁজির ঔপনিবেশিকতাবাদের নীতি আলাদা।

পুঁজিবাদের সর্বশেষ স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বৃহৎ নিয়োগকারীর একচেটিয়া সংস্থার আধিপত্য। এই একচেটিয়া অবস্থা আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সব কাঁচামালই কোন এক বিশেষ দলের অধিকারে আসে, তাই আমরা দেখেছি আন্তর্জাতিক পুঁজিপতি সংস্থার তাদের প্রতিযোগীদের কোন কিছু কিনতে দিতে বাধা দেওয়া বা প্রতিযোগিতায় বাধা দেওয়ার জন্য এদের কী প্রচেষ্টা, যেমন দেখা যায় লৌহ শিল্পে, তৈল শিল্পে, ইত্যাদিতে। কেবল ঔপনিবেশিক আধিপত্যই দিতে পারে প্রতিযোগীদের সংগে প্রতিযোগিতার সাফল্যের নিশ্চিন্ততা, এমন কি কোন বিশেষ জিনিসের সংরক্ষণের জন্য রাজ্য একচেটিয়ার ব্যবস্থা থাকলেও। যতই পুঁজিবাদের অগ্রগতি হতে থাকবে ততই বেশি করে অনুভূত হবে কাঁচামালের অপ্রতুলতা, ততই বাড়বে প্রতিযোগিতা আর সারা বিশ্বের বাজারে কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য পড়বে কাড়াকাড়ি, আর তাই উপনিবেশ গড়ে তোলার জন্যও বাড়বে প্রতিযোগিতা।

---

* C. P. Lucas, Greater Rome and Greater Britain, Oxford, 1972 or the Earl of Cromer's Ancient and Morden Imperialism, London, 1970.

শিল্ডার লিখেছেন, "একথা বলা যায় যে যদিও এটা কারো কারো কাছে বিপরীতার্থক বলে মনে হবে, যে ভবিষ্যতে এমন দিন আসতে পারে যখন শহর ও শিল্পাঞ্চলের জনবসতি বৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে শিল্পের কাঁচামালের অপ্রতুলতা, যতটা না বাধা হবে খাদ্য-শস্য।' উদাহরণস্বরূপ, কাঠের যোগান কমে যাওয়াতে দাম বাড়ছে হু হু করে—চামড়ারও, তাই বস্ত্রকলের কাঁচামালের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। 'উৎপাদক সংস্থাগুলি সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতিতে তাই কৃষি আর শিল্পের মধ্যে একটা সমতা আনার জন্য সচেষ্ট, এর উদাহরণস্বরূপ আমরা উল্লেখ করতে পারি ১৯০৪ সাল পর্যন্ত যতগুলি শিল্প সংস্থা গঠিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম আন্তর্জাতিক বস্ত্র উৎপাদক সংস্থার গঠন, আর সেই একই ধাঁচে গঠিত ১৯১০ সালের ইউরোপীয় Flax Spinner's Association-এর কথা।'*

অবশ্য বুর্জোয়া সংস্কারপন্থীরা, আর তাদের মধ্যে বিশেষ করে বর্তমানে কাউৎস্কির দলের সমর্থকরা এই সবের গুরুত্বকে খাটো করে দেখানোর জন্য যুক্তি খাড়া করবে যে 'মূল্যবান ও বিপজ্জনক' ঔপনিবেশিক নীতির প্রসার না ঘটিয়েও বাজার থেকে ন্যায্যমূল্যে কাঁচামাল 'সংগ্রহ করা সম্ভব' এবং সাধারণভাবে কৃষির উন্নতি ঘটিয়ে কাঁচামালের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু এই ধরনের যুক্তিকে কেবল রাজতন্ত্রের হয়ে ওকালতি করাই মনে হয়, তাকে আরও উজ্জ্বলতর করে তোলার জনাই এই প্রচেষ্টা, কারণ তারা পুঁজিবাদের সর্বশেষ স্তর অর্থাৎ একচেটিয়া কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্যকেই উপেক্ষা করে। অবাধ বাজার দিনে দিনে অতীতের ঘটনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, দিন যতই যাচ্ছে ততই একচেটিয়া সংগঠন ও সংস্থাসমূহ অবাধ বাজারের গতিপথ রুখে দাঁড়াচ্ছে এবং 'কেবল' কৃষির উন্নতি করার অর্থ হল, জনগণের সার্বিক উন্নতি করা, শ্রমিকদের মজুরী বাড়িয়ে মুনাফা হ্রাস করা, কেবল কয়েকজন তাত্ত্বিক চিন্তানায়ক ছাড়া আর কোন্ ব্যবসায়ী সংস্থা আছে যারা উপনিবেশ বাড়ানোর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে জনগণের স্বার্থের কথা ভাবে?

পুঁজিপতি মূলধন কেবল প্রাপ্ত কাঁচামালের সন্ধান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না, তারা বিষয়গত উৎসেরও সন্ধান করে, কারণ বর্তমানের কারিগরী উন্নতি ঘটছে অত্যন্ত দ্রুততালে, জমির যা আজ অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে, কালই তা উন্নত নতুন পদ্ধতি এবং প্রভূত অর্থ বিনিয়োগের ফলে অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠতে পারে (এই ব্যাপারে কোনও বড় ব্যাংক বিশেষ ধরনের কৃষি বিশেষজ্ঞ বা ইঞ্জিনিয়ারের সন্ধান করতে পারে)। খনিজ পদার্থের ব্যাপারেও একই

* Schilder, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৮-৪২

কথা প্রযোজ্য, নতুন ধরনের নিষ্কাশন পদ্ধতির প্রয়োগ বা কাঁচামালের বিশেষ ধরনের ব্যবহার ইত্যাদির ফলে, তা সম্ভব। সুতরাং, সেই কারণেই প্রভাব বিস্তার করা ও তার ব্যাপকতা বৃদ্ধির আশায় সকলেই পুঁজিবাদী মূলধন সংগ্রহের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। একইভাবে ব্যবসায়ী সংস্থা তাদের সম্পত্তির মূল্য বাড়াচ্ছে দ্বিগুণ বা তিনগুণ, কারণ সেই সম্পত্তির বিষয়গত মূল্য (যদিও প্রকৃত মূল্য নয়) ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে মুনাফা লাভের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে, এমন কি পরবর্তী সময়ে যা আবার নিজেদের একচেটিয়া ব্যবসার গুণেও। এই কারণেই পুঁজিপতি মূলধনও আবার সার্বিকভাবে যে কোন ভাবে হোক, যে কোন অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে যত বেশি সম্ভব জমি সংগ্রহের দিকে ঝুঁকে পড়ে, যাতে ভবিষ্যতের প্রচণ্ড সংগ্রামের সময় তার কাঁচামালের কোন অভাব না ঘটে, যাতে কোন স্বাধীন দেশ আর পুনরায় ভাগ হয়ে না যায়, বা বিভক্ত দেশগুলির আবার পনর্বি-ভাজন না হয়।

ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা 'তাদের' উপনিবেশ মিশরে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ সর্বোচ্চ করার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, (১৯০৪ সালে মোট ২,৩০০,০০০ হেক্টর চাষযোগ্য জমির মধ্যে ৬০০,০০০ হেক্টর জমিতে, অর্থাৎ এক চতুর্থাংশের বেশি অংশে তুলা চাষ হয়েছে); রুশীয়রাও ঠিক একই কাজ করছে 'তাদের' উপনিবেশ তুর্কিস্তানে, কারণ এইভাবেই তারা তাদের বিদেশী প্রতিযোগীদের পরাস্ত করতে পারবে, তারা এই কাঁচামালের উৎসকে একচেটিয়া করে তুলবে এবং গড়ে তুলবে আরো সাশ্রয়ী ও মুনাফা-অর্জনকারী এক সংস্থার, যেখানে তুলা উৎপাদনের 'সমস্ত রকম' কাজকর্ম ও ব্যবস্থাদি 'একত্রীভূত' করে একদল মালিকের তত্ত্বাবধানে গঠিত হবে।

মূলধন রপ্তানী করার স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশ দখল করারও এক প্রেরণা রয়েছে, কারণ ঔপনিবেশিক বাজারে একচেটিয়া কারবারের ফলাও ব্যবসা করার সুবিধা রয়েছে (আর কখনও কখনও এটাই হল একমাত্র পন্থা ওখানে ব্যবসা চালানোর), তাতে প্রতিযোগিতা দূর করা যায় যোগান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় আর 'যোগাযোগের' সুযোগও বাড়ে।

পুঁজিবাদী মূলধনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ব্যয়বহুল অতিকায় সংগঠনগুলির রাজনীতি ও তার আদর্শও উপনিবেশ অধিকারে সচেষ্ট হয়েছে। 'পুঁজিবাদী মূলধন স্বাধীনতা চায় না, চায় আধিপত্য,' খুব সত্যি কথাই বলেছেন, হিলফারদিং (Hilferding)। এবং একজন ফরাসী বুর্জোয়া লেখক যিনি সিসিল রোডাসের পূর্ব উল্লিখিত* মতামতের সমর্থক ও প্রবক্তা,

* পৃঃ ২২৪-২২৫ —সম্পাদক

তিনি বলেছেন যে আধুনিক ঔপনিবেশিক নীতিতে সামাজিক কারণগুলিও অর্থনৈতিক কারণের সংগে জুড়ে দেওয়া উচিত। 'জীবন যাত্রার দৈনন্দিন জটিলতা বৃদ্ধির জন্য এবং যে অসুবিধাগুলি সৃষ্টি করছে কেবল শ্রমিক শ্রেণীই নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীও, যে কারণে অস্থিরতা, রাগ আর ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে প্রাচীন সভ্যতার সকল দেশেই, যা জনজীবনের শৃংখলায় আনছে চরম বিভীষিকা, সেই জনশক্তিকে দমন করতে, যাতে সেই শক্তি নিজের দেশে প্রচণ্ড বিদ্বেষের বিস্ফোরণ ঘটাতে না পারে সে কারণে তাদের অন্য দেশে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।'*

যেহেতু আমরা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের আমলে ঔপনিবেশিক নীতি নিয়ে আলোচনা করছি, সেখানে দেখা দরকার তার পুঁজিবাদী মূলধন আর বৈদেশিক নীতির সম্পর্ক কী, যা নিয়ে পৃথিবীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভাজনের লড়াই চলছে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে, যার মধ্যেই নিহিত আছে রাষ্ট্রের নির্ভরতার 'পরিবর্তনশীল' অবস্থা। কেবল দুটি প্রধান দলই নয়, একদলের হাতে উপনিবেশের মালিকানা, আর একদল স্বয়ং উপনিবেশগুলি, তাদের মধ্যে ভিন্নমুখী পরনির্ভরশীল দেশসমূহও যেমন নীতিগত ভাবে স্বাধীন হলেও যারা পররাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বেড়াজালে আবদ্ধ তাদেরও হিসাব করতে হবে। আমরা ইতিমধ্যেই একধরনের পরনির্ভরশীলতার কথা বলেছি, যেমন আধা-ঔপনিবেশিক দেশসমূহ, অন্য ধরনের পরনির্ভরশীলতার উদাহরণ হল আর্জেন্টিনা।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সুলজেগ্যাভারনিজ (Schulze Gaevernitz) বলেছেন, 'দক্ষিণ আমেরিকা, বিশেষ করে আর্জেন্টিনা আর্থিক দিক দিয়ে লণ্ডনের উপর এত বেশি নির্ভরশীল যে একে প্রায় বৃটিশের বাণিজ্যিক উপনিবেশ বলে আখ্যা দেওয়া যায়।'** ১৯০৯ সালে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীয় রাষ্ট্রদূতের বুয়েনস আয়ার্সে দেওয়া বিবরণের উপর ভিত্তি করে শিলডার (Schilder) হিসাব করেছেন যে আর্জেন্টিনায় বৃটিশ মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ মোট ৮,৭৫০ মিলিয়ন ফ্রাঁ। এটা কল্পনা করতে অসুবিধা

* Whal, La France aux colonies, quoted by Henri Russier, La Partage de loceanie, Paris, 1905. P. 165

** Schulze-Gaevernitz-র লেখা Britischer Imperialismus und englischer Freihandel zu Beginn des 20-ten Jahrhunderts, Leipzig, 1906 S.318. Sartorius v. Waltershausen-ও একই কথা বলেছেন, তাঁর Das volkswirtschaftliche System der Kapitalanlage im Auslande, Berlin, 1907, S. 46.

হয় না যে আর্জেণ্টিনার বুর্জোয়াদের উপর বৃটিশ পুঁজিবাদী মূলধনের কি পরিমাণ আধিপত্য ছিল (যদিও তার বিশ্বাসী 'বন্ধু', একেই বলে বৈদেশিক নীতি!) আর সেই চক্রের হাতেই ছিল সারা দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।

পর্তুগালের অর্থনৈতিক ও পররাষ্ট্রীয় নির্ভরতার সংগে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংমিশ্রণে রয়েছে একটু ভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য। পর্তুগাল একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুশ বছরেরও বেশি সময় ধরে, স্পেনের অধিকারের সময় থেকেই (১৭০১-১৪) এটা বৃটেনের এক রক্ষিত অঞ্চলে পর্যবসিত হয়েছে। স্পেন এবং ফ্রান্স এই দুই শত্রুদেশের সংগে যুদ্ধে নিজের অবস্থা শক্তিশালী করতেই গ্রেট ব্রিটেন পর্তুগাল ও তার উপনিবেশসমূহকে রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে। পরিবর্তে গ্রেট ব্রিটেন গ্রহণ করছে বাণিজ্যিক সুবিধাদি, বিশেষ করে পর্তুগালে জিনিসপত্র আমদানী ও তার উপনিবেশে মূলধন আমদানী করার খাতিরে গ্রেট ব্রিটেন ব্যবহার করছে পর্তুগালের বন্দর ও উপদ্বীপগুলি ও তার টেলিগ্রাফের সুবিধাদি।* বৃহৎ ও ছোট দেশের মধ্যে এই ধরনের সম্পর্ক সবসময়েই ছিল, কিন্তু পুঁজিপতি রাজতন্ত্রের আমলে এটাই হয়ে দাঁড়াল প্রচলিত রীতি, এই সব ছোট দেশ তখন 'বিশ্ব বিভাজনের' এক একটা অংশে পরিণত হয় এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী মূলধনের অন্যতম যোগসূত্র রূপে কাজ করতে থাকে।

বিশ্ব বিভাজনের প্রশ্নের যবনিকা টানতে গিয়ে আমার কতকগুলি বিষয়ে দৃষ্টি পড়েছে। এই প্রশ্ন কেবল স্পানিস আমেরিকার যুদ্ধের পরে আমেরিকার সাহিত্যেই সোচ্চার হয়ে ওঠে নি, বা ইংগ-বুয়োর যুদ্ধের পর ইংরেজী সাহিত্যে স্থান পায় নি, এ প্রশ্ন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও সমান প্রাধান্য পেয়েছিল। এমন কি জার্মান সাহিত্য যা কিনা অত্যন্ত সতর্কভাবে 'ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের' প্রতিও লক্ষ্য রাখছিল, সেখানেও এই ঘটনার প্রতিফলন দেখা গেছে। বুর্জোয়া চিন্তাধারার দিক থেকে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করে বলা যায়, এই ঘটনা ততদূরই পরিষ্কার করে বলা হয়েছে ফরাসী বুর্জোয়া সাহিত্যে। আমি ঐতিহাসিক ড্রাউল্ট-এর "উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী' শীর্ষক বইয়ের 'বৃহৎ শক্তি ও বিশ্ব বিভাজন' অধ্যায় থেকে উধৃত করছি, "গত কয়েক বছর ধরে পৃথিবীর সব কয়টি স্বাধীন দেশ, কেবল চীন বাদে, সব কয়টিকেই দখল করে নিয়েছে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার শক্তিবর্গ। এর ফলে ইতিমধ্যেই অসংখ্য সংঘর্ষ ঘটেছে, আর প্রভাবেরও পরিবর্তন হয়েছে, এতে

*Schilder, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ১, পৃঃ ১৬০-১

অদূর ভবিষ্যতে ইঙ্গিত বহন করছে আরও বড় রকমের উলট-পালটের। কারণ খুবই তাড়াতাড়ি সব করতে হয়েছে। যে দেশ তার ভাগ বুঝে নেওয়ার ব্যবস্থা করে নি, তার ভাগ্যে আর জোটেনি কিছু এবং পৃথিবীকে শুষে নেওয়ার পরবর্তী শতাব্দীর যে অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য, তা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে (পরবর্তী অর্থাৎ বিংশ শতাব্দী)। এই কারণেই সমস্ত বৃটিশ ও আমেরিকান দেশসমূহ পরবর্তীকালে 'রাজতন্ত্রের' মাধ্যমে ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে,—যা হল উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য"। লেখক তাই বলেছেন, "এই বিশ্ব ভাগ-বাঁটোয়ারায় এই ধরনের বিরাট শিকার সন্ধান তথা বিশ্ব বাজার দখল করার পরিপ্রেক্ষিতে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যগুলির বহর বেড়ে যায় তার চেহারার তুলনায় অনেক অস্বাভাবিক আকারে ফলে যে অংশ নিয়ে একদা বৃটেন গড়ে উঠেছিল তার আকৃতি গেল সম্পূর্ণ পাল্টে। ইউরোপের কর্তৃত্বকারী শক্তি-বর্গ, তার ভাগ্য নিয়ন্তা, সমানভাবে সারা পৃথিবীর কর্তা হতে 'পারে নি'। এবং ঔপনিবেশিক শক্তির হিসাবে ইউরোপীয় শক্তির কাছে এই সব বেহিসেবী সম্পত্তির পরিচালনা চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে, ঔপনিবেশিক প্রশ্ন—বা রাজতন্ত্র, একে যাই বলা হোক না কেন, তা ইতিমধ্যেই ইউরোপের রাজনীতিতে এনেছে পরিবর্তন এবং আরো পরিবর্তন আনতে চলেছে।"*

৭। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের একটি বিশেষ পর্যায়

আমরা এখন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে এতক্ষণ তার একটা যোগসূত্র খুঁজে আলোচনা শেষ করবো। সাধারণভাবে পুঁজিবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ও অগ্রগতির ফলেই গড়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু পুঁজি-বাদের চরম বিকাশ লাভের মাধ্যমে ঘটে কেবল পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ, যখন পুঁজিবাদের মৌলিক কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বিপরীত দিকে মোড় নেয়, যখন পুঁজিবাদ থেকে এক এক বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটে এবং সব দিকেই তার প্রভাব বিস্তার করে, সেই সময়েই এমন ঘটতে পারে। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই পর্যায়ের মূল ধারা হয় পুঁজিপতি অবাধ প্রতিযোগিতার অপসারণ ঘটিয়ে সেখানে কায়েম হয় পুঁজিপতি

* J. E. Driault, Problemes politiqes et sociaux. Paris 1907 p.299.

একচেটিয়া কারবার। সাধারণভাবে পণ্য উৎপাদন ও পুঁজিবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হল অবাধ প্রতিযোগিতা। আর অবাধ প্রতিযোগিতার ঠিক বিপরীত অবস্থা হল একচেটিয়া ব্যবসা, কিন্তু আমরা দেখেছি অবাধ প্রতিযোগিতা একচেটিয়া ব্যবসাতেও ঢুকে পড়েছে, তারই ফলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে হটিয়ে গড়ে উঠছে বৃহদায়তন শিল্পসংস্থা আবার বৃহদায়তন শিল্প সংস্থাকেও হটিয়ে মাথা চাড়া দিয়েছে অতি বৃহদায়তন শিল্প সংস্থা। আর তার পরও এরা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে যাতে সমস্ত মূলধন ও উৎপাদন একত্রীভূত করে অবশেষে সেই একচেটিয়া ব্যবসাতেই কায়েম হয়ে বসতে পারে। কার্টেল, সিণ্ডিকেট, ট্রাস্ট আর তার সংগে ডজনখানেক ব্যাংকের মূলধন একত্রিত হয়ে কয়েক কোটি টাকার বাজার আত্মসাৎ করেছে। একই সময়ে, অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে গড়ে ওঠা একচেটিয়া ব্যবসা তখনও অবাধ প্রতিযোগিতা বন্ধ করে নি বরং এরই পাশাপাশি ও সংগে সংগে গড়ে তুলেছে খুব সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বিরোধিতা, বিদ্বেষ, আর সংঘর্ষ। একচেটিয় ব্যবসা হল পুঁজিবাদ থেকে আরও উন্নততর পর্যায়ে উত্তরণ।

যদি সাম্রাজ্যবাদের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিতে হয় তাহলে বলা যায় যে সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের একচেটিয়া অবস্থা। এ সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি, কেন না একদিকে 'ফিনান্স পুঁজি' হল শিল্প পতিদের একচেটিয়া জোটগুলির পুঁজির সংগে বিমিশ্র কয়েকটি অতিবৃহৎ একচেটিয়া ব্যাংকের ব্যাংক-পুঁজি; এবং অন্যদিকে, বিশ্বের ভাগ বাঁটোয়ারা হল পুঁজিবাদী কোন শক্তি কর্তৃক অনধিকৃত ভূমিতে অবাধ সম্প্রসারণের ঔপনিবেশিক নীতি থেকে পুনর্বণ্টিত বিশ্বের অঞ্চলের উপর একচেটিয়া অধিকারের ঔপনিবেশিক নীতিতে উৎক্রমণ।

কিন্তু প্রধান জিনিসটায় সংক্ষিপ্তসার থাকে বলে অতি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় সুবিধা হলেও সে সংজ্ঞা পর্যাপ্ত নয়, কেন না সেক্ষেত্রে সংজ্ঞেয় ঘটনাটির অতি গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি দিককে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করে নিতে হয়। কোন একটা ঘটনার সমগ্র বিকাশের সর্বাংগীণ যোগ সম্পর্ক সাধারণভাবেই সমস্ত সংজ্ঞার শর্তসাপেক্ষ ও আপেক্ষিক অর্থের কথা না ভুলে সাম্রাজ্যবাদের এমন একটা সংজ্ঞা দেওয়া উচিত যার মধ্যে এই পাঁচটি বনিয়াদী লক্ষণের কথা থাকবে:

(১) উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রীভবন এমন একটা উচ্চস্তরে পৌঁছেছে যে তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে একচেটিয়া কারবারের এবং অর্থনৈতিক জীবনে একটা নির্ধারক ভূমিকা রয়েছে তার (২) শিল্পপুঁজির সংগে ব্যাংক-পুঁজির সংমিশ্রণ এবং এই 'ফিনান্স পুঁজির' ভিত্তিতে উদ্ভব হয়েছে 'ফিনান্সতন্ত্রের'। (৩) পণ্য রপ্তানীর তুলনায় পুঁজি-রপ্তানীর অসাধারণ গুরুত্ববৃদ্ধি। (৪) পুঁজিপতিদের আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংস্থাগুলির উত্থান—যারা নিজেদের মধ্যে

ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে বিশ্বকে এবং (৫) বৃহত্তম পুঁজিবাদী শক্তি সমূহের মধ্যে বিশ্বের আঞ্চলিক বাঁটোয়ারার পরিসমাপ্তি। সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের বিকাশের সেই স্তর, যেখানে একচেটিয়া কারবার ও ফিনান্স পুঁজির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত, যেখানে পুঁজি-রপ্তানী একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, যেখানে আন্তর্জাতিক ট্রাস্টগুলির মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের বাঁটোয়ারা শেষ হয়েছে।

উপরের সংজ্ঞাটি কেবল কতকগুলি বনিয়াদী বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক ধারণায় সীমাবদ্ধ. যদি শুধু এই ধারণাগুলির কথা না ধরে সাধারণভাবে পুঁজিবাদের তুলনায় পুঁজিবাদের এই বিশেষ পর্যায়টির ঐতিহাসিক অবস্থার কথাও ভাবি, অথবা সাম্রাজ্যবাদেব সংগে শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান দুটি ধারার পারস্পরিক সম্পর্কের কথা মনে রাখি, তাহলে সাম্রাজ্যবাদের একটা অন্যরকম সংজ্ঞা কিভাবে দেওয়া যায় এবং দেওয়া উচিত তা পরেই বলছি। আপাততঃ লক্ষ্য করা যায় যে পূর্বের ব্যাখ্যানুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদী বিকাশের একটা বিশেষ পর্যায়। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে পাঠকদের যাতে বেশ একটা সঠিক ধারণা জন্মায় সেজন্য আমি ইচ্ছা করেই *বুর্জোয়া* অর্থনীতিবিদদের লেখা থেকে যথাসম্ভব বেশী উদ্ধৃতি দেওয়ার চেষ্টা করেছি, পুঁজিবাদী অর্থনীতির সর্বাধুনিক পর্যায় সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ রকমের অবিসংবাদী তথ্য এঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। একই উদ্দেশ্যে আমরা বিশদ পরিসংখ্যানও উধৃত করেছি, যা থেকে দেখা যাবে ব্যাংক পুঁজির বৃদ্ধি কি স্তরে পৌঁছেছে, পরিমাণ থেকে গুণে রূপান্তরিত হয়ে বিকশিত পুঁজিবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণে প্রকাশ পাচ্ছে। অবশ্যই বলা বাহুল্য যে, প্রকৃতিতে ও সমাজের ক্ষেত্রে সমস্ত সীমারেখাই শর্তসাপেক্ষ ও অস্থির ; দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঠিক কোন বিশেষ বছর বা দশকে সাম্রাজ্যবাদের 'চূড়ান্ত' প্রতিষ্ঠা হয়, তা নিয়ে তর্ক করা অর্থহীন।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা নিয়ে তর্কে আমাদের নামতেই হবে বিশেষ করে কাউৎস্কির সংগে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যুগের, অর্থাৎ ১৮৮৯ থেকে ১৯১৪ সাল—এই পঁচিশ বছরের যিনি তথাকথিত প্রধান মার্কসবাদী তত্ত্ববিদ। সাম্রাজ্যবাদের যে সংজ্ঞা আমরা দিয়েছি, কাউৎস্কি তার মূল ধারণাগুলির অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করেন ১৯১৫ সালে, এমন কি ১৯১৪ সালের নভেম্বরেই। যখন তিনি এই উক্তি করেছিলেন যে অর্থনীতির একটা 'পর্যায়' বা স্তর হিসাবে সাম্রাজ্যবাদকে দেখা উচিত নয়, তাকে দেখতে হবে একটা কর্মনীতি হিসাবে, ফিনান্স পুঁজির নির্দিষ্ট 'পছন্দসই' একটা কর্মনীতি হিসাবে, 'বর্তমানের পুঁজিবাদে'র সংগে সাম্রাজ্যবাদকে 'এক' করে দেখা চলবে না এবং সাম্রাজ্যবাদ বলতে যদি 'সাম্প্রতিক পুঁজিবাদের সমস্ত ঘটনা'—কার্টেল, সংরক্ষণ, ফিনান্সপতিদের আধিপত্য ও ঔপনিবেশিক নীতি

—সমস্তই বোঝায়; তাহলে পুঁজিবাদের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ আবশ্যক কিনা এ প্রশ্ন 'স্থূলতম একটা অবান্তর পুনরুক্তি' হয়ে দাঁড়ায়, কেন না সেক্ষেত্রে 'স্বভাবতই পুঁজিবাদের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ একান্ত আবশ্যক।' কাউৎস্কির বক্তব্য সবচেয়ে যথাযথভাবে প্রকাশ করা যাবে, যদি সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁর দেওয়া সংজ্ঞাটা উদ্ধৃত করি—সে সংজ্ঞা আমাদের বক্তব্যের মূল কথাটার ঠিক বিপরীত (কেন না বেশ কিছু বছর ধরে আমাদের বক্তব্যের অনুরূপ আপত্তি উঠছে জার্মান মার্কসবাদীদের শিবির থেকে এবং সেটা যে মার্কসবাদের একটা নির্দিষ্ট ধারারই আপত্তি তা কাউৎস্কি বহুদিন থেকেই জানেন)।

কাউৎস্কির সংজ্ঞাতে বলা হয়েছে:

'সাম্রাজ্যবাদ হল অতি-বিকশিত শিল্প-পুঁজিবাদের ফল। শিল্প পুঁজিবাদী প্রত্যেকটি জাতির পক্ষ থেকে ক্রমাগত বেশী করে *কৃষি* (বড় হরফ কাউৎস্কির দেওয়া) অঞ্চলকে সেখানকার অধিবাসী জাতি নিরপেক্ষভাবে ক্রমাগত আত্মসাৎ বা অধীনস্থ করার প্রবণতাতেই নিহিত।'*

এ সংজ্ঞাই একান্তই বাজে, কারণ এতে একপেশে ভাবে অর্থাৎ খুশিমত শুধু জাতীয় সমস্যাটাই আলাদা করে নেওয়া হয়েছে (যদিও সে সমস্যা এমনিতেই তার নিজের দিক থেকে তথা সাম্রাজ্যবাদের সংগে সম্পর্কের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) এতে খুশিমত এবং *বেঠিকভাবে* তাকে জড়ানো হয়েছে পরজাতি দখলকারী দেশগুলির *শুধুমাত্র* শিল্প-পুঁজির সংগে এবং একই রকম খুশিমত ও বেঠিকভাবে সামনে তুলে ধরা হয়েছে কৃষি অঞ্চল অধিকারের কথা।

সাম্রাজ্যবাদ হল—পরদেশ দখলের প্রচেষ্টা—এই হল কাউৎস্কির দেওয়া সংজ্ঞার *রাজনৈতিক* অর্থ। সে কথা যদিও ঠিক, কিন্তু তা অসম্পূর্ণ, কেন না রাজনৈতিকভাবে, সাম্রাজ্যবাদ হল সাধারণতঃ বলপ্রয়োগ ও প্রতিক্রিয়াভিমুখী প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ। আপাতত অবশ্য আমরা প্রশ্নটির *অর্থনৈতিক* দিকেই বেশী আগ্রহী, কাউৎস্কি *নিজেই* সেটা তার *সংজ্ঞার* অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কাউৎস্কির সংজ্ঞার অ-যথার্থতা জাজ্বল্যমান প্রমাণ রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য শিল্প-পুঁজি *নয়*, ফিনান্স পুঁজি। ফ্রান্সে *ফিনান্স* পুঁজির অস্বাভাবিক দ্রুত বিকাশ লাভ ও শিল্প-পুঁজির ক্রমশঃ শক্তিক্ষয়ের ফলেই সেখানে গত শতাব্দীর আশির দশকের পর থেকে পররাজ্যগ্রাসী (ঔপনিবেশিক নীতি) কর্মনীতির তীব্রতা চরমে উঠেছিল, সেটা আকস্মিক নয়। সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য কেবল *কৃষি* অঞ্চল নয়, এমন কি অতি শিল্পোন্নত অঞ্চলকেও গ্রাস করার প্রবণতা (বেলজিয়ামের

* Die Neue Zeit, ১৯১৪, ২ (৩২শ খণ্ড), ৯০৯ পৃঃ, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৪; তুলনীয়—১৯১৫, ২, ১০৭ পৃঃ।

জন্য জার্মানদের ক্ষুধা), কেন না বিশ্ব ইতিমধ্যেই বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে বলে *পুনর্বণ্টনের সময় সবরকম* অঞ্চলের দিকেই থাবা বাড়াতে বাধ্য হতে হচ্ছে এবং দ্বিতীয়তঃ আধিপত্যের জন্য, অর্থাৎ অঞ্চল দখলের জন্য কয়েকটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে যে প্রতিযোগিতা হল সাম্রাজ্যবাদের একটা মূল বৈশিষ্ট্য— সেটা চলে সরাসরি নিজের জন্য ততটা নয়, যতটা প্রতিদ্বন্দ্বীকে দূর্বল ও *তার* আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করার জন্য (জার্মানির পক্ষে বেলজিয়াম, বিশেষ করে দরকার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ঘাঁটি হিসাবে ; ইংলণ্ডের বাগদাদ দরকার জার্মানির বিরুদ্ধে ঘাঁটি হিসাবে, ইত্যাদি)

বিশেষ করে এবং বার বার কাউৎস্কি ইংরেজদের নজির দিয়েছেন, যারা নাকি তাঁর অর্থাৎ কাউৎস্কির ধারণামত সাম্রাজ্যবাদ কথাটির একটি বিশুদ্ধ রাজনৈতিক অর্থ দান করেছে। ইংরেজ লেখক হবসনকে নেওয়া যাক, ১৯০২ সালে তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ' গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই :

'সেকেলে সাম্রাজ্যবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদের তফাৎ প্রথমতঃ একটি মাত্র বর্ধিষ্ণু সাম্রাজ্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জায়গায় তা আনে একাধিক প্রতিযোগী সাম্রাজ্যের তত্ত্ব ও ব্যবহার—যাদের প্রত্যেকেই রাজনৈতিক স্ফীতি ও বাণিজ্যিক লাভের একই প্রকার লালসায় চালিত, দ্বিতীয়তঃ বণিক স্বার্থের উপর ফিনান্স বা পুঁজি লগ্নী সংক্রান্ত স্বার্থগুলির প্রাধান্য।'*

দেখা যাচ্ছে সাধারণভাবে ইংরেজদের উল্লেখ করে কাউৎস্কি তথ্যগতভাবে নিতান্তই ভুল করেছেন (অবশ্য ওঁছা ইংরেজ সামাজ্যবাদী অথবা সামাজ্য-বাদের সরাসরি সাফাই গায়কদের নজির তিনি দিতে পারতেন)। দেখা যাচ্ছে, কাউৎস্কি মার্কসবাদই সমর্থন করে চলেছেন এ দাবী করলেও আসলে তিনি *সমাজতন্ত্রী-উদারনিতীক* হবসনের তুলনাতেও এক পা পিছিয়ে গেছেন। হবসন বরং *অধিক সঠিকভাবে* আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের দুটি ঐতিহাসিক সুনির্দিষ্টা বৈশিষ্ট্য মনে রেখেছেন, (কাউৎস্কির সংজ্ঞা হল ঐতিহাসিক সুনির্দিষ্টতার প্রহসন মাত্র!) ১। কতকগুলি সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং ২। বণিকের চেয়ে অর্থপতিদের প্রাধান্য। শিল্পোন্নত দেশ কৃষিপ্রধান অঞ্চলকে গ্রাস করছে—প্রধানতঃ এটাই যদি প্রশ্ন হত, তাহলে বণিকের প্রধান ভূমিকাই সামনে আসত।

কাউৎস্কি সংজ্ঞাটি শুধু ভুল অ-মার্কসবাদী তাই নয়, মার্কসবাদী তত্ত্ব ও কর্ম থেকে আগাগোড়া বিচ্ছিন্ন এক সমগ্র মতধারার ভিত্তি হিসাবেও তা কাজ করছে। পরে তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। পুঁজিবাদের সর্বাধুনিক পর্যায়কে সাম্রাজ্যবাদ নাকি ফিনান্স পুঁজির পর্যায় বলা হবে, এই নিয়ে

* হবসনের লেখা ১৯০২সালে লণ্ডনে প্রকাশিত 'সাম্রাজ্যবাদ' গ্রন্থের ৩২৪ পৃঃ

শব্দগত যে তর্ক কাউৎস্কি তুলেছেন সেটা একান্তই গুরুত্বহীন। যে নামই দেওয়া হোক না কেন, তাতে কিছু এসে যায় না। মূল কথা হল কাউৎস্কি সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছেন অর্থনীতি থেকে পররাজ্য গ্রাসকে ব্যাখ্যা করছেন ফিনান্স পুঁজির 'পছন্দ সই' একটা নীতি হিসাবে এবং তার পাল্টা হাজির করছেন আর একটা বুর্জোয়া কর্মনীতি যা, তাঁর মতে ফিনান্স পুঁজির ওই একই ভিত্তিতেই বুঝি বা সম্ভব। সুতরাং মোদ্দা কথা দাঁড়ায় এই যে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে একচেটিয়ার সংগে রাজনীতির ক্ষেত্রে না—একচেটিয়া, অহিংস, না দখলধারী ধরনের ক্রিয়া পরস্পর খাপ খায়। ঠিক ফিনান্স পুঁজির যুগটাতেই যা পরিসমাপ্ত এবং বৃহত্তম পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-গুলির মধ্যে বর্তমানের বিশেষ ধরনের প্রতিযোগিতার যা ভিত্তি, বিশ্বের সেই আঞ্চলিক বাঁটোয়ারার সংগে অ-সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি খাপ খায়। এতে পুঁজিবাদের সর্বাধুনিক পর্যায়ের প্রগাঢ়তম বিরোধগুলির গভীরতা উদ্ঘাটন করার পরিবর্তে তাদের ধামাচাপা দেওয়া, তাদের ধার ভোঁতা করে দেওয়া হয়, মার্কসবাদের বদলে আসে বুর্জোয়া সংস্কারবাদ।

কাউৎস্কি বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদ ও পররাজ্যগ্রাসের সাফাই গায়েন জার্মান কুনভের সংগে, যিনি স্থূলভাবে বেহায়ার মত যুক্তি দেন যে সাম্রাজ্যবাদ হল আজকের দিনের পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের বিকাশ অনিবার্য এবং প্রগতিশীল, সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের সামনে নতজানু হয়ে তার গুণগান করা উচিত। ১৮৯৪-৯৫ সালে নারোদনিকেরা রুশীয় মার্কসবাদীদের যে ব্যংগ চিত্র এঁকেছিল, প্রায় সেই রকম। মার্কসবাদীরা যদি মনে করে যে রাশিয়ায় পুঁজিবাদ অবশ্যম্ভাবী এবং তা প্রগতিশীল, তাহলে তাদের উচিত সরাইখানা খুলে পুঁজিবাদের প্রবর্তন করা। কুনভের প্রতিবাদে কাউৎস্কি বলেছেন, না, সাম্রাজ্যবাদ আজকের পুঁজিবাদ নয়, এ শুধু আজকের দিনের পুঁজিবাদের কর্মনীতির একটি অন্যতম রূপ। এ কর্মনীতির বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদ পররাজ্যগ্রাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়তে আমরা পারি এবং লড়াই করা উচিৎ।

প্রতিবাদটা বেশ যুক্তিযুক্ত মনে হয়, কিন্তু এ হল সাম্রাজ্যবাদের সংগে আপসের আরো একটা সূক্ষ্ম, আরো প্রচ্ছন্ন (সুতরাং আরো বিপজ্জনক) একটা প্রচার, কেনন না স্পষ্ট ও ব্যাংকের কর্মনীতির বিরুদ্ধে যে 'লড়াই' ট্রাস্ট ও ব্যাংকগুলির অর্থনৈতিক বনিয়াদকে স্পর্শ করে না, তা পরিণত হয় বুর্জোয়া সংস্কারবাদ ও শান্তিসর্বস্ববাদে, দয়া দেখানো নিষ্পাপ শুভেচ্ছায়। বর্তমান বিরোধগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া, তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধগুলির গভীরতা উপলব্ধি না করে তাদের কথা ভুলে যাওয়া, হল কাউৎস্কির তত্ত্ব, যার সংগে মার্কসবাদের কোন মিল নেই। বোঝাই যায় যে

এই 'তত্ত্বের' ফলে কুনভের সঙ্গে ঐকামত প্রতিষ্ঠা করে, কুনভের মতের সমর্থন করা হচ্ছে।

'নির্ভেজাল অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে,' কাউৎস্কি লিখেছেন, "পুঁজিবাদের এক সম্পূর্ণ নতুন পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া অসম্ভব নয়। কার্টেলের কর্মনীতির বিস্তৃতি ঘটিয়ে তাকে পররাষ্ট্রনীতিতে রূপান্তরিত করে, অতি-সাম্রাজ্যবাদের* অর্থাৎ চরম সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটানো সম্ভব কেবল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ না ঘটিয়ে সারা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সহযোগে যুদ্ধকেও থামিয়ে রাখা চলে এই পুঁজিবাদের মাধ্যমে, যখন এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির** যোগসাজশে পৃথিবীর যৌথ শোষণের অবস্থার প্রবর্তন হয়।"

এই 'অতি সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বটা' কিভাবে পরিষ্কারভাবে ও সম্পূর্ণভাবে মার্কসবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তা আমরা পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। বর্তমানে, বর্তমান কাজের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের সকল অর্থনৈতিক তথ্যের পর্যালোচনা করতে হবে আগে। "নির্ভেজাল অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে' কি এই 'অতি-সাম্রাজ্যবাদ' সম্ভব না তা মাত্র অতি বাজে কথা?

নির্ভেজাল অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বলতে যদি 'বিশুদ্ধ' বিমূর্তায়ন বোঝায়, তাহলে যা কিছু বলা সম্ভব তার প্রতিপাদ্য দাঁড়ায় এই যে, অগ্রগতির গতি একচেটিয়া বৃত্তির দিকে, অতএব একটি একক বিশ্ব একচেটিয়ার দিকে, একটি একক বিশ্ব ট্রাস্টের দিকে। এ কথা তর্কাতীত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 'বিকাশের গতি' পরীক্ষাগারে খাদ্য উৎপাদনের দিকে, এই কথার মতই সমান অর্থহীন। এই দিক থেকে 'অতি-কৃষির তত্ত্ব' যেমন উদ্ভট হত, অতি সাম্রাজ্যবাদের 'তত্ত্বটাও' তেমনি হত অর্থহীন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঐতিহাসিকভাবে মূর্ত-নির্দিষ্ট একটা যুগ হিসাবে যদি ফিনান্স পুঁজির যুগটার 'বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক' অবস্থাকে আমরা বিচার করি, তাহলে 'অতি-সাম্রাজ্যবাদের' নিষ্প্রাণ বিমূর্তনের (অতি-প্রতিক্রিয়াশীল একটা লক্ষ্য সাধনাই তাদের একমাত্র কাজ,—অর্থাৎ *বর্তমান* বিরোধগুলির গভীরতা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া) সেরা জবাব হবে বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির মূর্ত-নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে তাদের তুলনা করা। অতি-সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে কাউৎস্কির অর্থহীন প্রলাপের

* Die Neue Zeit, ১৯১৪, ২ (৩২শ খণ্ড), পৃ ৯২১, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৪, তুলনীয়—১৯১৫, ২, ১০৭ পৃঃ

** Die Neue Zeit, ১৯১৫, ১, পৃঃ ১৪৪, এপ্রিল ৩০, ১৯১৫

ফলে প্রশ্রয় পায় এক অতি ভ্রান্ত ধারণা, যা থেকে সাম্রাজ্যবাদের দালালদেরই সুবিধা হয় সব থেকে বেশী—যেমন ফিনান্স পুঁজির প্রভুত্বে বিশ্ব অর্থনীতির অন্তর্নিহিত অসাম্য ও বিরোধ যদি বা *হ্রাস পায়*, তাই আসলে সে বিরোধ বেড়েই ওঠে।

'বিশ্ব অর্থনীতির উপক্রমণিকা'* শীর্ষক গ্রন্থে আর. কালভের বিংশ শতাব্দীতে অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের একটা প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট ছবি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন প্রধান প্রধান বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক তথ্যের সার সংকলনের দ্বারা। তিনি পৃথিবীকে ভাগ করেছেন মোট পাঁচটি 'প্রধান অর্থনৈতিক এলাকায়, (১) মধ্য ইউরোপ (রাশিয়া ও বৃটেন বাদে সমগ্র ইউরোপ), (২) গ্রেট বৃটেন (৩) রাশিয়া (৪) প্রাচ্য এশিয়া ও (৫) আমেরিকা। 'এলাকা' বলতে রাষ্ট্রের সঙ্গে তার দখলীকৃত উপনিবেশগুলিকেও তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এশিয়ার পারস্য, আফগানিস্তান ও আরব, আফ্রিকার মারোক্কো ও আবিসিনিয়া ইত্যাদি কিছু দেশকে তিনি এলাকার হিসাবে না ধরে 'বাদ রেখেছেন'।

এইসব এলাকা সম্পর্কে উধৃত সকল অর্থনৈতিক তথ্যের একটা সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল :

প্রধান অর্থনৈতিক এলাকাসমূহ			পরিবহণ			শিল্প (লক্ষ টন উৎপাদন)		
	আয়তন (লক্ষ বর্গ কি মিঃ)	জনসংখ্যা (লক্ষ হিসাবে)	রেলপথ (হাজার কিমি)	বাণিজ্য পোত (লক্ষ টন)	আমদানী ও রপ্তানী (দশ কোটি মার্কের হিসাবে)	কয়লা (লক্ষ টন উৎপাদন)	লৌহ (লক্ষ টন উৎপাদন)	তাঁত বস্ত্রকল (লক্ষের হিসাবে)
মধ্য ইউরোপ	২৭·৬ (২৩·৬)**	৩৮৮ (১৪৬)	২০৪	৮	৪১	২৫১	১৫	২৬
ব্রিটেন	২৮·৯ (২৮·৬)	৩৯৮ (৩৫৫)	১৪০	১১	২৫	২৪৯	৯	৫১
রাশিয়া	২২	১৩১	৬৩	১	৩	১৬	৩	৭
পূর্ব এশিয়া	১২	৩৮৯	৮	১	২	৮	০·০২	২
আমেরিকা	৩০	১৪৮	৩৭৯	৬	১৪	২৪৫	১৪	১৯

* R. Calwer, Einfuhrung in die Weltwirtschaft, Berlin, 1906.

** বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপনিবেশের আয়তন ও জনসংখ্যার হিসাব।

এখানে আমরা তিনটি অত্যন্ত উন্নত অঞ্চল পাচ্ছি (যানবাহনের উন্নত ব্যবস্থা, বাণিজ্য ও শিল্পের চরম উন্নতি); যেমন, মধ্য ইউরোপীয়, বৃটিশ ও আমেরিকান অধ্যুষিত অঞ্চল। এদের মধ্যে আবার তিনটি আছে যারা পৃথিবীতে প্রভুত্ব করে, যেমন, জার্মানী, গ্রেট বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র। সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা ও পারস্পরিক সংঘর্ষ এইসব দেশের মধ্যে অত্যন্ত চরমে উঠেছে কারণ জার্মানীর ভাগে খুব সামান্য অঞ্চলই আছে বা তার উপনিবেশের সংখ্যাও যৎসামান্য, তাই মধ্য ইউরোপ গঠন করার কল্পনা আজও ভবিষ্যতের অতল গর্ভে, কারণ তা জন্ম নেবে এক প্রচণ্ডতম সংঘর্ষের মাঝখানেই। আপাততঃ, সমগ্র ইউরোপের লক্ষণ হল রাজনৈতিক খণ্ড বিখণ্ডতা। অন্যপক্ষে, বৃটিশ ও মার্কিন এলাকায় রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবন এখন অতি উচ্চ গ্রামে চলেছে। কিন্তু একদেশের রয়েছে বিশাল উপনিবেশ আর অন্যদিকে আর একজনের উপনিবেশের সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর—এই নিয়ে সেখানে রয়েছে বিরাট বৈষম্য। উপনিবেশগুলিতে আবার সম্প্রতি পুঁজিবাদের বিকাশলাভ ঘটছে। দক্ষিণ আমেরিকার জন্য সংগ্রাম ক্রমেই হয়ে উঠছে তীব্রতর।

দুটি এলাকা আছে যেখানে পুঁজিবাদের বিকাশ খুব সামান্যই; রাশিয়া ও পূর্ব এশিয়া। প্রথমটিতে জনবসতির ঘনত্ব একান্ত কম, দ্বিতীয়টিতে আবার অত্যন্ত বেশি; প্রথমটিতে রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবন উচ্চমাত্রায় বিরাজিত আর দ্বিতীয়টিতে তার অস্তিত্বই নেই। চীনের ভাগাভাগি সবে শুরু হয়েছে এবং তাই নিয়ে জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের মধ্যে সংঘর্ষ তীব্রতর হয়ে উঠছে।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় প্রচণ্ড পার্থক্য, বিভিন্ন দেশের বিকাশ-লাভের গতিতে চরম বৈষম্য এবং সংগে সংগে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম—এই বাস্তব অবস্থার সংগে 'শান্তিপূর্ণ' অতি-সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কাউৎস্কির নির্বোধ গল্প কথার তুলনা চলে কি? এটা কি কেবল ভীত সন্ত্রস্ত কূপমণ্ডুকের মত ভয়ংকর বাস্তব থেকে পলায়নের প্রতিক্রিয়াশীল চেষ্টা নয়? যে আন্তর্জাতিক কার্টেলগুলিকে কাউৎস্কি 'অতি সাম্রাজ্যবাদের' ভ্রূণ সত্তা বলে ভেবেছেন, (পরীক্ষাগারের খাদ্যকণাকে যে ভাবে অতি কৃষি উৎপাদনের ভ্রূণ সত্তা বলা যায়) সেগুলি কি বিশ্বের বণ্টন ও পুনর্বণ্টনে দৃষ্টান্ত, শান্তিপূর্ণ বণ্টন থেকে অশান্তিপূর্ণ বণ্টন এবং অশান্তিপূর্ণ বণ্টন থেকে শান্তিপূর্ণ বণ্টনে উত্তরণের দৃষ্টান্ত নয়? দৃষ্টান্তস্বরূপ, আন্তর্জাতিক রেল সিণ্ডিকেট কিংবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জাহাজ ট্রাস্টে জার্মানীর অংশ গ্রহণ সহ শান্তিপূর্ণভাবে যারা এক সময় ভাগ করে নিয়েছিল বিশ্বকে, সেই মার্কিন ও অন্যান্য ফিনান্স পুঁজিপতিরাই কি আবার অশান্তিপূর্ণ পথে পরিবর্তমান নতুন এক শক্তি সম্পর্কের ভিত্তিতে বিশ্বের পুনর্বণ্টন করছে না?

বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশের পথে যে সব বৈষম্য রয়েছে তা ফিনান্স পুঁজি বা ট্রাস্টের ফলে হ্রাস পায় না, বরং বেড়েই যায়। একবার যদি শক্তি সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ ঘটে তাহলে *পুঁজিবাদের আমলে শক্তি প্রয়োগ* ছাড়া আর কীসে সেই বিরোধের নিরসন সম্ভব? সমগ্র বিশ্ব অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ ও ফিনান্স পুঁজির বিকাশ লাভের বিভিন্ন হার সম্পর্কে অস্বাভাবিক অথচ যথাযথ তথ্য পাওয়া যাবে রেলওয়ে পরিসংখ্যান * থেকে। সাম্রাজ্যবাদী বিকাশে গত কয়েক দশক ধরে মোট রেলপথের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয়েছে এই রকম:

	রেলপথ (হাজার কিমি:)					
	১৮৯০		১৯১৩		+	
ইউরোপ…………	২২৪		৩৪৬		+১২২	
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র………	২৬৮		৪১১		+১৪৩	
সমস্ত উপনিবেশ	৮২	১২৫	২১০	৩৪৭	+১২৮	+২২২
এশিয়া ও আমেরিকার স্বাধীন ও আধা-স্বাধীন দেশসমূহ	৪৩		১৩৭		+ ৯	
মোট	৬১৭		১,১০৪			

সুতরাং উপনিবেশগুলিতে এবং এশিয়া আমেরিকার স্বাধীন (ও আধা-স্বাধীন) রাষ্ট্রগুলিতে রেলপথের বিস্তৃতি ঘটেছে সর্বাধিক দ্রুততর হারে। আমরা জানি যে চারটি কি পাঁচটি সর্ব বৃহৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ফিনান্স পুঁজি এখানেই পুরোপুরি প্রভুত্ব করছে বা শাসন করছে। উপনিবেশগুলিতে এবং এশিয়া আমেরিকার অন্যান্য দেশে দুই লক্ষ কিলোমিটার নতুন রেলপথের অর্থ বিশেষ রকম সুবিধাজনক শর্তে চার হাজার কোটি মার্ক-পুঁজির নতুন লগ্নি, যাতে থাকছে আয়ের বিশেষ গ্যারাণ্টি এবং ইস্পাত কারখানার জন্য বিশেষ লাভজনক বায়নার ব্যবস্থা।

পুঁজিবাদের সর্বাধিক দ্রুত বৃদ্ধি ঘটছে উপনিবেশগুলিতে এবং সাগর পারের দেশগুলিতে। তাদের মধ্যে আবার নতুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উদ্ভব ঘটছে (যেমন জাপান)। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে সংগ্রাম হয়ে উঠছে তীব্র। উপনিবেশের এবং সাগর পারের অতি মুনাফাজনক সব উদ্যোগ থেকে ফিনান্স পুঁজির যে আয়, সেটা বেড়েই চলেছে। 'লুঠের' এই বখরায়

* (জার্মান রাষ্ট্রের পরিসংখ্যান বার্ষিকী, ১৯১৫। রেলপথের মহাফেজখানা ১৮৯২: অনু:)

অসাধারণ মোটা ভাগটা যাদের হাতে পড়ছে, উৎপাদন শক্তির দ্রুত বিকাশের দিক থেকে তারাই যে শীর্ষস্থানীয় তা নয়, উপনিবেশসহ বৃহৎ শক্তিগুলির মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল নিম্নরূপ :

	(হাজার কিলোমিটারের হিসাবে)		
	১৮৯০	১৯১৩	বৃদ্ধি
যুক্তরাষ্ট্র	২৬৮	৪১৩	+১৪৫
বৃটিশ সাম্রাজ্য	১০৭	২০৮	+১০১
রাশিয়া	৩২	৭৮	+ ৪৬
জার্মানী	৪৩	৬৮	+ ২৫
ফ্রান্স	৪১	৬৩	+ ২২
পাঁচ শক্তির মোট	৪৯১	৮৩০	+৩৩৯

এইভাবে সমস্ত রেলপথের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই কেন্দ্রীভূত হয়েছে পাঁচটি বৃহত্তম শক্তির হাতে। কিন্তু এই রেলপথের *মালিকানার* কেন্দ্রীভবনের চেয়ে ফিনান্স পুঁজির কেন্দ্রীভবন আরো অনেকগুণ বেশি, কারণ, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বৃটিশ ও ফরাসী কোটিপতিরা মার্কিন, রুশ ও অন্যান্য রেলপথের প্রভূত পরিমাণ শেয়ার ও বণ্ডেরও মালিক।

উপনিবেশগুলির দৌলতে গ্রেট ব্রিটেন তার রেলপথের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে নিয়েছে আরো ১,০০,০০০ কিলোমিটার, জার্মানীর প্রায় চতুর্গুণ। অথচ এটা জানা কথা যে এই সময়ে জার্মানীর উৎপাদিকা-শক্তি, বিশেষ করে তার কয়লা ও লৌহ শিল্পের উৎপাদন চলে ইংলণ্ডের চেয়েও দ্রুততর গতিতে, ফ্রান্স ও রাশিয়ার কথা না হয় বাদই দিলাম। ১৮৯২ সালে জার্মানী উৎপাদন করে ৪৯ লক্ষ টন লৌহপিণ্ড, যেখানে গ্রেট বৃটেন করে ৬৮ লক্ষ টন; আর ১৯১২ সালে জার্মানীর উৎপাদনের পরিমাণ যেখানে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টন, গ্রেট বৃটেনের উৎপাদনের পরিমাণ তখন ৯০ লক্ষ টন, অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের তুলনায় জার্মানীর উৎপাদনও অনেক বেশি!* তাহলে প্রশ্ন হল, একদিকে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ও পুঁজির সঞ্চয়, আর একদিকে ফিনান্স পুঁজির জন্য উপনিবেশ ও 'প্রভাবাধীন এলাকার' বাঁটোয়ারা—এই দুইয়ের মধ্যে যে বৈষম্য, তা নিরসনের জন্য *পুঁজিবাদের ভিত্তিতে* যুদ্ধ ছাড়া আর কি উপায় সম্ভব?

* Journal of the Royal Ststistical Society, পত্রিকায় ১৯১৪, জুলাই, পৃঃ ৭৭৭ এডগার ক্র্যামণ্ড লিখিত Economic Relations of the British and Greman Empires শীর্ষক প্রবন্ধ তুলনীয়।

৮। পুঁজিবাদের পরগাছা বৃত্তি ও পচন

সাম্রাজ্যবাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও এবার আমাদের আলোচনা করতে হবে। এ বিষয়ে অধিকাংশ আলোচনাতেই সাধারণতঃ এই দিকটার দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয় না। মার্কসবাদী হিলফারডিং এর অন্যতম ত্রুটি এই যে অ-মার্কসবাদী হবসনের তুলনায় তিনি এক পা পিছিয়ে গেছেন। আমরা তাই সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, পরগাছা বৃত্তির কথা বলছি।

আগেই দেখেছি, একচেটিয়া বৃত্তিই হল সাম্রাজ্যবাদের গভীরতম অর্থনৈতিক বনিয়াদ। এটা হল পুঁজিবাদী একচেটিয়া, অর্থাৎ এমন একচেটিয়া বৃত্তি যা বিকশিত হয়েছে পুঁজিবাদের মধ্য থেকে, পুঁজিবাদ, পণ্য উৎপাদন ও প্রতিযোগিতার সাধারণ পরিবেশের মধ্যে যা অবস্থিত এবং যে সাধারণ পরিবেশের সঙ্গে চিরস্থায়ী ও অনপনেয় বিরোধিতায় আবদ্ধ। তা সত্ত্বেও সমস্ত একচেটিয়ার মতই একচেটিয়া ব্যবসা থেকেই জন্ম নেয় অচলতা ও পচনের প্রবণতা। সাময়িক ভাবে হলেও একটা একচেটিয়া দর ধার্য হয় বলে টেকনিক্যাল এবং সেই হেতু সর্ববিধ অগ্রগতির কারণ কিছু পরিমাণে অন্তর্হিত হয় এবং টেকনিক্যাল প্রগতি কৃত্রিমভাবে আটকে রাখার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকায় ওয়েন্স নামে একটি লোক বোতল তৈরীর প্রক্রিয়ায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন করে এক যন্ত্র আবিষ্কার করে। জার্মানীর বোতল নির্মাণকারী কার্টেল ওয়েন্সের পেটেন্ট কিনে নিয়ে সিন্দুকে ভরে রেখে তার প্রচার দিল বন্ধ করে। এ কথা ঠিক যে একচেটিয়া বৃত্তি পুঁজিবাদের আমলে পরিপূর্ণভাবে ও দীর্ঘ দিনের জন্য বিশ্ব বাজার থেকে প্রতিযোগিতা নিশ্চিহ্ন করতে পারে না (এবং প্রসঙ্গত, সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব যে বাজে কথা, তার একটা প্রমাণ এই)। একথা নিশ্চয়ই যে কারিগরী উন্নতির মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমিয়ে মুনাফা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা থাকে তা পরিবর্তনের দিকেই ঝোঁকে। কিন্তু একচেটিয়া বৃত্তির যা বৈশিষ্ট্য, সেই অচলতা ও পচন প্রবণতাও কাজ করে যেতে থাকে এবং শিল্পের কোন কোন শাখায়, কোন কোন দেশে কিছু কালের জন্য প্রাধান্য লাভ করে।

অতি বিস্তৃত, সমৃদ্ধ বা সু-অবস্থিত উপনিবেশের একচেটিয়া মালিকানাও এই একই দিকে সক্রিয়।

অধিকন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে সাম্রাজ্যবাদে অল্প কয়েকটি দেশে মুদ্রা পুঁজির সঞ্চয় হয়েছে বিপুল পরিমাণে, এমন কি তা দাঁড়িয়েছে ১০০—১৫০ শত কোটি ফ্রাঁ সিকিউরিটিতে। এই অতিরিক্ত সঞ্চয় থেকেই জন্ম

নের এমন এক শ্রেণীর যারা 'কুপন নিয়ে খাওয়া দাওয়া করে' অর্থাৎ কোন রকম উদ্যোগে অংশ নেয় না বরং কুঁড়েমিই তাদের পেশা। সাম্রাজ্যবাদের অতি মৌলিক অর্থনৈতিক বনিয়াদ সেই পুঁজি-রপ্তানী থেকে এই শ্রেণীকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করলে সাগর পারের কয়েকটি দেশ ও উপনিবেশের পরিশ্রমের ফসলের উপর যারা জীবনধারণ করে, তাদের জন্যই সেই সব দেশের উপরই পড়ে পরগাছা বৃত্তির সীলমোহর।

হবসন লিখেছেন, '১৮৯৩ সালে বিদেশে লগ্নী ব্রিটিশ পুঁজির পরিমাণ ছিল যুক্তরাজ্যের সমগ্র সম্পদের শতকরা ১৫ ভাগ।'* মনে করিয়ে দিই যে ১৯১৫ সাল নাগাদ সে পুঁজি বেড়ে গেছে প্রায় আড়াই গুণ। হবসন পরে আরও বলেছেন, 'যে জংগী সাম্রাজ্যবাদের জন্য করদাতাকে অত বেশি কর দিতে হয়, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির কাছে অবশ্য তার মূল্য সামান্যই, সেটাই কিন্তু পুঁজি-লগ্নী সন্ধানী পুঁজিপতির পক্ষে প্রচণ্ড লাভের উৎস' (ইংরেজীতে কথাটা একটা শব্দে ব্যবহৃত, 'ইনভেস্টর'—অর্থাৎ লগ্নীকারক বা লভ্যাংশ-জীবী)। '৮০ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং এর মোট লগ্নীর উপর ২½ শতাংশ হিসাবে আয়ের হিসাব করে পরিসংখ্যানবিদ গিফেন স্থির করেছেন যে গ্রেট ব্রিটেনের সমগ্র বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের অর্থাৎ আমদানী-রপ্তানী থেকে ১৮৯৯ সালে তার বার্ষিক মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ১৮০ লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় ১৭ কোটি রুবল), এই অংকটা যত বড়ই হোক না কেন. তা দিয়ে কিন্তু ব্রিটেনের জংগী সাম্রাজ্যবাদের ব্যাখ্যা করা চলে না। সে ব্যাখ্যা কেবল পাওয়া যায় 'লগ্নীকৃত' পুঁজিবাদ লভ্যাংশজীবীদের যে আয় অর্থাৎ প্রায় ৯ থেকে ১০ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং, তার থেকেই।

বিশ্বের বৃহত্তম 'বাণিজ্যিক' দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে যে আয় হয়, সেই দেশের লভ্যাংশজীবীদের আয় তারও পাঁচগুণ বেশি! সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী পরগাছাবৃত্তির এটাই হল সার কথা।

সেই কারণেই সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক অর্থনৈতিক সাহিত্যে 'লভ্যাংশজীবীরাষ্ট্র'-অথবা কুশীদজীবী রাষ্ট্র কথাটির বহুল প্রচলন হয়েছে। পৃথিবী ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে এই রকম অল্প কয়েকটি কুশীদজীবী রাষ্ট্র এবং বহুল সংখ্যক অধমর্ণ রাষ্ট্রের মধ্যে। শুলৎসে গেভেনির্‌ৎস লিখেছেন, 'বৈদেশিক লগ্নীর মধ্যে রাজনৈতিকভাবে পরাধীন বা মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ দেশগুলিতেই এই লগ্নীর পরিমাণ সর্বাধিক। ইংলণ্ড ঋণ দেয় মিশর, জাপান, চীন ও দক্ষিণ আমেরিকাকে। প্রয়োজন হলে তার নৌবাহিনীই প্রতিরক্ষার কাজ করে। আর অধমর্ণদের রোষ থেকে ইংলণ্ডকে রক্ষা করে তার রাজনৈতিক

* হবসনের লেখা পূর্ব উল্লেখিত পুস্তক, খণ্ড ৫৯, পৃঃ ৬২

ক্ষমতা।'* 'বৈদেশিক লগ্নীর জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' নামক বইয়ে সার্তরিউস ফন ভালতের্সহাউজেন আদর্শ 'লভ্যাংশজীবী রাষ্ট্র' হিসাবে হল্যাণ্ডের উল্লেখ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সও এখন তাই হয়ে উঠেছে।'** শিলদেরের মতে, পাঁচটি শিল্পোন্নত রাষ্ট্র সুনির্দিষ্টরূপে উত্তমর্ণ দেশ হিসাবে বেড়ে উঠেছে'; যেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যাণ্ড। হল্যাণ্ডকে তিনি এর মধ্যে ফেলেন নি কেবল এই কারণে যে তা 'কম শিল্পোন্নত'।*** আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কেবল মার্কিন দেশগুলির কাছেই উত্তমর্ণ।

শুলৎসে গেভের্নিৎস বলেছেন, 'গ্রেট ব্রিটেন ক্রমশঃ শিল্পোন্নত রাষ্ট্র থেকে পরিণত হচ্ছে উত্তমর্ণ রাষ্ট্রে। শিল্পোৎপাদন ও শিল্প সামগ্রী রপ্তানীর ক্রমাগত বৃদ্ধি সত্ত্বেও, সুদ ও ডিভিডেণ্ড, সিকিউরিটি ইসু, কমিশন ও ফাটকাবাজী থেকে আয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাড়ছে। আমার মতে এটাই হল সাম্রাজ্যবাদী জোয়ারের অর্থনৈতিক ভিত্তি। বিক্রেতার সংগে উত্তমর্ণের আর ক্রেতার সংগে অধমর্ণের বেশি সম্পর্ক।'**** বার্লিনের Die Bank পত্রিকার প্রকাশক এ লান্সবুর্গ 'জার্মানী লভ্যাংশজীবী রাষ্ট্র' শীর্ষক এক প্রবন্ধে জার্মানী সম্পর্কে ১৯১১ সালে লিখেছেন, 'ফ্রান্সের লোকের মধ্যে লভ্যাংশজীবী হওয়ার যে প্রচণ্ড ঝোঁক দেখা যায়, তা নিয়ে জার্মানীর লোকেরা বিদ্রূপ করতে উৎসুক। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে বুর্জোয়াদের কথা ধরলে জার্মানীর অবস্থা ক্রমেই ফ্রান্সের মত হয়ে উঠছে।'*****

লভ্যাংশজীবী রাষ্ট্র হল, পরজীবী পচন ধরা পুঁজিবাদের রাষ্ট্র, এবং এই পরিস্থিতি যেমন সাধারণভাবে নির্দিষ্ট দেশগুলির সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায়, তেমনি বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের দুটি মূল ধারায় প্রতিফলিত না হয়ে পারে না। যথাসম্ভব পরিষ্কার করে তা প্রমাণের জন্য আমরা হবসনের লেখা থেকে উধৃতি দেব—তিনি হলেন সবচেয়ে 'বিশ্বাস-

* Schulze-Gaevernitz লিখিত Britischer Imperialismus গ্রন্থের ৩২০ পৃঃ।

** Sartorius von Waltershausen লিখিত Das volkswirtschaftliche System গ্রন্থ। বার্লিন থেকে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত। খণ্ড ৪র্থ।

*** Schilder লিখিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৯৩

**** Schulze-Gaevernitz-এর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১২২

***** Die Bank, ১৯১১ সালে প্রকাশিত, খণ্ড ১, পৃঃ ১০-১১।

যোগ্য' সাক্ষী, কেননা 'মার্কসীয় গোঁড়ামির' প্রতি তার কোন রকম ঝোঁক আছে বলে মনে করা যায় না এবং অন্যদিকে তিনি হলেন ইংরেজ, ঔপনিবেশিক-বাদ, ফিনান্স পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদী অভিজ্ঞতায় যে দেশটা সবচেয়ে সমৃদ্ধ, তার হালচাল তিনি ভালই জানেন।

ইংগ-বুয়োর যুদ্ধের সদ্য প্রভাবে হবসন সাম্রাজ্যবাদের সংগে ফিনান্স পুঁজি-পতিদের, স্বার্থের সম্পর্ক এবং তাদের ঠিকাদারি, সরবরাহ ইত্যাদি থেকে ক্রমবর্ধমান মুনাফার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন, 'নিশ্চিতরূপেই এই পরজীবী কর্মনীতির মূল পরিচালকরা হলেন পুঁজিপতি, শ্রমিকদের বিশেষ কতকগুলি শ্রেণীকে এই একই প্রেরণা প্রভাবিত করেছে। বহু শহরের সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ শিল্প শাখাগুলিই সরকারী ফরমাসের উপর নির্ভরশীল। ধাতু ও জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রগুলির সাম্রাজ্যবাদও এর জন্য কম দায়ী নয়।' এই লেখকের মতে পুরনো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ হল দুটি, ১) অর্থনৈতিক পরগাছা বৃত্তি ও ২) পরাধীন জাতির লোক দিয়ে সৈন্যবাহিনী গঠন। প্রথমটা হল অর্থনৈতিক পরগাছা বৃত্তির অভ্যাস, যা দিয়ে শাসকরাষ্ট্র তার প্রদেশ, উপনিবেশ ও অধীনস্থ দেশগুলিকে ব্যবহার করেছে তার নিজস্ব ধনবৃদ্ধি করার জন্য এবং নিম্নতর শ্রেণীগুলিকে উৎকোচে বশীভূত করার জন্য।' এর সংগে আমরা যোগ করবো, এই উৎকোচের ধরন যাই হোক, তার অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতার জন্য প্রয়োজন চড়া একচেটিয়া মুনাফা।

দ্বিতীয় ব্যাপারটা সম্পর্কে হবসন লিখেছেন, 'যে নির্বিকারচিত্তে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশ এই পথ ধরেছে, সেটা সাম্রাজ্য-বাদের অন্ধতার একটা অতি অদ্ভুত লক্ষণ। এই ব্যাপারে গ্রেট ব্রিটেন এগিয়েছে সবচেয়ে বেশি। ভারত সাম্রাজ্য আমরা জয় করেছি যে সব লড়াইয়ে, তার বেশির ভাগ লড়াইটাই লড়েছে সেখানকার অধিবাসীদের দিয়ে গড়া আমাদের সৈন্যবাহিনী। ভারতবর্ষে এবং ইদানীং মিশরে বড় বড় স্থায়ী সৈন্য বাহিনী গড়া হয়েছে ব্রিটিশ সেনানীদের অধীনে। দক্ষিণাঞ্চল ছাড়া আমাদের আফ্রিকা জয় সম্পর্কিত সমস্ত যুদ্ধই আমাদের জন্য লড়েছে স্থানীয় লোকেরা।'

চীন বিভাগের ভবিষ্যৎ নিয়ে হবসন যে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা এই রকম, 'পশ্চিম ইউরোপের বেশির ভাগটাই তখন সেই রকম একটা চেহারা ও চরিত্র হবে যা ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে দক্ষিণে ইংলণ্ডে, রিভিয়েরায় এবং সুইজারল্যাণ্ড ও ইতালির পর্যটন অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে—ধনী অভিজাতদের ছোট ছোট দল, দূর প্রাচ্য থেকে তারা ডিভিডেণ্ড ও পেনশন ভোগ করছে, পেশাদার কর্মচারী ও দোকানদারদের একটা ঈষৎ বৃহত্তর দল এবং পরিবহণ ও সহজে পচনশীল মালের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিযুক্ত শ্রমিক ও ব্যক্তিগত দাস-

দাসীদের একটা বৃহৎ সমষ্টি। প্রধান প্রধান সবকটি শিল্পশাখা লুপ্ত হয়ে যাবে, চালাও পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য ও আধা-তৈরী মাল আসবে এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে সেলামী হিসাবে।' 'পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির একটা বৃহত্তর মৈত্রীর সম্ভাবনার পূর্বাভাষ আমরা দিয়েছি। বৃহৎ শক্তিবর্গের একটা হল ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্ব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দূরে থাক, পাশ্চাত্ত্য পরগাছা রূপ একটা সমূহ বিপদের সূচনা করবে তা, সৃষ্টি হবে একদল অগ্রণী শিল্পোন্নত দেশের, তাদের উচ্চতর শ্রেণীগুলি পেতে থাকবে এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে প্রচুর সেলামী, তা দিয়ে তারা পোষণ করবে অনুচর ও দাসদাসীদের এক বৃহৎ বশীভূত জনগণকে, যারা তখন আর কৃষি বা কারখানার প্রধান প্রধান শিল্পে কাজ করছে না, লিপ্ত থাকছে ব্যক্তিগত পরিচর্যায় নতুন নতুন একটা ফিনান্স অভিজাতবৃন্দের অধীনে অপ্রধান কিছু শিল্পগত কাজকর্মে। এ তত্ত্বকে (বলা উচিত এ ভবিতব্যকে) যাঁরা বিবেচনার অযোগ্য বলে মনে করেন তাঁরা আজকের দক্ষিণ ইংলণ্ডের জেলাগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাটা পরীক্ষা করে দেখুন—এগুলি ঠিক এই অবস্থাতেই পেশীছেছে। তারপর ভেবে দেখুন, এই অবস্থা যদি প্রভূত পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করে, আর সেই বিস্তৃতি সাধন সম্ভবপর হতে পারে যদি ঐ রকমেই কয়েকদল ফিনান্সপুজি 'লগ্নীদার' এবং তাদের রাজনৈতিক, বাবসায়িক ও শিল্পাশ্রয়ী কর্মচারীদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অধীনস্থ হয় চীনদেশ, বিশ্বের জ্ঞাত সীমার মধ্যে সম্ভাব্য সর্ববৃহৎ ভাণ্ডার থেকে যারা মুনাফা দোহন করে আসছে ইউরোপ ভোগ করার জন্য। বলাই বাহুল্য, ভবিষ্যতে একমুখী এই ধরনের বা অন্য কোন একটা ব্যাখ্যা সম্ভবপর হওয়ার পক্ষে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল, বিশ্ব শক্তিবর্গের কার্যকলাপের হিসাব করা অতি-মাত্রায় দুঃসাধ্য। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদ আজ যে প্রভাবে চালিত, তা ঠিক এই দিকেই চলছে এবং প্রতিরুদ্ধ বা পথান্তরিত না হলে সেখানে ঠিক এই রকম পরিণতিই ঘটবে।'*

লেখক খুব ঠিক কথা বলেছেন; সাম্রাজ্যবাদের শক্তিগুলি যদি প্রতিরোধের সম্মুখীন না হত, তাহলে ঠিক এই পরিণতিই হত। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী পরিস্থিতিতে 'ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের' তাৎপর্যের ব্যাখ্যা সঠিকভাবেই করা হয়েছে। কেবল এই কথা যোগ করা উচিত ছিল যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের *ভিতরেও* অধিকাংশ দেশেই যারা আপাতদৃষ্টিতে সাময়িকভাবে বিজয়ী সেই সুবিধাবাদীরাও ঠিক এই দিকেই প্রণালীবদ্ধভাবে ও অবিচলচিত্তে 'কাজ করছে।' সাম্রাজ্যবাদের অর্থ বিশ্ব বিভাগ এবং শুধু চীন নয়, অন্যান্য দেশেরও শোষণ, সাম্রাজ্যবাদের অর্থ মুষ্টিমেয় অতি ধনী দেশগুলির জন্য

* হবসন লিখিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃঃ ১০৩,১৪৪,২০৫,৩৩৫ ও ৩৮৬।

অতি চড়া হারে একচেটিয়া মুনাফা—তাতে প্রলেতারিয়েতের উপরের স্তরকে উৎকোচ দেওয়ার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সৃষ্টি হয় আর তারই ফলে লালিত হয়, আকার পেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে সুবিধাবাদ। কিন্তু যে সব শক্তি সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের এবং বিশেষ করে সুবিধাবাদের প্রতিরোধ করে এবং যেদিকে সমাজতান্ত্রিক উদারনৈতিক হবসনের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, সেদিকে আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে চলবে না।

সাম্রাজ্যবাদ সমর্থনের জন্য যিনি একদা পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন এবং আজ যিনি জার্মানীর তথাকথিত 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক' পার্টির নেতাও হয়ে বসতে পারেন সেই জার্মান সুবিধাবাদী গের্হার্দ হিলদেব্রান্দ আফ্রিকার নিগ্রোদের বিরুদ্ধে, বিপুল ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে, চীন-জাপান জোটের বিরুদ্ধে 'শক্তিশালী স্থল ও নৌবাহিনী' পোষণ করার জন্য 'মিলিত সংগ্রামের উদ্দেশ্যে 'পশ্চিম ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের' (রাশিয়া ছাড়া) প্রচার করে হবসনের উক্তিকেই ভালভাবে পরিপূর্ণ করেছেন।

শুলৎসে-গেভের্নিৎস-এর বইতে 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের' যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতেও পরগাছাবৃত্তির এই দিকগুলি প্রকাশ পেয়েছে। ১৮৬৫ থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয় আয় মোটামুটি দ্বিগুণ হয়, অথচ ঐ সময়ে বিদেশ থেকে আয়ের পরিমাণ হয় নয়গুণ। নিগ্রোকে মেহনত শেখানো (অবশ্যই বিনা জবরদস্তিতে নয়…) যদি সাম্রাজ্যবাদের 'গুণ' হয়, তাহলে সাম্রাজ্যবাদের 'বিপদ' এই যে প্রথমে কৃষি ও খনিতে—পরে শিল্পক্ষেত্রের অপেক্ষাকৃত স্থূলতর মেহনতগুলির ক্ষেত্রেও—দৈহিক শ্রমের বোঝা ইউরোপ চাপিয়ে দেবে অশ্বেতকায় জাতিগুলির কাঁধে আর নিজে সন্তুষ্ট হবে লভ্যাংশ-জীবীর ভূমিকা নিয়ে এবং সম্ভবত এইভাবে অ-শ্বেত জাতিগুলির অর্থনৈতিক ও পরে রাজনৈতিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করবে।'*

গ্রেট বৃটেনের জমির একটা ক্রমবর্ধমান অংশকে কৃষি থেকে সরিয়ে এনে লাগানো হচ্ছে খেলাধুলার কাজে, ধনীদের অবসর বিনোদনের জন্য। শিকার ও অন্যান্য ক্রীড়ার দিক থেকে সবচেয়ে অভিজাত এলাকা স্কটল্যাণ্ড প্রসঙ্গে বলা যায় যে এ দেশটা 'তার অতীত আর কার্নেগি সাহেবকে (মার্কিন কোটি-পতি) নিয়ে বেঁচে আছে'। শুধু ঘোড়-দৌড় আর শিয়াল শিকারেই বৃটেন বছরে খরচ করে ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় ১৩ কোটি রুবল)। লভ্যাংশ-জীবীর সংখ্যা বৃটেনে প্রায় দশ লক্ষ। অন্যদিকে উৎপাদনে নিযুক্ত লোকের হার ক্রমশঃই কমছে:

* Schulze-Gaevernitz. Britischer Imperialismus পৃঃ ৩০১

বছর	বৃটেনের জনসংখ্যা (লক্ষ)	মূল শিল্প শাখার মোট শ্রমিক সংখ্যা (লক্ষ)	সমগ্র জনসংখ্যার আনুপাতিক শতকরা হার
১৮৫১	১৭৯	৪১	২৩%
১৯০১	৩২৫	৪৯	১৫%

বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর কথা বলতে গিয়ে 'বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের সাম্রাজ্যবাদের' এই বুর্জোয়া গবেষক শ্রমিকদের *'উচ্চতর স্তর'* এবং 'আসল *প্রলেতারিয়েতের নিম্নতর স্তরের'* মধ্যে নিয়মিত পার্থক্য করেছেন। সমবায় সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন, খেলাধুলার ক্লাব এবং অসংখ্য ধর্মীয় সংঘের বিপুল সংখ্যক সদস্য নিয়ে গড়ে উঠেছে এই উচ্চতর স্তরটি। আর তারই হিসাব অনুযায়ী আছে ভোটাধিকার। গ্রেট বৃটেনে ভোটাধিকার এখন পর্যন্ত *'আসল প্রলেতারিয়েতের নিম্নতর স্তরটি বাদ দিয়েই রাখা হয়েছে।'* বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থাকে চটকদারী করে দেখানোর জন্য উল্লেখ করা হয় সাধারণতঃ এই উচ্চতর স্তরকেই, যারা সমগ্র প্রলেতারিয়েতের মধ্যে *সংখ্যালঘু* অংশ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বেকার সমস্যাটা প্রধানত সমস্যা এবং তা নিম্নতর প্রলেতারিয়েতেরই, সমস্যা, কিন্তু *রাজনীতিবিদরা তার প্রতি প্রায় কোন গুরুত্বই আরোপ করেন না।* তাঁর বলা উচিত ছিল, বুর্জোয়া রাজনীতিক ও 'সমাজতন্ত্রী' সুবিধাবাদীরা তার প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করে না।

উপরোক্ত ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে। এতে দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি থেকে বহির্গমন হ্রাস পাচ্ছে আর নিম্নতম মজুরীর কাজের জন্য পশ্চাদপদ দেশ থেকে অভিবাসন (শ্রমিক আগমন ও পুনর্বাসন) বৃদ্ধি পাচ্ছে। হবসন বলেছেন, ১৮৮৪ সাল থেকেই বৃটেন থেকে দেশান্তর গমন কমেছে। সে বছর দেশত্যাগীর সংখ্যা ছিল ২,৪২,০০০, কিন্তু ১৯১0 সালে সে সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৬৯,০০০ জনে। ১৮৮১ থেকে ১৮৯০ সালের দশকে জার্মানীতে দেশত্যাগীর সংখ্যা হয় সর্বোচ্চ, এর পরিমাণ ১৪,৫৩,০০০জন। পরবর্তী দুই দশকে তার সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৫,৪৪,০০০ এবং ৩৪১,০০০জন। অন্যদিকে জার্মানীতে অস্ট্রিয়া, ইতালী, রাশিয়া ও অন্যান্য দেশ থেকে আগত শ্রমিকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯০৭ সালের গণনায় জার্মানীতে ছিল মোট ১৩,৪২,২৯৪ বহিরাগত শ্রমিকের মধ্যে শিল্পে নিযুক্ত ছিল ৪,৪0,৮00 জন আর কৃষিতে ছিল, ২,৫৭,৩২৯ জন।* ফ্রান্সে খনি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরা 'বেশিরভাগ' বিদেশী, পোলিশ,

* জার্মান রাষ্ট্রের পরিসংখ্যান, খণ্ড ২১১

ইতালীয় ও স্পেনীয়।* যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপ থেকে আগত অধিবাসীরা নিযুক্ত হয় সবচেয়ে কম মাইনের কাজে। ওভারসিয়ার বা বেশী মাইনের শ্রমিকদের মধ্যে মার্কিন শ্রমিকদেরই হার সর্বোচ্চ** শ্রমিকদের মধ্যেও বিশেষ সুবিধাভোগী স্তর সৃষ্টি করা এবং প্রলেতারিয়েতের বৃহৎ অংশ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করার একটা ঝোঁক রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ইংলণ্ডে শ্রমিকদের বিভক্তকরা, তাদের মধ্যে সুবিধাবাদ কায়েম করা এবং শ্রমিক আন্দোলনে সাময়িক ঘুণ ধরানোর প্রবণতা অনুভূত হয় উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরু থেকেই। কেননা সাম্রাজ্যবাদের যে দুটি বৈশিষ্ট্য, বিপুল ঔপনিবেশিক সম্পত্তি এবং বিশ্বের বাজারে একচেটিয়া বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা, তা উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগ থেকেই পরিলক্ষিত হয় বৃটেনে। বৃটিশ পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সুবিধাবাদের যে সম্পর্ক গড়ে উঠছে, তা কয়েক দশক ধরেই অনুধাবন করেছেন মার্কস ও এঙ্গেলস। উদাহরণ স্বরূপ, ১৮৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর এঙ্গেলস মার্কসকে লেখেন, 'বৃটিশ প্রলেতারিয়েত ক্রমেই যেন বুর্জোয়া হয়ে উঠছে। মনে হয় বৃটিশ সর্বোচ্চ বুর্জোয়া জাতি অবস্থাটাকে এই পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছে যেখানে বুর্জোয়ার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি বুর্জোয়া অভিজাত শ্রেণী ও একটি বুর্জোয়া-প্রলেতারিয়েতও গড়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, যে জাতি সারা দুনিয়াকে শোষণ করছে তাদের পক্ষে এটা কিছু পরিমাণে যুক্তিযুক্ত।' প্রায় পঁচিশ বছর পরে ১৮৮১ সালের ১১ই আগস্ট এক পত্রে 'বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে আত্মবিক্রীত অথবা নিদেনপক্ষে তাদের অর্থপুষ্ট ব্যক্তিদের পরিচালনা মেনে নিতে রাজি হয় এমন সব বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নের' কথা বলেছেন এঙ্গেলস। আর ১৮৮২ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর কাউৎস্কির কাছে লেখা এক চিঠিতে এঙ্গেলস লেখেন, 'ইংরেজ শ্রমিকেরা ঔপনিবেশিক নীতি সম্পর্কে কি ভাবে জানতে চেয়েছেন? সাধারণভাবে রাজনীতি সম্পর্কে যা ভাবে ঠিক তাইই ভাবে। শ্রমিকের কোন পার্টি নেই এখানে, আছে শুধু রক্ষণশীল দল আর উদারনৈতিক-চরমপন্থী দল। আর তাদের সঙ্গে শ্রমিকেরাও ঔপনিবেশিক একচেটিয়া ব্যবসা ও বিশ্ব বাজারে ইংলণ্ডের একচেটিয়া প্রতিপত্তির সুযোগ নিচ্ছে নিশ্চিন্তে।* (১৮৯২ সালে প্রকাশিত 'ইংলণ্ডে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা' নামক বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় অনুরূপ কথাই বলেছেন এঙ্গেলস)।

* হেঙ্গের ফরাসী পুঁজির লগ্নী, স্টুৎগার্ট, ১৯১৩।
** হাওরিচ, 'অভিবাসন ও শ্রম' নিউ ইয়র্ক, ১৯১৩।

এখানে কারণ ও ফলাফল অতি পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে। কারণগুলি হল : (১) এই দেশ কর্তৃক সারা দেশ শোষণ (২) বিশ্ব বাজারে তার একচেটিয়া প্রতিষ্ঠা (৩) ঔপনিবেশিক একচেটিয়া আধিপত্য, ফলে (১) বৃটিশ প্রলেতারিয়েত শ্রমিকদের একাংশের বুর্জোয়ায় পরিণত হওয়া (২) বুর্জোয়ার কাছে আত্মবিক্রয় বা বুর্জোয়া অর্থপুষ্ট একদল লোকের পরিচালনায় চলতে প্রলেতারিয়েতের একাংশের সম্মতি জ্ঞাপন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক মুষ্টিমেয় কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিশ্বের ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণ হয়। এই সব রাষ্ট্র আজ বিশ্বের যতটা অংশের শোষণ করে, (অতি মুনাফার অর্থে) তা ১৮৫৮ সালে ইংলণ্ড যা শোষণ করতো তার থেকে সামান্যই কম অংশ। ট্রাস্ট, কার্টেল, ফিনান্স পুঁজি এবং উত্তমর্ণ, অধমর্ণের সম্পর্কের দৌলতে বিশ্বের বাজারে এদের প্রত্যেকেরই একচেটিয়া প্রতিষ্ঠা আছে। প্রত্যেকেরই দখলে আছে কিছু পরিমাণে ঔপনিবেশিক একচেটিয়া আধিপত্য। (আমরা দেখেছি যে, *সমগ্র* ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় মোট ৭,৫০,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে ৬,৫০,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার বা ৮৬ শতাংশ অঞ্চলই ৬টি বৃহৎ শক্তির দখলে এবং ৬,১০,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার বা ৮১ শতাংশ দখল করে রয়েছে তিনটি শক্তি)।

বর্তমান পরিস্থিতির পার্থক্য সূচক বৈশিষ্ট্য হল এমন সব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার অস্তিত্ব যাতে শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ ও মৌলিক স্বার্থের সংগে সুবিধাবাদের অসামঞ্জস্য বৃদ্ধি না করে পারে না। ভ্রূণাবস্থা থেকে সাম্রাজ্যবাদ আজ প্রতিষ্ঠিত দৃঢ়ভাবে, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে পুঁজিবাদী একচেটিয়া সংস্থাগুলির স্থান হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ, বিশ্বের ভাগ-বাঁটোয়ারাও আজ সম্পূর্ণ। অন্যদিকে বৃটেনের একচ্ছত্র একচেটিয়ার বদলে দেখা যাচ্ছে সেই একচেটিয়ায় ভাগ নেওয়ার জন্য শুরু হয়েছে কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, যা কিনা বিংশ শতাব্দীর প্রথমকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোন একটি দেশের শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদ আর পর পর কয়েক দশক ধরে পুরোপুরি আধিপত্য বজায় রাখতে পারে না, যা পেরেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংলণ্ডে। কিন্তু একাধিক দেশে আজ সে সুবিধাবাদ পক্ক ও অতি পরিপক্ক হয়ে পচে

* মার্কস ও এঙ্গেলসের পত্রাবলী, খণ্ড ১১ পৃঃ ২৯০—কার্ল কাউৎস্কির সমাজতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক রাজনীতি—বার্লিন থেকে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত, পৃঃ ৭৯।—এই পুস্তিকা সেই অতীতের দিনগুলো কাউৎস্কির লেখা, যখন তিনি একজন মার্কসবাদী ছিলেন।

গিয়ে 'সোশ্যাল-শোভিনিজম' আকারে সম্পূর্ণভাবে মিশে গেছে বুর্জোয়া কর্ম-নীতির সঙ্গে।*

৯। সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা

ব্যাপক অর্থে সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা কথাটির দ্বারা আমরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ মতাদর্শ প্রসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের কর্মনীতির প্রতি তাদের মনোভাবের কথা বলছি।

একদিকে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বিপুলায়তন ফিনান্স পুঁজির কেন্দ্রী-ভবন, যার ফলে কেবল ছোট ও মাঝারি নয়, অতি ছোট পুঁজিপতি ও ক্ষুদে মালিকদের পর্যন্ত অধীনস্থ করার মত সম্পর্ক ও যোগসূত্র এক অসাধারণ দূর নিক্ষিপ্ত ও ঘনজালের সৃষ্টি হয়েছে, আবার অন্যদিকে বিশ্বের বাঁটোয়ারা ও অন্যান্য দেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য অপরাপর জাতীয় রাষ্ট্রীয় ফিনান্স জোটগুলির বিরুদ্ধে তীব্রতম সংগ্রামের ফলে সমস্ত মালিক শ্রেণী দলে দলে সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এখনকার বৈশিষ্ট্যই হল সাম্রাজ্যবাদের ভবিষ্যৎ ভাবনায় 'উত্তেজনা', প্রচণ্ডভাবে তার সমর্থন ও এর উপর রঙ চড়ানো। সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও অনুপ্রবেশ করে। অন্য শ্রেণী থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার মত কোন সুদৃঢ় চীনের প্রাচীর নেই। জার্মানীর বর্তমান তথাকথিত 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক' পার্টির নেতৃবৃন্দ সঙ্গতভাবেই আখ্যা পেয়েছেন 'সমাজতন্ত্রী-সাম্রাজ্যবাদী' অর্থাৎ মুখে সোশ্যাল হলেও কাজে সাম্রাজ্যবাদী বলে। কিন্তু সেই ১৯০২ সালেই ইংলণ্ডের সুবিধাবাদী 'ফ্যাবিয়ান সমিতি'র অন্তর্ভুক্ত 'ফ্যাবিয়ান সাম্রাজ্যবাদীদের অস্তিত্ব হবসনের চোখে পড়েছে।

বুর্জোয়া পণ্ডিত ও প্রাবন্ধিকেরা সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে নামেন সাধারণতঃ কিছুটা ঘোমটার আড়ালে। তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের পরিপূর্ণ আধিপত্য ও তার মূল তত্ত্বের কথা ঝাপসা করে দেন, তার আংশিক দিক ও গৌণ-খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামনে টেনে এনে এবং ব্যাংক ও ট্রাস্টগুলির উপর পুলিশী তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কতকগুলি একান্ত গুরুত্বহীন সংস্কারের মত প্রকল্পের প্রচার করে মূল বৈশিষ্ট্য থেকে সকলের মনোযোগ সরিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। চক্ষুলজ্জাহীন স্পষ্ট বক্তা এমন খুব কম সাম্রাজ্যবাদীই দেখা

---

* পত্রেসভ, চুখেনকেলি, মাসলভ প্রভৃতির প্রকাশ্য চেহারায় রুশীয় সোশ্যাল-শোভিনিজম এবং তার প্রচ্ছন্ন চেহারা (চুখেইদজে, স্কবেলভ, আক্সেলরদ, মার্তভ প্রভৃতি) দুইই উদ্ভূত হয়েছে সুবিধাবাদের রুশীয় প্রকারভেদ থেকে, অর্থাৎ অবলুপ্তিবাদ থেকে।

যায় যিনি সাম্রাজ্যবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সংস্কার করা যে আজগুবি কল্পনা এ কথা স্বীকার করার মত সাহস রাখেন।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। 'বিশ্ব অর্থনীতির দলিল সংগ্রহ' পত্রিকায় উপনিবেশে বলাই বাহুল্য অ-জার্মান উপনিবেশে মুক্তি আন্দোলনের পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেন সাম্রাজ্যবাদীরা। এই প্রসংগে তাঁরা ভারতবর্ষের আলোড়ন ও প্রতিবাদ আন্দোলন, নাটাল (দক্ষিণ আফ্রিকা) ডাচ-ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি উপনিবেশের আন্দোলনের কথা তারা উল্লেখ করেন। ১৯১০ সালের ২৮ থেকে ৩০শে জুন বিদেশী শাসনের অধীনস্থ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন পরাধীন জাতি ও নরগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতাদির মূল্যায়ন করে সাম্রাজ্যবাদীদের একজন লেখেন, 'সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করতে হবে শাসক রাষ্ট্রের, বৃহৎ শক্তি ও দুর্বল জাতিগুলির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তার তদারক করতে হবে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের দ্বারা—এসব কথা আমরা শুনলাম। এইসব নিরীহ শুভেচ্ছা ছাড়া সম্মেলন আর বেশী দূর এগোয় নি। সাম্রাজ্যবাদ যে পুঁজিবাদের সংগে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত এবং সেই কারণে (!!) সম্ভবত কতকগুলি বিশেষ রকমের জঘন্য দিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ না থাকলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোজাসুজি সংগ্রাম যে নিষ্ফল, এ সত্য উপলব্ধির কোন চিহ্ন দেখা গেল না।'* সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদের সংস্কার সাধন যেহেতু একটা প্রবঞ্চনা, যেহেতু সেটা একটা 'নীরব শুভেচ্ছা' মাত্র, যেহেতু নিপীড়িত জাতিগুলির বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা আর বেশীদূর এগোতে পারে নি সেইহেতু নিপীড়ক জাতির বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা আরো বেশীদূর *'পিছিয়ে গেল'* বৈজ্ঞানিকতার দাবীর আড়ালে সাম্রাজ্যবাদের দাসত্বের দিকে। অদ্ভুত 'যুক্তি' বটে!

সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদের সংস্কারবাদী পরিবর্তন সম্ভব কিনা, আরো এক ধাপ এগিয়ে সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত বৈরিতা আরো তীব্র ও গভীর করে তোলা না এক ধাপ পিছিয়ে সে বৈরিতা ভোঁতা করে দেওয়া, এই সব প্রশ্নই হল সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা প্রসংগে মূল প্রশ্ন। সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য যেহেতু আগাগোড়া সর্বক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়া এবং ফিনান্স চক্রতন্ত্রের নিগড় তথা অবাধ প্রতিযোগিতার অবলুপ্তি থেকে উদ্ভূত জাতীয় নিপীড়নের বৃদ্ধি, সেইহেতু, প্রায় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশেই বিশ দশকের শুরুতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা পাতি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিরোধিতা দানা বেঁধে ওঠে। মার্কসবাদের সংগে কাউৎস্কি তথা কাউৎস্কি পন্থার ব্যাপক

* বিশ্ব অর্থনীতির মহাফেজখানা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৩।

আন্তর্জাতিক পার্থক্যই এখানে, এই পাতিবুর্জোয়া সংস্কারবাদী বিরোধিতা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক বিচারে প্রতিক্রিয়াশীল আর এই প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে কাউৎস্কি দাঁড়াতে উৎসাহী নন, বরং তিনি নিজেই এই প্রতিক্রিয়াশীলতায় লীন হয়ে গেছেন।

১৮৯৮ সালে স্পেনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীদের'—বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শেষ ধারকদের প্রতিবাদ জেগে ওঠে। এরা এ যুদ্ধকে 'অপরাধ' বলে ঘোষণা করেন, পররাজ্যগ্রাসকে তারা সংবিধান লংঘন বলে গণ্য করেন, ফিলিপাইনের স্থানীয় অধিবাসীদের নেতা আগুইনালদোর প্রতি অত্যাচারকে (মার্কিনীরা তাকে তার দেশের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু পরবর্তী মার্কিন সৈন্য নামিয়ে ফিলিপাইন দখল করে নেয়) তাঁরা বলেন 'শোভিনিস্টদের বেইমানী'. এবং সেই সংগে উধৃত করেন লিংকনের কথাগুলি, "শ্বেতাংগরা যখন নিজেরা নিজেদের শাসন করে সেটা তখন স্বশাসন, কিন্তু তারা যখন নিজেদের এবং সেই সংগে অন্যদেরও শাসন করে তখন সেটা আর স্ব-শাসন থাকে না, হয়ে যায় স্বৈর-শাসন।"* কিন্তু এই সব সমালোচনা যতদিন সাম্রাজ্যবাদের সংগে ট্রাস্টের, ও বিভিন্ন পুঁজিবাদের ভিত্তির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকার করতে ইতস্তত করেছে, বৃহদায়তন পুঁজিবাদ ও তার বিকাশ থেকে উদ্ভূত শক্তিগুলির সংগে যোগ দিতে ভয় পেয়েছে, ততদিন তা এক 'নিরীহ শুভেচ্ছা' হিসাবেই রয়ে গেছে।

সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনায় হবসনের দৃষ্টিভংগীও মূলত একই। 'সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যম্ভাবিতায়' আপত্তি করে এবং জনগণের 'পরিভোগ ক্ষমতা বৃদ্ধির' জন্য (পুঁজিবাদের আমলে?) আবেদন জানিয়ে হবসন আগেই কাউৎস্কিকে টেক্কা দিয়েছেন। যাদের উধৃতি আমরা আগেই দিয়েছি, যেমন আগাদ, এ. ল্যান্সবুর্গ, এল. এশভেগে এবং ফরাসী লেখকদের মধ্যে ১৯০০ সালে প্রকাশিত 'ইংলণ্ড ও সাম্রাজ্যবাদ' নামে এক অস্পষ্ট বক্তব্যের লেখক ভিক্তর বেরার প্রভৃতি সকলেই সাম্রাজ্যবাদ, ব্যাংকগুলির শক্তি মত্ততা, ফিনান্স চক্রাতন্ত্র ইত্যাদির বিরুদ্ধে সমালোচনায় পাতি বুর্জোয়া দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করেছেন। এই সব লেখক অবশ্য নিজেদের মার্কসবাদী বলে কোন দাবী করেন না, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁরা হাজির করেন অবাধ প্রতিযোগিতা ও গণতন্ত্র, সংঘর্ষ ও যুদ্ধের দিকে মোড় ফেরা বাগদাদ রেলপথ পরিকল্পনাকে তারা ধিকার দেন, আর শান্তির জন্য 'নিরীহ শুভেচ্ছা' জানান। আন্তর্জাতিক স্টক ও শেয়ার সঞ্চালনের পরিসংখ্যান প্রণেতা এ. নেইমার্ক সম্পর্কেও একই কথা খাটে। কোটি কোটি ফ্রাঁ 'আন্তর্জাতিক' সিকিউরিটি হিসাব করার

* জ. পাতুয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, দিজোঁ, ১৯০৪, পৃঃ ২৭২।

পর তিনি হঠাৎ চেচিঁয়ে উঠেছিলেন, 'এ কথা বিশ্বাস করা সম্ভব যে শান্তি বিঘ্নিত হবে······এই বিপুল পরিমাণ সংখ্যার সামনে কেউ কি যুদ্ধের ঝুঁকি নেবে ?*

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের এ ধরনের সরলমতিতে অবাক হবার কিছু নেই। তাছাড়া নিজেদের একটা সরল প্রতিপন্নকরা ও সাম্রাজ্যবাদের আমলে 'গুরুত্ব নিয়ে' শান্তির কথা বলায় তাদেরই লাভ। কিন্তু ১৯১৪, ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে কাউৎস্কি যখন ওই একই বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী দৃষ্টিভংগী নিয়ে ঘোষণা করেন যে শান্তির প্রশ্নে 'সবাই একমত' (সাম্রাজ্যবাদী, মেকী-সমাজতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী শান্তি সর্বস্ববাদী) তখন তাঁর মার্কসবাদের আর বাকি কি থাকে? সাম্রাজ্যবাদের বিরোধের বিশ্লেষণ এবং তার গভীরতা উন্মোচনের বদলে আমরা দেখি কেবল তাদের উড়িয়ে দেওয়ার, এড়িয়ে যাওয়ার এক সংস্কারবাদী 'নিরীহ শুভেচ্ছা।'

সাম্রাজ্যবাদের যে অর্থনৈতিক সমালোচনা কাউৎস্কি করেছেন, তার একটা নমুনা দিই। ১৮৭২ ও ১৯১২ সালে মিশর থেকে ইংলণ্ডের আমদানী ও রপ্তানীর পরিসংখ্যান তিনি নিয়েছেন। দেখা গেল, ইংলণ্ডের সাধারণ আমদানী রপ্তানীর তুলনায় এই আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ বেড়েছে অপেক্ষাকৃত শ্লথ গতিতে। এ থেকে কাউৎস্কির সিদ্ধান্ত হল, 'এ কথা ধরে নেওয়ার কোন ভিত্তি নেই যে মিশরের উপর সামরিক দখল না থাকলে কেবল অর্থনৈতিক কারণগুলির নিছক প্রভাবে মিশরের সংগে ইংলণ্ডের বাণিজ্য বৃদ্ধির পরিমাণ আরো কম হোত। পুঁজির প্রসার প্রবণতা সবচেয়ে ভালভাবে সফল হতে পারে সাম্রাজ্যবাদের সহিংস পদ্ধতিতে নয়, শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্রের দ্বারাই।'**

কাউৎস্কির এই যে যুক্তিটা নানা সুরে পুনরুক্তি করেছেন তাঁর রুশীয় ঢাক পেটানোর (এবং সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের রুশীয় শিখণ্ডী) দলের শ্রী স্পেক্তাতর, তাই হল সাম্রাজ্যবাদের কাউৎস্কিপন্থী সমালোচনার মূলকথা এবং সেইজন্যই এই ব্যাখ্যা আমরা সবিস্তারে আলোচনা করবো। শুরু করবো হিলফেরদিং-এর একটা উধৃতি দিয়ে, যে সিদ্ধান্তগুলিকে কাউৎস্কি বহুবার এমন কি ১৯১৫-এর এপ্রিলেও 'সমস্ত সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ববিদদের দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত' বলে ঘোষণা করেছেন।

* Bulletin de l' institut international de Statistique T XIX livr 11 P 225

** কাউৎস্কির লেখা, জাতীয় রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র, ও রাষ্ট্র জোট নুরেনবার্গ, ১৯১৫, ৭২, ৭০ পৃঃ।

হিলফেরডিং লিখেছেন, অবাধ বাণিজ্য ও রাষ্ট্র বিরোধিতার অধুনাবিগত যুগের নীতির সংগে অধিকতর প্রগতিশীল পুঁজিবাদী কর্মনীতির প্রতি তুলনা করতে বসা প্রলেতারিয়েতের কাজ নয়। ফিনান্স পুঁজির অর্থনৈতিক কর্মনীতির প্রতি, সাম্রাজ্যবাদের প্রতি প্রলেতারিয়েতের জবাব অবাধ বাণিজ্য নয়, কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র। প্রলেতারিয়েতের কর্মনীতির লক্ষ্য এখন আর অবাধ প্রতিযোগিতা পুনরুদ্ধারের আদর্শ হতে পারে না—সেটা এখন প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার লক্ষ্য পুঁজিবাদের উচ্ছেদ করে প্রতিযোগিতার পরিপূর্ণ অবসান।'*

ফিনান্স পুঁজির যুগে একটি প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের 'শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্রে'র 'অর্থনৈতিক কারণগুলির নিছক প্রভাবের' সমর্থন করে কাউৎস্কি মার্কসবাদের সংগে সম্পর্ক ছেদ করেছেন, কেন না *বাস্তবে* এই যে আদর্শ আমাদের টেনে নিয়ে যায় পিছনের! একচেটিয়া থেকে বে-একচেটিয়া পুঁজিবাদের দিকে, এটি হল এক সংস্কারবাদী প্রতারণা।

মিশরের সংগে, (অথবা অন্য কোন উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশের সংগে) বাণিজ্য 'বেশি করে বৃদ্ধি পেত' *যদি না সেখানে থাকতো* 'সামরিক দখল, সাম্রাজ্যবাদ আর ফিনান্স পুঁজির আধিপত্য। তার অর্থ কী দাঁড়ায়? পুঁজিবাদ আরো তাড়াতাড়ি বাড়ত, যদি সাধারণ ভাবে একচেটিয়া কারবার কর্তৃক অথবা ফিনান্স পুঁজির 'সম্পর্ক' সূত্র, বা জোয়ালের চাপে (অর্থাৎ আবার সেই একচেটিয়া ব্যবসায়) বা অন্য কোন দেশ কর্তৃক উপনিবেশে একচেটিয়া দ্বারা অবাধ প্রতিযোগিতা সংকুচিত না হত, এইতো?

এ ছাড়া কাউৎস্কির বক্তব্যের আর কোন অর্থ হতে পারে না, আর সেই 'অর্থটা'ও অর্থহীন। ধরে নেওয়া যাক যে কোনরকম একচেটিয়া কারবার না থাকলে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে পুঁজিবাদ ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটতো আরো দ্রুততর গতিতে। কিন্তু বাণিজ্য ও পুঁজিবাদের বৃদ্ধি যত দ্রুততর হবে, ততই বেশি করে হবে উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রীভবন—যা থেকেই *জন্মায়* একচেটিয়া। এবং যে একচেটিয়া কারবারের ইতিমধ্যেই *জন্মলাভ* হয়েছে, তা ঠিক অবাধ প্রতিযোগিতা থেকেই। একচেটিয়ার ফলে যদি এখন প্রগতি মন্থর হয়ে আসে তাহলে সেটা অবাধ প্রতিযোগিতার পক্ষে একটা যুক্তি হতে পারে না, একচেটিয়া জন্ম দেওয়ার পরই তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

কাউৎস্কির যুক্তিকে যে দিক থেকেই দেখা যাক, তার মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও বুর্জোয়া সংস্কারবাদ ছাড়া আর কিছুই নেই।

* Finance Capital, পৃঃ ৫৬৭।

কমে যায় ১ কোটি ৬২ লক্ষ ও ৭৪ লক্ষ মার্কে। তারপর আগের অবস্থায় আবার ফিরে যায় মাত্র ১৯০৩ সালে।

'আর্জেন্টিনার সংগে জার্মান বাণিজ্যের তথ্যগুলি আরো চমকপ্রদ। ১৮৮৮ ও ১৮৯০ সালে চালু ঋণের পর, আর্জেন্টিনায় জার্মান রপ্তানী ১৮৮৯ সালে দাঁড়ায় ৬ কোটি ৭ লক্ষ মার্কে। দু বছর পর তা দাঁড়ায় মাত্র ১ কোটি ৮৬ লক্ষ মার্কে। যা কিনা পূর্ববর্তী সংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও কম। ১৮৮৯ সালের মানের সমান ওঠা ও তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া যায় কেবল ১৯০১ সালে এবং এটাও রাষ্ট্র ও পৌরসভা কর্তৃক চালু একটা নতুন ঋণের দাদনের ফল, বিদ্যুৎ কারখানা নির্মাণের জন্য আগাম ও অন্যান্য দাদন কারবারের সংগে সম্পর্কিত।

'১৮৮৯ সালের ঋণের ফলে চিলিতে রপ্তানীর পরিমাণ ওঠে ৪ কোটি ৫২ লক্ষ মার্কে (১৮৯২ সালে), এক বছর পরে তা নেমে আসে ২ কোটি ২৫ লক্ষ মার্কে। চিলির জন্য নতুন একটা ঋণ জার্মান ব্যাংকগুলি চালু করে ১৯০৬ সালে, তার পরেই ১৯০৭ সালে রপ্তানীর পরিমাণ বেড়ে ওঠে ৮ কোটি ৪৭ লক্ষ মার্কে, আবার তার পরিমাণ হ্রাস পায় পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৮ সালে, তখন এর পরিমাণ হয় ৫ কোটি ২৪ লক্ষ মার্ক।'*

এই সব ঘটনা থেকে ল্যান্সবুর্গ এক মজার সংকীর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, যেমন ঋণের সংগে জড়িত রপ্তানী কীরকম নড়বড়ে ও অনিয়মিত, 'স্বাভাবিক' ও 'সুষমভাবে' স্বদেশের শিল্প বিকাশ না ঘটিয়ে বিদেশে পুঁজি লগ্নি করা কত খারাপ, বিদেশী ঋণ চালু করতে ক্রুপকে যে লক্ষ লক্ষ মার্ক বখশীশ দিতে হয় তা কত 'ব্যয়বহুল' ইত্যাদি। কিন্তু তথ্যগুলি আমাদের পরিষ্কার করে বলছে যে রপ্তানী বৃদ্ধিটা *ঠিক* ফিনান্স পুঁজির জুয়াচুরির সংগেই সম্পর্কিত, বুর্জোয়া নৈতিকতার বালাই নেই তার, দুদফা সে ছাল ছাড়ায় ষাঁড়ের—প্রথম দফায় ঋণ দানের মুনাফা এবং দ্বিতীয় দফায় *সেই একই* ঋণ থেকে তোলে আর এক দফা মুনাফা যখন দেখা যায় যে ঋণগ্রহীতা সেই ঋণের টাকাতেই মাল কিনছে ক্রুপের কাছ থেকে বা রেলের সরঞ্জাম কিনছে স্টিল সিণ্ডিকেটের কাছ থেকে।

পুনরায় বলি, যে ল্যান্সবুর্গের হিসাব আমরা মোটেই নিখুঁত বলে মনে করি না, তবুও সেগুলি উধৃত করতে হল কারণ, কাউৎস্কি ও স্পেক্তাতরের দেওয়া তথ্যাদির তুলনায় এগুলি অধিক বিজ্ঞানসম্মত, কারণ সমস্যার *সঠিক সমাধানের* পথে তিনি এগিয়েছেন। রপ্তানী ইত্যাদির প্রসঙ্গে ফিনান্স পুঁজির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে হলে শুধুমাত্র ফিনান্স পুঁজির কারসাজির সংগে এবং বিশেষ করে কার্টেলগুলির মাল বিক্রয় ইত্যাদির সংগে রপ্তানীর যোগ-

* Die Bank, ১৯০৯, পৃঃ ২, ৮১৯।

সূত্রটা আলাদা করে নিতে হবে। কেবল সাধারণভাবে উপনিবেশের সংগে অ-উপনিবেশ, এক সাম্রাজ্যবাদের সংগে অন্য সাম্রাজ্যবাদের, একটা আধা-উপনিবেশ বা উপনিবেশের (যেমন মিশর) সংগে অন্য সমস্ত দেশের তুলনা করার অর্থই হল সমস্যাটির *মূল কথাটি* এড়িয়ে যাওয়া ও সমস্ত অবস্থাকে ঝাপসা করে তোলা।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কাউৎস্কির তাত্ত্বিক সমালোচনার সংগে মার্কসবাদের কোন মিল নেই, তা কেবল সুবিধাবাদী ও সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের সংগে শান্তি ও ঐক্য প্রচারেই কার্যকরী কারণ এতে এড়িয়ে যাওয়া হয় সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত ও মৌলিক বিরোধগুলিকে, যেমন একচেটিয়া বৃত্তি এবং তারই পাশাপাশি অবস্থিত অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যে বিরোধ, ফিনান্স পুঁজির অতিকায় 'লেনদেন'-এর (এবং বিপুলায়তন মুনাফা) সংগে খোলা বাজারের 'সাধু' ব্যবসার বিরোধ, একদিকে কার্টেল ও ট্রাস্ট অন্যদিকে কার্টেল বহির্ভূত শিল্প সংস্থার বিরোধ, ইত্যাদি।

কাউৎস্কির উদ্ভাবিত 'অতি সাম্রাজ্যবাদে'র কুখ্যাত তত্ত্বটিও সমান প্রতিক্রিয়াশীল। এ বিষয়ে ১৯১৫ সালে কাউৎস্কির বক্তব্যের সংগে ১৯০২ সালে প্রকাশিত হবসনের বক্তব্যের তুলনা করা যাক।

কাউৎস্কি বলেন, '...বর্তমানের সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতি কি স্থানচ্যুত হতে পারে না একটা নতুন অতি সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতির দ্বারা, যাতে জাতীয় ফিনান্স পুঁজির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বদলে প্রবর্তিত হবে আন্তর্জাতিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ ফিনান্স পুঁজি কর্তৃক বিশ্বের যৌথ শোষণ? পুঁজিবাদের এই রকম একটা অবস্থা অবশ্য কল্পনীয় বটে, কিন্তু তা কি বাস্তবায়িত হবে? এর জবাব দেওয়ার মত যথেষ্ট উপাদান আমাদের হাতে নেই।'*

হবসন লিখেছেন, 'প্রত্যেকেই একগাদা অসভ্য উপনিবেশ ও পরাধীন রাজ্য নিয়ে কয়েকটি বৃহদাকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যে সংহত এই যে খৃস্টীয় সভ্যতা, অনেকেই মনে করেন সেটা হবে বর্তমান প্রবণতাগুলির একটা নিয়মসংগত বিকাশ, এমন বিকাশ যা থেকেই পাওয়া যাবে আন্তর-সাম্রাজ্যবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত চির শান্তির স্থির আশা।'

কাউৎস্কি যাকে বলেছেন অতি-সাম্রাজ্যবাদ বা অধি-সাম্রাজ্যবাদ, হবসন তের বছর আগে তাকেই আখ্যা দিয়েছেন আন্তর-সাম্রাজ্যবাদ বা মধ্য-সাম্রাজ্যবাদ বলে। একটা লাতিন উপসর্গের বদলে আর একটা লাতিন উপসর্গের ব্যবহার করে জ্ঞান-দিগগজ কথা বানানো ছাড়া, 'বৈজ্ঞানিক' চিন্তার ক্ষেত্রে কাউৎস্কির যেটুকু অগ্রগতি সেটুকু শুধু এই যে, হবসন যাকে মূলত ইংরেজ পাদ্রীদের ভণ্ডামি বলে বর্ণনা করেছেন, কাউৎস্কি তাকেই মার্কসবাদ বলে চালাতে চেষ্টা

* Die Neue Zeit, ৩০শে এপ্রিল, ১৯১৫, পৃঃ ১৪৪।

করেছেন। ইঙ্গ-বুয়োর যুদ্ধের পর বৃটিশের মধ্যশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর যারা দক্ষিণ আফ্রিকার রণাঙ্গনে তাদের বহু আত্মীয় স্বজন হারিয়েছিল এবং ব্রিটিশ ফিনান্স পতিদের আরো বেশি মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য অনেক বেশী হারে বর্ধিত কর দিচ্ছিল, তাদের *সান্ত্বনা দেওয়ার* জন্য যে এই অতি পূজনীয় শ্রেণীটি তাদের সবরকমের প্রচেষ্টা চালাবেন তা তো খুবই স্বাভাবিক। আর সাম্রাজ্যবাদ যে তেমন খারাপ কিছু নয়, বরং চিরস্থায়ী শান্তি সুনিশ্চিত করার মত আন্তর (বা অতি) সাম্রাজ্যবাদ যে তারই কাছাকাছি অবস্থা এর চেয়ে ভাল সান্ত্বনা আর কি হতে পারে? ইংরেজ পাদ্রীদের বা মিষ্ট-ভাষী কাউৎস্কির যে সদিচ্ছাই থাক, তার তত্ত্বের একটিমাত্র বাস্তব সামাজিক তাৎপর্য হতে পারে, তাহল, বর্তমান যুগের তীব্র বিরোধ ও তীক্ষ্ণ সমস্যাগুলি থেকে জনগণের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে পুঁজিবাদের আমলেই চিরস্থায়ী শান্তি সম্ভব এই আশা দিয়ে জনগণকে প্রতিক্রিয়াশীল সান্ত্বনা দান.- ভবিষ্যতের কোন এক তথাকথিত নতুন 'অতি-সাম্রাজ্যবাদের' মিথ্যা পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি দৃষ্টি ফেরানো। জনগণকে প্রবঞ্চনা—এ ছাড়া কাউৎস্কির 'মার্কসীয়' তত্ত্বে আর কিছু নেই।

বস্তুত জার্মান শ্রমিকদের (তথা দুনিয়ার শ্রমিকদের) মাথায় কাউৎস্কি যে পরিপ্রেক্ষিতের কথা ঢোকাতে চাইছেন, তা যে কত মিথ্যা, কয়েকটি তথ্যের বিচার করলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভারতবর্ষ, ইন্দোচীন ও চীনের কথা ধরা যাক। এ কথা সুবিদিত যে ৬০ থেকে ৭০ কোটি অধিবাসীর এই তিনটি ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশ কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ফিনান্স পুঁজির শোষণাধীন। যেমন, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি। ধরা যাক যে এই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশ উপরোক্ত এশীয় রাষ্ট্রে তাদের দখল, স্বার্থ ও প্রভাবাধীন এলাকা রক্ষা ও স্ফীত করার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে জোট পাকাল। এই জোটগুলিই হবে 'আন্তর সাম্রাজ্যবাদী' জোট। ধরা যাক উত্তর এশীয় দেশগুলিকে 'শান্তিপূর্ণ' ভাবে বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার জন্য *সমস্ত* সাম্রাজ্যবাদী দেশই একটা জোট গঠন করে। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এমন জোটের বাস্তব দৃষ্টান্ত আছে, যেমন, চীনের প্রতি শক্তিসমূহের মনোভাব। জিজ্ঞাসা করি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বজায় থাকছে ধরে নিলে (এবং কাউৎস্কি ঠিক সেই কথাই ধরে নিয়েছেন) এ কথা কি 'কল্পনীয়', যে এই জোটগুলি নিতান্ত সাময়িক হয়ে থাকছে না? তাদের মধ্যে সর্ববিধ ও সম্ভাব্য সর্বপ্রকারের বিরোধ, সংঘাত ও সংগ্রাম বর্জিত হবে?

প্রশ্নটিকে সুস্পষ্টভাবে হাজির করলেই নেতিবাচক ছাড়া অন্য উত্তর অসম্ভব। কেন না বাঁটোয়ারার যারা বখরাদার তাদের *শক্তির*, তাদের সাধারণ অর্থনৈতিক, ফিনান্স, সামরিক ইত্যাদি শক্তির হিসাব ছাড়া পুঁজিবাদের

আমলে 'প্রভাবাধীন এলাকা' স্বার্থ, উপনিবেশ ইত্যাদি বাঁটোয়ারার অন্য ভিত্তি অকল্পনীয়। ভাগ বাঁটোয়ারায় বখরাদারদের শক্তি সকলের পক্ষে সমান মাপে বদলায় না, কেন না, পুঁজিবাদের আমলে বিভিন্ন কারবার, ট্রাস্ট, শিল্পের শাখা বা দেশের *সমান* বিকাশ অসম্ভব। অর্ধ শতাব্দী আগে পুঁজিবাদী শক্তির দিক থেকে তদানীন্তন ইংলণ্ডের শক্তির তুলনায় জার্মানী ছিল এক তুচ্ছ হতভাগা দেশ। রাশিয়ার তুলনায় জাপানের অবস্থাও ছিল তদ্রূপ। এ কথা কি কল্পনাযোগ্য যে দশ কি কুড়ি বছর পরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির শক্তি অনুপাত অপরিবর্তিত থেকে যাবে? একেবারেই অকল্পনীয় একথা।

সেইজন্য, ইংরেজ পাদ্রীদের অথবা জার্মান 'মার্কসবাদী' কাউৎস্কির ছেঁদো কূপমণ্ডূক উৎকল্পনার ক্ষেত্রে নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বাস্তবতায় 'আন্তর-সাম্রাজ্যবাদ' বা 'অতি সাম্রাজ্যবাদ'—যে রূপই পরিগ্রহ করুক না কেন, তা সে একদল সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে আর এক দলের জোট বা *সমস্ত* সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সাধারণ মৈত্রী হোক না কেন—অনিবার্যভাবেই তা হবে দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী একটা 'অবকাশ'। শান্তিপূর্ণ জোট যুদ্ধের প্রস্তুতি চালায় এবং তাদের উদ্ভবও হয় যুদ্ধ থেকেই, একটা অন্যটার হেতু, এবং বিশ্ব অর্থনীতির ও বিশ্ব রাজনীতির মধ্যাস্থ সাম্রাজ্যবাদী যোগাযোগ ও পরস্পর সম্পর্কের *সেই একই* ভিত্তি থেকে সৃষ্টি হয় শান্তিপূর্ণ ও অশান্তিপূর্ণ সংগ্রাম-রূপের পালা বদল। কিন্তু শ্রমিকদের শান্ত করার জন্য, বুর্জোয়ার পক্ষে ভিড়ে যাওয়া সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের সঙ্গে তাদের মিলন ঘটানোর জন্য জ্ঞানবৃদ্ধ কাউৎস্কি অবিচ্ছেদ্য শিকলের একটা গ্রন্থিকে *বিচ্ছিন্ন করে দেখান* আর একটা গ্রন্থি থেকে, চীনকে শান্ত করার জন্য (বক্সার বিদ্রোহ দমনের কথা স্মরণীয়) আজকের সমস্ত শক্তির শান্তিপূর্ণ (এবং অতি-সাম্রাজ্যবাদী, এমন কি অতি অতি সাম্রাজ্যবাদী) জোটকে বিচ্ছিন্ন করেন আগামী কালের অশান্তিপূর্ণ সংঘাত থেকে, যা আবার আগামী পরশু, ধরা যাক তুরস্কের বাঁটোয়ারার জন্য সার্বজনীন 'শান্তিপূর্ণ' জোটের জমি তৈরী করবে *ইত্যাদি ইত্যাদি*। সাম্রাজ্যবাদী শান্তির পর্ব এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর্বের মধ্যে জীবন্ত যোগাযোগটা তুলে ধরার বদলে, তাদের প্রাণহীন নেতাদের সংগে শ্রমিকদের মিলন ঘটানোর জন্য কাউৎস্কি তাদের দান করছেন এক প্রাণহীন বিমূর্তায়ন।

'ইউরোপের আন্তর্জাতিক ঘটনাধারার কূটনৈতিক ইতিহাস' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় মার্কিন লেখক হিল সাম্প্রতিক কূটনীতির ইতিহাসে এই তিনটি পর্বের কথা বলেছেন, ১) বিপ্লবের যুগ; ২) নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন; ৩) বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদের* বর্তমান যুগ। আর এক লেখক ১৮৭০ সাল থেকে

---

* David Jayne Hill, "A History of the Diplomacy in the international Development of Europe," খণ্ড ১, পৃঃ ১০।

গ্রেট ব্রিটেনের 'বিশ্বনীতির' ইতিহাসকে চারটি পর্বে ভাগ করেছেন ১) প্রথম এশিয় পর্ব (ভারত অভিমুখে মধ্য এশিয়ায় রুশ অগ্রগতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম); ২) আফ্রিকা পর্ব (আনুমানিক ১৮৮৫-১৯০২)—আফ্রিকার বাঁটোয়ারার জন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংগ্রাম (১৮৯৮ সালের 'ফাশোদা'র" ঘটনায় ব্রিটেন ফ্রান্সের সংগে যুদ্ধের একেবারে মুখে এসে পড়েছিল); ৩) দ্বিতীয় এশিয় পর্ব রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের চুক্তি) এবং ইউরোপীয় পর্ব (প্রধানত জার্মানীর বিরুদ্ধে)* ইতালিতে ভর করে ফরাসী ফিনান্স পুঁজি কী ভাবে এই দুই দেশের একটি রাজনৈতিক জোট প্রস্তুত করছে, কী ভাবে পারস্যকে কেন্দ্র করে জার্মানী ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে এবং চীনা ঋণকে কেন্দ্র করে সমস্ত ইউরোপীয় পুঁজির মধ্যে একটা সংঘাত পাকিয়ে উঠছিল ইত্যাদির উল্লেখ করে ব্যাংক 'ব্যবসায়ী' রিসসের ১৯০৫ সালে লিখেছিলেন: 'অগ্র-বাহিনীগুলির রাজনৈতিক সংঘর্ষ চলে ফিনান্সের ক্ষেত্রে।' এই হল নিছক সাম্রাজ্যবাদী সংঘাতের সংগে 'অতি সাম্রাজ্যবাদী' শান্তিপূর্ণ জোটগুলির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের জীবন্ত বাস্তবতা।

সাম্রাজ্যবাদের গভীরতম বিরোধগুলিকে কাউৎস্কি যে ভাবে অস্পষ্ট করে দিয়েছেন, অনিবার্য ভাবেই যা পরিণত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের উপর বর্ণলেপন, সেটা সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক দিকগুলি সম্পর্কেও ঐ লেখকের সমালোচনায় ছাপ না রেখে যায় নি। সাম্রাজ্যবাদ হল ফিনান্স পুঁজি ও একচেটিয়ার যুগ, তা সর্বত্রই প্রভুত্বের প্রবণতা সৃষ্টি করে, কখনই স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটে না। এ সব প্রবণতার একটাই ফল—সর্বাধিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই আগাগোড়া প্রতিক্রিয়া, এই ক্ষেত্রেই বিরোধগুলির চূড়ান্ত তীব্রতা বৃদ্ধি। বিশেষ করে তীব্র হয়ে ওঠে, জাতীয় নিপীড়ন এবং পররাজ্যগ্রাসী প্রচেষ্টা অর্থাৎ জাতীয় স্বাধীনতা হরণ (কেন না পররাজ্য গ্রাস জাতির আত্ম কর্তৃত্ব অধিকারের লংঘন ছাড়া কিছুই নয়)। সাম্রাজ্যবাদের সংগে জাতীয় নিপীড়নের তীব্রতা বৃদ্ধির কথা হিলফেরদিং সঠিক ভাবেই দেখেছেন। তিনি লিখেছেন, 'সদ্য উন্মুক্ত দেশগুলির কথা ধরলে, সেখানে যে পুঁজির আমদানী হয় তাতে বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং জবরদস্তি প্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনায় জাগ্রত জনগণের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ জাগিয়ে তোলে, বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধে এ প্রতিরোধ সহজেই বিপজ্জনক মাত্রায় বেড়ে উঠতে পারে। সেকেলে সামাজিক সম্পর্কগুলির আমূল বিপ্লব ঘটে, চূর্ণ হয় ইতিহাসহীন জাতিগুলির যুগ-যুগান্তের কৃষি সর্বস্ব বিচ্ছিন্নতা এবং তারা আকর্ষিত হয় পুঁজিবাদী ঘূর্ণীর মধ্যে। একটু একটু করে পদানত মানুষদের হাতে তাদের মুক্তির উপায় ও উপকরণ তুলে দেয় পুঁজিবাদ নিজেই আর একদা

* Schilder, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৭৮।

ইউরোপীয় জাতিগুলির কাছে যা সর্বোচ্চ বলে মনে হয়েছিল সেই লক্ষ্য তারা সামনে রাখে। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার হাতিয়ারস্বরূপ ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র গঠন। জাতীয় স্বাধীনতার এই আন্দোলনের ফলে ইউরোপীয় পুঁজি তার শোষণের সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিময় ক্ষেত্রেই বিপন্ন হয়ে ওঠে এবং ইউরোপীয় পুঁজি তার আধিপত্য বজায় রাখতে পারে কেবল ক্রমাগত সামরিক শক্তি বাড়িয়ে।*

এর সংগে আরো যোগ করা উচিত যে, শুধু সদ্যোমুক্ত দেশেই নয়, পুরনো দেশগুলিতেও সাম্রাজ্যবাদ এগিয়ে যায় পররাজ্য গ্রাসের দিকে, অধিকতর জাতীয় নিপীড়নের দিকে এবং সেই হেতু ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের মুখে। সাম্রাজ্যবাদের আমলে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা বৃদ্ধিতে প্রতিবাদ করলেও কাউৎস্কি আড়াল করে রেখেছেন বিশেষ রকমের একটি প্রশ্ন, তা হল সাম্রাজ্যবাদের যুগে সুবিধাবাদীদের সংগে মিলনের অবশ্যম্ভাবিতার প্রশ্ন।

পররাজ্য গ্রাসের বিরুদ্ধে আপত্তি করেও তিনি তাঁর আপত্তিটাকে এমন এক আকারে উপস্থিত করেছেন, যা সুবিধাবাদীদের কাছে কম অপ্রীতিকর এবং সহজে গ্রহণীয়। সরাসরি জার্মান শ্রোতাদের উদ্দেশ্যেই তাঁর বক্তব্য হলেও তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসংগটিকে সযত্নে এড়িয়ে যান, যেমন, জার্মানী কর্তৃক আলজাসলোরেনের দখল, যা কিনা পররাজ্য গ্রাসের নমুনা। কাউৎস্কির এই মানসিক ঝোঁকের একটা খতিয়ান নেওয়া যাক। ধরা যাক যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ফিলিপাইন গ্রাস করার নিন্দা করছে একজন জাপানী। একথা কি তাহলে কেউ বলবে যে আমেরিকার ফিলিপাইন গ্রাসের ইচ্ছা ছিল না বরং সে একাজ করেছে পররাজ্য গ্রাসের সংগে বিরোধ করার ইচ্ছায়? আর তা হলে আমরা কি একথাও মানবো না যে যখন দেখি সেই জাপানী লোকটি জাপান কর্তৃক কোরিয়া গ্রাসের বিরুদ্ধেও লড়াই করে, তাহলে তার লড়াই রাজনৈতিক ভাবে সত্য ও সাধু। আর সে জাপান থেকে কোরিয়ার বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতার দাবী করে, সেটাও তো অকপট।

সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে কাউৎস্কির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তথা তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমালোচনা সবচেয়ে মূল বিরোধগুলিকে চাপা দেওয়া ও মসৃণ করে তোলার এমন একটা প্রেরণায় সমূহ আচ্ছন্ন যা মার্কসবাদের কাছে অগ্রাহ্য। এই তত্ত্ব সুবিধাবাদের সংগে ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনে ভাংগন-ধরা ঐক্যকে বাঁচানোর আকাংক্ষায় আচ্ছন্ন।

* ফিনান্স পুঁজি, পৃঃ ৪৮৭

১০। ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদের স্থান

আমরা দেখেছি যে অর্থনীতির মূলকথায় সাম্রাজ্যবাদ হল একচেটিয়া পুঁজিবাদ। এতেই সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক স্থানটা নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে কারণ অবাধ প্রতিযোগিতার ভিত্তি থেকে উৎপন্ন একচেটিয়া বৃত্তি হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে একটা উচ্চতর সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণ। বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয় যে আলোচ্য যুগের রয়েছে চারটি প্রধান রূপ বা বৈশিষ্ট্য।

প্রথমত একচেটিয়ার উদ্ভব হয়েছিল উৎপাদন কেন্দ্রীভবনের এক অতি উচ্চস্তর থেকে। সেগুলি হল পুঁজিপতিদের একচেটিয়া সংঘ, যেমন, কার্টেল, সিণ্ডিকেট এবং ট্রাস্ট। বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনে এগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমরা দেখেছি। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তারা প্রাধান্য লাভ করে অগ্রসর সবকটি দেশে। আর উচ্চ সংরক্ষণী শুল্কের দেশগুলিই (জার্মানী, আমেরিকা) আগে কার্টেল গঠনের প্রথম পদক্ষেপ নিলেও অবাধ বাণিজ্যের দেশ গ্রেট ব্রিটেন সহ সকলেই কিছু পরে ঐ একই মৌলিক ব্যাপারেরই প্রকাশ করে, অর্থাৎ, সেখানেও দেখা যায় উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন থেকে একচেটিয়ার উদ্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ একচেটিয়ার ফলে দেখা যায় কাঁচামালের উৎসগুলি দখলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, বিশেষভাবে পুঁজিবাদী সমাজে বনিয়াদী এবং অতি উচ্চমাত্রায় কার্টেলীভূত শিল্পসমূহের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কয়লা ও লৌহ শিল্পে এর প্রকাশ দেখা যায়। কাঁচামালের উৎসগুলির একচেটিয়া অধিকারের ফলে প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে বৃহৎ পুঁজির ক্ষমতা এবং এর ফলেই কার্টেলীভূত ও কার্টেলবহির্ভূত শিল্পের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধও হয়েছে সুতীব্র।

তৃতীয়তঃ একচেটিয়া কারবার গড়ে উঠেছে ব্যাংক থেকেও। সামান্য মধ্যবিত্ত অবস্থা থেকে ব্যাংকগুলি পরিণত হয়েছে ফিনান্স পুঁজির এক একটি একচেটিয়াপতিতে। যে কোন অগ্রগণ্য পুঁজিবাদী দেশগুলির প্রত্যেকটিতে মোটামুটি ৩টি থেকে ৫টি সর্ববৃহৎ ব্যাংক শিল্প-পুঁজি ও ব্যাংকের পুঁজির মধ্যে গড়ে উঠেছে 'ব্যক্তিগত সম্পর্ক'। আর নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করেছে সহস্র সহস্র কোটি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, পরিমাণে যা সারা দেশের মোট পুঁজি ও মুদ্রা পরিমাণের এক বৃহৎ অংশ। এই একচেটিয়ার লক্ষণীয় বিষয় হল যে বর্তমান বুর্জোয়া সমাজে সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর চরম আধিপত্য করার সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে এই ফিনান্স চক্রতন্ত্রের দ্বারা।

চতুর্থতঃ ঔপনিবেশিক নীতি থেকেই উদ্ভব হয়েছে একচেটিয়ার। ঔপনি-

বেশিক নীতির অসংখ্য 'পুরনো' উদ্দেশ্যের সঙ্গে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে কাঁচামালের উৎস অধিকার, পুঁজি রপ্তানীর ব্যবস্থা করা, 'প্রভাবাধীন এলাকায়' বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে লেনদেনের প্রসার, আর্থিক ছাড় দেওয়া. ইত্যাদি, এর সঙ্গে একচেটিয়া মুনাফার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা ও সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডে অর্থনৈতিক আধিপত্য কায়েম করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যও যোগ হয়েছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, আফ্রিকাতে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের উপনিবেশগুলি যে কালে সেই ভূখণ্ডের মাত্র এক দশমাংশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল, (যেমন ১৮৭৬ সালে) সেই সময়ে ঔপনিবেশিক নীতি একচেটিয়া পদ্ধতি ছাড়াও বিকাশলাভ করেছিল, যেমন বলা যায় এলাকাগুলিকে 'অবাধে আত্মসাৎ' করা হয়েছিল। কিন্তু আফ্রিকার দশভাগের মধ্যে নয় ভাগই যখন দখল করা হয়ে গেল (১৯০০ সালে), যখন গোটা দুনিয়াটারই ভাগ বাঁটোয়ারা শেষ হল, তখন অনিবার্যভাবেই শুরু হয় উপনিবেশগুলির উপর একচেটিয়া মালিকানার যুগ এবং সেই হেতু দুনিয়া বণ্টন ও পুনর্বণ্টনের জন্য সবিশেষ তীব্র সংগ্রাম।

পুঁজিবাদের সমস্ত স্ব-বিরোধিতাকে একচেটিয়া পুঁজি কি পরিমাণে তীব্র করে তুলেছে তা সুবিদিত। জীবনযাত্রার উচ্চব্যয় ও কার্টেলগুলির অত্যাচারের উল্লেখ করলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিশ্ব ফিনান্স পুঁজির চূড়ান্ত জয়লাভের সময় থেকেই ইতিহাসের যে উৎক্রমণ পর্বটা শুরু হয়েছে তার সব চাইতে প্রবল চালিকা শক্তিই হল স্ববিরোধিতাগুলির এই তীব্রতা বৃদ্ধি।

একচেটিয়া, চক্রতন্ত্র, স্বাধীনতার পরিবর্তে অধীনস্থ করার প্রবণতা সব-চেয়ে সম্পদশালী বা শক্তিশালী মুষ্টিমেয় কয়েকটা জাতি কর্তৃক ক্রমশ বিপুল সংখ্যায় ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র অথবা দুর্বল জাতিকে শোষণ—এইগুলি সবই সাম্রাজ্য-বাদের সেই বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণগুলির জন্ম দিয়েছে, যে কারণে তাকে পরগাছা বা পচনধরা পুঁজিবাদ বলে বর্ণনা করতে হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রবণতা হল ক্রমবর্ধমান 'লভ্যাংশজীবী রাষ্ট্র' বা 'কুশীদজীবী' রাষ্ট্রের সৃষ্টি, যার বুর্জোয়ারা দিন কাটায় ক্রমবর্ধমান বিপুলমাত্রায় পুঁজি রপ্তানী করে ও 'কুপন কেটে।' এটা ভাবলে ভুল হবে যে পচনের আশংকায় পুঁজিবাদের দ্রুতবৃদ্ধি বোধহয় স্তিমিত হয়ে আসবে, কিন্তু আসলে তা হয় না। সাম্রাজ্য-বাদের যুগে শিল্পের কোন কোন শাখা. বুর্জোয়াদের কোন কোন স্তর এবং কোন কোন দেশ এই প্রবণতার কখনও একটিকে কখনও অন্যটিকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠে। মোট কথা পুঁজিবাদ আগের তুলনায় অনেক বেশি দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু এই বৃদ্ধি যে সাধারণভাবে অসম বৃদ্ধি হচ্ছে, তাই নয়, এই অসমতার প্রকাশ ঘটছে বিশেষ করে সেই সব দেশে যেখানে পুঁজিবাদের চরম বিকাশলাভ ঘটেছে (যেমন ইংলণ্ড)।

জার্মানীর বৃহৎ ব্যাংকসমূহ নিয়ে গবেষণা গ্রন্থের লেখক রিসসের

জার্মানীর অর্থনৈতিক বিকাশের দ্রুতগতি সম্পর্কে লিখেছেন, 'আগের যুগের (১৮৪৮-১৮৭) যে অগ্রগতিকে মন্থর বলা চলে না, তার সংগে এই যুগের (১৮৭০-১৯০৫) জার্মানীর সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির এবং বিশেষ করে তার ব্যাংক ব্যবসায়ের বৃদ্ধির দ্রুতগতির সংগে তুলনা করা যায় কেবল সেকালের সুন্দর ঘোড়ার গাড়ির সংগে এখনকার মোটর গাড়ির গতির সংগে। যে মোটরগাড়ি এত দ্রুত চলে যে তা কেবল নিশ্চিন্ত পথচারীদেরই নয়, তার আরোহীদের পক্ষেও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।' তার দিক থেকে আবার এই অসাধারণ দ্রুত বর্ধিষ্ণু ফিনান্স পুঁজি ঠিক এত বেড়ে উঠেছে বলেই অধিকতর ধনী সব জাতির কাছ থেকে অধিকারযোগ্য সব উপনিবেশের উপর অধিকতর 'নির্ঝঞ্ঝাট' দখলদারীর দিকে যেতে সে অনিচ্ছুক হয় না এবং প্রয়োজন হলে অশান্তির পথে যেতেও আপত্তি হয় না। বিগত দশকগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিকাশ জার্মানীর চাইতে অনেক দ্রুতগতিতেই হয়েছে এবং ঠিক *এই কারণেই* হালের মার্কিন পুঁজিবাদের পরগাছার লক্ষণগুলি বিশেষ প্রকট হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, অন্ততঃ সাধারণতন্ত্রী মার্কিন বুর্জোয়ার সংগে রাজতন্ত্রী জাপানী বা জার্মানীর বুর্জোয়াদের তুলনা করলে দেখা যায় যে বৃহত্তম রাজনৈতিক পার্থক্যগুলিও সাম্রাজ্যবাদের যুগে চরম মাত্রায় হ্রাস পায়। সেটা এই কারণে নয় যে এটা সাধারণভাবে গুরুত্বহীন বরং এই কারণেই যে এইসব ক্ষেত্রে আমরা এমন এক বুর্জোয়ার আলোচনা করছি যার মধ্যে পরগাছা বৃত্তির লক্ষণ সুস্পষ্ট।

অসংখ্য দেশ ও শিল্পের কোন কোনটিতে পুঁজিপতিরা যে মোটা মুনাফা লাভ করে তার দ্বারা কোন এক শ্রমিকশ্রেণীকে ঘুষ দিয়ে বশীভূত করা সম্ভব হয়, তবে তা কেবল খুব সামান্য অংশেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং তার ফলে সেই সংখ্যালঘু শ্রেণীকে বুর্জোয়া মালিক-শ্রেণীর সপক্ষে আনা হয় আর সকলের বিরোধিতা করার জন্য। দুনিয়ার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির মধ্যে বিরোধ বৃদ্ধির ফলে, এই প্রবণতা বেড়ে যায় আরও। তার ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও সুবিধাবাদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক গভীর যোগসূত্র যার প্রকাশ প্রথমে দেখা দিয়েছিল ইংলণ্ডে। সেখানেই সাম্রাজ্যবাদী বিকাশলাভের পূর্ণ লক্ষণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল প্রথমে। কোন কোন লেখক, যেমন এল. মার্তভ, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে এই সাম্রাজ্যবাদ ও সুবিধাবাদের যোগাযোগের ঘটনা—যা কিনা বর্তমান কালের বিশেষ জাজ্জ্বল্যমান ঘটনা, তাকে 'সরকারী আশাবাদে'র (কাউৎস্কি ও হুইসমান্সের কায়দা) যুক্তিতে উড়িয়ে দিতে ভালবাসেন; ঠিক অগ্রসর পুঁজিবাদই যদি সুবিধাবাদের বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে, অথবা ঠিক উচ্চ-বেতনভোগী শ্রমিকরাই যদি সুবিধাবাদের দিকে ঝুঁকে থাকে তাহলে তো পুঁজিবাদের বিরোধীদের সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যায়। এই ধরনের 'আশাবাদে'

গুরুত্ব দিয়ে প্রভাবিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটা হল সুবিধাবাদের ব্যাপারে আশাবাদ, এটা সুবিধাবাদকে আড়াল করে রাখার আশাবাদ। আসলে সুবিধাবাদের দ্রুতগতি প্রসার ও তার জঘন্যতম অবস্থার প্রচার হওয়া মানেই সুবিধাবাদের পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া বলে মনে করার কারণ নেই, যেমন সুস্থ দেহে বিষ ফোঁড়ার দ্রুত বৃদ্ধি হওয়ার অর্থই হল দেহ আরো তাড়াতাড়ি এ রোগ সারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠবে। এ ব্যাপারে তারাই হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক, যারা একথাটা বিশ্বাস করতে চায় না যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যদি সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত না হয় তাহলে সেটা হবে একটা ফাঁকা বুলি বিশেষ।

সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক মর্মবস্তু সম্পর্কে আগে যা বলা হয়েছে, তা থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, সাম্রাজ্যবাদকে অভিহিত করতে হবে পুঁজিবাদে উত্তরণের অবস্থা বা আরো সঠিকভাবে বলতে হয় মুমূর্ষু পুঁজিবাদ। এই বিষয়ে এটা খুবই শিক্ষাপ্রদ যে আধুনিক পুঁজিবাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদের চলতি বুলিগুলি, 'পারস্পরিক সম্পৃক্ত' 'বিচ্ছিন্নতার অভাব' ইত্যাদি। ব্যাংকগুলি হল, 'এমন উদ্যোগ যারা তাদের কর্তব্য ও বিকাশের দিক থেকে নিছক ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক চরিত্রের নয়, সেগুলি উত্তরোত্তর নিছক ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে উঠছে।' আর এই শেষোক্ত কথাগুলি যিনি বলেছেন, সেই রিসসেরই স্বয়ং অসাধারণ গুরুগম্ভীর ভাব করে ঘোষণা করেছেন যে, 'সামাজীকরণ' সম্পর্কে মার্কসবাদীদের 'ভবিষ্যদ্বাণী' 'সত্য হয়নি।')

তাহলে 'পারস্পরিক সম্পৃক্ত' কথাটার অর্থ কি? আমাদের চোখের উপরে যে প্রক্রিয়া চলেছে তার সব চাইতে প্রকট দিনগুলিই শুধু এতে ধরা হয়েছে। এ বুলিটা দেখিয়ে দিচ্ছে যে পর্যবেক্ষক গাছগুলিকেই একটা একটা করে গুণছেন, কিন্তু সামনের অরণ্যটা আর চোখে পড়ছে না। এই মতবাদে বাহ্যিক, আপতিক ও বিশৃংখলারই নকল করা হয়েছে, দাস মনোবৃত্তিতে। এর ফলে পর্যবেক্ষক এমন এক ব্যক্তি হিসাবেই পরিচিত হয়েছেন যিনি কাঁচামালের ভারে অভিভূত, তার অর্থ ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। শেয়ারের মালিকানা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক 'বিশৃংখলভাবে সম্পৃক্ত।' কিন্তু এই পারস্পরিক সম্পৃক্ততা তার ভিত্তিমূল সব কিছুই নির্ধারিত হয় উৎপাদনের সামাজিক পরিবর্তন অনুযায়ী। যখন একটা বড় উদ্যোগ হয়ে ওঠে অতিকায় এবং অসংখ্য তথ্যাবলী যথাযথ হিসাবের ভিত্তিতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কোটি কোটি মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমগ্র প্রাথমিক কাঁচামালের দুই-তৃতীয়াংশ বা তিন চতুর্থাংশের সরবরাহ সংগঠিত করে, যখন পরস্পর থেকে শত সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত উৎপাদনের সবচেয়ে সুবিধাজনক ভাবে প্রণালীবদ্ধ ভাবে এই কাঁচামাল পাঠানোর সুব্যবস্থা

হয়; যখন একটিমাত্র কেন্দ্র থেকে অসংখ্য রকমের তৈরী পণ্যের প্রাথমিক স্তর থেকে উৎপাদন পর্যন্ত সব কয়টি স্তরেরই পরিচালনা হয়; যখন এইসব উৎপন্ন দ্রব্য কোটি কোটি গ্রাহকদের মধ্যে একটি মাত্র পরিকল্পনা অনুযায়ী বণ্টিত হয় (যেমন মার্কিন তৈল সংস্থা কর্তৃক আমেরিকা ও জার্মানীতে তৈল বণ্টনের একাধিপত্য)—তখন এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে উৎপাদনের সামাজীকরণই ঘটেছে একটা 'পারস্পরিক সম্পৃক্ততা'ই নয়, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ব্যক্তিগত অর্থনীতির এবং ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পর্ক হল সেই খোলস, যা তার অন্তর্বস্তুর সংগে আর খাপ খাচ্ছে না, যা অনিবার্যভাবেই পচনশীল হয়ে উঠবে যদি না কৃত্রিম উপায়ে তার অপসারণ বিলম্বিত হয়—অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল পচনশীল অবস্থায় থেকে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব (সব থেকে খারাপ হবে যদি সুবিধাবাদীরূপ বিষাক্ত ফোঁড়ার থেকে নিরাময়ে বেশি সময় লাগে), তাহলেও অনিবার্যভাবেই তা অপসৃত হবেই।

জার্মান সাম্রাজ্যবাদের উৎসাহী স্তাবক শুলৎসে-গেভেনির্ৎস বলেছেন।

'যদি জার্মান ব্যাংকগুলির পরিচালনার ভার ডজনখানেক লোকের হাতে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের ক্রিয়াকলাপ রাষ্ট্রের মন্ত্রীদের অধিকাংশের কর্মতৎপরতার চাইতে জনসাধারণের কল্যাণের পক্ষে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় [ব্যাংক মালিক, মন্ত্রী, শিল্পপতি ও লভ্যাংশজীবীদের মধ্যে 'পারস্পরিক সম্পৃক্তের' কথা এখানে ভুলে যাওয়া হয়)। যে সব ঝোঁক আমরা লক্ষ্য করেছি তাদের শেষ পর্যন্ত বিকাশের কথা যদি আমরা ভাবি, তাহলে দাঁড়ায়: "জাতির মুদ্রা পুঁজি ব্যাংকগুলিতে সম্মিলিত হয়েছে, ব্যাংকগুলি নিজেরাও কার্টেলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, জাতির লগ্নীকৃত সঞ্চয়কে রাখা হয়েছে জামিন হিসাবে। তাহলে সেই প্রাক্ত সেণ্ট সিমোনের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবে, উৎপাদনের বর্তমান নৈরাজ্যকে যার সংগে খাপ খায় সমপর্যায়ের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিকাশলাভের অবস্থা, তাকে অবশ্যই উৎপাদন সংগঠনের জন্য পথ ছেড়ে দিতে হবে। বিচ্ছিন্ন কোন উৎপাদকের হাতে থাকবে না উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ভার থাকবে না কোন একক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বা মানুষের প্রয়োজন উপলব্ধি যে করতে পারে না এমন কোন লোকের উপর। সেই কাজ করবে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এমন এক কেন্দ্রীয় কমিটির যাদের সামগ্রিকভাবে অবস্থা পর্যালোচনার দূরদৃষ্টি রয়েছে, যারা সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে উৎপাদনকে সমস্ত সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করার বাসনায় উপযুক্ত হাতে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে এবং সর্বোপরি বিশেষভাবে উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে নিয়ত সংগতি বিধানের চেষ্টা করবে। এমন সংগঠনও আছে যারা অর্থনৈতিক শ্রম সংগঠনের কিছুটা দায়িত্ব তাদের কার্যপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেমন, ব্যাংক। যদিও আমরা সেণ্ট সিমোনের ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য থেকে অনেক দূরেই রয়েছি তাহলেও আমরা ঠিক এই

পথেই এগিয়ে চলেছি। তাহল মার্কসবাদ। যদিও মার্কসের কল্পিত রূপের সংগে মিল না হলেও তার চরিত্র একই।"*

মার্কসবাদী যুক্তির চরম 'খণ্ডনই' বটে! যা কিনা প্রকৃতপক্ষে মার্কসের নিখুঁত, সেণ্ট সিমোনের অনুমানের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে এক পা পিছিয়ে আসা ছাড়া কিছুই নয়, আর সেণ্ট সিমোনের অনুমান যদিও তা প্রাজ্ঞজনোচিত তাহলেও সেটা অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৯১৬ সালের জানুয়ারি-জুন মাসে লেখা। খণ্ড, ২২, পৃঃ ১৯৫-২১০
১৯১৭ সালের মাঝামাঝি পেত্রোগাদে প্রথম ২৪৬-৩০৪
পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

* Grundriss der Sozialokonomik, পৃঃ ১৪৬।

জুনিয়াস প্যামফ্লেট

(সংক্ষিপ্ত)

একটি আর একটির বিকাশলাভে সহায়তা করতে *পারে*, এই যুক্তিতে কেবল কূটতার্কিকই সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় যুদ্ধের পার্থক্য অস্বীকার করতে পারে। কেবল যুক্তি তর্কেই এর সমাধান হয় না—এর প্রমাণ গ্রীক দর্শনের ইতিহাস, এতে কেবল তর্কবিদ্যার সংগে সমন্বয় সাধন করাই সম্ভব। কিন্তু আমরা তবুও যুক্তিতার্কিক হয়েই থাকবো এবং আমরা কূটতর্কের বিরোধিতা করবো, যদিও সাধারণভাবে সমস্ত পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করবো না বরং *প্রাপ্ত* অবস্থার পর্যালোচনা করবো তার সংশ্লিষ্ট সঠিক বিকাশলাভের গতির পরিপ্রেক্ষিতে।

বর্তমানের ১৯১৪-১৬ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিবর্তিত হবে একটা জাতীয় যুদ্ধে এমন সম্ভাবনা নেই, কারণ এই *অগ্রগামী* বিকাশলাভের যারা হোতা সেই প্রলেতারিয়েত কিন্তু সর্বতোভাবে চাইছে এই যুদ্ধকে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ হিসাবে পরিবর্তিত করতে। অবশ্য এটাও ঠিক, যে এই দুই যুক্ত শক্তির মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই, আর আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজিও সর্বত্র গড়ে তুলেছে এক প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া গোষ্ঠী। কিন্তু তাহলেও এই ধরনের পরিবর্তনকে *অসম্ভব* বলে ঘোষণা করা *উচিত না*। *যদি* ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েত অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, ধরা যাক কুড়ি বছরের জন্য, *যদি* বর্তমান যুদ্ধ নেপোলিয়নের মত বিজয়ী হয় এবং বিপুল সংখ্যক জাতীয় রাষ্ট্রকে অধীনস্থ করতে পারে, *যদি* অ-ইউরোপীয় (প্রধানতঃ জাপান ও আমেরিকা) সাম্রাজ্যবাদের সমাজতন্ত্রের উত্তরণও ধরা যাক, এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের ফলে স্থগিত থাকে কুড়ি বছর, তাহলে ইউরোপে প্রচণ্ড জাতীয় যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেবে। এর ফলে ইউরোপ পিছিয়ে পড়বে কয়েক

রূপক, সেটাও সম্ভব নয়, কিন্তু আবার অসম্ভবও নয়, কারণ বিশ্বের ইতিহাসের গতি মাঝে মাঝে পশ্চাদপসারণ না করে সব সময়েই একভাবে ও সামনের দিকেই চলবে এমন কথা বলা অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক ও তত্ত্বগতভাবে ভুল।

এছাড়াও, জাতীয় যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুগে তার উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশ-গুলিও এই যুদ্ধে লিপ্ত হবে এটা কেবল সম্ভব নয়, ***অবশ্যম্ভাবীও***। প্রায় ১,০০০ কোটি লোক, বা পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি লোক বাস করে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে (চীন, তুরস্ক, পারস্য) সেখানকার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম হয় খুব শক্তিশালী বা তা পূর্ণ বিকাশলাভ করছে। প্রত্যেক যুদ্ধই অন্যভাবে রাজনীতিরই অবিচ্ছেদ্য রূপান্তর। উপনিবেশসমূহের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের রাজনীতিই ***অবশ্যম্ভাবীরূপ*** নেয় সাম্রাজ্যবাদী ***বিরোধী*** যুদ্ধে। এই ধরনের যুদ্ধ পরিণত হতে পারে বর্তমানের 'বৃহৎ' সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে, আবার অন্যদিকে নাও হতে পারে। এটা নির্ভর করে অনেক বিষয়ের উপর।

উদাহরণ: বৃটেন এবং ফ্রান্স উপনিবেশ দখলের জন্য সাত বছর ধরে[৬৮] যুদ্ধ করেছিল। অন্যকথায়, তারা লিপ্ত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে (যা কেবল সম্ভব দাসত্ব ও প্রাচীন পুঁজিবাদের ফলে সংগে সংগে আধুনিক উচ্চ-বিকাশশীল পুঁজিবাদের ফলেও)। ফ্রান্স যুদ্ধে হেরে গিয়ে তার কিছু উপনিবেশ খোয়ায়। বেশ কয়েক বছর পর কেবল বৃটেনের বিরুদ্ধেই উত্তর আমেরিকা রাষ্ট্রে শুরু হয় জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। বর্তমান আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্রের কয়েকটি উপনিবেশের দখলদার ফ্রান্স ও স্পেন বৃটেনের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামরত ঔপনিবেশিক সংস্থার সংগে মিত্র চুক্তি করে। তারা একাজ করেছিল তাদের বৃটেনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবশতঃ; অর্থাৎ তাদের নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের তাগিদে। মার্কিন সেনাবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিল ফরাসী সেনা বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে। আমরা এখানে দেখতে পাই একটা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, যাতে সাম্রাজ্যবাদী বিরোধ যুক্ত হলেও এক্ষেত্রে তার ভূমিকা গৌণ, যার কোন প্রকৃত গুরুত্ব নেই। কিন্তু এটা ঠিক ১৯১৪-১৬ সালের যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা (সেখানে অস্ট্রিয়া-সাইবেরীয় দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরোধিতার লড়াইয়ের তুলনায় একেবারেই গৌণ ছিল) নির্বিচারে সাম্রাজ্যবাদ ধারণার প্রয়োগ করা তাই ঠিক হবে না, এবং এই সিদ্ধান্তও করা ভুল হবে যে জাতীয় যুদ্ধ 'অসম্ভব'। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পারস্য, ভারতবর্ষ ও চীন এই তিনটি দেশ একত্রিত হয়ে যে কোন একটি বা একাধিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সম্ভব এবং সম্ভাবনাও থাকতে পারে, কারণ এই যুদ্ধ এই সব দেশেরই জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। এই ধরনের যুদ্ধের

বর্তমানের দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধেও পরিবর্তিত হতে পারে, যদিও তা নির্ভর করে অনেক অসংখ্য কারণের উপর এবং তা যে কি সে সম্পর্কে কোন কিছু নিশ্চয় করে বলাও অসম্ভব।

১৯১৬ সালের জুলাই মাসে লেখা।
সোবোর্নিক সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাটার
১ম সংখ্যায় ১৯২৬ সালের অক্টোবরে প্রথম প্রকাশিত।
স্বাক্ষর : এন. লেনিন।

খণ্ড ২২, পৃ: ৩০৯-১১

মার্কসবাদের ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি

(সারাংশ)

অর্থনীতিগতভাবে সাম্রাজ্যবাদ (বা ফিনান্স পুঁজির যুগ—এ কেবল কথার কথা নয়) রুশ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়, যাতে উৎপাদন এত বিশাল ও ব্যাপক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে যার ফলে *অবাধ প্রতিযোগিতা ক্রমে একচেটিয়ার পথ করে দেয়।* সাম্রাজ্যবাদের এটাই হল *অর্থনৈতিক* মূলতত্ত্ব। একচেটিয়া নিজেই গঠন করে ট্রাস্ট, সিণ্ডিকেট ইত্যাদি, বৃহৎ ব্যাংকের অন্তর্নিহিত ব্যবস্থায়, কাঁচামালের উৎসের ক্রয়ের ব্যাপারে, এমনকি ব্যাংক ব্যবস্থার একত্রীকরণেও। সবকিছুই অর্থনৈতিক একচেটিয়ার সংগে সম্পর্কযুক্ত।

একচেটিয়া পুঁজিবাদ (সাম্রাজ্যবাদ হল একচেটিয়া পুঁজিবাদ) নামের নতুন অর্থনীতির রাজনৈতিক কাঠামো হল গণতন্ত্র থেকে রাজনৈতিক ফলাফলের প্রকাশ। গণতন্ত্রের সংগে অবাধ প্রতিযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে। আর রাজনৈতিক প্রবণতার সংগে সম্পর্ক আছে একচেটিয়ার। রুডলফ হিলফারদিং তাঁর *ফিনান্স পুঁজি* বইটিতে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে 'ফিনান্স পুঁজি আধিপত্য বিস্তারের জনাই ব্যগ্র, স্বাধীনতা দিতে নয়।'

সাধারণ নীতি থেকে 'বৈদেশিক নীতিকে' আলাদা করে দেখিয়ে কেবল বৈদেশিক নীতির সংগে স্বরাষ্ট্র নীতির পার্থক্য করাটা মূলতঃ ভুল, অমার্কসীয় ও অবৈজ্ঞানিক। বৈদেশিক ও স্বরাষ্ট্র উভয় নীতিতেই সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রের নিয়ম ভাঙার প্রবণতা যোগায়, এগিয়ে যায় তার প্রতিক্রিয়ার দিকে। এই বিচারে সাম্রাজ্যবাদকে নির্দ্বিধায় বলা যায় *সাধারণভাবে গণতন্ত্র বিরোধী*, সব গণতন্ত্রেরই বিরোধী, কেবল তার কোন একটা বিশেষ রূপ যেমন জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ইত্যাদি নয়।

সাম্রাজ্যবাদ সাধারণভাবে গণতন্ত্রের বিরোধী হওয়ার ফলে তা জাতীয় প্রশ্নেও গণতন্ত্রের বিরোধী। (অর্থাৎ, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে), সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রকে অস্বীকার করতে চায়। সেই একই বিচারে ও একই অর্থে তাই সাম্রাজ্যবাদে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অনেক কঠিন কাজ, (তুলনামূলকভাবে একচেটিয়া পুঁজিবাদের পূর্ববর্তী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে), বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় জনগণকে সংগঠিত করা এবং কর্মকর্তাদের নির্বাচনের প্রশ্নে। 'অর্থনীতির দিক থেকে' গণতন্ত্রের কোন কথাই অবশ্য অসম্ভব বলে মনে হয় না।

কিয়েভস্কি সম্ভবত এখানে ভুলপথে চালিত হয়েছেন কারণ (অর্থনৈতিক পর্যালোচনা বোঝার মত তাঁর সাধারণ বিবেচনার অভাব থাকায়) তিনি ফিলিস্তাইনদের অধিকার বলতে (অর্থাৎ, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য দেশ দখল করার বাসনা, বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ভংগ করা) বুঝেছেন যে তা হল বৃহত্তর দেশে ফিনান্স পুঁজির 'বিস্তৃতির' (প্রসার) সংগে সমার্থক।

কিন্তু ফিলিস্তাইনদের চিন্তানুযায়ী কখনও তাত্ত্বিক সমস্যার বিচার করা উচিত নয়।

অর্থনীতিগতভাবে সাম্রাজ্যবাদ হল একচেটিয়া পুঁজিবাদ। সম্পূর্ণ একচেটিয়া অধিকারের জন্য সমস্ত প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হয়, কেবল আন্তর্দেশীয় বাজারেই নয় আন্তর্জাতিক বাজারেও, এমন কি সারা বিশ্বের বাজারে। 'ফিনান্স পুঁজির যুগে' 'অর্থনীতিগতভাবে' বিদেশের বাজারেও প্রতিযোগিতা দূর করা কি সম্ভব? নিশ্চয়ই তা সম্ভব। এটা করা হয় প্রতিযোগীর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ও কাঁচামালের যোগানের উপর সেই প্রতিযোগীর আধিপত্য ও তার অন্যান্য সহযোগী সংস্থার অবস্থার বিচারে।

সাম্রাজ্যবাদের অর্থনীতির (বা একচেটিয়া পুঁজিবাদের) প্রকাশে আমেরিকার ট্রাস্টগুলিই হল প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তারা তাদের প্রতিযোগীদের কেবল অর্থনীতিগতভাবেই হটায় না, প্রয়োজনে রাজনৈতিক এমন কি খুন-খারাপির পন্থাও অবলম্বন করে। অবশ্য একথা ভাবা খুবই ভুল হবে যে ট্রাস্ট তার কেবল অর্থনীতির দ্বারাই একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। বাস্তবে এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে তা 'সম্ভব'। ট্রাস্ট তাদের প্রতিযোগীর মূলধনকে অবমূল্যায়ন করে ব্যাংকের মাধ্যমে (ট্রাস্টের মালিকই ব্যাংকের মালিকানা গ্রহণ করে, ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করে) তাদের যোগানীকৃত শস্যের অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে (ট্রাস্টের মালিক শেয়ার কিনে রেল পথেরও মালিক হয়ে যায়), এমন কিছু সময় ট্রাস্ট প্রকৃত মূল্যের চেয়ে তার দ্রব্যাদি কম মূল্যেও বিক্রয় করে, এ জন্য তারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা খরচ করে তার প্রতিযোগীকে নিঃশেষ করে দিতে, তারপর তার উদ্যোগ সংস্থাসমূহ ও কাঁচামালের উৎসস্থান ইত্যাদি সবই ক্রয় করে নেয় (খনি, জমি ইত্যাদি সবই)।

এখানেই পরিষ্কার ট্রাস্টের অর্থনৈতিক পর্যালোচনা ও তার বিস্তৃতির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। এই হল নিখুঁত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্প্রসারণের পদ্ধতি, কল-কারখানা ক্রয় করে নেওয়া, কাঁচামালের উৎসস্থানগুলি ক্রয় ইত্যাদি।

এক দেশের বৃহৎ ফিনান্স পুঁজি রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন অন্যদেশের প্রতিযোগীকে এইভাবে ক্রয়ের চেষ্টা করে, এবং ক্রমাগতই তা করতে থাকে। অর্থনীতির বিচারে তা সম্পূর্ণভাবেই করা সম্ভব। অর্থনৈতিক 'আগ্রাসন' সব সময়েই করা যায় রাজনৈতিক আগ্রাসন ছাড়াও, আর সেটাই চলছে ব্যাপক ভাবে। সাম্রাজ্যবাদের সাহিত্যে প্রায়ই দেখা যায় একটি শব্দ, যেমন, আর্জেন্টিনা প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনের একটি 'বাণিজ্য উপনিবেশ', বা পর্তুগাল প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনের 'ল্যাংবোট' ইত্যাদি। আর প্রকৃতপক্ষে সেটাই ঘটনা : বৃটিশ ব্যাংকের উপর নির্ভরশীলতা, ব্রিটেনের কাছে ঋণ, বৃটিশ কর্তৃক এই সব দেশের রেলপথ, খনি, জমি ইত্যাদি সব-কিছুর উপর আধিপত্যের ফলে ব্রিটেন এইসব দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেও তার অর্থনৈতিক আগ্রাসন কায়েম করতে পেরেছে।

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ হল রাজনৈতিক স্বাধীনতা। সাম্রাজ্যবাদ এই ধরনের স্বাধীনতা খর্ব করতে চায় কারণ রাজনৈতিক সম্প্রসারণের ফলে অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ হয় সুগম, কম ব্যয় সাপেক্ষ (কর্মচারীদের ঘুষ দিতে সুবিধা, সুযোগ পাওয়া যায় বেশি, আর প্রয়োজনীয় আইনও তৈরী করে নেওয়া যায় সহজে, ইত্যাদি), বেশি সুবিধাজনক ও কম ঝামেলার ব্যাপার—যেমন সাম্রাজ্যবাদে গণতন্ত্রকে হটিয়ে মুষ্টিমেয়ের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদে আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থনৈতিক অধিকার স্থাপন অসম্ভব বলা মানে নেহাৎ বাজে কথা বলা।

কিয়েভস্কি এক অতি সাধারণ ও অস্বাভাবিক মানসিকতায় এই তাত্ত্বিক অসুবিধার কথাগুলি তুলে ধরেন, জার্মানীতে যাকে বলা হয় 'বার্সিকোজ' শব্দাবলী, অর্থাৎ আদিম এবং গ্রাম্য শব্দাবলী যার প্রচলন স্বভাবতই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তিনি লিখেছেন, 'সার্বজনীন ভোটাধিকার, আট ঘণ্টার কাজের দিন এমনকি গণতন্ত্রের সংগেও যুক্তি দিয়ে বোঝাতে গেলে সাম্রাজ্যবাদের সংগে সামঞ্জস্য রয়েছে, যদিও সাম্রাজ্যবাদ এ সকলকে মোটেই প্রীতির চোখে দেখে না এবং সেই কারণে তা লাভ করাও দুঃসাধ্য।'

এই ধরনের 'বার্সিকোজ' বক্তব্যের প্রতি অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রকে প্রীতির চোখে দেখে না—যা কিনা এক অদ্ভুত শব্দ যার উজ্জ্বলা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতেও চলে না, আমাদের কোন আপত্তি থাকতো না, যদি এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তর্কের খাতিরেও আরো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পর্যালোচনা এই বক্তব্যের সংগে দেওয়া হত।

এই কথার অর্থ কি? 'সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রের প্রতি বিমুখ?' এবং কেন?

গণতন্ত্র হল পুঁজিবাদী সমাজের রাজনৈতিক চরিত্রের এক সম্ভাব্য কাঠামো. আর তাছাড়া, বর্তমান অবস্থায় এটাই হল সবচেয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রের প্রতি বিমুখ বলার অর্থই হল সাম্রাজ্যবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। এটা হতে পারে যে কিয়েভস্কি তার সিদ্ধান্তে গণতন্ত্রের প্রতি সদয় নন, বা তার প্রতি প্রচণ্ড বিমুখ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা অস্বীকার করা যায় না।

এরই প্রসঙ্গ নিয়ে বলা যায়, সাম্রাজ্যবাদ ও গণতন্ত্রের এই বৈপরীত্যের বৈশিষ্ট্য কি? এটা কি যৌক্তিক না অযৌক্তিক বৈপরীত্য? কিয়েভস্কি কোন চিন্তা না করেই একে 'যৌক্তিক' বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি যে 'প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে, চান সেটাই যে ঢাকা (পাঠক ও লেখকের দৃষ্টি ও মনের থেকে) পড়ে যাচ্ছে, সেদিকটা ভেবে দেখেন নি। সেই প্রশ্নটা হল রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক; কোন এক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কাঠামোতে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও তার অবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক। মানুষের সব আলোচনাই 'যৌক্তিক' আলোচনা বলা একটা অর্থহীন কথার কথা ছাড়া কিছুই নয়। আর এই কথার ভিত্তিতেই কিয়েভস্কি এই প্রশ্নের গূঢ়তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারেন না, যেমন এটা কি ১) দুটি *অর্থনৈতিক* অবস্থার মধ্যে পার্থক্য না প্রস্তাবনার মধ্যে? এটা কি *রাজনৈতিক* অবস্থার বিরোধ না সম্ভাবনার? ৩) বা *অর্থনৈতিক* ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে প্রস্তাবনার বিরোধ?

কারণ এগুলিই হল আলোচনার সারবস্তু, বিশেষত আমরা যখন যে কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক কাঠামোতে অর্থনৈতিক অসাফল্য বা সাফল্য নিয়ে আলোচনা করি।

যদি কিয়েভস্কি আলোচনার সারবস্তুকে নস্যাৎ করে না দিতেন, তাহলে তিনি বুঝতেন যে সাম্রাজ্যবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যে বৈপরীত্যের অর্থই হল পরবর্তী সময়ের পুঁজিবাদের অর্থনীতি (বিশেষত একচেটিয়া পুঁজিবাদ)'র সঙ্গে সাধারণ ভাবে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বৈপরীত্য। কারণ কিয়েভস্কি কখনই প্রমাণ করবেন না যে, যে কোন প্রধান এবং মূল গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যই (যেমন, কর্মকর্তাদের নির্বাচনের জনপ্রিয়তা, সংঘবদ্ধ হওয়া বা সংগঠন করার স্বাধীনতা প্রভৃতি) বিষয়গুলি গণতন্ত্রের চেয়েও সাম্রাজ্যবাদে কম বিরোধী চিন্তা (যাকে বলা যেতে পারে যে অনেক বেশী সদয়)।

আমাদের বক্তব্যে তাহলে আমরা প্রস্তাব করছি যে সাম্রাজ্যবাদ 'যুক্তিগত' ভাবেই সাধারণভাবে *সমস্ত* রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিরোধিতা করে। অবশ্য এই যুক্তিতে কিয়েভস্কির মুখে হাসি ফুটবে না, কারণ এর ফলে তাঁর তৈরী সমস্ত অযৌক্তিক মতবাদগুলি নস্যাৎ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা তার কি করতে

পারি ? আমরা কি এমন কোন মতবাদ গ্রহণ করবো যা অন্য মতবাদের যুক্তির তোড়ে উড়ে যাবে এবং যা কিনা এমন মতবাদ যে 'সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রের প্রতি সদয় হওয়ার চরম বিপক্ষে এমন কথা চলে ?

আরো আছে। কেনই বা সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রের প্রতি সদয় হওয়ার প্রতি বিমুখ। আবার কি ভাবেই বা সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রের সংগে তাদের অর্থনীতির 'যোগাযোগ' ঘটিয়ে কাজ চালায় ?

কিয়েভস্কি এদিকে কোন চিন্তাই করেন নি। গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র সম্পর্কে এংগেলসের দেওয়া ব্যাখ্যা আমরা কিয়েভস্কিকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এই ধরনের সরকারে কি সম্পদ প্রাধান্য লাভ করতে পারে ? এই প্রশ্নও জড়িত রয়েছে অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে বৈপরীত্যের সংগে।

এংগেলস উত্তর দিয়েছেন, 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার মধ্যে সম্পত্তির (তার নাগরিকের মধ্যে) কোন পার্থক্য আছে বলে সরকারী ভাবে জানে না। এতে সম্পদ তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে পরোক্ষভাবে কিন্তু বেশ নিশ্চিত ভাবেই। একদিকে সরকারী আমলাদের সরাসরি অসাধুতার জন্য—যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে আমেরিকায়, অন্যদিকে সরকার এবং স্টক এক্সচেঞ্জের অশুভ আঁতাতের দ্বারা......'

এখানেই পুঁজিবাদে গণতন্ত্রের সফলতায় অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের একটা সুন্দর উদাহরণ পেয়ে গেছি আমরা। আর সাম্রাজ্যবাদ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জনের প্রশ্নটিও এর সংগে জড়িত।

ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক 'যুক্তিগত ভাবে' পুঁজিবাদের বিরোধিতা করে, কারণ 'সরকারী ভাবে' এতে ধনী ও দরিদ্রকে একই মাপকাঠিতে বিচার করা হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে এখানেই রয়েছে পার্থক্য। সাম্রাজ্যবাদ আর গণতন্ত্রের মধ্যেও রয়েছে একই পার্থক্য, আর এই পার্থক্য হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় তখনই যখন অবাধ প্রতিযোগিতার বিলুপ্তি ঘটিয়ে আস্তে আস্তে স্থান দখল করে একচেটিয়া কারবার, আর তখনই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন হয়ে ওঠে আরও অসুবিধাজনক।

তাহলে কি ভাবে পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের সংগে সামঞ্জস্য বজায় রাখে ? মূলধনের সর্বশক্তিমত্তাকে পরোক্ষ ভাবে কার্যকরী করে। তার জন্য দু রকমের অর্থনৈতিক উপায় আছে. ১) সরাসরি ঘুষের দ্বারা আর ২) সরকার ও স্টক এক্সচেঞ্জের সহযোগিতায় (আমাদের তত্ত্বে সেই কথাই বলা হয়েছে—বুর্জোয়া ব্যবস্থায় ফিনান্স পুঁজি 'সহজেই ঘুষ দিতে পারে এবং যে কোন সরকার বা তার কর্মচারীকে কিনে নিতে পারে')।

এক সময় আমরা দেখেছি উৎপাদনের আধিপত্য, বুর্জোয়াদের আধিপত্য এবং টাকার আধিপত্য—ঘুষের ব্যাপারে (সরাসরি বা স্টক একসচেঞ্জের

মাধ্যমে) 'সাফল্যলাভ' করা যায় যে কোন পদ্ধতির সরকারে বা যে কোন ধরনের গণতন্ত্রেই।

এ প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদের পথ করে দেয় তাহলে এই অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে কিসের পরিবর্তন ঘটে—অর্থাৎ যখন প্রাক-একচেটিয়া পুঁজিবাদকে সরিয়ে স্থান করে নেয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ?

তাতে কেবল স্টক এক্সচেঞ্জেরই ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কারণ ফিনান্স পুঁজি যখন শিল্প পুঁজিতে পারিণত হয় তখনই সে পেঁাছায় পুঁজিবাদের শীর্ষে, এর ফলে একচেটিয়া স্তর ব্যাংক পুঁজির সংগে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। বৃহৎ ব্যাংকগুলি স্টক এক্সচেঞ্জের সংগে মিলে যায় বা তাদের গ্রাস করে ফেলে (সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে বলে যে স্টক এক্সচেঞ্জের ভূমিকা হ্রাস পায় তখন, কিন্তু কেবল একটাই অর্থ তার, অর্থাৎ প্রত্যেকটি বৃহৎ ব্যাংকই প্রকৃতপক্ষে এক একটি স্টক এক্সচেঞ্জে রূপান্তরিত হয়)।

তাছাড়া, যদি সাধারণভাবে 'সম্পদ' ঘুষ বা স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে যে কোন গণতান্ত্রিক সরকারের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারে তাহলে কিভাবে কিয়েভস্কি একথা বলেন, যা কিনা 'মুক্তির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী' যে ব্যাংক এবং ট্রাস্ট তাদের লক্ষ লক্ষ টাকার প্রভৃত সম্পদ দিয়েও বিদেশী অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন, গণতন্ত্রের ফিনান্স পুঁজির উপর আধিপত্য 'অর্জন' করতে পারে না?

বেশ! বিদেশী রাষ্ট্রের রাজকর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে বশীভূত করা যায় না? না, 'সরকার এবং স্টক এক্সচেঞ্জের আঁতাত' কেবল যার যার নিজের দেশেই সম্ভব?

আগস্ট-অক্টোবরে ১৯১৬ সালে লেখা।

জভেজদা পত্রিকার ১ম ও ২য় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত ১৯২৪ সালে। স্বাক্ষর: *ভি. লেনিন*

খণ্ড ২৩, পৃঃ ৪২-৪৭

সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রে বিচ্ছিন্নতা

(সারাংশ)

সাম্রাজ্যবাদ এবং ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সুবিধাবাদ (সোশ্যাল-শোভিনিজমের ভড়ং-এ) যে বিপুলাকার ঘৃণ্য জয়লাভ করেছে তাদের মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে ?

আধুনিক সমাজতন্ত্রে এটাই মৌলিক প্রশ্ন। এবং আমাদের পার্টির ইতিহাস স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেই আমরা প্রথমে বর্তমান যুদ্ধ ও আমাদের সময়ের সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিতীয়তঃ সোশ্যাল-শোভিনিজম ও সুবিধাবাদ ও তাদের রাজনৈতিক ঐকামতের যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই মৌলিক প্রশ্নের পর্যালোচনা করতে পারবো, বা নিশ্চয়ই করবো।

আমাদের সাম্রাজ্যবাদের সংক্ষিপ্ততম ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা শুরু করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের বিশেষ ঐতিহাসিক বিবর্তনের স্তর। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তিন রকম : সাম্রাজ্যবাদ হল, ১। একচেটিয়া পুঁজিবাদ ২। পরগাছা বা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ ৩। মৃতপ্রায় পুঁজিবাদ। চাতুরী করে অবাধ প্রতিযোগিতাকে হটিয়ে একচেটিয়ার প্রতিষ্ঠা করাই হল সাম্রাজ্যবাদের মৌলিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য. বা *সারাংশ*। একচেটিয়া নিজেই পাঁচটি প্রধান ভাগে বিকশিত : ১। কার্টেল, সিণ্ডিকেট ও ট্রাস্ট—উৎপাদনের একত্রীকরণের ফলেই এই ধরনের পুঁজিপতিদের সংগঠন গড়ে উঠেছে ২। বৃহৎ ব্যাংকের একচেটিয়া লগ্নী করার ক্ষমতা—তিনটি, চারটি বা পাঁচটি বৃহৎ ব্যাংকই আমেরিকা, জার্মানী ও ফ্রান্সের সার্বিক অর্থনৈতিক জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করছে ৩। ট্রাস্ট ও অর্থনৈতিক অশুভ

আঁতাতে গড়ে ওঠা গোষ্ঠী কর্তৃক (ফিনান্স পুঁজি হল ব্যাংক পুঁজির সংগে সম্পৃক্ত শিল্প পুঁজি) কাঁচামালের উৎসস্থান দখল।

৪। আন্তর্জাতিক কার্টেল কর্তৃক পৃথিবীর ভাগাভাগি (অর্থনৈতিক) শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই একশ'রও বেশি অনুরূপ আন্তর্জাতিক কার্টেল গড়ে উঠেছে, যা সারা পৃথিবীর বিশ্ববাজারের উপর আধিপত্য করছে নিজেদের মধ্যে 'আপসে' ভাগাভাগি করে নিয়ে, যতক্ষণ না তাদের কোন যুদ্ধ ভাগ করে দিচ্ছে। পুঁজির রপ্তানী. যা কিনা একচেটিয়া পুঁজিবাদ পণ্য রপ্তানী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এর একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং পৃথিবীর অর্থনৈতিক ও সীমান্ত-রাজনীতির ভাগাভাগির সংগে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

৫। পৃথিবীর সীমানা ভাগাভাগির (উপনিবেশের) ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়া।

পুঁজিবাদের চূড়ান্ত পর্যায় হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ ১৮৯৮-১৯১৪ সালে প্রথম আমেরিকা ও ইউরোপে ও পরে এশিয়ায় চূড়ান্ত রূপ নেয়। বিশ্বের ইতিহাসে স্প্যানিস-আমেরিকা যুদ্ধ (১৮৯৮), অ্যাংগোলা-বুয়োর যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০২), রুশ-জাপ যুদ্ধ (১৯০৪-০৫) এবং ১৯০০ সালে ইউরোপের অর্থনৈতিক সংকট প্রধান ঐতিহাসিক পর্যায়।

সাম্রাজ্যবাদ যে পরগাছা বা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের স্বরূপ তার প্রকাশ পায় প্রথমে তার ক্ষয়িষ্ণুতায়, যা কিনা উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানায় *প্রত্যেক* একচেটিয়ারাই বিশেষত্ব। গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী ও প্রতিক্রিয়াশীল-রাজকীয় সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের মধ্যে পার্থক্য মুছে যায় কারণ এদের উভয়েই জীবিত অবস্থায় পচে মরছে (যা কোন অবস্থাতেই একক শিল্প শাখায়, কোন একক দেশে বা সময়ে অতি অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে পুঁজিবদের প্রসার ঘটে না) ; দ্বিতীয়তঃ পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণুতা প্রকাশ পায় পুঁজিপতিদের বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধির ফলে, সেই সব পুঁজিপতি যারা 'কুপন বিক্রী' করে জীবিকা নির্বাহ করে। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং জার্মানী এই চারটি প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রত্যেকটিতেই এক হাজার থেকে দেড় হাজার কোটি ফ্রাঁ মূলধন লগ্নী হিসাবে জমা রেখেছে, যা থেকে তারা বছরে পাঁচ থেকে ছয় শ' কোটি ফ্রাঁ আয় করছে। তৃতীয়তঃ পুঁজি রপ্তানী করে পুঁজিবাদের পরগাছা বাড়িয়ে তুলছে। চতুর্থতঃ ফিনান্স পুঁজি কেবল আধিপত্য বিস্তারই করে, কাউকে স্বাধীনতা দেয় না।' সমস্ত অবস্থাতেই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশই হল সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য। সংগে সংগে বেড়ে চলে দুর্নীতি, বিপুল পরিমাণে ঘুষ ও নানা রকম জোচ্চুরি। পঞ্চমতঃ দুর্বল জাতির শোষণ—যা কিনা পররাজ্য গ্রাসের সংগে অংগাংগীভাবে জড়িত এবং মাত্র কয়েকটি 'শক্তিশালী' দেশ কর্তৃক উপনিবেশসমূহের শোষণের ফলে 'সভ্য' দুনিয়াকে ক্রমে ক্রমে লক্ষ কোটি 'অসভ্য' জাতির পরগাছা করে তোলে। সমাজের ব্যয়েই বেঁচে ছিল রোমের প্রলেতারিয়েত। আর আধুনিক

সমাজ বেঁচে থাকে আধুনিক প্রলেতারিয়েতের উপর নির্ভর করে। সিসমোণ্ডির [১] এই গভীর ব্যাখ্যার প্রতি মার্কস বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ কিছুটা অবস্থার পরিবর্তন করে। সাম্রাজ্যবাদী দেশের সুবিধাভোগী কিছু সংখ্যক উচ্চবিত্ত লোক জীবন ধারণ করে লক্ষ লক্ষ অসভ্য জাতির উপর।

এটা পরিষ্কার যে কেন সাম্রাজ্যবাদ হল 'মৃতপ্রায়' পুঁজিবাদের নামান্তর, আবার পুঁজিবাদের উত্তরণ হচ্ছে সমাজতন্ত্রে: একচেটিয়া, যার সৃষ্টি হয়েছে পুঁজিবাদ থেকেই, তা ইতিমধ্যেই মৃতপ্রায় পুঁজিবাদে পর্যবসিত হয়েছে, অর্থাৎ এর সমাজতন্ত্রে উত্তরণও শুরু হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদে শ্রমিকদের অত্যধিক পরিমাণে 'সমাজতন্ত্রী'করণের (যাকে সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদাররা বলেছেন 'পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত') ফলেও দেখা যায় একই ফল।

১৯১৬ সালের অক্টোবরে লেখা

১৯১৬ সালের *সোশ্যাল ডেমোক্রাট* পত্রিকার ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত। স্বাক্ষর এন. লেনিন।

খণ্ড ২৩, পৃঃ ১০৫-০৭

বোরিস সোভারিনকে লেখা খোলা চিঠি

(সারাংশ)

আমিও ভাগাভাগির প্রশ্নে জড়িয়ে পড়েছি, যে প্রশ্ন তুলেছেন স্বয়ং সোভারিন। ভাগাভাগি! এই একই কথা শুনিয়ে সমাজতান্ত্রিক নেতারা অন্যদের ভয় দেখাচ্ছেন, যেটাকে তাঁরা নিজেরাই ভয় করেন সবচেয়ে বেশি। 'নতুন আন্তর্জাতিকতার প্রতিষ্ঠা করে কোন মহান উদ্দেশ্য সাধিত হবে?'— প্রশ্ন করেছেন সোভারিন। 'অজন্মার পরিপ্রেক্ষিতে এর কার্যকরী ক্ষমতা হবে ক্ষুদ্র, আর সংখ্যার দিক দিয়েও এটা হবে অত্যন্ত দুর্বল।'

কিন্তু দৈনন্দিন ঘটনার ফলে দেখা যায় যে যেহেতু তারা *নিজেরাই ফাটল ধরার ভয়ে ভীত*, তাই ফ্রান্সের প্রেসম্যান এবং লোংগে, জার্মানীর কাউৎস্কি ও লেদেবুর এর 'কার্যাবলী' অজন্মার ফলে মিইয়ে গেছে এবং যেহেতু জার্মানীর কার্ল লিবনেকত এবং ওট্টো রুহিল এই ফাটলের ভয়ে ভীত নন এবং তাঁরা বলেছেন যে এই বিচ্ছিন্নতা *প্রয়োজন* (১৯১৬ সালের ১২ জানুয়ারি Vorwarts-এ লেখা Ruhle-এর চিঠি) এবং সেই মত কাজ করতে দ্বিধাও করেন নি, তাই তাদের কার্যাবলী প্রলেতারিয়েতের কাছে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—*তাদের সংখ্যাগত দুর্বলতা সত্ত্বেও*! ১০৮ জনের বিরুদ্ধে মাত্র দুজন, লিবনেকৎ আর রুহল। কিন্তু এই দুই জনেই শোষিত জনগণের লক্ষ জনের প্রতিনিধিত্ব করে, এরা তাদেরই প্রতিনিধি, সেই জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু অংশের, যারা আগামী দিনের জনসংখ্যার প্রতিনিধি এবং সেই বিপ্লব যা প্রতিদিনই বেড়ে উঠছে আর এগিয়ে চলেছে পরিণতির দিকে। অন্যদিকে সেই ১০৮ জন হল প্রলেতারিয়েতের মধ্যে দাস মনোভাবাপন্ন বুর্জোয়া তোষণকারীর প্রতিনিধি।

ব্রিজোনের কার্যাবলী, যখন সে কেন্দ্র বা জলাভূমির দুর্বলতায় অংশ নেয়, তখনই তা অজন্মা জনিত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আর বিপরীত পক্ষে তারাই আবার সুফলা হয়ে প্রলেতারিয়েতকে জাগাতে, সংগঠিত করতে ও সজীব করতে চায়। যখন প্রকৃতপক্ষে ব্রিজোন নিজেই ধ্বংস করে 'ঐক্য' যখন তিনি নিজেই সাহসের-সংগে সংসদে ঘোষণা করেন, 'যুদ্ধ নিপাত যাক!' এবং যখন তিনি জনসমক্ষে সত্য কথাটাই প্রকাশ করে বলেন যে মিত্র গোষ্ঠী রাশিয়াকে কনস্টান্টিনোপল পাইয়ে দেওয়ার জন্যই যুদ্ধ করছে।

প্রকৃত বিপ্লবী আন্তর্জাতীয়তাবাদীরা কি প্রকৃতই সংখ্যাগতভাবে দুর্বল? বাজে কথা! ধরা যাক ১৭৮০ সালের ফ্রান্স বা ১৯০০ সালের রাশিয়ার কথা। রাজনীতি সচেতন স্থিরচিত্ত বিপ্লবী—যারা সেই যুগের বিপ্লবী শ্রেণী বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্ব করেছে; আর আজকের রাশিয়ার বিপ্লবীরা—অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের সংখ্যার দিক থেকে খুবই দুর্বল ছিল। ওরা ছিল মাত্র কয়েকজন, তুলনামূলকভাবে তাদের শ্রেণীর ১০ হাজারে একজন বা একলক্ষে একজন। বেশ কয়েক বছর পরে অবশ্য এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন, সামান্য সংখ্যক সংখ্যালঘুই কিন্তু চালনা করেছে জনগণকে, লক্ষ লক্ষ জনতাকে। কেন? কারণ এই সংখ্যালঘুরাই প্রকৃতপক্ষে জনগণের স্বার্থের জন্য প্রতিনিধিত্ব করেছে, কারণ এরা বিশ্বাস করতো আগামী দিনের বিপ্লবের সম্ভাবনার কথা, ওরা তাদের পরম নিষ্ঠায় এই স্বার্থ রক্ষার কথা চিন্তা করতো।

সংখ্যাগত দুর্বলতা? কিন্তু কখন কবে, বিপ্লবীরা তাঁদের পরিকল্পনা তারা সংখ্যাগুরু না সংখ্যালঘু সেদিকে হিসাব করেছে? ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে আমাদের পার্টি যখন সুবিধাবাদীদের* থেকে আলাদা হওয়ার জন্য ডাক দিল এই বলে যে সুবিধাবাদীদের ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসের বিশ্বাসঘাতকতার জবাবে আলাদা হওয়াটাই হল চরম ও উপযুক্ত ব্যবস্থা, তখনও মনে হয়েছিল যে এ যেন সমস্ত জীবন থেকে ছিনিয়ে আনা কোন একজন মানুষের একক ডাক। দু বছর পার হয়েছে তারপর, আর আজ কি ঘটছে? ইংলণ্ডে এই বিচ্ছিন্নতা একটা মার্জিত পরিণতির লক্ষণ বলে মনে হয়েছে সোশ্যাল-শোভিনিস্ট হিণ্ডম্যানকে পার্টি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। জার্মানীতে সকলের চোখের সামনেই এই ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। বার্লিন, ব্রেমেন ও স্টুৎগার্তের সংগঠনগুলিকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করার কলংক তিলক পড়তে হয়েছে···যে পার্টি হল কাইজারের লেকির, যে পার্টি জার্মানীর রেনোডেল, সেমব্যাট, থমাস, গেসডেস ও তার দলবলের। আর ফ্রান্সে? একদিকে এইসব ভদ্রলোকদের পার্টি বলছেন যে এই পার্টি 'পিতৃ-

* দ্রষ্টব্য, ভি. আই. লেনিন, *সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২১, পৃঃ ২৫-৩৪।

ভূমির রক্ষায়' নিয়োজিত, আবার অন্যদিকে জিমারওয়াল্ডিস্টরা তাদের 'The Zimmerwald Socialist and the War' পুস্তিকায় বলে যে 'পিতৃভূমির রক্ষা' অসমাজতান্ত্রিক। এটা কি বিচ্ছিন্নতা নয়?

আর কিভাবেই বা সেইসব লোক, পৃথিবীর এতবড় একটা বিপর্যয়ের দুবছর পর, আধুনিক প্রলেতারীয় নেতৃত্বের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আড়াআড়ি যুক্তি দেখাতে পারেন, যারা একই দলে পাশাপাশি এতদিন কাজ করে এসেছেন:

আমেরিকার দিকে দেখুন—আর সব কিছু বাদ দিলে এটা একটা নিরপেক্ষ দেশ। সেখানেও কি আমরা এই বিভেদ শুরু হয়েছে তা লক্ষ্য করি নি? 'আমেরিকান বেবেল' ইউজিন ডেবস সমাজতান্ত্রিক পত্রিকায় ঘোষণা করেছেন যে তিনি কেবল এক ধরনের যুদ্ধকেই স্বীকার করেন, তাহল সমাজতন্ত্রের জয়লাভে গৃহযুদ্ধ, আর তিনি বরং গুলি খেয়ে মরবেন তবুও আমেরিকার যুদ্ধের খরচের জন্য এক সেণ্টও দিতে রাজী নন, (দ্রষ্টব্য: *মুক্তির কাছে আবেদন* নং ১০৩২, সেপ্টেম্বর ১১, ১৯১৫)। অন্যদিকে আমেরিকার রেনোডেলস ও সেমব্যাটরা 'জাতীয় প্রতিরক্ষা' ও 'প্রস্তুতি'র জন্য জোর ওকালতি করেন। আর হতভাগ্য লংগুয়েটস ও প্রেসম্যানরা সোশ্যাল-শোভিনিস্ট স্বদেশী আর বিপ্লবী আন্তর্জাতীয়তাবাদীদের সংগে একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্য করে চলেছে ব্যর্থ চেষ্টা।

ইতিমধ্যেই দুটি আন্তর্জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী রয়েছে। একটা হল সেমব্যাট-সুদেকম-হিণ্ডম্যান-প্লেখানভ অ্যাণ্ড কোম্পানীর আন্তর্জাতীয়তাবাদী দল। অন্যটা হল কার্ল লিবনেকৎস, ম্যাকলীন স্কটদেশীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, (যাকে শ্রমিকদের শ্রেণী সংগ্রামকে সমর্থন করায় ইংরেজ বুর্জোয়ারা সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিল), হোগল্যাণ্ড (সুইডিশ সংসদ সদস্য এবং বামপন্থী জিমারওয়াল্ডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, যাকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লবী প্রচারের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল) পাঁচজন রুশ লোকসভার দুমা সদস্য যাঁরা যুদ্ধের[৬০] বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর ফলে সাইবেরিয়ায় সারা জীবনের জন্য নির্বাসিত হয়েছিলেন, ইত্যাদি। একদিকে রয়েছে তাদের আন্তর্জাতীয়তা *যারা নিজেরাই নিজেদের সরকারকে সাহায্য করছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাধাতে* আবার অন্যদিকে রয়েছে সেই সব আন্তর্জাতীয়তাবাদী দল *যারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছে বিপ্লবী যুদ্ধ।* সংসদীয় বাগ্মিতা বা সমাজতান্ত্রিক 'প্রবক্তাদের' 'কূটনৈতিক চাল' কোনটাই পারবে না এই দুই আন্তর্জাতীয়তাবাদী দলকে একত্রিত করতে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক তার জীবনকাল অতিক্রম করেছে। ইতিমধ্যেই জন্ম নিয়েছে তৃতীয় আন্তর্জাতিক। কিন্তু যদি এই তৃতীয় আন্তর্জাতিককে অবিলম্বে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের উচ্চকুল সম্পন্ন পুরোহিত দ্বারা নামাকরণ না করা হয়, বরং তার বিরোধিতা

করা হয় (ভেণ্দায়ভেল্দ ও স্টাংনি-র বক্তৃতা দ্রষ্টব্য) তাহলে একে দিনের পর দিন শক্তিশালীই করা হবে। তৃতীয় আন্তর্জাতিক নিজেই সুবিধাবাদী-দের কবল থেকে প্রলেতারিয়েতের মুক্তির পথ করে দিয়ে জনগণকে এগিয়ে নিয়ে যাবে পূর্ণাঙ্গ ও দৃঢ় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে।

১৯১৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে লেখা।

প্রথম প্রকাশ (সংক্ষিপ্তাকারে): *লা ভেরিতে* সংখ্যা-৪৮, ১৯১৮, ২৭শে জানুয়ারি।

'*প্রলেতারস্কায়া রেভলিউৎসিয়া*' পত্রিকায় রুশ ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপে মুদ্রিত হয় ১৯২৯, নং ৭ (৯০)

খণ্ড ২৩, পৃঃ ১৯৯-২০১

পরিসংখ্যান সমাজ-বিজ্ঞান

(সারাংশ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

কয়েকটি পরিসংখ্যান

১

জাতীয় আন্দোলনের সামগ্রিক রূপ বিচার করতে এবং তার সামগ্রিক মূল্যায়নে আমাদের পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার হিসাব নিতে হবে এবং তা করতে গেলে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এবং পূর্ণাংগরূপে দুটি পদ্ধতি ঠিক করে নিতে হবে। প্রথমতঃ সব রাষ্ট্রের জনসংখ্যার জাতীয় সাযুজ্যতা ও বৈপরীত্য এবং দ্বিতীয়তঃ রাজ্যসমূহের বিভাজন (বা রাষ্ট্র-সদৃশ কোন ভূখণ্ড যাকে আমরা রাষ্ট্র বলে অভিহিত করতে পারি) যা রাজনৈতিক স্বাধীন ও পরাধীন পর্যায়ে ভাগ করা চলে।

১৯১৬ সালে সর্বশেষ প্রকাশিত পরিসংখ্যান নেওয়া যাক এবং দুটি উপাদানের উপর নির্ভর করতে হবে, একটি হল জার্মানিতে লেখা Geographical Statistical Tables, সংকলন করেছেন ওটো হবনার এবং অন্যটি ইংরেজী লেখা The Statesman's Year-Book. প্রথম উৎসটিকে ব্যবহার করতে হবে ভিত্তি হিসাবে কারণ এতে আমাদের প্রয়োজনীয় বহুল তথ্যাদি রয়েছে বিস্তারিতভাবে, আর দ্বিতীয়টিকে ব্যবহার করবো প্রথমটির সংগে মিলিয়ে নিতে বা খুব সামান্য ক্ষেত্রে প্রথমটির সংশোধনের জন্য।

আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণ শুরু করবো প্রথমে রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন এবং সবচেয়ে বেশি সাযুজ্য রয়েছে পরস্পরের মধ্যে এমন সব রাষ্ট্র নিয়ে।

এই ভাগের মধ্যে সবচেয়ে আগে আসে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি, অর্থাৎ রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলি।

এখানে রয়েছে ১৭টি রাষ্ট্র যার আবার পাঁচটি যদিও জাতীয় গঠন প্রক্রিয়ায় অন্যান্যগুলির সংগে সম্পূর্ণ সাযুজ্য থাকলেও জনসংখ্যা ও আয়তনের দিক দিয়ে খুব ক্ষুদ্রকায়। এগুলি হল, লুক্সেমবার্গ, মোনাকো, সান মেরিনো, লিচটেনস্টিন, ও অ্যান্ডোরা, যাদের সবকটির মিলিত জনসংখ্যা হল মাত্র ৩ ০,০০০ জন। নিঃসন্দেহে এইসব রাষ্ট্রকে আমাদের পর্যালোচনার মধ্যে ধরা ঠিক হবে না। বাকী ১২টা রাষ্ট্রের মধ্যে ৭টি সম্পূর্ণরূপে একই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতাভুক্ত, ইতালী, হল্যাণ্ড পর্তুগাল, সুইডেন ও নরওয়ের শতকরা ৯৯জন লোকই একই জাতীয়তাভুক্ত, স্পেন আর ডেনমার্কে এর পরিমাণ হল শতকরা ৯৬ ভাগ। এর পর আসছে তিনটি রাষ্ট্র যারা প্রায় একই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতাভুক্ত ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানী। ফ্রান্সে ইতালিয়রা সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ১·৩ শতাংশ, আর তারা সেই জমিতেই আছে যা কি না তৃতীয় নেপোলিয়ন দেশের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দখল করেছিল। ইংলণ্ডের দখলীকৃত রাষ্ট্র আয়ারল্যাণ্ডের জনসংখ্যা হল ৪·৪ মিলিয়ন, যা মোট জনসংখ্যার এক দশমাংশেরও কম (৪৬·৮মিলিয়ন) জার্মানীতে তার মোট ৬৪·৯ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে অ-জার্মান, যা কিনা ইংলণ্ডে আইরিশদের মত এক শোষিত শ্রেণীর জনসংখ্যার মধ্যে পোলস (৫·৪৭ শতাংশ) ডেনস (০·২৫ শতাংশ) ও অ্যালসাক-লোরেনের (১·৮৭ শতাংশ) সমষ্টিতে গঠিত। অবশ্য, শেষোক্ত অংশের (সঠিক জনসংখ্যা জানা যায় নি) বেশ কিছু নিঃসন্দেহে মিশে গেছে জার্মানদের সংগে, কেবল ভাষাগত ঐক্যের জন্যই নয়, তাদের স্বার্থ ও সহানুভূতির জন্যও বটে। সর্বমোট জার্মানীর জনসংখ্যার প্রায় ৫ কোটি লোক বিদেশী, বা অসমান এবং শোষিত শ্রেণীর প্রতিভূ।

পশ্চিম ইউরোপের মাত্র দুটি রাষ্ট্রই মিশ্র রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতাভুক্ত। সুইজারল্যাণ্ড, যার লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষের মত, যার মধ্যে আছে জার্মান (শতকরা ৬৯) ফরাসী (শতকরা ২১) এবং ইতালীয় (শতকরা ৮), আর বেলজিয়াম (লোকসংখ্যা ৮০ লক্ষেরও কম, যার মধ্যে সম্ভবত শতকরা ৫৩ ফ্লেমিংস ও প্রায় শতকরা ৪৭ ফরাসী) এটা লক্ষ্য করা দরকার যে এখানে প্রচণ্ড জাতীয় বৈপরীত্য থাকলেও এই সব দেশে জাতীয় শোষণের কোন প্রশ্ন নেই। উভয় দেশেই সমস্ত জাতিই সংবিধান অনুযায়ী সমান, সুইজারল্যাণ্ডে এই সাম্য প্রকৃতপক্ষেই কার্যকর করা হয়েছে, আর বেলজিয়ামে, ফ্লেমিংস জনগণের ব্যাপারে অসাম্য রয়েছে যদিও তারা সংখ্যা-গরিষ্ঠ তবে এই অসাম্য উদাহরণস্বরূপ জার্মানীতে পোলদের বা ইংলণ্ডে আইরিশদের মধ্যে যে অসাম্য দেখা যায়, যদিও এর বাইরে ওরা কি প্রথা মেনে

চলে সেটা উল্লেখ না করলেও, তার তুলনায় এ নগণ্য। * সেই কারণেই জাতীয় প্র.শ্ন সুবিধাবাদী অস্ট্রিয় লেখক কার্ল রেনার ও ওটো বাওয়ার 'জাতীয়তা-বাদী রাষ্ট্র' কথাটিকে এত বেশি করে প্রচার করেছে, যদিও তা খুব নির্দিষ্ট অর্থেই মানানসই। ধরা যাক, যদি একদিকে আমরা এই ধরনের দেশগুলির বিশেষ ঐতিহাসিক বিশেষত্বের দিকে তাকাই (যা নিয়ে পরে আলোচনা করবো) এবং অন্যদিকে এই শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত জাতীয় সাম্য এবং জাতীয় শোষণ এই দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের পর্যালোচনা করা দরকার।

যে সমস্ত দেশ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, তাতে আমরা পেয়েছি ১২টি দেশের একটি পর্যায়, যে দেশগুলি হল পশ্চিম-ইউরোপীয় রাষ্ট্র—যার মোট জনসংখ্যা ২৪২ কোটি। এই ২৪২ কোটির মধ্যে মাত্র প্রায় ৯ কোটি ৫০ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৪ ভাগ জনসংখ্যা হল শোষিত জাতির প্রতিভূ (ইংলণ্ড ও জার্মানীর) এর সংগে যদি আমরা যে সব জাতি মূল জাতি থেকে আলাদা তাদের পরিমাণও যোগ করি তাহলে আমরা পাই মোট ১৫ কোটি লোক, অর্থাৎ শতকরা ৬ ভাগ।

সর্বোপরি, এই দেশগুলিকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দেশের আওতায় ফেলা যায়: এগুলি হল সবচেয়ে উন্নত পুঁজিপতি দেশ, সবচেয়ে উন্নত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে। এদের সাংস্কৃতিক পর্যায়ও অত্যন্ত উঁচু স্তরের। জাতীয় কাঠামোর বিচারে এগুলি সমগোত্রীয় বা প্রায় সমগোত্রীয়। জাতীয় অসাম্য, বিশেষ করে রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য, এখানে খুব সামান্য ভূমিকাই পালন করে। আমরা যা পাচ্ছি তাহল সাধারণভাবে যাকে বলা হয়, 'জাতীয় রাষ্ট্র' সেই ধরনের রাষ্ট্র যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের উন্নতির ইতিহাসে যার ঐতিহাসিক ও পরিবর্তনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যাতে সাধারণভাবে পুঁজিবাদী অগ্রগতির লক্ষণ সুস্পষ্ট। কিন্তু সে সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই ধরনের রাষ্ট্র কি কেবল পশ্চিম ইউরোপেই সীমাবদ্ধ? নিশ্চয়ই না। এর সমস্ত মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যেমন, অর্থনৈতিক (অত্যন্ত বেশি এবং বিশেষ করে অতি দ্রুত পুঁজিবাদী অগ্রগতি) রাজনৈতিক (প্রতিনিধি-মূলক সরকার) সাংস্কৃতিক এবং জাতীয়তা—প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলির অস্তিত্ব আমেরিকা ও এশিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের উন্নত দেশগুলিতেও লক্ষ্য করতে হবে। জাপানের জাতীয় কাঠামো তৈরী হয়েছে দীর্ঘদিন পূর্বে এবং তার চরিত্রও সম্পূর্ণরূপে সমগোত্রীয়: সেখানের জনসংখ্যার শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশি হল জাপানী। যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের (এবং মুলাটো ও ভারতীয়দেরও) মোট সংখ্যা মাত্র শতকরা ১১·১ ভাগ। তাদেরও শোষিত জাতি বলে ধরা উচিত, কারণ ১৮৬১-৬৫ সালের গৃহযুদ্ধের ফলে তারা যে সমানাধিকার পেয়েছিল

এবং রাষ্ট্রের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃতও হয়েছিল তার অধিকাংশই ক্রমান্বয়ে খর্ব করা হয়েছে নিগ্রো প্রধান অঞ্চলে (দক্ষিণাঞ্চলে)। এটা ঘটেছে প্রগতিশীল, ১৮৬০-৭০ সালের প্রাক একচেটিয়া পুঁজিবাদের থেকে বর্তমান যুগের প্রতিক্রিয়াশীল একচেটিয়া পুঁজিবাদে (সাম্রাজ্যবাদে) উত্তরণের সময়ে। যার চিত্র পরিষ্কার ফুটে উঠেছে ১৮৯৮ সালের স্প্যানিস মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় (অর্থাৎ এটা এমন যুদ্ধ যেন লুঠের বখরা নিয়ে দুই লুঠেরার যুদ্ধ)।

সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৮৮'৭ ভাগই হল শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়, আর এর মধ্যে শতকরা ৭৪'৩ ভাগই মার্কিন আর মাত্র শতকরা ১৪'৪ ভাগ হল ভিনদেশী, অর্থাৎ বসতি স্থাপনকারী। আমরা জানি যে আমেরিকায় পুঁজিবাদের প্রসারের বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থা থাকার জন্য এবং পুঁজিবাদের এই দ্রুত অগ্রগতির ফলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে যা হয় নি, সেই রকম ভাবে এক জাতীয় পার্থক্য গড়ে উঠেছে এখানে যাতে আমেরিকা কেবল 'মার্কিন' জাতির জন্যই একক এক দেশ হিসাবে গঠিত হতে পারে।

পূর্বে বর্ণিত পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশগুলির বিশ্লেষণে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের নাম যোগ করলে আমরা পাই মোট ১৪টি রাষ্ট্র, যার মোট জনসংখ্যার পরিমাণ ৩৯ কোটি ৪০ লক্ষ, যার মধ্যে ২ কোটি ৬০ লক্ষ অর্থাৎ ৭ শতাংশ হল অসমান জাতি গোষ্ঠীর। যদিও এগুলি নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে, তবুও আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই শতাব্দীর শেষে, অর্থাৎ যখন পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে, সেই সময়ে, এই সব ১৪টি উন্নত দেশের অধিকংশই বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছে তাদের ঔপনিবেশিক নীতির প্রবর্তন করতে, যার ফলে তাদের আওতায় তাদের নিজস্ব ও উপনিবেশের এখন মোট জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৫০ কোটিরও বেশি

১৯৩৫ সালে প্রথম প্রকাশিত,
বলশেভিক পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায়

খণ্ড ২৩, পৃঃ ২৭৩-৭৬

আমাদের সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য

প্রলেতারীয় পার্টি গঠনের নির্দেশিত খসড়া

(সারাংশ)

সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার অভ্যন্তরীণ অবস্থা

রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সচেতনতা এক বিশেষ শক্তি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কেবল অলস ব্যক্তিরাই আজকের দিনে আন্তর্জাতিকতার শপথ নেয় না। এমন কি শোভিনিস্টরা, এমন কি প্লেখানভ ও পোত্রেসভ, এমন কি কেরেনস্কি, তাঁরা নিজেদের আন্তর্জাতিকতাবাদী বলে অভিহিত করেন। তাই প্রলেতারীয় পার্টির কর্তব্য হল অতি দ্রুত এবং গুরুত্ব সহকারে সংক্ষিপ্ত আকারে অথচ পরিষ্কার ভাবে কথায় আন্তর্জাতিকতার বিরুদ্ধে কাজে আন্তর্জাতিকতার প্রতিষ্ঠা করা।

কেবল সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আবেদন, আন্তর্জাতিকতার প্রতি ফাঁপা অংগীকার, বিভিন্ন বিবদমান দেশের মধ্যে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের নানা রকম সরাসরি বা পরোক্ষ 'কার্যপ্রণালী' প্রণয়ন. বিপ্লবী সংগ্রামের *প্রশ্নে* বিবদমান দেশসমূহের সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে *আপসের* প্রচণ্ড প্রয়াস, শান্তি প্রচারের *উদ্দেশ্যে* সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেস আহ্বান করা, ইত্যাদি, ইত্যাদি—সেই সব ধারণা ও চিন্তাধারার প্রবর্তকরা যত একনিষ্ঠই হোন না কেন সব কিছুই কার্যতঃ বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কেবল কথার কথা, বা খুব বেশি হলে নিষ্পাপ ও সদিচ্ছা বলে অভিহিত হতে পারে, বা শোভিনিস্টদের দ্বারা যে প্ররোচনা দেওয়া হয় তার ফাঁকিটা ধরে দেওয়া যেতে পারে। ফরাসী সোশ্যাল-শোভিনিস্ট, যে কিনা সংসদীয় বুজরুকিতে বেশ দক্ষ ও মার্জিত,

তিনি অনেক আগেই ভাবগম্ভীর চাতুর্যপূর্ণ আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে নানা শব্দের লহরী ছোটানোর রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন, তিনি সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতার বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলে সরকারে উচ্চপদ গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিচালনা, ঋণ দান দেওয়ার মতামত ব্যক্ত করার ব্যবস্থা (যেমন সম্প্রতি রাশিয়ায় চখেইদ্জে, স্কোবেলেভ সেরেতেলি ও স্তেকলভ প্রভৃতিরা করছে), নিজের দেশের বিপ্লবী সংগ্রামের বিরোধিতা ইত্যাদি, ইত্যাদি, কাজ করে বেড়াচ্ছেন।

ভাল লোকেরা প্রায়ই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের পরিণামের ভয়াবহতা ও নৃসংশতার কথা ভুলে যান। এইভাবে স্থাপিত অবস্থা কখনও কথাকে সহ্য করে না এবং নিষ্পাপ শুভেচ্ছাকে উপহাস করে।

মাত্র একটা এবং কেবল একটাই প্রকৃত পথ আছে আন্তর্জাতিকতার, তা হল মন প্রাণ দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনে সামিল হওয়া এবং এই বিপ্লবী আন্দোলন কেবল *যার যার নিজের দেশেই* শুরু করা এবং তাকে সমর্থন (প্রচার, সহানুভূতি বা অন্য দ্রব্যের দ্বারা) অর্থাৎ এই সংগ্রামকে সমর্থন করা এবং *কেবল একেই সমর্থন করা* অন্য প্রত্যেকটি দেশেরই একমাত্র অবশ্যম্ভাবী কর্তব্য।

বাকী সব কিছুই ধোঁকা দেওয়া ও ম্যানিলভের আশ্বাসের মত*।

যুদ্ধের দুই বছরে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন *প্রত্যেক* দেশেই তিনটি রূপ নিয়েছে। যে কেউ *বাস্তব*কে অস্বীকার করবে, এবং এই তিনটি রূপের অস্তিত্বকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তাদের বিশ্লেষণ করতে এবং নিরলস এই সব ধারা—যা প্রকৃত আন্তর্জাতিকতার পথের দিশারী উপেক্ষা করবে, তারাই অকৃতকার্য, অসহায় ও ভুলের মাঝে পড়বে।

তিনটি ধারা হল:

১। সোশ্যাল-শোভিনিস্ট, অর্থাৎ কথায় সমাজতান্ত্রিক কিন্তু কাজে শোভিনিজম, যারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে তাদের 'পিতৃভূমির রক্ষার' জন্য ভাবে (এবং সর্বোপরি বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধেও তাদের একই মনোভাব)

এই ধরনের লোকেরাই আমাদের শ্রেণী শত্রু। ওরা বুর্জোয়াদেরও বাড়া। এরা হল সব দেশের সরকারী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দলের সরকারী কর্মকর্তা, যেমন রাশিয়ায় প্লেখানভ ও তার সঙ্গী সাথী, জার্মানীর সেডেমেনরা

* ম্যানিলভ নাম থেকে নেওয়া, চরিত্রটি গোগোলের 'মৃতআত্মা' (Dead Souls) বইয়ের একজন সাদাসিধে ভাবপ্রবণ এক জমিদারের, যে নামের সংগে দুর্বল-চিত্ত, স্বপ্নপ্রেমিক ও তোষামোদের সামঞ্জস্য আছে।—সম্পাদক

ফ্রান্সের রেনডেলস, গেসডে এবং সেমবাট, ইতালীর বিসোলাতি ও তার দল ব্রিটেনের হিণ্ডম্যান, ফেবিয়ানরা এবং লেবোরাইটরা ('শ্রমিক পার্টির'-নেতৃবৃন্দ), সুইডেনের ব্রানটিং ও দলবল, হল্যাণ্ডের ট্রোয়েলস্ত্রা ও তার পার্টি', ডেনমার্কের স্টানিং ও তার পার্টি আমেরিকার ভিক্তর বার্জার এবং অন্য 'পিতৃভূমির রক্ষকগণ,' ও আরো অনেকে।

২। দ্বিতীয় ধারা হল 'মধ্যপন্থী' এরা গঠিত হল সোশ্যাল-শোভিনিজম ও প্রকৃত আন্তর্জাতিকতার মাঝামাঝি দোদুল্যমান মনোভাবের লোকদের নিয়ে।

'মধ্যপন্থী'রা সকলেই অংগীকার করে যে তারা মার্কসবাদী এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী, তারা অংগীকার করে শান্তির জন্য, সরকারের উপর সব রকমের 'চাপ' সৃষ্টি করার কথা বলে, তারা 'তাদের সরকার যাতে জনগণের ইচ্ছানুসারে শান্তির জন্য সচেষ্ট হয়' যে কোন উপায়ে সেই 'দাবী' আদায় করতে চায়, তারা সব রকমের শান্তি প্রচারে উৎসুক, বিনা আগ্রাসনে শান্তি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইত্যাদি, আর *তারা সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের সঙ্গেও শান্তি প্রতিষ্ঠা চায়*। মধ্যপন্থীরা 'ঐক্যের' প্রয়াসী তারা 'বিভেদের' বিরোধী।

'মধ্যপন্থী' হল পাতি-বুর্জোয়াদের মধু মাখানো শব্দ, কারণ এরা কথায় আন্তর্জাতিক হলেও ভীরুতায় সুবিধাবাদী ও কার্যে সোশ্যাল-শোভিনিস্ট।

এই বিষয়ের মূল সমস্যা হল যে 'মধ্যপন্থীরা' তাদের নিজের দেশের সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে না। এরা বিপ্লবের শিক্ষা দেয় না, এরা মনে প্রাণে বিপ্লবী সংগ্রামকে মেনে নিতে পারে না এবং এ ধরনের সংগ্রাম পরিহার করার জন্য এরা 'অতি-মার্কসবাদী' কতকগুলি বুলি যুক্তি হিসাবে খাড়া করে।

সোশ্যাল-শোভিনিস্টরা আমাদের শ্রেণী শত্রু, তারা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের *বুর্জোয়া*। তারা শ্রমিকশ্রেণীর এক অংশ বা একটা দলে প্রতিনিধিত্ব করে যাদের বুর্জোয়ারা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ঘুষ খাওয়ায় (ভাল মাইনে দিয়ে পদমর্যাদা ইত্যাদি দিয়ে) যার ফলে তাদের বুর্জোয়ারা দুর্বল ও ছোট ছোট শ্রমিককে শোষণ করে পুঁজির ভাগ-বাঁটোয়ারার পরিমাণ আরও বাড়ানোর যুদ্ধে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

'মধ্যপন্থীরা' গঠিত হয় নিয়মমাফিক উপাসক, আইনের দুষ্ট ক্ষতে ক্ষয়-প্রাপ্ত সংসদীয় পরিবেশে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদের নিয়ে। আমলারা সাধারণতঃ আরামদায়ক হাল্কা কাজকর্ম পছন্দ করে। ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিকভাবে বলতে গেলে বলা যায় এরা কোন আলাদা 'গোষ্ঠী' নয় বরং এরা হল শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের গত যুগের ফসল, যে যুগের সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৭১ সালে থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে, যা প্রলেতারিয়েতকে দিয়েছিল পরম মূল্যবান

বিশেষ করে ধীরে ধীরে একাগ্রচিত্তে নিয়মমাফিক সাংগঠনিক কাজের স্থিরতা ও ধৈর্য, যার ফলে তারা বড়, আরও বড় সংগঠন গড়ে তুলতে পেরেছিল—যার প্রকাশ পেয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের সময়, যা উন্মোচন করেছিল *সামাজিক বিপ্লবের নতুন যুগ*।

'মধ্যপন্থী'দের প্রধান নেতা ও প্রবক্তা হলেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের (১৮৮৯-১৯১৪) অন্যতম সুবিদিত প্রবক্তা কার্ল কাউৎস্কি, যিনি ১৯০৪ সাল থেকেই মার্কসবাদী হিসাবে একজন দেউলিয়া, অশ্রুতপূর্ব মেরুদণ্ডহীন এবং সবচেয়ে অব্যবস্থিত চিত্ত এবং বিশ্বাসঘাতক হিসাবে পরিচিত। এই 'মধ্যপন্থী' মনোভাবের ধারক হলেন জার্মান সংসদের কাউৎস্কি, হেসে, লেদেবুর আর তথাকথিত শ্রমিক বা শ্রমিক পার্টি[৬১] ফ্রান্সের লোংগে প্রেসম্যান এবং তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়[৬২] (মেনশেভিক), ব্রিটেনের ফিলিপ স্নোডেন, র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড এবং স্বাধীন শ্রমিক পার্টির[৬৩] এবং বৃটিশ সমাজতন্ত্রীদলের[৬৪] কয়েকজন, যুক্তরাষ্ট্রের মরিস হিলকুট এবং অন্যান্যরা ইতালির তুরতি, ত্রেভেস মোদিগ্লিয়ানি এবং অন্যানোরা, সুইজারল্যাণ্ডের রবার্ট গ্রীম ও অন্যান্যেরা, অস্ট্রিয়ার ভিক্তর এডলার ও তার দলবল রাশিয়ার সাংগঠনিক কমিটির পার্টি, অ্যাক্সেলরড মার্তভ চখেইদজ সেরেতেলি ও অন্যানারা ইত্যাদি।

স্বভাবতই এক সময় আসে যখন লোকেরা তাদের অজান্তেই সোশ্যাল-শোভিনিজম থেকে সরে আসে মধ্যপন্থীতে এবং আবার এর বিপরীত অবস্থাও হয়। প্রত্যেক মার্কসবাদীই জানেন যে শ্রেণী বিভাগ পরিষ্কার, যদিও ব্যক্তি বিশেষ সহজেই এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে চলে যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে রাজনৈতিক *ধারাও* পরিষ্কার যদিও ব্যক্তি বিশেষ সহজেই এক ধারা থেকে অন্য ধারায় স্থান পরিবর্তন করতে পারে এবং বিভিন্ন ধারাকে একত্রিত করার সব রকমের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেই।

৩) তৃতীয় ধারা—অর্থাৎ প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদী দলের প্রতিনিধিত্ব করে 'জিমারওয়াল্ড লেফট।'[৬৫] (প্রাথমিক ভাবে এই দলের সূচনা সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করানোর জন্য আমরা এদের ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরের ইস্তাহার-এর কিছু অংশ পুনর্মুদ্রিত করেছি।)

এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, যে এই দলের সোশ্যাল-শোভিনিস্ট ও মধ্যপন্থীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছেদ করেছে এবং এদের *নিজেদের* সাম্রাজ্যবাদী সরকার ও *নিজস্ব* সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অকুতোভয় বিপ্লবাত্মক সংগ্রাম। এদের আদর্শ হল: 'আমাদের প্রধান শত্রু আমাদের ঘরেই।' এরা মধু মাখানো সামাজিক-শান্তিবাদীদের শব্দাবলীর বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করছে, (সামাজিক শান্তিবাদীরা হল কথায় সমাজতান্ত্রিক, আর কাজে বুর্জোয়া শান্তিবাদী; বুর্জোয়া শান্তিবাদীরা স্বপ্ন দেখে পুঁজিবাদের আধিপত্য ও জোয়াল ঘাড় থেকে নামা ব্যতীতই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে

পারে) এবং এরা সেই সব *ধাপ্পাবাজ* লোকদেরও বিরুদ্ধে যাদের নিয়োগ করা হয়েছে বর্তমান যুদ্ধের সম্পর্কে প্রলেতারিয়েত বিপ্লবাত্মক সংগ্রাম ও প্রলেতারিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যথার্থতা, সম্ভাব্যতা ও উপযুক্ত সময়ের বিরুদ্ধাচারণ করতে।

জার্মানীতে এই ধারার সবচেয়ে ভাল প্রতিনিধি হল স্পার্টাকাস দল বা *ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ*৬৬—যাতে আছেন কার্ল লিবনেকৎ। কার্ল লিবনেকৎ এই ধারার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি এবং তিনি নবীন, প্রকৃত প্রলেতারিয়েত আন্তর্জাতিকতার প্রতিনিধি।

কার্ল লিবনেকৎ জার্মানীর শ্রমিক ও সেনাবাহিনীকে তাদের বন্দুকের মুখ *ফিরিয়ে ধবার* আহ্বান জানিয়েছিলেন তাদের *নিজেদের* সরকারের বিরুদ্ধে। কার্ল লিবনেকৎ একাজ করেছেন খোলাখুলি ভাবে একেবারে জার্মান সংসদে (রাইখস্ট্যাগ-এ)। তিনি তারপর বার্লিনের অন্যতম বৃহত্তম পার্ক পটসডামার প্লাজে এক সমাবেশ করেন এবং তাতে বে-আইনী স্লোগান লেখা পোস্টার, 'সরকার নিপাত যাক্' বিলি করেন। তাঁকে বন্দী করে *সশ্রম কারাদণ্ড* দেওয়া হয়। তিনি এখনও জার্মানীর বন্দীশালায় *শত শত* না হাজার হাজার *প্রকৃত* জার্মান সমাজতন্ত্রীদের মত যারা যুদ্ধ-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য বন্দী হয়েছে তাদের সংগেই শাস্তি ভোগ করছেন।

কার্ল লিবনেকৎ তাঁর বক্তৃতা ও লেখায় নির্মমভাবে আক্রমণ করেছেন কেবল *তার নিজের* প্লেখানভ আর পোত্রেসভ বন্ধুদেরই (শেইদেমান লেগিণ, দাভিদ ও তার দলবল) নয়, *তাঁর নিজের মধ্যপন্থীদের*ও তাঁর নিজের চেখিদজে ও সেরেতেলিদেরও (কাউৎস্কি, হেসে, লেদেবুর এবং তার দলবলকে)

একশ দশজন সংসদ সদস্যের মধ্যে কার্ল লিবনেকৎ ও তাঁর বন্ধু ওট্টো রুহল, এই দুইজন শৃংখলা ভংগ করে মধ্যপন্থীদের ও শোভিনিস্টদের সংগে 'একতা' ধ্বংস করেছিলেন এবং *সকলের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন।* লিবনেকৎ একলাই সমাজতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, প্রলেতারিয়েতের জন্য, প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবের জন্য। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিকদের বাকী সকলেই, রোসা লুক্সেমবার্গের কথা উল্লেখ করে বলতে হয় (স্পার্টাকাস দলের নেতা) ওরা সবাই 'গলিত দুর্গন্ধময় শব'।

জার্মানীর আর একটি সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতাবাদী হল ব্রেমেনের পত্রিকা 'আরবিটারপোলিটিক'।

আন্তর্জাতিকতাবাদীদের কাছাকাছি যারা আছে তারা হল, ফ্রান্সের লরিও ও তার বন্ধুরা (বোদের্রোঁ ও মেহরিম এরা আবার সামাজিক আশাবাদী দলে গিয়ে ভিড়েছেন) এবং ফরাসী ভদ্রলোক হেনরি গিলবাস্ক যিনি জেনিভাতে 'দেমে' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন; ব্রিটেনের খবরের কাগজ, The Trade

Unionist এবং ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী দল ও স্বতন্ত্র শ্রমিক পার্টি'র কয়েকজন সদস্য (যেমন, রাসেল উইলিয়াম, যিনি খোলাখুলি যে সমস্ত নেতা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের সংগে সম্পর্ক ছেদ করার আহ্বান জানিয়েছেন), স্কট দেশীয় সমাজতন্ত্রী বিদ্যালয়-শিক্ষক *ম্যাকলিন*, যাঁর যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য বুর্জোয়া বৃটিশ সরকার *সশ্রম কারাদণ্ড* দিয়েছে এবং আরও কয়েকশ ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী যারা একই কাজের জন্য জেল খাটছেন। ওরা এবং কেবল ওঁরাই, *কাজে* প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা-বাদী। যুক্তরাষ্ট্রে, সমাজতন্ত্রী শ্রমিক দল এবং সুবিধাবাদী সমাজতান্ত্রিক দলের মধ্যে যারা ১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে *দি ইণ্টার-ন্যাশনালিস্ট* পত্রিকা প্রকাশ করছে তারা, হল্যাণ্ডে, 'ট্রিবুনিস্ট'দের[৬৭] পার্টি, যারা De Tribune (প্যান্নেকুক, হেরম্যান, Gorter Wijnkoop, এবং Henriette Roland-Holst,—যদিও জিমোরওয়াল্ডএ মধ্যপন্থী ছিল, তাহলে ওরা এখন আমাদের আন্তর্জাতিকতায় যোগ দিয়েছে।) সুইডেনে, তরুণদের দল বা বাম[৬৮] দল, যা পরিচালিত লিন্দাজেন, তুরে নেরম্যান, কার্লেসন, স্ট্রোম ও জেড, হোগল্যাণ্ড দ্বারা, যারা জিমারওয়াল্ডে 'জিমারওয়াল্ড লেফ্ট' সংগঠনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেছিল এবং যারা এখন তাদের যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক সংগ্রামের জন্য জেলে রয়েছে, ডেনমার্কে ত্রিয়ের ও তার বন্ধুরা যারা ডেনমার্কের সম্পূর্ণ বুর্জোয়া 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক' পার্টি ছেড়ে দিয়েছে, যে পার্টি'র কর্ণধার হল *মন্ত্রী* স্টাউনিং, বালগেরিয়ায়, 'তেসনিয়াকি'[৬৯], ইতালিতে, আন্তর্জাতিকতার কাছাকাছি হলেন পার্টি'র সচিব, কনস্তানতিনো লাজারি এবং কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'অবন্তী'-র সম্পাদক সেরাটি, পোল্যাণ্ডে, 'রিজিওন্যাল এক্সিকিউটিভের' পরিচালনায় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক নেতাদের মধ্যে রাদেক, হেনেকি প্রভৃতি এবং রোসা লাক্সেমবার্গ, তিঝকা ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যাদের পরিচালনা করে 'চিফ এক্সিকিউটিভ' সুইজারল্যাণ্ডে, বামপন্থীদের সেই সব নেতা যারা তাদের নিজেদের দেশের সোশ্যাল-শোভিনিস্ট ও মধ্যপন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে জনমত (১৯১৭, জানুয়ারি) গঠনের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছে এবং যারা ১৯১৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি টসে-এ অনুষ্ঠিত জুরিখ ক্যানটোনাল সোশ্যালিস্ট কনভেনশনে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছে, অস্ট্রিয়ার, ফ্রেডরিক আদলার ও তার যুব বন্ধুরা যারা শয়তানী-প্রতিক্রিয়াশীল অস্ট্রিয় সরকার কর্তৃক অধুনা বন্ধ ভিয়েনার কার্ল মার্কস ক্লাবের মাধ্যমে অংশতঃ কাজ করতো, যে সরকার আদলারের জীবন নষ্ট করছে তার সাহসী অথচ দুর্ভাগ্যজনক এক মন্ত্রীর প্রতি গুলি চালনার ফলে।

এটা মতামতের গতি নিয়ে প্রশ্ন নয়, যা কিনা বামপন্থীদের মধ্যেও রয়েছে।

এটা হল *ধারার* প্রশ্ন। ব্যাপারটা হল প্রচণ্ড সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় কার্যত প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদী হওয়া সহজ নয়। সেই ধরনের লোক খুবই কম, কিন্তু এটা *কেবল* সেই সব লোকদের নিয়েই, যাদের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্র। *কেবল* তারাই হল *জনগণের নেতা*, তাদের যারা দুর্নীতির পথে ঠেলে দেয়, তারা নয়।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শোধনবাদী ও বিপ্লবী, সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে পার্থক্য উদ্দেশ্যমূলকভাবেই পাল্টাতে বাধ্য। যারা কেবল এই দাবীর মধ্যেই আবদ্ধ যে বুর্জোয়া সরকারের শান্তি স্থাপন করা উচিত বা 'জনগণের ইচ্ছা জানা উচিত' ইত্যাদি ইত্যাদি—তারা প্রকৃতপক্ষে শোধনবাদীদের মধ্যেই সুপ্ত রয়েছে। সত্যিকারের উদ্দেশ্যে *যুদ্ধের সমস্যা* কেবল *বিপ্লবাত্মক পথেই* সমাধান করা সম্ভব।

এই যুদ্ধের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, বিনা-দমনমূলক শান্তির মাধ্যমে বা জনগণ পুঁজিপতিদের যে কোটি কোটি টাকা কর দিচ্ছেন যুদ্ধের বাবদ তার বোঝা লাঘব করার মাধ্যমে· যে সব পুঁজিপতি এই যুদ্ধের বাজারে তাদের ভাগ্যকে ফিরিয়ে নিচ্ছে, এসব বন্ধ হবে এমন সম্ভাবনা নেই, কেবল প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব ছাড়া।

সবচেয়ে বিচিত্রগামী সংস্কার যা বুর্জোয়া সরকার দাবী করতে পারে, বা নিশ্চয়ই করবে তা ম্যানিলোভিজম ও সংস্কারবাদীরা ছাড়া আর কেউ দাবী করবে না। সকলেই দাবী জানাবে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের হাজারো বেড়া-জালে যেভাবে জড়িয়ে পড়েছে তা থেকে জনগণকে অবিলম্বে সেই জাল *ছিঁড়ে* বেরিয়ে আসতে দিতে হবে। আর যতদিন না তা ছেঁড়া হচ্ছে, ততদিন যুদ্ধ বিরোধী যত যুদ্ধের কথাই বলা হোক না কেন, তা হবে অলস এবং প্রবঞ্চনাপূর্ণ বাজে কথা।

'কাউৎস্কিপন্থী' ও 'মধ্যপন্থীরা' কথায় বিপ্লবী কিন্তু কাজে শোধনবাদী, তারা কথায় আন্তর্জাতিকতাবাদী কিন্তু কাজে সব সোশ্যাল-শ্যোভিনিস্টদের সমগোত্রীয়।

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯১৭, খণ্ড ২৪, পৃঃ ৭৪-৮০
পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশ করে প্রিবয় প্রকাশক
স্বাক্ষর : *এন. লেনিন*।

পুঁজিবাদী হিসাবে 'অসম্মানের' এবং প্রলেতারিয়েত তা বুঝতে পারে

আজকের *ইয়েদিনস্তভো*[10] তার প্রথম পৃষ্ঠায় বড় হরফে প্লেখানভ, দেউশ ও জাসুলিসের স্বাক্ষর করা এক ঘোষণা ছাপা হয়েছে। আমরা পড়ছি :

> 'প্রত্যেক জাতিরই স্বাধীনভাবে তার নিজের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার আছে। জার্মানীর উইলহেলম ও অস্ট্রিয়ার কার্ল, একথা কখনই স্বীকার করবে না। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আমরা রক্ষা করছি আমাদের স্বাধীনতা তৎসহ অন্যান্যদের স্বাধীনতা। রাশিয়া তার বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। সেটা তার পক্ষে অসম্মানের বোঝা বয়ে আনবে।'

এইভাবেই সব পুঁজিপতি যুক্তি দেখায়। তাদের কাছে পুঁজিপতিদের সংগে চুক্তি না মানলেই তা অসম্মানকর, যেমন মহারাজের সঙ্গে আর এক মহারাজের চুক্তি না মানাটা অসম্মানের।

শ্রমিকরা সে সম্পর্কে কি ভাবে? তারাও কি ভাবে মহারাজা ও পুঁজিপতিদের সম্পন্ন চুক্তি না মানাটা অসম্মানের?

নিশ্চয়ই নয়! শ্রেণী সচেতন শ্রমিকরা সব সময়েই এই ধরনের চুক্তি ছিঁড়ে ফেলার পক্ষপাতী, তারা কেবল সেই সব চুক্তিকেই মানে যা হয় সারা দেশের শ্রমিক ও সেনাদের ভিতর, যাতে জনগণের উপকার হবে, অর্থাৎ পুঁজিপতিদের নয়, কেবল শ্রমিক ও গরীব চাষীদের।

দুনিয়ার শ্রমিকদের নিজস্ব একটা চুক্তি আছে, যেমন, ১৯১২ সালের বেসলে ইশতেহার[11] (অন্যান্যদের মধ্যে প্লেখানভও তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন, অবশ্য পরে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন) শ্রমিকদের এই 'চুক্তি' এটাকে একটা 'অপরাধ' বলে অভিহিত করে, যা বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের পুঁজিপতিদের সুবিধার জন্য পরস্পর পরস্পরকে গুলি করতে প্ররোচিত করে।

ইয়েদিনস্তভো'র লেখকরা পুঁজিপতিদের মতই যুক্তি দেখায় (এমনই করে রেখ[১২] ও অন্যান্যরা), তারা শ্রমিকদের মত নয়।

এটা সম্পূর্ণ সত্য যে জার্মান রাজ বা অস্ট্রিয় শাসক কেউই প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতায় রাজী হবে না, কারণ উভয়েই মুকুট পরিহিত দস্যু মাত্র, যেমন ২য় নিকোলাস ছিলেন। এই একটি ব্যাপারে ইংরেজ, ইতালীয়, এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গ (২য় নিকোলাসের 'সহযোগী') কেউই এদের চেয়ে ভাল নয়। একথা ভুলে যেতে হলে হয় রাজতন্ত্রের সমর্থক হতে হয়, না হয় রাজতন্ত্রের রক্ষক হতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ মুকুটহীন দস্যু, অর্থাৎ পুঁজিপতিরাও এই যুদ্ধে তারা যে রাজন্যবর্গের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল, সেরকম প্রমাণ দেখায় নি। মার্কিন 'গণতন্ত্র', অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পুঁজিপতিরা কি ফিলিপাইনকে লুণ্ঠন করে নি, এবং তা কি এখনও মেক্সিকোকে লুঠ করছে না।

জার্মান গুচকোভ ও মিলুকোভরা যদি তারা ২য় উইলহেল্মের স্থান নেয় তাহলে তারাও হয়ে উঠবে দস্যু, এবং তারাও রুশ এবং বৃটিশ পুঁজিপতিদের চেয়ে কোন অংশে কম হবে না।

তৃতীয়তঃ রুশ পুঁজিপতিরা কি 'রাজী' হবেন তারা নিজেরা যে সব দেশ শোষণ করছেন তাদের 'স্বাধীনতা' দিতে, যেমন, আর্মেনিয়া, খিবা, ইউক্রেন ও ফিনল্যাণ্ডকে?

এই প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে *ইয়েদিন্সৎভোর* লেখকরা প্রকৃতপক্ষে *'আমাদের নিজেদের'* পুঁজিপতিদের অন্যান্য পুঁজিপতিদের সংগে লুণ্ঠনকারী যুদ্ধের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন।

দুনিয়ার আন্তর্জাতিকতাবাদী শ্রমিকেরা *সমস্ত* পুঁজিপতি সরকারের উচ্ছেদে সচেষ্ট হয়, তারা যে কোন পুঁজিপতির সাথেই সবরকম বোঝাপড়া ও চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে *বিশ্বজনীন শান্তির* জন্য, যা আনতে পারে কেবল সারা বিশ্বের বিপ্লবী শ্রমিকেরাই, তা এমন শান্তি যা 'প্রত্যেক' জাতিকে দিতে পারে প্রকৃত স্বাধীনতা।

১৯১৭, এপ্রিল ২২ (মে ৫) তারিখে লেখা।

প্রাভদায় ৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত মে ৬ (এপ্রিল ২৩), ১৯১৭

খণ্ড ২৪, পৃঃ ২২০-২১

যুদ্ধ এবং বিপ্লব

(বক্তৃতার অংশ বিশেষ)

আমেরিকার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রশ্নে আমি একথা বলবো। লোকেরা বলে যে আমেরিকা একটি গণতান্ত্রিক দেশ,—তার আছে হোয়াইট হাউস। আমি বলি : সেখানে অর্ধশতাব্দী আগেই দাস প্রথার বিলোপ হয়েছে। দাস-বিরোধী যুদ্ধ থেমেছে ১৮৬৫ সালে। তখন থেকেই কোটিপতিদের সংখ্যা বেড়েছে ব্যাঙের ছাতার মত। সারা আমেরিকা ছিল তাদের আর্থিক কব্জায়। ওরা চেষ্টা করছে মেক্সিকোকে অধিগ্রহণ করার এবং ওরা নিশ্চিতই প্রশান্ত-মহাসাগরের উপর দখল নেওয়ার জন্য জাপানের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। বহু দশক ধরে চলছে এই যুদ্ধের প্রস্তুতি। সমস্ত সাহিত্যেই একথা বলা হয়েছে। এই যুদ্ধে আমেরিকার প্রবেশ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে জাপানের সংগে যুদ্ধের প্রস্তুতি করা। মার্কিন জনগণ প্রভূত স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং তাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদান—যে সেনাবাহিনীর একটাই মাত্র উদ্দেশ্য—উদাহরণস্বরূপ জাপানের সংগে যুদ্ধ, এইসব সহজে হজম করা শক্ত। মার্কিনীরা ইউরোপীয়দের দেখাতে পারে যে এর ফল কোন দিকে গড়ায়। মার্কিন পুঁজিপতিরা তাই এই যুদ্ধের মধ্যে মাথা গলিয়েছে যেকোন ছুতায় তারা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন এই উচ্চ আদর্শের কথা সামনে রেখে বলে যে এর ফলে ছোট ছোট জাতির অধিকার বজায় রাখতে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলা দরকার।

১৯১৯ সালের ২৩শে এপ্রিল খণ্ড ২৪, পৃঃ ৪১৬-১৭

প্রাভদার ৯৩ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত

প্রথম সারা রাশিয়া কৃষক ডেপুটিদের কংগ্রেসে ১৯১৭ সালের ২২শে মে (জুন ৪) তারিখে কৃষি বিষয়ক প্রশ্নে দেওয়া বক্তৃতার অংশ বিশেষ

আমাদের পার্টির দ্বিতীয় দফার সুপারিশ হল, যে প্রত্যেক বড় অর্থনীতি, যেমন, প্রত্যেক বৃহৎ জমিদারী সম্পত্তি, রাশিয়ায় যার পরিমাণ ৩০,০০০ মত, এগুলিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব *যৌথ* কৃষিযোগ্য করে তুলতে কৃষি শ্রমিক ও বৈজ্ঞানিক কৃষি বিষয়ক কুশলীদের নিয়ে এক একটা খামার গড়ে তুলতে হবে, সংগে সংগে জমির মালিকদের যেসব পশু ও যন্ত্রপাতি আছে সেগুলিকেও কাজে লাগাতে হবে। রুশ কৃষি শ্রমিকদের পরিচালনায় এই ধরনের যৌথ কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন না করলে জমি কখনও *শ্রমজীবী মানুষের* কাছে সম্পূর্ণভাবে যাবে না। একথা নিশ্চিত যে যৌথ চাষাবাদের প্রচলন খুবই অসুবিধার ব্যাপার এবং কেউ যদি ভাবে যে উপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে লোকেদের উপর, তাহলে সেটা পাগলামিই হবে। কারণ শতাব্দীর প্রাচীন অভ্যাস কারো সহজে যেতে পারে না, আর তাছাড়া এজন্য টাকার যেমন প্রয়োজন হবে, তেমনি আবার জীবনযাত্রার সংগে মানিয়ে চলারও একটা ব্যাপার আছে। যৌথ মালিকানার পশু ও যন্ত্রপাতি দিয়ে যৌথভাবে কৃষিকার্য প্রবর্তনের এই উপদেশ, বা দৃষ্টিভংগী যদি কোন একটা রাজনৈতিক পার্টির হয় তাহলে ব্যাপারটা বাজে হয়ে দাঁড়াবে, কারণ রাজনৈতিক দলের উপদেশে জনগণের জীবনযাত্রার কোন পরিবর্তন হয় না, কারণ কোন দলের উপদেশে লক্ষ লক্ষ লোক বিপ্লবে সামিল হয় না, আর এই ধরনের পরিবর্তন দুর্বলচিত্তের নিকোলাস রোমানভকে গদীচ্যুত করার বিপ্লব থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি আবার বলছি, লক্ষ লক্ষ লোক কোন আদেশে কাজ করে না, কিন্তু যখন তারা প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে, তখনই কেবল তা করে যখন তাদের অবস্থা একেবারে অসহনীয় হয়ে ওঠে, এবং যখন জনমতের চাপ ও আত্মবিশ্বাস প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখনই তারা সকল পুরানো বাধা ভেংগে ফেলে নতুন ধারায় জীবনযাত্রাকে বইয়ে দিতে পারে। যখন আমরা

এ ধরনের উপদেশ দিই, তখন আবার সাবধান করেও বলি যে একে সাবধানে প্রয়োগ করতে হবে, এটা প্রয়োজন, একথা আমাদের সমাজতন্ত্রীদের কার্যসূচী থেকেই কেবল নেওয়া নয়, কিন্তু আমরা সমাজতন্ত্রী হিসাবে পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশগুলির অবস্থা পর্যালোচনা করেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। আমরা জানি যে সেখানে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অনেক বিপ্লবই হয়েছে, আমরা জানি যে আমেরিকায় ১৮৬৫ সালে দাস-মালিকেরা পরাজিত হয় এবং লক্ষ লক্ষ ডিসিয়েটিন জমি বিলি হয়েছে কৃষকদের মধ্যে বিনা পয়সায়, বা প্রায় বিনা মূল্যে, তা সত্ত্বেও অন্য যে কোন দেশের তুলনায় সেখানে আজও পুঁজিবাদ আধিপত্য বিস্তার করছে এবং শ্রমিক জনতাকে শোষণ নিপীড়ন করে চলেছে অন্য যে কোন দেশের চেয়ে বেশি খারাপ ভাবে। এটাই হল সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা, আর আমরা অন্য দেশ থেকে শিক্ষা লাভ করে নিশ্চিত হয়েছি যে কৃষি শ্রমিকদের দ্বারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুশলী কৃষি বিশারদের পরামর্শে যৌথভাবে কৃষিকার্য করা ছাড়া পুঁজিবাদের জোয়াল থেকে মুক্তির আর কোন আশা নেই। কিন্তু আমরা যদি কেবল পশ্চিম ইউরোপের শিক্ষা নিয়েই চলতে থাকি তাহলে সেটা রাশিয়ার পক্ষে খুবই খারাপ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ রুশ জনগণ যখন সরাসরি সেই প্রয়োজনীয়তাটা উপলব্ধি করতে পারবে তখনই তারা নতুন পথে চলার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে। আর তাই আমরা আপনাদের বলি, যে সেই চরম মুহূর্ত এসে এখন রাশিয়ার দোর গোড়ায় আঘাত হানছে। চরম প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমি যা বলি তা হল, আমরা পুরনো পদ্ধতিতে চাষাবাদ আর চালাতে পারি না। যদি আমরা আগের মত যে যার জমিতে আলাদা আলাদা ভাবে চাষাবাদ করি তাহলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য, কারণ ধ্বংস এগিয়ে আসছে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রত্যেকেই বলছে এ সম্বন্ধে, এটা গভীর চিন্তার বিষয়, এটা কেবল ব্যক্তিগত ঈর্ষার ব্যাপার নয়, এটা পুঁজিবাদের দ্বারা বিশ্বযুদ্ধ জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলা।

'ইজভেসতিয়া'য় প্রকাশিত ১৯১৭ সালের ২৫শে মে, সারা রাশিয়া কৃষক ডেপুটিদের পরিষদ, নং ১৪;
আবার 'কৃষি বিষয়ক প্রশ্নে বিষয়বস্তু' পুস্তিকাকারে ১৯১৭ সালে ডিসেম্বরে প্রিবয় প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত।

খণ্ড ২৪, পৃঃ ৫০২-০৪

সত্যের কাছাকাছি

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির ৪ঠা জুলাইয়ের সভায় বক্তৃতা করে চাইকোভস্কি অদ্ভুতভাবে সত্যের কাছাকাছি এসে গেছেন।

তিনি সোভিয়েতের ক্ষমতা দখল করা এবং এই ধরনের আরো কথা যাকে আমরা বলি 'চূড়ান্ত' যুক্তি, তার প্রচার শুরু করেছেন। তিনি বলেন, আমরা নিশ্চয়ই যুদ্ধ করবো, কিন্তু অর্থ ব্যতীত তা সম্ভব নয়, আর ব্রিটিশ ও মার্কিনরা মোটেই কোন অর্থ সাহায্য দেবে না যদি 'সমাজতন্ত্রীদের' হাতে ক্ষমতা যায়: তারা কেবল, যদি কমীরা সরকারে যোগ দেয়, তাহলেই টাকা দেবে।

এ হল সত্যের কাছাকাছি কথা।

পুঁজিপতি ভদ্রলোকদের কাছ থেকে টাকা ধার করে জনগণকে শোষণের জন্য পুঁজিপতিদের ব্যবসায়ে 'অংশ গ্রহণ' না করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রকৃত বিরোধিতা করতে হলে আমাদের জনগণকে শৃংখলিত করা ও আর্থিক বন্ধনে আবদ্ধ করার *সবরকমের* চুক্তি ভেংগে ফেলতে হবে। শ্রমিক ও কৃষকেরা অকুতোভয়ে নেবে ব্যাংকের দায়িত্বভার, নেবে উৎপাদন ও উৎপাদন সংগঠনের দায়িত্ব।

আমরাও জানি যে যদি কমীদের কাছ থেকে কোন রকম গ্যারাণ্টি না পায় তাহলে ব্রিটিশ ও মার্কিনরা আমাদের কোন টাকা দেবে না। তাহলে পরিবর্ত হল, হয় কমীদলের সেবা কর, সেবা কর পুঁজিবাদের আর বাড়াও সাম্রাজ্যবাদী ঋণের বোঝা (আর নিজেদের চিহ্নিত কর *সাম্রাজ্যবাদী* গণতন্ত্রী বলে, 'বিপ্লবী' গণতন্ত্রী আর বলো না), বা কমীদের মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ কর, সম্পর্ক চুকিয়ে দাও পুঁজিপতিদের মাঝে, ঘোচাও সম্বন্ধ সাম্রাজ্যবাদের সংগে, আর হয়ে যাও প্রকৃত বিপ্লবী বিশেষ করে যুদ্ধের প্রশ্নে।

চাইকোভস্কি সত্যের বড় কাছাকাছি এসেছেন।

১৯১৭. ৫ই জুলাই (১৮) লেখা
'Listok Pravdy'-তে ১৯১৭ সালের
১৯ জুলাই (৬) প্রকাশিত

খণ্ড ২৫, পৃঃ ১৬৩

আসন্ন বিপর্যয় ও তার প্রতিরোধ

(সারাংশ)

ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে সমস্ত জনগণেরই সুবিধা হবে, কেবল বিশেষ ভাবে শ্রমিকদেরই *নয়* (কারণ শ্রমিকদের ব্যাংকের সংগে খুব কমই কারবার), অধিকাংশ কৃষক ও ছোট শিল্পপতিদেরও হবে প্রচণ্ড সুবিধা। শ্রমের সাশ্রয় হবে প্রচণ্ড এবং যদি ধরে নেওয়া যায় যে রাষ্ট্র ব্যাংকের পূর্বতন সমস্ত কর্মচারীদেরই বহাল রাখবে তাহলে জাতীয়করণের ফলে ব্যাংককে অত্যন্ত দ্রুততালে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়ে পরিচালিত করা যাবে, তাদের শাখা সমূহের প্রসার ঘটবে, তারা জনগণের আরো নাগালের মধ্যে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্ষুদ্র মালিক, কৃষক সকলের পক্ষেই সহজ কিস্তিতে ঋণ পাওয়ার সুযোগ বেড়ে যাবে অনেকখানি। আর রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বপ্রথম রাষ্ট্র সমস্ত অর্থকরী অবস্থার একটা সঠিক *মূল্যায়ন* করতে পারবে, যা তার কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠবে, এর পর এই ব্যবস্থাকে আয়ত্তে রাখা ও এর দ্বারা অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার সমতা বজায় রাখা এবং পরিশেষে কোটি কোটি অর্থ আসবে তার রাষ্ট্রীয় বৃহৎ বৃহৎ অর্থকরী কাজকারবারে লগ্নী করার জন্য এবং এর জন্য সেই সব পুঁজিপতি ভদ্রলোকদের তাদের 'কাজের' জন্য আকাশ ছোঁয়া 'কমিশন' আর দিতে হবে না। এটাই হল কারণ এবং একমাত্র কারণ—যে জন্য সমস্ত পুঁজিপতি, সমস্ত বুর্জোয়া অধ্যাপক, সমস্ত বুর্জোয়া ও সমস্ত প্লেখানভ, পোত্রেসভ ও তাদের সেবাকারী সব দলবল, এরা জীবনমরণ লড়াইয়ে নেমেছে ব্যাংক জাতীয়করণের বিরুদ্ধে, আর তাই ওরা এই সহজ ও ক্রমবর্ধমান চাপ সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে খাড়া করছে হাজার রকম বাহানা, যদিও দেশের 'প্রতিরক্ষার' দিক থেকেও, অর্থাৎ সেনাবাহিনীর

দৃষ্টি ভঙ্গীতেও এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দেখা দেবে প্রচণ্ড সুবিধা এবং তাতে বৃদ্ধি করবে দেশের 'সামরিক শক্তি'।

নিম্নলিখিত আপত্তি অবশ্য উঠতে পারে, কেন তাহলে জার্মানী ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত অতি উন্নত দেশ 'তাদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ' করে এত সুন্দর ভাবে, ব্যাংক জাতীয়করণের কথা না ভেবেও?

কারণ, আমাদের উত্তর হল, এই *দুটি* দেশ কেবল পুঁজিপতিই নয়, এরা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রও, যদিও একটায় রয়েছে রাজতন্ত্র অন্যটায় গণতন্ত্র। সেই কারণে তারা যে সংস্কার করতে চায় তা করে প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, আর আমরা এখানে বলছি বিপ্লবাত্মক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা।

এই 'সামান্য পার্থক্যেরও' গুরুত্ব অনেক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে ভাবার 'কোন রীতিই নেই'। 'বিপ্লবাত্মক গণতন্ত্র' শব্দটি আমাদের সংগে জড়িয়ে গেছে ওতপ্রোতভাবে (বিশেষ করে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী ও মেনশেভিকদের কাছে), এটা প্রায় একটা প্রচলিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন আমরা বলি 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ'—যা এমন সব লোকের মুখেও শোনা যায়, যারা ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে ততটা অজ্ঞ নয়। বা যেমন বলা হয় 'মাননীয় সদস্য' যা অনেক সময় সংসদের কর্মচারীদেরও বলা হয়ে থাকে, যদিও প্রায় সকলেই অনুমান করতে পারে যে খবরের কাগজগুলির সৃষ্টিও সেগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করছে পুঁজিপতিরা তাদেরই স্বার্থে এবং সেই কারণেই তাই এই সব খবরের কাগজে যে সব মেকী সমাজতন্ত্রীরা লেখেন, তাঁদের কাজটাকে খুব 'সম্মানিত' একথা বলা যায় না।

যদিও আমরা 'বিপ্লবাত্মক গণতন্ত্র'কে অপরিবর্তনীয় মামুলী প্রচলিত শব্দ হিসাবে ব্যবহার না করে কেবল এর অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব গণতন্ত্রবাদী অর্থ হল বাস্তবের সংগে সম্পর্ক যুক্ত অধিকাংশের স্বার্থের হিসাব নেওয়া হয়, সংখ্যালঘুদের জন্য নয়, আর বিপ্লবী হওয়ার অর্থ যা কিছু ক্ষতিকর ও বাতিল তাকে চরম ও নির্মমভাবে ধ্বংস করা।

আমরা যতদূর জানি, আমেরিকা বা জার্মানী কোথাও সরকার বা শাসকদল কখনও 'বিপ্লবী গণতন্ত্রী বলে নিজেদের দাবী করে নি, যা আমাদের সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরা এবং মেনশেভিকরা দাবী করে (এবং যা তাদের কাছে বেশ্যাবৃত্তির মত)।

জার্মানীতে মাত্র *চারিটি* বৃহৎ বেসরকারী ব্যাংক আছে জাতীয় গুরুত্ব পর্যায়ের। আমেরিকায় আছে মাত্র *দুটি*। এই সব ব্যাংকের পরিচালকদের পক্ষে এটা খুব সহজ, সুবিধাজনক ও লাভজনকও বটে যে তারা গোপনে পরস্পরের সংগে একত্রিত হতে পারে প্রতিক্রিয়াশীল পথে কোন বৈপ্লবিক পথে নয়, কোন আমলাতান্ত্রিক পথে কোন গণতান্ত্রিক পথে নয়, সরকারী কর্ম-

চারীদের ঘুষ দিতে পারে (আমেরিকা ও জার্মানীতে এটা সাধারণ নিয়ম) এবং ব্যাংক পরিচালনায় গোপনীয়তা রক্ষা করতে, 'অতিমুনাফা' লাভের আশায় কোটি কোটি লোকের অর্থের সারবস্তুটি ভোগ করতে এবং অর্থনৈতিক জুয়াচুরি সম্ভব করে তুলতে ব্যাংকের ব্যক্তিগত সত্তা বজায় রাখা হয়।

আমেরিকা ও জার্মানী উভয় দেশেই 'অর্থনৈতিক জীবনযাত্রাকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ' করা হয় যে শ্রমিকদের কাছে (এবং অংশত কৃষকদের কাছেও) সেটা '*যুদ্ধকালীন সশ্রম কারাবাসের*' মতই মনে হয়, আর ব্যাংক মালিক ও পুঁজিপতিদের কাছে সেই সময়টাই তখন *স্বর্গের* মত। তাদের নিয়ম হল শ্রমিকদের একেবারে উপবাস করে থাকার অবস্থা পর্যন্ত 'শোষণ' করা, অপর দিকে পুঁজিপতিদের প্রাক-যুদ্ধকালীন সময়ের *চেয়েও বেশি* হারে মুনাফার নিশ্চয়তা দেওয়া (বিশেষত সেটা হয় প্রতিক্রিয়াশীল-আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই)।

১৯১৭ সালের অক্টোবরের শেষার্ধে প্রবন্ধ প্রকাশক কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।

খণ্ড ২৫, পৃঃ ৩৩২-৩৪

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

(উদ্ধৃতাংশ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রেণী-সমাজ ও রাষ্ট্র

২। সশস্ত্র লোকের বিশেষ বাহিনী, কারাগার, ইত্যাদি

এঙ্গেলস বলেন,

"প্রাচীন গোত্র (উপজাতি বা গোষ্ঠী) অনুযায়ী না করে রাষ্ট্র প্রথমে তার প্রজাদের *আঞ্চলিক ভিত্তিতে* ভাগ করে…'

আমাদের কাছে এই বিভাগই 'স্বাভাবিক' মনে হয়, কিন্তু এর জন্য একটা যুগ বা জাতিকে করতে হয়েছে দীর্ঘ সংগ্রাম সেই পুরনো গোত্র বা কৌলিক সংগঠনের সংগে।

'দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হল একটি *সামাজিক শক্তির* প্রতিষ্ঠা, যা আর কখনও সশস্ত্র শক্তি হিসাবে স্বয়ং গঠিত জনশক্তির সংগে মিশে যায় না। এই ধরনের একটা জনশক্তির প্রয়োজন, কারণ সমাজ শ্রেণী বিভক্ত হয়ে পড়ায় জনগণের একটা স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন অসম্ভব হয়ে পড়ে…এই জনশক্তি আছে প্রতিটি রাষ্ট্রেই ; এ কেবল সশস্ত্র লোক দিয়েই নয়, বৈষয়িক লেজুড়, কারাগার এবং নানা রকম জবরদস্তিমূলক সংগঠন নিয়েও তা গড়া—যে সম্পর্কে কৌলিক (গোষ্ঠী) সমাজ কিছুই জানতো না…'

সমাজ থেকে উদ্ভূত, কিন্তু সমাজের ঊর্ধ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠিত এবং ক্রমে সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলা যে 'শক্তি'টাকে রাষ্ট্র বলা হয়, এঙ্গেলস সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ শক্তিটা প্রধানতঃ কিসে? এই শক্তি

উদ্ভূত হয় বিশেষ সশস্ত্র বাহিনী ও যাদের হাতে কারাগার প্রভৃতি আছে তাদের নিয়ে।

সশস্ত্র লোকেদের আলাদা বাহিনী বলার অধিকার আমাদের আছে কেন না সমস্ত রাষ্ট্রের যা ধর্ম, সেই সামাজিক ক্ষমতাটা সশস্ত্র অধিবাসীদের সংগে, তাদের 'স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠনের' সংগে 'সরাসরি মিলে যাচ্ছে না'।

সমস্ত মহান চিন্তানায়কদের মত এংগেলসও কেবল অভ্যাসই নয় দৃঢ়মূল কুসংস্কার যা তাদের কাছে সর্বাধিক পবিত্র সেই সব দিকে শ্রেণী সচেতন শ্রমিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, যদিও দলভারি ফিলিস্তিয়ানরা সেটাকে মোটেই মনোযোগের ব্যাপার বলে মনে করে না। রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রধান হাতিয়ার হল স্থায়ী বাহিনী আর পুলিশ। এর অন্যথা হবে কিভাবে?

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশের যে সব ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্যে এংগেলস এটা লিখেছিলেন, একটা বৃহৎ বিপ্লবের মধ্য দিয়েও যারা যায় নি, ও তাকে কাছে থেকে দেখে নি; তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই এর অন্যথা হতে পারে না। তারা কখনই বুঝতে পারে না যে 'জনগণের স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন' ব্যাপারটা কি? সমাজের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত, ক্রমাগত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন লোকদের নিয়ে আলাদা বাহিনী গঠন করার প্রয়োজন হল কেন এই প্রশ্ন করা হলে পশ্চিম ইউরোপীয় ও রুশ কূপমণ্ডূকেরা তখন স্পেনসার বা মিখাইলভস্কির কাছ থেকে ধার করা কয়েকটি বুলি, যেমন, সমাজ জীবনে জটিলতা বৃদ্ধি, বৃত্তিগত পার্থক্যের ব্যবধান, ইত্যাদির নজীর দিতে থাকেন।

মনে হয় নজিরগুলি যেন 'বৈজ্ঞানিক' এবং তা যেন আপসহীন শত্রু-শ্রেণীতে সমাজের বিভাজন এই প্রধান ও মূলকথার ব্যাখ্যা শুনিয়ে সকলকে ঘুম পাড়ানো যাবে।

এই বিভাজনটা না ঘটলে, 'জনগণের স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন' তার প্রক্রিয়া, জটিলতা প্রভৃতির প্রাধান্য থেকে যষ্টিধারী আদি বানরপাল, অথবা আদিম মানুষের বা কৌলিক মানবসমাজ থেকে সংগঠন পৃথক হত। কিন্তু এই ধরনের সংগঠন তা সত্ত্বেও সম্ভব হত।

তা কিন্তু সম্ভব হল না, কারণ সভ্য সমাজ শত্রু-শ্রেণীতে, তদুপরি আপসহীন শত্রু-শ্রেণীতে বিভক্ত, তাদের 'স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্রকরণের' পরিণাম হত এই শ্রেণীগুলির মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম। পরিবর্তে দেখা দিল রাষ্ট্র, গড়ে উঠল আলাদা একটি শক্তি, সশস্ত্র লোকদের আলাদা একটা বাহিনী এবং প্রতিটি বিপ্লব রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করে আমাদের দেখায় অনাবৃত শ্রেণী সংগ্রাম, এবং আমাদের সামনে তুলে ধরে কিভাবে প্রভুত্বকারী *শ্রেণী তাদের* সেবারত সশস্ত্র লোকদের আলাদা বাহিনীকে গড়ে তুলতে চায়, কিভাবে আবার নিপীড়িত শ্রেণী গড়তে চায় সেই ধরনেরই নতুন সংগঠন, যা শোষকদের নয়, কেবল শোষিতদেরই কাজে লাগবে।

উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এংগেলস ঠিক সেই প্রশ্নটাই তুলেছেন যা কার্যক্ষেত্রে জাজ্বল্যমানরূপে এবং তদুপরি গণকর্মের আয়তনে প্রত্যেক মহা-বিপ্লবীই আমাদের সামনে তুলে ধরে, যেমন, সশস্ত্র লোকদের 'বিশেষ' আলাদা বাহিনী গঠন ও 'জনগণের স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠনের' পারস্পরিক সম্পর্ক। রুশ ও ইউরোপীয় বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে তার মূর্ত-নির্দিষ্ট নিদর্শন আমরা পরে দেখবো।

এখন ফেরা যাক এংগেলসের বক্তব্যে।

তিনি দেখিয়েছেন যে কখনও কখনও, যেমন উত্তর আমেরিকার কোথাও কোথাও এই সামাজিক শক্তি দুর্বল (কথাটা হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজের পক্ষে বিরল ব্যতিক্রম নিয়ে এবং উত্তর আমেরিকার প্রাক-সাম্রাজ্যবাদী পর্বে তার যে সব অংশে স্বাধীন কলোনিস্টদের প্রাধান্য ছিল, তাদের নিয়ে) কিন্তু সাধারণ-ভাবে বললে, তা আরও জোরদার হয় :

> 'রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শ্রেণী বিরোধ যে পরিমাণে তীক্ষ্ণ হয় এবং পরস্পর সংলগ্ন রাষ্ট্রগুলি যে পরিমাণে বৃহদাকার ও জনবহুল হয়, সামাজিক শক্তিও সেই পরিমাণে বাড়তে থাকে। শুধু বর্তমান ইউরোপের দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাব, শ্রেণী-সংগ্রাম ও বিজয়-প্রতিযোগিতা এখানে সামাজিক ক্ষমতাকে এমন উঁচুতে তুলেছে যে তা গোটা সমাজ, এমন কি রাষ্ট্রটাকে পর্যন্ত গিলে খাবে, এমন বিপদ দেখা দিয়েছে।'

এটা লেখা হয়েছিল গত শতকের ৯০-এর দশকের পরে নয়। এংগেলসের শেষ ভূমিকার তারিখ ১৮৯১ সালের ১৬ই জুন তখন ট্রাস্টের পরিপূর্ণ প্রভুত্ব, বড় বড় ব্যাংকের সর্বশক্তিমত্তা, বিপুল পরিসরে ঔপনিবেশিক কর্মনীতি, ইত্যাদি সমস্ত অর্থেই সাম্রাজ্যবাদের দিকে মোড় ফেরা সবেমাত্র শুরু হয়েছে ফ্রান্সে এবং উত্তর আমেরিকা ও জার্মানীতে তা তখনও আরো অত্যন্ত ক্ষীণ। তারপর থেকে 'বিজয়ের প্রতিযোগিতা' নিয়েছে বিপুল পদক্ষেপ, বিশেষ করে এই জন্য যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় দেখা গেল যে ভূগোলক এই সব 'বিজয়-প্রতিযোগীদের' মধ্যে, অর্থাৎ বড় বড় লুঠেরা শক্তিগুলির মধ্যে চূড়ান্তরূপে বণ্টিত হয়ে গেছে। তখন থেকেই, সামরিক ও নৌবাহিনীর অস্ত্রসজ্জা বেড়ে উঠেছে অবিশ্বাস্য মাত্রায় এবং দুনিয়ার উপর ব্রিটেন কিংবা জার্মানীর প্রভুত্ব নিয়ে, লুঠের বাঁটোয়ারা নিয়ে ১৯১৪-১৯১৭ সালের যুদ্ধটায় হিংস্র রাষ্ট্রশক্তি কর্তৃক সমাজের সমস্ত শক্তির 'গলাধঃকরণ' ঘেঁসে এসেছে পরিপূর্ণ বিপর্যয়ের কাছে।

১৮৯১ সালেই বৃহৎ শক্তিগুলির বহিঃনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

হিসাবে এঙ্গেলস 'বিজয়ঃ প্রতিযোগিতার' উল্লেখ করেছিলেন আর ১৯১৪-১৯১৭ সালে যখন ঠিক এই প্রতিযোগিতাটাই বহুগুণ তীব্র হয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্ম দিল, সোশ্যাল-শোভিনিজমের হারামজাদারা তখন 'পিতৃভূমি রক্ষা,' 'সাধারণতন্ত্র ও বিপ্লব রক্ষা' ইত্যাদি বুলি দিয়ে 'নিজ নিজ' বুর্জোয়াদের লুঠেরা স্বার্থকে আড়াল করছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্র ও বিপ্লব। ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউনের অভিজ্ঞতা। মার্কসের বিশ্লেষণ

১। কমিউনারদের প্রচেষ্টায় বীরত্ব কোনখানে?

এ কথা সবাই জানে যে, কমিউনের মাস কয়েক আগে ১৮৭০ সালের শরৎ-কালে মার্কস প্যারিস শ্রমিকদের হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন যে, সরকার উচ্ছেদের চেষ্টা হবে হতাশার মূর্খতা। কিন্তু ১৮৭১ সালের মার্চে যখন শ্রমিকদের উপর চূড়ান্ত লড়াই *চাপিয়ে দেওয়া হল* এবং তারাও তা গ্রহণ করল, যখন অভ্যুত্থান হয়ে দাঁড়াল ঘটনা, তখন তার অশুভ লক্ষণাদি সত্ত্বেও দারুণ ভাবে মার্কস তাকে স্বাগত জানান। এই 'অসময়ে' আন্দোলনকে পণ্ডিতি চালে নিন্দা করেন নি মার্কস, যা করেছিলেন মার্কসবাদের রুশী বেইমান কুখ্যাত প্লেখানভ, ১৯০৫ সালের নভেম্বরে যিনি শ্রমিক কৃষকদের সংগ্রামে উৎসাহ দিয়েও ১৯০৫'০ সালের ডিসেম্বরে উদারনীতিকদের মত চেঁচিয়ে বলেছিলেন, 'ওদের হাতিয়ার নেওয়া উচিত হয় নি।'

মার্কস অবশ্য কেবল কমিউনারদের বীরত্বে, যাকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন 'স্বর্গে আলোড়ন তোলা' কেবল উচ্ছ্বসিত হন নি। লক্ষ্যে সিদ্ধ না হলেও মার্কস এই গণ বৈপ্লবিক আন্দোলনটার মধ্যে দেখেছিলেন বিপুল গুরুত্বের একটা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, বিশ্ব-প্রলেতারীয় বিপ্লবের একটা অগ্রবর্তী পদক্ষেপ, একটা ব্যবহারিক পদক্ষেপ যা শত শত কর্মসূচী ও যুক্তির চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ, তা থেকে রণ কৌশলের শিক্ষা গ্রহণ, তার ভিত্তিতে নিজ তত্ত্বের পুনর্বিচার—নিজের জন্য এই কর্তব্য নিয়েছিলেন মার্কস।

'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারে' যে একটি মাত্র 'সংশোধন' মার্কস প্রয়োজন মনে করেছিলেন সেটা তিনি করেন প্যারী কমিউনারদের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারে'র নতুন জার্মান সংস্করণের শেষ যে ভূমিকাটিতে উভয় রচয়িতারই স্বাক্ষর আছে, তার তারিখ ১৮৭২ সালের ২৪শে জুন। এই ভূমিকায় লেখকেরা, কার্ল মার্কস ও ফেডারিক এঙ্গেলস বলেছেন, যে, 'কমিউনিস্ট ইস্তাহারের কর্মসূচী' এখন স্থানে স্থানে অচল হয়ে গেছে। তাঁরা আরও বলেছেন,

> "......*কমিউন একটা জিনিস বিশেষভাবে প্রমাণ করেছে, যে শ্রমিকশ্রেণী 'তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রকে' সরাসরি দখল করে তা নিজেদের উদ্দেশ্যে চালিত করতে পারে না*......"

এই উধৃতির একটি উধৃতি চিহ্ন দেওয়া অংশের কথাগুলি লেখকেরা 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' থেকে নিয়েছেন।

এইভাবে, প্যারী কমিউনের একটা মূল ও প্রধান শিক্ষাকে মার্কস ও এঙ্গেলস এতই বিপুল রকমের গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন যে, সেটাকে তাঁরা 'কমিউনিস্ট *পার্টির ইস্তাহারে*' একটা গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

এটা খুবই তাৎপর্যে'র বিষয় যে এই মূল সংশোধনীটাকেই সুবিধাবাদীরা বিকৃত করেছে এবং তার অর্থ'টা নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট পার্টি'র ইস্তাহারের একশ জন পাঠকের মধ্যে ৯৯ জন না হলেও অন্তত ৯০ জনই জানেন না। এই বিকৃতি নিয়ে আমরা বিশদ আলোচনা পরে করবো, বিকৃতি নিয়ে লেখা বিশেষ পরিচ্ছেদে। এখন শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমাদের উধৃত মার্কসের ঐ বিখ্যাত উক্তিটির চলতি স্থূল অর্থ' ধরা হয় এইভাবে যেন মার্কস এইখানে ক্ষমতা দখলের বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ ধীর গতিতে অগ্রগতির কথায় জোর দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা *একেবারে বিপরীত*। মার্কসের চিন্তা হল যে, তৈরি রাষ্ট্র যন্ত্রটাকে শ্রমিকশ্রেণীর *ভেঙে ফেলতে হবে, ধ্বংস করতে হবে*, কেবল তাকে আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে না।

১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল, অর্থাৎ ঠিক কমিউনের সময়েই মার্কস কুগেলম্যানকে লিখেছেন।

> 'তুমি যদি আমার *অষ্টাদশ ব্রুমেয়ারের* শেষ অধ্যায়ে চোখ বোলাও তাহলে দেখবে যে আমি ঘোষণা করেছিলাম, ফরাসী বিপ্লবের পরের চেষ্টা হবে আমলাতান্ত্রিক সামরিক যন্ত্রটাকে এতদিন যা হয়ে এসেছে সে ভাবে এক হাত থেকে অন্যহাতে হস্তান্তর করা নয়, *চূর্ণ* করা (বাঁকা হরফ মার্কস ব্যবহার করেছেন—মূলে আছে zerbrechen) এবং এটাই হল ইউরোপীয় ভূখণ্ডে সত্যকার যে কোন গণবিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত'। এবং এই চেষ্টাই করেছে আমাদের বীর প্যারিস কমরেডরা। (Die-

Neue Zeit খণ্ড ২০, ১, ১৯০১-২, পৃঃ ৭০৯) (কুগেলম্যানের কাছে লেখা মার্কসের পত্রাবলী রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে অন্ততঃ দুটি সংস্করণ, তার একটির সম্পাদনা ও ভূমিকা আমার লেখা)*

'আমলাতান্ত্রিক সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে চূর্ণ করা' এই কথাগুলির মধ্যেই রয়েছে বিপ্লবে রাষ্ট্র প্রসঙ্গে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্যের প্রশ্নে মার্কসবাদের সংক্ষেপে প্রকাশিত প্রধান শিক্ষা এবং ঠিক এই শিক্ষাটাকেই একেবারে উপেক্ষা করা হয়েছে, তাই নয় প্রচলিত কাউৎস্কি মার্কা 'ব্যাখ্যায়' মার্কসবাদের সোজাসুজি বিকৃত করা হয়েছে।

মার্কস *অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার* সম্পর্কে যে উল্লেখ করেছেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশটা আমরা পুরোপুরিই তুলে দিয়েছি।

মার্কসের উধৃত বক্তব্যের বিশেষ করে দুটি জায়গা লক্ষ্য করা চিত্তাকর্ষক হবে। প্রথমতঃ তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত সীমাবদ্ধ রেখেছেন ইউরোপীয় ভূখণ্ডে। ১৮৭১ সালের ক্ষেত্রে এটা বোধগম্য, তখন ইংলণ্ড ছিল বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী দেশের আদর্শ, কিন্তু সামরিক চক্র সেখানে ছিল না, আমলাতন্ত্রের প্রভাবও ছিল না খুব একটা। সেইজন্যই মার্কস ইংলণ্ডকে বাদ দিয়েছেন, সেখানে তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে চূর্ণ করার প্রাথমিক শর্ত ছাড়াও তখন বিপ্লব এমন কি গণবিপ্লব কল্পনা করা যেত, এমন কি সম্ভবও ছিল।

এখন ১৯১৭ সালে, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের যুগে মার্কসের এই সীমারেখাটি মুছে যাচ্ছে। সামরিকচক্র ও আমলাতান্ত্রিকতার অনস্তিত্বের দিক থেকে গোটা পৃথিবীতে অ্যাংগলো-স্যাকসন 'মুক্তি'র বৃহত্তম ও সর্বশেষ প্রতিনিধি ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়েই গড়িয়ে গেছে সব কিছুকে অধীনস্থ করা, সব কিছুকে দলিত করা আমলাতান্ত্রিক-সামরিক প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ইউরোপীয় কদর্য রক্তাক্ত জলায়। এখন ইংলণ্ড আমেরিকা উভয় স্থানেই 'যে কোন সত্যকার গণবিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত' হচ্ছে 'তৈরি' (১৯১৪-১৯১৭) সালে যা তৈরী হয়ে উঠেছে ইউরোপীয় সাধারণ-সাম্রাজ্যবাদীসুলভ একটা নিখুঁত মাত্রায়) 'রাষ্ট্রযন্ত্রটার' *ভাঙন ও ধ্বংস*।

দ্বিতীয়তঃ বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত মার্কসের অসাধারণ গভীর এই উক্তির প্রতি যে, আমলাতান্ত্রিক-সামরিক যন্ত্রটার ধ্বংসই হচ্ছে 'যে কোন সত্যকার গণবিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত।' মার্কসের মুখে গণবিপ্লবের এই কথাটা আশ্চর্য শোনায় এবং রুশী প্লেখানভপন্থী ও মেনশেভিকরা, স্ত্রুভের অনুগামীরা যাঁরা নিজেদের মার্কসবাদী ভাবতে ইচ্ছুক, এঁরা মার্কসের এই উক্তিটাকে 'মুখফসকানি' বলে অভিহিত করতে পারেন। মার্কসবাদে তারা এমনই হতভাগ্য-উদারনৈতিক বিকৃতি ঘটিয়েছেন যে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত

* লেনিনের সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ১২, পৃঃ ১০৪-১২,—সম্পাদক

বৈপরীত্য ছাড়া আর কিছুই দেখেন না, তদুপরি এই বৈপরীত্যকে তাঁরা বোঝেন অসম্ভব নিষ্প্রাণ ভাবে।

বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবের দৃষ্টান্ত যদি নিই, তাহলে পর্তুগীজ ও তুর্কী উভয় বিপ্লবকেই[৭৪] অবশ্য বুর্জোয়া বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এদের কোনটাই 'গণ' নয়, কেন না জনগণের অধিকাংশই সক্রিয়ভাবে, স্বাধীনভাবে, নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি নিয়ে এদের কোন বিপ্লবই লক্ষণীয় মাত্রায় অবতীর্ণ হয় নি। বিপরীত দিকে, পর্তুগীজ ও তুর্কী বিপ্লবের ভাগ্যে মাঝে মাঝে যে রকম 'চমৎকার' সাফল্যলাভ ঘটেছিল, ১৯০৫-১৯০৭ সালের রুশ বুর্জোয়া বিপ্লবে তা না ঘটলেও নিঃসন্দেহেই এটি ছিল 'সত্যকার গণবিপ্লব' কেন না জনগণের অধিকাংশ সমাজের পীড়নে ও শোষণে দলিত সবচেয়ে গভীরের নিচুটা উঠে দাঁড়ায় স্বাধীনভাবে, বিপ্লবের সমস্ত গতিধারায় উৎকীর্ণ করে *নিজেদের* দাবি, ধ্বংসনীয় সাবেকী সমাজের জায়গায় নিজেদের মনের মত নতুন সমাজ গড়ার জন্য *নিজেদের* প্রচেষ্টার ছাপ।

১৮৭১ সালের ইউরোপীয় ভূখণ্ডে কোন দেশেই প্রলেতারিয়েত জনগণের বিশাল অংশের শরিক হয়ে ওঠে নি। আন্দোলনে প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশকে সামিল করানো 'গণবিপ্লব' হতে পারত, কেবল এমন বিপ্লব যাতে প্রলেতারিয়েত ও কৃষকরা উভয়েই রয়েছে। এই উভয় শ্রেণী দিয়েই তখন হত 'জনগণ'। উভয় শ্রেণীর ঐক্য এই জন্য যে, 'আমলাতন্ত্রিক সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্রটা' তাদের নির্যাতন, দমন ও শোষণ করে। একে ভাঙা, তাকে চূর্ণ করাই ছিল জনগণের, তাদের অধিকাংশের, শ্রমিক ও অধিকাংশ কৃষকদের স্বার্থ, এই ছিল প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে গরীব চাষীর স্বাধীন জোট গঠনের 'প্রাথমিক শর্ত।' আর এ জোট ছাড়া গণতন্ত্র পাকা হয় না, সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন সম্ভব হয় না।

সকলেই জানেন, প্যারী কমিউন ঠিক এই জোট বাঁধার দিকেই এগোচ্ছিল, যদিও অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ধরনের অসংখ্য কারণে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে নি।

সুতরাং, 'সত্যকার গণবিপ্লবে'র কথা বলে মার্কস পাতি-বুর্জোয়ার বৈশিষ্ট্যের কথা এতটুকু না ভুলে (সেকথা তিনি অনেকবার বলেছেন) ১৮৭১ সালের ইউরোপীয় ভূখণ্ডের অধিকাংশ রাষ্ট্র শ্রেণী সমূহের বাস্তব সহ-সম্পর্কের কঠোর হিসাব নিয়েছিলেন। অন্যদিকে তিনি স্থির করেছেন যে রাষ্ট্রযন্ত্রটা 'ভাঙ্গার' প্রয়োজন আসে শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থ থেকেই, এটা তাদের ঐক্যবদ্ধ করছে, তাদের সামনে তুলে ধরছে 'পরগাছা'কে সরিয়ে দিয়ে নতুন কিছু করার দৃষ্টান্ত।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি দিয়ে?

১৯১৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে লেখা
ঝিজন ই জনানিয়ে প্রকাশন কর্তৃক
পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালে

খণ্ড ২৫, পৃঃ ৩৮৮-৯১ ও
৪১৩-১৭

উইলসনের বাণীর[৬] ভিত্তিতে আহূত সোভিয়েতের ৪র্থ (অতিরিক্ত) সারা রাশিয়া কংগ্রেসের গৃহীত খসড়া প্রস্তাব

কংগ্রেস, মার্কিন জনগণের কাছে, বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক ও শোষিত শ্রেণীর কাছে কৃতজ্ঞ প্রকাশ করছে। বিশেষ করে যখন রাশিয়ার সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক পার্টি গুরুতর সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল তখন সোভিয়েতের কংগ্রেসের মাধ্যমে সোভিয়েত জনগণের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলসন যে সমবেদনা প্রকাশ করেছেন, সেজন্য।

রুশ সোভিয়েত গণতন্ত্র একটি নিরপেক্ষ দেশ হওয়ার ফলে যখন জনগণ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ধ্বংসের আশংকায় দিন গুনছে তখন আমরা, রাষ্ট্রপতি উইলসনের বাণীতে বিধৃত গভীর সমবেদনা ও সমস্ত বুর্জোয়া দেশের শ্রমিকশ্রেণী তাঁদের কাঁধ থেকে পুঁজিবাদের জোয়াল খুলে ফেলে অপেক্ষা করছে নতুন সুখের দিনের আশায় এবং তারাই প্রতিষ্ঠা করবে সমাজে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির যে পদ্ধতির, কেবল সঠিক শান্তি, সাংস্কৃতিক ও শ্রমিকশ্রেণীর কল্যাণ সাধন করতে পারে, সেই আশার বাণীই শোনাব।

১৯১৮ সালের ১৩ অথবা ১৪ মার্চ লেখা
১৯১৮ সালের ১৫ মার্চ *প্রাভদার* ৪৯ নং সংখ্যায় প্রকাশিত। — খণ্ড ২৭, পৃঃ ১৭১

সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি এবং মস্কো-সোভিয়েতের যৌথ সভায় পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে প্রদত্ত ভাষণের বিবরণী থেকে

১৪মে, ১৯১৮

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক মৌল পার্থক্যগুলি এমন নির্মম সংগ্রামের দিকে নিয়ে যায় যে এর নিরাশার কথা অনুধাবন করেও কোনও দলই এই যুদ্ধের কব্জা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনা। যুদ্ধ দুটি প্রধান পার্থক্য তুলে ধরেছে, যার ফলে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত গণতন্ত্রের বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থার রূপ প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমটি হল পশ্চিম সীমান্তে জার্মানী ও বৃটেনের পারস্পরিক আরভমান যুদ্ধ, যা ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। আমরা অনেকবারই শুনেছি যে বিবদমান দুই দেশের প্রতিনিধিরা তাদের জনগণ ও অন্যান্য জনগণকে বার বার আশ্বাস দিয়েছেন যে আর একটা জিনিস যা দরকার তাহল শত্রুকে কোনক্রমে পরাজিত করা, এটা দরকার পিতৃভূমিকে রক্ষা, সভ্যতার স্বার্থে এবং মুক্তি যুদ্ধের জন্যই। এবং এই প্রচণ্ড যুদ্ধ যত বেশি দিন চলতে থাকবে, এবং যত এই যুদ্ধে দুই বিবদমান দেশ গভীরভাবে জড়িয়ে পড়বে, ততই এই যুদ্ধ অবসানের আশা সুদূর পরাহত হবে। এই হিংসার জন্যই বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে সমঝোতা করে সোভিয়েত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো খুবই অসুবিধা ও প্রায় অসম্ভব হয়েছে, যে সোভিয়েত গণতন্ত্রের জন্ম হয়েছে মাত্র ছয় মাস আগে এবং যারা সারা দুনিয়ার শ্রেণী সচেতন শ্রমিকদের আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ সহানুভূতি অর্জন করেছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার এই অবস্থায় পৌঁছানোর দ্বিতীয় কারণ হল জাপান ও আমেরিকার মধ্যে সংঘর্ষ।

কয়েক দশক ধরে এইসব দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে সৃষ্টি

হয়েছে প্রভূত অগ্নিময়ী সমস্যা যার জন্য এই সব দেশের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য শুরু হয়েছে পারস্পরিক সংঘর্ষ। সুদূর প্রাচ্যের সমগ্র কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে এতে কোন সন্দেহই থাকে না যে পুঁজিবাদী অবস্থায় জাপান ও আমেরিকার মধ্যে সংঘর্ষ এড়ানো যাবে। এই পার্থক্য জার্মানীর বিরুদ্ধে জাপান ও আমেরিকার সাময়িক জোটের মাধ্যমে চাপা পড়ার ফলে রাশিয়ার উপর জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ পিছিয়ে পড়েছিল, যে আক্রমণের জন্য তারা বহু বছর ধরে প্রস্তুতি চালাচ্ছিল, যার সমর্থন পেয়েছিল তারা প্রতি-বিপ্লবী শক্তির কাছ থেকে। সোভিয়েত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে প্রচার চালানো শুরু হয়েছিল তা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছিল (ভ্লাদিভোস্টকে জাপানী আক্রমণ ও সেমোনভ দলের'' সমর্থন), কারণ এর ফলে তারা জাপান ও আমেরিকার মধ্যে ধামাচাপা দেওয়া যুদ্ধের প্রকাশ্যে সংঘটনের আশংকা করেছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক, এবং আমাদের এটা ভুললে চলবে না যে সাম্রাজ্যবাদী দলগুলির মধ্যে যত গভীর জোট আপাতত থাকুক না কেন, যদি তাদের ব্যক্তিগত পবিত্র স্বার্থের হানি ঘটে, যদি তাদের অধিকারে কোন ব্যত্যয় ঘটে তাহলে এই জোট যে কোন সময়ে, এমন কি মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ভেঙ্গে যাবে। এটা খুব স্পষ্টতই যে সামান্য একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গই শক্তিগুলির জোট ভেঙ্গে উড়িয়ে দিতে পারে, আর তাহলেই আর উপরে বর্ণিত পার্থক্যগুলি আমাদের রক্ষা করবে না।

খণ্ড ২৭, পৃঃ ৩৬৭-৬৮

প্রাভদার ৯৩ ও ৯৪ সংখ্যায়
সংবাদপত্রের বিবরণ হিসাবে
১৯১৮ সালের ১৫ ও ১৬ মে তারিখে
প্রকাশিত।
ইজভেস্তিয়া, ৯৫ সংখ্যায় ১৯১৮ সালের ১৫ মে
তারিখে প্রকাশিত।

মার্কিন শ্রমিকদের প্রতি পত্র

কমরেডগণ! একজন রুশ বলশেভিক যিনি ১৯০৫ সালের বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং তারপর বহু বছর ধরে আপনাদের দেশে বাস করছেন তিনি আমার এই চিঠি আপনাদের কাছে দিয়েছেন। আমি তাঁর প্রস্তাব বেশ আনন্দের সংগেই গ্রহণ করেছি কারণ এখনই মার্কিন বিপ্লবীদের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনমনীয় শক্তি হিসাবে দাঁড়াতে তাদের রয়েছে এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যে সাম্রাজ্যবাদের নবতম উদ্দেশ্য হল পুঁজিবাদী মুনাফার আশায় দুনিয়া ব্যাপী অন্যান্য দেশকে হত্যা করার এক চরম ঘৃণ্য পরিকল্পনা। ঠিক এই মুহূর্তে আমেরিকার ক্রোড়পতিরা, আধুনিক দাস-মালিকরা রক্তাক্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা আরও রক্তাক্ত করে তুলেছে তাদের সরাসরি বা পরোক্ষ, খোলাখুলি বা আপাতঅ দৃশ্য সমর্থনের দ্বারা, যাতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বর্বর অ্যাংগলো-জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা সেনা পাঠাতে মনস্থ করেছে।

আধুনিক উন্নত আমেরিকার ইতিহাস সেই ঘটনাই উন্মোচিত করেছে যাতে রয়েছে সেই অন্যতম মহান, প্রকৃত স্বাধীনতা, প্রকৃত বিপ্লবী যুদ্ধের ঘটনা, যার সংগে অসংখ্য যুদ্ধের খুব সামান্য কয়েকটির সংগেই তুলনা চলতে পারে। এর মধ্যে রাজায় রাজায় যুদ্ধ, জমিদারদের মধ্যে সংঘর্ষ পুঁজিপতিদের মধ্যে বেওয়ারিশ ভূখণ্ড ও ঘৃণ্য লাভের আশায় তাদের সংঘর্ষের সময় গড়ে উঠেছিল। সেই যুদ্ধই শুরু করেছিল মার্কিন জনগণ, যাতে তারা ব্রিটিশ সেই সব দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল যাতে বৃটিশ দস্যুরা আমেরিকাকে শোষণ ও নিপীড়ন করে চলেছে এবং তাকে দাসত্বের পর্যায়ে এনে ফেলেছিল, এমন ভাবে যেভাবে এই সব সভ্য রক্তচোষার দল আজও ভারত, মিশর এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কোটি কোটি মানুষকে নিপীড়ন করছে ও ঔপনিবেশিক দাস করে রেখেছে।

এরপর অতিক্রান্ত হয়েছে দেড়শ বছর। বুর্জোয়া সভ্যতা এর থেকে তার

সমস্ত রকম বিলাসিতার ফল ভোগ করেছে। যৌথ মানবিক উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতির তুলনায় আমেরিকাই নিয়েছে প্রথম স্থান, যাতে তারা যন্ত্রের ব্যবহার ও আধুনিক কারিগরী বিদ্যার সার্থক প্রয়োগ করেছে। সংগে সংগে আমেরিকা একদিকে একরোখা কোটিপতি যারা বিলাসিতা ও পাপের পংকে আবদ্ধ আর অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ আমেরিকাবাসী শ্রমিক যারা অনবরত দারিদ্র্যের সংগে যুদ্ধ করছে বাঁচার জন্য এই দুইয়ের মধ্যে রচনা করেছে গভীর বিভেদ। মার্কিন জনগণ যারা সামন্ততান্ত্রিক দাস মনোভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সৃষ্টি করেছে নতুন ইতিহাস, যে সামন্ততান্ত্রিকেরা এখন নবতমরূপে পুঁজিবাদীর আড়ালে বেতন নিয়ে দাসত্বের ব্যবসা শুরু করেছে কোটিপতিরা, আর তাদেরই সাকরেদরা সেইসব ধনকুবের বদমাইশদের সুবিধার জন্য ১৮৯৮ সালে ফিলিপাইনকে তছনছ করেছিল তাদের 'স্বাধীন' করার অজুহাতে[১১] আর তারাই আবার ১৯১৮ সালে জার্মানদের হাত থেকে 'রক্ষা' করার অজুহাতে তছনছ করছে রুশীয় সামাজিক গণতন্ত্রকে।

চার বছর ধরে বিভিন্ন জাতির প্রতি সাম্রাজ্যবাদী নারকীয় ধ্বংসের ফল বৃথা যায় নি। ব্রিটিশ ও জার্মান এই দুই দেশের দস্যু কর্তৃক জনগণকে ধোঁকা দেওয়া বড় নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছে ঘটনার মাধ্যমেই। চার বছরের যুদ্ধের ফলে পুঁজিবাদের সাধারণ রীতির প্রকাশ হয়ে পড়েছে, যার ফল ভাগ বাঁটোয়ারা করার ব্যাপারে লুঠেরাদের উপর আরোপ করে দেখা যায় যে ধনী ও শক্তিশালী জাতিগুলিই সবচেয়ে বেশী মুনাফা অর্জন করেছে ও দখলও করেছে সবচেয়ে বেশি, পরন্তু অপেক্ষাকৃত দুর্বলেরা কেবল লুণ্ঠিতই হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে আর জড়িয়ে পড়েছে ওদের ফাঁসে।

'ঔপনিবেশিক দাসের' হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদেরই সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা 'তাদের' অধিকৃত ভূখণ্ডের (অর্থাৎ, গত শতাব্দী ধরে যেসব অঞ্চল তারা গ্রাস করেছে) কিছুই খোয়ায় নি, বরং তারা আফ্রিকার জার্মান অধিকৃত ভূখণ্ডের সবটাই দখল করেছে, ওরা মেসোপটেমিয়া ও প্যালেস্টাইনও দখল করেছে, তরা গ্রীসকে তছনছ করছে আর রাশিয়াকে করছে লুঠ।

জার্মান সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা 'তাদের' সেনাবাহিনীর মধ্যে নিয়ম শৃংখলার প্রশ্নে সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু উপনিবেশ দখলের ব্যাপারে ওরা দুর্বলতর। ওরা ওদের সবকটি উপনিবেশই খুইয়েছে, কিন্তু লুঠ করেছে ইউরোপের অর্ধেকাংশ আর তছনছ করেছে সবচেয়ে বেশী ছোট ও দুর্বল দেশকে। উভয় দেশেই 'মুক্তিযুদ্ধের' কি নমুনা! কত ভাল ভাবেই না দুই দল দস্যু, আংগলো-ফরাসী ও জার্মান পুঁজিপতিরা তাদের ল্যাংবোট সেই সোশ্যাল-শোভিনিস্ট অর্থাৎ সেইসব সমাজতন্ত্রীরা যারা 'তাদের নিজেদের'

বুর্জোয়া দলের হয়ে 'তাদের দেশকে রক্ষা' করেছিল, তাদের সংগে জুট করেছে।

মার্কিন কোটিপতিরাই সম্ভবত ছিল সবচেয়ে ধনী এবং প্রাকৃতিক দিক থেকে সবচেয়ে সুরক্ষিত। বাকী সকলে যা করেছে তার চেয়েও বেশী মুনাফা লুঠেছে এরা। ওরা সবাইকেই, এমন কি বিত্তশালীদেরও, ওদের তাঁবেদারে পরিণত করেছে। ওরা গ্রাস করেছে কোটি কোটি ডলার। আর এদের প্রতিটি ডলারই নোংরা মাখা, সেই নোংরা যেমন ব্রিটেন ও তার 'জোটের' সংগে গোপন আঁতাত, জার্মানী ও তার উপনিবেশের সংগে আঁতাত, ভূখণ্ড ভাগাভাগিতেও ওদের নোংরা আঁতাত, এমন কি পারস্পরিক 'সাহায্যের' চুক্তিতেও গোপন আঁতাত করে শ্রমিকদের শোষণ আর আন্তর্জাতিকতাবাদীদের অভিযুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রত্যেকটি ডলারই নোংরায় পূতিগন্ধময় সামরিক চুক্তির ভিত্তিতে 'মুনাফা লাভের' উদ্দেশ্যে, যার ফলে প্রত্যেক দেশেই ধনীরা হয়েছে আরো ধনী, আর গরীবরা আরও গরীব। ওদের প্রতিটি ডলারই রক্ত রঞ্জিত, সেই রক্তের মহাসমুদ্র থেকে, যে রক্ত নদী বয়েছিল, এক কোটি লোকের হত্যা আর দু'কোটি শোষিত, নিপীড়িত, হয়েছে কেবল সেই মহান, ঐতিহ্যময় পবিত্র যুদ্ধে যেখানে স্থিরিকৃত হয়েছে যে ব্রিটিশ না জার্মান দস্যু, কারা ভাগে বেশী পাবে লুঠকরা মালের, বা সারা পৃথিবীর দুর্বলতর জাতিগুলিকে শোষণ করার অধিকার থাকবে কার হাতে, জার্মান না ব্রিটিশের?

জার্মান দস্যুরা যেখানে যুদ্ধে নারকীয় অত্যাচারে রেকর্ড করেছিল, তেমনি ব্রিটিশরা রেকর্ড করেছিল কেবল উপনিবেশের সংখ্যা বৃদ্ধিতেই নয়, তাদের তলে তলে ভণ্ডামির জন্যও বটে। এই বিশেষ সময়ে অ্যাংলো-ফ্রান্স ও মার্কিন বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় প্রকাশ করেছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নানা ধরনের কুৎসা, আর এই দুই দেশের রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানকে কাগজওয়ালারা বলেছে জার্মানদের হাত থেকে রাশিয়াকে 'বাঁচাতেই' তাদের এই প্রচেষ্টা!

এই গোপন ও ইচ্ছা প্রণোদিত মিথ্যা ভাষণের তিরস্কারে খুব বেশী কথা বলার প্রয়োজন নেই, কেবল একটা পরিচিত ঘটনার কথা বললেই যথেষ্ট হবে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে যখন রুশ শ্রমিকশ্রেণী তাদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে, তখন সোভিয়েত সরকার অর্থাৎ বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধি সরকার খোলাখুলিভাবে একটা শান্তির প্রস্তাব দিয়েছিল, যে শান্তি হবে আগ্রাসী নীতি বহির্ভূত, যে শান্তি হবে সকল জাতির সমান অধিকারের নিশ্চয়তা এবং এই ধরনের প্রস্তাব সে দিয়েছিল পারস্পরিক যুদ্ধরত সব দেশের কাছেই।[৮০]

অ্যাংলো-ফরাসী ও মার্কিন বুর্জোয়ারা আমাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

করে। এবং এমন কি আমাদের সংগে শান্তি নিয়ে আলোচনাই করতে চাইল না ওরা। ওরাই যারা জাতির তথা দেশের শান্তি বিঘ্নিত করেছে, ওরাই দীর্ঘায়িত করেছিল সাম্রাজ্যবাদী ধ্বংসলীলা!

ওরাই রাশিয়াকে পুনরায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে টেনে আনার বাসনায় শান্তি আলোচনায় বসতে রাজি হয় নি এবং অন্যান্যদের মত জার্মান পুঁজিবাদী লুঠেরাদের যারা আগ্রাসীদের লেলিয়ে দিয়ে রাশিয়ার উপর চাপিয়েছিল ব্রেস্ট শান্তি[৮১] তাদেরই দিয়েছিল অবাধ স্বাধীনতা।

যে ভণ্ডামির ছদ্মবেশে অ্যাংগলো-ফরাসী এবং মার্কিন বুর্জোয়ারা আমাদের ব্রেস্ট শান্তি চুক্তির জন্য আমাদের 'দোষারোপ' করেছে তার চেয়ে অস্বস্তিকর আর কিছু নেই। বিভিন্ন দেশের সেইসব পুঁজিপতি যারা ব্রেস্ট আলোচনাকে সাধারণ বোঝাপড়ায় পরিণত করতে পারত, তারাই কিনা আজ আমাদের 'অভিযোক্তা!' ইংগ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শকুনেরা যারা উপনিবেশকে লুঠ করে এবং জাতিকে ধ্বংস করে মুনাফা লুটেছে এবং যারা ব্রেস্টের পর একবছর ধরে যুদ্ধকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তারাই আজ 'অভিযোগ' করছে আমাদের, অর্থাৎ বলশেভিকদের যারা প্রাক্তন জার ও ইংগ-ফরাসী পুঁজিপতিদের[৮২] মধ্যে গোপনীয় অপরাধমূলক সন্ধির কথা ফাঁস করে সেই অপমানের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করে প্রচার করেছিল।

সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী, তারা যে দেশেরই হোক না কেন, আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, আমাদের সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন আর প্রশংসা করেছিলেন আমাদের সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি, ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী সন্ধির সেই শৃংখল মোচনের জন্য, আর স্বাধীনতার পথ তৈরী করতে আমাদের সবচেয়ে বড় রকমের ত্যাগ স্বীকার করার জন্য—কারণ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট হিসাবে যদিও সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা ছিন্নভিন্ন ও লুণ্ঠিত, তাহলেও সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধের বাইরে থেকে ও শান্তির পতাকা উর্ধ্বে তুলে যে পতাকাই হল জগতের সামনে সমাজতন্ত্রের চরম নিদর্শন, আমরা যে কাজ করেছি সেইজন্যই।

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা আমাদের ঘৃণা করে, অর্থাৎ আমাদের 'অভিযুক্ত' করে, এমন কি সাম্রাজ্যবাদের চামচেরা, তার সংগে দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীরা এবং মেনশেভিকরা পর্যন্ত আমাদের 'দোষারোপ' করে। এইসব সাম্রাজ্যবাদী শিকারী কুত্তারা বলশেভিকদের প্রতি এবং শ্রেণী সচেতন শ্রমিকশ্রেণীর সহানুভূতির প্রতি যে মনোভাব প্রকাশ করে, তাতে আমরা যে সঠিক পথেই চলছি সেই সম্পর্কে আমাদের আরো দৃঢ় প্রত্যয় এনে দেয়।

একজন সত্যিকারের সমাজতন্ত্রীর পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে বুর্জোয়াদের উপর জয়লাভ করা, শ্রমিকদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য,

বিশ্ব প্রলেতারীয় বিপ্লব সংঘটিত করার জন্য আমরা সবচেয়ে বড় স্বার্থত্যাগ না করে *পারি না* এবং নিশ্চয়ই তা করবো না, যার ফলে এমন কি আমাদের দেশের খানিকটা অংশের বিনিময়ে বা সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে চরমভাবে পরাজয়ও আমাদের মেনে নিতে হবে। দেশের প্রতি তার কর্তব্যের চরম পরিচয় দিতে একজন প্রকৃত সমাজতন্ত্রী বিপ্লবকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চরম ত্যাগ স্বীকারও করতে বাধ্য তার *কাজের* মধ্য দিয়ে।

'নিজের' স্বার্থের জন্য, অর্থাৎ বিশ্ব আধিপত্য লাভের জন্য ইংলণ্ড ও জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদীরা বেলজিয়াম ও সার্বিয়া থেকে শুরু করে প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত একরাশ দেশের সর্বনাশ ও দলনে কুণ্ঠিত হয় নি তারা। আর 'স্বীয়' স্বার্থের জন্য, পুঁজির জোয়াল থেকে সারা বিশ্বের মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য, সার্বজনীন স্থায়ী শান্তি লাভের জন্য সমাজ-তন্ত্রীদের কি উচিত আত্মোৎসর্গহীন একটা পথ না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকা, সহজ সাফল্যের 'গ্যারাণ্টি' না পাওয়া পর্যন্ত লড়াই শুরু করতে ভয় পাওয়া আর বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থের চেয়ে 'নিজেদের' বুর্জোয়া-সৃষ্ট 'পিতৃভূমির' নিরাপত্তা ও অখণ্ডতাকে উঁচু করে তুলে ধরা? আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের যে বদমাইশরা, বুর্জোয়া নীতির যে তল্পিবাহকরা একথা ভাবে, তাদের আমরা বার বার ধিক্কার দিই।

ইংগ-ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র পশুরা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সংগে 'সমঝোতার' অভিযোগে আমাদের 'অভিযুক্ত' করে। কি ভণ্ড! কি শয়তান এরা! এরা এদিকে শ্রমিক সরকারের কুৎসা রটাচ্ছে, অথচ 'তাদেরই' নিজ দেশের মজুরদের যে সহানুভূতি রয়েছে আমাদের প্রতি, তার ভয়েই কম্পমান! তবে ওদের ভণ্ডামী ফাঁস হয়ে যাবে। তারা ভান করছে যেন বোঝে না *শ্রমিকদের বিরুদ্ধে*, মেহনতী মানুষদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের (নিজ দেশের ও অন্য দেশেরও) সংগে 'সমাজতন্ত্রীদের' সমঝোতা আর এক জাতীয় বর্ণের *বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে* অপর বর্ণের বুর্জোয়াদের সংগে নিজ বুর্জোয়াদের পরাস্তকারী শ্রমিকদের *রক্ষার জন্য* সমঝোতা, প্রলেতারিয়েত কর্তৃক বিভিন্ন গোষ্ঠীর বুর্জোয়াদের বৈপরীত্যের সুযোগ নেওয়ার উদ্দেশ্যে যে সমঝোতা, তাদের মধ্যে তফাৎ কী।

বস্তুতপক্ষে প্রতিটি ইউরোপীয়ই এ পার্থক্যটা ভালই জানে, এবং মার্কিন জনগণ তাদের নিজস্ব ইতিহাসে খুবই পরিষ্কারভাবে সে 'অভিজ্ঞতা' লাভ করেছে—তা একটু পরেই আমি দেখাবো। সমঝোতার রকমফের আছে, ফরাসীদের কথায় যাকে বলে fagots et fagots.*

* বস্তুর সংগে বস্তুর পার্থক্য।

আন্তর্জাতিক বিপ্লব পুরোপুরি সংগঠিত হওয়ার আগেই, প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক ঐক্যে বিশ্বাসী, নিরস্ত্র ও পর্যুদস্ত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের শকুনরা ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের সৈন্য দিয়ে হামলা চালায়, তখন আমি ফরাসী রাজতন্ত্রীদের সংগে 'সমঝোতায়' আসতে একটুও দ্বিধা করি নি। মুখে বলশেভিকদের দরদী অথচ কাজে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত ও অনুরাগী সেবক ফরাসী ক্যাপ্টেন সাদুল আমার কাছে ফরাসী অফিসার দা লিউবেরসাককে নিয়ে আসে। দা লিউবেরস্যাক আমায় বলেন, 'আমি রাজতন্ত্রী, আমার একমাত্র লক্ষ্য জার্মানীর পরাজয়।' আমি জবাব দিই, 'সে তো বলাই বাহুল্য' কিন্তু তাতে জার্মান আক্রমণে বাধা দেওয়ার স্বার্থে রেলপথ উড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিস্ফোরণ কার্যের বিশেষজ্ঞ ফরাসী অফিসাররা আমাদের যে কাজ করে দিতে চেয়েছিল তা নিয়ে দা লিউবেরস্যাকের সংগে 'সমঝোতায় আসতে' এতটুকু বাধা হয় নি আমার। এ হল এমন এক 'সমঝোতার' নিদর্শন যা প্রতিটি শ্রমিক অনুমোদন করবে, এ হল সমাজতন্ত্রের স্বার্থে সমঝোতা। ফরাসী রাজতন্ত্রী ও আমি পরস্পর করমর্দন করি এই কথা জেনেই, যে দরকার হলেই উভয়েই আমরা নিজের 'পার্টনার'কে সাগ্রহে ঝুলিয়ে দিতে রাজী। কিন্তু সাময়িকভাবে আমাদের স্বার্থ মিলেছিল। আক্রমণকারী জার্মান শকুনদের বিরুদ্ধে *আমরা* রুশী ও আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থে *অন্য* সাম্রাজ্যবাদীদের সমান হিংস্র স্বার্থদ্বন্দ্বকে কাজে লাগাই। এইভাবে আমরা রাশিয়ার ও অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থেরই সেবা করি, আমরা প্রলেতারিয়েতের শক্তি বাড়াই ও সারা বিশ্বের বুর্জোয়াদের দুর্বল করি, একগুচ্ছ অগ্রণী দেশে দ্রুত পরিকম্পমান প্রলেতারীয় বিপ্লব *পুরোপুরি সংগঠিত* হওয়ার মুহূর্তের প্রতীক্ষায় আমরা *যে কোন* যুদ্ধেই যা সংগত ও বাধাতামূলক, তার মহড়া দেওয়া, তাকে এদিক ওদিক করা ও প্রয়োজনে পশ্চাদপসরণের কৌশল অবলম্বন করি।

যা হোক ইংগ-ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাংগরেরা আক্রোশে যতই ফুঁসুক, আমাদের বিরুদ্ধে যতই কুৎসা রটাক, দক্ষিণপন্থী-সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী মেনশেভিক প্রভৃতি সমাজতন্ত্রী-দেশপ্রেমিক পত্রিকাসমূহকে কিনে নেওয়ার জন্য যত কোটি কোটি টাকাই তারা খরচ করুক, রাশিয়ার উপর ইংগ-ফরাসী সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজন হলে জার্মান সাম্রাজ্যবাদী শকুনদের সংগেও *একই রকম* 'সমঝোতার' চুক্তিতে *আমি মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করবো না*। এবং আমি খুব ভালই জানি যে আমার রণকৌশলকে অনুমোদন করবে রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা—এক কথায়, সমগ্র সভ্য জগতের সচেতন প্রলেতারিয়েত। এ রণকৌশলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজে সুবিধা হয়, তার অভিযান ত্বরান্বিত হয়, আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ারা

দুর্বল হয়, সে বুর্জোয়াকে পরাস্ত করতে অগ্রসর শ্রমিকশ্রেণীর ভিত্তিমূল দৃঢ়তর হয়।

মার্কিন জনগণ এ রণকৌশল বহুদিন আগেই গ্রহণ করেছে এবং তাতে বিপ্লবের উপকারই হয়েছে। তারা যখন উৎপীড়ক ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিজেদের মহান মুক্তিযুদ্ধ চালায়, তখন বর্তমান উত্তর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একাংশ যাদের কবলে ছিল সেই ফরাসী ও স্পেনীয় উৎপীড়করাও ছিল মার্কিন জনগণের বিরুদ্ধে। মুক্তির জন্যে নিজেদের সুকঠিন যুদ্ধে মার্কিন জনগণও উৎপীড়কদের দুর্বল করা ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিপ্লবী উপায়ে সংগ্রামীদের শক্তিশালী করার স্বার্থে, উৎপীড়িত জনগণের স্বার্থে, একদল উৎপীড়কের বিরুদ্ধে অন্য উৎপীড়কের সংগে 'সমঝোতা' করে। ফরাসী, স্পেনীয় ও ইংরেজদের মধ্যকার বিরোধকে কাজে লাগিয়ে মার্কিন জনগণ, কখনো কখনো, এমন কি উৎপীড়ক ফরাসী ও স্পেনীয় সৈন্যদের সংগে একত্রেই তারা লড়াই চালায় উৎপীড়ক ইংরেজদের বিরুদ্ধে, প্রথমে তারা পরাস্ত করে ইংরেজদের, পরে মুক্তি অর্জন করে (অংশত মুক্তিপণ দিয়ে) ফরাসী ও স্পেনীয়দের হাত থেকে।

মহান রুশ বিপ্লবী চের্নিশেভস্কি[৮৩] বলেছিলেন, ঐতিহাসিক ক্রিয়াটা নেভস্কি সড়কের ফুটপাত নয়। একজন বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত বিপ্লব কেবল সহজে ও মসৃণভাবে এগোয় 'এই শর্তে' রাজি হয় না। সে মনে করে না যে অবিলম্বেই বিভিন্ন দেশের প্রলেতারিয়েতের ঐক্যবদ্ধ অভিযান ঘটবে, পরাজয়ের বিরুদ্ধে আগে থেকেই থাকবে গ্যারাণ্টি, বিপ্লবের পথ হবে প্রশস্ত, অবাধ ও সরলরেখায় বিস্তীর্ণ, জয়লাভের জন্য মাঝে মাঝে অতি সুকঠিন আত্মোৎসর্গ, 'পরিবেষ্টিত দুর্গে অবরোধ যাপন' অথবা অতি সংকীর্ণ, দুর্গম, বঙ্কিম ও বিপজ্জনক পাহাড়ে পথ গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। এইসব কথা যে ভাবে সে বিপ্লবই নয়, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী পাণ্ডিত্যের মোহজাল থেকে সে রেহাই পায় নি, বরং কার্যক্ষেত্রে তাকে অনবরতই গড়িয়ে যেতে দেখা যাবে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়ার শিবিরে, যেমন গেছে আমাদের দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরা, মেনশেভিকরা এমন-কি (তুলনায় বিরল হলেও) বামপন্থী সমাজতন্ত্রী-বিপ্লবীরা।

বুর্জোয়ার পিছু পিছু এইসব মহাশয়ও আমাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের 'বিশৃংখলা' 'শিল্পের ধ্বংস' বেকারী ও খাদ্যাভাবের অভিযোগ আনতে ভালবাসে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে যারা অভিনন্দিত ও সমর্থন করেছিল, অথবা সেই যুদ্ধ যে চালিয়ে যাচ্ছিল বা যে কেরেনস্কির সংগে 'সমঝোতা' করেছিল, তাদের কাছ থেকে এই অভিযোগ কী পরিমাণেই না ভণ্ডামি! সবকিছু দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই। যুদ্ধ থেকে যে বিপ্লবের জন্ম, সে বিপ্লব জাতিসমূহের বহু বছরের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়াশীল

রক্তস্নানের দায়স্বরূপ এক অবিশ্বাস্য দুরূহতা ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ছাড়া যেতে পারেন না। আমাদের বিরুদ্ধে শিল্পের 'ধ্বংস' বা 'সন্ত্রাসের' অভিযোগ আনার অর্থ হয় ভণ্ডামি না হয় একটা নির্বোধ পণ্ডিতিপনা, এর অর্থ হল শ্রেণীসংগ্রামের যে উদ্দাম ও চূড়ান্ত প্রখরতা বৃদ্ধিকেই বিপ্লব বলা হয়, তার মূল শর্তগুলিকে বোঝার অক্ষমতারই প্রকাশ।

আসলে এই ধরনের 'অভিযোক্তারা' যদি শ্রেণী-সংগ্রামকে 'স্বীকারও করে', তাহলেও তারা সীমাবদ্ধ থাকে তাদের মৌখিক স্বীকৃতিতেই, কার্য-ক্ষেত্রে তারা অবিরাম শ্রেণীসমূহের 'সমঝোতা' বা 'সহযোগিতার' পাতি-বুর্জোয়ার কাল্পনিক সুখে নিমজ্জিত হয়, কেন না বিপ্লবের যুগে অবধারিত ও অনিবার্যরূপেই শ্রেণীসংগ্রাম সর্বদেশে ও সর্বদাই *গৃহযুদ্ধের* রূপ পরিগ্রহ করে এবং প্রচণ্ড রকম ছাড়খার ছাড়া, সন্ত্রাস ছাড়া ও যুদ্ধের স্বার্থে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের সংকোচন ছাড়া গৃহযুদ্ধ অকল্পনীয়। খুব-মিষ্টি পুরুতদের পক্ষেই কেবল এর আবশ্যিকতা লক্ষ্য না করা, এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ও অনুভব না করা সম্ভব, তা সে পুরুত খৃস্ট ধর্মের হোক বা বৈঠকখানাবাসী সংসদীয় সমাজতন্ত্রীরূপী 'ঐহিক' পুরুতই হোক, সকলের পক্ষে প্রযোজ্য। ইতিহাস যখন সংগ্রাম ও যুদ্ধের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির মহত্তম সব প্রশ্নের মীমাংসা দাবী করছে, তখন সমস্ত আবেগ ও সংকল্প নিয়ে সেই লড়াইয়ে ঝাঁপ না নিয়ে, উপরোক্ত যুক্তির দোহাই পেড়ে যুদ্ধকে এড়িয়ে চলতে পারে কেবল গলায় 'মাফলার জড়ানো মানুষই'।[৮৪]

মার্কিন জনগণের একটা বিপ্লবী ঐতিহ্য আছে এবং সেই ঐতিহ্য ধারণ করে রেখেছেন মার্কিন প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধিবৃন্দ, আমাদের প্রতি, বলশেভিকদের প্রতি তাঁরা পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন একাধিকবার। এ হল ১৮শ শতকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুক্তি-যুদ্ধের ঐতিহ্য, তার পর ১৯শ শতকে গৃহযুদ্ধের ঐতিহ্য। যদি শিল্প ও জাতীয় অর্থনীতির কয়েকটা শাখার শুধুমাত্র 'ধ্বংসের' কথাই ধরি তাহলে কিছু কিছু দিকে ১৮৭০ সালে আমেরিকা ছিল ১৮৬০ সালেরও *পিছনে*। অথচ এই যুক্তিতে ১৮৬৩-৬৫ সালে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের মহত্তম, বিশ্ব-ঐতিহাসিক, প্রগতিশীল ও বিপ্লবী তাৎপর্য অস্বীকার করতে গেলে লোককে কি পুঁথিবাগীশ, কী নির্বোধই না হতে হয়!

বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা বোঝে যে নিগ্রো দাসত্বের উচ্ছেদ, দাসমালিকদের ক্ষমতাচ্যুত করার গৃহযুদ্ধ বা যে কোন যুদ্ধের অবধারিত ফল হিসাবে অতল সর্বনাশ, ধ্বংস ও সন্ত্রাসের মধ্য দিয়েই বহু বছর ধরে সমগ্র দেশকে নিয়ে যাওয়া সংগত। কিন্তু যখন *মজুরি* দাসত্ব, পুঁজিবাদী দাসত্ব ও বুর্জোয়া ক্ষমতা উচ্ছেদের মত আরো অপরিসীম বৃহৎ কর্তব্যের প্রশ্ন আসে, তখন বুর্জোয়ার

প্রতিনিধি ও রক্ষকেরা তথা বুর্জোয়ার দ্বারা ভীতিগ্রস্ত লোকেরা ও বিপ্লব এড়ানো সমাজতন্ত্রী সংস্কারবাদীরা গৃহযুদ্ধের আবশ্যিকতা ও বৈধতা মানতে পারে না এবং মানেও না।

মার্কিন শ্রমিকেরা বুর্জোয়াদের অনুসরণ করবে না। তারা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের কালে থাকবে আমাদেরই সংগে। সারা দুনিয়ার ইতিহাস ও মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসই আমার বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করেছে। আমি এই সংগে মার্কিন প্রলেতারিয়েতের অতি প্রিয় এক নেতা ইউজিন দেবসের (Eugene Debs) কথা আমার মনে পড়ছে, তিনি 'যুক্তির কাছে আবেদন', মনে হয় ১৯১৫ সালের শেষে, 'কিসের জন্য লড়াই করবো' প্রবন্ধে লিখেছিলেন (১৯১৬ সালের প্রথমে সুইজারল্যাণ্ডের, বার্ণে অনুষ্ঠিত এক প্রকাশ্য শ্রমিক সভায় আমি এই প্রবন্ধের উল্লেখ করেছিলাম) যে তিনি বর্তমানের অপরাধী ও প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধের পক্ষে সমর্থনসূচক ভোট দেওয়ার চেয়ে গুলি খেয়েও মরতে প্রস্তুত, যে তিনি, প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভংগী থেকে শুধু একটি পবিত্র ও ন্যায়সংগত যুদ্ধকেই জানেন, তাহল, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, মজুরি দাসত্ব থেকে সমগ্র মানবজাতির মুক্তির জন্য যুদ্ধ।

মার্কিন কোটিপতিদের চাঁই ও পুঁজিপতি হাঙরদের সেবক উইলসন যে দেবস-কে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন, তাতে আমি অবাক হই না। সাচ্চা আন্তর্জাতিকতাবাদীদের বিরুদ্ধে, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সাচ্চা প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে পাশবিকতা করুক না বুর্জোয়ারা! তাদের পক্ষ থেকে নৃশংসতা ও পাশবিকতা যত বেশি হবে, ততই ঘনিয়ে আসবে প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের বিজয়ের দিন।

আমাদের বিপ্লবের ফলে ধ্বংসের জন্য আমাদের অভিযুক্ত করা হয়···কারা এই অভিযোক্তা? তারা সেই একই বুর্জোয়া ও তার লেজুড় বাহিনী যারা চার বছরের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে প্রায় সমগ্র ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে বর্বরতা, বন্যতা ও বুভুক্ষার স্তরে ইউরোপকে টেনে নামিয়েছে। আর এখন এই বুর্জোয়ারাই আমাদের কাছে দাবী করছে যে আমরা যেন এই ধ্বংসস্তূপের উপর, সংস্কৃতি অপমৃত্যুর উপর, যুদ্ধজনিত ভাঙচুর ও ছারখারের মধ্যে, যুদ্ধের জন্য যারা বন্য হয়ে উঠেছে তাদের না নিয়ে বিপ্লবের পথে এগোই। আচ্ছা! কী মানবিক ন্যায়পরায়ণ এইসব বুর্জোয়া।

বুর্জোয়ার ভৃত্যেরা আমাদের অভিযুক্ত করছে সন্ত্রাসের জন্য···ইংরেজ বুর্জোয়ারা ভুলে গেছে তাদের ১৬৪৯, আর ফরাসীরা ১৭৯৩ সালের কাহিনী। বুর্জোয়ারা যখন তাদের সমস্ত প্রজাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চালায়, নিজেদের স্বার্থে, তখন সেটা ন্যায্য ও বৈধ; আর সন্ত্রাস হয়ে ওঠে পৈশাচিক ও অপরাধ যখন তা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগের স্পর্ধা করে শ্রমিক ও গরীব

কৃষক। সন্ত্রাস হয় তখন ন্যায্য ও বৈধ যখন এক সংখ্যালঘু শোষকশ্রেণী অন্য সংখ্যালঘু শোষকশ্রেণীর পরিবর্তে স্থান করে নিতে চায়। সন্ত্রাস হয়ে দাঁড়ায় পৈশাচিক ও অপরাধ যখন সেটা প্রযুক্ত হয় সমস্ত সংখ্যালঘু শোষকশ্রেণীর উচ্ছেদের জন্য, প্রকৃতপক্ষে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে, প্রলেতারিয়েত ও আধা-প্রলেতারিয়েত, শ্রমিকশ্রেণী ও গরীব কৃষকদের স্বার্থে!

আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বুর্জোয়ারা এক কোটি লোককে হত্যা করেছে, ও দু কোটি লোককে করেছে পঙ্গু তাদের যুদ্ধে, যে যুদ্ধে সারা পৃথিবীর উপর ইংরেজ না জার্মান কারা আধিপত্য করবে তারই ফয়সলার যুদ্ধ।

যদি *আমাদের* যুদ্ধ, নিপীড়ক ও শোষকদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত ও শোষিতজনের যুদ্ধের ফলে সারা দেশে পাঁচ লক্ষ বা দশ লক্ষ লোকও নিধন হয়, তাহলে বুর্জোয়ারা বলবে প্রথম নিধন বৈধ আর পরেরটা অপরাধ।

প্রলেতারিয়েতরা অবশ্য বলবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে প্রলেতারিয়েতরা এখন পুরোপুরি ও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছে সেই মহাসত্যটি যা সমস্ত বিপ্লবই শিখিয়েছে, সেই সত্য যা শ্রমিকদের দান করে গেছেন তাদের শ্রেষ্ঠ গুরুরা, যারা আধুনিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। সে সত্য হল, *শোষকদের প্রতিরোধ দমন না করলে* কোন বিপ্লবই সফল হয় না। আমরা, শ্রমিক ও মেহনতী কৃষকেরা যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করলাম, তখন শোষকদের প্রতিরোধ দমন করাই ছিল আমাদের কর্তব্য। সেটা যে আমরা করেছি এবং করছি তাতে আমরা গর্বিত। আমাদের আক্ষেপ এই যে সেটা আমরা করছি যথেষ্ট কঠোর ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে নয়।

আমরা জানি যে সমস্ত দেশেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার উন্মাদ প্রতিরোধ অনিবার্য এবং সে প্রতিরোধ বিপ্লবের বৃদ্ধির সংগে সংগে *বাড়তে থাকবে*। এ প্রতিরোধ প্রলেতারিয়েত চূর্ণ করবে, প্রতিরোধী বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের গতিপথে সে চূড়ান্তরূপে পরিণত হয়ে উঠবে বিজয়ের জন্য, ক্ষমতা লাভের জন্য।

আমাদের বিপ্লব যে সব ভুল করেছে সেইসব ভুল নিয়েই আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করুক দুনিয়ার আত্মবিক্রীত সংবাদপত্রসমূহ। নিজেদের ভুলে আমাদের ভয় নেই। বিপ্লব শুরু হয়েছে বলেই যে লোকে দেবতা হয়ে উঠেছে তা নয়। মেহনতী যে সব শ্রেণী যুগের পর যুগ নিপীড়িত, পদদলিত ও সবলে নিষ্পিষ্ট হয়েছে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও বর্বরতার যাঁতাকলে, তারা বিনা ভুলে বিপ্লব করতে পারে না এবং একদা যা বলেছিলাম, বুর্জোয়া সমাজের শবদেহটা স্রেফ কফিন এঁটে সমাধিস্থ করার মত নয়।* নিহত পুঁজিবাদ গলে পচে খসে

* দ্রষ্টব্য, ভি. আই. লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২৭, পৃঃ ৪০৪।

পড়ছে আমাদের মধ্যেই, সংক্রামিত করছে বাতাস, বিষাক্ত করছে আমাদের জীবন, সাবেকী, পচা মৃতের হাজার হাজার সূত্রে ও সম্পর্কে আঁকড়ে ধরছে আমাদের নবীন, তাজা, তরুণ ও জীবন্তকে।

বুর্জোয়া ও তার তল্পিবাহকেরা (আমাদের মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীরা তার মধ্যে পড়ে) বিশ্বজুড়ে আমাদের যে ভুল নিয়ে চিৎকার করছে তেমন প্রতিটি একশ ভুলের সংগে সংগে ঘটছে ১০,০০০টি মহান ও বীরোচিত কীর্তি—সেইসব কীর্তি আরো মহান ও বীরোচিত এই কারণে যে তা সাধারণ, অগোচর, কারখানা এলাকা বা সুদূর গণ্ডগ্রামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে লুক্কায়িত এবং করছে যে সব লোক তারা তাদের প্রতিটি সাফল্য নিয়ে দুনিয়া ফাটিয়ে চিৎকারে অভ্যস্ত নয় (আর সে সুযোগও নেই তাদের)।

কিন্তু ব্যাপারটা যদি উল্টোই হত, অর্থাৎ আমাদের প্রতি ১০০টি সঠিক কাজের সংগে ঘটতো ১০,০০০টি ভুল—যদিও আমি জানি সেরকম অনুমানও বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাহলেও আমাদের বিপ্লব হত এবং *বিশ্ব ইতিহাসের* ক্ষেত্রে তা হয়ে দাঁড়াত মহান ও অপরাজেয়, কেন না এই প্রথমবার কেবল সংখ্যালঘুরা নয়, শুধু ধনীরা নয়, শুধু শিক্ষিতরা নয়—আসল জনগণ, মেহনতী মানুষের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠেরাই *নিজেরাই* নতুন জীবন গড়ে তুলছে, সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের কঠিনতম সব প্রশ্নের সমাধান করছে *নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে।*

এ কাজের প্রতিটি ভুল, নিজেদের সমগ্র জীবন ঢেলে সাজানোর জন্য কোটি কোটি সাধারণ শ্রমিক ও কৃষকদের এই নিতান্ত বিবেকনিষ্ঠ ও অকপট কাজের প্রতিটি ভুলই, সংখ্যালঘু শোষকদের হাজার হাজার নির্ভুল সাফল্যের সমকক্ষ যে সাফল্যে মেহনতী মানুষদের কেবল প্রবঞ্চিত ও প্রতারিতই করা হয়। কেন না, কেবল এই রকম ভুলের *মধ্য দিয়েই* নব-জীবন গড়ার শিক্ষা মিলবে, শ্রমিক ও কৃষকেরা পুঁজিপতিদের *বাদ দিয়েই* চালিয়ে নেওয়ার শিক্ষা পাবে, কেবল এইভাবেই হাজার হাজার প্রতিবন্ধক ভেদ করে বিজয়ী সমাজতন্ত্রের পথ করে নেবে তারা।

বিপ্লবী কাজ চালাতে গিয়ে ভুল করেছে আমাদের এমন কৃষকেরাই কিন্তু এক আঘাতেই ১৯১৭ সালের ২৫-২৬শে অক্টোবরের (পুরনো হিসাব মতে) এক রাত্রের মধ্যেই জমির সমস্ত মালিকানা নাকচ করে, মাসের পর মাস প্রচণ্ড অসুবিধা অতিক্রম করে, নিজেরাই নিজেদের সংশোধন করে অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার নতুন বন্দোবস্ত, কুলাকদের সঙ্গে সংগ্রাম, *মেহনতী জনতার জন্য* (বড়লোকদের জন্য নয়) জমির ব্যবস্থা, বৃহদায়তন *কমিউনিস্ট* কৃষিকার্যে উত্তরণের দুরূহতম সমস্যার সমাধান করেছে হাতে-কলমে।

বিপ্লবী কাজ চালাতে গিয়ে ভুল করেছে এমন আমাদের শ্রমিকেরা বর্তমানে কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় সমস্ত বৃহৎ কলকারখানা জাতীয়করণ

করেছে এবং কঠিন দৈনন্দিন পরিশ্রমের মাধ্যমে এক একটা শিল্প সংস্থার পরিচালনার কৌশলগুলি আয়ত্ত করে নিচ্ছে, জাতীয়করণ করা সংখ্যাগুলিকে সচল করছে, গতানুগতিকতা, পাতি-বুর্জোয়াপনা ও স্বার্থপরতার বিপুল প্রতিবন্ধকতা জয় করে *নতুন* সমাজ সম্পর্কের *নতুন* শ্রম-শৃঙ্খলার, সদস্যদের উপর শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির *নতুন* কর্তৃত্বের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে, তার উপর ইমারত গড়ে চলেছে একের পর এক ইঁট দিয়ে।

বিপ্লবী কাজ চালাতে গিয়ে ভুল করে বসেছে এমন আমাদের সোভিয়েতগুলি জনগণের বিশাল অভ্যুত্থানে গড়ে উঠেছিল ১৯০৫ সালে। শ্রমিক ও কৃষকদের সোভিয়েত—এ হল রাষ্ট্রের নতুন *ধরন*, গণতন্ত্রের নতুন ও উর্ধ্বতম *ধরন*, এ হল প্রলেতারিয়েত একনায়কত্বের রূপ, এ রূপ বুর্জোয়া *ছাড়াই* বুর্জোয়ার *বিরুদ্ধে* রাষ্ট্র চালানোর পদ্ধতি। সর্বপ্রথম, এখানে গণতন্ত্র যা কিনা ধনীদের জন্য দেখা যায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বা এমন কি সবচেয়ে গণতান্ত্রিক দেশেও, তার অস্তিত্ব লোপ করা হয়েছে। কোটি কোটি লোককে নিয়ে এই সর্বপ্রথম জনগণই সমাধান করেছে প্রলেতারিয়েত ও আধা-প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বকে কার্যকরী করার কর্তব্য—এ এমন কর্তব্য যার সমাধান না করলে সমাজতন্ত্রের *কথাই উঠতে পারে না*।

আমাদের প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলি নিয়ে, উদাহরণস্বরূপ, আমাদের নির্বাচনের অভাবের *কথা* তুলে পুঁথিবাগীশরা বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় গণতন্ত্রে আকণ্ঠ নিমগ্ন তারা না হয় বিমূঢ়ভাবেই মাথা নাড়ুক। ১৯১৪-১৯১৮ সালের মহা উলটপালটের সময় এইসব লোক কিছুই ভোলে নি, কিছুই শেখে নি। মেহনতীদের জন্য নতুন গণতন্ত্রের সংগে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যোগ—রাজনীতিতে জনগণকে ব্যাপক আকারে টেনে আনার সংগে গৃহযুদ্ধের যোগ, এরূপ যোগ সাধন তৎক্ষণাৎ দেখা দেয় না এবং রুটিন বাঁধা সংসদীয় গণতন্ত্রের গতানুগতিক রূপে গড়ে ওঠে না। নতুন দুনিয়া, সমাজতন্ত্রের দুনিয়াই তার রূপরেখায় আমাদের সামনে জেগে উঠেছে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের আকারে। এ দুনিয়া যে তৈরি হয়ে জন্মায় না, জুপিটারের মাথা থেকে মিনার্ভার মত এক লহমায় আবির্ভূত হয় না, সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

সাবেকী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংবিধানে যে ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক সমতা ও সভার অধিকারের গুণগান করা হয়েছে, সেখানে আমাদের প্রলেতারীয় ও কৃষক সোভিয়েত সংবিধানে আনুষ্ঠানিক সমতার ভণ্ডামি ঝেঁটিয়ে সাফ করা হয়েছে। বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রীরা যখন সিংহাসন উচ্ছেদ করে তখন তারা রাজতন্ত্রীদের সংগে সাধারণতন্ত্রীদের আনুষ্ঠানিক সমতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে নি। যখন বুর্জোয়াকে উচ্ছেদের প্রশ্ন আসে, তখন বুর্জোয়ার জন্য অধিকারের আনুষ্ঠানিক সমতার চেষ্টা করতে পারে কেবল বেইমানরা বা

নির্বোধরা। ভাল ভাল সমস্ত অট্টালিকা যখন বুর্জোয়াদের দখলে থাকে, তখন শ্রমিক ও কৃষকদের কাছে 'সভার অধিকারের' মূল্য কানাকড়ি মাত্র। ধনীদের কাছ থেকে গ্রামে ও শহরের সর্বত্রই ভাল ভাল অট্টালিকা আমাদের সোভিয়েতরা *কেড়ে নিয়েছে* এবং এই *সমস্ত অট্টালিকাই* শ্রমিক ও কৃষকদের হাতে *তুলে দিয়েছে তাদের* ইউনিয়ন ও তার সভার জন্য। এই হল *আমাদের* 'সভার স্বাধীনতা'...মেহনতী মানুষের জন্য! এই হল আমাদের সোভিয়েত; আমাদের সমাজতান্ত্রিক সংবিধানের তাৎপর্য ও সারার্থ!

সেই জন্যই আমরা এত গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের উপর যত দুর্ভাগ্যই নেমে আসুক না কেন, সে সাধারণতন্ত্র *অপরাজেয়*।

তা অপরাজেয় কারণ উন্মাদ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি আঘাত, আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ার হাতে আমাদের প্রতিটি পরাজয়ই শ্রমিক ও কৃষকদের নতুন নতুন স্তরের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে, প্রচণ্ডতম আত্মদানের মূল্যে তাদের শিক্ষিত করে তুলেছে, পোক্ত করে তুলেছে তাদের, জন্ম দিয়েছে নতুন নতুন গণবীরত্বের।

আমরা জানি যে আপনাদের কাছ থেকে, মার্কিন শ্রমিক কমরেডদের কাছ থেকে সত্যি কথা বলতে কি, সহজে সাহায্য আসবে না, কেন না বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের বিকাশ লাভ করে বিভিন্ন রূপে ও ভিন্ন গতিবেগে (তা না হয়ে পারে না)। আমরা জানি যে, ইউরোপীয় প্রলেতারীয় বিপ্লব ইদানীং যত দ্রুত পরিণতি হয়েই উঠুক না কেন, সামনের কয়েক সপ্তাহেই তা প্রজ্বলিত হয়ে উঠতে নাও পারে। আন্তর্জাতিক বিপ্লবের অনিবার্যতায় আমরা ভরসা রেখেছি, কিন্তু তার অর্থ মোটেই এই নয় যে বোকার মত আমরা *নির্দিষ্ট* একটা স্বল্প মেয়াদী সময়ের মধ্যেই বিপ্লব অনিবার্য বলে ধরে নিয়েছি। নিজেদের দেশে ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের দুটি মহাবিপ্লব আমরা দেখেছি ও জানি যে বিপ্লব ফরমাশ দিয়েও হয় না, আবার বেঝাপরা করেও হয় না। আমরা জানি যে ঘটনাচক্র *আমাদের* সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েত রুশী বাহিনীকে সামনে ঠেলে দিয়েছে আমাদের কৃতিত্বের জন্য নয়, বরং রাশিয়ার বিশেষ এক পশ্চাদপদতার জন্যই, আমরা জানি যে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের বিস্ফোরণের আগে পৃথক পৃথক এক একটা বিপ্লবের এক রাশ পরাজয় সম্ভবপর।

তা সত্ত্বেও আমরা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি যে, আমরা অপরাজেয়, কেন না সাম্রাজ্যবাদী রক্তস্নানে মানবজাতি ভেঙে পড়বে না, সেই রক্তস্নানেই তা পরাস্ত করবে। *আমাদের* দেশই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কয়েদী শেকলকে প্রথম *ছিন্ন* করেছে। সেই শৃঙ্খল চূর্ণমার করার জন্য আমরা প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার

করেছি, তা হলেও আমরা ভেঙেছি সে শৃংখল। সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভর-শীলতা থেকে আমরা *এখন মুক্ত*, সারা দুনিয়ার সামনে আমরা তুলে ধরেছি সাম্রাজ্যবাদের পূর্ণ উচ্ছেদের সংগ্রামের ঝাণ্ডা।

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যান্য বাহিনী আমাদের সাহায্যে না এসে পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা এক অবরুদ্ধ দুর্গের মধ্যে আটকা পড়ে গেছি। এই ধরনের বাহিনী *বর্তমান* আছে, তারা আমাদের তুলনায় *সংখ্যায় অনেক বেশি*, আর যতই সাম্রাজ্যবাদের বর্বরতা দীর্ঘায়িত হচ্ছে, ততই এই সব বাহিনী আরো পূর্ণাংগ হচ্ছে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে ও শক্তি সঞ্চয় করছে। শ্রমিকেরা তাদের সামাজিক-বিশ্বাসঘাতক, গমপার্সে হেণ্ডারসন রেনোডেল শিদেম্যান রেনার প্রভৃতির সংগে সম্পর্ক চ্ছেদ করছে। শ্রমিকেরা ধীরে ধীরে অথচ অটলভাবেই এগোচ্ছে কমিউনিস্ট বা বলশেভিক রণকৌশলের পথ ধরে, প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবের দিকে, কারণ একমাত্র সেই বিপ্লবই পারে মুমূর্ষু সংস্কৃতি ও মানবজাতিকে বাঁচাতে।

সংক্ষেপে, আমরা অপরাজেয়, কেন না, সারা দুনিয়ার প্রলেতারীয় বিপ্লব *অপরাজেয়।*

১৯১৮ সালের ২০শে আগস্ট

এন. লেনিন

প্রাভদা নং ১৭৮
আগস্ট ২২, ১৯১৮

খণ্ড ২৮, পৃঃ ৬২-৭৫

১৯১৮ সালের ৩০শে আগস্ট প্রাক্তন মাইকেলসন কারখানার শ্রমিক সভায় প্রদত্ত ভাষণের অংশ থেকে

বর্তমান সরকার জারের পরিবর্তে কি করেছে? গুচকভ-মিলিউকভ সরকার রাশিয়ায় একটি গণ-পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[৮৫] যে জনগণ তাদের লক্ষ লক্ষ শোষকদের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করল, তাদের স্বার্থের জন্য কি করার উদ্দেশ্য ছিল? এটা হল সেই গুচকভ ও তার সাকরেদরা যাদের সহায়তা করছিল একদল পুঁজিপতি—যাদের উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী সাম্রাজ্য গঠন। আর যখন কার্নেস্কি, চেরনভ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিল, তারা কেবল তাদের বন্ধু, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই চেষ্টা করেছে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল কুলাকদের হাতে, আর মেহনতী জনগণ তাই পায় নি কিছুই। অন্যান্য দেশেও আমরা একই জিনিস দেখেছি। সবচেয়ে স্বাধীন ও সভ্য দেশ আমেরিকার কথাই ধরা যাক। সেখানে একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র আছে। কিন্তু আমরা কি দেখি? মাত্র কয়েক জনের হাতে রয়েছে শাসন ক্ষমতা, এমন কি লক্ষপতির কাছেও নয়, কয়েকজন কোটিপতির হাতেই ক্ষমতা পুঞ্জিভূত, যেখানে অন্যদিকে তখনও চলছে দাসত্ব আর দাস-ব্যবসায়। আপনাদের বহুল প্রচারিত সেই সমতা ও সৌহার্দ্য, কোথায় থাকে যদি দেশের সমস্ত কল-কারখানা, শিল্প, ব্যাংক এবং দেশের সমস্ত ঐশ্বর্যের মালিকানা থাকে কেবল পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত এবং পাশাপাশি সেই গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের অমোচনীয় দুঃখের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক দাসত্ব?

না, সেখানেই 'গণতন্ত্রবাদীরা' ক্ষমতায় রয়েছে, সেখানেই দেখা যাবে প্রকৃতপক্ষে খোলাখুলি ডাকাতি। এইসব তথাকথিত গণতন্ত্রীদের আসল রূপ আমরা জানি।

ইজভেস্তিয়া নং ১৮৮ — খণ্ড ২৮, পৃঃ ৯০
সেপ্টেম্বর ১, ১৯১৮

সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, মস্কো সোভিয়েত, কারখানা কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ সভার বিবরণী থেকে

২২ অক্টোবর, ১৯১৮

আমরা ভালোই জানি অন্যান্য দেশেও কী বিপুলভাবে প্রলেতারীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছে। আমরা দেখেছি কি ভাবে গমপেস' ইতালিতে গিয়ে আঁতাত টাকা ও ইতালীয় বুর্জোয়া ও সমাজতন্ত্রী জাতীয়তাবাদীদের সহায়তায় ইতালির সবকটি শহরে ঘুরে সেখানকার শ্রমিকদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়ে চাওয়ার জন্য প্রচার করেছে। আমরা দেখেছি সেই সময় কী ভাবে ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্রে এই নিয়ে মন্তব্য ছাপা হত, তাতে শুধু গমপেসের নামটাই ছাপা থাকতো, বাকী সবটাই ছেঁটে বাদ দিত সেন্সর, না কেবল রগড করে মন্তব্য ছাপা হত: 'গমপেস' ভোজসভায় যোগ দিয়েছেন ও বকবক করছেন।' অবশ্য বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি স্বীকার করতো যে গমপেস' যেখানেই যেতেন, তাকে সেখানে শিস দিয়ে টিটকারি দেওয়া হত। বুর্জোয়া সংবাদপত্র লিখেছে, 'ইতালীয় শ্রমিকরা এমন আচরণ করছে যেন তারা কেবল লেনিন ও ত্রৎস্কিকেই ইতালি সফর করতে দিতে রাজী।' যুদ্ধের সময় ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক দল একটা বিরাট পদক্ষেপ করেছে, অর্থাৎ তারা বাম দিকে এগিয়েছে। আমরা জানি যে ফ্রান্সে শ্রমিকদের মধ্যে দেশপ্রেমিকের সংখ্যা ছিল প্রচুর, তাদের বলা হয়েছিল যে প্যারিস ও ফরাসী ভূখণ্ডের সামনে সমূহ বিপদ। কিন্তু সেখানেও, শ্রমিকদের আচরণ বদলাচ্ছে। বিগত কংগ্রেসে[৮৩] যখন আঁতাত বা ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা কি করছে সেই সম্পর্কে চিঠি পড়ে শোনানো হয়, তখন ধ্বনি ওঠে, 'সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র জিন্দাবাদ'। আর গতকাল সংবাদ পাওয়া গেছে যে প্যারিসে অনুষ্ঠিত

জনসভায় যোগ দিয়েছে ২০০০ ধাতুশিল্প শ্রমিক এবং তারা রাশিয়ার সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রকে অভিনন্দিত করেছে। আমরা দেখেছি যে ইংলণ্ডের তিনটি সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে কেবল একটি, শুধু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সোশ্যালিস্ট পার্টিই বলশেভিকদের প্রকাশ্য সহযোগী হয় নি, কিন্তু বৃটিশ সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং স্কটল্যাণ্ডের সোশ্যালিস্ট লেবার পার্টি সুনির্দিষ্টরূপেই বলশেভিকদের সমর্থন জানিয়েছে। ইংলণ্ডেও বলশেভিকবাদের প্রসার শুরু হয়েছে এবং স্পেনীয় পার্টিগুলিও এখন তাদের কংগ্রেসে[৮১] রুশ বলশেভিকদের প্রসংশা করছে যদিও তারা আগে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে মদত দিয়েছে, ও তাদের মধ্যে যুদ্ধারম্ভের পর একজন কি দুই জনের মাত্র আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল। বলশেভিকবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের বিশ্বব্যাপী তত্ত্ব ও রণকৌশল! *(করতালি)* বলশেভিকবাদ এইটে ঘটাতে পেরেছে যে সারা দুনিয়ার সামনে একটা সুসমঞ্জস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং কার্যতঃ বলশেভিকদের পক্ষে না বিপক্ষে এই প্রশ্ন নিয়েই সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে মতভেদ ঘটছে। যার ফলে বলশেভিকবাদ প্রকাশ করেছে একটা কর্মসূচী যাতে বর্তমানে শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্র গঠনের কথা আছে। কেবল মিথ্যা ও কুৎসায় পরিপূর্ণ বুর্জোয়া সংবাদপত্রের দৌলতে শ্রমিকরা রাশিয়ায় প্রকৃতপক্ষে কী ঘটছে তা জানতো না, তারা প্রতি-বিপ্লবীদের উপর প্রলেতারীয় সরকারের বিজয়ের পর বিজয় দেখে, আমাদের রণকৌশল ও আমাদের শ্রমিক সরকারের বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ ছাড়া এই যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ নেই দেখে তাদের চৈতন্যোদয় হয়েছে। গত বুধবার বার্লিনে একটি শোভাযাত্রা বের হয় এবং শ্রমিকেরা কাইজারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করতে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত মিছিল নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারপর তারা রুশ দূতাবাসের কাছে গিয়ে রুশ সরকারের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে।

সংবাদপত্রের বিবরণ হিসাবে
১৯১৮ সালের ২৩শে অক্টোবর প্রকাশিত
হয় *প্রাভদার* ২২৯ ও সারা রুশ কেন্দ্রীয়
কার্যকরী কমিটির মুখপত্র *ইজভেস্তিয়ার*
২৩১নং সংখ্যায়।

খণ্ড, ২৮, পৃঃ ১১৬-১৭

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রশ্নে ষষ্ঠ (অতিরিক্ত) সমগ্র রুশ শ্রমিক সোভিয়েত, কৃষক, কসাক ও লালফৌজের ডেপুটিদের কংগ্রেসে ১৯১৮ সালের ৮ই নভেম্বর প্রদত্ত ভাষণ হইতে

সাম্প্রতিক কয়েকমাসে এবং কয়েক সপ্তাহেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, এখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদ প্রায় সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছে। উক্রাইন সম্পর্কে সমস্ত পরিকল্পনা এবং নিজ দেশের শ্রমিকদের দেওয়া জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সব রকম প্রতিশ্রুতিই ফাঁকা বুলিতে পরিণত হয়েছে। এটা বোঝা গেল যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তৈরিই ছিল তাই তারা জার্মানীকে পাল্টা আঘাত হেনেছে। ফলে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আমাদের এ ব্যাপারে কোন মোহ নেই। অক্টোবর বিপ্লবের পর আমরা সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় দুর্বল ছিলাম, আর এখনও আমরা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় দুর্বল। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করছি এখন যাতে আমরা আমাদের না ঠকাই: অক্টোবর বিপ্লবের পর আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, তাই আমরা সংগ্রাম চালাতে পারি নি। আমরা এখনও দুর্বল তাই আমরা সাম্রাজ্যবাদের সংগে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার সব রকম চেষ্টা করে যাব।

আমরা যে অক্টোবর বিপ্লবের পরও এক বছর টিঁকে রয়েছি তার কারণ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিবদমান দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলেই। একদিকে ইংগ-ফরাসী-মার্কিন অন্যদিকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ পরস্পরের প্রতি যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল তাদের পক্ষে আমাদের দিকে নজর দেওয়ার আর সময় ছিল না। কোন গোষ্ঠীই আমাদের বিরুদ্ধে বিরাট বাহিনীর সমাবেশ ঘটাতে পারে নি, যা তারা করতে পারতো যদি সে রকম অবস্থায় তারা থাকতো। ওরা যুদ্ধের রক্তপিপাসু পরিবেশে অন্ধ হয়ে

পড়েছিল। যুদ্ধ চালানোর জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ওদের সব রকমের প্রচেষ্টা ও একাগ্রতা। আমাদের দিকে নজর দেওয়ার কোন সময়ই ছিল না ওদের, আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের থেকে শক্তিশালী ছিলাম কোনও আধি-ভৌতিক ঘটনার জন্য নয়, আর সেটা হবে নিতান্তই বাজে কথা, কারণ কেবল বিবদমান আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ গোষ্ঠীদ্বয় পরস্পরের ঘাড়ের উপর অস্ত্রাঘাত করার অবস্থায় এসে পড়েছিল বলেই। কেবল এই জন্য সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রকে ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে যে তারা সকল দেশেই সাম্রাজ্য-বাদীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করতে পেরেছিল, তাদের বৈদেশিক ঋণের নামে দেওয়া পুঁজি থেকে রেহাই পেয়েছিল, সেইসব বুর্জোয়াদের পকেট ভর্তি লুঠের টাকা হাল্কা করে তাদের গালে চড় কষাতে পেরেছিল সময় মত।

যে যোগাযোগ আমরা তখন শুরু করেছিলাম; সেই পরিপ্রেক্ষিতেই জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা এখন একটা ঘোষণার পূর্বমুহূর্তে এসে পৌঁছেছে, যদিও যুদ্ধের সময় যে ভাবে তাদের পুঁজির বদলে মুনাফা লুঠ করার চিন্তায় ছিল পুঁজিবাদীরা, তারা সেই সময়ে আমাদের পারলে ছিঁড়ে ফেলতো,—যদিও যুদ্ধ সেটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে আরও প্রবলভাবে। ইংগ-মার্কিন জোটের অপর জোটের বিপক্ষে জয়লাভ করার আগে পর্যন্ত তারা সকলে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল, তাই সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ ছিল না তাদের। এখন আর কোন দ্বিতীয় দল নেই। কেবল বিজয়ীদের দলই রয়েছে। এর ফলে আমাদের আন্তর্জাতিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে এবং আমরা এই সুযোগের নিশ্চয়ই সদ্ব্যবহার করবো। এতেই প্রকাশ পাবে এই ঘটনা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনে কী ভূমিকা পালন করছে। বিজিত দেশগুলিতেও এখন শ্রমিক আন্দোলন জয়ী হচ্ছে, প্রত্যেকেই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যে তা কি বিপুল পরিমাণে অগ্রসর হয়েছে। যখন অক্টোবরে আমরা ক্ষমতা দখল করি তখন সারা ইউরোপে এটা একটা স্ফুলিঙ্গের মত মনে হত। একথা সত্যি, সেই স্ফুলিঙ্গ চলতে শুরু করেছে, আর সেটা উড়িয়েছি আমরাই। এটা আমাদের বিরাট সাফল্য, কিন্তু তাহলেও এগুলি কেবল বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গ মাত্র। এখন জার্মান-অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যবাদের আওতায় অধিকাংশ দেশেই এই বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে (বালগেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী) আমরা জানি যে বালগেরিয়া থেকেই বিপ্লব ছড়িয়েছে সার্বিয়াতে। আমরা জানি কি ভাবে এই শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন অস্ট্রিয়াকে অতিক্রম করে পৌঁছেছে জার্মানীতে। অসংখ্য দেশই জড়িয়ে পড়েছে এই শ্রমিক আন্দোলনের সামনে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ সার্থক হয়েছে। এগুলি কোন হঠকারী অভিযান নয়, যা বলে আমাদের শত্রুরা দাবী করেছে, বরং সেগুলি বিশ্ব

বিপ্লবের উত্তরণের অত্যাবশ্যকীয় ধাপ মাত্র, যে প্রচেষ্টা নেতৃত্বদানকারী যে কোন দেশকেই তার অনগ্রসরতা ও পশ্চাদগামিতা সত্ত্বেও নিতে হবে।

এই একটি ফল, এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফলের দৃষ্টিভংগীতে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি। অন্য পরিণতির কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে ইংগ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অস্ট্রো-জার্মান সাম্রাজ্যবাদ তার সময়ে যেমন করেছিল, তেমনিই নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলছে। আমরা দেখতে পাই যে যদি ব্রেস্ট-লিটোভস্ক চুক্তির[৮৮] সময়ে জার্মানী একটু স্থির মস্তিষ্কের হয়ে জুয়া খেলায় মেতে না উঠতো, তা হলে সে পশ্চিমাঞ্চলে তার আধিপত্য বজায় রেখে নিশ্চিতভাবেই তার সুবিধাজনক অবস্থা গড়ে তুলতে পারতো। সে তা করতে পারে নি, কারণ যখন যুদ্ধের মত যন্ত্রদানব যা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে জড়িয়ে ফেলেছে, যে যুদ্ধ শোভিনিজমের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে, যে যুদ্ধের সংগে জড়িয়ে আছে পুঁজিপতিদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোটি কোটি রুবল, সেই সময় যদি এই ধরনের যন্ত্রদানব তার পূর্ণ গতিতে চলতে থাকে তাহলে তাকে থামানোর কোন উপায় থাকে না। এই যন্ত্রদানব জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা যতটা ভেবেছিল তারও বেশী এগিয়ে যায় আর এর চাপে চূর্ণ হয়ে যায় এরা সকলে। ওরা চাপা পড়ে যায়, ওরা মারা পড়ে মানুষের আত্মহত্যার মতই। আর এখন, আমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এই কদর্য, কিন্তু বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভংগীতে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় এসে পড়েছে। আপনারা ভাবতে পারেন যে ওরা বোধ হয় জার্মানীর চেয়ে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞ। এখানে জনগণ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত, তারা কোন গ্রাম্য জমিদার[৮৯] বা আর কারো শাসনাধীনে থাকে নি, এবং এখানকার জনগণ একশ বছর আগে ঐতিহাসিক কঠিন দুর্যোগের মধ্যে কাটিয়েছে। আপনারা হয়তো ভাবছেন এই জনগণ তাদের উপস্থিত বুদ্ধি বজায় রেখেছে। যদি আমরা ব্যক্তি বিশেষের কথা বলি, গণতন্ত্রের সাধারণ ব্যাখ্যা অনুসারে তাহলে বলবো বুর্জোয়া ফিলিস্তাইনদের মত বুদ্ধিজীবীরাও সাম্রাজ্যবাদ ও শ্রমিকশ্রেণীর সংঘর্ষ থেকেও কিছুই বুঝতে পারে নি, তারা আদৌ সুস্থ মস্তিষ্কের কিনা তাতেও সন্দেহ জাগে, এবং যদি আমরা সাধারণভাবে গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমাদের বলতে হয় যে বৃটেন ও আমেরিকা এমন দেশ যাদের একশ বছরের বেশি গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাদের দেশের বুর্জোয়ারা তাদের অবস্থা বজায় রেখেই চলতে পারে। যদি কোন উপায়ে এখনও তারা তাদের অধিকার বজায় রাখতে পারে, তা হলে যে কোন মূল্যে তারা সেটা রক্ষা করবে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু মনে হয়, সামরিক যুদ্ধবাজ জার্মানীর যা ঘটেছিল, এদেরও ঠিক তাইই ঘটছে। এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে রাশিয়া ও অন্যান্য

সাধারণতন্ত্রী দেশের মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্য রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ রক্তে এতই পিচ্ছিল হয়ে আছে, এত লুণ্ঠনকারীও পশুবৎ হয়ে গেছে যে এটা এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও মুছে ফেলেছে এবং এর ফলে এই যুদ্ধ স্বাধীনতম গণতান্ত্রিক আমেরিকাকে আধা-সামরিক যুদ্ধবাজ জার্মানীর মত করে তুলেছে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বৃটেন এবং আমেরিকা যে দেশের অন্যান্যদের তুলনায় গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ও সুযোগ ছিল আর সকলের চেয়ে বেশি, তারা যেমন জার্মানী তার সময়ে করেছে সেই রকম বর্বরতা ও পাগলের মত কাজ করেছে, আর তাই তারা দ্রুত এগিয়ে চলেছে, বরং বিশ্বাস্য গতির চেয়েও দ্রুততর গতিতে সেই পরিণতির দিকেই, যে পরিণতিতে পৌঁছেছিল জার্মান সাম্রাজ্যবাদ। এরা ইউরোপকে অস্বাভাবিকভাবে ফুলিয়ে তুলেছিল তার আয়তনের তিন গুণ বড় করে তারপর একদিন সেটা গেল ফেটে, আর রেখে গেল কেবল কদর্য দুর্গন্ধ। এখন ব্রিটিশ আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উভয়েই দ্রুত এগিয়ে চলেছে একই পরিণতির দিকে। আপনারা কেবল একটু আড়চোখে লক্ষ্য রাখবেন যুদ্ধবিরতি ও চুক্তির শর্তাবলীর দিকে, দেখতে পাবেন যে ব্রিটিশ ও মার্কিন 'মুক্তিদাতা' বা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে বিজিত জাতিগুলিকে প্রকৃতপক্ষে কী দিচ্ছে। বালগেরিয়ার কথাই ধরুন। আপনারা ভাবতে পারেন যে বালগেরিয়ার মত দেশের ইংগ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী হাংগরদের হাত থেকে ভয়ের কিছু নেই। তা সত্ত্বেও, এই ছোট্ট, দুর্বল, একান্তভাবে অসহায় দেশের বিপ্লবে, ইংগ-মার্কিনীদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে আর তাই তারা এমন যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্ত আরোপ করেছে যাকে আগ্রাসন ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এই দেশের সোফিয়া নামে একটা গুরুত্বপূর্ণ রেলের জংসনে কৃষক সাধারণতন্ত্রের কথা ঘোষণা করা হয়, তখন দেখা যায় সারা দেশের রেলপথের নিয়ন্ত্রণই তখন ইংগ-মার্কিনী সেনাবাহিনীর হাতে যায়। তারা এই ছোট্ট কৃষক সাধারণতন্ত্রের সংগে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। সামরিক দৃষ্টিভংগীতে এই যুদ্ধ বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ বলে মনে হয়। যে সব লোক বুর্জোয়া, পুরনো শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধি বা সামরিক সম্পর্কের শরিক, তারা এ অবস্থা দেখে অবজ্ঞায় মুচকি হাসি হাসেন। ইংগ-মার্কিন সেনা বাহিনীর সংগে বালগেরিয়ার এই ছোট্ট বাহিনীর তুলনা কি সূচিত করে? সামরিক দৃষ্টিভংগীতে এর কোন তাৎপর্যই নেই, কিন্তু বিপ্লবী দৃষ্টিভংগীতে তার গুরুত্ব অপরিসীম। এটা উপনিবেশ নয়, যেখানে ওরা লক্ষ লক্ষ লোককে নির্বিচারে হত্যা করেছে। ব্রিটিশ আর মার্কিনীরা ভাবে এটাই হল আফ্রিকার বর্বরদের মধ্যে নিয়ম-শৃংখলার প্রবর্তন করা, তাদের মধ্যে সভ্যতা ও খ্রীস্ট ধর্মের প্রচার করার একমাত্র নীতি। কিন্তু এটা মধ্য আফ্রিকা নয়।

এখানে সেনারা সংখ্যায় তারা যতই শক্তিশালী হোক না কেন যখন বিপ্লবের মোকাবিলা করতে হয় তখন তাদের মনোবল ভেংগে পড়ে। জার্মানীতে এর যথেষ্ট প্রমাণ হয়ে গেছে। জার্মানীতে নিয়ম শৃংখলার প্রশ্নে যে কোন ভাবেই হোক সেনাবাহিনীই হল আদর্শ। তা সত্ত্বেও যখন জার্মানরা উক্রেনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়, তখন অবশ্য শৃংখলা ছাড়াও আরো কিছু এসে পড়ে। উপোসী জার্মান সেনারা রুটির জন্য মার্চ করে চলেছে, আর তারা যে খুব বেশি করে খাবার চুরি করবে না, এমন দাবী করাটা খুবই অস্বাভাবিক। এছাড়া, আমরা জানি যে এই দেশে ওদের অধিকাংশই রুশ বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত। জার্মান বুর্জোয়ারা সে কথা ভাল করেই জানতো, তাই তারা উইলহেল্ময়ে আতংকের সৃষ্টি করেছিল। হোহেনজোলার্নরা ভুল করবে যদি তারা কল্পনা করে থাকে যে জার্মানী তাদের জন্য এক ফোঁটা রক্ত ক্ষয় করবে। এই হল যুদ্ধবাজ জার্মান সাম্রাজ্যবাদের নীতির ফল। ব্রিটেনেও ঠিক একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। ইংগ মার্কিন সৈন্যরা ইতিমধ্যেই মনোবল হারিয়েছে, এটা শুরু হয়েছিল যখনই তারা বালগেরিয়ার বিরুদ্ধে হিংস্র আক্রমণ চালিয়েছে তখনই। আর এটা কেবল শুরু। অস্ট্রিয়া বুলগেরিয়াকে অনুসরণ করছে। ইংগ-মার্কিন বিজয়ী বীরদের চাপানো কয়েকটি শর্ত আমি পড়ে শোনাচ্ছি। এরা হল সেই সব লোক যারা সব সময় শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে আর বলে যে তারা নাকি শুরু করেছে স্বাধীনতার যুদ্ধ, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল সমগ্র দেশের উপর বর্বর শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য যে প্রুশীয় সামরিক বাহিনী তৈরী হয়েছে তাদের ধ্বংস করা। ওরা তারস্বরে চিৎকার করে ঘোষণা করছে যে ওরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে, কিন্তু এটা একটা ভাঁওতা। আপনারা জানেন যে বুর্জোয়া আইনজ্ঞ, এই সব সংসদীয় প্রবক্তারা যারা কোন রকম ইতস্তত ছাড়াই সারা জীবন কাটিয়েছে ভাঁওতা দিয়ে তারা পরস্পরকে খুব সহজেই ভাঁওতা দিতে পারে, কিন্তু মেহনতী মানুষকে যখন একই ভাবে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে তখন অত সহজে তারা পার পায় না। ব্রিটিশ ও মার্কিন রাজনীতিবিদ ও সংসদীয় প্রবক্তারা এই ব্যাপারে বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তারা ভাঁওতা দিয়ে পার পাবে না। মেহনতি মানুষ, যাদের তারা স্বাধীনতার নামে উত্তেজিত করেছে, তারা তাদের মানসিকতায় ফিরে আসবে সোজাসুজি, আর খুব বেশি সম্ভাবনা রয়েছে বিরাট সংখ্যাতেই তারা একত্রিত হবে কেবল ঘোষণার দ্বারাই নয় (সাহায্য নিয়ে নয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের দ্বারাও নয়) তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারবে যে তারা প্রতারিত হচ্ছে, যখন তারা অস্ট্রিয়ার সংগে শান্তি চুক্তির মূল কথাগুলি অনুধাবন করতে পারবে।

এই সব শান্তিচুক্তির শর্তাবলী তুলনামূলক ভাবে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন

দেশগুলির উপর চাপিয়ে দিচ্ছে তারাই যারা চিৎকার করে বলশেভিকদের বলেছে বিশ্বাসঘাতক কারণ তারা ব্রেস্ত-লিতভস্ক শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। যখন জার্মানী মস্কোতে সেনা পাঠাতে চেয়েছিল, আমরা বলেছিলাম যে আমরা সকলেই বরং যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেব, কিন্তু তবু এই প্রস্তাবে সম্মত হব না। (হর্ষধ্বনি)। আমরা নিজেদের বলেছিলাম যে অধিকৃত এলাকায় অনেক বেশি আত্মত্যাগ করতে হবে, কিন্তু প্রত্যেকেই জানেন যে কি ভাবে সোভিয়েত রাশিয়া সেখানে সাহায্য করেছিল এবং ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান দিয়েছিল। আর এখন বৃটেন ও ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক সেনা-বাহিনী সেখানে 'শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার' জন্য উপস্থিত হয়েছে, আর তা হয়েছে কখন না যখন বালগেরিয়া ও সার্বিয়ায় শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েত গঠিত হয়েছে, যখন ভিয়েনা ও বুদাপেস্তেও গঠিত হয়েছে শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েত। আমরা জানি এই ধরনের শৃংখলা বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বোঝায়। এর অর্থ ইংগ-মার্কিন সামরিক বাহিনীকে দিয়ে বিশ্ব বিপ্লবের টুঁটি টিপে ধরে তাকে শ্বাসরোধ করে মারা।

বন্ধুগণ, যখন ১৮৪৮ সালে রুশ ক্রীতদাস বাহিনীকে হাঙ্গেরীয় বিপ্লব দমন করতে পাঠানো হল তারা তা সাফল্যের সঙ্গেই সমাধা করে, কারণ তারা ছিল ক্রীতদাস মাত্র, ওরা পোল্যাণ্ডেও এই কাজ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু যে জনগণ শতাব্দী ধরে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে আসছে এবং যারা জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে বর্বর পশু হিসাবে মনে করে ধ্বংসের জন্য উত্তেজিত হয়ে আসছে, তাদের একথা নিশ্চয়ই বোঝা উচিত যে ইংগ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও সেই একই ধরনের পাশবিক অবস্থা যাকেও একইভাবে হত্যা করা প্রয়োজন।

আর তখন ইতিহাস তার ক্রূর বক্রগতিতে এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ খুলে দিয়ে এখন তা ইংগ-ফরাসী সাম্রাজ্য-বাদের মুখোশ খুলে দিতে উদ্যত হয়েছে। আমরা রুশ, জার্মান ও অস্ট্রীয় মেহনতী মানুষদের কাছে ঘোষণা করেছি যে তারা ১৮৪৮ সালের রুশ ক্রীতদাস বাহিনী নয়। ওরা একাজ কখনই করতে পারবে না। ওরা এসেছে জনগণের পুঁজিবাদ থেকে স্বাধীনতায় উত্তরণ বন্ধ করতে, ওরা এসেছে বিপ্লবকে দমিয়ে দিতে। আমরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত যে এইসব রক্তচোষা দানবদেরও জার্মান সাম্রাজ্যবাদী দানবদের মত একইভাবে অপঘাতে ধ্বংস হতে হবে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত
ইজভেস্তিয়া নং ২৪৪, নভেম্বর ৯, ১৯১৮
ও *প্রাভদা* নং ২৪৩, নভেম্বর ১০, ১৯১৮

"সোভিয়েতের অতিরিক্ত ষষ্ঠ সারা রাশিয়া কংগ্রেস" পুস্তকে ১৯১৯ সালে প্রথম প্রকাশিত। হুবহু প্রতিবেদন, মস্কো।

খণ্ড ২৮, পৃঃ ১৫৪-৫৯

পিতিরিম সোরোকিনের মূল্যবান স্বীকারোক্তি

[অংশবিশেষ]

এ ছাড়াও, *সাধারণভাবে* 'গণতন্ত্রে' বিশ্বাস, সার্বজনীন সর্বরোগহর বিদ্যার মত গ্রহণ করা এবং গণতন্ত্র হল *বুর্জোয়া* গণতন্ত্র, ঐতিহাসিকভাবে এর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা সীমিত এবং কয়েক দশক বা শতক ধরে সকল দেশেরই পাতি-বুর্জোয়াদের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় রয়েছে এতে। বৃহৎ বুর্জোয়ারা আরও সেয়ানা. তারা জানে যে পুঁজিবাদের আধিপত্যে পরিচালিত গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র সব দেশের মতই এটাও প্রলেতারিয়েতকে দমন করার যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। বৃহৎ বুর্জোয়ারা এ কথা *জানে* প্রকৃত নেতাদের সংগে ঘনিষ্ঠতার জন্যই এবং *প্রত্যেক* বুর্জোয়া রাষ্ট্রের যন্ত্রের সংগে গভীর (এবং স্বভাবতই লুকোনো সম্পর্কের দ্বারা) সমঝোতা থাকার ফলে। পাতি-বুর্জোয়ারা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সাধারণভাবে তার জীবনযাত্রার ফলে এই সত্যকে কম অনুধাবন করতে পারে, এমন কি তারা এই চিন্তায় বেশ উৎফুল্লই হয় যে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র মানেই 'প্রকৃত গণতন্ত্র' স্বাধীন ব্যক্তিদের রাষ্ট্র, শ্রেণী রহিত বা অভিজ্ঞ এক শ্রেণীর জনগণের, জনগণের ইচ্ছার পরিপূর্ণ সার্থক রূপায়ণ ইত্যাদি। পাতি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের এই ধরনের চিন্তাধারায় আরো বেশি করে আকৃষ্ট থাকার ফলে অনিবার্য-ভাবেই তারা চূড়ান্ত শ্রেণীসংগ্রাম থেকে, স্টক এক্সচেঞ্জ এবং 'প্রকৃত' রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকে। আর এই ধরনের মনোভাব কেবল প্রচারের মাধ্যমেই দ্রুত অপসারণ করা যাবে, এর মত অ-মার্কসীয় চিন্তা আর নেই।

বিশ্ব ইতিহাস অবশ্য এত দ্রুত প্রচণ্ডগতিতে এগোচ্ছে এবং সে যা কিছু প্রচলিত রীতিকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে তার বিশাল ওজনের আঘাতের ঘায়ে যে খুব একরোখা মনোভাবেরও পরিবর্তন হচ্ছে। সংসদীয় সভার

প্রতি প্রাগৈতিহাসিক বিশ্বাস ও 'খাঁটি গণতন্ত্র' ও 'প্রলেতারিয়েতের এক-নায়কত্ব এর সাথে পাশাপাশি তুলনা করার প্রকৃতি 'সাধারণভাবে গণতন্ত্র-বাদীদের' মধ্যে স্বভাবতই ও অনিবার্যভাবেই বাসা বেঁধেছে। কিন্তু সংসদীয় সভার সমর্থকদের আর্চাঙ্গেল সামারা, সাইবেরিয়া একপেশে বিনাশ ঘটাতে পারে নি। উইলসনের আদর্শ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র কার্যকরী ভাবে *প্রমাণ* করেছে যে তা হল উগ্র সাম্রাজ্যবাদের একটা ভিন্নরূপ, যার দ্বারা দুর্বল জাতিকে সবচেয়ে নির্লজ্জভাবে পীড়ন করে শোষণ করা হয়। সাধারণভাবে গড় 'গণতন্ত্রবাদীরা', বিশেষত মেনশেভিক ও সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লবীরা ভাবে: 'কিভাবে আমরা নিন্দনীয় উচ্চস্তরের একটা রাষ্ট্র, যেমন সোভিয়েত সরকার, তার কথা ভাবি? ঈশ্বর আমাদের যেখানে একটা সাধারণ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র দিয়েছেন?' এবং তুলনামূলকভাবে 'সাধারণত' শান্তির সময়ে তারা এই ধরনের 'আশা'য় বুক বেঁধে থাকতে পারে কয়েক দশক ধরে।

এখন অবশ্য ইতিহাসের ঘটনা প্রকৃতি ও সমগ্র রুশ রাজতন্ত্রীদের সংগে ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আঁতাতের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে এই শিক্ষাই পাওয়া গেছে যে *প্রকৃতপক্ষে* গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রেরই নামান্তর, যার অস্তিত্ব ইতিমধ্যেই লোপ পেয়েছে ইতিহাসের সামনে সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন সমস্যার ফলে। তারাই দেখিয়েছে যে *হয়* পৃথিবীর সমস্ত বিকাশশীল দেশে সোভিয়েত সরকার জয়লাভ করবে আর না হয় সবচেয়ে বর্বর প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদ জয়ী হবে—যা সারা দুনিয়ার ছোট ও দুর্বল জাতিকে গলা টিপে ধরে প্রতিক্রিয়াশীলতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছে—আর এর প্রবক্তা হল ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যারা এই ধরনের গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধহস্ত; এর ছাড়া *আর কোন* বিকল্প নেই।

হয় একটি বা অন্যটিকে গ্রহণ করতেই হবে।

মধ্যবর্তী কোন ব্যবস্থা নেই। অতি সাম্প্রতিককালেও এই মতবাদকে বলশেভিকদের অন্ধ-উন্মাদনা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

কিন্তু এটা সত্যি হিসাবেই পরিবর্তিত হয়েছে।

যদি পিতিরিম সোরোকিন গণপরিষদ থেকে পদত্যাগ করে থাকেন তাহলে তা বিনা কারণে নয়, এটা একটা সমগ্র শ্রেণীর একদিকের অংশের পরিবর্তন বলেই ধরতে হবে, তা হল পাতি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রবাদীদের কাজ। ওদের মধ্যে ভাঙন অবশ্যম্ভাবী, এক অংশ চলে আসবে আমাদের দিকে, অন্য অংশ থাকবে নিরপেক্ষ, অপরপক্ষে তৃতীয় পক্ষ ইচ্ছা করেই রাজতন্ত্রী সংসদীয় গণতন্ত্রবাদীদের দলে ভিড়বে, যারা রাশিয়াকে ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজির কাছে বিক্রী করে বিদেশী বেয়নেটের গুঁতোয় গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে রাশিয়ার বিপ্লবকে

বর্তমানে অন্যতম প্রধান কাজ হল, মেনশেভিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের যে অংশ বলশেভিকবাদের প্রতি বিরূপ আচরণ থেকে প্রথমে নিরপেক্ষতা ও পরে বলশেভিকবাদের সমর্থনে এগিয়ে আসা অংশের কাজ কর্মের হিসাব নিয়ে এই অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা .

১৯১৮ সালের ২০শে নভেম্বর লেখা।

প্রাভদার ২৫২ সংখ্যায়, ১৯১৮ সালের ২১শে নভেম্বর প্রকাশিত
স্বাক্ষর: *এন. লেনিন*

২৮, পৃ: ১৮৮-৯০

১৯১৮ সালের ২০শে নভেম্বর মস্কোর পার্টি কর্মীদের সভায় পাতি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের প্রতি প্রলেতারিয়েতের মনোভাব প্রসঙ্গে বক্তৃতার অংশ থেকে

আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাতি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের অবস্থারও অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন হয়েছে। তাদের শিবিরে এখন চলছে হৃদয় পরিবর্তনের পালা। মেনশেভিকদের[৯১] আবেদনে আমরা দেখছি যে তারা সম্পদশালী শ্রেণীর সঙ্গে আঁতাতের নিন্দা করেছে, মেনশেভিকরা তাদের বন্ধুদের কাছে এখন ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার আহ্বান জানাচ্ছে; আহ্বান জানাচ্ছে সেই সব পাতি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের কাছেও যারা দুতোভ, চেক[৯২] এবং ব্রিটিশের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আঁতাত গড়ে তুলেছে। একথা এখন সকলের কাছেই সুবিদিত যে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া এমন আর কোন শক্তি নেই যারা বলশেভিক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। একই ধরনের দোদুল্যমানতা চলছে সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লবী[৯৩] ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও, যাদের অধিকাংশই পাতি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের মতবাদের সমর্থক এবং দেশপ্রেমের বন্যায় ভেসে বেড়ায়। তাদের মধ্যেও চলছে একই ধরনের ঘটনা।

কৌশলের প্রশ্নে আমাদের পার্টির কাজকর্ম এখন নিয়ন্ত্রিত হবে শ্রেণী সম্পর্কের মাধ্যমে এবং আমাদের এ ব্যাপারে পরিষ্কার জানতে হবে যে এই অবস্থা কি মাত্র একটা সুযোগ, মেরুদণ্ডহীনতা ও ভিত্তিহীন দোদুল্যমানতা না এ এক গভীরে অনুপ্রবিষ্ট সামাজিক পরিবর্তন। এই প্রশ্নের সহজ সমাধান হল যদি আমরা প্রলেতারিয়েত ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের সম্পর্কের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্লেষণ করি এবং আমাদের বিপ্লবের ঐতিহাসিক

দৃষ্টিভংগী দিয়ে বিচার করি। এই দল বদলের ঘটনা কেবল ঘটনাক্রমে বা ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার নয়। এর সংগে জড়িত আছে লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা পদমর্যাদায় হয় মধ্যবিত্ত কৃষকের বা তাদের সমগোত্রীয় শ্রেণীর। দলবদলের সংগে জড়িয়ে আছে সমস্ত পাতি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী—যারা এক সময় তাদের দেশপ্রেমের ভাবালুতাকে খণ্ডবিখণ্ড করায় আমাদের তিক্ত সমালোচনা করা থেকে একেবারে উত্তেজিত বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। কিন্তু ইতিহাস আজ এমন আবর্তে পাক খাচ্ছে যে আমাদের কাজেই এখন দেশ-প্রেমের কথা প্রকাশ পাচ্ছে। একথা পরিষ্কার যে বলশেভিকদের বিদেশী বেওনেটে ছাড়া স্থানচ্যুত করা যাবে না। এখন পর্যন্ত পাতি-বুর্জোয়ারা এই আনন্দেই মশগুল যে ব্রিটিশ, ফরাসী ও মার্কিনীরা প্রকৃত গণতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়াবে। কিন্তু অস্ট্রিয়া আর জার্মানীর উপর যে শান্তি-চুক্তির শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা থেকে এই মোহজাল ভেঙে যাচ্ছে এখন। ব্রিটিশরা এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন তারা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বলশেভিকদের ভ্রান্ত ধারণার শুদ্ধিকরণের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

সুতরাং যে পার্টি এক সময় আমাদের সংগে বিরোধিতা করেছিল তারাই এখন বলছে, যেমন প্লেখানভ গোষ্ঠীর মতামত হল 'আমরা ভুল করেছি, আমরা ভেবেছিলাম যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদই আমাদের প্রধান শত্রু এবং পরন্তু পশ্চিমী দেশগুলি—ফ্রান্স, বৃটেন ও আমেরিকা, আমাদের জন্য করবে গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন।' তাছাড়া এটা এখন পরিষ্কার যে পশ্চিমী দেশগুলি যে সব শান্তি চুক্তির শর্তাবলী অনুমোদন করছে সেগুলি ব্রেস্ত-লিতভস্ক চুক্তির চেয়ে শতগুণে অবমাননাকর, লুণ্ঠনকারী ও শোষণের মনোভাবপূর্ণ। এটা দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটিশ ও আমেরিক্যানরা রুশ স্বাধীনতার জল্লাদরূপে কাজ করছে, কাজ করছে রুশ ঘাতক নিকোলাস প্রথম যেমন করেছিল সেই মত এবং একাজ করছে এমন কার্যকরী ভাবে যেমন হাংগেরীয় বিপ্লবকে ফাঁসীতে ঝুলিয়েছিল তৎকালীন রাজন্যবর্গ। এই কাজ এখন করছে উইলসনের প্রতিনিধিরা। তারা অস্ট্রিয়ার বিপ্লবকে পযুর্দস্ত করছে, তারা জার্মান সেনানীদের মত শেষ সুযোগ দিয়েছে সুইজারল্যাণ্ডকে, 'যদি তোমরা বলশেভিক সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের সংগে যোগ না দাও তাহলে তোমরা আমাদের কাছ থেকে আর কোন খাদ্যদ্রব্য পাবে না।' ওরা হল্যাণ্ডকে বলেছে, 'যদি তোমরা সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতকে তোমার দেশে ঢুকতে দেওয়ার সাহস দেখাও, তাহলে আমরা তোমাদের অবরোধ করবো।' ওদের একটাই সহজ অস্ত্র আছে, তাহল দুর্ভিক্ষের অভিশাপ ডেকে আনা। এইভাবেই ওরা জনগণকে পিষে মারতে চাইছে।

যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তীকালের সাম্প্রতিক ইতিহাস অস্বাভাবিক দ্রুত-গতিতে তার রূপ বদলাচ্ছে এবং কালক্রমে তা দেখিয়ে দেবে যে ব্রিটিশ ও

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ জার্মান সাম্রাজ্যবাদের মতই ঘৃণ্য ও অপাঙক্তেয়। একথা ভুললে চলবে না যে এমন কি আমেরিকাতেও যেখানে আমরা সবচেয়ে স্বাধীন ও সর্বাধিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখতে পাই, সেখানেও সাম্রাজ্য-বাদকে যে নির্মমভাবে প্রতিহত করার প্রয়োজন, তা করা হয় না। আন্ত-র্জাতিকতাবাদীদের সেখানে কেবল বিনা বিচারে হত্যাই করা হয় না, তাদের উন্মত্ত জনতার মধ্যে রাস্তায় টেনে এনে উলঙ্গ করে আধমরা করার পর পুড়িয়ে মারা হয়।

প্রাভদার ২৬৪ ও ২৬৫ সংখ্যায় ১৯১৮ সালের ৫ ও ৬ই ডিসেম্বরে প্রকাশিত। ২৮, পৃঃ ২০৮-০৯।

প্রলেতারিয়েত বিপ্লব ও নীতিভ্রষ্ট কাউৎস্কি

(উদ্ধৃত অংশ বিশেষ)

বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে সবলে ধ্বংস করে তার বদলে একটি *নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র* স্থাপন না করলে, যে যন্ত্র এঙ্গেলসের ভাষায়, 'শব্দটির প্রকৃত অর্থে তখন আর রাষ্ট্রই নয়' [১৪] প্রলেতারিয়েত বিপ্লব সম্ভব হয় না।

নীতিভ্রষ্ট হওয়ার ফলে কাউৎস্কিকে এই সবই ধোঁয়াটে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে হচ্ছে।

তিনি কি রকম হীন কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তা একবার দেখুন।

প্রথম অপকৌশল : 'এই ক্ষেত্রে মার্কস যে সরকারের প্রকৃতির কথা মনেও স্থান দেন নি, তার প্রমাণ তিনি মনে করেন যে বৃটেন ও আমেরিকায় রূপান্তরটা নির্বিঘ্নে ঘটতে পারে, অর্থাৎ তা ঘটতে পারে গণতান্ত্রিক উপায়ে।'

এর সংগে *সরকারের প্রকৃতির* কোনই সম্পর্ক নেই, কারণ এমন অনেক রাজতন্ত্র আছে যেগুলি বুর্জোয়া *রাষ্ট্রের* আদর্শস্বরূপ নয়, উদাহরণস্বরূপ, যেমন, সেখানে কোন সামরিক চক্র নেই, আবার এমন অনেক সাধারণতন্ত্র আছে সেগুলি বৈশিষ্ট্যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অনুরূপ, যেমন, সেখানে সামরিক চক্র ও আমলাতন্ত্র রয়েছে। এই ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সত্য সকলেরই জানা, তাই কাউৎস্কি একে মিথ্যা বানাতে পারেন না।

কাউৎস্কি যদি সৎভাবে, গুরুত্বসহকারে তর্ক করতে চাইতেন, তাহলে তিনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করতেন : বিপ্লব সম্পর্কে এমন কোন ঐতিহাসিক নিয়ম আছে কি যার কোন ব্যতিক্রম নেই? আর তার উত্তর হত, না, সে রকম কোন নিয়ম নেই। এরকম নিয়ম কেবল আদর্শ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রতিই

প্রযোজ্য, যাকে একবার মার্কস 'আদর্শস্বরূপ' বলে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এর অর্থ হল গড়পড়তা, স্বাভাবিক ও বিশেষ ধরনের পুঁজিবাদ।

তা ছাড়াও, সত্তর দশকে এমন কিছু কি ছিল যার জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকাকে *আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে* ব্যতিক্রম বলা যায়? ইতিহাসের সমস্যা সম্পর্কে বিজ্ঞানের কি কি প্রয়োজন সে সম্বন্ধে যার বিন্দু-মাত্র পরিচয় আছে তার কাছে একথা সুস্পষ্ট যে এই প্রশ্ন তুলতেই হবে। এই প্রশ্ন না তোলার অর্থ. বিজ্ঞানের প্রতি মিথ্যাচরণ করে কূট তর্কে আত্মনিয়োগ করা এবং প্রশ্নটি তোলার পর আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে তার উত্তর হল, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব হচ্ছে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে *বলপ্রয়োগ।* আর মার্কস ও এঙ্গেলস একথা বার বার সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে (বিশেষ করে *ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ* ও তার মুখবন্ধে) *সমরবাদ* ও *আমলাতন্ত্রের* অস্তিত্বের ফলে এই রকম বলপ্রয়োগের প্রয়োজন *বিশেষ* করে উদ্ভূত হচ্ছে। কিন্তু সত্তর দশকে মার্কস যখন তাঁর মন্তব্যটি করেন, তখন বৃটেন ও আমেরিকায় ঠিক এই সংগঠনগুলির *অস্তিত্বই ছিল না* (সেগুলি *অবশ্য এখন* বৃটেন ও আমেরিকায় আছে)!

নিজের নীতিভ্রষ্টতা ঢাকবার জন্য কাউৎস্কিকে এখন একেবারে আক্ষরিক অর্থে প্রতিপদে ছলনার আশ্রয় নিতে হচ্ছে!

এবং লক্ষ্য করুন, অসাবধানতাবশতঃ তিনি নিজেই নিজের শয়তানী প্রকাশ করে ফেলেছেন এই কথায়, 'শান্তিপূর্ণভাবে, অর্থাৎ *গণতান্ত্রিক উপায়ে*!'

একনায়কত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কাউৎস্কি প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন যাতে ঐ ধারণার মৌলিক বৈশিষ্টটি অর্থাৎ বিপ্লবী *বলপ্রয়োগের* কথাটি পাঠকের কাছে গোপন থাকে। কিন্তু এখন সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে, প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে *শান্তিপূর্ণ* আর *হিংসাত্মক বিপ্লবের* মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

এই হল বিষয়টির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কাউৎস্কিকে এই সমস্ত প্রতারণা, কূটতর্ক ও মিথ্যাচরণের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। কারণ তিনি *সহিংস* বিপ্লব থেকে *সরে* দাঁড়াতে চান, তিনি যে সহিংস বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে যোগ দিয়েছেন *উদারনৈতিক* শ্রমনীতির দলে, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের দলে, সেকথা তিনি গোপন করতে চান। এই হল বিষয়টির সার কথা।

"ঐতিহাসিক' কাউৎস্কি এমন নির্লজ্জভাবে ইতিহাসের অপলাপ করেছেন যে তিনি মৌলিক ঘটনাই 'বিস্মৃত' হয়েছেন—যে প্রাক-একচেটিয়া পুঁজিবাদ যা সত্তরের দশকে বাস্তবিকই উন্নতির শিখরে ওঠে, তার মূল *অর্থনৈতিক* লক্ষণের গুণে, যার সবচেয়ে বেশি লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল বৃটেন ও আমেরিকায়, তা তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে তার বিশেষত্বের জন্য শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রার্থিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে, সাম্রাজ্যবাদ, অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজিবাদ, যা কেবল বিংশ শতাব্দীতেই পূর্ণতা লাভ

করে তা তার *অর্থনৈতিক* লক্ষণের গুণে শান্তি ও স্বাধীনতার প্রতি সবচেয়ে কম অনুরাগের জন্য এবং সর্বত্র জঙ্গীবাদের সর্বাধিক বিস্তারের জন্য ধিকৃত হয়েছিল। শান্তিপূর্ণ বা সহিংস বিপ্লব কি পরিমাণে সম্ভব বা কতদূর আদর্শ স্থানীয় তা আলোচনা করতে যে পূর্বোক্ত অবস্থা 'অনুধাবন করতে না পারার' অর্থ হচ্ছে বুর্জোয়াদের সাধারণ স্তরেই নেমে যাওয়া।

১৯১৮ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে লেখা।

১৯১৮ সালে পুস্তিকাকারে কমিউনিস্ট প্রকাশন, কর্তৃক প্রকাশিত হয়, মস্কো।

২৮, পৃঃ ২৩৭-৩৯

১৯১৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর তৃতীয় শ্রমিক সমবায় কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণের অংশ থেকে

পশ্চিমী দেশগুলি একসময় আমাদের ও আমাদের সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনকে ঔৎসুক্যের সংগে লক্ষ্য করতো। ওরা বলতো: 'ওরা ওদের মত চলুক, আমরা অপেক্ষা করে দেখি কি হয়…অদ্ভুত লোক, এই রুশীয়রা!' আর এখন এই অদ্ভুত রুশীয়রাই সারা দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছে তারা কি করতে পারে! (হর্ষধ্বনি)

এখন জার্মান বিপ্লব শুরু হয়েছে,[৯৬] একজন বিদেশী রাষ্ট্রদূত জিনোভিয়েভকে বলেছেন, 'ঠিক এই মুহূর্তে একথা বলা শক্ত যে ব্রেস্ত-লিতভস্ক চুক্তিকে কে বেশি ভালভাবে ব্যবহার করেছে, তোমরা না আমরা।'

তিনি একথা বলেছিলেন, কারণ সকলেই তাইই বলছিল। প্রত্যেকেই দেখেছে যে এটাই হল মহান বিশ্ব বিপ্লবের সূচনা। আর এই মহান বিপ্লব শুরু করেছিল পশ্চাদগামী 'অদ্ভুত' রুশীয়েরাই…ইতিহাসের গতিপথ বিচিত্র: যে একটা অনুন্নত দেশই পাচ্ছে মহান বিশ্ববিপ্লব শুরু করার কৃতিত্ব, আর যা তাকিয়ে দেখছে আর অনুভব করছে সারা দুনিয়ার বুর্জোয়া। এই মহাবিপ্লবী অগ্নিকাণ্ড ছড়িয়ে পড়েছে, জার্মানী, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডে।

এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে দিনের পর দিন, বিপ্লবী সোভিয়েত সরকার প্রতিদিনই তার শক্তি সঞ্চয় করছে। সেই কারণেই বুর্জোয়ারা এই ব্যাপারে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন মনোভাব নিয়েছে। এখন বিশ্ব পুঁজিবাদের ঘাড়ের উপর কুঠারাঘাত পড়ল বলে, এখন আর কোন একক পার্টির স্বাধীনতার কোন প্রশ্ন নেই। আমেরিকাই দেখিয়েছে সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমেরিকা হল সর্বাধিক গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে অন্যতম, এটা একটা মহান গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র। কোথায় আছে, যদি সে দেশে না পাই,

যেখানে আছে সব রকমের নির্বাচনী অধিকার, আর স্বাধীন দেশের সবরকমের অধিকার যেখানে আমরা সমস্ত আইন বিষয়ক প্রশ্নের সঠিক মীমাংসার পথ খুঁজে পাই? তাহলেও আমরা জানি সে দেশটা একটা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হলেও সেখানকার একজন যাজকের কি হয়েছিল, তাকে বেত্রাঘাত করে ও চাবকে মারা হয়েছিল যতক্ষণ না তার শরীরের রক্তে মাটি ভিজে গিয়েছিল। এই ঘটনা ঘটেছিল একটা স্বাধীন দেশে, একটা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে। আর এই ঘটনা ঘটতে দিয়েছিলেন 'মানবদরদী' বিশ্বপ্রেমিক ব্যাঘ্র সদৃশ উইলসন ও তার দলবল। এই সব উইলসন এখন জার্মানীর মত একটা পরাজিত দেশকে নিয়ে কি করছে? বিশ্বের সকলের সংগে সম্পর্কের একটা পরিষ্কার চিত্র এখন আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে! আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি নিদারুণ অভিযোগ উঠেছে আজ উইলসন ইত্যাদির বর্তমান চিত্র থেকে তার বন্ধুদের দেওয়া শর্তগুলি সম্পর্কে। উইলসন আমাদের বক্তব্যের প্রমাণ দিয়েছে। এই ভদ্রলোকগুলি—অবাধ ক্রোড়পতির দল যারা নিজেদের পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে 'মানবদরদী' বলে জাহির করে তারা তৎক্ষণাৎ তাদের বন্ধুদের আলোচনা এমন কি যে কোন রকমের 'স্বাধীনতার' স্বপ্ন দেখাকেও ভেঙে গুঁড়িয়ে দিত। তারা উল্টোভাবে আপনাদের সামনে শর্ত আরোপ করে বলতো, হয় তোমরা পুঁজিবাদের পক্ষে দাঁড়াও, আর না হয়তো সোভিয়েতের পক্ষে যোগ দাও। ওরা বলতো: এটা কর, কারণ আমরা এই রকম বলছি, আমরা, তোমাদের বন্ধুরা, আমরা হলাম ব্রিটিশ, মার্কিন—অর্থাৎ উইলসন এবং ফরাসী ক্লীমেসিওরা (Clemencean) বলছি একথা।

সেই কারণেই কোন রকম স্বাধীনতার লেশমাত্র আশা করা সেখানে বৃথা। এটা হতে পারে না এবং এ নিয়ে স্বপ্ন দেখারও কোন মানে হয় না। এখানে কোন মাঝামাঝি অবস্থা চলতে পারে না, একদিকে নিজের সম্পত্তি রক্ষা করবো অন্যদিকে প্রলেতারিয়েতকে মদত দিয়ে যাব, তা হয় না। জীবনের বৃক্ষটিকে হয় তার সারা পত্রপল্লব পুঁজিবাদের হতে হবে আর না হয় তাকে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের সংগে যোগ দিতে হবে। এটা প্রত্যেকের কাছেই একেবারে পরিষ্কার যে বর্তমানে সমাজতান্ত্রিকতার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। প্রত্যেকের কাছে এটাও একেবারে পরিষ্কার যে বিশ্ব নির্বাচনের মাধ্যমে পাতি-বুর্জোয়া অধিকার রক্ষার প্রশ্ন একেবারেই অসম্ভব। উইলসনরা এই ধরনের মোহজাল মনে মনে পোষণ করতে পারে, বরং তারা এই ধরনের মোহজাল কেবল পোষণ করাই নয়, তার দ্বারা তারা তাদের উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা করে, কিন্তু আজকাল আপনারা দেখতে পাবেন যে খুব বেশী লোক আর এই ধরনের রূপকথায় ভুলছে না। যদি সেই ধরনের লোক থাকেও, তাহলে তারা হয় ঐতিহাসিক দুষ্প্রাপ্য বস্তু বা প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন মাত্র (হর্ষধ্বনি)।

সমবায় আন্দোলনের 'স্বাধীনতা' রক্ষা সম্পর্কে প্রথম থেকেই আপনারা যে পার্থক্য দেখে আসছেন সেগুলি বৃথা চেষ্টা, সেগুলির কার্যকরী সমাধান ছাড়া অচিরেই শুকিয়ে যেতে বাধ্য হবে। এই ধরনের সংগ্রাম মোটেই গুরুত্ব নিয়ে করা হয় না এবং এগুলি প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের মৌলিক আদর্শের পরিপন্থী। যদিও এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ উইলসনরাও তো 'গণতন্ত্রবাদী'! ওরা বলে যে ওরা একদিন সবকটি দল মিলে একটা সম্মিলিত দল গঠন করবে কারণ ওদের এত বেশী ডলার মুদ্রা আছে যে ওরা সমগ্র রাশিয়া, ভারত ও সারা দুনিয়াই কিনে ফেলতে পারে। উইলসন এই কোম্পানীর সভাপতি এবং ওদের পকেটে ডলার মুদ্রা সব সময় ঝনঝন করে বাজছে, তাই তো ওরা বলে যে ওরা সমগ্র রাশিয়া, ভারত এমন কি সবকিছুই কিনে ফেলতে পারে। কিন্তু ওরা ভুলে যায় যে আন্তর্জাতিক মৌলিক প্রশ্নের সমাধান হয় ঠিক অন্যভাবে, ওদের কথা কোন এক বিশেষ জায়গায় কয়েকজন লোকের কাছে হয়তো মূল্যবান মনে হতে পারে। ওরা ভুলে যায় যে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী শ্রেণী দৈনন্দিন যেসব সিদ্ধান্ত নিচ্ছে—যে ধরনের সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবেই সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে আমাদের কংগ্রেস, তার অর্থ হল প্রলেতারিয়েতের সারা দুনিয়ার একনায়কত্বের ভার নেওয়ার ঘটনাকে অভিনন্দন জানানো। এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে আমাদের কংগ্রেস আজ এখানে যে ধরনের 'স্বাধীনতার' কথা আলোচনা করা হল, সে পথে আর যেতে পারবে না। আপনারা অবগত আছেন যে কার্ল লিবনেকৎ পাতি-বুর্জোয়া কৃষকদেরই নয়, সমবায় আন্দোলনেরও বিরোধিতা করেছেন। আপনারা এটাও জানেন, যে কেবল এই কারণেই শেইদেম্যান ও তার দলবল লিবনেকৎকে এক স্বপ্নবিলাসী ও আধা-পাগল বলে উপহাস করেছে, তা সত্ত্বেও আপনারা তার প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, যেমন জানিয়েছেন আপনারা ম্যাকলীনের প্রতি। এই প্রসঙ্গে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে একসঙ্গে সুর মিলিয়ে আপনারা আপনাদেরই পারাপারের নৌকা ডুবিয়েছেন। আপনারা স্থির সিদ্ধান্তে অবিচল থাকুন, কারণ যখন আপনারা কেবল আপনাদের জন্যই মাথা তুলে দাঁড়াবেন না, কেবল আপনাদের অধিকারের জন্য মাথা তুলে দাঁড়াবেন না, আপনারা তখন লিবনেকৎ ও ম্যাকলীনের অধিকারের জন্যও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেন। আমি প্রায়ই শুনি যে রুশ মেনশেভিকরা সমঝোতাকে অভিযুক্ত করে এবং যারা কাইজারের লেজুড়দের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরই ওরা তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে। কেবল মেনশেভিকরাই এই ভাবে অভিযোগ করে না। সারা দুনিয়া আমাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রচণ্ড অভিযোগ আনে, 'সমঝোতাওয়ালা' বলে। এখন বিশ্ববিপ্লব শুরু হয়েছে, আর ওদের এখন হেস (Haase) ও কাউৎস্কির সঙ্গেও কাজ কারবার করতে হবে, আমরা আমাদের অবস্থাকে রুশ প্রবাদের কথায় প্রকাশ করে

বলতে পারি, "আমাদের দাঁড়াতে দিন, দেখুন আমরা কত ভালভাবে দাঁড়াতে পারি।'

আমরা আমাদের দুর্বলতাগুলি জানি এবং সেগুলিকে সহজেই দেখিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু অন্যের চোখে তা সব সময়েই প্রকৃত ঘটনার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা বলে মনে হয়। এক সময়, আপনারা জানেন, অন্যান্য পার্টির সকলেই আমাদের নীতিকে দোষারোপ করেছিল, আর এখন সমস্ত পার্টিই আমাদের পক্ষে হয়ে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে চাইছে। বিশ্ব বিপ্লবের চাকা এখন এমনভাবে ঘুরে গেছে যে আমরা এখন আর কোন রকমের সমঝোতাকে ভয় করি না। আমি নিশ্চিত যে আমাদের কংগ্রেস বর্তমান অবস্থায় সঠিক পথেই চলবে। কেবল একটাই পথ খোলা আছে: সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে সমবায় আন্দোলনের সংযুক্তিকরণ। আপনারা জানেন যে ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও স্পেন আমাদের কাজকে পরীক্ষান্তরে আছে বলে মনে করতো, ওরা এখন ওদের সুর পালটিয়েছে, ওদের এখন নিজেদেরই ঘর সামলাবার পালা। যদিও, শারীরিক, বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক বিচারে ওরা আমাদের চেয়ে শক্তিশালী, কিন্তু ওদের বাইরের চমক সত্ত্বেও আমরা জানি ওদের ভিতরে পচন শুরু হয়েছে, ওরা বর্তমানে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী যেমন শক্তিশালী ছিল জার্মানী ব্রেস্ত-লিতভস্ক শান্তি চুক্তি সম্পাদনের সময়। কিন্তু এখন আমরা কি দেখছি? আজ প্রত্যেকেই আমাদের বলে বলীয়ান। এখন প্রত্যেক মাসেই আমরা সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে ব্যয় করছি কেবল আমাদের জন্যই নয়, লিবনেকৎ ও ম্যাকলীন যে কারণে শুরু করেছিল, তাকেও শক্তিশালী করছি এবং আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি যে বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও স্পেন একই রোগে আক্রান্ত হয়েছে আর তার প্রদাহ চলছে জার্মানী যে আগুনে জ্বলেছিল তাতেই, সেই আগুন হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজনীন ও বিশ্বব্যাপী মেহনতী মানুষের সংগ্রাম। (দীর্ঘ হর্ষধ্বনি)

১৯১৮ সালের ১০ ডিসেম্বরে সংক্ষিপ্ত বিবরণী
প্রকাশিত হয় *ইজভেস্তিয়ার* ১৭০ সংখ্যায় খণ্ড ২৮, পৃঃ ৩৩৪-৩৭
১৯১৯ সালে পূর্ণাঙ্গ প্রকাশিত।

১৯১৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রেসন্যা জেলা শ্রমিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ থেকে নেওয়া

বৃটেন, আমেরিকা এবং জাপান পরস্পরের মধ্যে লুঠের ভাগ নিয়ে এখন মারামারি করছে। সব কিছুই ভাগ করা হয়েছে। উইলসন পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সভাপতি। কিন্তু তিনি কি বলছেন? সেখানে জনগণ জংগী জনতার হাতে শান্তির নামে মার খাচ্ছে রাস্তাঘাটে। একজন পাদরী যিনি কখনও বিপ্লবী ছিলেন না, কেবল শান্তি প্রচারের জন্যই তাকে রাস্তায় টেনে এনে বেদম প্রহার করা হয়েছে। যেখানে অশান্তির বিভীষিকা সেখানেই পাঠানো হচ্ছে সেনাবাহিনীকে বিপ্লব ধ্বংস করতে, জার্মান বিপ্লবকে হুমকি দিয়ে দমিয়ে দেওয়ার জন্য। জার্মানীতে বিপ্লব শুরু হয় অতি সম্প্রতি, মাত্র একমাস আগে, সেখানকার প্রধান সমস্যা হল গণপরিষদ না সোভিয়েত সরকার। সেখানকার সকল বুর্জোয়াই গণ-পরিষদের পক্ষে এবং সমস্ত সমাজতন্ত্রী যারা কাইজারের লেজুড় হিসাবে কাজ করেছে, যারা বিপ্লবাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করার সাহস পায় নি, তারাও চাইছে গণ-পরিষদ। জার্মানী বিভক্ত হয়েছে দুটি শিবিরে। সমাজতন্ত্রীরা এখন চাইছে গণ-পরিষদ, আবার লিবনেকৎ যিনি তিন বছর জেলে ছিলেন তিনি রোজা লুক্সেমবার্গের মত Die Rote Fahne[৯৭]-এর মাথায় বসে আছেন। গতকাল মস্কোতে সংবাদপত্রের একটি সংখ্যা এসেছে। এতে বেশ শক্ত আর ঘটনাবহুল সব তথ্য রয়েছে। এতে আপনারা অসংখ্য প্রবন্ধ দেখতে পাবেন—প্রত্যেক লেখকই যাঁরা বিপ্লবী নেতা তাঁরা বর্ণনা করেছেন কি ভাবে বুর্জোয়ারা জনগণকে প্রতারণা করছে। জার্মানীর স্বাধীনতা ছিল পুঁজিবাদীদের কব্জায়। তারা কেবল তাদেরই সংবাদপত্র প্রকাশ করে, আর এখন Die Rote Fahne

বলছে যে কেবল শ্রমিকদেরই আছে জাতীয় সম্পত্তি ব্যবহার করার অধিকার। যদিও জার্মানীর বিপ্লবের বয়স মাত্র একমাস, দেশটি ভাগ হয়ে গেছে দুটি শিবিরে। সমস্ত বিশ্বাসঘাতক সমাজতন্ত্রী এখন গণ-পরিষদের জন্য চিৎকার করছে অন্যদিকে সৎ, প্রকৃত সমাজতন্ত্রীরা বলছে, 'আমরা সকলেই শ্রমিক ও সেনাদের পিছনে আছি।' তারা বলছে না 'আর সমস্ত কৃষকদের' পিছনে, কারণ জার্মানীতে অনেক কৃষকই শ্রমিক ভাড়া করে, তাই তারা বলছে 'শ্রমিক ও সেনাদের' জন্য। পরিবর্তে তারা বলে, 'ছোট কৃষকদের জন্য।' সোভিয়েত ক্ষমতা সেখানে ইতিমধ্যেই একটা সরকারের রূপ নিয়েছে।

প্রাভদায় ২৭৫ সংখ্যায় প্রকাশিত
সংক্ষেপিত বিবরণ।
ডিসেম্বর ১৮, ১৯১৮।

খণ্ড ২৮, পৃঃ ৩৬০

দ্বিতীয় সারা রাশিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বিবরণী

জানুয়ারী ২০, ১৯১৯

পুঁজিবাদী সমাজে ট্রেড ইউনিয়নগুলি কখনও মজুরীপ্রাপ্ত শ্রমিকদের এক পঞ্চমাংশের বেশি শ্রমিককে সংগঠনের আওতায় আনে নি। এমন কি সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থা ও উন্নত দেশেও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক-সংস্কৃতির বিকাশ লাভের এক দশক বা এক শত বছর পরেও এর উন্নতি হয় নি। কেবল অল্প সংখ্যক উঁচু স্তরের শ্রমিকরাই এর সদস্য ছিল আর তাদের মধ্যেও অল্প সংখ্যক কয়েকজনকে পুঁজিপতিরা ঘুষ দিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে শ্রমিকদের নেতা হিসাবে তাদের দাঁড় করাতো। মার্কিন সমাজতন্ত্রীরা এইসব লোককে বলতেন, 'পুঁজিবাদী শ্রেণীর শ্রমিক সহকারী।' সেই বুর্জোয়া স্বাধীন সংস্কৃতির দেশে, বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রের সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক দেশে, ওরা ভালভাবেই দেখেছেন এই ছোট্ট উঁচুস্তরের শ্রমিকদের ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়াদের সহকারী হিসাবে নিজেদের আত্মনিয়োগ করেছিল। ওদের ঘুষ দিয়ে কিনে নেওয়া হয়েছিল এবং ওরাই গঠন করেছিল সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেমিকের দল, যে দলে ইবার্ট ও শাইদেম্যান জাতীয় লোকেরাই ছিল আদর্শ বীর।

১৯১৯ সালের ২২ ও ২৪শে জানুয়ারী
প্রাভদার ১৫ ও ১৬ সংখ্যায়
সংবাদপত্রের বিবরণ হিসাবে প্রকাশিত

খণ্ড ২৮, পৃঃ ৪০

ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকদের নিকট পত্র

কমরেডগণ, ১৯১৮ সালের ২০শে আগস্ট তারিখে মার্কিন শ্রমিকদের নিকট আমার পত্রের শেষাংশে আমি লিখেছিলাম যে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যান্য বাহিনী আমাদের সাহায্যে না আসা পর্যন্ত আমরা একটা পরিবেষ্টিত দুর্গের মধ্যে রয়েছি। আমি আরো লিখেছিলাম, শ্রমিকরা নিজেদের সমাজতান্ত্রিক বেইমানদের কাছ থেকে, গমপের্স ও বেন্নেরদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে কিন্তু অবিচল পদক্ষেপে শ্রমিকরা কমিউনিস্ট ও বলশেভিক রণকৌশলের কাছাকাছি আসছে।

এই কথাগুলি লেখার পর ৫ মাসও কাটে নি, অথচ বলতেই হবে যে, কমিউনিজম ও বলশেভিকবাদের দিকে বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের অভিগমনের ফলে বিশ্ব প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের পরিপক্কতা এই সময়ের মধ্যে দ্রুত বেড়েছে।

তখন ১৯১৮ সালের ২০শে আগস্ট কেবল আমাদের বলশেভিক পার্টিই ১৮৮৯-১৯১৪ সালের পুরনো দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংগে দৃঢ় সংকল্পে সকল সম্পর্ক ছেদ করে। ১৯১৪-১৯১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় ঐ আন্তর্জাতিক অত্যন্ত লজ্জাস্করভাবে দেউলিয়া হয়ে যায়। কেবল আমাদের পার্টিই পুরোপুরি নতুন পথে এসে দাঁড়ায়, লুঠেরা বুর্জোয়াদের সংগে জোট বাঁধায় আত্মধিকৃত সমাজতন্ত্র ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক থেকে উত্তরণ ঘটে কমিউনিজমে, যে পাতি বুর্জোয়া সংস্কারবাদ ও সুবিধাবাদ সরকারী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দলগুলিকে আচ্ছন্ন করেছে ও করছে তা থেকে চলে আসে সত্যিকারের প্রলেতারিয়েত বিপ্লবী রণকৌশলের দিকে।

এখন ১৯১৯ সালের ১২ই জানুয়ারীতে আমরা শুধু ভূতপূর্ব জার সাম্রাজ্যের পরিসীমার মধ্যে যথা ল্যাতভিয়া, ফিনল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডেই নয়, পশ্চিম ইউরোপেও—অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, হল্যাণ্ড এবং সর্বশেষ জার্মানীতেও

পুরো এক সারি কমিউনিস্ট প্রলেতারিয়েত পার্টি দেখতে পাচ্ছি। লিবনেকৎ, রোজা লাক্সেমবার্গ, ক্লারা জেৎকিন, ফ্রাঞ্জ মেহরিঙ-এর মত অমন বিশ্ববিদিত ও বিশ্ববিখ্যাত নেতা সমেত শ্রমিক শ্রেণীর অমন বিশ্বস্ত অনুগামী জার্মানীর 'স্পার্টাকাস লীগ' যখন শাইদেম্যান ও সিউদেকুম ধরনের সমাজতন্ত্রীদের সংগে, সেই সব সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের সংগে (যারা মুখে সমাজতন্ত্রী হলেও কাজে শোভিনিস্ট), জার্মানীর লুঠেরা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া ও দ্বিতীয় উইলহেলমের সংগে জোট বেঁধে যারা চিরকালের মত নিজেদের ধিকৃত করে তুলেছে, তাদের সংগে সম্পর্কচ্ছেদ করে যখন জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টি নাম গ্রহণ করে স্পার্টাকাস পার্টি, তখনই সত্যিকারের প্রলেতারিয়েত সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতাবাদী, প্রকৃত বিপ্লবী তৃতীয় আন্তর্জাতিক, *কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি প্রস্তর* স্থাপন করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রতিষ্ঠা এখনও বিধিবদ্ধ হয় নি, কিন্তু কার্যত এখন তৃতীয় আন্তর্জাতিক বর্তমান ।

রাশিয়ায় মেনশেভিক ও 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের' মত, জার্মানীতে শাইদেম্যান ও সুদেকুমদের মত, ফ্রান্সে রেঁনোদে ও ভান্দেরভেল্দের মত, ইংলণ্ডে হেণ্ডার ও ওয়েবদের মত, আমেরিকায় গমপের্স কোম্পানীর মত যারা ১৯১৪-১৯ সালের যুদ্ধে 'নিজ নিজ' বুর্জোয়াদের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিল, তারা যে সমাজতন্ত্রের প্রতি কী বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সেটা এখন সমস্ত সচেতন শ্রমিক, ও প্রকৃত সমাজতন্ত্রীরা না দেখে পারে না। এই যুদ্ধ পুরোপুরি নিজেকে একটা সাম্রাজ্যবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, লুঠতরাজের যুদ্ধ হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে একদিকে জার্মানীর পক্ষ থেকে, অন্যদিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ইতালি ও আমেরিকার পুঁজিপতিদের পক্ষ থেকে। এই শেষোক্ত পুঁজিপতিরা এখন লুঠের মালের বখরা নিয়ে, তুরস্ক, রাশিয়া, আফ্রিকা ও পলিনেশিয়ার উপনিবেশ ও বলকান, প্রভৃতি দেশের ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি শুরু করেছে। 'গণতন্ত্র' এবং 'জাতি সমূহের ইউনিয়ন' প্রভৃতি শব্দ নিয়ে উইলসন ও তার অনুগামীদের ভণ্ড বুলির মুখোশ খুলে পড়ে তখনই যখন আমরা দেখি, ফরাসী বুর্জোয়ারা দখল করছে রাইন নদীর বাম দিক, ফরাসী, ব্রিটিশ ও মার্কিন পুঁজিপতিদের দখল করতে দেখি তুরস্ক (সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া) এবং রাশিয়ার একাংশ সাইবেরিয়া, আর্খাঙ্গেল, বাকু, ক্রাসনোভোদস্ক, আশনাবাদ ইত্যাদি), এবং এই লুঠের মাল নিয়ে চরম সংঘর্ষ চলে ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে, ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে এবং আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে।

কাপুরুষ, কাধা-খেঁচড়া যেসব 'সমাজতন্ত্রী' বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কুসংস্কারে সমূহ আচ্ছন্ন, মাত্র গতকাল যারা 'নিজ নিজ' সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে

সমর্থন করেছে এবং আজ যারা রাশিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে কেবল নিষ্কাম 'প্রতিবাদেই' সীমাবদ্ধ থাকছে তাদের পাশেই জোটবদ্ধ দেশগুলিতে এমন লোকের সংখ্যা বাড়ছে যারা গ্রহণ করেছে কমিউনিজমের পথ. যে পথ ম্যাকলীন, দেবস, লরিওত, লাজারি ও সেরাত্তির পথ। এই সব হল তাঁরাই যারা বুঝেছেন যে যদি সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করে হয় এবং সমাজতন্ত্রের জয়কে সুনিশ্চিত ও শান্তিকে চির প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে বুর্জোয়াদের হঠাতেই হবে, মুছে ফেলতে হবে বুর্জোয়া সংসদকে আর সোভিয়েত ক্ষমতা ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তখন, ১৯১৮ সালের ২০শে আগস্ট প্রলেতারিয়েত বিপ্লব সীমাবদ্ধ ছিল রাশিয়ায় এবং 'সোভিয়েত রাজ' অর্থাৎ শ্রমিক, সৈনিক, কৃষক প্রতিনিধিদের পরিষদের অধিকারে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাটা মনে হয়েছিল (এবং সত্যিই তাই ছিল) নিতান্তই একটা রুশ প্রথা।

এখন, ১৯১৯ সালের ১২ই জানুয়ারী, আমরা দেখযে পাচ্ছি পরাক্রান্ত সোভিয়েত আন্দোলন, কেবল ভূতপূর্ব জার সাম্রাজ্যের এলাকা যথা লাতভিয়া, পোল্যাণ্ড ও উক্রেনেই নয়, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে ও নিরপেক্ষ দেশগুলিতে (সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, নরওয়ে) এমন কি যুদ্ধ পীড়িত দেশেও (অস্ট্রিয়া, জার্মানী) ছড়িয়ে পড়েছে এই আন্দোলন। যে জার্মানী ছিল এক কালে সবচেয়ে অগ্রণী পুঁজিবাদী দেশগুলির অন্যতম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্য-সূচক, সেখানকার বিপ্লবই সঙ্গে সঙ্গে রূপ নিয়েছে 'সোভিয়েত' জার্মান বিপ্লবের সমস্ত বিকাশ ধারা এবং বিশেষ করে বেইমান শাইদেম্যান ও সিউদেকুম পাষণ্ডদের সঙ্গে বুর্জোয়ার জোটের 'স্পার্টাকপন্থীদের' অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের সত্যিকারে একমাত্র প্রতিনিধিদের সংগ্রাম—থেকেই পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায় যে জার্মানীর ক্ষেত্রে প্রশ্নটাকে ইতিহাস কীভাবে হাজির করেছে :

'সোভিয়েত রাজ', অথবা বুর্জোয়া সংসদ, সেটা যে কোন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই আসুক না কেন, (যেমন 'জাতীয়' ও 'গণ পরিষদ') সেটা কোন ব্যাপার নয়।

এই ভাবেই *বিশ্ব ইতিহাসে* প্রশ্নটা তোলা হয়েছে, এখন এটা কোন রকম অতিরঞ্জিত না করেই এটা বলা উচিত।

'সোভিয়েত রাজ' হল প্রলেতারিয়েত একনায়কত্বের বিকাশে দ্বিতীয় বিশ্ব ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বা পর্যায়। প্রথম পদক্ষেপ ছিল প্যারী কমিউন। 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' নামক রচনায় মার্কস এই কমিউনের অন্তর্বস্তু ও তাৎপর্যের যে প্রতিভাদীপ্ত বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে দেখা যায় যে কমিউন গড়ে তুলেছিল *নতুন ধরনের* রাষ্ট্র, বা *প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্র*। সবচেয়ে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র সমেত যে কোন রাষ্ট্রই এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীকে দমনের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না। প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্র হল প্রলেতারিয়েত কর্তৃক বুর্জোয়াদের

দমনের যন্ত্র এবং যখন শোষকদের উৎখাত শুরু হয়, যখন শুরু হয় উচ্ছেদ-কারীদের উচ্ছেদ, তখন জমিদার ও পুঁজিপতিরা, সমস্ত বুর্জোয়ারা ও তাদের সাগরেদরা ও শোষকেরা একটা ক্ষিপ্ত, মরীয়া ও বেপরোয়া প্রতিরোধ করে বলে তাদের স্বৈরূপতাবে দমনের আবশ্যক হয়।

পুঁজিপতিদের সম্পত্তি ও ক্ষমতা বজায় থাকলে, এমন কি সবচেয়ে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সর্বাধিক গণতন্ত্রের হলেও বুর্জোয়া সংসদ হল মুষ্টিমেয় শোষক কর্তৃক লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষদের দমনের যন্ত্র। *আমাদের সংগ্রাম যতদিন বুর্জোয়া ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল*, ততদিন শোষণ থেকে মেহনতীদের মুক্তির জন্য যোদ্ধা হিসাবে সমাজতন্ত্রীদের উচিত ও একমাত্র কাজই ছিল বুর্জোয়া সংসদকে আন্দোলন সংগঠনের ঘাঁটি হিসাবে, ও প্রচারের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা। এখন যখন বিশ্ব ইতিহাস ওই সমগ্র ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস করার প্রশ্ন, শোষকদের উচ্ছেদ ও দমনের প্রশ্ন, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রশ্ন সামনে তুলে ধরেছে, তখন বুর্জোয়া সংসদীয় প্রথায়, বুর্জোয়া গণতন্ত্রে সীমাবদ্ধ থাকা, সাধারণ 'গণতন্ত্র' বলে তাকে উজ্জ্বল করে তোলা, তার *বুর্জোয়া* চরিত্র চাপা দেওয়া, যতদিন পুঁজিপতিদের মালিকানা থাকছে, ততদিন সার্বজনীন ভোটাধিকার যে বুর্জোয়া আধিপত্যেরই একটা হাতিয়ার তা ভুলে যাওয়ার অর্থই হল প্রলেতারিয়েতের প্রতি লজ্জাকর বেইমানী করা, তার শ্রেণীশত্রু বুর্জোয়ার পক্ষে চলে যাওয়া, বিশ্বাসঘাতক ও দলদ্রোহী হয়ে যাওয়া।

বিশ্ব সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে যে তিনটি ধারার কথা বলশেভিক সংবাদপত্রে ১৯১৫ সাল থেকে অবিরাম বলা হচ্ছে, তা এখন জার্মানীর রক্তাক্ত সংগ্রাম ও গৃহযুদ্ধের আশায় আমাদের সামনে বিশেষরূপে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কার্ল লিবনেকৎ, নামটা সব দেশের শ্রমিকদের কাছে সুবিদিত। সর্বত্র, বিশেষ করে জোটবদ্ধ দেশগুলিতে এ নাম হল প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের প্রতি নেতার আনুগত্যের প্রতীক, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক। এ নাম হল পুঁজিবাদের সংগে সত্য সত্যই অকপট, আত্মদানে প্রস্তুত নির্মম সংগ্রামের প্রতীক। কথায় নয়, কাজে সাম্রাজ্যবাদের সংগে আপসহীন সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদী বিজয়ের মাতনে যখন 'নিজের' দেশ মত্ত, ঠিক সেই সময়েই আত্মবলিদানে যে সংগ্রাম রাজী, এ নাম তারই প্রতীক। জার্মানীর সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে যা কিছু সৎ ও বিপ্লবী মনোভাব আছে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও প্রত্যয়সিদ্ধ, শোষিত জনগণের মধ্যে যে ক্রোধ ফুঁসছে ও বেড়ে উঠছে বিপ্লবের প্রস্তুতিতে, তা সবই চলছে লিবনেকৎ ও স্পার্টাকাস-পন্থীদের পরিচালনায়।

লিবনেকৎ-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে শাইদেম্যানরা, সুদেকুমরা এবং কাইজার ও বুর্জোয়াদের জঘন্য ভৃত্যদের একটা দঙ্গল, এরা গমপের্স ও ভিক্টর বার্গার

হেণ্ডারসন ও ওয়েব, রেঁনোদেল ও ভান্দেরভেলদেদের মতই সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতক। এরা হল শ্রমিকদের সেই শীর্ষাংশ যারা বুর্জোয়ার ঘুষ খেয়েছে, যাদের আমরা বা বলশেভিকরা বলতাম (রুশ সিউদেকুম অর্থাৎ মেনশেভিকদের উদ্দেশে) 'শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে বুর্জোয়ার চর' এবং মার্কিন সমাজতন্ত্রীদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাদের বক্তব্য ব্যঞ্জনায় ও ভাবে গভীর-তর তাঁরা একে বলেছেন, 'পুঁজিপতি শ্রেণীর শ্রমিক গোমস্তা'। এটা সমাজ-তান্ত্রিক বিশ্বাসঘাতকতার *আধুনিক ধরনের* সর্বশেষ রূপ, কেননা, সমস্ত সুসভ্য অগ্রণী দেশেই বুর্জোয়ারা হয় ঔপনিবেশিক পীড়ন মারফৎ, না হয় আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন দুর্বল জাতিগুলির কাছ থেকে ফিনান্স ঘটিত মুনাফার জন্য যে জনসংখ্যাকে লুঠ করে তারা তাদের 'নিজ' দেশের জনসংখ্যার চেয়ে বহুগুণ বেশি। এই থেকে আসে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার 'অতি মুনাফার' অর্থনৈতিক সুযোগ এবং এই অতি মুনাফার একটা অংশকে প্রলেতারিয়েতের একটা নির্দিষ্ট স্তরকে ঘুষ নেওয়ার জন্য, তাকে সুবিধা-বাদী, সংস্কারবাদী, বিপ্লব ভীরু, পাতি বুর্জোয়ায় পরিণত করার ব্যয় করার সম্ভাবনা থাকে।

স্পার্টাকাসপন্থী ও শাইদেম্যানপন্থীদের মাঝখানে আছে দোদুল্যমান মেরুদণ্ডহীন 'কাউৎস্কিপন্থীরা' যারা মুখে 'স্বাধীন' কিন্তু কাজে পুরোপুরি সর্বক্ষেত্রে আজ বুর্জোয়া ও শাইদেম্যানপন্থীদের, কাল স্পার্টাকাসপন্থীদের *মুখাপেক্ষী*, একবার যারা প্রথমদের সংগে, আর একবার দ্বিতীয় দলের সংগে, ওরা এমন লোক যাদের ভাবাদর্শ নেই, চরিত্র নেই, রাজনীতি নেই, মর্যাদা নেই, বিবেক নেই, কূপমণ্ডূপ বিহ্বলতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি সব, মুখে যারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষপাতী, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যখন সে বিপ্লব শুরু হয় তখন দলদ্রোহীর মত সমর্থন করে সাধারণ গণতন্ত্র, অর্থাৎ *কার্যক্ষেত্রে* সমর্থন করে *বুর্জোয়া* গণতন্ত্রকে।

পরিস্থিতির জাতীয় ও ঐতিহাসিক শর্তের জন্য উপযুক্ত অদলবদল করে প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেই প্রতিটি চিন্তাশীল শ্রমিক সমাজতন্ত্রী ও সিণ্ডিকেট-পন্থীরা উভয়ের মধ্যেই এই তিনটি মূল ধারাকে চিনে নিতে পারে, কেন না সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং বিশ্ব প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের সূত্রপাতে সারা বিশ্বেই একই ধরনের ভাবাদর্শগত রাজনৈতিক ধারার জন্ম হচ্ছে।

উপরের পংক্তিগুলি লেখা হয়েছিল এবার্ট ও শাইদেম্যান সরকার কর্তৃক কার্ল লিবনেকৎ ও রোজা লুক্সেমবার্গের পাশবিক ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের আগে। রোজা লুক্সেমবার্গকে বিনা বিচারে হত্যা করা এবং 'পলায়নের'

স্পষ্টতই মিথ্যা ওজর দিয়ে (১৯০৫ সালের বিপ্লবকে রক্তে ডুবিয়ে রুশ জার-তন্ত্র ও ধৃত ব্যক্তির 'পলায়নের' একই রকম মিথ্যা ওজর দিয়ে বহুবার একই রকম হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় নেয়) কার্ল লিবনেকৎ-এর পিঠে গুলি করে মারার জন্য এই জল্লাদেরা বুর্জোয়ার সেবাদাসত্ব চালিয়ে জার্মান শ্বেতরক্ষীদের, পবিত্র পুঁজিবাদী মালিকানার চৌকি-কুকুরদের এগিয়ে দেয়—সেই সংগে এই জল্লাদেরা শ্বেতরক্ষীদের আড়াল করে এমন এক এক সরকারের কর্তৃক দিয়ে যা নাকি কারো কাছে অপরাধী নয়, যা নাকি শ্রেণীর ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মান। তথা-কথিত সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই হত্যাকাণ্ডের সমগ্র কুটিলতা ও নীচতা প্রকাশের ভাষা নেই। স্পষ্টতই ইতিহাস এমন একটা পক্ষ বেছে নিয়েছে যাতে 'পুঁজিপতি শ্রেণীর শ্রমিক গোমস্তা'দের ভূমিকাটা উন্মুক্ত হবে পাশবিকতা, নীচতা ও পাষণ্ডতার 'শেষ মাত্রায়'। নিজেদের পত্রিকা Freiheit নির্বোধ কাউৎস্কিপন্থীরা 'সমস্ত' 'সমাজতান্ত্রিক' পার্টির প্রতিনিধি-দের নিয়ে 'আদালতে'র কথা বলতে চায় তো বলুক (শাইদেম্যান জল্লাদদের এই দাস মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা এখনো সমাজতান্ত্রিক বলে অভিহিত করে)। কূপমণ্ডুক, স্থূলবুদ্ধি, পাতিবুর্জোয়া কাপুরুষতার নায়করা এমন কি এটাও বোঝে না যে, আদালত হল রাষ্ট্র ক্ষমতার মুখপাত্র, আর ঠিক কার হাতে সে ক্ষমতা যাবে তাই নিয়েই জার্মানীতে সংগ্রাম ও গৃহযুদ্ধ চলছে। এই ক্ষমতা কি বুর্জোয়াদের হাতে, শাইদেম্যানরা যাদের 'সেবা করবে' জল্লাদ ও দাংগাবাজ হিসাবে, কাউৎস্কিরা যাদের তোয়াজ করবে 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের' কীর্তনীয়া হিসাবে, নাকি ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে প্রলেতারিয়েতের হাতে, যারা শোষক পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করবে ও দমন করবে তাদের প্রতিরোধ।

বিশ্ব প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকের সর্বোত্তম প্রতিনিধিদের রক্তে, সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের অবিস্মরণীয় নেতাদের রক্তে, নতুন নতুন শ্রমিক জনগণ ইস্পাত দৃঢ় হয়ে উঠবে জীবনপণ সংগ্রামে। আর সে সংগ্রামের পরিণতি হবে জয়লাভ। রাশিয়ায় আমাদের ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মের 'জুলাই মাসের দিন-গুলির' অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, যখন রুশ শাইদেম্যানরা, মেনশেভিক ও সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লবীরা বলশেভিকদের উপর 'জয়লাভের জন্য' শ্বেত রক্ষী বাহিনীকে ওরা আড়াল করেছিল 'রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আড়ালে' তখনই পেত্রো-গ্রাদের রাস্তায় বলশেভিক ঘোষণাপত্র বিলি করার জন্য কসাকেরা শ্রমিক ভইনভকে গুলি করে হত্যা করেছিল। অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা দেখতে পাই কত দ্রুত বুর্জোয়া ও তাদের মোসাহেবদের এই 'বিজয়' এর ফলেই বুর্জোয়া গণতন্ত্র, 'সার্বজনীন ভোটাধিকার' ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণের মোহ কেটে যায়।

বুর্জোয়া ও জোটবদ্ধ দেশগুলির সরকারের মধ্যে এখন কিছুটা দ্বিধার ভাব দেখা যাচ্ছে। এদের একাংশের ধারণা যে রাশিয়ায় শ্বেতরক্ষীদের সহায়তাকারী জঘন্যতম রাজতন্ত্রী ও জমিদারী প্রতিভূদের ক্রীতদাস আঁতাত সেনাবাহিনীর মধ্যে ইতিমধ্যেই ভাঙন শুরু হয়েছে, সামরিক হস্তক্ষেপ ও রাশিয়াকে কব্জায় রাখতে হলে দরকার দীর্ঘ সময়ের জন্য লক্ষ লক্ষ দখলদারী ফৌজ—এ পক্ষটা হল আঁতাতের দেশগুলিতে সবচেয়ে দ্রুত প্রলেতারীয় বিপ্লব আমদানীর নিশ্চিততম পথ। উক্রেনে জার্মান দখলদারী সৈন্যদের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট প্রত্যয়জনক।

জোটবদ্ধ দেশগুলির বুর্জোয়াদের আর এক অংশ আগের মতই রাশিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ, 'অর্থনৈতিক অবরোধ' (ক্লেমেঁসো) ও সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের টুঁটি টিপে মারার পক্ষে। বুর্জোয়ার সেবাদাস সমস্ত সংবাদপত্র, অর্থাৎ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পুঁজিপতিদের কিনে নেওয়া অধিকাংশ দৈনিক সংবাদপত্র সোভিয়েত রাজ্যের দ্রুত বিপর্যয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করছে, রাশিয়ায় দুর্ভিক্ষের বীভৎস বর্ণনা দিচ্ছে, 'বিশৃঙ্খলা' ও সোভিয়েত সরকারের 'নড়বড়ে অবস্থার' সম্পর্কে মিথ্যা কথা লিখছে। জমিদার ও পুঁজিপতিদের যে শ্বেতরক্ষী বাহিনীকে জোটবদ্ধ দেশগুলি অফিসার, গোলাগুলি, টাকা ও সহায়ক সেনা দিয়ে যে সাহায্য করছে তারা বুভুক্ষু কেন্দ্রী ও উত্তরাঞ্চলকে সবচেয়ে সুফলা অঞ্চল সাইবেরিয়া ও ডন অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

পেত্রোগ্রাদ, মস্কো, ইভানভো-ভজনেসেনস্ক ও অন্যান্য শ্রমিক কেন্দ্রগুলিতে বুভুক্ষু শ্রমিকদের দুর্দশা সত্যিই অপরিসীম। আঁতাতের সামরিক হস্তক্ষেপে (যে হস্তক্ষেপ প্রায়ই চাপা দেওয়া হয় 'নিজ' সৈন্য না পাঠানোর কপট প্রতিশ্রুতি দিয়ে, অথচ 'কালা সৈন্য' গোলাগুলি, টাকা, অফিসার পাঠানো চলতেই থাকে) যে দুর্ভিক্ষ, যে বুভুক্ষার যন্ত্রণা চাপিয়ে দিয়েছে শ্রমিক জনগণ সে দুর্ভাগ্য কখনই সইতে পারতো না যদি না তারা একথা উপলব্ধি করতো যে তারা রাশিয়ায় তথা সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের স্বার্থকেই রক্ষা করছে।

আঁতাত ও শ্বেতরক্ষী সৈন্যদের হাতে আছে আর্খাঙ্গেল, পেরম, ওরেনবুর্গ, ডন-তীরের রস্তভ, বাকু, আশখাবাদ, কিন্তু 'সোভিয়েত আন্দোলন' জয় করেছে রিগা ও খার্কভ। লাতভিয়া ও উক্রেনেই হয়ে দাঁড়াচ্ছে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র। শ্রমিকেরা দেখছে যে, যে মহান আত্মত্যাগ তারা করছে তা বৃথা নয়, তারা দেখছে যে সোভিয়েত রাজের বিজয় অগ্রসর হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে, বাড়ছে ও সংহত হচ্ছে সারা বিশ্বে। কঠিন সংগ্রাম ও বৃহৎ আত্মত্যাগের প্রতিটি মাসেই সোভিয়েত রাজই প্রবল হচ্ছে, দুর্বল হচ্ছে তার শত্রুরা, শোষকেরা।

সারা বিশ্বের প্রলেতারীয় বিপ্লবের সেরা নায়কদের খুন ও বিনা বিচারে হত্যা করার মত, অধিকৃত অথবা পরাস্ত দেশ ও অঞ্চলগুলিতে শ্রমিকদের আত্মবলি ও যন্ত্রণা গভীর করে তোলার মত যথেষ্ট শক্তি শোষকদের এখনো আছে। কিন্তু পুঁজির জোয়াল থেকে, পুঁজিবাদের আমলে অনিবার্য নতুন নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চিরন্তন বিপদ থেকে মানবজাতির মুক্তি আনবে যে বিশ্ব প্রলেতারীয় বিপ্লব, তার বিজয় রোধ করার শক্তি সারা বিশ্বের শোষকদের নেই।

এন. লেনিন

জানুয়ারী ২১, ১৯১৯

প্রাভদা সংখ্যা ১৬
জানুয়ারী ২৪, ১৯১৯।

খণ্ড ২৮, পৃঃ ৪২৯-৩৬

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসে বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সম্পর্কে প্রতিবেদন ও থীসিস, মার্চ ৪, ১৯১৯

[অংশ বিশেষ]

৮। 'খাঁটি গণতন্ত্রের' আর একটি স্লোগান হল, 'মুদ্রণের স্বাধীনতা।' এক্ষেত্রেও, যতক্ষণ সেরা ছাপাখানাগুলি এবং কাগজের বড় বড় ভাণ্ডার পুঁজিপতিদের ভোগে থাকছে, যতক্ষণ সংবাদপত্রগুলির উপর পুঁজিপতিদের আধিপত্য বজায় থাকছে (গণতন্ত্র ও সাধারণতান্ত্রিক পদ্ধতি যতই বর্ধিত হয়, যেমন ধরুন, আমেরিকায়, সংবাদপত্রের উপর পুঁজিপতিদের আধিপত্য ততই আরও তীব্র, বিস্ময়কর ও মানবজাতি বিদ্বেষীভাবে সারা পৃথিবীতে প্রকটিত হয়), ততক্ষণ এই স্বাধীনতা প্রতারণা মাত্র—একথা শ্রমিকরা জানে এবং সমাজতন্ত্রীরা সর্বত্রই এ কথা লক্ষ লক্ষ বার স্বীকার করেছে। মেহনতী জনগণ এবং প্রকৃত শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য প্রকৃত সাম্য আর আসল গণতন্ত্র অধিকার করতে হলে প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, যে লেখক ভাড়া করা, প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান কিনে নেওয়া, খবরের কাগজকে ঘুষ দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারের সম্ভাবনা থেকে মূলধনকে বঞ্চিত করতে হবে। তার জন্য পুঁজি-পতি ও শোষকদের পতন ঘটাতে হবে, তাদের প্রতিরোধ দমন করতে হবে। পুঁজিপতিদের কাছে 'স্বাধীনতা' শব্দের সর্বদাই এই অর্থ যে, ধনীদেরই থাকবে স্বাধীনতা, আরও ধনী হওয়ার জন্য, আর শ্রমিকদের স্বাধীনতা; থাকবে না খেয়ে মরার জন্য। পুঁজিপতিদের ভাষায়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানে পুঁজিপতিদের পক্ষ থেকে সংবাদপত্রকে ঘুষ দেওয়ার স্বাধীনতা, তথা-কথিত জনমত বদল করা বা চালাই করার জন্য তাদের ধনসম্পদ ব্যবহার করার স্বাধীনতা। এ বিষয়েও 'খাঁটি গণতন্ত্রের' সমর্থকেরা এমন একটা

জঘন্য, উৎকোচময় ব্যবস্থার প্রবর্তক বলে প্রতিপন্ন হচ্ছেন যে যা গণ প্রচারের বাহনটির উপর পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ এনে দেয়। সংবাদপত্রকে পুঁজিবাদী দাসত্ব হতে মুক্তি দেওয়ার প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক কর্তব্য হতে জনগণকে বিপথ-গামী করার জন্য, যারা সুশ্রাব্য, আপাতমধুর কিন্তু অতি অসত্য বাক্যের সাহায্য নেয়, তারা জনগণকে প্রতারণা করছে বলেই প্রমাণিত হয়। কমিউ-নিস্টরা যে ব্যবস্থা গড়ে তুলছে তার মধ্যে রূপ পাবে প্রকৃত সাম্য ও স্বাধীনতা সেখানে অপরের ব্যয়ে নিজের সম্পত্তি বাড়াবার সুযোগ থাকবে না, প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষভাবে সংবাদপত্রগুলিকে টাকার বশে নিয়ে আসার বাস্তব সুযোগ থাকবে না, সরকারী ছাপাখানা বা মজুত কাগজ ব্যবহারের ব্যাপারে সমান অধিকার পাওয়ার পথে এবং তা ভোগ করার পথে কোন শ্রমিকই (কিংবা যে কোন সংস্থার শ্রমিকমণ্ডলীই) কোন বাধা পাবে না।

৯। এমন কি যুদ্ধের আগেই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে পুঁজিবাদের আমলে এই 'নির্ভেজাল গণতন্ত্রটি' বাস্তবিকই কী বস্তু। গণতন্ত্র যত বিকশিত, যত নির্ভেজাল, শ্রেণী সংগ্রামও ততই স্পষ্ট, তীব্র ও নির্মম এবং পুঁজিবাদী অত্যাচার আর বুর্জোয়া একাধিপত্যও ততই 'নির্ভেজাল,'—একথা মার্কসবাদীরা বরাবরই বলে এসেছে। সাধারণ-তন্ত্রী ফ্রান্সে দ্রেফুর মামলা[১৮] স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক মার্কিন সাধারণতন্ত্রে পুঁজিপতিদের দ্বারা ভাড়া করা অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীর হাতে ধর্মঘটকারীদের হত্যাকাণ্ড—এই রকম হাজার হাজার ঘটনার সত্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে, যে সত্যকে গোপন করার জন্য পুঁজিপতিরা বৃথাই চেষ্টা করে চলেছে অনবরত, যে অতি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রেও বাস্তবে সন্ত্রাস আর বুর্জোয়া একাধিপত্য প্রভুত্ব করে, এবং শোষণকারীরা যখনই ভাবে যে মূলধনের ক্ষমতা বুঝি শিথিল হল, অমনি প্রকাশ্যেই তারা শুরু করে তাদের প্রভুত্ব।

১০। অতি স্বাধীন সাধারণতন্ত্র গুলিতে পর্যন্ত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রকৃতি যে বুর্জোয়া একনায়কত্ব—১৯১৪-১৯১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সেকথা পশ্চাৎপদ শ্রমিকদের কাছেও চূড়ান্তভাবে উদ্ঘাটিত করেছে। লক্ষপতি ও কোটিপতি পুঁজিপতিদের জার্মান ও বৃটিশ গোষ্ঠী-গুলিকে আরও ধনবান করার জন্য নিহত হয়েছিল কোটি কোটি মানুষ, অতি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রগুলিতেও সামরিক একনায়কত্ব কায়েম হয়েছিল। এমন কি জার্মানীর পরাজয়ের পরও এইসব মিত্রশক্তির দেশগুলিতে এই সামরিক একনায়কত্ব বজায় রয়েছে। প্রধানত: যুদ্ধটাই জনগণের চোখ খুলে দিল, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণ ছিঁড়ে ফেলে দিল, জনগণকে দেখিয়ে দিল যে যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল ফাটকাবাজি ও মুনাফাবাজি। 'স্বাধীনতা ও সাম্যের' নামেই বুর্জোয়া শ্রেণী যুদ্ধ চালিয়েছিল, 'স্বাধীনতা ও সাম্যের' নামেই যুদ্ধ সামগ্রীর শিল্পপতিরা অবিশ্বাস্য সম্পদ অর্জন করে-

ছিল। বার্ণের পীত আন্তর্জাতিক[১১] যাই করুক না কেন, বুর্জোয়া স্বাধীনতা, বুর্জোয়া সাম্য আর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শোষণকারী চরিত্র, সাধারণের কাছে আর গোপন করা যাবে না, সে চরিত্র সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে।

১১। ইউরোপের খাস ভূখণ্ডে সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু পুঁজিপতি দেশ জার্মানী। সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর পরাজয়ের ফলে সেখানে যে পূর্ণ সাধারণতান্ত্রিক স্বাধীনতা স্থাপিত হল তার প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই জার্মান শ্রমিক তথা সারা দুনিয়া দেখতে পেয়েছে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সত্যিকারের শ্রেণীগত সারমর্মটি কি রকম। কার্ল লিবনেকৎ ও রোজা লুক্সেমবার্গের হত্যার ঘটনা যুগান্তকারী তাৎপর্য বহন করে কেবল এই কারণেই নয় যে এই চমৎকার দুটি মানুষ, প্রকৃত প্রলেতারিয়েতের কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এই দুই নেতার মৃত্যু খুবই শোকাবহ। তাৎপর্য এই কারণে যে, একটি অগ্রসর ইউরোপীয় রাষ্ট্রের, অতিরঞ্জিত না করেই বলা যায় যে সারা পৃথিবীর মধ্যে একটি অন্যতম অগ্রণী রাষ্ট্রের, শ্রেণী চরিত্র চূড়ান্তভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল, অর্থাৎ যারা রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণে স্থাপিত হয়েছিল, অফিসার ও পুঁজিপতির দল যদি তাদের নিরাপদে হত্যা করতে পেরে থাকে, তাও আবার সামাজিক-দেশপ্রেমিকদের নেতৃত্বাধীন সরকারের অবস্থান কালেই, তাহলে যে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে একাজ সম্ভব হয়েছে সে সাধারণতন্ত্র বুর্জোয়া একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। কার্ল লিবনেকৎ ও লুক্সেমবার্গের হত্যাকাণ্ডে যারা বিক্ষোভ প্রকাশ করেন অথচ এই সত্যটা বুঝতে পারেন না, তাঁরা হয় নির্বুদ্ধিতা আর না হয় ভণ্ডামি প্রকাশ করছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাধীন ও অগ্রগণ্য সাধারণতন্ত্রগুলির অন্যতম জার্মান সাধারণতন্ত্রে 'স্বাধীনতার' অর্থ হল গ্রেপ্তারাধীন প্রলেতারিয়েত নেতাদের নিরাপদে হত্যা করার স্বাধীনতা। পুঁজিবাদ যতদিন থাকবে ততদিন এর অন্যরকম হতেও পারে না; কারণ, গণতন্ত্রের বিকাশ শ্রেণী সংগ্রামকে নিস্তেজ করে না, বরং আরও তীব্র করে। সেই শ্রেণী সংগ্রাম আজ যুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাবের পরিণতিতে একেবারে টগবগ করে ফুটে উঠেছে।

সারা সভ্য জগৎ জুড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বলশেভিকদের নির্বাসন দেওয়া হচ্ছে, নির্যাতন করা হচ্ছে, কারাগারে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, অতি স্বাধীন বুর্জোয়া সাধারণতান্ত্রিক দেশ সুইজারল্যান্ডে এবং আমেরিকায়, যেখানে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা ঘটানো হচ্ছে। যে রাশিয়াকে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি কোটি কোটি সংখ্যায় অসভ্য ও অপরাধী বলে বর্ণনা করে, সেই পশ্চাৎপদ, সর্বস্বান্ত ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত রাশিয়া থেকে সামান্য কয়েক কুড়ি মানুষের উপস্থিতিতে আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত, সভ্য, অগ্রগণ্য ও গণতান্ত্রিক দেশগুলি সন্ত্রস্ত

হয়ে উঠেছে—'সাধারণভাবে গণতন্ত্র' বা 'নির্ভেজাল গণতন্ত্রের' দৃষ্টিকোণ থেকে, এটা বাস্তবিকই হাসির কথা। সে সামাজিক-পরিস্থিতি এমন ধারা উৎকট স্ববিরোধিতার জন্ম দিতে পারে তা যে প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়ারই একনায়কত্ব, সে কথা পরিষ্কার।

প্রাভদার ৫১ সংখ্যায় থীসিস
প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালের ৬ মার্চ আর
কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসের
বিবরণী হিসাবে ১৯২০ সালে জার্মানীতে
ও ১৯২১ সালে রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়।

খণ্ড ২৮, পৃঃ ৪৬০-৬৩

১৯১৯ সালের ১২ মার্চ পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত সম্মেলনে গণ কমিশারের পরিষদের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতির বিবরণ থেকে

'আমরা ভালভাবেই জানি,' বলেন লেনিন. 'যে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তাতে সাফল্যলাভ করতে হলে প্রয়োজন শোষিত জনগণ ও মেহনতী মানুষের সামগ্রিক অংশের সংগে যোগসূত্র স্থাপন, এর ফলে অনিবার্যভাবেই আমাদের সংগঠনের প্রকৃতির প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। ১৯০৫ সালে সোভিয়েতগুলি যে ভূমিকা পালন করেছিল তা আমাদের মনে আছে এবং শোষকবৃন্দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে একত্রিত করার কাজে সেটাই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলে আমরা অভিমত পোষণ করেছি। জার্মানীর বিপ্লবের আগে আমরা সবসময়েই বলে এসেছি যে সোভিয়েতই হল রাশিয়ার সরকারের উপযুক্ত মুখপাত্র। সেই সময়ে আমরা বলতাম না যে এটা অন্যান্য পশ্চিমী দেশের পক্ষেও উপযুক্ত, কিন্তু ঘটনা প্রমাণ করেছে যে তারা পশ্চিমী দেশগুলির পক্ষেও উপযুক্ত। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সোভিয়েতরা পশ্চিমী দেশেও সমাদৃত হচ্ছে এবং তাদের জন্য কেবল ইউরোপেই নয়, আমেরিকাতেও আন্দোলন চলছে। সর্বত্রই স্থাপিত হয়েছে সোভিয়েতের মত পরিষদ এবং শীঘ্রই বা কিছুদিনের মধ্যেই তারা নিজেদের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করবে।

"আমেরিকার বর্তমান অবস্থায় যেখানে এই ধরনের পরিষদ গঠিত হয়েছে, সেগুলি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। এই দেশে যেভাবে আন্দোলন বিকাশ লাভ করছে সেখানে সেইভাবে তা করবে না, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেখানেও সোভিয়েত ধরনের সংগঠনের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এই ধরনের সংগঠন প্রলেতারিয়েতের অন্যান্য সমস্ত রকম সংগঠনকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

নৈরাজ্যবাদীরা প্রথমে সব রকমের সরকারেই আপত্তি করতো কিন্তু পরে সোভিয়েত ধরনের সরকার সম্বন্ধে জানতে পেরে তাকে গ্রহণ করে। নৈরাজ্যবাদের ধারণাই যা কোনরকম সরকারকেই স্বীকার করে না, সেই ধারণাকে ধূলিসাৎ করে। দু বছর আগে বুর্জোয়াদের সংগে এক যোগে কাজ করার চিন্তার প্রাধান্য ছিল আমাদের সোভিয়েতে। জনগণের মন থেকে পুরনো জঞ্জাল যা কি ঘটতে যাচ্ছে তা বোঝার শক্তি নষ্ট করে দিচ্ছিল, তাকে মুছে ফেলতে কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল। এই ধারণা অর্জন করা সম্ভব হবে তখনই যখন সোভিয়েতগুলি নিজেরা রাষ্ট্র গঠনে হাতে-কলমে দায়িত্ব নেবে। জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণীর জনগণও ঠিক বর্তমানে একই অবস্থায় আছে এবং এদের মন থেকেও সেই পুরনো জঞ্জাল মুছে ফেলতে হবে, যদিও সেই দেশে এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত গভীর, নিষ্ঠুর ও রক্তক্ষয়ী রাশিয়ার তুলনায়।"

সেভেরনায়া কোম্মুনা নং ৫৮ খণ্ড ২৯, পৃঃ ২০
মার্চ ১৪, ১৯১৯

পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের অধিবেশনে দেওয়া লিখিত প্রশ্নের উত্তর

মার্চ্চ ১২, ১৯১৯

(অংশবিশেষ)

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কিছু শ্রমিক· মুদ্রক ইত্যাদিরা বলেন যে পুঁজিবাদই ভাল ছিল, তখন প্রচুর পরিমাণে সংবাদপত্র ছিল যা এখন মাত্র কয়েকটিতে এসে দাঁড়িয়েছে, তখনকার দিনে তারা ভাল বেতন পেত এবং তাই তারা সমাজতন্ত্র চান না। বেশ কিছু সংখ্যক শিল্প শাখাই ছিল যারা উচ্চবিত্ত শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল ছিল, বা সেগুলি নির্ভর করতো বিলাস দ্রব্য উৎপাদনের উপর। সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রে আমরা এইসব শ্রমিকদের কিছু দিনের জন্য বেকার রাখতে বাধ্য হব। আমরা তাদের বলবো, 'তোমরা আর কোন প্রয়োজনীয় কাজে লেগে যাও।' কিন্তু শ্রমিকরা বলবে, আমি সূক্ষ্ম কাজ করতাম, আমি ছিলাম মণিকার, এটা একটা পরিচ্ছন্ন কাজ, যা করতাম ভদ্রলোকদের জন্য, এখন মুজিকরা ক্ষমতায় রয়েছে তাই ভদ্রলোকেরা পড়েছে ছড়িয়ে, তাই আমি পুঁজিবাদে ফিরে যেতে চাই।' এই ধরনের লোকেরা পুঁজি-বাদে ফিরে যাওয়ার প্রচার করবেই, বা মেনশেভিকরা যেমন বলে সুস্থ পুঁজিবাদে এবং সুষ্ঠু গণতন্ত্রবাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া। মাত্র কয়েকশ' শ্রমিক পাওয়া যায় যারা বলে, 'আমরা সুস্থ পুঁজিবাদে ভাল ছিলাম।' যে লোকেরা পুঁজি-বাদের সময়ে ভাল ছিল তারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য, আমরা সেই সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ রক্ষা করবো যারা পুঁজিবাদে খুব খারাপ ছিল (হর্ষধ্বনি)। সুস্থ পুঁজিবাদে পৃথিবীকে সবচেয়ে স্বাধীন দেশগুলিতে গণহত্যার বন্যা বইয়ে দেওয়ার দিকে ঠেলে দিয়েছে। কোন সুস্থ পুঁজিবাদ থাকতে পারে না, স্বাধীন সাধারণতন্ত্রেই পুঁজিবাদের অস্তিত্ব ছিল, যেমন মার্কিন সাধারণতন্ত্র যারা সংস্কৃতিবান, ধনী ও কারিগরী বিদ্যায় উন্নত এবং সেই গণতান্ত্রিক সবচেয়ে

সাধারণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের ফলেই সারা পৃথিবীতে লুঠের মালের ভাগ নিয়ে চলে সবচেয়ে নারকীয় হত্যাকাণ্ড। দেড়শ কোটি শ্রমিকের মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন যে মাত্র কয়েক হাজার শ্রমিকই পুঁজিবাদে ভাল ছিল। ধনী দেশগুলিতে এদের সংখ্যা স্বভাবতই বেশী কারণ সেখানে তারা কাজ করতো অনেক বেশি লক্ষপতি ও কোটিপতিদের জন্য। ওরা সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সেবা করতো তাই তারা পেতও তুলনামূলক ভাবে বেশি। একশ বৃটিশ লক্ষপতির কথাই ধরুন, তারা কোটি কোটি টাকা সঞ্চয় করেছিল ভারত প্রভৃতি উপনিবেশকে লুঠ করে। তাই ১০,০০০ বা ২০,০০০ শ্রমিককে দ্বিগুণ বা আরো বেশী পারিশ্রমিক দেওয়া তাদের কাছে কিছুই না কারণ তাহলে ওরা আরও ভাল ভাবে কাজ করবে। আমি একজন মার্কিন ক্ষৌরকারের স্মৃতিকথা পড়ছিলাম যে লিখেছে যে একজন কোটিপতি তাকে প্রতিদিন এক ডলার করে ওকে দিত সেই কোটিপতির ক্ষৌরকাজ করার জন্য এবং সেই নাপিত সমস্ত বইটাই লিখেছে সেই কোটিপতির প্রশংসা করে, আর সংগে সংগে তার অদ্ভুত জীবন কাহিনীও লিখেছে। এই পুঁজিপতি মহানুভবের কাছে দৈনিক একঘণ্টা করে ঘুরে আসার জন্য সেই ক্ষৌরকার পেত এক ডলার করে, সে তাতেই সন্তুষ্ট, তাই তার কাছে পুঁজিবাদই কাম্য। আমরা এই ধরনের যুক্তির বিরুদ্ধে যেন সাবধান থাকি। শ্রমিকদের বৃহদংশ কিন্তু সেই অবস্থায় ছিল না। আমরা, দুনিয়ার কমিউনিস্টরা, আমরা শ্রমজীবী মানুষের বৃহদংশেরই স্বার্থ রক্ষা করি, আর কেবল মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক শ্রমিককেই পুঁজিপতিরা ঘুষ দিয়ে নিজেদের বশীভূত করে রেখেছিল পুঁজিবাদের বিনীত দাস হিসাবে। দাসত্বের সময়ে এমন লোক ও কৃষকও ছিল যারা জমিদারদের বলতো, 'আমরা আপনার দাস (দাসত্ব মোচনের পরেও একথা!) আমরা আপনাকে ছেড়ে যাব না।' তাদের মত কি খুব বেশি লোক আছে?- খুব সামান্যই কয়েকজন। আপনারা কি অস্বীকার করতে পারেন যে দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হয়েছিল এদের সুপারিশে? নিশ্চয়ই না। আর আজকে কমিউনিজমকেও অস্বীকার করা যাবে না তাদের সুপারিশক্রমে সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন যারা বুর্জোয়া সংবাদপত্রের দৌলতে ভাল আয় করেছে, যারা বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের উপর ছিল নির্ভরশীল, আর কোটিপতির ব্যক্তিগত সেবায় নিয়োজিত থেকে যারা তাদের ভাগ্য ফিরিয়েছে।

প্রথম প্রকাশিত ১৯৫০ — খণ্ড ২৯, পৃঃ ২৮-৩০

সোভিয়েত রাজের সাফল্য ও অসুবিধাসমূহ

[অংশবিশেষ]

আমাদের বিপ্লব প্রকৃত পরীক্ষার মধ্যে থেকে উৎরে যায় তখনই যখন আমরা দেখি যে, একটা পশ্চাৎপদ দেশ, অন্যান্যদের পূর্বেই ক্ষমতা দখল করে সোভিয়েত সরকার গঠনে সাফল্য লাভ করে শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছে। আমরা কি এটাকে ধরে রাখতে পারবো অন্য দেশের জনগণের আন্দোলন শুরু হওয়া পর্যন্ত? যদি আমরা নতুন করে আত্মত্যাগে সমর্থ না হই বা আমাদের অর্জিত ক্ষমতাকে ধরে রাখতে না পারি তাহলে বলা হবে যে আমাদের বিপ্লব ঐতিহাসিকভাবে সঠিক ছিল না। কিন্তু সভ্য দেশে গণতন্ত্রবাদীরা যারা সারা অঙ্গে অস্ত্রে সজ্জিত তারা কিন্তু যেমন মার্কিনীরা করেছে তেমনি কয়েক কোটি লোকের সাধারণতান্ত্রিক দেশে মাত্র শ' খানেক বলশেভিককে দেখলেই একেবারে আঁতকে ওঠে। বলশেভিকবাদ কি এতই ছোঁয়াচে? তাহলে এটা দেখা যাচ্ছে যে বুভুক্ষু, ধ্বংসপ্রাপ্ত রাশিয়ার মাত্র শ' খানেক লোক যারা বলশেভিকবাদের কথা বলে তাদের সংগে গণতন্ত্রবাদীরা পেরে ওঠে না! জনগণ আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল! বুর্জোয়াদের পরিত্রাণের একটাই মাত্র পথ আছে তাহল যখন তারা লৌহ মুষ্ঠিতে তরোয়াল ধরে, যখন কামানের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ থাকে তখন সেই কামানগুলি রাশিয়ার দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাশিয়াকে কয়েক মাসের মধ্যে ধ্বংস করা, কারণ পরে আর কেউ তাকে ধ্বংস করবে না। এই হল অবস্থা যার মধ্যে রয়েছি আমরা, গত বছরে এই সামরিক নীতি নিয়েই গন কমিশারের পরিষদে আলোচনা হয়েছে, এবং এই কারণেই ঘটনার

দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আমরা বলার হক রাখি যে আমরা কেবল শ্রমিক ও কৃষকদের বলেই বলীয়ান, যদিও তারা যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, তবু তারা আরো বেশি খারাপ অবস্থার মধ্যেও তাদের অসীম বীরত্বের মাধ্যমে গড়ে তুলছে এক নতুন সেনা বাহিনী।

পেত্রোগ্রাদ শ্রমিক সোভিয়েত ও লালফৌজ ডেপুটিদের দ্বারা মার্চ-এপ্রিল ১৯১৯-এ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।

খণ্ড ২৯, পৃঃ ৬৮

লালফৌজের নিকট একটি আবেদন

[অংশ বিশেষ]

কমরেডগণ! লালফৌজ বাহিনীর সেনানী! ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের পুঁজিপতিরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। ওরা সোভিয়েত শ্রমিক ও কৃষক সাধারণতন্ত্র কর্তৃক জমিদার ও পুঁজিপতিদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য প্রতিশোধ নিতে চাইছে এবং সারা দুনিয়ার কাছে এক নতুন নজীর উপস্থাপন করতে চাইছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার পুঁজিপতিরা টাকা ও গোলা-বারুদ দিয়ে রুশ পুঁজিপতিদের সাহায্য করছে, যে রুশ পুঁজিপতিরা সাইবেরিয়া, ডন ও ককেশাস অঞ্চল থেকে সৈন্য আমদানী করছে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে, জার ও সোভিয়েত জমিদার ও পুঁজিপতিদের ক্ষমতার পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তা আর ঘটবে না। লালফৌজ তাদের পথ অবরোধ করে মাথা উঁচু করে ভোলগা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে জমিদারদের বাহিনী ও শ্বেতরক্ষী অফিসারদের এবং রিগা ও উক্রাইনের প্রায় সমস্ত অংশই পুনরধিকার করে ওডেসা ও রোস্তভের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর একটু চেষ্টা, শত্রুর সংগে আর কয়েক মাসের যুদ্ধ করলেই আমাদের জয়লাভ হবে। লালফৌজ যথেষ্ট শক্তিশালী কারণ তারা সচেতনভাবে ও একত্রিত হয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছে কৃষকদের জমি উদ্ধারে, তারা চলেছে শ্রমিক ও কৃষকের ক্ষমতা অক্ষয় রেখে সোভিয়েতের ক্ষমতা বজায় রাখতে।

লালফৌজ অপরাজেয় কারণ এ হল লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী কৃষকের, সেইসব মেহনতী মানুষের মিলিত শক্তি যারা এখন শিখেছে যুদ্ধ করতে, তারা শিখেছে বন্ধুত্বপূর্ণ শৃংখলা, যারা কখনও হতাশ হয় না, যারা সামান্য উত্তাপেই পরিণত ইস্পাত কঠিন শক্তিতে, আর তারা এখন আরও দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে শত্রুর মোকাবিলা করতে এই দৃঢ় প্রত্যয়ে যে শত্রু পরাজিত হবে অচিরেই।

১৯১৯ সালের মার্চের শেষে করা রেকর্ডিং। — খণ্ড ২৯, পৃঃ ২৪৪

সোভিয়েত সাধরণতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অবস্থার বিবরণী থেকে

মস্কো সোভিয়েত শ্রমিক ও লালফৌজের প্রতিনিধিদের ১৯১৯ সালের ৩রা এপ্রিলে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত পুর্ণাঙ্গ অধিবেশন

আমরা এখন আন্তর্জাতিক অবস্থায় এসে পড়েছি। আমি বলেছি যে, ব্রিটেন, ফ্রান্স-আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের নতজানু করানোর জন্য তাদের সর্বশেষ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে কিন্তু তাদের মনোবাসনা ব্যর্থ হবে। যদিও অবস্থা বেশ অসুবিধাজনক, তবুও আমরা দৃঢ়প্রত্যয়ের সংগে বলতে পারি যে আমরা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করবো। কেন আমরা পরাস্ত করবো তার দুটি কারণ আছে। প্রথম কারণ, ওরা হল বন্য পশু যারা নিজেদের মধ্যে মারামারিতে এত বেশি ব্যস্ত হয়ে আছে এবং পরস্পরকে আঘাত করতে এত বেশি উদ্বিগ্ন যে ওরা যে একেবারে খাড়া পাহাড়ের ধারে এসে পড়েছে সে খেয়াল নেই, দ্বিতীয় কারণ যে সোভিয়েতের ক্ষমতা অবিচলভাবে সারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ছে। একটা দিনও কাটে না, আমরা খবরের কাগজে দেখতে পাই, আমরা আজ লিওনের মার্কিন সংবাদপত্র বিভাগ থেকে পাঠানো একটা তারবার্তায় দেখলাম যে দশজনের কমিটির সদস্য সংখ্যা কমে এখন দাঁড়িয়েছে চারজনে, উইলসন, লয়েড জর্জ, ক্লীমেঁসিও এবং ওরল্যাণ্ডোতে। এরা চারটি দেশের নেতা, কিন্তু তাহলেও তারা কোন ঐক্যসূত্রে মিলতে পারে নি। ব্রিটেন এবং আমেরিকা ফ্রান্স কয়লার মুনাফা পাক তা চায় না, ওরা সব বন্য পশু যারা পৃথিবীকে লুট করে এখন শিকার ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। এই চারজন বিখ্যাত লোক আটকা পড়ে আছে নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে, ভগবান না করুন, গুজব যেন সত্যে পরিণত না হয়, ওরা এখন যে যার সীমানায় বসে তারবার্তা পাঠিয়ে বলে বেড়াচ্ছে যে তারা কেউই কয়লার মুনাফার ভাগ আর কাউকে দিতে রাজী নয়। একজন ফরাসী

বন্ধু যিনি ফরাসী যুদ্ধ বন্দীদের দেখেছেন আমাকে বলেন যে এই বন্দীরা বলে, 'আমাদের বলা হয়েছে যে আমরা রাশিয়ায় গিয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ করি, কারণ জার্মানরা আমাদের দেশকে ধ্বংস করেছে। কিন্তু এখন জার্মানীর সংগে একটা যুদ্ধ চুক্তি হয়েছে, তাহলে আমরা কাদের সংগে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি?' ওদের সে সম্পর্কে কিন্তু একটি কথাও বলা হয় নি। যে সব লোক নিজেদের এই প্রশ্ন করছে তাদের সংখ্যা বাড়ছে দিনকে দিন লাখে লাখে। এইসব লোকদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিভীষিকাময় অবস্থার চিত্র মনে আছে, তাই তারা বলে, 'কি জন্য আমরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছি?' আগেই বলশেভিকরা তাদের গোপন ইস্তাহারে জানিয়ে দিয়েছে যে কি জন্য তারা যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, কিন্তু এখন সাম্রাজ্যবাদীরা তারবার্তা পাঠিয়ে জানাচ্ছে যে ব্রিটেন ফ্রান্স কয়লার দৌলতে মুনাফা পাক এটা চায় না। একজন ফরাসী সাংবাদিকের মতামত হল এই ভাবে ওরা দরজায় দরজায় ঘুরছে কিন্তু সমস্যা সমাধানের আশা বৃথা। ওরা চেষ্টা করছে কে পাবে মুনাফার সিংহভাগ সেটা ঠিক করতে, আর তাই ওরা গত পাঁচমাস ধরে পরস্পরের সংগে খেয়োখেয়ি করে চলেছে। এই সব বন্য পশুরা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার হারিয়ে ফেলেছে এবং ওরা পরস্পরের সংগে কামড়াকামড়ি করেই চলছে যতক্ষণ না সব কিছু শেষ হয়ে ওদের মাত্র লেজগুলি পড়ে থাকে। আর আমরা তাই আজ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আমাদের প্রসংগে বলতে পারি যে যা ওরা মাত্র কয়েক সপ্তাহে আমাদের শেষ করে দিতে পারতো, লুটের মালের বখরা নিয়ে পরস্পরের প্রতি কামড়া-কামড়িতে আমাদের অবস্থা অনেক ভাল। ওরা সেনাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে যদি তারা জার্মানীকে জয় করতে পারে তাহলে অস্বাভাবিক পুরস্কার পাবে ওরা। ওরা এখন তর্ক করছে জার্মানীকে ৬০,০০০ না ৮০,০০০ কোটি টাকা দিতে হবে তাই নিয়ে। এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতির প্রশ্ন, একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য যদি তা শ্রমিক ও কৃষকদের বলা হয়। কিন্তু যদি ওরা ক্রমাগত তর্কই করে যেতে থাকে তাহলে ওরা একশ কোটিও পাবে না। এটাই কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা।

প্রাভদা সংখ্যা ৭৬-৭৭ — খণ্ড ২৯, পৃঃ ২৬৭-৬৮

এপ্রিল ৯ ও ১০, ১৯১৯

স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের স্লোগানে জনগণকে বিভ্রান্ত করা

বয়স্ক শিক্ষা প্রসঙ্গে প্রথম সারা-রাশিয়া সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, মে ১৯, ১৯১৯

(অংশ বিশেষ)

আমার 'মার্কিন শ্রমিকদের প্রতি চিঠি'[১০০]-তে আমি অন্যান্য প্রসংগের মধ্যে বলেছিলাম যে মার্কিন বিপ্লবী জনতা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজদের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করছে, যখন তারা আরম্ভ করেছে বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম প্রথম ও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ, তখন এই সব স্বাধীনতা সংগ্রামী মার্কিন জনগণ তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে স্প্যানীস ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক বিতাড়িত লোকদের সংগে, যাদের আমেরিকার পাশেই ছিল নিজস্ব উপনিবেশ, তাদের সংগে চুক্তি করে। এই দস্যুদের সংগে জোট বেঁধে মার্কিন জনগণ ইংরেজদের সংগে যুদ্ধ করে নিজেদের বৃটিশের কবল থেকে মুক্ত করে। পৃথিবীর কোন প্রান্তে কি আপনারা দেখেছেন কোন শিক্ষিত মানুষকে, আপনারা কি কোন সমাজতন্ত্রী, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী গণতন্ত্রের কোন প্রতিনিধিকে বা তারা নিজেদের যা বলেই অভিহিত করুক না কেন—এমন কি মেনশেভিকদেরও এমন কাউকে বলতে কখনও শুনেছেন কি যে তারা সামান্যতম ইংগিতেও মার্কিনীদের এই কাজকে দোষারোপ করেছে, বা তারা কোনও ভাবে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ইত্যাদির নীতি ভংগ করেছে? এই ধরনের পাগল আজও জন্মায় নি। কিন্তু এখন আমরা এমন লোকের সন্ধান পাই যারা আমরা যে আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী তারা নিজেদেরও তারই সমগোত্রীয় বলে অভিহিত করেও বলে যে এটা হল বলশেভিকদের দুষ্ট প্রবৃত্তি—আর প্রত্যেকেই জানে যে বলশেভিকরা দুষ্ট প্রকৃতির সংগঠন—তাই তারা নিজেদের জন্য আলাদা আন্তর্জাতিক গঠন

করার মানসে যা ভাল, সকলের হিতকারী, সংঘবদ্ধ সেই বার্ন আন্তর্জাতিকতায় যোগ দেয় নি।

কিন্তু আমি আমার বিষয় থেকে একটু সরে এসেছি, তাই আবার আমার আলোচ্য বিষয়ে ফিরে যাই। আজ, সব দেশেই 'বলশেভিক' ও 'সোভিয়েত' শব্দ দুটিকে আর কোন অস্বাভাবিক শব্দ বলে কেউ মনে করে না, যা করা হত অতি সম্প্রতি যেমন 'বক্সার, শব্দটিকে নিয়ে, তার প্রকৃত অর্থ না বুঝেই। পৃথিবীর সব দেশের ভাষাতেই এখন 'বলশেভিক' ও সোভিয়েত শব্দ দুটি পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রত্যেক দিনই শ্রেণী সচেতন শ্রমিকরা দেখছে যে প্রত্যেক দেশের বুর্জোয়ারাই তাদের নিজস্ব সংবাদপত্রে লাখো লাখো মিথ্যা কথা বলছে সোভিয়েতের ক্ষমতা সম্পর্কে। কিন্তু এটা যে অপবাদমূলক মিথ্যাভাষণ তা ওরা বুঝে গেছে। সম্প্রতি আমি কয়েকটি মার্কিন সংবাদপত্র পড়েছি। আমি একজন মার্কিনীর বক্তৃতা পড়েছি, তাতে তিনি বলেছেন যে বলশেভিকরা অসৎ, তারা মেয়েদেরও জাতীয়করণ করেছে, তারা দস্যু ও লুঠেরা। আবার আমি মার্কিন সমাজতন্ত্রীর লেখাও পড়েছি, তারা প্রতি পাঁচ সেণ্ট দামে রুশ সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের সংবিধান বিতরণ করছে এই 'একনায়কতন্ত্রী' যাতে 'শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক সমানাধিকারের' কোন ব্যবস্থা নেই। তারা 'উৎখাতকারী' 'দস্যু' এবং 'উৎপীড়কদের' যারা শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক ঐক্যকে ধ্বংস করছে এই সবের সংবিধান থেকে উধৃতি নিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। ঘটনাক্রমে, ব্রেসকোভস্কায়া যেদিন আমেরিকায় পৌঁছান সেদিন নিউইয়র্কের পুঁজিপতিদের সংবাদপত্র বড় বড় হরফে শিরোনামে স্বাগত সম্ভাষণ করে লেখে, 'স্বাগত, শ্রেণী? মার্কিন সমাজতন্ত্রীরা এটাকে পুনর্মুদ্রিত করে লেখে, 'তিনি রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থক—এতে আশ্চর্যের কিছু আছে কি? মার্কিন শ্রমিকেরা কি বলেছে তাঁকে মার্কিন পুঁজিপতিরা প্রকৃতপক্ষে কেন প্রশংসা করেছে? তিনি রাজনৈতিক গণতন্ত্রেরসমর্থক। তাহলে তারা ওকে কেন প্রশংসা করছে? কারণ তিনি সোভিয়েত সংবিধানের বিরোধী। 'বেশ' মার্কিন সমাজতন্ত্রীরা বলে, 'এইতো এই সব দস্যুদের সংবিধানের ধারা রয়েছে।' এবং ওরা সবসময়েই এমন ধারার উধৃতি দেয় যেখানে বলা হয়েছে যে যারা অন্যান্য শ্রমিকদের শোষণ করে তাদের নির্বাচন করার বা নির্বাচিত হওয়ার অধিকার নেই। আমাদের সংবিধানের এইসব ধারার কথা বিশ্বের সকলেই জানেন। আর যেহেতু সোভিয়েত শাসন ব্যবস্থা সব কিছুই খোলাখুলি বলে, যে সকলকেই প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের অধীন হতে হবে। এটা একটা নতুন ধরনের সংগঠন, আর ঠিক এই কারণেই এটা পৃথিবীর সর্বস্থানের শ্রমিকদের কাছে সহানুভূতি পেয়েছে। এই নতুন রাষ্ট্রীয় সংগঠন জন্ম

দিচ্ছে এক প্রসব বেদনার মধ্যে কারণ এটা খুবই অসুবিধার, লক্ষ গুণ বেশি অসুবিধার হয় ধ্বংসাত্মক পাতি-বুর্জোয়া শৈথিল্যকে উৎপীড়ক জমিদার শ্রেণী বা উৎপীড়ক পুঁজিপতিদের চেয়ে, কিন্তু যে সংবিধানে শোষণের কোন ব্যবস্থা থাকে না সেই রকম সংবিধান তৈরী করা অনেক ফলপ্রসূ। যখন প্রলেতারিয়েত সংগঠন এই সমস্যার সমাধান করে, সমাজতন্ত্র তখন সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করে। আর এই কারণেই আপনারা আপনাদের সব রকম কার্যক্রমকে নিয়োজিত করান বিদ্যালয় ও বয়স্ক শিক্ষা ক্ষেত্রে। অসুবিধাজনক পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও এবং বেশ নীচু স্তরের সাংস্কৃতিক মান থাকা সত্ত্বেও সেই দেশেই প্রথম সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়েছে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেও সোভিয়েত শাসন ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছে। 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব' শব্দটি একটি লাতিন শব্দ এবং যে মেহনতী জনতা এই শব্দটি প্রথম শোনে তারা জানে না এর অর্থ এবং একথাও জানে না যে কিভাবে এর প্রতিষ্ঠা হবে। বর্তমানে এই লাতিন শব্দটি অন্যান্য আধুনিক ভাষায় ভাষান্তরিত হয়েছে এবং আমরা দেখিয়েছি যে সোভিয়েত শাসন ব্যবস্থায় প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রকৃত অর্থ কি, যেখানে সরকারের অধীনে শ্রমিকেরা নিজেদের সংগঠিত করে এবং বলে যে তাদের সংগঠন অন্য সংগঠনের চেয়ে উন্নততর। কোন অলস বা শোষক এই সংগঠনে থাকতে পারে না। এই সংগঠনের একটাই মাত্র উদ্দেশ্য আছে, আর তা হল পুঁজিবাদের উচ্ছেদ। কোন মিথ্যা স্লোগান বা 'স্বাধীনতা' এবং 'সাম্য' ইত্যাদি কথার ফুলঝুরিতে আমাদের প্রতারিত করতে পারবে না। আমরা কোন স্বাধীনতা, কোন সমানাধিকার বা কোন শ্রমিক গণতন্ত্রকে স্বীকার করি না যদি না তা পুঁজিবাদের জোয়াল থেকে শ্রমিকের মুক্তি সাধনের পথ হয়। এটাই আমরা সোভিয়েত সংবিধানে সংযোজিত করেছি, আর এরই জন্য আমরা সব দেশের শ্রমিকের সহানুভূতি পেয়েছি। তারা জানে যে, যে অসুবিধা সত্ত্বেও নতুন ব্যবস্থা জন্মগ্রহণ করছে, এবং কিছু সংখ্যক সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের পরাজয় ও কঠিন সাজা হলেও পৃথিবীর কোন শক্তিই মানবজাতিকে পিছনে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। (বিপুল হর্ষধ্বনি)

প্রথম বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে সারা রুশ কংগ্রেসে দেওয়া লেনিনের দুটি বক্তৃতা হিসাবে মস্কো থেকে ১৯১৯ সালে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।

খণ্ড ২৯, পৃঃ ৩৪৯-৫০
৩৭৪-৭৬

মহান শুভারম্ভ
[অংশ বিশেষ]

যদি আমরা অত্যন্ত বেশি প্রগলভতাও করি, তাহলেও, ইতিহাসে কি এমন কখনও ঘটেছে যে দীর্ঘ উত্থানপতন, ভুলভ্রান্তি ও তার পুনরাবৃত্তি ছাড়া নতুন উৎপাদন পদ্ধতি রূপ নিয়েছে? দাস প্রথার[১০১] বিলুপ্তির অর্ধ শতাব্দী পরে এখনও রাশিয়ার প্রত্যন্তভাগে দাসপ্রথার প্রচলন দেখা যায়। আমেরিকায় দাস প্রথার অবসানের অর্ধ শতাব্দী পরেও নিগ্রোদের অবস্থা এখনও রয়েছে আধা-দাসত্ব অবস্থায়। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা, মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী সহ সকলেই পুঁজিবাদের সেবায় একান্ত অনুগত, আর অনবরত মিথ্যা যুক্তি খাড়া করতে সিদ্ধহস্ত—তাইতো প্রলেতারিয়েত বিপ্লব আরম্ভের পূর্বে ওরা আমাদের কল্পনাবিলাসী বলে অভিযুক্ত করেছিল, আর বিপ্লবের পর ওরা দাবী করছে যে আমরা অতীতের সমস্ত স্মৃতিচিহ্নকে অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে মুছে ফেলেছি।

স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে মস্কোতে প্রকাশিত।
স্বাক্ষর: *এন. লেনিন*

২৭, পৃঃ ৪২৫

রাষ্ট্র

(একটি বক্তৃতার অংশবিশেষ)

রাশিয়া বা অন্য যে কোন উন্নত দেশের যে কোন পার্টি নিয়েই আমরা আলোচনা করি না কেন, দেখা যায় যে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক বিতণ্ডা, মতভেদ বা মতবাদ সব কিছুই চলছে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নিয়ে। কোন পুঁজিবাদী দেশে কোন গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে বিশেষ করে সুইজারল্যাণ্ড বা আমেরিকার মত সবচেয়ে স্বাধীন কোন সাধারণতন্ত্রে, রাষ্ট্র কি জনগণের ইচ্ছার অভিব্যক্তি? তা কি সমগ্র জনসংখ্যার সাধারণ সিদ্ধান্ত? না জাতীয় কামনার প্রতিচ্ছবি? নাকি রাষ্ট্র হল শ্রমিক ও কৃষকদের উপর সেই দেশের পুঁজিপতিদের শাসন বজায় রাখার যন্ত্র? সারা পৃথিবী জুড়ে সব রাজনৈতিক বিতর্ক আজ এই মূল প্রশ্নটিকে ঘিরে। বলশেভিকবাদ সম্পর্কে ওরা কি বলে? বুর্জোয়া সংবাদপত্রে বলশেভিকদের গালাগালি করা হয়। বলশেভিকরা জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা লংঘন করেছে—এই ধরনের বস্তা পচা অভিযোগ করে নি, এমন একটা কাগজও আপনারা পাবেন না। মনের সরলতায় (হয়তো তা আসলে সরলতাই নয়, বা প্রবাদে যে সরলতাকে ডাকাতির চেয়েও খারাপ বলে, সেই রকম কিছু) যদি আমাদের মেনশেভিকরা বা সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরা মনে করে যে তারাই বলশেভিকদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আবিষ্কার করেছে, বলশেভিকরা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে খর্ব করেছে; তাহলে তারা খুবই হাস্যকর ভুল করেছে। আজকের দিনে সবচেয়ে ধনী দেশের সবচেয়ে ধনী যে কাগজগুলি কোটি কোটি টাকা খরচ করে কোটি কোটি কপি কাগজ ছেপে বুর্জোয়াদের মিথ্যাকথা ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির কথা ছড়ায় তাদের মধ্যে এমন একটি কাগজও নেই যাতে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে এই মূল যুক্তি ও অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করা হয় নি যে, আমেরিকা ইংলণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড হল গণ-শাসনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত উন্নত রাষ্ট্র, আর বলশেভিক সাধারণতন্ত্র হল ডাকাতের রাষ্ট্র, সেখানে কোন স্বাধীনতা নেই। বলশেভিকরা গণশাসনের

নীতি খর্ব করেছে এমন কি গণপরিষদও ভেঙে দিয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে এইসব মারাত্মক অভিযোগ করা হয়। ফলে সরাসরি আমাদের সামনে আসে এই প্রশ্ন—রাষ্ট্র কি? এইসব অভিযোগ বুঝতে হলে এগুলিকে যুক্তি সহকারে পর্যালোচনা করে পূর্ণাঙ্গ অর্থ অনুধাবন করতে হলে এবং শোনা কথায় যাচাই না করে নিজের যুক্তি দিয়ে যাচাই করতে হলে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। সকল রকমের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই আমাদের সামনে রয়েছে, এবং যুদ্ধের আগে ঐ সব রাষ্ট্রের সমর্থনে যে সব যুক্তি খাড়া করা হয়েছিল, তাও রয়েছে। প্রশ্নটির সঠিক সমাধান পেতে হলে এইসব মতবাদ ও মতামত সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে হবে।

আমি আগেই আপনাদের বলেছি যে আপনারা এঙ্গেলসের লেখা, 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' শীর্ষক বইটির পাতা ওল্টাবেন, এই বইয়ে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রে জমি ও উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে, সেখানে মূলধনের প্রভুত্ব আছে, সে রাষ্ট্র যতই গণতান্ত্রিক হোক না কেন, সে রাষ্ট্র হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, সে রাষ্ট্র হল শ্রমিক শ্রেণী ও গরীব কৃষক সম্প্রদায়কে পুঁজিপতিদের আয়ত্তাধীনে রাখার যন্ত্র। আর সর্বজনীন ভোটাধিকার, গণ পরিষদ—সংসদ, এ সবই শুধু ঠাট, এক ধরনের কভাঁর করা তমসুক, এতে আসল ব্যাপারটার কোন রদবদল হয় না।

রাষ্ট্রের প্রভুত্বের নানা ধাঁচ থাকতে পারে—বিভিন্ন ধাঁচে মূলধনের ভূমিকা বিভিন্ন পর্যায়ের—কিন্তু আসলে ক্ষমতা মূলধনের হাতেই থাকে, তা সে ভোটাধিকার বা অন্য কোন অধিকার থাকুক আর নাই থাকুক, বা সেখানে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র থাক বা না থাক, আসলে সাধারণতন্ত্র যত বেশি গণতান্ত্রিক হয়, পুঁজিবাদের শাসন ততই কর্কশ ও নির্লজ্জরূপে ফুটে ওঠে, পৃথিবীর সবচেয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তবু পুঁজির আধিপত্য, সারা সমাজের উপর মুষ্টিমেয় কয়েকজন কোটিপতির আধিপত্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত আর কোথাও এত কর্কশ ও খোলাখুলি দুর্নীতিপরায়ণ রূপ নেয় নি (১৯০৫ সালের পর যারা সেখানে বাস করেছেন তারা সম্ভবত একথা জানেন)। পুঁজির অস্তিত্ব থাকলেই তা সারা সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে এবং কোন গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বা কোন ধরনের ভোটাধিকারই আসল অবস্থাটাকে পাল্টাতে পারবে না।

সামন্ততন্ত্রের তুলনায় বিরাট প্রগতিশীল অগ্রগতি এনেদিয়েছে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র ও সার্বজনীন ভোটাধিকার; প্রলেতারিয়েতকে সামর্থ্য দিয়েছে তার বর্তমান ঐক্য ও সংহতি অর্জন করতে, সামর্থ্য এনে দিয়েছে এমন সুশৃংখল বাহিনী গঠন করার, যে বাহিনী আজ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে রীতিমত সংগ্রাম

পরিচালনা করছে। দাসদের কথা ছেড়েই দিলাম, কৃষক-ভূমিদাসদের মধ্যেও এর কাছাকাছি কিছু ছিল না। দাসরা বিদ্রোহ করেছে, দাঙ্গা করেছে, গৃহযুদ্ধ শুরু করেছে, তা আমরা জানি, কিন্তু সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য তারা কখনও এত সচেতন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বা পার্টি সৃষ্টি করতে পারে নি। নিজেদের উদ্দেশ্য কি তা তারা পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি, এমন কি ইতিহাসের সবচেয়ে বৈপ্লবিক মুহূর্তেও তারা চিরকাল শাসকশ্রেণীর হাতে দাবার বোড়ে হয়েই থেকে গেছে। বিশ্বজোড়া সামাজিক ক্রমবিকাশের দিক থেকে দেখলে বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্র, সংসদ, সার্বজনীন ভোটাধিকার, সবই বিরাট অগ্রগতির পরিচয় দেয়। মানুষ পুঁজিবাদের দিকে এগিয়ে গেল, আর কেবল পুঁজিবাদের ফলেই আর শহুরে সংস্কৃতির কল্যাণে, উৎপীড়িত প্রলেতারিয়েত নিজেকে চিনতে পারলো এবং দুনিয়া জোড়া শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারল, সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে পার্টির ছত্রচ্ছায়ায় সংঘবদ্ধ করতে পারল, এই পার্টিগুলি হল সমাজতান্ত্রিক পার্টি, জনতার সংগ্রামের সচেতন নেতৃত্ব করছে এরা। সংসদীয় ব্যবস্থা ছাড়া, নির্বাচনী ব্যবস্থা ছাড়া, এ অগ্রগতি সম্ভব হত না। সেইজন্য ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষের চোখে এ সব জিনিসের গুরুত্ব এত বেশি হয়ে উঠেছে। সেইজন্য মৌলিক কোন পরিবর্তন করা অসুবিধাজনক মনে হয়। রাষ্ট্রে নাকি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে এবং সকলের স্বার্থরক্ষাই নাকি তার উদ্দেশ্য—এই বুর্জোয়া মিথ্যাচারটা যে জ্ঞানপাপী, বিজ্ঞানী ও ধর্মযাজকরাই কেবল তুলে ধরে তা নয়, অনেক লোক, যারা মনেপ্রাণে পুরনো কুসংস্কারে বিশ্বাস করে এবং যারা পুরনো পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তর উপলব্ধি করতে পারে না, তারাও ঠিক একই কথা বলে। শুধু বুর্জোয়াদের উপর সরাসরি নির্ভরশীল মানুষই নয়, পুঁজির জোয়ালে উৎপীড়িত যারা, বা যারা পুঁজিপতিদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছে শুধু তারাই নয় (নানা ধরনের অনেক বিজ্ঞানী, শিল্পী, ধর্মযাজক, ইত্যাদিও পুঁজিবাদের সেবক) যারা শুধুমাত্র বুর্জোয়া স্বাধীনতার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তারাও সারা দুনিয়া জুড়ে বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে হামলা শুরু করেছে। তার কারণ, শুরুতেই সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র বুর্জোয়াদের এই মিথ্যা অভিযোগগুলি অস্বীকার করে স্পষ্ট বলে দিয়েছিল—আপনারা বলেন যে আপনাদের রাষ্ট্র স্বাধীন, কিন্তু আসলে যতদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে, ততদিন গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হলেও—আপনাদের রাষ্ট্র শ্রমিকদের দমন করার জন্য পুঁজিপতিদের হাতের যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়, যে রাষ্ট্র যত বেশি স্বাধীন, ততই পরিষ্কার হয়ে ওঠে এ কথা। এর উদাহরণ হল ইউরোপের সুইজারল্যাণ্ড আর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ দেশ দুটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও, এদের

চেহারা যত সুন্দর করে দেখানোর চেষ্টাই হোক না কেন এবং মেহনতী মানুষের গণতন্ত্র ও সব নাগরিকের সমানাধিকার সম্পর্কে যত বড বড় কথাই বলা হোক না কেন, পুঁজির শাসন এখানকার মত এত রুক্ষ ও নির্মম হয়ে ওঠে নি কোথাও, এত স্পষ্ট করে বোঝা যায় নি আর কোথাও। আসল কথা হল, সুইজারল্যাণ্ড ও আমেরিকায় পুঁজির প্রাধান্য, শ্রমিকরা তাদের অবস্থার বাস্তব উন্নতির জন্য সামান্যতম চেষ্টা করলেই তার জবাব হয় গৃহযুদ্ধ। এ দুটি দেশে সৈন্যের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম—স্থায়ী সৈন্য-বাহিনী ছোট—সুইজারল্যাণ্ডে মিলিশিয়া আছে এবং প্রত্যেক সুইসের বাড়ীতে বন্দুক আছে, আর অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমেরিকায় কোন স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল না—তাই ধর্মঘট বলে বুর্জোয়াশ্রেণী নিজেদের অস্ত্রসজ্জিত করে, ভাড়াটে সৈন্যদের দিয়ে ধর্মঘট দমন করতো। সুইজারল্যাণ্ড ও আমেরিকার মত এমন নির্মম কাঠিন্যের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন দমন করা হয় না আর কোথাও, সংসদেও মূলধনের প্রভাব এত প্রবল হয়ে দেখা দেয় না আর কোন দেশে। মূলধনের জোরই আসলে সব, স্টক এক্সচেঞ্জই সব, আর সংসদ ও নির্বাচন হল শুধু সঙ-এর মেলা, কাঠের পুতুল।······কিন্তু দিনে দিনে শ্রমিকদের চোখ ফুটছে এবং বিশেষ করে সাম্প্রতিক হত্যালীলার পর সোভিয়েত ব্যবস্থার ধারণা ক্রমশঃ ব্যাপক হয়ে উঠছে। পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম চালানোর প্রয়োজন দিনে দিনে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে।

সাধারণতন্ত্রের খোলসটা যে রকমই হোক, তা সে যত গণতান্ত্রিকই হোক যদি তা বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্র হয়, যদি জমি ও কলকারখানার ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে এবং ব্যক্তিগত পুঁজি যদি গোটা সমাজকে মজুরীর দাস বানিয়ে রাখে অর্থাৎ যদি আমাদের পার্টির কর্মসূচী ও সোভিয়েত সংবিধানের বাক্তব্য কাজে লাগানো না হয়—তাহলে রাষ্ট্র হল কিছু লোককে দমন করার জন্য অন্য লোকের হাতের যন্ত্র বিশেষ। এবং আমরা এই যন্ত্র তুলে দেব সেই শ্রেণীরই হাতে যারা পুঁজির ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করবে। রাষ্ট্র মানে সার্বজনীন সাম্য—এইসব পুরনো কুসংস্কার আমরা উড়িয়ে দেব, কারণ এ সবই শুধু ভাঁওতা, যতদিন শোষণ চলবে, ততদিন সাম্য আসতে পারে না। জমিদার ও মজুর সমান হতে পারে না, ক্ষুধিত মানুষ ও পরিতৃপ্ত মানুষ এক হতে পারে না। রাষ্ট্র নামক যে যন্ত্রটাকে লোকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে মাথা পেতে মেনে নেয় ও সেই পুরনো আষাঢ়ে গল্পে বিশ্বাস করে যে এ যন্ত্রের অর্থ হল সমগ্র জনগণের শাসন—সে যন্ত্রটিকে ভেঙে চুরমার করে দেবে প্রলেতারিয়েতরা। তারা ঘোষণা করে, এ হল বুর্জোয়া মিথ্যাচার। এবার আমরা পুঁজিপতিদের হাত থেকে এ যন্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছি। এই যন্ত্র বা মুগুর দিয়ে আমরা খতম

করবো সব শোষণকে। যখন দুনিয়ার আর কোথাও শোষণের সম্ভাবনা থাকবে না, যখন জমির মালিক ও কারখানার মালিক বলে কেউ থাকবে না, কেউ যখন ভূরিভোজন করে তখন আর সকলে উপোস করবে—এ অবস্থা যখন থাকবে না, এ সবেরই সম্ভাবনা যখন শেষ হয়ে যাবে, একমাত্র তখনই আমরা এই যন্ত্রটিকে নিক্ষেপ করবো আস্তাকুঁড়ে। তখন আর রাষ্ট্র থাকবে না, থাকবে না কোন শোষণ। এই হল আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি'র দৃষ্টিভঙ্গী। আশা করি পরবর্তী বক্তৃতাগুলিতে আমরা এই বিষয়ে আবার ফিরে আসবো। বারে বারেই ফিরে আসবো।

প্রাভদা ১৫ সংখ্যায় খণ্ড ২৯, পৃঃ ৪৮৪-৮৮
১৯২৯ সালের ১৮ই জানুয়ারী
প্রথম প্রকাশিত।

জনৈক মার্কিন সংবাদদাতার প্রশ্নের জবাব [১০৩]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শতাধিক সংবাদপত্রে আমার জবাব পুরোপুরি ছাপা হবে এই লিখিত প্রতিশ্রুতি পালনের শর্তে আমাকে করা পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি [১০৪]।

১। সোভিয়েত সরকারের রাষ্ট্রীয় কর্মসূচী সংস্কারপন্থী নয়, বিপ্লবী। সংস্কার হল শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে পাওয়া সুবিধা, যেখানে সেই শ্রেণী তার শাসন বজায় রেখেছে। বিপ্লব হল শাসকশ্রেণীর উচ্ছেদ। তাই সংস্কারপন্থী কর্মসূচীতে সাধারণতঃ আংশিক তাৎপর্যের অনেক দফা থাকে। আমাদের বিপ্লবী কর্মসূচীর আসলে একটাই সাধারণ দফা—জমিদার পুঁজিপতিদের একেবারে উৎখাত, তাদের ক্ষমতার উচ্ছেদ এবং এই শোষকদের হাত থেকে মেহনতী মানুষদের মুক্তি। এই কর্মসূচী আমরা কখনও বদলাই নি। এই কর্মসূচীর রূপায়ণের লক্ষ্যে গৃহীত কোন কোন আংশিক ব্যবস্থার প্রায়ই বদল হয়েছে, তাদের তালিকা দিতে গেলে একটা পুরো বই হয়ে দাঁড়াবে। শুধু এইটুকু বলবো যে আমাদের সরকারী কর্মসূচীতে আরো একটা সাধারণ বিষয় আছে যা থেকে সম্ভবত বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বদল ঘটেছে। এটা হল শোষকদের প্রতিরোধ দমন। ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবরের (৭ই নভেম্বর) বিপ্লবের পর আমরা এমন কি বুর্জোয়া সংবাদপত্র-গুলিও বন্ধ করে দিই নি, সন্ত্রাসের কোন কথাই ছিল না। কেরেনস্কির বহু মন্ত্রীদের শুধু নয়, এমন কি ক্রাসনভকেও, যিনি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, সকলকে ছেড়ে দিই। শোষকরা অর্থাৎ পুঁজিপতিরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করার পরেই কেবল আমরা সে প্রতিরোধ ধারাবাহিকভাবে দমন করতে শুরু করেছি. এমন কি সন্ত্রাস প্রয়োগ করেও। রাশিয়ায় শোষক-

দের শাসন পুনরুদ্ধারের জন্য জার্মানী, ব্রিটেন, জাপান, আমেরিকা ও ফ্রান্সের পুঁজিপতিদের সংগে চক্রান্ত, ইংরেজ ও ফরাসী টাকায় চেকোস্লোভকদের ১০০ আত্মবিক্রয়, জার্মান ও ফরাসী টাকায় ম্যানারহিম, দেনিকিন প্রভৃতিদের আত্মবিক্রয় ইত্যাদি—বুর্জোয়াদের এই ধরনের কাজের বিরুদ্ধেই তা হল প্রলেতারিয়েতদের জবাব। 'একটা বদল'—বা সঠিকভাবে বললে পেত্রোগ্রাদে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বর্ধিত সন্ত্রাস ঘটানোর মত একটা সাম্প্রতিকতম চক্রান্ত হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী ও মেনশেভিকদের সংগে যোগ দিয়ে পেত্রোগ্রাদ শত্রুর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বুর্জোয়াদের একটা চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রকারী অফিসারগণ কর্তৃক ক্রাসনায়া গোর্কা অধিকার, ব্রিটিশ ও ফরাসী পুঁজিপতিগণ কর্তৃক সুইস দূতাবাসের কর্মচারীদের এবং বহু রুশ কর্মচারীদের উৎকোচ দ্বারা ক্রয় করা ইত্যাদি।

২। খাস রাশিয়ার অভ্যন্তরস্থ অসংখ্য মুশলিম ও অ-রুশ জাতিসত্তাগুলি সম্পর্কে আমাদের যা কার্যকলাপ, রাশিয়ার বাইরে আফগানিস্তান, ভারত ও অন্যান্য মুশলিম দেশ সম্পর্কেও সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের কাজ একই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, রাশিয়ার অভ্যন্তরে আমরা একটি স্বায়ত্তশাসিত সাধারণতন্ত্র স্থাপন করতে দিয়েছি বাশকিরিয়ার জনগণকে। প্রত্যেকটি জাতিসত্তার মুক্ত ও স্বাধীন বিকাশলাভে, বিভিন্ন জাতীয় ভাষায় সাহিত্যের বিকাশ ও প্রচারে আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করেছি, সোভিয়েত সংবিধান আমরা অনুবাদ করে প্রচার করছি, বুর্জোয়া 'গণতান্ত্রিক' দেশগুলির পশ্চিম ইউরোপীয় বা আমেরিকান ধাঁচের সংবিধানের চেয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সংবিধানটি ঔপনিবেশিক, পরাধীন, নিপীড়িত ও পূর্ণাধিকারহীন জাতিগুলির কোটি কোটি মানুষের কাছে বেশি আকর্ষণীয়, কেন না সে সব সংবিধান জমিতে ও পুঁজিতে ব্যক্তিগত মালিকানা সংহত করে, অর্থাৎ স্বদেশে শ্রমিকদের উপর এবং এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি উপনিবেশের কোটি কোটি মানুষের উপর মুষ্টিমেয় 'সুসভ্য' পুঁজি-পতিদের অত্যাচার পাকা পোক্ত করে রাখার ব্যবস্থা।

৩। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম রাজনৈতিক লক্ষ্য হল রাশিয়ায় তাদের নির্লজ্জ অপরাধী, লুণ্ঠেরা অভিযান ব্যর্থ করা, যে অভিযান শুধু তাদের পুঁজিপতিদেরই ধনবৃদ্ধি করে। এই দুই দেশের কাছেই আমরা বহুবার মর্যাদা সহকারে শান্তির প্রস্তাব করেছি, কিন্তু তারা একটা জবাবও দেয় নি, বরং আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েই যাচ্ছে, দেনিকিন ও. কালচাককে সাহায্য করছে. মুরমান ও আর্খাঙ্গেল লুঠ করছে, ধ্বংস ও ছারখার করছে বিশেষ করে পূর্ব সাইবেরিয়া, যেখানে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী দস্যুদের বিরুদ্ধে বীরোচিত প্রতিরোধ দিচ্ছে রুশ চাষীরা।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান সহ সমস্ত জাতির ক্ষেত্রেই আমাদের পরবর্তী

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য হল একই—নির্বিশেষে সমস্ত দেশের শ্রমিক ও মেহনতী জনগণের সংগে সৌভ্রাতৃমূলক মৈত্রী।

৪। কলচাক, দেনিকিন ও ম্যানারহিমের সংগে কি কি শর্তে আমরা শান্তিচুক্তি করতে পারি তার সুনির্দিষ্ট, প্রাঞ্জল ও লিখিত বিবরণ আমরা বহুবার দিয়েছি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, বুলিট[১০৬]কে যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আমাদের সংগে আলোচনা চালিয়েছিলেন (বিশেষতঃ মস্কোতে আমার সংগে ব্যক্তিগতভাবে) এবং নানসেন[১০৭]-এর কাছে লেখা চিঠিতেও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং অন্যান্য দেশের সরকার এসব দলিল যে পুরোপুরি প্রকাশ করতে ভয় পায়, লোকের কাছ থেকে সত্য লুকিয়ে রাখে, সেটা আমাদের দোষ নয়। আমি শুধু আমাদের মূল শর্তটার কথা আর একবার বলি, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশকে আমরা সমস্ত ঋণ শোধ দিতে রাজী আছি যদি কেবল কথার শান্তি নয়, সত্যকার একটা শান্তি হয়, অর্থাৎ যদি গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইতালির সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে সই ও অনুমোদন করে। দেনিকিন, কলচাক, ম্যানারহিম প্রভৃতিরা তো এইসব সরকারের হাতের পুতুল মাত্র।

৫। মার্কিন জনগণের কাছে আমি সর্বোপরি এই কথা বলতে চাই, যে—

সামন্ততন্ত্রের তুলনায় পুঁজিবাদ 'মুক্তি', 'সাম্য', 'গণতন্ত্র' ও 'সভ্যতার' পথে একটা অগ্রগতি। তা সত্ত্বেও পুঁজিবাদ *মজুরি দাসত্বের* একটা ব্যবস্থা, আধুনিক দাস-মালিক জমিদার ও পুঁজিপতিদের একটা নগণ্য সংখ্যালঘুর কাছে লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষের, শ্রমিক ও চাষীদের দাসত্বের একটা ব্যবস্থা হয়েই ছিল এবং এখনো আছে। সামন্ততন্ত্রের তুলনায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র *এই অর্থনৈতিক দাসত্বের রূপটা বদলে দিয়েছে, তার একটা উজ্জ্বল আবরণ* বানিয়েছে, কিন্তু তার সারার্থের পরিবর্তন করে নি, করতে পারেও না। পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া গণতন্ত্র হল মজুরি-দাসত্ব।

সাধারণভাবে কারিগরী উন্নতি ও বিশেষভাবে যানবাহনের অগ্রগতিতে এবং পুঁজি ও ব্যাংক ব্যবসায় অস্বাভাবিকভাবে ফেঁপে ওঠার ফলে পুঁজিবাদ পরিপক্ক, আরও পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। আয়ু ফুরিয়ে গেলেও তা বেঁচে থেকে মানব প্রগতির পথে সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে পরিণত হয়েছে মুষ্টিমেয় কোটিপতি ও কোটি কোটিপতিদের স্বৈরক্ষমতার অস্ত্রস্বরূপ, যে কোটিপতিরা জাতির পর জাতিকে রক্তস্নান করায় এই সিদ্ধান্তে আসার জন্য যে সাম্রাজ্যবাদের লুঠের মাল, উপনিবেশের উপর আধিপত্য, আর্থিক 'প্রভাব সম্পন্ন এলাকা' বা 'শাসনের ক্ষমতা' ইত্যাদি জার্মান না ইংগ-ফরাসী গোষ্ঠী কোন লুঠেরাদের হাতে যাবে।

১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে কোটি কোটি লোক নিহত বা পংগু হয়েছে, এই কারণেই এবং একমাত্র এই একটা কারণেই। অদম্য শক্তি ও দ্রুততার এ

সত্যের চেতনা ছড়াচ্ছে সমস্ত দেশের মেহনতীদের মধ্যে এবং তা আরো এই কারণে যে যুদ্ধ সর্বত্রই অভূতপূর্ব ধ্বংস ঘটিয়েছে অথচ সর্বত্রই এমন কি 'বিজয়ী' জাতিগুলিকেও যুদ্ধ ঋণের সুদ গুণতে হবে। সে সুদটা কী? সেটা হল সেই কোটিপতি ভদ্রলোকেদের জন্য কোটি কোটি টাকার সেলামী, যাঁরা পুঁজিপতিদের মুনাফা বখরার প্রশ্ন মীমাংসার জন্য দয়া করে কোটি কোটি শ্রমিক কৃষককে পরস্পর খুনোখুনি কাটাকাটি করার অনুমতি দিয়েছে।

পুঁজিবাদের ধ্বংস অনিবার্য। সর্বত্রই জনগণের বিপ্লবী চেতনা বাড়ছে, তার হাজার হাজার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। একটা ছোট্ট নিদর্শন দিই,—খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও সাধারণের কাছে খুব বোধগম্য একটা নিদর্শন, হেনরি বারবুসের লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে *লে ফিউ, ক্লার্তে* যে যুদ্ধে যাওয়ার সময় ছিল একজন নির্বিরোধী, বিনয়ী, আইনানুগ পাতি-বুর্জোয়া, সাধারণ লোক।

পুঁজিপতিরা, বুর্জোয়ারা কোন একটা দেশে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি 'বড়জোর' মুলতুবী রাখতে পারে, আরো লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষককে হত্যার বিনিময়ে। কিন্তু পুঁজিবাদকে বাঁচাতে পারবে না তারা। পুঁজিবাদের স্থান নিতে এসেছে *সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র*, এমন সাধারণতন্ত্র যা ক্ষমতা দেয় মেহনতী জনগণকে, আর কেবল কেবল মেহনতী জনগণকেই। তাদের মুক্তির ভার দেয় প্রলেতারিয়েতদের হাতে। উচ্ছেদ করে ভূমি, কলকারখানা ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানা, কারণ এ মালিকানা হল মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠের শোষণের উৎস, গণদারিদ্র্যের উৎস, জাতিতে জাতিতে সেই লুঠেরা যুদ্ধের উৎস যাতে পুঁজি বৃদ্ধি হয় কেবল পুঁজিপতিদেরই।

আন্তর্জাতিক সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের জয় সুনিশ্চিত।

উপসংহারে সংক্ষিপ্ত একটি উদাহরণ: মার্কিন বুর্জোয়ারা তাদের দেশের মুক্তি, সাম্য ও গণতন্ত্রের বড়াই করে লোক ঠকাচ্ছে। কিন্তু সত্যিকার মুক্তি, সাম্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে আমাদের সরকারের সংগে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ বুর্জোয়ারা, বা অন্য কোন বুর্জোয়া শ্রেণী বা দুনিয়ার কোন সরকার গ্রহণ করতে পারবে না, বা গ্রহণ করতে ভয় পাবে। ধরা যাক একটা চুক্তি হল, যাতে আমাদের সরকার এবং অন্য যে কোন সরকার সে দেশের আইনের পাঠ, তার সংবিধানের পাঠ এবং অন্য দেশের চেয়ে তার উৎকর্ষের ব্যাখ্যা দেওয়া পুস্তিকা সরকারের নামে ছাপিয়ে যে কোন ভাষায় বিনিময় করতে পারে।

আমাদের সংগে সেই রকম একটা শান্তিপূর্ণ, সুসভ্য, অবাধ, সমান গণতান্ত্রিক চুক্তি করতে দুনিয়ার কোন বুর্জোয়া সরকারই সাহস করবে না।

কেন? কারণ কেবল সোভিয়েত সরকার ছাড়া ওদের সকলেই স্বীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে জনগণকে নিপীড়ন ও প্রতারণা করে। কিন্তু ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধ এই প্রতারণাকে উদ্ঘাটিত করেছে।

লেনিন

জুলাই ২০, ১৯১৯

প্রাভদা নং ১৬২ খণ্ড ২৯, পৃঃ ৫১৫-১৯।

জুলাই ২৫, ১৯১৯

শিক্ষা এবং সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রমিকদের প্রথম সারা রাশিয়া কংগ্রেসে বক্তৃতা থেকে
৩১শে জুলাই, ১৯১৯

যারা বলে যে বলশেভিকরা স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে এবং যারা সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক ফ্রণ্ট অর্থাৎ যারা দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে এবং রুশ বিপ্লবের দু'বারেই বুর্জোয়াদের দলে যোগ দেয়, তাদের সঙ্গে জোট বাঁধার শরিকরা আমাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য অভিযুক্ত করে। ওরা বলে যে বলশেভিকরা শাসন ব্যবস্থায় সন্ত্রাসের আমদানী করেছে, তাই যদি রাশিয়াকে বাঁচাতে হয় তাহলে বলশেভিকদের এই কাজকে নিন্দা করতে হবে। এই কথা আমাকে সেই বুর্জোয়া পরিহাসপ্রিয় ফরাসী লোকটির কথা মনে করিয়ে দেয়, যে তার স্বভাবসিদ্ধ বুর্জোয়া পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড রহিত করার ব্যাপারে বলেছিল, 'খুনীদেরই আগে মৃত্যুদণ্ড রহিত করুক।' এই কথাটা আমার মনে পড়ে যখন লোকে বলে, 'বলশেভিকরাই আগে সন্ত্রাসকে নিন্দা করুক।' রুশ পুঁজিপতিরা ও তাদের জোটবদ্ধ দেশগুলি, আমেরিকা, ফ্রান্স ও ব্রিটেন অর্থাৎ যারা প্রথমে রাশিয়ায় সন্ত্রাসের শুরু করেছিল তারা আগে সন্ত্রাসের নিন্দা করুক! সেই সব সাম্রাজ্যবাদী যারা আমাদের আক্রমণ করেছিল এবং এখনও যারা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে তাদের সমস্ত সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে, যা আমাদের চেয়ে অন্তত হাজার গুণ বেশী শক্তিশালী। জোটবদ্ধ দেশগুলির পক্ষে কি সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশ যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা যারা তাদের আন্তর্জাতিক পুঁজির বাজারে দাসত্ব করছে তারা কি সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে না, সে যে নামেই হোক; সাজোনভ বা ম্যাকলাকভ—যারা লাখ লাখ অতৃপ্ত, ধ্বংস প্রায়, পর্যুদস্ত পুঁজি ও বুর্জোয়াদের সংগঠিত করছে? আপনারা নিশ্চয়ই সামরিক বাহিনীর পরিকল্পনার কথা শুনেছেন, আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন ক্রাসনায়া গোর্কা সম্বন্ধে সর্বশেষ পরিকল্পনার কথা, যা প্রায় পেত্রোগ্রাদকে হারানোর দিকে নিয়ে চলেছে, এটা সারা দুনিয়ার বুর্জোয়াদের সন্ত্রাস সৃষ্টি করা ছাড়া আর কি হতে পারে? যারা রাশিয়ায়

শোষকদের পুনর্বহাল করার জন্য যে কোন রকম জবরদস্তি, জুলুম ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগুন—যে আগুন এখন তাদের দেশেও জ্বলছে, তার সমূলে বিনাস করতে? সেটাই হল সন্ত্রাসের উৎস, অর্থাৎ যেখানে দায়িত্ব এড়ানো হয়। সেই কারণেই আমরা নিশ্চিত যে যারা রাশিয়ায় সন্ত্রাসের নিন্দা করছে তারাই হল সচেতন সংঘবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসবাদীদের চর বা প্রতিনিধি—তাই তারা রাশিয়াকে ধ্বংস করার জন্য দেনিকিন ও কলচাককে তাদের সেনাবাহিনী দিয়ে সাহায্য করছে। কিন্তু ওদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হবেই।

রাশিয়াই হল একমাত্র দেশ ইতিহাস যাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধ্বজাবাহী করে তুলেছে, আর ঠিক সেই কারণেই আমাদের ভাগ্যে আজ এত সংগ্রাম ও দুঃখ এসে জমছে। অন্য দেশের পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝতে পারছে যে রাশিয়াও অস্ত্রশস্ত্রে শক্তিশালী হয়ে উঠছে আর তাই কেবল রাশিয়ারই নয় আন্তর্জাতিক পুঁজির ভাগ্যও নির্ধারণ করবে রাশিয়াই। সেই কারণেই তাদের সংবাদপত্রে, বিশ্বের যে সব সংবাদপত্রকে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ খাইয়েছে—তারা এখন বলশেভিকদের বিরুদ্ধে রটনা করছে অনর্থক কুৎসা।

ওরা রাশিয়াকে *'স্বাধীনতা, সমানাধিকার ও বেনথামবাদী'* স্বার্থপর নীতির ধারক বলে আক্রমণ করছে। যদি আপনারা এই দেশের এমন কারো সংগে দেখা হয় যিনি বাক-স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রশ্নে সেগুলির নীতি ভংগকারী হিসাবে বলশেভিকদের দোষারোপ করে, তিনি নিশ্চয়ই তাহলে স্বাধীনতা সম্পর্কে নতুন চিন্তার বাহক, বা সাধারণভাবে গণতন্ত্র বলতেও তিনি নতুন কিছু ভাবেন; ওকে একবার ইউরোপের পুঁজিপতি সংবাদপত্রের দিকে তাকাতে বলুন। দেনিকিন ও কলচাকে কোন পর্দা ব্যবহার করা হচ্ছে, বা ইউরোপীয় পুঁজিপতি ও বুর্জোয়ারা কোন পর্দা ব্যবহার করছে রাশিয়াকে খতম করতে? স্বাধীনতা ও সমানাধিকার—এই সম্পর্কেই ওরা কথা বলছে! যখন মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসীরা আর্থাঞ্জেল দখল করেছিল, ঘন ঘন তারা তাদের সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল দক্ষিণে, তখনও তারা স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের দোহাই পেড়েছিল। এই রকম শ্লোগান তারা আত্মগোপন করার জন্যই ব্যবহার করে, আর সেই কারণেই রুশ প্রলেতারিয়েত এই বিপুল সংগ্রামে বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতা ও সমানাধিকার শব্দ দুটিকে এই উদ্দেশ্যেই সমস্ত বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা ব্যবহার করে যাতে জনগণকে ধোঁকা দেওয়া যায়। এবং যেসব বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক ও কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের জনারণ্যে প্রকাশ করা যায়।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জোটবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের প্রচেষ্টা আরও তীব্রতর হয়ে উঠছে কারণ তারা এখন তাদের দেশেই প্রলেতারিয়েতদের

যারা আরও বেশী করে প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে।' ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালির শ্রমিকদের এক বিশ্বব্যাপী ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে যখন শ্রমিকরা তাদের নিজ নিজ দেশের সরকারের বিরুদ্ধে ২১শে জুলাই যে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছিল তাতে তাদের শ্লোগান ছিল 'রাশিয়ার উপর থেকে হাত উঠাও, আর সাধারণতন্ত্রের সংগে সৎ চুক্তি কর।' এই ধর্মঘট ভেংগে গিয়েছিল। আবার ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালিতে শুরু হয়েছিল আলাদা ধর্মঘট। আমেরিকা ও কানাডায় যা কিছু বলশেভিকবাদের মত মনে হত, তাকেই প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করা হত। গত কয়েক বছরে আমরা দুটি মহান বিপ্লব অতিক্রম করেছি, আমরা জানি রুশ শ্রমিক স্বাধীনতা-ভোক্তাদের পক্ষে ১৯০৫ সালে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া ছিল কত কষ্টকর। আমরা জানি যে প্রথম ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারীর রক্তক্ষয়ী শিক্ষার পর, ধর্মঘটের আন্দোলন ধীর গতিতে ও যত্ন সহকারে অগ্রসর হচ্ছিল ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত, যখন প্রথম ধর্মঘট সফল হল রাশিয়ায়। আমরা জানি তা ছিল কত কষ্টকর। একথার প্রমাণ হয়ে গেছে-পর পর দুটি বিপ্লবের মাধ্যমে, যদিও অন্যান্য দেশের তুলনায় রাশিয়া ছিল অনেক বেশি বিপ্লবী। আমরা জানি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সেনাদের কত অসুবিধার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে। সেই কারণেই ২১শে জুলাইয়ের প্রথম আন্তর্জাতিক ধর্মঘটের ব্যর্থতায় আমরা বিস্মিত হই নি। আমরা জানি এখানের চেয়ে ইউরোপে বিপ্লবের পক্ষে বাধা আসবে অনেক বেশি প্রচণ্ডভাবে। আমরা জানি যে ২১শে জুলাই দিন ধার্য করার আগে বৃটেন, ফ্রান্স ও ইতালির শ্রমিকদের অনেক বিঘ্ন কাটিয়ে উঠতে হবে। ইতিহাসে এক এক নজীরবিহীন অভিজ্ঞতা। এটা যে ব্যর্থ হয়েছে সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়, কিন্তু আমরা জানি যে উন্নত ও সুসভ্য দেশের শ্রমিক-শ্রেণী আমাদের সংগে আছে, যদিও আমাদের প্রতি ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণা, যদি সকলে বোঝে আমাদের উদ্দেশ্য, আর বিপ্লবের পথে যে কষ্ট ও শাস্তিই থাক না কেন, 'স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের' নামে যত কুৎসা ও প্রতারণাই প্রচার করা হোক না কেন, ক্ষুধিত ও অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণকারীর সংগে সমানাধিকারের জন্য যত কথাই বলা হোক, পরিবেশ যাই হোক না কেন, আমরা জানি যে আমাদের উদ্দেশ্য হল সারা দেশের শ্রমিকদের স্বার্থ-সাধন, আর সেই কারণেই এই উদ্দেশ্য অনিবার্য ভাবে আন্তর্জাতিক পুঁজিকে পরাজিত করবে।

প্রাভদা ১৭০ খণ্ড ২৯, পৃঃ ৫৩৬-৩৯

আগস্ট ৩, ১৯১৯

কিভাবে বুর্জোয়ারা নীতিভ্রষ্টদের ব্যবহার করে

[অংশ বিশেষ]

'সন্ত্রাসবাদ' সম্পর্কে কাউৎস্কির অনুসন্ধান, তা *কোন শ্রেণীর* স্বার্থে *ব্যবহৃত* হয়, তার সারবত্তা সম্পর্কে আমি একজন *উদারনৈতিক* লেখকের ছোট একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করবো। এটা একটা মার্কিন উদারনৈতিক পত্রিকা যা সাধারণতঃ পাতি-বুর্জোয়া মতবাদের ধারক 'দি নিউ রিপাবলিক' (জুন ২৫, ১৯১৯)-এ চিঠি হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। যা হোক, এটা কাউৎস্কির বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক বা মার্কসবাদী মতবাদের কোন প্রকাশ না থাকাই স্বাভাবিক।

চিঠিটির পূর্ণ বয়ান হল এই :

ম্যানেরিম ও কলচাক

মহাশয়,

জোটবদ্ধ সরকারগুলি সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছেন কারণ তাঁরা বলেন,

১। সোভিয়েত সরকার ছিলেন বা এখনও জার্মানবাদী।

২। সোভিয়েত সরকার সন্ত্রাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

৩। সোভিয়েত সরকার অ-গণতান্ত্রিক এবং রুশ জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক নয়।

ইতিমধ্যে জোটবদ্ধ সরকারগুলি বহুপূর্বেই জেনারেল ম্যানেরিমের একনায়কত্বে শাসিত ফিনল্যাণ্ডের শ্বেতরক্ষী বাহিনী সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যদিও তাতে রয়েছে, যে

১। ফিনল্যাণ্ডের সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য জার্মান বাহিনী শ্বেতরক্ষী বাহিনীকে সাহায্য করেছিল, আর জেনারেল ম্যানেরিম কাইজারকে অসংখ্য সহানুভূতিসূচক তারবার্তা প্রেরণ করেছিল। ইতিমধ্যে সোভিয়েত সরকার রুশ প্রান্তে অবস্থিত বাহিনীর মধ্যে জার্মান সরকারের নিন্দা প্রচার করছিল। ফিনল্যাণ্ড সরকার স্বভাবতই রুশ সরকারের চেয়ে অনেক বেশি জার্মানবাদী।

২। ফিনল্যাণ্ডের বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কয়েক দিনের মধ্যেই ১৬,৭০০ জন প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সদস্যকে বিনা প্ররোচনায় ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছিল আর আরও ৭০,০০০ জনকে জেলে না খাইয়ে রেখেছিল। ইতিমধ্যে ১৯১৮ সালের ১লা নভেম্বর পর্যন্ত রাশিয়ায় সরকারী হিসাবে নিহত হয়েছে ৩,৮০০ জন, তার মধ্যে বহু অসাধু সোভিয়েত সরকারী কর্মচারী ও প্রতি-বিপ্লবীরাও আছে। তাহলে ফিনল্যাণ্ড সরকার রুশ সরকারের চেয়ে অনেক বেশি সন্ত্রাসবাদী।

৩। এইভাবে প্রায় ৯০,০০০ সমাজতন্ত্রীকে হত্যা করে এবং প্রায় ৫০,০০০ জনকে রুশ সীমান্তে তাড়িয়ে দিয়ে, যেখানে ছোট্ট ফিনল্যাণ্ডের মোট ভোটদাতার সংখ্যা মাত্র ৪০০,০০০, সেখানে শ্বেতরক্ষী বাহিনীর সরকার যথেষ্ট নিরাপদ হয়েই নির্বাচন ডেকেছে। সব রকমের ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রীরাই জয়লাভ করেছে, কিন্তু জেনারেল ম্যানেরিম ভ্লদিভোস্টক নির্বাচনের পর জোটবদ্ধ দেশগুলির মতই, কোনও সমাজতন্ত্রীকে সংসদে আসন গ্রহণ করতে দেন নি। অন্যথায় সোভিয়েত সরকার যারা কোন প্রয়োজনীয় কার্যে নিযুক্ত নেই কেবল তাদেরই ভোটাধিকারে বঞ্চিত করেছেন। ফিনিস সরকার নিঃসন্দেহে রুশ সরকারের তুলনায় কম গণতান্ত্রিক।

আর সেই মহান নতুন গণতন্ত্রের পূজারী অ্যাডমিরাল কলচাকের সম্পর্কেও ওমস্কের শাসন ব্যবস্থায় ঠিক একই ধরনের খবর প্রকাশিত হয়ে পড়বে। আর সেই সরকারকেই জোটবদ্ধ দেশগুলির সরকার সমর্থন করেছে, সাহায্য দিয়েছে, সেনা পাঠিয়েছে এবং এখন সরকারী পর্যায়ে স্বীকৃতি দিতেও উদ্যত হয়েছে।

তাই সোভিয়েতকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ দেশগুলি যে সব যুক্তি দেখিয়েছে সেগুলি আরো বেশি স্পষ্টভাবে দেখানো যায় ম্যানেরিম ও কলচাক-এর বিরুদ্ধে। তা সত্ত্বেও কিন্তু শেষোক্ত দুজনের সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে আর বুভুক্ষু রাশিয়ার বিরুদ্ধেই খাড়া করে তোলা হচ্ছে যতরকম শক্ত প্রতিরোধ।

স্টুয়ার্ট চেস

ওয়াশিংটন, ডি.সি.

বুর্জোয়া উদারনীতি পন্থীর এই চিঠিতে কাউৎস্কি, মার্তভ, চের্নভ, ব্রান্টিঙস ও বার্ন পীত আন্তর্জাতিকের অন্যান্য প্রবক্তাদের নীচতা এবং তাদের সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমত কাউৎস্কি ও এইসব বীরপুঙ্গবেরা সন্ত্রাস ও গণতন্ত্র সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়া সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলে। দ্বিতীয়ত তারা বিশ্বব্যাপী যে শ্রেণীসংগ্রাম বিকাশ লাভ করছে তার মূল্যায়ন করতে পারে না, বরং যে তীক্ষ্ণভাবে আন্দোলন বেড়ে চলেছে তা পাতি-বুর্জোয়া ও ফিলিস্তাইনদের আশানুরূপ হতো যদি না বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতো, যদি পৃথিবীতে কোন শ্বেতরক্ষী বাহিনী না থাকতো, যদি না তাদের বিশ্বের সব বুর্জোয়া সমর্থন করতো, ইত্যাদি। তৃতীয়ত, এই মার্কিনীর চিঠির সংগে কাউৎস্কি ও তার সাকরেদদের প্রবন্ধের তুলনা করলে পরিষ্কার দেখা যায় যে কাউৎস্কির *উদ্দেশ্য* হল বুর্জোয়াদের দাসত্ব করা।

দুনিয়ার বুর্জোয়ারা ম্যানেরিম ও কলচাকদের সমর্থন করে সোভিয়েত রাজতন্ত্রকে সন্ত্রাসবাদী ও অগণতান্ত্রিক বলে অভিযোগ করে। এগুলি ঘটনা। আর কাউৎস্কি, মার্তভ চের্নভ ও তার কোম্পানীরা কেবল সন্ত্রাসবাদ ও গণতন্ত্র নিয়ে বুর্জোয়াদের সংগে এক সুরে সমবেত কণ্ঠে সংগীত ধরেছে, কারণ বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের প্রতারিত করতে ও তাদের বিপ্লবকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য গাইছে এ গান। 'সমাজতন্ত্রীদের' ব্যক্তিগত সাধুতায় 'নিষ্ঠা সহকারে' গাইছে এ গান, কারণ তারা মাথামোটা, তারা এই গানের সঠিক মূল্যায়ন করে তার উদ্দেশ্য থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পারছে না। 'সাধু সুবিধাবাদী' কাউৎস্কি, মার্তভ, লংগুয়েট ও তার কোম্পানী এখন 'সাধু' (তাদের অভূতপূর্ব মেরুদণ্ডহীনতায়) '*প্রতিবিপ্লবী*' বনে গেছে।

এগুলিও ঘটনা।

একজন মার্কিন উদারপন্থী অনুধাবন করতে পারে, এইজন্য নয় যে সে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অভিজ্ঞ, বরং স্পষ্ট দিবালোকে তার ঘটনা বিচার করার ক্ষমতা আছে ও প্রত্যক্ষ করছে যে বিশ্বব্যাপী পর্যায়ে *দুনিয়ার বুর্জোয়ারা এক-জোট হয়ে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে* এবং সেই কারণেই তারা রাশিয়ায় কলচাক ও দেনিকিনকে এবং ফিনল্যাণ্ডে ম্যানেরিমকে, ককেশাসে বুর্জোয়াদের লেজুর জর্জিয়ার মেনশেভিকদের, পোলাণ্ডে পোলিস সাম্রাজ্যবাদী ও পোলিস কেরেনস্কিকে, জার্মানীতে শাইদেম্যানদের, হাংগেরির প্রতিবিপ্লবীদের (মেনশেভিক ও পুঁজিপতিদের), ইত্যাদি ইত্যাদি সকলকে সমর্থন করছে।

কিন্তু কাউৎস্কির মত গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীল ফিলিস্তাইন ও গৃহযুদ্ধের বিভীষিকা ও ভয়ে নাকী-কান্না কাঁদছে? বিপ্লবী সমঝোতার সমস্ত সাদৃশ্য এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতার সমস্ত সাদৃশ্যই (কারণ এটাই সবচেয়ে ভাল সময়

যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অনিবার্যভাবে গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়েছে সেটা বোঝার) তার কাছে লোপ পেয়েছে। এটা আরও, সরাসরি বুর্জোয়াদের অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, এটা ওদের *সাহায্য* করছে এবং প্রকৃতপক্ষে কাউৎস্কি গৃহযুদ্ধের সময় *বুর্জোয়াদেরই* পক্ষে, যে যুদ্ধ ঘোষণা হতে চলেছে বা নিশ্চয়ই যার প্রস্তুতি চলছে দুনিয়া জুড়ে।

১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত　　　　　　খণ্ড ৩০, পৃঃ ২৯-৩২

মার্কিন শ্রমিকদের প্রতি

কমরেডগণ,

প্রায় এক বছর আগে মার্কিন শ্রমিকদের কাছে লেখা আমার চিঠিতে (আগস্ট ২০, ১৯১৪)[১০৮] আমি সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থা এবং তাকে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তার কথা বলেছিলাম। সেটা ছিল জার্মান বিপ্লবের আগের ঘটনা। বিশ্ব ইতিহাসে তদবধি যা ঘটে গেছে তাতে প্রমাণ হচ্ছে যে সাধারণভাবে ১৯১৪-১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সম্পর্কে এবং বিশেষ করে জোটবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বলশেভিকদের ধারণা কত নির্ভুল। সোভিয়েত রাজ সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায় তা এখন সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী জনতার মনের ও প্রাণের প্রিয় হয়ে উঠেছে। সর্বত্রই মেহনতী জনগণ তাদের পুরনো নেতৃত্ব তাদের শোভিনিজম ও সুবিধাবাদের মন্ত্রে ওদের মাঝে পই পই করে ঢোকানোর চেষ্টা করলেও, শ্রমিকরা এখন বুর্জোয়া সংসদের নোংরামি সম্পর্কে ও সোভিয়েত রাজ, যে শাসন ব্যবস্থা হল শ্রমজীবী মানুষের ক্ষমতা, যা হল প্রলেতারিয়েতদের একনায়কত্বের ধারক—যা কিনা পুঁজির জোয়াল থেকে মানুষের মুক্তির পথ প্রদর্শক, সেই সম্পর্কে ওরা এখন সজাগ হয়ে গেছে। আর সারা দুনিয়াতেই জয়ী হবে সোভিয়েত রাজ, যত প্রচণ্ডভাবে, যত প্রাণপণ চেষ্টাই করুক না কেন যত বাধাই দিক না কেন দুনিয়ার বুর্জোয়ার দল। বুর্জোয়ারা রাশিয়ায় রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে; এবং আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবীদের লেলিয়ে দিয়েছে—যারা চায় পুঁজির জোয়ালকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। বুর্জোয়ারা রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষের উপর অভূতপূর্ব দুঃখের বোঝা চাপিয়েছে অবরোধ করে আর প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্যের মাধ্যমে, কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই কলচাককে পরাস্ত করেছি এবং আমরা আমাদের আগামী দিনের জয়ের দৃঢ় সংকল্পে যুদ্ধ করে চলেছি দেনিকিনদের বিরুদ্ধে।

এন. লেনিন

সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯১৯

আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয় যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিরোধী মার্কিন শ্রমিকই কেবল নয় বুর্জোয়ারাও আমাদের কাছ থেকে যেমন আশা করে যে শান্তি স্থাপিত হলে কেবল বাণিজ্যিক সম্পর্কই পুনঃস্থাপিত হবে না, রাশিয়াতে কিছু সুযোগও পাওয়া যাবে, এই আশা কতদূর সঠিক। আমি পুনরায় তাদের বলি যে এটা অত্যন্ত সঠিক প্রত্যাশা। একটা স্থায়ী শান্তি চুক্তি রাশিয়ার শ্রমিকদেরও এত স্বস্তি এনে দেবে যে তারাও কিছু সুযোগ দিতে রাজী হবে! যুক্তিযুক্ত শর্তে কিছু সুযোগ দেওয়ার ইচ্ছা আমাদেরও, কারণ সেটা হবে রাশিয়ার প্রতি অন্যান্য সকলকে আকৃষ্ট করা এবং সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পাশাপাশি সহাবস্থানের সময় যে দেশ কারিগরী দিকে বেশি উন্নত তাদের সহায়তা তো আমাদেরও দরকার হবে।

এন. লেনিন

সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯১৯

সোভিয়েত রাশিয়ার ৩০ সংখ্যায়
১৯১৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর
ইংরাজীতে প্রকাশিত

খণ্ড ৩০, পৃঃ ৩৮-৩৯

রুশ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়
প্রাভদার ৩০৮ সংখ্যায়, ১৯৩০ সালের
৭ নভেম্বরে।

"চিকাগো ডেইলি নিউজ"-এর সংবাদদাতার প্রশ্নের উত্তরে

অক্টোবর ৫. ১৯১৯

আমি আমার খারাপ ইংরেজীর জন্য ক্ষমা চাইছি। আপনার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরে আমি খুশী।

> ১। শান্তির প্রশ্নে সোভিয়েত সরকারের বর্তমান নীতি কি?
>
> ২। সাধারণভাবে সোভিয়েত রাশিয়া শান্তির শর্ত হিসাবে কী আরোপ করেছে?

আমাদের শান্তিনীতি হল আগের মতই, অর্থাৎ আমরা মিঃ বুলিটের[১০৯] প্রস্তাবিত শান্তি-প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। আমরা মিঃ বুলিটের সঙ্গে যে শান্তি আলোচনা করেছিলাম তা থেকে শান্তির আর কোন শর্তের পরিবর্তন করি নি।

মিঃ বুলিট আসার আগেও আমরা বহুবার জোটবদ্ধ দেশগুলির কাছে সরকারী ভাবে শান্তির প্রস্তাব করেছিলাম।

> ৩। সোভিয়েত সরকার কি পররাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার মত কোন নিশ্চয়তা দিতে পারেন?

আমরা এই ধরনের নিশ্চয়তা দিতে ইচ্ছুক।

> ৪। সোভিয়েত সরকার কি প্রমাণ দিতে পারেন যে তারা রুশ জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি?

হ্যাঁ, সোভিয়েত সরকার পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গণতান্ত্রিক সরকার। আমরা এর প্রমাণ দিতেও প্রস্তুত।

> ৫। অর্থনৈতিক সমঝোতার ক্ষেত্রে আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েত সরকারের অবস্থা কি?

আমরা আমেরিকার সংগে অর্থনৈতিক বোঝাপড়ার জন্য স্থির করেছি—আমরা সব দেশের সংগেই সমঝোতা করতে চাই তবে *বিশেষ করে* আমেরিকার সংগে।

যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমি আপনাকে আমাদের সরকার যে শান্তির শর্তাদি মিঃ বুলিটের সংগে বসে ঠিক করেছে, তার একটি পূর্ণাংগ বিবরণ দিতে পারি।

W1. Oulianoff (এন. লেনিন)

১৯১৯ সালের ২৭শে অক্টোবর
চিকাগো ডেইলি নিউজে নং ২৫৭তে প্রকাশিত। খণ্ড ৩০, পৃঃ ৫০-৫১
রুশ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত ১৯৪২ সালে।

প্রাচ্য জাতিসমূহের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ

নভেম্বর ২২, ১৯১৯

(অংশ বিশেষ)

প্রত্যেকেই জানেন যে পশ্চিম ইউরোপে সমাজ বিপ্লব দানা বেঁধে উঠছে লাফিয়ে লাফিয়ে এবং একই ব্যাপার ঘটছে আমেরিকা ও ইংলণ্ডেও, সংস্কৃতি ও সভ্যতার তথাকথিত প্রবক্তাদের দেশে, হূন ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বিজয়ীদের দেশেও। অথচ যখন ভার্সাই চুক্তি হল তখন দেখা গেল যে সেটা জার্মান দস্যুরা আমাদের উপর জোর করে যে শান্তি চাপিয়েছিল সেটা তার চেয়েও শতগুণ বেশী লুণ্ঠনকারী চুক্তি, আর এটাই হল পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদী বিজয়ী দেশগুলি তাদেব নিজেদের উপর যে ভাবে প্রবলতম আঘাত হানবে তারই চুক্তি। ভার্সাই সন্ধি বিশেষ করে বিজেতা দেশগুলির চোখ খুলে দেয় এবং চোখের সামনে দেখিয়ে দেয় যে ওরা সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রবক্তা নয়, বরং গণতান্ত্রিক হলেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হল শ্বাপদ সাম্রাজ্যবাদীদের পরিচালিত রাষ্ট্র। এই হিংস্রকদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম এত দ্রুত বেড়ে উঠেছে যে এই কথা জেনে আমরা খুশী হতে পারি যে উল্লসিত সাম্রাজ্যবাদী-দের পক্ষে ভার্সাই চুক্তিটা একটা বাহ্য বিজয় মাত্র, আসলে সমগ্র সাম্রাজ্য-বাদী জগতের ধ্বংসই তাতে সূচিত হচ্ছে সেই সব সমাজতন্ত্রীর কাছ থেকে মেহনতী জনগণের প্রত্যাবর্তন—যারা যুদ্ধের সময় পচনধরা সাম্রাজ্য-বাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে জোট বেঁধে যুদ্ধমান হিংস্রকদের মধ্যে কোন না কোন দলকে সমর্থন করেছিল। মেহনতীদেরও চোখ খুলে গেছে, কারণ

ভার্সাই চুক্তি হল লুঠেরার শান্তি এবং তা দেখিয়ে দিয়েছে যে জার্মানীর সংগে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রকৃতপক্ষে লড়ছিল শুধু উপনিবেশে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করা এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী পরাক্রম বাড়িয়ে নেওয়ার জন্যই। যত দিন যাচ্ছে ততই এ অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম প্রসারিত হচ্ছে। লণ্ডন থেকে প্রাপ্ত ২১শে নভেম্বর তারিখের একটা তারবার্তা আজ আমি দেখলাম। তাতে মার্কিন সাংবাদিকেরা—বিপ্লবীদের প্রতি এরা সহানুভূতিশীল এমন মনে করার কোন অবকাশ নেই—বলছেন যে ফ্রান্সে মার্কিনীদের প্রতি একটা অভূতপূর্ব বিদ্বেষের উৎসার দেখা যাচ্ছে কারণ মার্কিনীরা ভার্সাই শান্তি-চুক্তি অনুমোদন করতে অস্বীকার করেছে।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স বিজেতা, কিন্তু আমেরিকার কাছে তারা দেনায় আকণ্ঠ ডুবে আছে—আমেরিকা স্থির করেছে যে ইংরেজ ও ফরাসীরা নিজেদের যত-খুশি বিজয়ী বলে ভাবুক, সে কিন্তু দুধের ক্ষীরটুকু ভোগ করে যুদ্ধকালীন সাহায্যের দরুন তেজারতী সুদ আদায় করবে। তার গ্যারাণ্টি হবে মার্কিন নৌবাহিনী, যা গড়ে তোলা হচ্ছে বর্তমানে আর বছরে তা ব্রিটিশ নৌবাহিনী-কেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। হিংস্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে কী করম কর্কশ আচরণ করছে তা বোঝা যাবে এই থেকে যে মার্কিন দালালরা জীবন্ত পণ্য, নারী ও নাবালিকাদের কিনে চালান দিচ্ছে আমেরিকায়, বাড়িয়ে তুলছে গণিকাবৃত্তি। মুক্ত, সংস্কৃতিবান আমেরিকা কিনা গণিকালয়ের জন্য যোগান দিচ্ছে জীবন্ত পণ্য। পোলাণ্ড ও বেলজিয়ামে সংঘর্ষ বাধছে মার্কিন দালালদের। আঁতাতের ফলে সাহায্য প্রাপ্ত প্রতিটি ছোট ছোট দেশেই ব্যাপকহারে যা ঘটছে এটি তারই একটি ছোট দৃষ্টান্ত। উদাহরণস্বরূপ পোলাণ্ডকে নেওয়া যাক। যে পোলাণ্ড গর্ব করে যে সে এখন একটা স্বাধীন শক্তি, দেখা যাচ্ছে আমেরিকান দালাল ও দাঁওবাজরা সেখানে আবিভূর্ত হচ্ছে সেখানকার সমস্ত সম্পদ কিনে নেওয়ার জন্য। পোলাণ্ডকে কিনে নিচ্ছে আমেরিকার দালালরা। এমন একটা কল, কারখানা বা শিল্প-শাখা নেই যা মার্কিনীদের পকেটস্থ হয় নি। মার্কিনীরা এতই স্পর্ধিত হয়ে উঠেছে যে তারা সেই 'মহান ও মুক্ত বিজেতা' ফ্রান্সকেও কিনে নিতে শুরু করেছে। আগে এ ফ্রান্স ছিল কুশীদ-জীবীদের দেশ কিন্তু এখন সে আমেরিকার কাছে দেনায় ডুবে আছে, কারণ তার নেই আর্থিক শক্তি, তার নিজের শস্য আর কয়লা দিয়ে চলছে না দেশ, এমনকি নিজের বৈষয়িক শক্তিও সে বাড়াতে পারছে না বৃহদাকারে, অথচ আমেরিকা দাবী করছে যে সমস্ত পাওনা মেটাতে হবে কড়ায় গণ্ডায়। এইভাবে যতই দিন যাচ্ছে, ততই পরিষ্কার হয়ে উঠছে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও অন্যান্য শক্তি-শালী দেশগুলির অর্থনৈতিক ভাঙন। ফরাসী নির্বাচনে যাজকপন্থীরাই প্রাধান্য পেয়েছে। জার্মানীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে যে ফরাসী জনগণ সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রবঞ্চিত হয়েছিল, এখন তাদের পুরস্কার মিলছে

অপরিমেয় ঋণভার, হিংস্র আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে লাঞ্ছনা এবং তার উপর বর্বরতম প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এক যাজকপন্থী সংখ্যাধিক্যের শাসন।

আর. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটির বুলেটিন নং ৯, ২০ ডিসেম্বর, ১৯১৯ — খণ্ড ৩০, পৃঃ ১৫৫-৫৭

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) অষ্টম সারা রাশিয়া সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক বিবরণী ২রা ডিসেম্বর ১৯১৯

…বিশেষ ভাবে এইসব দেশ- যারা নিজেদের সবচেয়ে গণতান্ত্রিক, সভ্য ও সংস্কৃতিবান বলে মনে করতো এবং আজও করে তারাই রাশিয়ার বিরুদ্ধে সবচেয়ে নৃশংসভাবে এমন কি আইনের প্রচ্ছন্ন ছত্রছায়ার আড়াল ছাড়াই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বলশেভিকরা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে এটাই এখন আমাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত মেনশেভিক, সমাজতন্ত্রিক বিপ্লবী ও সমগ্র ইউরোপীয় বুর্জোয়া সংবাদপত্রের অভিযোগ। কিন্তু সেই সব গণতান্ত্রিক দেশের একটিও তাদের নিজের দেশের প্রচলিত গণতান্ত্রিক সংবিধানের দোহাই দিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে নি বা করার সাহসও নেই। কিন্তু এরই পাশাপাশি যদিও তা বহির্মুখি না তাহলেও অন্তর্মুখী প্রচণ্ড এক বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংবাদপত্রের মধ্যে যারা বলছে যে কোথায়, ফ্রান্স, বৃটেন বা আমেরিকার কোন সংবিধানে আছে যে যুদ্ধ ঘোষণা না করেই এবং সে সম্পর্কে দেশের সংসদের অভিমত না নিয়েই তারা যুদ্ধ চালাতে পারে? বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহ তাদের দেশের রাষ্ট্রপতিদের এখন দেশের বিরুদ্ধেই অন্যায় করার অপরাধে শাস্তি বিধানের কথা বলছে কারণ তারা সংসদের অনুমতি ব্যতিরেকেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই ধরনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যদিও সেখানকার পত্রিকা সপ্তাহে মাত্র একদিন বের হয় এবং তাও আবার সেন্সারের কাটছাঁটের পর সামান্য কলেবর নিয়ে মাত্র কয়েক শ বা হাজার সংবাদপত্র বের হয় সেখানে। সরকারী নেতৃত্বের নেতৃবৃন্দ সহজেই এইসব কাগজের মতামত উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু এখানে আমাদের দুটি ভিন্ন মতামত নিয়ে ভেবে দেখতে হবে, শাসকশ্রেণী সারা

দুনিয়া জুড়ে পুঁজিপতি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করে, কয়েক লক্ষ করে সংখ্যা ছাপিয়ে আর তাতে অসংখ্য অভূতপূর্ব মিথ্যা ও ছলনার আশ্রয় নেওয়া হয় বলশেভিকদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাদের নীচেই যে সব শ্রমিক রয়েছে তারা জানতে পারে এইসব মিথ্যা কথার ফুলঝুরির প্রকৃত সত্য—যারা সম্প্রতি রাশিয়া থেকে ফিরে গেছে সেইসব সেনাদের কাছ থেকে। সেই কারণেই জোটবদ্ধ দেশগুলির কাছে এখন রাশিয়া থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বুলেটিনের নবম সংখ্যায় ২০শে ডিসেম্বর, ১৯১৯ সালে প্রকাশিত

খণ্ড ৩০, পৃঃ ১৭২-৭৩

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) অষ্টম সারা রাশিয়া সম্মেলনে প্রদত্ত পররাষ্ট্রনীতির খসড়া প্রস্তাব[১১০]

রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র সমস্ত জাতির সংগে শান্তিতে বাস করতে এবং সোভিয়েত ব্যবস্থার ভিত্তিতে উৎপাদন, পরিবহণ ও সামাজিক প্রশাসন গুছিয়ে তোলার জন্য অভ্যন্তরীণ নির্মাণকার্যে সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে চায়। এ পর্যন্ত তা ব্যাহত হয়েছে আঁতাতের হস্তক্ষেপ ও তাদের উপোস করিয়ে মারা অবরোধের জন্য।

আঁতাত শক্তির নিকট শ্রমিক-কৃষক সরকার একাধিকবার শান্তির প্রস্তাব দিয়েছে যথা: ১৯১৮ সালের ৫ই আগস্ট মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ পুলের নিকট বৈদেশিক ব্যাপারের গণ কমিশারিয়েতের বার্তা; ১৯১৮ সালের ২৪শে অক্টোবর—প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নিকট; ১৯১৮ সালের ৩রা নভেম্বর—নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রতিনিধিদের মারফতে সমস্ত আঁতাত সরকারের কাছে; ১৯১৮ সালের ৭ই নভেম্বর—ষষ্ঠ সারা রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেসের পক্ষ থেকে; ১৯১৮ সালের ২৩শে ডিসেম্বর—স্টকহোমে সমস্ত জোটবদ্ধ প্রতিনিধিদের কাছে লিতভিনভের নোট; এরপর ১৯১৯ সালের ১২ই জানুয়ারী ১৭ই জানুয়ারী ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারির বাণী এবং ১৯১৯ সালের ১২ই মার্চ বুলিটের সংগে একত্রে রচিত খসড়া চুক্তি; ১৯১৯ সালের ৭ই মে ন্যানসেন মারফৎ বার্তা।

গণ কমিশার পরিষদ ও বৈদেশিক ব্যাপারের গণ কমিশারিয়েত কর্তৃক গৃহীত এইসব বহুবিধ ব্যবস্থা সপ্তম সোভিয়েত কংগ্রেস সম্পূর্ণ অনুমোদন করেছে, পুনর্বার সমর্থন করছে শান্তির জন্য তার অটল আকাঙ্ক্ষা, আলাদা ভাবে ও সমবেতভাবে অবিলম্বে শান্তির আলাপ-আলোচনা শুরু করার জন্য পুনর্বার প্রস্তাব করছে সমস্ত জোটবদ্ধ শক্তির কাছে—ব্রিটেন, ফ্রান্স,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি ও জাপানের কাছে এবং এই শান্তিনীতি ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য (অথবা, তার সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে এই শান্তিনীতি ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য) কংগ্রেস, সারা রুশ কেন্দ্রীয় কমিটি, গণকমিশার পরিষদ ও বৈদেশিক ব্যাপারের গণকমিশারিয়েতকে দায়িত্ব দিচ্ছে।

লিখিত ২রা ডিসেম্বর, ১৯১৯ খণ্ড ৩০, পৃঃ-১৯১-৯২

প্রথম প্রকাশিত ১৯৩২ সালে

সপ্তম সারা রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেসে প্রদত্ত সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও গণকমিশার পরিষদের বিবরণী থেকে
৫ই ডিসেম্বর ১৯১৯,

জোটবদ্ধ দেশগুলির হস্তক্ষেপের পর্যালোচনা করে এবং আমাদের প্রতি ওদের রাজনৈতিক মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করে আমি বলবো যে এটাকে তিনটি প্রধান স্তরে ভাগ করা যায়, যার প্রত্যেকটিই ক্রমান্বয়ে আমাদের বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পথে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

প্রথম স্তর হল জোটবদ্ধ দেশগুলির কাছে যা সবচেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক সেই রাশিয়ার সংগে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্য তাদের সেনাবাহিনী প্রয়োগ করা। অবশ্য জোটবদ্ধ দেশগুলি জার্মানীকে পরাস্ত করার পর তাদের লক্ষ লক্ষ সেনাবাহিনী থাকলেও তারা খোলাখুলি ভাবে শান্তি ঘোষণা করে নি এবং তারা তৎক্ষণাৎ জার্মান সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ভীতি কাটিয়ে উঠতে পারে নি এবং এই বাহিনী দিয়েই তারা সারা পশ্চিমী দেশগুলিতে ভীতির সঞ্চার করে রেখেছিল। সেই সময়ে অবশ্য সামরিক বিচারে ও পররাষ্ট্র নীতির দৃষ্টিভঙ্গীতে বলা চলে যে জোটবদ্ধ দেশগুলি তাদের সেনাবাহিনীর মাত্র এক দশমাংশ নিয়েই তা রাশিয়ায় পাঠাতে পারতো এবং তা তাদের পক্ষে সহজও ছিল। লক্ষ্য করুন যে তারা তখন সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং তাদের তখন সম্পূর্ণভাবে নৌবাহিনীর উপর কর্তৃত্ব ছিল। সেনাবাহিনী চলাচল ও তার খাদ্যসম্ভার বজায় রাখার পূর্ণ কর্তৃত্ব তখন ওদের হাতে। যদি জোটবদ্ধ দেশগুলি যেমন তারা আমাদের ঘৃণা করে যা কেবল বুর্জোয়ারাই কোন সমাজতান্ত্রিক দেশকে করতে পারে

ওরা যদি ওদের মাত্র এক দশমাংশ সেনা কোনক্রমে আমাদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে পারতো তাহলে এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে সোভিয়েত রাশিয়াও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত এবং আমাদের ভাগ্যও হত হাঙ্গেরির মত।

কেন তাহলে আঁতাত দেশগুলি একাজে অসমর্থ হল? ওরা তো মুর্মানস্কে সৈন্য পাঠিয়েছিল। মিত্রশক্তির বাহিনীর সহায়তায় ওরা সাইবেরিয়াতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল, আর জাপানী বাহিনীও পূর্ব সাইবেরিয়ার একখণ্ড অংশে তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল যদিও সাইবেরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে ছিল আঁতাত দেশের সেনা বাহিনী তারপর ফরাসী সেনা বাহিনী পাঠানো হল রাশিয়ার দক্ষিণে। সেই হল প্রথম আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ যাতে জোটবদ্ধ দেশগুলি তাদের সেনাবাহিনী দিয়েই আমাদের শেষ করে দিতে পারে, অর্থাৎ উন্নততর দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের দিয়েই, যারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সামরিক অস্ত্রে শক্তিশালী ছিল। সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায় জোটবদ্ধ দেশগুলি এই অভিযানের জন্য কারিগরী বা বস্তুগত কোন বিষয়েই ওদের কিছুরই ঘাটতি ছিল না। কোন অসুবিধাই ওদের বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। তা হলে, কিভাবে আমরা ওদের প্রচেষ্টার ব্যর্থতাকে ব্যাখ্যা করবো? আঁতাত দেশগুলি তাদের সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহৃত করতে হল কারণ তারা বিপ্লবী সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অপরাগ হয়ে পড়েছিল। এটাই হল, বন্ধুগণ, আমাদের তর্কে সর্বপ্রধান অস্ত্র। বিপ্লবের শুরুতেই আমরা বলেছি যে আমরা একটা আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের পার্টি গঠন করেছি এবং সেই কারণেই বিপ্লবের পথে যত বাধা বিঘ্নই আসুক না কেন, এমন একটা সময় আসবে যখন দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নিপীড়িত শ্রমিকশ্রেণী আমাদের প্রয়োজনের চরম মুহূর্তে এসে পাশে দাঁড়াবে তাদের সহানুভূতি ও একতা নিয়ে। এই কারণে আমাদের কল্পনাবিলাসী বলে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতাতেই দেখেছি যে যখন আমরা সব সময় এবং সর্বক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতদের কার্যপ্রণালীর উপর ভরসা রাখতে পারছি না, সে ক্ষেত্রেও ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে গত দুই বছরের মধ্যে আমাদের কার্যাবলী হাজার গুণ সঠিক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। ব্রিটিশ ও ফরাসী কর্তৃক তাদের সেনাবাহিনী দিয়ে রাশিয়াকে খতম করার যে প্রচেষ্টা ওরা চালিয়েছিল এবং যা তাদের সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে ও সবচেয়ে সহজে জয়লাভ করার কথা, সেখানেই তাদের প্রচেষ্টা হল ব্যর্থ; ব্রিটিশ বাহিনীকে আর্খাঞ্জেল ছাড়তে হল, আর যে ফরাসী বাহিনী নেমেছিল দক্ষিণাঞ্চলে তাদের স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অবরোধ সত্ত্বেও, আমাদের চারপাশে বেড়ি দিয়ে আটকানো সত্ত্বেও, পশ্চিম ইউরোপ থেকে যে সব খবর আসতো, ব্রিটিশ ও ফরাসীদের যে সব খবরের কাগজ আমরা পেতাম, তাতে যে সামান্য খবর থাকতো বা আর্খাঞ্জেল

থেকে প্রেরিত ব্রিটিশ সেনার যে চিঠি কোনক্রমে ব্রিটেনে পেঁছাত ও তার যে সামান্য অংশ প্রকাশিত হত, তাতেই আমরা জানতে পারতাম ঘটনা। আমরা জানি সেই ফরাসী মহিলার নাম, কমরেড জেনী লেবুরবে যিনি ফরাসী সেনাবাহিনী ও শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট প্রচার চালাতেন এবং ওদেসাতে যাকে গুলি করে মারা হয়, তিনি সারা ফরাসী শ্রমিকদের মধ্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন এমন কি তাঁর নাম নিয়ে সকলে আপাততঃ অসংখ্য রকমের সিণ্ডিকেটপন্থীদের থাকা সত্ত্বেও সকলে একযোগে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। কমরেড রাদেকের ভাষায়. সৌভাগ্যক্রমে আজকের খবরে যেমন বলেছে যে তিনি জার্মানী কর্তৃক মুক্ত হয়েছেন এবং আশা করছি তাকে আমরা শীঘ্রই দেখতে পাব, বলতে হয়, যে রাশিয়ার মাটি বিপ্লবের আগুনে জ্বলছে, তাকে অতিক্রম করা অতিাত বাহিনীর পক্ষে অসম্ভব—এই কথাগুলি যদিও মনে হয় লেখকের কল্পনাপ্রসূত, তাহলেও আজ তা মর্মে মর্মে আমরা উপলব্ধি করছি। আমাদের সমস্ত রকমের অনগ্রসরতা সত্ত্বেও, আমাদের সংগ্রামের সব রকম বোঝা থাকা সত্ত্বেও, বৃটেন ও ফ্রান্সের বাহিনীর পক্ষে আমাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা সম্ভব হল না। 'তার ফলে আমরাই হলাম বিজয়ী। এই প্রথম ওরা আমাদের বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনী পাঠাতে চেষ্টা করেছিল—আর তাদের ছাড়া জয় অসম্ভব—তার ফলে যা হবার তাই হয়েছে। ওদের শ্রেণী চেতনাকে ধন্যবাদ, ফরাসী ও ব্রিটিশ সেনাকে রাশিয়া থেকে ঘরে পাঠানো হল, বলশেভিকবাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্রক্ষত হল অপসৃত, আর সেই সময়েই বার্লিন থেকে আমাদের প্রতিনিধিকে বিতাড়িত করেছিল জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা। ওরা ভেবেছিল ওরা ওদের বলশেভিকবাদের অস্ত্রক্ষতের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে, কিন্তু সেটা এখন সমগ্র জার্মানীতে ছড়িয়ে পড়েছে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন হিসাবে। বৃটিশ ও ফরাসী সেনাদের তাড়িয়ে দিয়ে যে জয়লাভ আমরা করলাম তা জোটবদ্ধ দেশগুলির বিরুদ্ধে আমাদের জয়লাভের মধ্যে সর্বোত্তম। আমরা ওদের সৈনা থেকেই বঞ্চিত করলাম ওদের। জোটবদ্ধ দেশগুলির অসীম সৈনাবল ও তাদের উন্নত কারিগরী বিদ্যার অধীত ফল ভোগ বঞ্চিত করতে পেরেছিলাম কেবল সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের একতার জন্যই।

এটা পরিষ্কার যে কেবল চিরাচরিত প্রথানুসারে এইসব তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলির বিচার করা কত অস্বাভাবিক ও অনিশ্চয়তায় ভরা। তাদের সংসদে রয়েছে বুর্জোয়াদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এটাকেই ওরা বলে 'গণতন্ত্র'। সেখানে পুঁজিই নিয়ন্ত্রণ করে এবং সব কিছুকেই হেয় করে, তারা এখনও সামরিক সেন্সার প্রথার অনুগামী। আর তারা সেটাকেই বলে 'গণতন্ত্র'। তাদের লক্ষ লক্ষ কপি সংবাদপত্র ও পত্রিকার খুব অতি

নগণ্য স্থানের কোথাও কখনও বলশেভিকদের পক্ষে কোন কথা খুঁজে পেতে বেশ কষ্ট হবে। সেই কারণেই ওরা বলে, 'আমরা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে আমাদের রক্ষা করছি, আমাদের দেশে তো একটা শৃঙ্খলা আছে।'—আর ওরা এটাকেই বলে 'গণতন্ত্র'। এটা কি করে সম্ভব হল যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একটা ক্ষুদ্র অংশ ও ফরাসী নৌবাহিনীর একটা ক্ষুদ্র অংশ রাশিয়া থেকে জোটবদ্ধ দেশগুলির বাহিনীকে সরিয়ে আনতে বাধ্য করলো? এখানে কিছু গণ্ডগোল আছে। এর অর্থ যে এমন কি বৃটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকাতেও অধিকাংশ জনগণই আমাদের পক্ষে; এর অর্থ যে এই সমস্ত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য যেমন, সমাজতন্ত্রীরা সমাজতন্ত্রের সংগে বেইমানি করবে না, এর অর্থ যে বুর্জোয়া সংসদীয় রীতি, বুর্জোয়া গণতন্ত্র, বুর্জোয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সব কিছুই কেবল পুঁজিপতিদের স্বাধীনতা, জনমতকে ঘুষ দেওয়ার স্বাধীনতা আর জনমতের উপর পুঁজির দৌরাত্ম্যে চাপ সৃষ্টি করার স্বাধীনতা। এই কথাই বলে এসেছে সমস্ত সমাজতন্ত্রী যতদিন না সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ তাদের বিচ্ছিন্ন করে যে যার দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখে তাদের বানিয়েছে বুর্জোয়াদের লেজুড়, ততদিন। এই কথা বলে এসেছে সমাজতন্ত্রীরা যুদ্ধের আগে, আর আন্তর্জাতিকতাবাদী ও বলশেভিকরা বলেছে যুদ্ধের সময়ে—আর এ সবই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সমস্ত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য, সমস্ত ঠাট ঠমক, সব কিছুই জোচ্চুরি। আর এটা অনিবার্যভাবেই জনগণের প্রতি সত্য হয়ে উঠছে ক্রমাগত। ওরা সকলেই গণতন্ত্র সম্পর্কে চিৎকার করে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে তার সংসদে সাহস করে রাশিয়ার বির দ্ধে যুদ্ধের কথা ঘোষণা করতে পারে। সেই কারণেই আমরা এখন ফরাসী, ব্রিটিশ, ও মার্কিন সংবাদপত্রের অসংখ্য সংখ্যায় দেখতে পাচ্ছি ওরা দাবী তুলেছে ওদের দেশের সর্বোচ্চ শাসককে আঁস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে কারণ তারা তাদের দেশের সংবিধানের রীতি ভংগ করেছে, 'যুদ্ধ ঘোষণা না করেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করায়'। কোথায় এবং কখন এটা অনুমোদিত হল, সংবিধানের কোন ধারা অনুযায়ী এবং কোন সংসদই বা একে অনুমোদন দিল! কোথায় তারা তাদের সংসদীয় সদস্যদের একত্রিত করলো যখন তারা সমস্ত বলশেভিক ও আধা-বলশেভিকদেরও সাবধান হওয়ার সুযোগে সব কয়জনকে জেলে পুরে রেখেছিল। এমনকি ওই অবস্থাতেও ওরা সংসদে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা ঘোষণা করতে সাহস পায় নি! সেই কারণেই অস্বাভাবিক নিখুঁত অদম্য বৃটিশ ও ফরাসী সেনাবাহিনী আমাদের পরাজিত করতে পারে নি এবং তাই তারা উত্তরাঞ্চলের আর্খাঙ্গেল থেকে এবং দক্ষিণাঞ্চল থেকেও সরে যেতে বাধ্য হয়।

ওটা আমাদের প্রথম ও প্রধান জয়, কারণ এটা কেবল সামরিক বিজয়ই

নয়, এটা আদৌ কোন সামরিক বিজয় নয়—এটা হল মেহনতী মানুষের আন্তর্জাতিক একাত্মতার জয়, যে জয়ের জন্য আমরা বিপ্লব শুরু করেছি, আর যেদিকে আমরা নির্দেশ করে বলেছি যে যত কঠিন সাজাই আমাদের হোক না কেন, এই সমস্তই শতগুণে ফিরে আসবে বিপ্লবের বিকাশলাভে, যা অনিবার্য। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখেছি যে যেখানে বস্তুগত বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে সামরিক জয়ের ক্ষেত্রে আমরা সমগ্র জোটবদ্ধ দেশগুলিকে তাদের দেশেরই সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক যারা সামরিক পোশাকে ছিল তাদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত করেছি।

প্রথম জয়ের ফলশ্রুতি আমাদের ব্যাপারে আঁতাত দেশগুলির হস্তক্ষেপের দ্বিতীয় পর্যায়ে পরাজয়। প্রত্যেক দেশই একদল অদ্ভুত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা চালিত এবং সেই কারণেই এরা একটা চক্রান্তে পরাজিত হলেও শুরু করে অন্য চক্রান্ত, তাই ওরা দ্বিতীয় চক্রান্ত শুরু করে ওদের বিশ্ব প্রভুত্বের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে। পৃথিবীতে এমন একটাও দেশ নেই, এমন একখণ্ড ভূমিও নেই যেখানে ব্রিটিশ, ফরাসী ও মার্কিনীদের ফিনান্স পুঁজির আধিপত্য নেই। সেটাই হল ওদের নতুন প্রচেষ্টার ভিত্তি, অর্থাৎ রাশিয়ার চারপাশের ছোট ছোট দেশকে, যাদের অনেকেই মুক্ত হয়েছে ও যুদ্ধকালীন অবস্থায় নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছে সেইসব দেশ যেমন পোলাণ্ড, এস্তোনিয়া, ফিনল্যাণ্ড, জর্জিয়া, উক্রেন ইত্যাদিকে ব্রিটিশ, ফরাসী ও মার্কিন টাকার জোরে ওদের রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে।

কমরেডগণ, আপনাদের হয়তো মনে আছে যে আমাদের সংবাদপত্রে বিটেনের বিখ্যাত ক্যাবিনেট মন্ত্রী মিঃ চার্চিলের একটা ভাষণ প্রকাশ করেছিল, যাতে তিনি বলেছিলেন ১৪টি দেশ রাশিয়াকে আক্রমণ করবে এবং সেপ্টেম্বর মাসেই আমরা দেখবো পেত্রোগ্রাদের পতন হয়েছে এবং ডিসেম্বর মাসে পতন হবে মস্কোর। আমি শুনেছি যে চার্চিল তখন এই সংবাদকে অস্বীকার করেন, কিন্তু এই খবর নেওয়া হয়েছে ২৫শে আগস্টের সুইডিশ পত্রিকা ফোকেৎ দাগব্লাদ—পলিটিকেন থেকে। কিন্তু যদি ধরাও যায় যে এই খবরের উৎস বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাহলেও আমরা ভালভাবেই জানি যে চার্চিল ও অন্যান্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঠিক এই পথ ধরেই কাজ করছিল। আমরা খুব ভালভাবেই জানি যে ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া ও অন্যান্য ছোট দেশকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার জন্য সব রকমের চাপ সৃষ্টি করার সমস্ত রকম ব্যবস্থাই ওরা করেছিলেন। আমি *দি টাইমস* পত্রিকার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রধান প্রবন্ধ পড়েছি, যে কাগজ ব্রিটেনে সবচেয়ে প্রভাবশালী বুর্জোয়া পত্রিকায় একজন নেতৃস্থানীয় লোক লিখেছে যে আঁতাত দেশগুলির সাহায্য

প্রাপ্ত, অস্ত্রে সজ্জিত ও তাদের যানবাহনে করে ইয়েদনিকের বাহিনী এগিয়ে চলেছে, ওরা পেত্রোগ্রাদের কয়েক ভার্স্ট মাত্র দূরে রয়েছে আর দেৎস্কোয়ে সেলোর পতন ঘটেছে ইতিমধ্যে। প্রবন্ধটিতে বিভিন্নমুখি প্রচণ্ড আক্রমণ করা হয়েছিল—সামরিক, কূটনৈতিক ও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে। ব্রিটিশ পুঁজি ছড়িয়েছিল ফিনল্যাণ্ডে এবং সে তার চূড়ান্ত পরিণতির দিন গুণছিল। ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা বলেছে, সারা দুনিয়ার চোখ এখন ফিনল্যাণ্ডের দিকে, ফিনল্যাণ্ডের সম্পূর্ণ ভাগ্য নির্ভর করছে এখন ফিনল্যাণ্ড তার ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে পারে কি না, এবং যে নোংরা, পচা, রক্তক্ষয়ী বলশেভিকবাদের ঢেউকে স্তব্ধ করে রাশিয়াকে মুক্ত করার জন্য অন্যান্যকে সাহায্য করবে কি না, তারই উপর। আর এই 'মহান মানবিক' কাজের জন্য, এই 'মহৎ ও সুসভ্য' কাজের জন্য ফিনল্যাণ্ডকে এত এত কোটি পাউণ্ড, এত এত ভূখণ্ড, আর এত এত সব সুবিধাদি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। আর ফলে কি হল? এমন এক সময় ছিল যখন ইয়েদনিকের বাহিনী পেত্রোগ্রাদ থেকে মাত্র কয়েক ভার্স্ট দূরে ছিল, যখন দেনিকিন দাঁড়িয়ে আছে ওরেলের উত্তরে, যখন তাদের সামান্যতম সাহায্য করলেই পেত্রোগ্রাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় আমাদের শত্রুর পরিকল্পনানুযায়ী, সবচেয়ে কম সময়ে ও সর্বাপেক্ষা কম খরচে।

জোটবদ্ধ দেশগুলির সমস্ত দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হল ফিনল্যাণ্ডের কাঁধে, যে দেশ ইতিমধ্যেই আঁতাত দেশের কাছে ঋণভারে আকণ্ঠ নিমগ্ন। আর কেবল দেনাই নয়, ফিনল্যাণ্ড এই আঁতাত দেশের সাহায্য ছাড়া একমাসও চলতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি ভাবে আমাদের সেনারা এই অবস্থাতেও আঁতাত দেশগুলির বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করল সেটাই আশ্চর্য? আমরা জিতেছিলামও। ফিনল্যাণ্ড যুদ্ধে যোগ দেয় নি, ইউদেনিক পরাজিত হয়েছিল, পরাজিত হয়েছিল দেনিকিনও—আর এটা ঘটেছে কখন, না যখন ওদের যৌথ উদ্যোগে সারা যুদ্ধটা আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের অনুকূলে প্রায় এসে গিয়েছিল, ঠিক তখনই। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সংগে সবচেয়ে মারাত্মক, সবচেয়ে বিধ্বংসী যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করেছিলাম। কিন্তু কি ভাবে আমরা তা করলাম? কি ভাবে এই ধরনের 'আশ্চর্য' ঘটনা ঘটল? এটা ঘটেছিল কারণ আঁতাত দেশগুলিও একই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল যে পদ্ধতিতে পুঁজিপতিরা চাপ ও প্রতারণার মাধ্যমে সব কাজ করানোর চেষ্টা করতো, সেই পদ্ধতি, সেই কারণেই যা কিছু ওরা করতো সেটা এত বেশি প্রতিরোধ করা হত যে তা প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই সুবিধা করে দিয়েছিল। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল অত্যন্ত পুরানো ও নিম্নমানের, আর আমরা ফিনিস শ্রমিকদের বলেছিলাম যে শ্রমিকদের বুর্জোয়ারা প্রায় ধ্বংসের পথে নিয়ে এসেছিল, যে 'তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না।' আঁতাত দেশ তাদের ভারী ভারী

অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসেছিল, ওদের সমস্ত বহিঃশক্তি ও সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য যা ওরা এইসব দেশে সরবরাহ করতে পারতো এবং ওরা দাবী করছিল যে ওরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। 'আমরা এ যুদ্ধে জিতলাম। আমরা জিতলাম কারণ আঁতাত দেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী ছিল না, ওরা ছোট ছোট দেশের সেনাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতো, কিন্তু এখানে কেবল কৃষক ও শ্রমিকই নয়, যে বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের নিঃশেষ করে দিতে চায় তাদের একাংশও এখানে শেষ পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে যায় নি।

যখন আঁতাত রাষ্ট্রগুলি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার কথা বলে তখন আঁতাত রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে একে এই সব দেশের নির্লজ্জতা ও আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে একে নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হয়, যদি এই প্রতিশ্রুতিকে গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হয় এবং সত্যিকারের স্বাধীনতার অর্থে স্বাধীনতা শব্দটি ব্যবহার করা হয় এবং একে বৃটিশ ও ফরাসী পুঁজিপতিদের শক্তিশালী করার কথা ভাবা হয়। ওরা ভাবে স্বাধীনতার অর্থ স্বাধীন ভাবে বাস করার অধিকার এবং তাতে মার্কিন কোটিপতিরা ওদের লুঠ করতে পারবে না, বা কোন নিম্নস্তরের আমলাই শুয়োরের বাচ্চার মত ব্যবহার করে এক একটি কালোবাজারী হয়ে কয়েক শত হারে মুনাফা শিকারের আশায় সবচেয়ে নোংরা কাজে আগ্রহী হয়ে। এই ভাবেই আমরা জিতেছিলাম! আঁতাত রাষ্ট্রগুলি এই সব ছোট ছোট দেশে, এই ১৪টি দেশেই তাদের বিরুদ্ধাচরণকে চাপ দিয়ে প্রতিহত করেছিল। যে ফিনিস বুর্জোয়ার লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে ধ্বংস করার জন্য শ্বেত বিভীষিকাদের নিয়োগ করেছিল, তারা জানতো যে, এটা কেউ ভুলবে না—আর যে জার্মান বেয়নেট এই কাজ উদ্ধার করেছিল তাদেরও অস্তিত্ব নেই, এই ফিনিশ বুর্জোয়ারা বলশেভিকদের এত ঘৃণা করতো যেমন ঘৃণা করে একজন শোষক শ্রমিককে, যে শ্রমিক সেই শোষককেই লাথি মেরে তাড়িয়েছিল। তা সত্ত্বেও ফিনিস বুর্জোয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো, 'যদি আমরা আঁতাত রাষ্ট্র-গুলির সব নির্দেশই অনুসরণ করি তাহলে আমাদেরও স্বাধীনতার কোন আশাই আর থাকবে না।' আর তাদের ১৯১৭ সালের নভেম্বরে এই স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল বলশেভিকরাই, যখন ফিনল্যাণ্ডে ছিল এক বুর্জোয়া সরকার। সুতরাং ফিনিস বুর্জোয়ার এক বিরাট অংশের মধ্যে দোদুল্যমানতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা আঁতাত রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে জিতেছিলাম কারণ ওরা ছোট ছোট দেশের উপর যেমন নির্ভর করেছিল তেমনি আবার ওদের উপর শোষণও চালিয়ে যেত।

এই অভিজ্ঞতা আমরা যা এতকাল অনবরত বলে এসেছি সেই বক্তব্যকেই আরও ব্যাপক, দুনিয়াব্যাপী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবীতে দুটি শক্তি আছে যা মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে। একটি শক্তি হল আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ, আর যদি তা সাফল্য লাভ করে তাহলে সে এই সব

শক্তিকে কাজে লাগিয়ে শুরু করবে অসংখ্য অত্যাচার—যা আমরা ছোট দেশগুলির বিকাশ লাভে দেখেছি। অন্য শক্তি হল আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতদের একনায়কত্বে সোশ্যাল-ডেমোক্রাট প্রতিষ্ঠায় যাকে ওরা বলে মেহনতী মানুষের গণতন্ত্র, তার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। রাশিয়াতে দোদুল্যমান মানসিকতার ব্যক্তিরা বা ছোট ছোট দেশের বুর্জোয়ারা আমাদের বিশ্বাস করে না, ওরা আমাদের বলে কল্পনাবিলাসী, ব্য দস্যু বা তার চেয়েও খারাপ কোন প্রতিশব্দ এমন কোন বদ্ধু ও ঘৃণ্য প্রতিশব্দ নেই যা ওরা আমাদের নামে প্রয়োগ করে না। কিন্তু ওরা যখন হয় আঁতাত রাষ্ট্রগুলির পক্ষে গিয়ে তাদের হয়ে বলশেভিকদের ধ্বংস করা বা নিরপেক্ষ থেকে বলশেভিকদের সাহায্য করার কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়, তখন আমরাই যুদ্ধে জয়লাভ করি ওদের নিরপেক্ষ থাকার সুযোগে। আমাদের কোন চুক্তি নেই, অন্যদিকে বৃটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকার সব রকমের চুক্তিপত্র ও প্রতিশ্রুতি পত্র রয়েছে. তা সত্ত্বেও আমরা যেমন চেয়েছি ছোট ছোট দেশ সেই রকমই করেছে, ওরা এ রকম করেছে তার কারণ এই নয় যে তা পোলিস, ফিনিস, লিথুয়ানিয়ান বা লাতভিয়ান বুর্জোয়ারা বলশেভিকদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে বলেছে—সেটা অবশ্যই একটা বাজে কথা—কারণ ঐতিহাসিক শক্তির সংজ্ঞা আমরা যা দিয়েছি সেটা সঠিক বলেই, তা হল হয় বর্বর পুঁজিপতিবা জয়ী হবে আর তাহলে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক দেশেও—তা পৃথিবীর অন্য সব ছোট দেশগুলিকে ধ্বংস করবে, আর না হয়, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব জয়লাভ করবে—যা হল সমস্ত ছোট, পদদলিত ও দুর্বল দেশের মেহনতী মানুষের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। এটা প্রমাণ করেছে যে আমরা কেবল তাত্ত্বিক দিক থেকেই সঠিক নয়, বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে কার্যকরীরূপেও আমরাই সঠিক। যখন ফিনল্যাণ্ড ও এস্তোনিয়ায় এই যুদ্ধ শুরু হয় আমরা জয়লাভ করি, যদিও আমাদের নগণ্য সেনাবাহিনীকে ওরা ধ্বংস করে দিতে পারতো। আমরা জয়ী হয়েছি আঁতাত রাষ্ট্রগুলি তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও, তাদের সামরিক বাহিনী ও তাদের খাদ্যসম্ভার ফিনল্যাণ্ডকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বাধ্য করা সত্ত্বেও, আমরা জিতেছি।

সেটাই হল, কমরেডগণ, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ এবং আমাদেরও সেটা দ্বিতীয় ঐতিহাসিক জয়। প্রথমে আমরা ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার শ্রমিক ও কৃষকদের সরিয়ে আনায় সাফল্য লাভ করি, যার ফলে এই বাহিনী আমাদের সংগে যুদ্ধ করতে পারে নি। দ্বিতীয়ত আমরা সমস্ত ছোট ছোট দেশকে যারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিরুদ্ধে ছিল এবং যেখানে সোভিয়েত না হয়ে বুর্জোয়ারা আধিপত্য করতো সেই সব দেশকে ওদের কাছ থেকে সরিয়ে আনতে পেরেছি। এই ছোট দেশগুলি এই যুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে আমাদের সাহায্য করেছিল যা কিনা সেই বিরাট শক্তি অর্থাৎ আঁতাত রাষ্ট্র-

গুলির ইচ্ছার বিপরীত কাজ, কারণ এই শক্তি ওদেরও শেষ করে দিত বলে বুঝতে পেরেছিল ছোট দেশগুলি।

আমরা লক্ষ্য করেছি পৃথিবী জুড়ে ঠিক একই ঘটনা যা ঘটেছিল সাইবেরীয় কৃষকদের বেলায়। ওরা গণপরিষদের ভাঁওতায় ভুলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী ও মেনশেভিকদের সাহায্য করতে কলচাকের সংগে যোগ দিয়ে আমাদের আঘাত করতে চেয়েছিল। যখন ওরা নিজেদের মূল্যেই বুঝতে পারল যে কলচাক হল সবচেয়ে জঘন্য শোষকদের প্রতিনিধি, জারের চেয়েও জঘন্য লুঠেরা জমিদার ও পুঁজিপতিদের একনায়কত্বের প্রতিনিধি তখনই ওরা সাইবেরিয়াতে প্রচণ্ড সংগ্রামে ফেটে পড়ে এবং সে সম্পর্কে কমরেডরা আমাদের সঠিক তথ্য দিয়েছেন এবং এবারে ওরা রাজনৈতিক সচেতন হিসাবে আমাদের পক্ষে ফিরে আসে। সাইবেরীয় কৃষকদের পশ্চাৎগামী ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতার ফলে ওদের বেলায় যা ঘটেছিল সেটাই এখন আরো ব্যাপক, বিশ্বব্যাপী হয়ে ঘটে চলেছে ছোট ছোট দেশে। ওরা বলশেভিকদের ঘৃণা করতো, ওদের কেউ কেউ বলশেভিকদের রক্তে দুহাত রঞ্জিতও করেছে জিঘাংসু শ্বেত-রক্ষীদের সংগে, কিন্তু যখন ওরা ওদের 'মুক্তিদাতা' অর্থাৎ ব্রিটিশ অফিসারদের দেখল, ওরা তখনই বুঝতে পারলো ব্রিটিশ ও মার্কিন 'গণতন্ত্রের' প্রকৃত অর্থ। যখন ব্রিটিশ ও মার্কিন বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা ফিনল্যাণ্ড ও এস্তোনিয়ায় হাজির হল তখন ওরা যেভাবে দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করল তা রুশ পুঁজিপতিদের চেয়েও নির্মম, কারণ রুশ পুঁজিপতিরা ছিল পুরনোপন্থী—তারা ঠিকমত দমনমূলক ব্যবস্থা নিতে জানতো, কিন্তু এই লোকগুলি সেটা জানতো ভালভাবেই তাই তার প্রয়োগও করছিল প্রথম থেকেই।

সেই কারণেই এই যুদ্ধজয় আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় তার চেয়েও ছিল বেশি দীর্ঘস্থায়ী। আমি আদৌ কিছু বাড়িয়ে বলছি না এবং অতিরঞ্জনকে আমি বিপজ্জনক বলেই মনে করি। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে ভবিষ্যতে আঁতাত রাষ্ট্রগুলি যদি কোন আক্রমণ করে আমাদের বিরুদ্ধে তা কেবল আমাদেরই বিরুদ্ধে নয় সে আক্রমণ হবে আমাদের প্রতিবেশী অন্যান্য ছোট ছোট দেশের বিরুদ্ধেও। এই ধরনের প্রচেষ্টা আরও একবার নেওয়া হবে কারণ ছোট দেশগুলি আঁতাত রাষ্ট্রগুলির উপর নির্ভরশীল, তার কারণ এই সব স্বাধীনতা, গণতন্ত্র প্রভৃতি কথাবার্তার সবই যে কেবল ভণ্ডামি এবং আঁতাত দেশগুলি ছোট দেশগুলিকেও আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে বাধ্য করতে পারে। কিন্তু যদি যে মুহূর্তে ওরা যুদ্ধ ঘোষণা করতে যাবে ঠিক সেই সময়েই যদি ওদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়া যায়, তাহলে, আমরা, মানে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে তাতে আমাদেরই হবে সবচেয়ে বেশি অসুবিধা! আমরা একথা বলতে পারি এবং সামান্যতম অতিরঞ্জিত না করেই

বলতে পারি যে শক্তির দিক দিয়ে আঁতাত রাষ্ট্রগুলি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। আমরা একটা দীর্ঘস্থায়ী জয়লাভ করেছি। আমাদের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা নেওয়া হবে, কিন্তু আমরা খুব সহজেই ওদের পরাজিত করবো কারণ, ছোট দেশগুলি তাদের বুর্জোয়া পদ্ধতি সত্ত্বেও তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে, তাদের তাত্ত্বিক বিচারে নয়—যে এই লোকগুলি তাত্ত্বিক বিচারে দক্ষ এবং ওরা বলশেভিকদের সম্বন্ধে যে রকম ধারণা করেছিল তাদের চেয়েও জঘন্য ও নারকীয় হল এই সব আঁতাত রাষ্ট্রগুলি, যাদের নাম করে সারা ইউরোপের সংস্কৃতিবান ও ফিলিস্তাইন লোকেরা তাদের ভয় দেখাতো।

কমরেড, আমাদের আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে যা বলেছি তা থেকে দাঁড়ায় এবং আমার ধারণা তা নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই—যে ধীরভাবে এবং সর্বোচ্চ মাত্রায় কার্যকররূপে আমাদের শান্তি প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করতে হবে। তা করতে হবে, কারণ এরকম প্রস্তাব আমরা আগে বহুবার করেছি। যতবার তা করেছি, ততবারই প্রতিটি শিক্ষিত লোকের চোখে তাতে আমাদের মর্যাদা বেড়েছে, তা সে যদি আমাদের শত্রুও হয়ে থাকে, তাহলেও এবং সেই শিক্ষিত ব্যক্তি আরক্ত হয়ে উঠেছে লজ্জায়। এই রকমই ঘটেছিল যখন বুলিট এখানে এলে কমরেড চিচেরিন তাঁকে অভ্যর্থনা করার পর বুলিট আমার সংগে ও চিচেরিনের সংগে আলোচনা করেন এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা শান্তি সম্পর্কে একটা প্রাথমিক চুক্তি সম্পাদন করি। তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন (এই সব ভদ্রলোক বড়াই করতে ভালবাসেন) যে আমেরিকাই সব, আমেরিকার শক্তি দেখে কে আর ফ্রান্সের কথায় কান দেবে? কিন্তু আমরা যখন চুক্তি সই করলাম তখন ব্রিটিশ ও ফরাসী মন্ত্রীরা এই রকম করলেন (লেনিন পদাঘাতের ভংগী দেখাতে হাসির রোল ওঠে) বুলিটের সম্বল রইল একটা চোতা কাগজ মাত্র, আর তাকে বলা হল, 'কে ভেবেছিল যে তুমি এতই নির্বোধ যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের গণতন্ত্রে বিশ্বাস করবে?' (হর্ষধ্বনি) তার ফলে আমি একই সংখ্যায় ফরাসী ভাষায় বুলিটের লেখার সংগে আমাদের বোঝাপড়ার পুরো বয়ানটাই আমি পড়লাম—সমস্ত ব্রিটিশ ও মার্কিন কাগজেই তা প্রকাশিত হয়েছে। ফলটা হল এই যে সারা দুনিয়ার সামনে তারা নিজেদের প্রমাণ দিয়েছে হয় বদমাইশ বা ছেলেমানুষ বলে, যে যা ভাবে ভেবে নিক। (হর্ষধ্বনি) এমন কি পাতি বুর্জোয়াদের, বা যে সব বুর্জোয়ার কোনরকম শিক্ষাদীক্ষা আছে তাদেরও সহানুভূতি আমাদের প্রতি—নিজেদের জার আর রাজাদের বিরুদ্ধে তারাও এক সময় কিভাবে যুদ্ধ করেছিল সেটা মনে পড়ছে তাদের—কারণ কাজের লোকের মত আমরা কঠোরতম শান্তি চুক্তিতে সই করে বলেছিলাম, 'আমাদের শ্রমিক ও সৈন্যদের রক্তের মূল্য আমাদের কাছে অনেক বেশী, শান্তির দাম হিসাবে

তোমাদের মত ব্যবসায়ীদের আমরা মোটা সেলামী দিচ্ছি। এই মোটা সেলামী দিতে রাজী হচ্ছি তোমাদের শ্রমিক-কৃষকদের জীবন বাঁচাতে।' সেই জন্যই আমার ধারণা, খুব বেশি কথার দরকার নেই, শেষে আমি একটা খসড়া সিদ্ধান্ত পড়ে শোনাব, যা সোভিয়েত কংগ্রেসের নামে প্রকাশিত, এ থেকেই বোঝা যাবে শান্তি নীতি অনুসরণের জন্য আমাদের অটল অভিলাষের কথা।

(হর্ষধ্বনি)

১৯১৯ সালের ৭, ৯ ও ১০ই ডিসেম্বর *প্রাভদার* ২৭৫-৭৭ সংখ্যায় প্রকাশিত।

খণ্ড ৩০, পৃঃ ২০৯-১৭
২২১-২২

জন রীডের লেখা 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' বইয়ের ভূমিকা

মার্কিন সংস্করণের ভূমিকা

অত্যন্ত আগ্রহের সংগে এবং মনোযোগের সংগে আমি জন রীডের বই 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' (Ten days that shook the World) বইটি পড়েছি। দুনিয়ার মেহনতী জনতার কাছে আমি বিনা সংকোচে এই বই-এর সুপারিশ করছি। এই একখানা বই-ই আমি দেখছি যার লক্ষ লক্ষ কপি সব ভাষায় প্রকাশিত হওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়। এতে সঠিক-ভাবে ঘটনা পরম্পরায় প্রলেতারিয়েত বিপ্লব কি এবং প্রলেতারিয়েত এক-নায়কত্ব বলতেই বা কি বোঝায় সেই সম্পর্কে বলা আছে। এই সমস্যা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বর্জনের আগে প্রত্যেকেরই এই সম্পর্কে সঠিক জানা কর্তব্য। জন রীডের বই নিঃসন্দেহে সেই সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করবে—যা কিনা আন্তর্জাতিক শ্রম আন্দোলনের মৌলিক সমস্যা।

নিকোলাই লেনিন

১৯১৯ সালের শেষার্ধে লেখা।
রুশ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়
১৯২৩ সালে Dzhon Rid, 10 dnei
Kotoriye potryashi mir, Moscow,
বইতে।

খণ্ড ৩৬, পৃঃ ৫০৯।

সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সপ্তম সম্মেলনের ১ম অধিবেশনে সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও গণ কমিশার পরিষদের কার্যক্রমের বিবরণী থেকে

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯২০

যুদ্ধ এবং শান্তির মৌলিক প্রশ্নের মধ্যেই গণতন্ত্রের সার্থক প্রকাশ ঘটে। সমস্ত শক্তিই এখন নতুন একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং সারা দুনিয়ার শ্রমিকরা তা দেখছে প্রতিদিন। এখন আমেরিকা ও জাপান যে কোন দিন পরস্পরের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে, জার্মানীর সংগে যুদ্ধে জিতে বৃটেন এত বেশি উপনিবেশ দখল করে নিয়েছে যে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এটাকে সহজে ছেড়ে দেবে না। একটা নতুন ধর্মোন্মাদনায় যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে, জনগণ জানে সে কথা। আর ঠিক এই মুহূর্তেই রাশিয়া তার বিশাল বাহিনী নিয়েও যাদের এক সময় তাদের বিশাল বাহিনী নিয়ে ইউদেনিক, কলচাক ও দেনিকিনের সংগে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সংগে সংগেই ছোট দেশগুলির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে সকলে অভিযোগ করেছিল, সেই রাশিয়াই এস্তোনিয়ার[১১১] সংগে একটা গণতান্ত্রিক চুক্তি করেছে। তাছাড়াও, এই শান্তি চুক্তির শর্তে রয়েছে এমন সব আঞ্চলিক অংশের ছাড়, যার সংগে প্রকৃতপক্ষে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের কোন সঠিক সম্পর্ক নেই এবং একথা প্রমাণ করেছে যে আমাদের কাছে সীমান্তের সমস্যাটা কোন মৌলিক সমস্যাই নয়। আমাদের নীতি হল শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক, তা সে উভয় জাতির আস্থো-হৃতির জন্য যত সময়ই লাগুক না কেন, এটা কেবল আমাদের গুরুত্বপূর্ণ নীতিই নয়, এর ফলে আমরা আমাদের প্রতি বিরূপ মনোভাবের দেশগুলিরও

আস্থা ভাজন হয়েছি। এস্তোনিয়ার সংগে এই সম্পর্কে আসা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে যে দুর্বল প্রলেতারিয়েতের রাষ্ট্র যারা এতদিন পরিত্যক্ত, অসহায় ছিল তারা যেসব দেশ—যারা সংখ্যায় অসংখ্য তারা যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে আছে তাদের আস্থা অর্জন করার চেষ্টা। সেই কারণেই এস্তোনিয়ার সংগে আমাদের শান্তি চুক্তির একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। আঁতাত দেশগুলি যুদ্ধের যত চেষ্টাই করুক না, যদি তা আবার শান্তিকে যুদ্ধের দিকে ফিরিয়ে দিতে চায়ও, তাহলে ইতিহাসে এ ঘটনা জাজ্বল্যমান হয়ে থাকবে যে আন্তর্জাতিক পুঁজির সবরকমের চাপ সত্ত্বেও আমরা তথাকথিত গণতান্ত্রিক নয়, প্রকৃতপক্ষে লুণ্ঠনকারী, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া-শাসিত ছোট ছোট দেশের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছি।

দৈবাৎ আমরা কতকগুলি নথিপত্র পেয়েছি যাতে দেখা যাবে যে আমাদের নীতির সংগে সেই সব তথাকথিত গণতান্ত্রিক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লুণ্ঠনকারী বিশ্ব ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু বুর্জোয়া দেশগুলির সংগে কি পার্থক্য তা বোঝা যায়। আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করে সেগুলি পড়তে অনুমতি দেবেন। এই নথিপত্রগুলি পেয়েছি একজন শ্বেতরক্ষী বাহিনীর অফিসারের কাছে, যাঁকে শ্বেতরক্ষী অফিসার অলিনিকভ বলে জানি, তাকে এইগুলি শ্বেতরক্ষী বাহিনীর কর্তারা অন্য শ্বেতরক্ষী বহিনীর সদর দপ্তরে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি পরিবর্তে সেগুলি আমাদের হাতে দেন[১১২] (হর্ষধ্বনি) এগুলিকে রাশিয়ায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলে, কিন্তু তার আগে আমি এগুলি পড়ছি, যদিও তাতে সময় লাগবে খানিকটা। তা সত্ত্বেও সেগুলি খুবই কৌতুহলোদ্দীপক, এবং এর দ্বারা অনেক লুক্কায়িত পরিকল্পনাই প্রকাশ হয়ে যাবে। প্রথম নথিটি হল সাজোনভ এর কাছ থেকে মন্ত্রী গুলকোভিচের কাছে পাঠানো একটি তারবার্তা:

> প্যারিস, ১৪ই অক্টোবর, ১৯১৯, সংখ্যা ৬৬৮
>
> এস. ডি. সাজোনভ কনস্তান্তাইন নিকোলায়েভিচকে অভিবাদন জানায়, এবং তাঁর অবগতির জন্য B. A. Bakhmetav এর ১০৫০নং এবং I. I. Sukin-এর ২৩নং টেলিগ্রাম দুটি পাঠাচ্ছে বাল্টিক প্রদেশের অবস্থা সম্পর্কে।

এর পর আছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল—ওয়াশিংটন থেকে ১১ই অক্টোবর পাঠানো একটা তারবার্তা।

> ১৯১৯, অক্টোবরের ১২ তারিখে পেলাম। ফাইল ৩৩৪৬নং।
>
> ব্যাখমেটেভ লিখেছে মন্ত্রীকে।
>
> ওয়াশিংটন অক্টোবর ১১, ১৯১৯, ১০৫০নং

পুনরায় আমার টেলিগ্রাম ১০৪৫নং

(সাংকেতিক ভাষায়) পররাষ্ট্র বিভাগ আমাকে গেদেকে দেওয়া নির্দেশাবলী সম্পর্কে মৌখিকভাবে ওয়াকিবহাল করে। তাকে রাশিয়ার বাল্টিক প্রদেশে মার্কিন সরকারের কমিশার নিয়োগ করা হয়। কোন রুশ সরকারের কাছে দেওয়ার জন্য তার পরিচয়-পত্র নেই। সে শুধু অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাদের জানাবে। তার ব্যবহারে এমন কিছু প্রকাশ করবে না যাতে স্থানীয় অধিবাসীরা বুঝতে পারে যে আমেরিকান সরকার স্বায়ত্তশাসন ছাড়াও আর কোন বিচ্ছিন্নতামূলক কিছুকে সমর্থন করবে। বরং এমন ভাব দেখাতে হবে যে আমেরিকান সরকার চান বাল্টিক প্রদেশে রুশ নাগরিকদের নিজস্ব রাজ্যের ব্যাপারে সাহায্য করছেন। সর্বোচ্চ শাসকের সংগে জোটবদ্ধ সরকারগুলির যে চুক্তি হয়েছে সেই ভিত্তিতেই এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এটা আমার দেওয়া ১৭ই জুনের নির্দেশনামাতেও রয়েছে। গেদেকে রাষ্ট্রপতির সর্বশেষ দেওয়া বক্তৃতার কিছু সংশ্লিষ্ট অংশও তুলে দেওয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে বলশেভিকবাদ সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিতে পারবে।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মার্কিন সরকার বলেছেন যে তার প্রতিনিধি যে কোন ধরনের নির্দেশাবলী পাঠাতে পারে কিন্তু তারা স্বাধীনতাকে সমর্থন নাও করতে পারে, অর্থাৎ এইসব দেশের স্বাধীনতার কোন নিশ্চয়তা তারা দিতে পারবে না। সেই কথাই প্রকাশ্যে বা গোপনে এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাই এস্তোনিয়াকেও 'অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখা ঠিক হবে না যে বৃহৎ শক্তিগুলি তাদের কিভাবে প্রতারণা করছিল সে সম্বন্ধে। অবশ্য সকলেই এটা অনুমান করতে পারছিলেন, কিন্তু এখন আমাদের হাতে প্রমাণ রয়েছে এবং সেগুলি শীঘ্রই প্রকাশেরও ব্যবস্থা হবে।

প্রাপ্তি তারিখ অক্টোবর ১২, ১৯১৯। ফাইল নং ৩৩৪৭

মন্ত্রীকে লেখা সুকিনের পত্র।

ওমস্ক, অক্টোবর ৯, ১৯১৯, নং ২৮

(সাংকেতিক ভাষায়) সর্বাধিনায়ককে বৃটিশ যুদ্ধ অফিস থেকে নক্স জানিয়ে দিয়েছে যে বৃটিশ যুদ্ধ অফিস এই সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছে যে বাল্টিক রাজ্যগুলি বলশেভিকদের সংগে একটা শান্তি চুক্তিতে আসার দিকে ঝুঁকে পড়েছে কারণ বলশেভিকরা ওদের অবিলম্বে স্বাধীনতা দেওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছে। পাশাপাশি ভাবে বৃটিশ যুদ্ধ অফিস এই উপদেশও দিয়েছে যে অবিলম্বে বাল্টিক রাজ্যের

এই ধরনের মনোভাবের সমূলে বিনাশ করা দরকার। আমরা সর্বাধিনায়কের ৪ঠা জুনের অভিজাত শক্তিসমূহের কাছে লেখা খসড়া অনুযায়ী নীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছি নক্সকে এবং তাছাড়াও আমরা এই দিকেও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে বাল্টিক রাজগুলির সংগে বলশেভিকদের কোন শান্তিচুক্তি হলে নিঃসন্দেহে আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে, কারণ তাহলে সোভিয়েত শক্তির একাংশকে ছেড়ে দিতে হবে এবং পশ্চিমে বলশেভিকবাদের অনুপ্রবেশের পথ করে দেবে। ওদের শান্তির জন্য আলোচনার মনোভাবে আমাদের মনে হয় যে এইসব দেশ মনোবল হারিয়ে ফেলেছে যার ফলে তারা ভাবছে যে তারা আর নিজেদের আগ্রাসী বলশেভিকবাদের অনুপ্রবেশে বাধা দিতে পারবে না।

বৃহৎ শক্তি কখনও বলশেভিকবাদের আর বিকাশ লাভ করতে দিতে রাজী নয়, এইদিকে নির্দেশ করে আমরা বাল্টিক রাজ্যসমূহ থেকে সমস্ত রকম সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিতে বলেছি, যার ফলে শক্তিসমূহ তাদের অধিকার আরও কায়েম করতে পারে এবং এতে বলশেভিকদের সংগে সংঘর্ষে যাওয়ার চেয়ে আপাততঃ না যাওয়াই ভাল।

উপরের খবর পাঠানোর সংগে সংগে আমি এটাও অনুরোধ করি যে আপনি একই ধরনের প্রতিবেদন প্যারিস ও লণ্ডনেও পাঠিয়ে দেবেন, আমরা বেথমেটেভের কাছে এটা পাঠানোর বিশেষ ব্যবস্থা করছি।

প্রাপ্তি তারিখ অক্টোবর ৯, ১৯১৯। ফাইল নং ৩২৮৬
মন্ত্রীর কাছে ম্যাকলিনের লেখা পত্র
লণ্ডন, অক্টোবর ৭, ১৯১৯, নং ৬৭৭

(সাংকেতিক ভাষায়) গুচকভের কাছে লেখা এক চিঠিতে যুদ্ধ অফিসের মিলিটারি অপারেশন-এর ডিরেক্টর, যার কাছে গুচকভ ইউদেনিচকে দ্রব্য সম্ভার পাঠানোর জন্য বৃটিশ জাহাজ দেওয়ার যে কথা বলেছেন, তার উত্তরে ডিরেক্টর বলেছেন যে ইউদেনিচের ঠিক এই মুহূর্তে যা যা দরকার তার সবই আছে এবং বৃটেন আর দ্রব্য সম্ভার পাঠাতে একটু অসুবিধায় পড়েছে। তিনি বলেছেন যে যেহেতু আমাদের জাহাজ পরিবহণ ব্যবস্থা আছে তাই আমরা ইউদেনিচকে বাণিজ্যিক লেনদেনের ভিত্তিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারি যদি অবশ্য আমাদের ধারে জিনিস দেওয়া হয়। একই সংগে জেনারেল র‍্যাডক্লিফ স্বীকার করেছেন যে ইউদেনিখের সেনাবাহিনীকে যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্র ও খাদ্য সম্ভারে পরিপূর্ণ রাখতে হবে, কারণ এটাই হল 'বাল্টিক দেশসমূহে একমাত্র বাহিনী যারা বলশেভিকদের রুখতে সক্রিয় অংশ নিচ্ছে।'

ওয়াশিংটনে ব্যাখমেটেভকে লেখা মন্ত্রীর পত্র

প্যারিস, সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯১৯, ২৪৪২

(সাংকেতিক ভাষায়) অত্যন্ত গোপনীয় এক সুইডিস উৎস থেকে আমি জানতে পারলাম যে স্টকহোমে আমেরিকার প্রতিনিধি, মিঃ মরিস আমেরিকায় বলশেভিকদের পক্ষে সহানুভূতিশীল কথাবার্তা বলছে এবং মার্কিন বাণিজ্যের স্বার্থে মস্কোর সংগে যোগাযোগ সহজ করে তোলার জন্য কলচাককে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করার উদ্দেশ্য রয়েছে। একজন সরকারী প্রতিনিধির পক্ষে এই ধরনের বক্তব্য অত্যন্ত অদ্ভুত মনোভাবের পরিচয় বহন করে।

প্রাপ্তি তারিখ অক্টোবর ৫, ১৯১৯, ফাইল নং ৩২৪৪

ব্যাখমেটেভের মন্ত্রীকে লেখা

ওয়াশিংটন, অক্টোবর ৪, ১৯১৯, নং ১০২১

আপনার ২৪৪২ নং তারবার্তা সংক্রান্ত অতিরিক্ত বক্তব্য।

(সাংকেতিক ভাষায়) স্বরাষ্ট্র বিভাগ আমাকে পরিষ্কার জানিয়েছে যে একথা সত্য যে স্টকহোমে নিয়োজিত রাষ্ট্রদূত মরিস এবং বিশেষ করে কোপেনহেগেনে নিয়োজিত হ্যাপগুড তাদের বামপন্থী সহানুভূতির জন্য পরিচিত, কিন্তু তাদের এখানে কোন কর্তৃত্ব বা প্রতিপত্তি নেই, এবং সরকার সময়ে সময়ে ওদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে বলশেভিকদের সংগে যুদ্ধে মার্কিন সরকারের নীতি হল আমাদের সরকারকে অবিচ্ছিন্ন সমর্থন।

এই হল সব তথ্য, যা আমরা প্রকাশ করবো এবং যাতে পরিষ্কার হবে যে এস্তোনিয়াকে ঘিরে কি রকম যুদ্ধ চলছে, কিভাবে আঁতাত দেশগুলি, ব্রিটেন ও ফ্রান্স কলচাক ও আমেরিকার সংগে জোটবদ্ধ হয়ে এস্তোনিয়ার উপর একযোগে চাপ সৃষ্টি করছে একটিমাত্র উদ্দেশ্যেই তা হল, যাতে এস্তোনিয়ার সংগে বলশেভিকদের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করায় বাধা দেওয়া যায় এবং কি ভাবে বলশেভিকরাও সীমানার হিসাব ছেড়ে দিয়ে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়ে এই শক্তি পরীক্ষায় জয়লাভ করেছে। আমি বলবো এটা একটা মহা ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ জয়, কারণ এই যুদ্ধ জয় করা হয়েছে কোন শক্তি প্রয়োগ না করেই। দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদের উপর বলশেভিকদের এই জয় সারা দুনিয়ার সহানুভূতি কুড়িয়েছে। এই জয়ের ফলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে বিশ্বজনীন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে অবিলম্বে; কিন্তু এটা একথাও বোঝায় যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে আমরাই পৃথিবীর জনসংখ্যার অধিকাংশের স্বার্থের খাতিরে শান্তি চুক্তির প্রতিভূ। অবস্থার এই

রকম একটা আঁচ করতে পেরেই কমিউনিজমের বিরোধী বুর্জোয়া এস্তোনিয়া আমাদের সংগে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত করেছে। যেহেতু একটি প্রলেতারিয়েতের রাষ্ট্র, একটি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের ধারক আমরাই শান্তি চুক্তি সম্পাদিত করছি, যেহেতু আমরা বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃক নিপীড়িত একটি বুর্জোয়া সরকারের সংগে শান্তির মনোভাব নিয়েই চুক্তি করছি, আমরা এর থেকেই স্থির করতে সমর্থ হব যে আমাদের আন্তর্জাতিক নীতি কি আকার নেবে।

আমাদের সামনে যে প্রধান কর্তব্য আমরা বেছে নিয়েছি তা হল, শোষকদের পরাজিত করে দ্বিধাগ্রস্তের পক্ষের জয়লাভের সূচনা করা—এটা একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্যময় কর্মসূচী। দ্বিধাগ্রস্তের মধ্যে আছে সমস্ত বুর্জোয়া রাজ্যগুলি, যে রাজ্যগুলি বুর্জোয়া হিসাবে আমাদের ঘৃণা করে, কিন্তু অন্যদিকে ওরা আবার শোষিত রাজ্যও বটে, তাই ওরা আমাদের সংগে শান্তিকেই বেছে নিয়েছে। এটাই এস্তোনিয়ার সংগে শান্তির অর্থ ব্যাখ্যা করে। অবশ্যই এই শান্তি হল প্রথম ধাপ এবং এর প্রভাব অনুভূত হবে ভবিষ্যতে, কিন্তু সেটা যে অনুভূত হবেই এটা ঘটনা। এখন পর্যন্ত আমরা লাতভিয়ার সংগে কেবল রেডক্রসের[১১৩] মাধ্যমেই যোগাযোগ করেছি এবং পোলিস সরকারের সংগে আমাদের যোগাযোগও ঘটেছে একইভাবে। আমি আবার বলছি, এস্তোনিয়ার সংগে শান্তির ফল ঘটনাকে প্রভাবিত করতে বাধ্য কারণ এর ভিত্তিমূল একই, লাতভিয়া ও পোলাণ্ডকেও একইভাবে রাশিয়ার সংগে যুদ্ধে উত্তেজিত করার প্রচেষ্টা চলছে, যেমন হয়েছিল এস্তোনিয়ার বেলায়। হয়তো এই প্রচেষ্টা সফল হবে এবং যেহেতু পোলাণ্ডের সংগে যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে, আমরা সে বিষয়ে সতর্ক হব, কিন্তু আমরা নিশ্চিত আমাদের সাফল্যেও তার প্রমাণ পাওয়া গেছে—যে আমরা শান্তি সংস্থাপন করতে পারি এবং ত্যাগ স্বীকারও করতে পারি যদি তা কোন রকমে গণতন্ত্রের বিকাশ লাভের সহায়ক হয়। এটা এখন অত্যন্ত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ পোলিস সংক্রান্ত প্রস্তাবটি বিশেষভাবে গূঢ়। আমরা নানা সূত্রে যে অসংখ্য খবর পেয়েছি তাতে আভাস দেওয়া হয়েছে যে বুর্জোয়া, কূপমণ্ডূক জমিদারী পোলাণ্ড, পোলাণ্ডের সমস্ত পুঁজিবাদী দলের সব রকমের চাপ সৃষ্টি করা ছাড়াও সমস্ত আঁতাত শক্তিবর্গ পোলাণ্ডকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

আপনারা জানেন যে গণ-কমিশারদের পরিষদ পোলাণ্ডের শ্রমজীবী মানুষের[১১৪] কাছে একটি আবেদন করেছেন। আমরা আপনাদের এই আবেদনকে সমর্থন করতে অনুরোধ করছি, যে আবেদন পোলিস জমিদার গোষ্ঠী যে অপবাদমূলক প্রচার করছে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াবে। আমরা আবেদনের আরও একটি অতিরিক্ত আবেদন করবো পোলাণ্ডের

শ্রমজীবী মানুষের কাছে। এই আবেদন হবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে একটি চরম আঘাত স্বরূপ, যে সাম্রাজ্যবাদীরা পোলাণ্ডকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আমাদের কাছে অধিকাংশ লোকের স্বার্থই স্থান নেয় সর্বপ্রথমে।

আমি এখন আপনাদের সংগে একখানা তারবার্তার পরিচয় করিয়ে দেব, যেটাকে আমরা গতকাল বাধা দিয়েছিলাম, যেটাতে মার্কিন পুঁজি কিভাবে আমাদের আলোতে টেনে এনে আমাদের পোলাণ্ডের সংগে যুদ্ধে জড়াতে পারে সে বিষয়ে বলা আছে। তারবার্তায় বলা হয়েছে (তারবার্তা পড়তে থাকেন) আমি এই ধরনের কিছু বলি নি বা শুনি নি, কিন্তু ওরা মিথ্যা কথা বলবেই, কারণ বিনা কারণে ওরা মিথ্যা গুজব ছড়ানোর জন্য এত অর্থব্যয় করছে না, নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন মতলব আছে। বুর্জোয়া সরকার ওদের এই বিষয়েই গ্যারাণ্টি দিয়েছে (আবার তারবার্তাটি পড়তে থাকেন)। এই তারবার্তাটি ইউরোপ থেকে আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিল এবং পুঁজিপতিদের ভাণ্ডার থেকেই এর ব্যয় নির্বাহিত হয়েছে। এগুলি পোলাণ্ডের সংগে যুদ্ধ বেধে ওঠার জন্য এক নির্লজ্জ উস্কানি হিসাবে কাজ করবে। মার্কিন পুঁজি এই ব্যাপারে তাদের সাধ্যমত সব রকমের প্রচেষ্টাই চালাচ্ছে পোলাণ্ডের উপর চাপ সৃষ্টি করতে এবং তাই ওরা এত নির্লজ্জভাবে ওদের কাজ চালাচ্ছে, কারণ তাতে বলশেভিকরা তাদের সমস্ত 'লৌহদৃঢ় শক্তি' পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ক্ষয় করলেই কলচাক ও দেনিকিনের হাতে তার ধ্বংস অনিবার্য।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এখানে এবং এখনই গণ-কমিশারে পরিষদের সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সমর্থন জানাতে হবে এবং তারপরই আমরা যা আগেও করেছি তাই-ই করবো, এবং পূর্বে যেমন আমরা কলচাক ও দেনিকিনের বিরুদ্ধে করেছি সেই রকমই করবো এবারও। আমরা অবিলম্বে পোল জনগণের কাছে আবেদন করে প্রকৃত ঘটনাকে বিবৃত করবো। আমরা ভালভাবেই জানি যে আমাদের শত্রুর মধ্যে পদমর্যাদার লড়াইয়ে আমাদের অনুসৃত নীতি খুব কার্যকরীই হবে। অবশেষে, এই পন্থাই আমাদের নিয়ে যাবে আমাদের উদ্দিষ্ট পথে,—যে পথে সমস্ত দেশের শ্রমজীবী জনগণকে নিয়ে গেছে, সেই পথে। এই নীতি সুস্পষ্টভাবেই শুরু করা দরকার যত অসুবিধাই তাতে হোক না এবং একবার এই নীতি অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হলে, আমরা তাকে সমাপনের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবো।

প্রাভদা ও ইজভেস্তিয়ার ২৩ সংখ্যায় ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯২০ সালে সংক্ষিপ্ত বিবরণী হিসাবে প্রকাশিত।

খণ্ড ৩০, পৃঃ ৩১৯-২৫

ইউনিভারসাল সার্ভিস-এর বার্লিনস্থ সংবাদদাতা কার্ল ভিগান্দের প্রশ্নের জবাব[১১৫]

১। আমাদের পোলাণ্ড ও রুমানিয়া আক্রমণের অভিলাষ আছে কি ?

না। আমাদের শান্তিপূর্ণ অভিলাষের কথা আমরা গণ কমিশার পরিষদ ও সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির নামে গুরুত্ব সহকারে ও আনুষ্ঠানিকভাবে তা ঘোষণা করেছি। খুবই দুঃখের কথা যে ফরাসী পুঁজিবাদী সরকার পোলাণ্ডকে (এবং সম্ভবত রুমানিয়াকেও) উস্কানি দিচ্ছে আমাদের আক্রমণের জন্য। লিয়োঁ থেকে একাধিক মার্কিন বেতার বার্তায় পর্যন্ত তার উল্লেখ রয়েছে।

২। এশিয়ায় আমাদের পরিকল্পনা কী ?

ইউরোপের মতই, নতুন জীবনে শোষণহীন, জমিদারহীন, পুঁজিপতিহীন, ব্যবসায়ীহীন এবং জীবনে জাগরণোন্মুখ সমস্ত দেশের সংগে, সমস্ত জাতির শ্রমিক, কৃষকের সংগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ১৯১৪-১৯১৮-এর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, জার্মান-অস্ট্রীয় পুঁজিপতি জোটের বিরুদ্ধে বিশ্ব বণ্টনের জন্য ইংগ-ফরাসী (ও রুশীয়) পুঁজিপতি জোটের যুদ্ধ এশিয়াকে জাগিয়ে তুলেছে, এবং অন্যান্য দেশের মতই এখানেও স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ শ্রম ও ভবিষ্যৎ যুদ্ধ নিরোধের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর করেছে।

৩। আমেরিকার সংগে শান্তির ভিত্তি কী ?

মার্কিন পুঁজিপতিরা যেন আমাদের গায়ে হাত না দেন। আমরা তাঁদের স্পর্শও করবো না। পরিবহণ ও শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য সোনায় দাম দিতেও আমরা রাজী। শুধু সোনায় নয়, কাঁচামাল দিয়েও।

৪। এই ধরনের শান্তির পক্ষে বাধা কী ?

আমাদের পক্ষ থেকে কিছুই নয়। মার্কিন (তথা অন্যান্য যে কোন অংশ) পুঁজিপতিদের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ।

৫। আমেরিকা থেকে রুশ বিপ্লবীদের বহিষ্কারের ব্যাপারে আমাদের মত—

আমরা তাদের গ্রহণ করেছি, এখানে আমাদের দেশে আমরা বিপ্লবীদের ভয় পাই না। আসলে কাউকেই ভয় পাই না আমরা এবং আমেরিকা যদি তার কয়েক শ, বা কয়েক হাজার নাগরিককে ভয় পায়, তাহলে আমেরিকার পক্ষে ভয়াবহ সমস্ত ও সব ধরনের নাগরিককে (অবশ্য ফৌজদারী অপরাধী ছাড়া) গ্রহণ করার জন্য আলাপ-আলোচনা শুরু করতে আমরা রাজী।

৬। রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে মৈত্রীর সম্ভাবনা কী?

দুর্ভাগ্যের বিষয় সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। কেন না শাইদেম্যানরা খারাপ সহযোগী। বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত দেশের সংগেই আমরা মৈত্রীর পক্ষপাতী।

৭। যুদ্ধাপরাধীদের প্রত্যর্পণ বিষয়ে মিত্রশক্তির দাবী সম্পর্কে আমাদের মতামত?

যুদ্ধাপরাধের কথা যদি গুরুত্ব সহকারে বলতেই হয়, তাহলে সব দেশের পুঁজিপতিরাই অপরাধী। সমস্ত জমিদারদের (একশ হেক্টরের বেশি.জমির মালিক) ও পুঁজিপতিদের (যাদের এক লক্ষ ফ্রাঁর বেশি পুঁজি) দিয়ে দিন আমাদের হাতে, আমরা তাদের সার্থক শ্রমের তালিম দেব, শোষক এবং উপনিবেশ বণ্টনের জন্য যুদ্ধের উস্কানিদাতা হিসাবে তাদের লজ্জাকর হীন ও রক্তাক্ত ভূমিকা ঘুচিয়ে দেব। তখন অচিরেই যুদ্ধই অসম্ভব হয়ে উঠবে।

৮। আমাদের সংগে শান্তির কি প্রভাব পড়বে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর?

যন্ত্রের বিনিময়ে শস্য, শন, কাঁচামাল—এ সবে কি ইউরোপীয় অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতি হওয়া সম্ভব? উপকার না হয়েই পারে না, তা স্পষ্ট।

৯। বিশ্বশক্তি হিসাবে সোভিয়েতগুলির ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্পর্কে আমাদের মত।

সারা দুনিয়াই ভবিষ্যতে সোভিয়েত ব্যবস্থার পক্ষে। ঘটনায় তার প্রমাণ হয়েছে। যে কোন দেশেই সোভিয়েতের পক্ষপাতী অথবা দরদী পুস্তিকা, পুস্তক, প্রচারপত্র ও সংবাদপত্রের সংখ্যার হিসাব নেওয়া যাক, তিন মাস অন্তর সেটা কি পরিমাণ বাড়ছে সেটা হিসাব করলেই হবে। এ না হয়ে পারে না, একবার যদি শহরের শ্রমিক এবং গ্রামের শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, ছোট চাষী—অর্থাৎ যারা মজুর শোষণ করে না—মেহনতী জনগণের এই বিপুল সংখ্যক একবার যদি বোঝে যে সোভিয়েত ব্যবস্থায় সমস্ত ক্ষমতা আসে

তাদের হাতে, জমিদার ও পুঁজিপতিদের জোয়াল থেকে মুক্তি পায় তারা, তখন সারা দুনিয়া জুড়ে সোভিয়েত ব্যবস্থার বিজয় ঠেকানো কি সম্ভব? আমি অন্তত: তেমন উপায় জানি না।

১০। বাইরে থেকে প্রতিবিপ্লবী হস্তক্ষেপের আশংকা কি এখনো রাশিয়ার আছে?

দুর্ভাগ্যক্রমে এই আশংকা আছে। কারণ পুঁজিপতিরা হল নির্বোধ লোভী লোক। হস্তক্ষেপের এমনি একাধিক নির্বোধ লোভী প্রচেষ্টা তারা করছে, তাই প্রত্যেক দেশের শ্রমিক-কৃষকেরা তাদের নিজস্ব পুঁজিপতিদের আগাগোড়া *পুনঃশিক্ষিত* না করে তোলা পর্যন্ত তার পুনরাবৃত্তির আশংকা থাকেই।

১১। আমেরিকার সংগে ব্যবসা সম্পর্কে প্রবেশ করতে রাশিয়া রাজী আছে কি?

অবশ্যই রাজী এবং অন্য সমস্ত দেশের সংগেও। এরই জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তে এমন কি পারমিট দিতেও যে আমরা রাজী তার প্রমাণ হয়েছে এস্তোনিয়ার সংগে আমাদের শান্তি-চুক্তিতে, অনেক কিছুই আমরা ছেড়ে দিয়েছি তাতে।

১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯২০

ভি. উলিয়ানভ (এন. লেনিন)

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯২০ সালে
"নিউ ইয়র্ক ইভিনিং জারনাল"-এর
১২৬৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত।
রুশ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত
প্রাভদার ১১২ সংখ্যায়
২২শে এপ্রিল ১৯৫০।

খণ্ড ৩০, পৃঃ ৩৬৫-৬৭

"দি ওয়ার্লড" (আমেরিকা)[১১৬] পত্রিকার সংবাদদাতা লিঙ্কন আয়ারের সঙ্গে আলোচনা

মিত্রশক্তিরা 'দাবা খেলছেন'

অবরোধ[১১৭] তুলে নেওয়া সম্পর্কে মিত্রশক্তির যে সিদ্ধান্তের কথা শোনা গেছে, সেই সম্পর্কে লেনিন বলেন :

এই ধরনের একটা অস্পষ্ট প্রস্তাবের পক্ষে অকপটতা লক্ষ্য করা বেশ কঠিন, কারণ এটা পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমাদের নতুন করে আক্রমণের প্রস্তুতির সঙ্গে মিশে যায়। প্রথম দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ পরিষদের প্রস্তাব বেশ যুক্তিযুক্ত মনে হয়—রুশ সমবায়গুলির মাধ্যমে বাণিজ্যিক সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু সমবায়গুলির অস্তিত্ব আর নেই, সোভিয়েত বণ্টন সংস্থাগুলির সঙ্গে তা গ্রথিত হয়ে গেছে। তাই সমবায়গুলির সঙ্গে কারবার চালাবার কথা যে মিত্রশক্তিরা বলেন তার অর্থ কী? নিশ্চয়ই তা পরিষ্কার নয়।

তাই বলি যে অবস্থা খুঁটিয়ে দেখে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস দাঁড়ায় এই যে [illegible] সিদ্ধান্তসমূহ হল মিত্রশক্তির দাবা খেলার একটা চাল মাত্র, যার আসল উদ্দেশ্য এখনও অস্পষ্ট।

লেনিন একটু থামলেন, তারপর হো হো করে হেসে বললেন :

এটা অনেক বেশি অস্পষ্ট, উদাহরণস্বরূপ, মার্শাল ফসের (Marshal Fach) ওয়ারশ সফরের অভিলাষের চেয়েও।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে পোলীয় আক্রমণের সম্ভাবনায় তিনি গুরুত্ব দেন কিনা (এটা মনে রাখা দরকার যে রাশিয়ায় শোনা যেত বলশেভিকদের বিরুদ্ধে পোলীয়দের দিয়ে আক্রমণের কথা, এর উল্টোটা কখনও নয়)।

এতে কোন সন্দেহ নেই, লেনিন উত্তর দিলেন। ক্লীমেসোঁও ফশ হলেন অত্যন্ত গুরুত্বমনা লোক, তাহলেও এই আক্রমণ পরিকল্পনাটা একজনের মাথা থেকে বেরিয়েছে, অন্যে তা পালন করে চলেছে। এটা অবশ্যই একটা গুরুতর বিপদ, কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর বিপদ আমরা সহ্য করেছি। এতে আমাদের ভয়ের চেয়ে হতাশাই বেশি হচ্ছে যে মিত্রশক্তি এখনো অসম্ভবেরই অনুসরণ করে চলেছেন, কারণ রুশ সমস্যার আপস মনোমত সমাধানে কলচাক ও দেনিকিনের আক্রমণ এক সময় যে রকম ব্যর্থ হয়েছিল, পোলীয় আক্রমণও ঠিক ততটাই অক্ষম। মনে রাখবেন পোল্যাণ্ডের নিজেরই অনেক সমস্যা রয়েছে। এটা পরিষ্কার যে রুমানিয়া সমেত তার প্রতিবেশীদের কারো কাছ থেকেই পোল্যাণ্ড কোন সাহায্য পেতে পারে না।

অথচ মনে হয় যেন শান্তি আগের চেয়ে কাছেই, আমি বললাম।

হ্যাঁ সে কথা সত্যি। আমাদের সংগে বাণিজ্যের একটা অনুসিদ্ধান্ত যদি হয় শান্তি, তাহলে মিত্রশক্তিরা বেশি দিন তা এড়িয়ে থাকতে পারবে না। আমি শুনেছি যে ক্লীমেসোঁর পদাধিকারী মিলরাঁ (Millerand) রুশ জনগণের সংগে বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। হয়তো এটা ফরাসী পুঁজিপতিদের মধ্যে মতিগতি পরিবর্তনের একটা লক্ষণ। কিন্তু ইংলণ্ডে এখনও চার্চিলের প্রতাপ এবং লয়েড জর্জ সম্ভবত আমাদের সংগে ব্যবসা করতে চাইলেও যে সব রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বার্থ চার্চিলের কর্ম-নীতিকে সমর্থন করছে তাদের সংগে একটা প্রকাশ্য বিচ্ছেদ ঘটাতে সাহস করছেন না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রীদের নিপীড়ন

আর আমেরিকা?

সেখানে কী হচ্ছে তা বোঝা কঠিন! মনে হয় আপনাদের ব্যাংকাররা আমাদের আগের চেয়েও বেশি ভয় পাচ্ছে। অন্ততঃ আমাদের সরকার অন্য যে কোন সরকারের চেয়ে, এমন কি ফরাসী প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের চেয়েও বেশি দমন পীড়নমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে, শুধু সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধেই নয়, সামগ্রিকভাবে সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীরই বিরুদ্ধে। স্পষ্টতঃই সেই সরকার নির্যাতন করছে বিদেশীদের। অথচ বিদেশী শ্রমিক না হলে কি অবস্থা দাঁড়াবে আমেরিকার? আপনাদের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়োজনেই তাদের একান্ত প্রয়োজন।

তাহলেও কিছু কিছু মার্কিন শিল্পপতি যেন এই কথাটা বুঝতে শুরু করেছেন যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে রাশিয়ায় লাভজনক ব্যবসা

করাটাই বেশি বিক্ষোচিত, সেটাই শুভ লক্ষণ। অন্য যে কোন দেশের শিল্প মালের চেয়ে মার্কিন শিল্প-মাল—লোকোমোটিভ, মোটর ইত্যাদি আমাদের বেশি দরকার হবে।

আর আমাদের শান্তির শর্ত কী?

তা নিয়ে আর বেশি কিছু বলা অলস কালক্ষেপ মাত্র। লেনিন জোরের সঙ্গে জানালেন, গোটা দুনিয়াই জানে যে আমরা যে সব শর্তে শান্তি করতে প্রস্তুত, তার ন্যায্যতায় এমন কি সর্বাধিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিরাও তর্ক তুলতে পারে না। আমাদের শান্তির আকাঙ্ক্ষা, আমাদের শান্তির প্রয়োজন, ও বিদেশী পুঁজিকে অতি উদার গ্যারান্টি দান ও ছাড় দেওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুতির কথা বার বার বলেছি আমরা। কিন্তু শান্তির নামে আমাদের শ্বাসরুদ্ধ করতে চাইলে আমরা তা করতে দেব না।

আমাদের মত একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ পুঁজিবাদী দেশের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য কেন চালাতে পারবে না, তার কোন যুক্তি দেখি না আমি। পুঁজিবাদী লোকোমোটিভ ও কৃষি যন্ত্রপাতি নিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। সমাজতান্ত্রিক গম, শন আর প্লাটিনাম নিতেই বা তাদের আপত্তি হবে কেন? সমাজতান্ত্রিক গমের স্বাদটা অন্য যে কোন গমের মতই, তাই না? অবশ্যই ব্যবসা-সম্পর্ক তাদের স্থাপন করতে হবে ভয়াবহ বলশেভিকদের অর্থাৎ সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে। কিন্তু যুদ্ধকালীন সমরোপকরণ নিয়ে আঁতাত সরকারগুলির সঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন ইস্পাত শিল্পপতিদের যে ব্যবসা চালাতে হয়েছিল, সোভিয়েতের সঙ্গে ব্যবসায় তার চেয়ে বেশি মুশকিল হওয়ার কথা নয়।

ইউরোপ রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল

সেইজন্য সমবায়গুলির মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা পুনরারম্ভের এই কথাটা আমাদের কাছে কপট ও অত্যন্ত অস্পষ্ট মনে হয়—অবিলম্বে গ্রহণ করে কাজে নামার মত একটা অমায়িক, সোজা সরল প্রস্তাবের চেয়ে সেটাকে বরং দাবা খেলার চালমাত্র বলে মনে হয়। তাছাড়া সর্বোচ্চ পরিষদ যদি সত্যিই অবরোধ তুলতে চান, তো সে অভিলাষের কথা আমাদের বলছেন না কেন? প্যারিস থেকে কোন সরকারী প্রস্তাব আমরা পাই নি। যেটুকু জানি, সেটুকু আমাদের বেতারে শোনা সংবাদপত্রের পাঠানো অংশ মাত্র।

আঁতাত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়করা যেন এ কথাটা বুঝতে পারছেন না যে রাশিয়ার বর্তমান অর্থনৈতিক দুর্দশাটা নিতান্তই বিশ্ব

অর্থনৈতিক দুর্দশারই একটা অংশ। অর্থনৈতিক সমস্যাকে যতদিন একটা বিশেষ জাতি বা জাতি-গোষ্ঠীর দৃষ্টির বদলে বিশ্ব দৃষ্টি থেকে না দেখা হয়, ততদিন তার সমাধান অসম্ভব। রাশিয়াকে ছাড়া ইউরোপ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। আর ইউরোপ ধরাশায়ী থাকলে আমেরিকার অবস্থাও হবে সংকটজনক। যা দরকার সেটা যদি না চিনতেই পারলো, তবে কী কাজে লাগবে আমেরিকার পুঁজি? যত সোনা আমেরিকা জমিয়েছে তাতো আর আমেরিকা খেতে পরতে পারে না, তাই না? লাভজনকভাবে, অর্থাৎ তার কাছে সত্যি সত্যিই মূল্যবান হবে এমন একটা ভিত্তিতে ইউরোপের সংগে সে বাণিজ্য করতে পারবে না, যতক্ষণ না তার বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের বিনিময়ে সে যা চায়, তা ইউরোপে তাকে দিতে পারছে। আর সে সব জিনিস ইউরোপ তাকে দিতে পারবে না, যতক্ষণ না সে অর্থনৈতিকভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে।

বিশ্বের প্রয়োজন আছে রুশী মালের

রাশিয়ায় আমাদের আছে গম, শন, প্লাটিনাম, পটাশ ও বহু খনিজ পদার্থ যা গোটা বিশ্বের খুবই প্রয়োজন। বলশেভিকবাদ না থাক, এ সবের জন্য বিশ্ব শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে আসবেই। এ সত্যের বোধ যে ক্রমশ জাগছে তার লক্ষণ স্পষ্ট। কিন্তু ইতিমধ্যে কেবল রাশিয়া নয়, সারা ইউরোপই ভেংগে পড়ছে, তবু সর্বোচ্চ পরিষদ এখনও উল্টোপাল্টা উক্তির খেল খেলছেন। সম্পূর্ণ সর্বনাশ থেকে রাশিয়াকে বাঁচানো যায়, ইউরোপকেও বাঁচানো যায়, কিন্তু তার জন্য অবিলম্বে ও সত্বর কাজ করা উচিত। অথচ সর্বোচ্চ পরিষদ অত্যন্ত মন্থর, অত্যন্ত মন্থর গতিতে কাজ করছে। আসলে বোধহয় সর্বোচ্চ পরিষদ ইতিমধ্যেই ভেংগে পড়েছে কোন সিদ্ধান্ত না করেই, তার কাজটা হস্তান্তর করেছে রাষ্ট্রদূতদের এক পরিষদে এবং শুধু অবিদ্যমান, মৃত-প্রসূত এক লীগ অব নেশনকে[১১৮] রেখে গেছে তার স্থান নেওয়ার জন্য। মেরুদণ্ড হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়া লীগ অব নেশন কাজ শুরু করবে কী ভাবে?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম সোভিয়েত সরকার সামরিক পরিস্থিতিতে কী রকম সন্তুষ্ট।

অতি সন্তুষ্ট। আমাদের বিরুদ্ধে-পরবর্তী সামরিক আক্রমণের একমাত্র লক্ষণ রয়েছে পোলাণ্ডে, যে কথাটা আগে বলেছি। পোল্যাণ্ড যদি এ হঠকারিতায় নামে, তাহলে দুপক্ষেরই আরও দুর্ভোগ ঘটবে, আরো জীবন বলি দিতে হবে অকারণে। কিন্তু ফশ থাকলেও পোলীয়দের জয়লাভ

সম্ভব নয়। তাদের সংগে যদি চার্চিলও লড়াইয়ে নামে, তাহলেও তাঁরা আমাদের লাল ফৌজকে পরাস্ত করতে অক্ষম।

লেনিন মাথা হেলিয়ে বিষণ্ণভাবে হাসলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন :

বৃহৎ মিত্রশক্তির যে কেউ যদি তাদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে পাঠায় তাহলে অবশ্যই আমরা পরাজিত হতে পারি। কিন্তু সেটা ওরা সাহস করবে না। অসাধারণ একটা আপাত-বৈপরীত্য হল এই যে মিত্রশক্তিদের অসীম সম্পদের তুলনায় রাশিয়া যত দুর্বলই হোক না, ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী যে সেনাদল তারা পাঠিয়েছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সে সমস্ত প্রতিটি সশস্ত্র শক্তিকেই রাশিয়া শুধু ছত্রভংগই করে নি, সীমান্তের বাফার দেশগুলির উপর কূটনৈতিক ও নৈতিক জয়লাভ করেছে। এস্তোনিয়ার সংগে শান্তিচুক্তি হয়েছে আমাদের, সার্বিয়া* ও লিথুয়ানিয়ার সংগেও শান্তি আসন্ন। আঁতাত এই সব ছোট ছোট দেশকে বড় বড় টোপ ও হুমকি দেখালেও এরা আমাদের সংগে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনই পছন্দ করছে।

অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বেশ আশাব্যঞ্জক

এ থেকে সুনিশ্চিতভাবেই প্রমাণ হয় কী প্রভূত নৈতিক শক্তি আমরা রাখি। বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী, তাদের স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিরুদ্ধে কেবল আমাদেরই কোন মতলব নেই, একথাটা তারা বোঝে।

আর রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ?

সংকটজনক কিন্তু বেশ আশাব্যঞ্জক। বসন্তকাল নাগাদ খাদ্যাভাব অন্তত এতটা দূর হবে যে শহরগুলিকে দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচানো যাবে। যথেষ্ট জ্বালানিও থাকবে তখন। লালফৌজের চমৎকার কীর্তির ফলে জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন পর্বটা শুরু হয়েছে। এ ফৌজের কিছু কিছু অংশ এখন শ্রম বাহিনীতে পরিণত হয়েছে, এ একটা অসাধারণ ব্যাপার, একটা উচ্চ আদর্শের জন্য সংগ্রামী কোন দেশেই তা কেবল সম্ভব। নিশ্চয়ই পুঁজিবাদী দেশে তা করা যেত না। অতীতে আমাদের সশস্ত্র শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভের

* এটা খবরের কাগজের ভুল। সোভিয়েত রাশিয়ার সংগে সার্বিয়া যুদ্ধ করে নি। স্পষ্টতই লেনিন বলেছিলেন লাতভিয়ার কথা।

জন্য আমরা সব কিছু উৎসর্গ করেছি, এখন আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি ফেরাবো অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের দিকে। বেশ কয়েক বছর তাতে লাগবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের জয় হবেই।

রাশিয়ায় কমিউনিজম কখন সম্পূর্ণ হবে বলে আপনি মনে করেন?

ভেবেছিলাম প্রশ্নটায় হকচকিয়ে যাবেন, কিন্তু লেনিন সংগে সংগে জবাব দিলেন।

উরাল এবং অন্যান্য বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের মারফৎ আমাদের সমস্ত শিল্প ব্যবস্থাটার বৈদ্যুতিকীকরণ করতে চাই আমরা। আমাদের কারিগরী বিশারদরা বলেছেন তাতে দশ বছর সময় লাগবে। বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পন্ন হলে সেটা হবে সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের কমিউনিস্ট গঠনের পথে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আমাদের সমস্ত শিল্পই তাদের শক্তি সংগ্রহ করবে একটা সাধারণ উৎস থেকে, যা তার সকল শাখার জন্যই সমানভাবে যোগান দিতে পারবে। জ্বালানির জন্য অনুৎপাদক প্রতিযোগিতা দূর হবে তাতে এবং প্রসেসিং শিল্পের উদ্যোগগুলি স্থাপিত হবে এমন একটা দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর, যা ছাড়া কমিউনিজমের নীতি অনুসারে মূল দ্রব্যগুলির বিনিময়ের ব্যবস্থা করার আশা করা যায় না।

প্রসংগত, তিন বছরের মধ্যে ৫,০০,০০,০০০ বিজলী বাতি জ্বলবে, রাশিয়ায়। আমার ধারণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে ৭,০০,০০,০০০, কিন্তু যে দেশে বিদ্যুৎ এখনও তার শৈশবাবস্থায় রয়েছে, সেখানে এর দুই তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যা অর্জন করতে পারলেই বেশ ভালরকম একটা সাফল্য হয়। আমার ধারণা, আমরা যে সব বড় বড় কর্তব্যের সম্মুখীন, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বৈদ্যুতিকীকরণ।

সমাজতন্ত্রী নেতাদের উদ্দেশ্যে কটু মন্তব্য

আমাদের আলোচনার পর লেনিন, অবশ্য প্রকাশের জন্য নয়, ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন সমাজতন্ত্রী নেতার কিছু তীব্র সমালোচনা করেন। কার্যকরী ভাবে বিশ্ববিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এমন কি ইচ্ছাটুকুও যে এইসব ভদ্রলোকের আছে, তাতে তাঁর বিশ্বাসের অভাবই দেখা গেল। স্পষ্টতঃই তিনি মনে করেন যে বলশেভিকবাদ প্রতিষ্ঠা পাবে সমাজতন্ত্রের 'সরকারী' সর্দারদের জন্য নয়, বরং সেই সব সর্দার থাকা সত্ত্বেও।

দি ওয়ার্ল্ড সংখ্যা ২১৩৬৮-এ
২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯২০ সালে প্রকাশিত

সংবাদপত্রের বিবরণী অনুযায়ী প্রকাশিত।

মেহনতী কসাকদের প্রথম সারা রাশিয়া কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ থেকে

মার্চ ১, ১৯২০

বুর্জোয়া দেশগুলির নিজেদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। আমেরিকা ও জাপান এখন পরস্পর পরস্পরের টুঁটি টিপে ধরার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায় আছে, কারণ জাপান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় আরামে চুপচাপ বসেছিল, কিন্তু প্রায় সারা চীন—যার লোকসংখ্যা ৪০ কোটি তাকে গ্রাস করে বসেছে। সাম্রাজ্যবাদী ভদ্রলোকেরা বলেন, 'আমরা সাধারণতন্ত্রের পক্ষে, আমরা গণতন্ত্রের পক্ষে কিন্তু জাপানীরা কেন আমাদের নাকের সামনে দিয়ে তার যা প্রাপ্য তার চেয়েও বেশি দখল করবে?' জাপান আর আমেরিকা এখন যুদ্ধের সম্মুখীন এবং এমন কোন ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে যা দিয়ে এই যুদ্ধ নিবারণ করা যেতে পারে, অর্থাৎ এর ফলে মারা যাবে আরো এক কোটি লোক আর অকর্মণ্য হয়ে পড়বে আরো দুই কোটি। ফ্রান্সও বলছে, 'কারা উপনিবেশের দখল নিয়েছে?—না বৃটেন।' ফ্রান্স জয়ী হলেও সে এখন ঋণে আকণ্ঠ মগ্ন, তার অবস্থা এখন অসহায়ের মত, অথচ বৃটেন সঞ্চয় করে চলেছে সম্পদ। তাছাড়াও সেখানে নতুন সংগঠন ও জোট বেঁধে ওঠার পরিকল্পনাও শুরু হয়ে গেছে। এই উপনিবেশের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়েও ওরা আবার পরস্পর পরস্পরের টুঁটি টিপে ধরার জন্য ওঁৎ পেতে আছে। আর আবারও একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বেধে উঠবে, তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। এটা থামানো যাবে না, তার কারণ এই নয় যে পুঁজিপতিরা রয়েছে বলে, কারণ পুঁজিপতি-দের আলাদা ভাবে দেখলে তারা আর পাঁচজন সাধারণের মতই, তার কারণ এক দুষ্টচক্র, তাহল তাহল তারা সকলেই এক পুঁজির দুষ্টচক্রে আবর্তিত হচ্ছে, কারণ সারা দুনিয়াই এখন ঋণ ভারে জর্জরিত এবং যেহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তি সব সময়েই নিয়ে যায় যুদ্ধের দিকে।

প্রাভদার ৪৭-৪৯ সংখ্যায় মার্চ ২, ৩, ৪, ১৯২০ তে প্রকাশিত।

খণ্ড ৩০, পৃঃ ৩৯৩-৯৪

কৃষি বিষয়ক প্রশ্ন সম্পর্কিত প্রাথমিক খসড়া থিসিস

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের জন্য

[অংশ বিশেষ]

বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে অবিলম্বে এবং অতি অবশ্যই বাজেয়াপ্ত করতে হবে জমিদারদের, বৃহৎ ভূস্বামীদের সমস্ত জমি, অর্থাৎ তাদের, যারা পুঁজিবাদী দেশে নিজেরা সরাসরি অথবা নিজেদের চাষীদের মারফৎ নিয়মিত ভাবে মজুরী-শ্রমিক ও চারপাশের ছোট (প্রায়ই অংশত মাঝারিদেরও) চাষীদের শোষণ করে, নিজেরা কোনরকম কায়িক পরিশ্রম করে না, অধিকাংশই যারা সামন্তদের বংশধর (রাশিয়া, জার্মানী, হাঙেগরীতে অভিজাতরা, ফ্রান্সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সিনিয়ররা, ইংলণ্ডে লর্ডরা, আমেরিকায় প্রাক্তন-ক্রীতদাস মালিকরা) অথবা ধনী হয়ে ওঠা ফিনান্স রাঘববোয়াল, অথবা এই বর্গের শোষক ও পরজীবীর সংমিশ্রণ, এদের কাছ থেকে।

বৃহৎ ভূস্বামীদের জমি বাজেয়াপ্ত করার ফলে ক্ষতিপূরণ দান বা তার সমর্থনে প্রচার কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে কোনক্রমেই অনুমোদন যোগ্য নয়, কেন না ইউরোপ ও আমেরিকার বর্তমান পরিস্থিতিতে তার অর্থ দাঁড়াবে সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, এবং যুদ্ধের ফলে যারা সর্বাধিক নিপীড়িত সেই মেহনতী ও শোষিত জনগণের উপর নতুন সেলামী চাপানো, যে যুদ্ধে কোটিপতিদেরই কেবল সংখ্যা ও ধনবৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

বিজয়ী প্রলেতারিয়েত বড বড় ভূস্বামীদের যে জমি বাজেয়াপ্ত করবে, তাতে কী পদ্ধতিতে চাষ হবে, এই প্রশ্নে রাশিয়ায় তার অর্থনৈতিক পশ্চাৎমুখিতার দরুন কৃষকদের ভোগে এসব জমির বণ্টনই প্রাধান্য লাভ করেছে, যেগুলিকে বলা হয় 'রাষ্ট্রীয় খামার' প্রাক্তন মজুরী শ্রমিকদের রাষ্ট্রের আজ্ঞাধীন কর্মী এবং রাষ্ট্রচালক সোভিয়েতের সদস্য হিসাবে রূপান্তরিত

করে যে খামারগুলিকে প্রলেতারিয়েতের রাষ্ট্র নিজের দায়িত্বে চালায়, তা টিকে রয়েছে অপেক্ষাকৃত বিরল ব্যতিক্রম হিসাবে। অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের পক্ষে বড় বড় কৃষি উদ্যোগগুলির *অধিকাংশকে* প্রধানত টিঁকিয়ে রেখে রাশিয়ার 'রাষ্ট্রীয় খামারের' ধরনে চালানোই সঠিক বলে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক মনে করে।

তবে এই নিয়মটিকে অহেতুক নিয়মনিষ্ঠ করে ছকে বেঁধে ফেলে এবং আশেপাশের ছোট, কখনও বা মাঝারি চাষীদের কাছে শোষকদের বাজেয়াপ্ত করা জমির *একাংশের* হস্তান্তর করতে না দিলে তা প্রচণ্ড ভুল হবে।

প্রথমত, বৃহদায়তন কৃষির কারিগরী শ্রেষ্ঠতার ব্যাপারে যে চলতি আপত্তি ওঠে, তাতে প্রায়শই একটা তর্কাতীত তাত্ত্বিক সত্যের স্থলে চোরাই পথে আমদানী করা হয় জঘন্যতম সুবিধাবাদ ও বিপ্লবের প্রতি চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা। সে বিপ্লবের সাফল্যের জন্য উৎপাদনের সাময়িক হ্রাস হলেও কুণ্ঠিত হওয়ার কিছু নেই, যেমন ১৮৬৩-১৮৬৫ সালের গৃহযুদ্ধের ফলে তুলার উৎপাদন সাময়িক হ্রাস হলেও উত্তর আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথার বুর্জোয়া প্রতিপক্ষরা কুণ্ঠিত হয় নি। বুর্জোয়াদের কাছে উৎপাদনের জন্যই উৎপাদনের গুরুত্ব মেহনতী ও শোষিত জনগণের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শোষক উচ্ছেদ এবং এমন একটা পরিস্থিতির নিশ্চয়তা আনা যাতে শ্রম-জীবীরা পুঁজিপতিদের জন্য নয়, নিজেদের জন্য খাটতে পারবে। প্রলেতারিয়েতের প্রথম ও মূল কর্তব্য হল প্রলেতারিয়েতের বিজয় ও তার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। আর মাঝারি চাষীকে নিরপেক্ষীকরণ এবং পুরোপুরি না হলেও ছোট চাষীদের এক বিরাট অংশের সমর্থনে নিশ্চিত না হলে প্রলেতারিয়েত রাজের স্থায়িত্ব সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত কৃষিতে বৃহৎ উৎপাদন শুধু বাড়ানোই নয়, তা বজায় রাখতে হলেও ধরে নিতে হয় এমন গ্রাম্য প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্ব যারা পুরো-পুরি পরিণত, বৈপ্লবিক ভাবে সচেতন, বৃত্তিগত ও রাজনৈতিক সংগঠনের পাকাপোক্ত পাঠ পেয়েছে। যেখানে এই পরিস্থিতি নেই, অথবা যেখানে সচেতন ও কর্মঠ শিল্প শ্রমিকদের হাতে কাজটা যথাযোগ্য ভাবে তুলে দেওয়ার সম্ভাবনা নেই, সেখানে তাড়াহুড়ো করে রাষ্ট্র কর্তৃক বড় বড় খামার পরিচালনার চেষ্টা করলে প্রলেতারিয়েত রাজ কেবল অপদস্থই হবে সেখানে 'রাষ্ট্রীয় খামার' গড়তে হলে প্রচণ্ড সতর্কতা ও পাকাপোক্ত প্রস্তুতি দরকার।

তৃতীয়তঃ সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে, এমন কি সর্বাধিক অগ্রসর দেশ-গুলিতেও এখনও বৃহৎ ভূস্বামী কর্তৃক আশে পাশের ছোট চাষীর মধ্যযুগীয়, আধা-বেকারী শোষণের অবশেষ টিঁকে আছে, যেমন জার্মানীর Instleute,*

* ভাড়াটে চাষী।

ফ্রান্সের Metayers, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইজারাদার ভাগচাষী (শুধু নিগ্রোরাই নয়, শ্বেতকায়রাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে ঠিক এই ভাবেই তারা শোষিত হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে)। এরূপ ক্ষেত্রে ছোট চাষীরা আগে যে জমি ইজারা নিত তা বিনামূল্যে তাদের হাতে তুলে দেওয়া প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য, কেন না অন্য কোন অর্থনৈতিক ও কারিগরী বনিয়াদ নেই এবং তৎক্ষণাৎ তা গড়াও অসম্ভব।

বড় বড় খামারের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী অবশ্যই বাজেয়াপ্ত করে সাধারণ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে এই অপরিবর্তনীয় শর্তে যে এইসব যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী দিয়ে বৃহৎ রাষ্ট্রীয় খামারের প্রয়োজন মেটানোর পর প্রলেতারীয় রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্য শর্ত মেনে আশে পাশের ছোট চাষীরাও তা বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবে।

প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের পর প্রথম দিকটায় অবিলম্বে বৃহৎ ভূস্বামীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণই শুধু নয়, প্রতিবিপ্লবের নেতা ও সমস্ত গ্রামীণ জনগণের নির্মম উৎপীড়ক হিসাবে তাদের প্রত্যেকের বিতাড়ন বা অন্তরীণ-করণ একান্তই আবশ্যক, কিন্তু শুধু শহরে নয়, গ্রামেও যে পরিমাণ প্রলে-তারিয়েতের ক্ষমতা সংহত হতে থাকবে সেই পরিমাণে এই শ্রেণীর মধ্যকার যে সব শক্তির মূল্যবান অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, সাংগঠনিক নৈপুণ্য আছে, বৃহৎ সমাজ-তান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তাদের কাজে লাগাবার (নির্ভরযোগ্য কমিউনিস্ট শ্রমিকের বিশেষ নিয়ন্ত্রণাধীনে) নিয়মিত চেষ্টা চালানোও হবে বাধ্যতামূলক।

১৯২০ সালের জুনের গোড়ার দিকে লেখা — খণ্ড ৩১, পৃঃ ১৫৯-৬১

১৯২০ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে মূল কর্তব্যের থিসিস

[অংশ বিশেষ]

১৩। বিশেষ করে সবচেয়ে অগ্রণী পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক সংবাদ-পত্রের যা অবস্থা, তা অতি জাজ্বল্যমানরূপে যেমন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আমলে স্বাধীনতা ও সাম্যের সমস্ত মিথ্যাটা প্রকাশ পাচ্ছে তেমনি দেখা যাচ্ছে নিয়মিতভাবে আইন মাফিক কাজের সংগে বেআইনী কাজকে মেলানোর চেষ্টা। বিজিত জার্মানী ও বিজয়ী আমেরিকা উভয়েই বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত শক্তি এবং তাদের ফিনান্স পুঁজির রাঘববোয়ালদের সমস্ত কারসাজির প্রয়োগ করা হচ্ছে শ্রমিকদের কাছ থেকে তাদেব সংবাদপত্র-গুলিকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য, যথা, সম্পাদকের নামে মামলা, তাদের গ্রেপ্তার (বা ভাড়াটে খুনীদের দ্বারা তাদের হত্যা করা) ডাক চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ, কাগজের যোগান বন্ধ ইত্যাদি সবকিছু অস্ত্রই প্রয়োগ করা হচ্ছে। তাতে আবার দৈনিক সংবাদপত্রের পক্ষে সংবাদাদি অপরিহার্য তা রয়েছে বুর্জোয়া টেলিগ্রাফ এজেন্সিদের হাতে এবং যে বিজ্ঞাপন ছাড়া বড়ো একটা কাগজ চলতে পারে না, তা নির্ভর করছে পুঁজিপতিদের 'ব্যবসায়িক সুনামের' উপর। মোদ্দা কথা এই যে বুর্জোয়ারা ছলনা করে, পুঁজি ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের চাপ দিয়ে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতদের সংবাদপত্র সমূহ হরণ করছে।

এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য শ্রমিকদের মধ্যে গণপ্রচারের মত নতুন ধরনের সাময়িকপত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে কমিউনিস্ট পার্টিকে, প্রথমত আইন প্রকাশন,

নিজেদের কমিউনিস্ট-বলে ঘোষণা না করে এবং নিজের পার্টিভুক্তির কথা না জানিয়ে এগুলি যেন ১৯০৫ সালের জার আমলের বলশেভিকদের মত সামান্যতম আইনী সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করতে শেখা, দ্বিতীয়ত, বেআইনী প্রচারপত্র, এগুলির আকার অতি ক্ষুদ্র এবং প্রকাশ অনিয়মিত হলেও ব্যাপক সংখ্যায় তা শ্রমিকরা পুনর্মুদ্রিত করে নেবে (গোপনে, অথবা আন্দোলন প্রবল হলে ছাপাখানাকে বিপ্লবাত্মকভাবে দখল করে নিয়ে) ও তাতে প্রলেতারিয়েতদের জন্য দেওয়া হবে অবাধ, বিপ্লবী সংবাদ ও বিপ্লবী ধ্বনি।

কমিউনিস্ট সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য জনগণকে টেনে আনা বিপ্লবী সংগ্রাম ছাড়া প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রস্তুতি অসম্ভব।

১৮। শ্রেণী ও জনগণের সংগে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক এবং বুর্জোয়া সংসদ ও প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নে পার্টির অংশগ্রহণের বাধ্যতা অস্বীকৃতির যে সব মতামত প্রচলিত আছে, সেগুলিকে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস ভুল মনে করে। বর্তমান কংগ্রেসে এই ধরনের যুক্তিকে বিস্তারিত ব্যাখ্যার সাহায্যে খণ্ডন করা হয়েছে। এই ধরনের মতামত পুরোপুরি সমর্থন পেয়েছে 'জার্মানীর কমিউনিস্ট শ্রমিক পার্টি'র[১১৯] এবং অংশতঃ সুইজারল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টিতে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ভিয়েনাস্থিত পূর্ব ইউরোপীয় সেক্রেটারিয়েটের মুখপত্র 'কমিউনিজমে,' আমস্টার্ডামের যে সেক্রেটারিয়েটকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে তাতে, এবং কিছু কিছু ওলন্দাজ কমরেডদের মধ্যে, তাছাড়া ইংলণ্ডের কিছু কমিউনিস্ট সংগঠনের মধ্যে যথা, 'শ্রমিক সোশ্যালিস্ট ফেডারেশন' ইত্যাদিতে, তথা আমেরিকার 'বিশ্ব শিল্প শ্রমিক' এবং ইংলণ্ডের 'কারখানা মাতব্বর কমিটি'[১২০] ইত্যাদিতে।

তা সত্ত্বেও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস মনে করে এই সমস্ত সংগঠনের যেগুলি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগ দেয় নি, তাদের অবিলম্বে যোগদান সম্ভবপর ও তা বাঞ্ছনীয়ও, কেন না, এই ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমেরিকার ও অস্ট্রেলিয়ার 'বিশ্ব শিল্প শ্রমিক' এবং একই রকমের গ্রেট ব্রিটেনের 'কারখানা মাতব্বর কমিটি'র ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি একটা প্রগাঢ় প্রলেতারিয়েত ও গণ-আন্দোলন, যা মূলতঃ ও কার্যত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মূল নীতির উপরই দণ্ডায়মান। বুর্জোয়া সংসদে অংশ গ্রহণের প্রশ্নে এইসব সংগঠনের যে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায় সেটা বুর্জোয়া থেকেই উত্থিত ও শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে মূলত পাতি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীর (নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে যে ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়) আমদানীকারীদের জন্য ততটা নয়, যতটা পুরোপুরি বিপ্লবী ও জনগণের সংগে সংযুক্ত প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতাবশত।

তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস সেইজন্য আংগলো-সাক্সন দেশ-

গ্রুলির সমস্ত কমিউনিস্ট সংগঠন ও গোষ্ঠীর নিকট আবেদন করছে যে 'বিশ্ব শিল্প শ্রমিক' ও 'কারখানা মাতব্বর কমিটি'র তৃতীয় আন্তর্জাতিকে অবিলম্বে যোগদান যদি নাও ঘটে, তাহলেও তারা যেন ঐ সংস্থা দুটির সংগে যথাসম্ভব বন্ধুত্বের সম্পর্ক, তাদের সংগে ও তাদের অনুরাগী জনগণের সংগে ঘনিষ্ঠতা, সমস্ত বিপ্লব বিশেষ করে বিশ শতকের তিনটি রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের দৃষ্টিভংগীর পূর্বোল্লিখিত ভ্রান্তির বন্ধু সুলভ ব্যাখ্যার নীতি চালায় এবং এই সংস্থাগুলির সংগে একক কমিউনিস্ট পার্টিতে মিলনের পৌনঃপুনিক প্রচেষ্টা থেকে বিরত না হয়।

১৯২০ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত। খণ্ড ৩১, পৃঃ ১৯৬-৯৭
১৯৯-২০১

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মৌলিক পার্থক্য বিষয়ের বিবরণ থেকে

১৯শে জুলাই, ১৯২০

মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিপতির কর্তৃত্বপূর্ণ বিকাশলাভ করে কেবল যখন সারা দুনিয়াটার ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণ হয়, কেবল এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই নয় যে, বিভিন্ন রকম কাঁচামালের উৎসসমূহ ও উৎপাদনের উপায়কে বৃহত্তম পুঁজিপতিরা কব্জা করেছে, উপনিবেশ সমূহের ভাগাভাগিও সম্পূর্ণ হয়েছে, সেই হিসাবেও। বছর চল্লিশ আগে উপনিবেশগুলির জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল মোটামুটি ২৫০,০০০,০০০ উপর, যারা ৬টি পুঁজিপতি শক্তির অধীন ছিল। ১৯১৪ সালের যুদ্ধের আগে উপনিবেশসমূহের লোকসংখ্যা ছিল ৬০০,০০০,০০০ এবং যদি এর সংগে আমরা আধা-উপনিবেশসমূহ যেমন পারস্য, তুরস্ক এবং চীনের লোকসংখ্যা যোগ করি তাহলে মোট একশ কোটি লোক সবচেয়ে ধনী, সভ্য ও স্বাধীন দেশগুলির দ্বারা শোষিত ও নিপীড়িত হচ্ছিল। এবং আপনারা জানেন, যে সরাসরি রাজনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় পরাধীনতা ছাড়াও এইসব দেশের অধিকাংশ সময়েই অর্থনৈতিক হিসাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয় এবং তাদের ভোগ করতে হয় যুদ্ধের বিষময় ফল, যে যুদ্ধকে অবশ্য যুদ্ধ না বলে তাণ্ডব বলাই শ্রেয়—কারণ যখন ইউরোপীয় ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সেনারা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিরস্ত্র, প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন উপনিবেশের দেশগুলির উপর হামলা চালায় সেটা যুদ্ধের চেয়েও নারকীয় ঘটনা।

এই পরিণতি ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলেই দেখা

গেছে যার ফলে সারা দুনিয়া ভাগ হয়েছে, এর ফলে পুঁজিপতিদের আধিপত্য কায়েম হয়েছে, বৃহৎ শক্তি বাঁধা পড়েছে খুব সামান্য কয়েকটি বৃহৎ ব্যাংকের কাছে, প্রতি দেশে ২টি, তিনটি, চারটি বা পাঁচটি ব্যাংকের কাছে। দুনিয়াকে পুনর্বণ্টনের ইচ্ছাতেই এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল যে মুষ্টিমেয় দেশের কোন দল ব্রিটিশ না জার্মান—কাদের হাতে থাকবে সুবিধাবলী, কারা লুঠ করার অধিকার পাবে, সারা দুনিয়াকে শোষণের আধিপত্য পাবে—সেটা ঠিক করতে। আপনারা জানেন, যে যুদ্ধ এই প্রশ্নের সমাধানে ব্রিটিশের পক্ষে রায় দিয়েছে। এবং এই যুদ্ধের ফলে পুঁজিপতিদের মধ্যে পার্থক্যগুলি আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। এক ধাক্কায় এই যুদ্ধ প্রায় ২৫০,০০০,০০০ জন অধিবাসীকে ঠেলে দিয়েছে কয়েকটি দেশে যাদের অবস্থা উপনিবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়, যেমন রাশিয়া—যার লোকসংখ্যা ১৩০,০০০,০০০ এবং অস্ট্রিয়া-হাংগেরী, জার্মানী এবং বালগেরিয়া যাদের মিলিত লোকসংখ্যার পরিমাণও ১২০,০০০,০০০ জনের কম নয়। অর্থাৎ এই ২৫০,০০০,০০০ জনের মধ্যে যেমন জার্মানীর মত দেশে বাস করত —যে দেশ সবচেয়ে বেশ উন্নত, শিক্ষিত, সভ্য ও আধুনিক কারিগরী বিদ্যায় অগ্রগতির শিখরে পেঁাছেছে এমন দেশেরই সব। ভার্সাই চুক্তি অনুসারে এইসব দেশের উপর এমন সব শর্ত আরোপ করা হল যে কোন শিক্ষিত, উন্নত লোকের পক্ষে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, কারণ তাদের নামিয়ে আনা হয় এক পরনির্ভরশীল উপনিবেশে যারা ইতিমধ্যেই ধুঁকছে দারিদ্র্য, বুভুক্ষা, বিধ্বস্ত ও অধিকারবিহীন হয়ে; এই চুক্তিতে তাদের বেঁধে রাখা হয়েছিল কয়েক পুরুষ ধরে, যে অবস্থায় কোন সভ্য মানুষ বাস করতে পারে না। যুদ্ধের পর বিশ্বের চিত্রটি হল এই রকম: ন্যূনপক্ষে ১.২৫ কোটি লোকের অবিলম্বে ঔপনিবেশিক জোয়াল কাঁধে চেপে বসলো, ওদের শোষণ করা শুরু করল বর্বর পুঁজিবাদ—যারা এককালে শান্তির জন্য গর্ব করত এবং এমন সব অধিকার তারা ভোগ করতে শুরু করল যা গত পঞ্চাশ বছর আগে প্রচলিত ছিল, তখনও বিশ্ব ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় নি, হয় নি একচেটিয়ার আধিপত্য স্থাপন, আর তখনও পুঁজিবাদ মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ভাবেই সামরিক শক্তির প্রয়োগ ছাড়াই বিকাশ লাভ করছে।

বর্তমানে এই 'শান্তিপূর্ণ' অবস্থার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুরু হয়েছে এক দৈত্যাকারের নিপীড়ন এবং পরিবর্তে ঔপনিবেশিক ও সামরিক নিপীড়ন আরো জোরদার হচ্ছে আগের চেয়েও খারাপ অবস্থায়। ভার্সাই চুক্তি জার্মানী ও অন্যান্য বিজিত দেশকে এমন অবস্থায় নিয়ে এসেছে যে তাদের পক্ষে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আর খাড়া হয়ে দাঁড়ানোর অবস্থা নেই; ওদের সমস্ত অধিকার চ্যুত হয়েছে, ওরা এখন অপদস্থ হচ্ছে অনবরত।

ক'টা জাতি লাভবান হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই যুদ্ধের একমাত্র সুবিধাভোগী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর লোকসংখ্যার হিসাব করবো—যে দেশ যুদ্ধের সময় ছিল ঋণ ভারে জর্জরিত তারাই যুদ্ধের পর হয়েছে উত্তমর্ণ, তার লোকসংখ্যা ১০০,০০০,০০০-এর বেশি নয়। জাপান—যে ইউরোপীয় ও মার্কিন সংঘর্ষকে এড়িয়ে প্রচুর মুনাফা লুটেছে· এশীয় দেশগুলিকে দখল করে, তার লোকসংখ্যা, ৫০,০০০,০০০। উল্লিখিত দেশগুলির পরই যে সমান লাভবান হয়েছে সেই গ্রেটব্রিটেনের লোকসংখ্যা ৫০,০০০,০০০ বেশি নয়। যদি আমরা যে সব দেশ যুদ্ধে নিরপেক্ষ থেকেও যুদ্ধ থেকে মুনাফা লুটেছে, তাদের মোট জনসংখ্যা যোগ করি তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫০,০০০,০০০।

এইভাবে আপনারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরের পৃথিবীর একটা মোটামুটি চিত্র পেলেন। নিপীড়িত উপনিবেশসমূহে—যে সব দেশের লোকসংখ্যা কমিয়ে ফেলা হয়েছে যেমন পারস্য, তুরস্ক ও চীন এবং যে সব দেশ পরাজিত হয়েছিল এবং তাদের উপনিবেশের পর্যায়ে আনা হয়েছিল, সেখানকার লোকসংখ্যা ১২৫ কোটি। অনধিক ২৫০,০০০,০০০ জনসংখ্যা সমৃদ্ধ দেশ যেগুলি তাদের পুরনো অবস্থা বজায় রেখেছিল, যদিও তারা অর্থনীতিতে ছিল আমেরিকার উপর নির্ভরশীল, তাদের সকলকেই যুদ্ধ বাধলে যেহেতু তারা সামরিক দিক দিয়েও ছিল পরমুখাপেক্ষী তাই তাদের কাউকেই যুদ্ধ নিরপেক্ষ থাকতে দেয় নি। আর সর্বশেষে এই ২৫০,০০০,০০০ লোকের দেশগুলির মধ্যে পুঁজিপতি কয়েকটি অংশই কেবল ভোগ করেছিল যুদ্ধের দরুন দারুণ মুনাফা। তাহলে আমরা পাচ্ছি সর্বমোট ১৭৫ কোটি লোক নিয়েই তখনকার পৃথিবী। আমি আপনাদের পৃথিবীর তৎকালীন চিত্রটা একটু তুলে ধরতে চাই, সেই সময়ে পুঁজিপতিদের মধ্যে ও সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে যে পরস্পর বিরোধী সংঘর্ষ চলছিল যার পরিণতি বিপ্লবে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে মতপার্থক্য দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু করতে বাধ্য করে, যে ঘটনা আমাদের সভাপতি আপনাদের বলেছেন· তার সব কিছুই হল বিশ্ব জনসংখ্যার এই ধরনের বিভাজনের ফল।

অবশ্য এই চিত্রটি বিশ্ব অর্থনীতির একটা মোটামুটি ছবিই তুলে ধরে। আর বন্ধুগণ এটা স্বাভাবিক যে বিশ্বের জনসংখ্যার এইভাবে ভাগাভাগির ফলে ফিনান্স পুঁজি কর্তৃক শোষণ, পুঁজিপতি একচেটিয়ার শোষণ, বেড়ে গেছে বহুগুণ।

কেবল উপনিবেশ ও বিজিত দেশগুলিই পরনির্ভরশীলতায় পরিণত হয় নি প্রত্যেক বিজয়ী দেশগুলির মধ্যেও মত পার্থক্য বেড়ে গেছে প্রচণ্ডভাবে। সমস্ত পুঁজিপতি মতপার্থক্যই রূপ নিয়েছে সংঘর্ষের। আমি কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এগুলি বিশদ করছি।

জাতীয় ঋণের কথাই ধরা যাক। আমরা জানি যে প্রধান ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ঋণ ১৯১৪ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে বেড়ে গেছে কম করেও ৭ গুণ। আমি আরও একটা অর্থনৈতিক উৎসের উল্লেখ করছি, এটা হল এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য ব্রিটিশ কূটনীতিক ও 'শান্তির অর্থনৈতিক ফলশ্রুতি' গ্রন্থের লেখক কেইনসের লেখা প্রবন্ধ। কেইনস তাঁর সরকারের নির্দেশে ভার্সাই চুক্তির আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীতে সরেজমিনে ওখানকার অবস্থা পর্যালোচনা করে সম্মেলনে একজন অর্থনীতিবিদ হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এমন এক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যা কিনা যে কোন কমিউনিস্ট বিপ্লবীর পক্ষেও অতখানি ওজনদার, চমকদার ও নির্দেশাত্মক হতে পারে নি। কারণ সে সব সিদ্ধান্ত হল বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদের যারা বলশেভিকবাদকে ঘৃণা করে অন্তস্থল থেকে এবং যে বলশেভিকদের তিনি নিজেও একজন ব্রিটিশ ফিলিস্তাইনের মতই মনে করেন একদল দস্যুপ্রকৃতির, হিংস্র পশুসদৃশ। কেইনস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ভার্সাই চুক্তির পর ইউরোপ এবং সারা দুনিয়া দেউলিয়া হয়ে পড়বে। তিনি পদত্যাগ করে সরকারের মুখের উপর তার বই ছুঁড়ে ফেলে এই কথা বলেন: 'আপনারা যা করেছেন সে পাগলামি।' আমি তার উদ্ধৃতির উল্লেখ করবো, যা থেকে অবস্থা দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে ঋণী ও ঋণদাতার সম্পর্ক কি রকম গড়ে উঠেছিল? আমি পাউণ্ড স্টারলিংকে স্বর্ণরুবলে পরিবর্তন করে দশ স্বর্ণরুবলের সমান এক পাউণ্ড হিসাব করবো। তাহলে আমরা দেখতে পাই: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তির পরিমাণ ১৯০০ কোটি, কিন্তু তার কোন ঋণ নেই। যুদ্ধের আগে অবশ্য এদেশ ব্রিটেনের কাছে ঋণী ছিল। ১৯২০ সালের ১৪ই এপ্রিল জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির শেষ কংগ্রেসে কমরেড লেভি তাঁর প্রতিবেদনে ঠিকই বলেছিলেন যে এখন পৃথিবীতে মাত্র দুটি শক্তিই আছে যারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, যেমন বৃটেন ও আমেরিকা। আর্থিক দিক দিয়ে আমেরিকাই কেবল স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। যুদ্ধের আগে সে ছিল ঋণগ্রস্ত, কিন্তু এখন সে ঋণদাতা মাত্র। পৃথিবীর আর সব শক্তিই এখন ঋণগ্রস্ত। বিটেনের অবস্থা পড়ে এসেছে সেক্ষেত্রে তার সম্পদের পরিমাণ ১৭০০ কোটি হলেও ঋণের বোঝাও আছে ৮০০ কোটি। সে ইতিমধ্যেই প্রায় আধা ঋণী দেশে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়াও তার সম্পদের মধ্যে ৬০০ কোটি রয়েছে রাশিয়ার কাছে ঋণ হিসাবে। এই ঋণের মধ্যে যুদ্ধকালে রাশিয়ায় যে সামরিক যোগান দেওয়া হয়েছিল তাও আছে। যখন রুশ সোভিয়েত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ক্রাসিন এই ঋণ ব্যবস্থা নিয়ে লয়েড জর্জের সঙ্গে আলোচনা

করেছিলেন তখন তিনি বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিকদের কাছে, ব্রিটিশ সরকারের নেতৃবৃন্দের কাছে খোলাখুলিই বলেছিলেন যে তারা তখন অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন, তাই ওদের পক্ষে সমস্ত ঋণ ফেরত দেওয়ার কথার কথা বলা অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতিই হবে, ব্রিটিশ কূটনীতিক কেইনস ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে তাঁর সন্দেহের কথা প্রকাশ করেছেন।

অবশ্য এটা রুশ বিপ্লবী সরকারের দেনা শোধ করে দেওয়ার অনিচ্ছার কথা প্রকাশ হচ্ছে না আদৌ। কোন সরকারই অবশ্য এ ধার শোধ দেবে না কারণ এ টাকার অন্ততঃ বিশ গুণেরও বেশি ইতিমধ্যেই ঋণদাতারা উশুল করে নিয়েছে। এবং স্বার্থান্বেষী বুর্জোয়া কেইনস যার রুশ বিপ্লবী সরকারের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই তিনিও বলেছেন, 'এটা পরিষ্কার যে এই ঋণের হিসাব করা ঠিক হবে না।'

ফ্রান্সের ব্যাপারে কেইনস বলেন, তার সম্পদের পরিমাণ ৩৫০ কোটি আর তার ঋণের পরিমাণ ১০৫০ কোটি! এবং এই একটা দেশ যাকে ফরাসীরা বলতো পৃথিবীর দাদনদার, কারণ তার 'সঞ্চয়ের' পরিমাণ ছিল বিশাল, ঔপনিবেশিক ও অর্থনৈতিক লেনদেনের ফলে তার জমে বিরাট পুঁজি—সে তাই লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ধার দিয়েছে, বিশেষ করে রাশিয়াকে। এই ঋণের ফলে তার আয়ও হয়েছে প্রচুর। এসব ছাড়াও এবং যুদ্ধে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও ফ্রান্স একটা ঋণগ্রস্ত দেশের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

বুর্জোয়া মার্কিন উৎসের হিসাবে কমিউনিস্ট কমরেড ব্রাউন তার *'যুদ্ধের ঋণ কে শুধিবে?'* (লিপজিগ, ১৯২০) গ্রন্থে জাতীয় সম্পদের তুলনায় ঋণের পরিমাণ হিসাব করেছেন এইভাবে: বিজয়ী দেশ, বৃটেন ও ফ্রান্সে ঋণের পরিমাণ তাদের জাতীয় সম্পদের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি, ইটালিতে এই পরিমাণ শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ এবং রাশিয়ায় ৯০ ভাগ। আপনারা জানেন যে অবশ্য এই ঋণে আমাদের কোন অসুবিধা নেই কারণ আমরা কেইনসের বই বের হওয়ার আগে থেকেই তার দেওয়া সুন্দর পরামর্শ মত কেবল ঋণের পরিমাণ বছর বছর বাতিল করেই যাই (প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি)।

এতে অবশ্য কেইনস ফিলিস্তাইনদের আধ-পাগলা প্রবৃত্তির খোলস খুলে ফেলে বলেছেন: সমস্ত ঋণের পরিমাণ বছর বছর বাতিল করে যাওয়ার পরামর্শের সংগে তিনি একথাও বলেন যে তাতে কেবল ফ্রান্সই লাভবান হবে, ব্রিটেনেরও অবশ্য খুব একটা লোকসান হবে না যদিও রাশিয়া থেকে কিছুই আদায় করা যাবে না; আমেরিকার লোকসানের পরিমাণটা হবে বেশ বেশি, কিন্তু সেটাকে আমেরিকার 'সহৃদয়তা' বলেই কেইনস মনে করেন! এই ব্যাপারে কেইনস ও অন্যান্য পাতি-বুর্জোয়া আশাবাদীদের সংগে আমাদের মতের অবশ্য কোন মিল হয় না। আমরা মনে করি যে ঋণের পরিমাণ বাতিল

করতে হলেও কিছু একটা ঘটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং পুঁজিপতিদের 'সহৃদয়তার' হিসাব না করে অন্য কোন দিকে কাজ করতে হবে।

এই মাত্র কয়েকটি পরিসংখ্যানেই দেখা যাচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিজয়ী শক্তিসমূহের পক্ষেও অসম্ভব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে মজুরী ও মূল্যস্তরের প্রচণ্ড পার্থক্যের ফলে। এই বছরের ৮ই এপ্রিল সর্বব্যাপী বিপ্লবের হাত থেকে বুর্জোয়াদের পৃথিবী জুড়ে বাঁচার রক্ষাকবচ হিসাবে তৈরী সর্বোচ্চ অর্থকরী পরিষদ তাদের সম্মেলনের শেষে এক আবেদন প্রচার করে শিল্প ও সহযোগী সংস্থাসমূহকে শৃংখলা বজায় রাখতে বলেছে যদি অবশ্য শ্রমিকরা পুঁজির দাস হিসাবে থাকে। এই সর্বোচ্চ অর্থকরী পরিষদ, যা হল আঁতাত দেশগুলি ও সারা দুনিয়ার পুঁজিপতিদের সৃষ্টি, তারা নিম্নলিখিত বাণী প্রচার করেছে :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যস্তর বেড়েছে গড়ে শতকরা ১২০ ভাগ, সেই ক্ষেত্রে মজুরী বেড়েছে শতকরা ১০০ ভাগ। ব্রিটেনে খাদ্য সম্ভারের মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা ১৭০ ভাগ, সেই পরিমাণে মজুরীর হার বেড়েছে ১৩০ ভাগ, ফ্রান্সে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেড়েছে শতকরা ৩০০ ভাগ তার মজুরী বৃদ্ধির হার শতকরা ২০০ ভাগ, জাপানে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেড়েছে শতকরা ১৩০ ভাগ আর মজুরী বেড়েছে শতকরা ৬০ ভাগ (আমি কমরেড ব্রাউনের পুস্তিকা ও সর্বোচ্চ অর্থকরী পরিষদের *দি টাইমস* পত্রিকার ১৯২০ সালের ১০ই মার্চের সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে পরিসংখ্যান নিয়েছি)

এই অবস্থায়, শ্রমিকদের পুঁঞ্জিভূত অসন্তোষ, তাদের বিপ্লবী সত্তার চেতনা ও ধারণার বিকাশলাভ এবং তাদের স্বতঃস্ফূর্ত গণ-হরতালের ডাক অনিবার্য হয়ে উঠছে কারণ শ্রমিকদের অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠছে ক্রমেই। শ্রমিকদের নিজেদের অভিজ্ঞতাতেই বুঝতে পারছে যে পুঁজিপতিরা যুদ্ধের দ্বারা অস্বাভাবিক মুনাফা লুটছে এবং যুদ্ধের যা কিছু খরচ ও দেনা সব কিছুই চাপাচ্ছে শ্রমিকদের কাঁধে। আমরা সম্প্রতি তারবার্তা মারফৎ খবর পেলাম যে আমেরিকা 'মারাত্মক আন্দোলনকারীদের' হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আরও ৫০০ কমিউনিস্টকে রাশিয়ায় ঠেলে পাঠাতে চাইছে।

যদি আমেরিকা আমাদের দেশে কেবল ৫০০ নয়, ৫০০,০০০ রুশ, মার্কিন, জাপানী ও ফরাসী আন্দোলনকারীদেরও ঠেলে পাঠিয়ে দেয় তাহলেও কোন রকমফের হবে না, কারণ তখনও মূল্যস্তর আর মজুরীর মধ্যে পার্থক্য থাকবেই যে ব্যাপারে তারা কিছুই করতে পারে না। কেন তারা কিছু করতে পারে না, তার কারণ সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি খুব ভালভাবেই সংরক্ষিত করা হয়, ওটা যেখানে 'পবিত্র' সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয়। একথা ভুললে চলবে না যে কেবল রাশিয়াতেই শোষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ করা হয়েছে। পুঁজিপতিরা মূল্যস্তর আর মজুরীর মধ্যেকার

পার্থক্য দূর করার ব্যাপারে কিছুই করতে পারে না, আর শ্রমিকও তাদের পুরনো মজুরী পেয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। এই দুঃসময়ে পুরনো পদ্ধতি আর চলে না। বিচ্ছিন্নভাবে হরতাল, সংসদীয় সংগ্রাম বা ভোটের মাধ্যমে কোন কিছুই অর্জন করা যাবে না কারণ সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি 'পবিত্র সম্পদ' হিসাবে গণ্য হয় এবং পুঁজিপতিরা এমন পরিমাণে ঋণ করেছে যে সারা পৃথিবীই এখন কয়েকজনের কাছে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানও দিনের পর দিন অসহনীয় স্তরে এসে পৌঁছেছে। সেখানে আর কোন পথ নেই এ থেকে মুক্তি পাওয়ার কেবল একমাত্র পথ হল শোষকদের 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি'র বিলোপ সাধন ছাড়া।

ব্রিটেন ও বিশ্ববিপ্লব' পুস্তিকাতে যা থেকে ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের *'বুলেটিন অব দি পিপলস কমিশারিয়েত অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স'*-এ মূল্যবান উধৃতি তোলা হয়েছিল, সেই পুস্তিকায় কমরেড ল্যাপিনস্কি দেখিয়েছেন যে ব্রিটেনে শিল্প সংস্থার সরকারীভাবে যে হিসাব করা হয়েছিল তার চেয়ে কয়লা রপ্তানীর মূল্য বেড়েছে অনেক।

ল্যাংকাশায়ারে ব্যাপারটা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে শেয়ার এখন শতকরা ৪০০ হারে প্রিমিয়াম দিচ্ছে। ব্যাংকের মুনাফার হার অন্ততঃ শতকরা ৪০-৫০ ভাগ বেড়ে গেছে। এ ছাড়াও, মনে রাখা দরকার যে ব্যাংকের মুনাফার হিসাব করতে অধিকাংশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বেশির ভাগ মুনাফাকেই মুনাফা না বলে সে অংশকে বোনাস, কমিশন ইত্যাদি নামে চালান, আসল মুনাফার পরিমাণ গোপন করে। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে অর্থনৈতিক ঘটনা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করছে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে যখন অস্বাভাবিক মুনাফা জমছে ঠিক তখনই শ্রমিকদের দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে ক্রমাগত। কমরেড লেভি যে কথা বলেছেন, অত্যন্ত ন্যায্য কথা, যার উল্লেখ আমি আগেই করেছি, যে অর্থের মূল্যমানেরও পরিবর্তন হয়েছে, এদিকেও আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। ঋণের কারণে সব স্থানেই টাকার মূল্যান্তর নেমে গেছে, বিশেষ করে কাগজের মুদ্রা ইত্যাদির ব্যাপারে। সেই একই বুর্জোয়া উৎস, যার কথা আগেই বলেছি সেই সর্বোচ্চ অর্থকরী পরিষদ ১৯২০ সালের ৮ই মার্চের এক হিসাবে বলেছে যে ডলারের মূল্যমানের সংগে ব্রিটেনে অর্থের মূল্যায়ন হয়েছে এক তৃতীয়াংশ, ফ্রান্স ও ইতালিতে এর পরিমাণ দুই তৃতীয়াংশ এবং জার্মানীতে এর পরিমাণ শতকরা ৯৬ ভাগ।

এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় যে বিশ্ব পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক কারসাজি দ্রুত পড়ে যাচ্ছে, যে বাণিজ্য সম্পর্কের মাধ্যমে কাঁচামাল সংগ্রহ ও দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল পুঁজিবাদে তা আর কাজ করছে না, সেগুলি

আর কোন একটি দেশের তাঁবেদারে অনেকগুলি দেশের অবস্থিতি আর চলছে না, তার একটাই কারণ তাহল টাকার মূল্যমানের পরিবর্তন। কোন সম্পদশালী দেশ বা তার বাণিজ্য যদি না তার উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা ও কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যবস্থা ছাড়া টিঁকে থাকতে পারে না।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ আমেরিকা যার তাঁবেদারে ছিল প্রায় সব দেশই, তারাই আর কিছু কিনতে বা বেচতে পারছে না। এবং অভিন্ন কেইনস যিনি ভার্সাই আলোচনার মূল উদ্যোক্তা, এর অসম্ভাব্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, যদিও তিনি অনমনীয়ভাবে পুঁজিবাদের সমর্থন করে গেছেন ও সংগে সংগে ঘৃণা করেছেন বলশেভিক-বাদকে। ঘটনাক্রমে আমি মনে করি না যে কোন কমিউনিস্ট ইশতেহার বা সাধারণভাবে কোন বিপ্লবী ইশতেহারও কেইনসের মত দৃঢ়ভাবে উইলসনকে বা 'উইলসনবাদকে' সমর্থন করার মত যুক্তি দেখাতে পেরেছে। ফিলিস্তাইন-দের কাছে উইলসন ছিলেন আদর্শ এবং কেইনস ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বেশ কয়েকজন মস্তানের মত শান্তিবাদীরা (এমন কি আড়াই আন্তর্জাতিকও[121]) যারা চোদ্দ দফা নীতি[122] এমন কি উইলসনের নীতি সম্পর্কে 'মূল' উৎস নিয়ে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখেছেন তারা ভেবেছিলেন যে উইলসন 'সামাজিক শান্তি' বজায় রাখবেন, শোষক ও শোষিতদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলে সামাজিক পরিবর্তন আনবেন। কেইনস পরিষ্কার দেখিয়েছেন কিভাবে উইলসন সবাইকে বোকা বানিয়েছেন এবং ক্লেমাসোঁ ও লয়েড জর্জের নির্ধারিত কার্যকরী, বাণিজ্যিক ও ফেরিওয়ালাদের মত নীতির সংগে তুলনা করলেই প্রথম অবস্থাতেই তার অসাড়তা ধরা পড়ে। শ্রমিকদের বাণী এখন আগের চেয়েও আরও পরিষ্কার তারা শুনতে পাচ্ছে তাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই—এবং কেবল কেইনসের বই পড়েই তা জানতে পারবেন পাণ্ডিত্যা-ভিমানী ব্যক্তিরা, যে উইলসনের নীতির 'মূল' কথা হল বকধার্মিকের বাজে কথার ফুলঝুরি, পাতি-বুর্জোয়া শব্দশৈলীর বিনাশ মাত্র এবং যা শ্রেণী-সংগ্রাম বুঝতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

এই সবের থেকে দুটি অবস্থা, দুটি বিশেষ মৌলিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে স্বভাবতই ও অনিবার্যভাবেই। একদিকে জনগণের দারিদ্র্যের সীমা বেড়ে গেছে অস্বাভাবিক ভাবে, বিশেষ করে ১,২৫ কোটি লোকের অর্থাৎ বিশ্ব জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগের মধ্যেই। এগুলি হল ঔপনিবেশিক ও পরিবর্তনশীল দেশ, যাদের জনগণের কোন আইনগত অধিকার বলে কিছু নেই, পুঁজির রাহাজানদের কাছে এরা সব 'মার্কামারা' দেশ। এ ছাড়াও, ভার্সাই চুক্তিতে পরাজিত দেশগুলির দাসত্ব মঞ্জুর করা হয়েছে, এবং রাশিয়া সংক্রান্ত গোপন চুক্তিতে, যাকে অবশ্য প্রকৃতপক্ষে ছেঁড়া কাগজের বেশি মূল্য দেওয়া যায় না, সেই অনুযায়ী বলা হয়েছে যে আমরা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা

ঋণী। বিশ্ব ইতিহাসে এই আমরা প্রথম দেখলাম যে এইভাবে আইনের দ্বারা ১,২৫ কোটি লোকের উপর লুঠতরাজ, দাসত্ব, পরনির্ভরশীলতা, দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, প্রত্যেকটি মহাজনী দেশের শ্রমিকরা দেখছে যে তারা ক্রমান্বয়ে অসহনীয় অবস্থার পড়ছে। এই যুদ্ধে অভূতপূর্ব পুঁজিবাদী মতপার্থক্য প্রকট হয়ে উঠছে তার কারণ যে গভীরভাবে বিপ্লবী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। যুদ্ধের সময় জনগণকে রাখা হয়েছিল সামরিক শৃংখলায়, তখন তাদের মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল বা যুদ্ধকালীন শাস্তির ভয় দেখানো হত। যুদ্ধকালীন অবস্থা চলায় জনগণ প্রকৃত অর্থনৈতিক সত্যতা অনুধাবন করতে পারতো না। লেখক সম্প্রদায়, কবি, যাজক সম্প্রদায়, এমন কি সমস্ত সংবাদপত্র যুদ্ধের উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরার জন্য সচেষ্ট ছিল। এখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে, তাই আসল সত্যও উদ্ঘাটিত হচ্ছে: জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও তার ব্রেস্ত লিতভস্ক চুক্তির স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ছে, ভার্সাই চুক্তি যা সাম্রাজ্যবাদের জয়ের সূচনা করতে চেয়েও পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল, সেটাও খোলসা হয়ে গেছে। ঘটনাক্রমে, কেইনসেব দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিয়েছে যে ইউরোপ ও আমেরিকায় হাজার হাজার পাতি-বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ ভাবে কোন রকম শিক্ষিত লোকেই কেইনসের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল, যিনি নিজে পদত্যাগ করে সব কিছু প্রকাশ করে সরকারের মুখের উপর বই ছুঁড়ে মেরেছিলেন। কেইনস দেখিয়েছেন যে হাজার হাজার লোকের মনে কি ঘটছে এবং ঘটবে, যখন তারা অনুধাবন করবে যে 'স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ' ইত্যাদি কথা কেবল প্রতারণা মাত্র এবং তার ফলে কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজনই আরও ধনী হয়েছে, অন্যদিকে অন্য সকলেই এগিয়ে গেছে ধ্বংসের মুখে ও তাদের দাসত্বের পর্যায়ে আনা হয়েছে। এটা কি ঘটনা নয় যে বুর্জোয়া কেইনস ব্রিটিশ অর্থনীতিকে বাঁচাতে ও টিঁকিয়ে রাখতে বৃটেনকে জার্মানী ও রাশিয়ার সংগে অবাধ বাণিজ্য সম্পর্ক পুনস্থাপন করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন? কিভাবে সেটা সম্ভব? সমস্ত ঋণ বাতিল করে দিয়ে, যেমন কেইনস প্রস্তাব করেছিলেন। এই ধরনের চিন্তা কেবল জ্ঞানী অর্থনীতিবিদ কেইনসের মাথাতেই আসে নি, এটা লক্ষ লক্ষ লোকের মাথাতেও এই চিন্তা দানা বেঁধেছে। লক্ষ লক্ষ লোকই শুনেছে যে বুর্জোয়া অর্থ-নীতিবিদরা বলছেন যে ঋণের পরিমাণ বাতিল করা ছাড়া আর কোন পথ নেই এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার, সুতরাং 'বলশেভিকরা উচ্ছন্নে যাক' (কেবল যারা ঋণের পরিমাণ বাতিল করেছে) আমরা এখন 'আমেরিকার 'বদান্যতার' কাছে আবেদন করি। আমি মনে করি যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করি সেই সব অর্থনীতি-বিদদের যাঁরা বলশেভিকবাদের জন্য আন্দোলন করছেন।

যদি একদিকে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা অসহনীয় অবস্থায় পৌঁছায় এবং অন্যদিকে কেইনস বর্ণিত বিচ্ছিন্নতা শুরু হয়ে থাকে এবং বাড়তে থাকে সর্বক্ষমতা সম্পন্ন কয়েকটি মাত্র দেশের মধ্যে, তাহলে আমরা বুঝবো যে বিশ্ব বিপ্লব শুরু হওয়ার দুটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের সামনে এখন মোটামুটি সারা বিশ্বের একটা চিত্র পরিষ্কার হয়ে আছে। আমরা জানি ১২৫ কোটি লোকের ভাগ্য মাত্র কয়েকজন ধনী ব্যক্তির হাতে সঁপে দিলে তার পরিমাণ কি হয়। অন্যদিকে যখন জনগণকে লীগ অব নেশন চুক্তিপত্র উপহার দেওয়া হল এবং ঘোষণা করা হল যে এই লীগ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে এবং আর কাউকেই শান্তি ভংগ করতে দেবে না এবং যখন এই চুক্তিপত্র সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের শেষ ভরসাস্থল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো তখনই আমাদের হল প্রাথমিক জয়। এটার আত্মপ্রকাশের আগে পর্যন্ত লোকেরা বলাবলি করতো যে জার্মানীর মত দেশের উপর বিশেষ কোন শর্ত আরোপ করা অসম্ভব, কিন্তু যখন চুক্তিপত্র কার্যকরী হল তখন সবকিছুই চললো ঠিকঠিক মত। তা সত্বেও যখন এই চুক্তিপত্র প্রকাশিত হল তখন বলশেভিকবাদের চরম বিরোধিতা একে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো! আর যখন এই চুক্তিপত্র কার্যকরী হল, তখন দেখা গেল ধনী দেশের মধ্যে কয়েকটি কুখ্যাত 'বৃহৎ চতুঃশক্তি'—যাদের প্রতিনিধি ছিল ক্লেমেসোঁ, লয়েড জর্জ, ওরল্যাণ্ডো এবং উইলসন—ওরা নতুন করে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুললো! কিন্তু যখন চুক্তিপত্র অনুযায়ী তার কাজ শুরু হয়ে গেল তখনই এটা এগিয়ে গেল বিকল হওয়ার পথে।

এর প্রমাণ পেয়েছি আমরা রাশিয়ার সংগে যুদ্ধের সময়। দুর্বল, ধ্বংসপ্রায়, অসহায় রাশিয়া এত অতি অনুন্নত দেশ তাদের প্রায় সবকটি দেশের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে হল, ধনী ও শক্তিশালী দেশের সংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে এবং যারা তখন পৃথিবীর উপর আধিপত্য করছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হল এবং জয়লাভও করলো। আমরা এমন কোন শক্তি নিয়োগ করতে পারি নি যা ওদের সমতুল, তা সত্ত্বেও আমরাই বিজয়ী বলে প্রমাণিত হলাম। এটা কেন হল? কারণ ওদের মধ্যে কোন একতা ছিল না, কারণ প্রত্যেক শক্তিই অপরের বিরুদ্ধে কাজ করছিল। ফ্রান্স চাইছিল রাশিয়া তার ঋণ মিটিয়ে দিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়ুক, বৃটেন চাইছিল রাশিয়ার বিভাজন এবং সেজন্য সে বাকু তৈল খনি অঞ্চল দখল করে রাশিয়ার সীমান্ত দেশগুলির সংগে একটা চুক্তি সম্পাদন করার প্রচেষ্টায় ছিল। ব্রিটিশ সরকারী নথিপত্রের মধ্যে একটা দলিল ছিল যাতে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে যে সমস্ত দেশই (মোট ১৪টি) প্রায় মাস ছয় আগে ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অংগীকার করেছিল মস্কো এবং পেত্রোগ্রাদ দখল করে নেওয়ার জন্য। বৃটেন এইসব দেশের নীতির উপর ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং সে এখানে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ঋণও দিয়েছিল। এই সমস্ত

হিসাবই এখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেছে, আর সেইসব ঋণও আর আদায়ের সম্ভাবনা রইল না।

লীগ অব নেশন সৃষ্টি করেছিল এই রকম অবস্থা। এই চুক্তিপত্রের প্রচলন থাকাকালীন প্রতিটি দিনই বলশেভিকবাদের চরম বিজ্ঞাপনের কাজ করেছে, এমন কি পাঁড় বুর্জোয়ারাও সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছে, যাদের স্বভাবই সবসময় অপরের চাকায় কাঠি গুঁজে দেওয়া। জাপান, ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে তুরস্ক, পারস্য, মেসোপটেমিয়া এবং চীনকে ভাগাভাগির প্রশ্নে চলছে দারুণ টানাপোড়েন। এইসব দেশের বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিও পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে জঘন্যতম ভাষায় আক্রমণ করছে এবং তাদেরই নাকের উপর দিয়ে লুঠের মাল নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের 'সহযোগীদের' বিরুদ্ধে ক্রোধোন্মত্ত হুংকার ছাড়ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কয়েকটি ধনী দেশের মধ্যে, ক্ষমতা চূড়ান্ত শীর্ষ পর্যায়ে শুরু হয়ে গেছে বিশৃংখলা। ১২৫ কোটি লোকও আর 'উন্নত' ও সভ্য পুঁজিবাদ যে ধরনের দাসত্ব চাপিয়ে দিতে চাইছে তা মেনে চলতে পারছে না। শত হলেও, এরাই তো মোট জনসংখ্যাব শতকরা ৭০ ভাগ। এই কয়েকটি ধনী দেশ—ব্রিটেন, আমেরিকা ও জাপান (যদিও জাপান পূর্ব ও এশীয় দেশগুলিকে লুঠ করেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার নিজস্ব স্বতন্ত্র সামরিক শক্তি জোরদার করতে পারে নি অন্য দেশের সাহায্য ছাড়া) এই মাত্র দুটি কি তিনটি দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারল না এবং এরাই লীগ অব নেশনে ওদের সহযোগী দেশের বিরুদ্ধে নানারকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। সেই কারণেই বিশ্বে শুরু হয় নতুন সংকট আর এই অর্থনৈতিক অবস্থাটাই সব সমস্যার মূল সূত্র যার ফলে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক তার অস্বাভাবিক সাফল্য লাভ করছে।

প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ১৯২১,
কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস
পুস্তকে *মৌখিক বিবরণ* প্রকাশিত হয়
কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক পত্রিকায়,
পেত্রোগাদ থেকে।

খণ্ড ৩১, পৃঃ ২১৬-২৬

মস্কো গুবের্নিয়ায় উয়েজদ, ভোলোস্ত এবং গ্রামীণ কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতিবৃন্দের সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ থেকে

১৫ই অক্টোবর, ১৯২০

কমরেডগণ, সাধারণতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞাতার্থে আমি যে বক্তব্য রাখবো তাতে আমার অধিকাংশ কথাই হবে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ ও তার কারণ সম্বন্ধীয়। এই যুদ্ধই গত ৬ মাসে আমাদের সাধারণতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় নীতির প্রধান নির্দেশক। এখন পোল্যাণ্ডের সঙ্গে শান্তিচুক্তির খসড়া সবেমাত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে, এখনই এই যুদ্ধের তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের সাধারণভাবে বিচার করে দেখার প্রয়োজন ও সদ্য সমাপ্ত এই যুদ্ধ থেকে আমাদের কি শিক্ষা হল সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক যদিও কেউ জানে না যে এখানেই যুদ্ধ চিরতরে শেষ হয়েছে কিনা। তাই আমি আপনাদের প্রথমে মনে করিয়ে দিতে চাই যে এই বছরের ২৬শে এপ্রিল তারিখে পোলীয়রা আমাদের আক্রমণ করে। সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র নিষ্ঠা সহকারে এবং সরকারীভাবে পোল সরকার, পোলিশ জমিদার শ্রেণী ও বুর্জোয়াদের কাছে আমরা এখন যে সব শর্তে রাজী হয়েছি তার চেয়েও বেশী ওদের সুবিধাজনক শর্তে শান্তির প্রস্তাব করে, যদিও ওয়ারশতে তখন আমাদের বাহিনীর চরম বিপর্যয় শুরু হয়েছে এবং এই বিপর্যয় চরমে ওঠে সেনাবাহিনীর ওয়ারশ পরিত্যাগ করায়। এই বছরের এপ্রিলের শেষে পোলিশরা এখন যেটাকে শান্তিচুক্তির সীমারেখা হিসাবে মেনে নিয়েছে তার পূর্বদিকের ৫০ থেকে ১৫০ ভার্স্ট-এর মধ্যে তাদের সীমা বাড়িয়ে দেয়, যদিও সেই সময়ে এই সীমান্তরেখা সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে টানা হয়েছিল, তা সত্ত্বেও আমরা সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে শান্তিপ্রস্তাব করেছিলাম, কারণ নিশ্চয়ই আপনারা সকলেই জানেন যে সেই সময়ে সোভিয়েত সরকার শান্তিপূর্ণভাবে দেশ পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়েছে। আমাদের কোন কারণই ছিল না আমাদের ও পোলিশ রাষ্ট্রের সঙ্গে অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় নেমে কোন প্রশ্নের মীমাংসা করার। আমরা ভালভাবেই জানতাম যে পোলিশ সরকার তখন সম্পূর্ণভাবেই এবং এখনও জমিদারশ্রেণী ও পুঁজি-

পতিদের রাষ্ট্র এবং সেটা সম্পূর্ণরূপেই আঁতাত দেশগুলির পুঁজিপতি দেশ বিশেষ করে ফ্রান্সের উপর নির্ভরশীল। যদিও সেই সময়ে পোল্যাণ্ড কেবল সমগ্র লিথুয়ানিয়াকেই নিয়ন্ত্রিত করতো না, তার আধিপত্য ছিল বাইলো-রাশিয়ার উপরেও, যদিও পূর্ব গ্যালিসিয়া সম্পর্কে কিছুই না বলা হয়, তাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য ছিল এই যুদ্ধ এড়ানোর সম্ভাব্য সবরকমের প্রচেষ্টা নেওয়া কারণ আমরা চেয়েছিলাম যে রাশিয়ার মেহনতী জনগণ ও কৃষক সম্প্রদায়কে সাম্রাজ্যবাদী ও গৃহযুদ্ধের কবল থেকে অন্ততঃ সামান্যতম স্বস্তিও যদি দেওয়া যায় এবং তাদের শান্তিপূর্ণ উপায়ের মধ্যে কাজে নিয়োগ করা যায়। কিন্তু ঘটনার গতি এগিয়ে এল দ্রুতগতিতে, একেবারে হঠাৎ যে সীমারেখা ধরে আমরা শান্তির প্রস্তাব করেছিলাম, সেই খোলাখুলি সহজ শান্তি প্রস্তাবকে পোল সরকার আমাদের দুর্বলতা বলে ধরে নিয়েছিল। সমস্ত দেশের বুর্জোয়া কূটনীতিবিদরাই আমাদের এই খোলাখুলি শান্তি প্রস্তাব বিশেষ করে এমন এক সীমান্ত রেখায় যেটা ছাড়লে সবচেয়ে আমাদেরই অসুবিধা হবে সেই অবস্থায় হঠাৎ আমাদের শান্তি প্রস্তাবে আগ্রহী ভেবে ওরা আমাদের দুর্বলতাই ধরে নিয়েছিল। ফরাসী পুঁজিপতিরা পোলিশ পুঁজিপতিদের তাই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাতিয়ে দিচ্ছিল। আপনাদের মনে আছে, যে কিভাবে পোল সরকারের আক্রমণের সামান্য পরেই আমরা পাল্টা আঘাত হেনেছিলাম এবং প্রায় ওয়ারশ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলাম, যার পরেই অবশ্য আমাদের বাহিনী পরাজয় বরণ করে এবং পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

আজ পর্যন্ত গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে আমাদের বাহিনী পিছু হঠে আসছে অত্যন্ত ক্ষতি স্বীকার করে কারণ ওরা অত্যন্ত বিধ্বস্ত এবং পোলোটস্ক থেকে ওয়ারশ পর্যন্ত ওদের অভূতপূর্ব অগ্রসর হওয়ার জন্য ওরা এখন বিপর্যয়ের মুখে। কিন্তু আমি পুনরাবৃত্তি করছি যে আমাদের এই অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও যে শান্তি চুক্তি এখন হচ্ছে সেটা পোলাণ্ডের কাছে আগের চেয়েও কম সুবিধাজনক শর্তের বিনিময়ে। আগের সীমানা ছিল পূর্বদিকে ৫০ ভার্স্ট পর্যন্ত কিন্তু চুক্তিতে আছে ৫০ ভার্স্ট পর্যন্ত পশ্চিমের দিকে। এইভাবে যদিও আমরা শত্রুর সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে চুক্তি করছি, যখন আমাদের বাহিনী পিছু হঠছে এবং ওয়ারেঙল নতুন করে আঘাত হানার জন্য তৈরী হচ্ছে তখন আমরা আমাদেরই সুবিধাজনক শর্তে চুক্তি সম্পাদন করছি। একথায় আপনাদের সামনে প্রমাণ করে দেয় যে যখন সোভিয়েত সরকার কোন শান্তির প্রস্তাব করে তখন তার কথা ও বিবরণকে গুরুত্ব সহকারেই বিচার করা প্রয়োজন ; তা না হলে কি হবে যে আমরা আমাদের পক্ষে কম সুবিধাজনক শর্তে শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হব এবং এই ধরনের শান্তি চুক্তি হবে শত্রুর সুবিধাজনক শর্তে। এই শিক্ষা অবশ্য পোলিস জমিদার শ্রেণী ও পুঁজিপতিরা

কোনদিনই ভুলবে না ; ওরা বুঝতে পেরেছে যে ওরা অনেক বেশি দূর গিয়েছে, তাই এখন শান্তিচুক্তিতে ওদের আগে যা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তার চেয়েও কম সীমানাতেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এটা অবশ্য ওদের প্রথম শিক্ষা নয়। সম্ভবত আপনাদের সকলেরই মনে আছে যে গত ১৯১৯ সালের বসন্তকালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের একজন প্রতিনিধি মস্কো আসেন এবং আমাদের সংগে ও সমস্ত শ্বেতরক্ষী বাহিনীর সংগে, বিশেষ করে, কলচাক, দেনিকিন ও অন্যান্যদের সংগে একটা সাময়িক শান্তির প্রস্তাব করেন, যে শান্তি আমাদের পক্ষে তখন হত সবচেয়ে অসুবিধাজনক ব্যাপার। যখন তিনি ফিরে গিয়ে আমাদের শান্তির শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করার পর সেগুলি ওদের সুবিধাজনক বলে মনে হল তা, তখন আবার যুদ্ধ চলতে থাকে। আপনারা সেই যুদ্ধের ফলাফল কি তাও জানেন। এটা প্রথম নয়, যে সোভিয়েত সরকারকে যতটা শক্তিশালী মনে করা হয়, তার চেয়েও সে বেশি শক্তিশালী, এবং আমাদের কূটনীতি বিষয়ক বিবরণের কোথাও আমরা তা নিয়ে গর্ব বা অহংকার প্রকাশ করি না—যা করে বুর্জোয়া সরকারগুলি, যার ফলে সোভিয়েত সরকারের কোন শান্তি প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যানের অর্থই হল সেই প্রস্তাবেই রাজী হওয়া তবে আগের চেয়ে অনেক অসুবিধাজনক শর্তকে স্বীকার করে তবেই। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এ ঘটনার কখনও ভুল হয় না, পোলিশ জমিদার শ্রেণীকে আমরা প্রথমে শর্তে শান্তি চুক্তিতে রাজী হয়েছিলাম তার চেয়েও খারাপ শর্তে ওদের রাজী হতে হয়েছে এটা প্রমাণ করার পর আমরা পোলিশ জনগণকে, পোলিশ কৃষক ও শ্রমজীবীদের শিক্ষা দেব যে তাদের সরকার ও আমাদের দেওয়া বিবরণীর মধ্যে গুরুত্বটা একটু যাচাই করতে।

আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো কাগজে মার্কিন সরকারের বিবরণ পড়েছেন যাতে তারা ঘোষণা করেছে : আমরা 'সোভিয়েত সরকারের সংগে কোন কারবার করতে চাই না, কারণ ওরা ওদের কথার দাম দেয় না।' এতে আমরা বিস্মিত হই না, কারণ একথা বহু বছর ধরেই বলা হচ্ছে, এর একটা ফলই দেখা গেছে যে ওদের সোভিয়েত দেশ আক্রমণের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। পোলিস সংবাদপত্রসমূহ যার সবটাই জমিদার শ্রেণী ও পুঁজিপতিদের অর্থপুষ্ট—যাকে ওরা অবশ্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলে ঘোষণা করে—সেখানকার সব কাগজেই লিখেছে যে সোভিয়েত সরকারকে বিশ্বাস করা যায় না, যেহেতু এটা একটা দস্যু ও ঠগীদেরই সরকার। সমস্ত পোলিস সংবাদপত্রই একই কথা বলে যদিও পোলিস জনগণ প্রকৃত ঘটনার সংগে এর তুলনা করে দেখতে পায় যে আমরা প্রথম সুযোগেই শান্তির জন্য প্রকৃত পক্ষে নিষ্ঠা দেখিয়েছিলাম। আর অক্টোবরে শান্তিচুক্তি করে আমরা সে কথার আবার প্রমাণ করেছি। আপনারা কোন বুর্জোয়া সরকারে এমন ভাবে

ঘটনার প্রমাণ দেখতে পাবেন না, এটা এমন ঘটনা যার ছাপ পোলিস শ্রমজীবী ও কৃষক সম্প্রদায়ের মনের উপর না পড়ে পারে না। সোভিয়েত সরকার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যখন অবস্থা তার পক্ষে সুবিধাজনক ছিল না। কেবল এই ভাবেই আমরা সেই সব দেশের সরকারকে শিক্ষা দেব, যেখানে সরকারের উপর আধিপত্য করে জমিদার শ্রেণী ও বুর্জোয়ারা যাতে তারা এই ধরনের মিথ্যা কথা বলা বন্ধ করে, এইভাবেই আমরা কৃষক ও শ্রমিকদের মনে যে মিথ্যা বিশ্বাস গড়ে উঠেছে তাকে ভাঙবো। আমরা অন্য কিছুর থেকেও এইদিকে বেশি জোর দেব। রাশিয়ার সোভিয়েত সরকার চারদিক দিকে শত্রুবেষ্টিত, তা সত্ত্বেও এইসব শত্রু মেরুদণ্ডহীন। পোলিস যুদ্ধের অবস্থা ও তার ফলাফল নিয়ে একবার ভাবুন। আমরা এখন জানি যে ফরাসী পুঁজিপতিরা পোল্যাণ্ডের পাশে দাঁড়িয়েছিল, ওরা পোলাণ্ডে অর্থ, অস্ত্র ও ফরাসী সেনানীও প্রেরণ করেছিল। অতি সম্প্রতি আমরা খবর পেয়েছি যে আফ্রিকার বাহিনী অর্থাৎ ফরাসী ঔপনিবেশিক বাহিনীও পোলাণ্ড সীমান্ত পর্যন্ত এসেছিল। এর অর্থ যুদ্ধটা বাধিয়েছিল ফ্রান্সই, বৃটেন ও আমেরিকার সাহায্য নিয়ে। একই সময়ে ফ্রান্স আবার রাশিয়ার আইনসিদ্ধ সবকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, স্বীকৃতি দিয়েছিল ওয়ারেংগলকে—অর্থাৎ ওয়ারেঙলকেও ফ্রান্স সাহায্য করেছিল, তাকে সেনা ও অর্থ দিয়ে। বৃটেন ও আমেরিকাও ওয়ারেঙলের সেনাবাহিনীকে সাহায্য করেছিল। ফলে তিনটি আঁতাত শক্তি একজোট হয়েছিল আমাদের বিরুদ্ধে; ফ্রান্স—পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশগুলির সাহায্য পুষ্ট হয়ে, পোলাণ্ড ও ওয়ারেঙল—তা সত্ত্বেও আমরা এই যুদ্ধের কবল থেকে আমাদের সুবিধাজনক শর্তে শান্তিচুক্তি করতে পেরেছি। অন্য কথায়, আমরাই জিতেছি। যে কেউ মানচিত্র পর্যালোচনা করলেই বুঝতে পারবে যে আমরাই জিতেছি, যুদ্ধ আরম্ভের আগে আমাদের যে পরিমাণ ভূখণ্ড ছিল তার চেয়েও বেশি অঞ্চলের দখল পেয়েছি আমরা। কিন্তু শত্রুরা কি আমাদের চেয়েও দুর্বল ছিল? সামরিক দৃষ্টিতেও কি সে দুর্বল ছিল? তার কি লোকসংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ কম ছিল? না, তার সব কিছুই বেশি ছিল। এই শত্রু আমাদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল, তাহলেও তারা পরাজিত হয়েছে। এই ব্যাপারটাই অন্য দেশের তুলনায় সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থা পর্যালোচনার সময় গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখবো।

১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল
শ্রমিক, কৃষক এবং লালফৌজের
ডেপুটিদের মস্কো সোভিয়েতের
পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের হুবহু
প্রতিবেদন—বইতে

খণ্ড ৩১, পৃঃ ৩১৮-২১

আমাদের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও পার্টির কর্তব্য

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) মস্কো গুবের্নিয়া সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে
নভেম্বর ২১, ১৯২০

এই রকম জটিল ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী দেশসমূহের সংগে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে সমাজতান্ত্রিক দেশের এগিয়ে আসার ঘটনা আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমার চোখে পড়েছে কী ভাবে জনৈক মার্কিন সোশ্যাল-শোভিনিস্ট আমাদের দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী ও মেনশেভিকদের অনুরূপ এক ব্যক্তি, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের একজন কর্মকর্তা এবং মার্কিন সমাজতান্ত্রিক দলের সদস্য, এক ধরনের মার্কিন আলেক্সিনস্কি, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে অসংখ্য বইয়ের লেখক স্প্যার্গো আমাদের প্রতি দোষারোপ করেন এবং কমিউনিজমের পরিপূর্ণ ভাঙনের প্রমাণ হিসাবে এই তথ্য হাজির করেন যে আমরা পুঁজিবাদী শক্তির সঙ্গে কারবার করার কথা বলেছি। তিনি লিখেছেন, কমিউনিজমের পুরোপুরি ধ্বংস এবং তার কর্মসূচী ভেঙে পড়ার সাক্ষ্য হিসাবে আমি এর চেয়ে বড় প্রমাণ কল্পনাও করতে পারি না। আমার মনে হয়, যারা তলিয়ে ভাববে, তারা উল্টো কথাই বলবে। গোটা বিশ্বের পুঁজিবাদের উপর রুশ সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের বৈষয়িক ও নৈতিক বিজয়ের সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, আমাদের সন্ত্রাস এবং আমাদের সমগ্র ব্যবস্থার জন্য যেসব শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তারা তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের সংগে বাণিজ্য চুক্তিতে আসতে বাধ্য হয়েছে, যদিও তারা

জানে যে সেজন্য আমাদেরই শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। কমিউনিজমের ভাঙন হিসাবে কেবল এই প্রমাণ হাজির করা যেত, যদি আমরা কেবল রাশিয়ার শক্তি দিয়েই গোটা দুনিয়াকে রূপান্তরিত করার প্রতিশ্রুতি দিতাম বা তার স্বপ্ন দেখতাম। তেমন পাগলামির মধ্যে আমরা কখনও যাই নি এবং চিরকালই বলে এসেছি যে আমাদের বিপ্লব বিজয়ী হবে তখনই, যখন তাকে সমর্থন করবে সব দেশের মেহনতী জনতা।

আসলে তারা কেবল আধা-আধি সমর্থনেই এগিয়ে আসে, আর তা'তে দুর্বল করে দেয় আমাদের বিরুদ্ধে উদ্যত হাতটাকে, ফলে এর জন্যই তারা আমাদের একভাবে সাহায্যই করে।

১৯২০ সালে নিম্নলিখিত পুস্তিকায় প্রকাশিত ; খণ্ড ৩১, পৃঃ ৪১৪
"পার্টির বর্তমান কাজের আজকের প্রশ্ন,"
মস্কো কমিটি (রুশ কমিউনিস্ট পার্টি,
বলশেভিক) কর্তৃক প্রকাশিত।

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) মস্কো সংগঠনের সেল সচিবদের সভায় প্রদত্ত ভাষণ থেকে

নভেম্বর ২৬, ১৯২০

তার একটি বইতে স্পারগো—সেই মার্কিন সমাজতন্ত্রী, যে কতকটা আমাদের অ্যালেক্সিনিস্কির মত এবং বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যার রয়েছে প্রতিহিংসাপরায়ণ ঘৃণা, তিনি কমিউনিজমের ভাঙনের প্রমাণ হিসাবে কনসেসনের উল্লেখ করেছেন। আমাদের মেনশেভিকরাও ঠিক একই কথা বলেন। যে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে আমরা তার মোকাবিলায় প্রস্তুত। এখন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটির বিচার করা যাক। কারা এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আমরা না ইউরোপীয় বুর্জোয়ারা? গত তিন বছর ধরে ওরা আমাদের আক্রমণ করে আসছে, আমাদেব লুণ্ঠনকারী ও দস্যু আখ্যা দিয়েছে। ওরা সবাইকে সমবেত করেছিল আমাদের উচ্ছেদ করতে, কিন্তু এখন ওদের পরাজয় কবুল করতে হচ্ছে, যেটাকে আমাদেরই জয় বলা যায়। মেনশেভিকরা বলে বেড়াচ্ছে যে আমরা নাকি পৃথিবীর বুর্জোয়াদের নিজেদের শক্তিতেই পরাজিত করার প্রতিজ্ঞা করেছি। আমরা অবশ্য বরাবরই বলে এসেছি যে বিশ্ববিপ্লবের শৃংখলের একটা গ্রন্থি মাত্র এবং কখনই কেবল আমাদের সামর্থ্যের ভরসা করে এই যুদ্ধ জয়লাভের আশা করি নি। বিশ্ব বিপ্লব এখনও শুরু হয়নি, কিন্তু আমরাও তা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। যখন সামরিক শাসন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, আমরা ততই শক্তিশালী হচ্ছি, আমরা নই, কিন্তু ওরাই ভোগ করছে তার ফল।

ওরা এখন আমাদের মৈত্রীচুক্তির দ্বারা দমিয়ে রাখতে চাইছে। যতদিন না বিপ্লব আসে, বুর্জোয়া পুঁজি আমাদের প্রয়োজনে লাগবে। কিভাবে

আমরা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাতে পারবো যেখানে আমাদের দেশটা অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল ? আমরা কেবল তা বুর্জোয়া পুঁজি দিয়েই করতে পারি, আমাদের সামনে এখন দুটি কনসেসন খোলা আছে। তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে কামচটকার দশ বছর মেয়াদী কনসেসন। সম্প্রতি একজন মার্কিন কোটিপতি এসেছিলেন যিনি এই চুক্তির পিছনের প্রকৃত সত্য খোলাখুলিই বলেছেন, যেমন, আমেরিকা চেয়েছিল এশিয়ায় একটা ঘাঁটি স্থাপন করতে বিশেষ করে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লাগার ভয়ে। এই কোটিপতি বলেছিলেন যদি আমরা কামচটকাকে আমেরিকার কাছে বিক্রী করি, তাহলে তিনি আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে তিনি সারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মনে এমন ধারণা জন্মাতে পারবেন যে যাতে মার্কিন সরকার সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতি দেন। যদি আমরা কেবল লীজ দিই, তাহলে উৎসাহের অভাব ঘটবে। তিনি এখন আমেরিকার পথে, তিনি সেখানে সকলকে জানাবেন যে লোকে রাশিয়াকে যেমন ভেবেছিল সে তার চেয়েও গোঁয়ার।

এখনও আমরা বিশ্বের বুর্জোয়াদের কাছে একটা খেলার সামগ্রী মাত্র, কারণ তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। ব্রেস্ত লিতভস্ক ও ভার্সাই চুক্তি উভয়েই ওদের বিচ্ছিন্ন করেছে। আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে চরম শত্রুতা দানা বেঁধে উঠছে। আমরা এর সদ্ব্যবহার করেছি এবং সেই কারণেই কামচটকাকে উপহারস্বরূপ না দিয়ে সেটাকে দিয়েছি লীজ হিসাবে, কারণ জাপান তার সেনা বাহিনীর শক্তি প্রয়োগ করে সুদূর প্রাচ্যে আমাদের বিরাট অঞ্চল দখল করে নিয়েছে। কামচটকাকে লীজে দেওয়ায় আমাদের কোন ঝুঁকি নিতে হল না বরং তাতে আমাদের সুবিধাই হল, কারণ আমরা সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের একটা ভাগ পাচ্ছি যেটা আমরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখলে বা তা শোষণ করলে অনেক বেশি অসুবিধায় পড়তে হত। চুক্তি এখনও স্বাক্ষরিত হয় নি কিন্তু তার বয়ান শুনে জাপান ক্রোধে ফেটে পড়েছে। এই চুক্তির ফলে আমরা আমাদের শত্রুর মধ্যে পার্থক্য বাড়িয়ে তুলতে পেরেছি।

প্রাভদা সংখ্যা ২৬৯ খণ্ড ৩১, পৃঃ ৪৩০-৩১

নভেম্বর ৩০, ১৯২০

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) মস্কো সংগঠনের সক্রিয় পার্টিকর্মীদের সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে

৬ই ডিসেম্বর, ১৯২০

আজকের পুঁজিবাদী দুনিয়ায় এমন কোন চরম দ্বন্দ্ব আছে কি যা কাজে লাগানো আবশ্যক? হ্যাঁ, তিনটি প্রধান দ্বন্দ্ব আছে, আমি সেগুলির উল্লেখ করতে চাইছি। প্রথমতঃ, যেটার সঙ্গে আমরা সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, সেটা হল জাপান আর আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক। তাদের মধ্যে যুদ্ধ ঘনিয়ে উঠেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দুই তীরে তারা আর শান্তিতে বাস করতে পারছে না—যদিও এই দুই তীরের মধ্যে দূরত্ব তিন হাজার ভার্স্ট। নিঃসন্দেহেই তাদের দুই পুঁজিবাদের মধ্যে সম্পর্ক থেকেই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব। ভাবী জাপানী মার্কিন যুদ্ধের বিষয়ে অঢেল সাহিত্য রয়েছে। যুদ্ধ ঘনিয়ে উঠছে, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, এটা সন্দেহাতীত। শান্তিসর্বস্ববাদীরা বিষয়টাকে এড়িয়ে যেতে এবং মামুলী বুলি দিয়ে এটাকে ঝাপসা করে দিতে চেষ্টা করছে, কিন্তু অর্থনীতিগত দৃষ্টিভঙ্গীতে যুদ্ধ যে পরিপক্ক হচ্ছে এবং রাজনীতিগতভাবে প্রস্তুত হচ্ছে, সে সম্পর্কে অর্থনীতিক সম্পর্ক ও কূট-নীতির ইতিহাসের কোন গবেষকদের কাছেই সেটা সামান্যতম সংশয়েরও অবকাশ রাখে না। এই বিষয়ে এমন একখানা বইও নেই যেখানায় যুদ্ধ যে ঘনিয়ে আসছে তা দেখা যাবে না। পৃথিবীর ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। জাপান বিপুল বিস্তীর্ণ বিভিন্ন উপনিবেশ গ্রাস করেছে। জাপানের লোক-সংখ্যা ৫ কোটি কিন্তু সে অর্থনীতিগতভাবে তুলনায় দুর্বল। আমেরিকার লোকসংখ্যা ১১ কোটি আমেরিকা জাপানের চেয়ে বহুগুণ ধনী হলেও

তার কোন উপনিবেশ নেই। জাপান চীনকে গ্রাস করেছে—চীনের লোক সংখ্যা ৪০ কোটি, পৃথিবীতে সবচেয়ে সমৃদ্ধ কয়লার বিভিন্ন সঞ্চয় রয়েছে চীনে। এই মাল সামলানো যায় কি ভাবে? অধিকতর শক্তিশালী পুঁজিবাদ অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজিবাদকে তার লুঠের মাল থেকে বঞ্চিত করবে না, এমন ভাবাটা হাস্যকর। এমন পরিস্থিতিতে মার্কিনীরা উদাস থাকতে পারে কি? শক্তিশালী পুঁজিপতিরা দুর্বল পুঁজিপতিদের পাশাপাশি থাকবে অথচ দুর্বলদের কাছ থেকে যা পারা যায় তা কেড়ে নেবে না এমনটা মনে করা যায় কি? তা যদি না করবে তাহলে তাদের যোগ্যতাটা কি? কিন্তু এই যদি অবস্থা হয় সেক্ষেত্রে আমরা কমিউনিস্টরা কি কেবল উদাসীন থেকে বলবো: 'আমরা এইসব দেশে কমিউনিজমের হয়ে প্রচার চালাবো।' সেটা ঠিকই, কিন্তু সেটাই সব নয়। এই বিরোধের সুযোগ নেওয়া এবং এক পক্ষকে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়াই কমিউনিস্ট কর্মনীতির ব্যবহারিক করণীয় কাজ। এখানে একটা নতুন পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে, জাপান আর আমেরিকা এই দুটো সাম্রাজ্যবাদী দেশকে বেছে নেওয়া যাক। পৃথিবী জোড়া শ্রেষ্ঠত্বের জন্য, লুঠ করার একাধিপত্যের জন্য তারা লড়তে চায় এবং লড়বেও, জাপান লড়বে যাতে সে কোরিয়ায় লুঠতরাজ চালিয়ে যেতে পারে, নিছক এশীয় নির্যাতনের সংগে যাবতীয় সর্বসাম্প্রতিক কারিগরী উদ্ভাবনের কল্যাণে জাপান অভূতপূর্ব পাশবিকতার সংগে এটা করে আসছে। সম্প্রতি আমরা কোরিয়ার একটা সংবাদপত্র পেয়েছি, জাপানীরা কি করছে তার একটা বিবরণ তাতে দেওয়া হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, নির্যাতনের নিছক এশীয় প্রণালী আর অভূতপূর্ব পাশবিকতার সংগে জারতন্ত্রের সমস্ত প্রণালী আর যাবতীয় অত্যাধুনিক কারিগরী উৎকর্ষের সংমিশ্রণ। কিন্তু মার্কিনীরা এই কোরীয় স্বাদু আহারখানা কেড়ে নিতে চায়। অবশ্য এই ধরনের যুদ্ধে দেশের প্রতিরক্ষা করা একটা ঘৃণ্য অপরাধ, সেটা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। একথাও ঠিক একের বিরুদ্ধে এই দেশগুলির যে কোনটির পক্ষ সমর্থনও হবে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে অপরাধ; আমরা, কমিউনিস্টরা একে অপরের বিরুদ্ধেই লাগাবো কেবল। আমরা কি কমিউনিজমের বিরুদ্ধে অপরাধ করছি না? না, কারণ আমরা সেটা করছি একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের হয়ে যে দেশ কমিউনিজমের আদর্শ প্রচার করছে এবং এর পক্ষে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে সুযোগ পাওয়া যায় তার সদ্ব্যবহার করাই কাম্য, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শক্তি সঞ্চয় করতে। আমরা শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করেছি, কিন্তু তা খুব ধীরগতিতে। আমেরিকা ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশ অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে চলেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। আমরা আমাদের সেনাবাহিনী যতই সুদৃঢ় করি না কেন, আমরা আরও অনেক শ্লথ গতিতে বিকাশ লাভ করবো।

যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে আমরা নিশ্চয়ই তার সদ্ব্যবহার করবো। কামচটকা কনসেশনের এটাই হল মূল উদ্দেশ্য। সবিশেষ বিখ্যাত এক কোটিপতির দূর সম্পর্কের আত্মীয় ভ্যান্দারলিপ একবার এসেছিলেন, যদি তাকে অবশ্য বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু যদিও আমাদের চেকার গোয়েন্দা বিভাগ যথেষ্ট ভালভাবেই সংগঠিত তবুও দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় নি, তাই আমরা এখনও এই ভ্যান্দারলিপের সঠিক সম্পর্ক জানতে পারি নি। কেউ কেউ এমনও বলেন যে, আদৌ কোন সম্পর্কই নেই। আমি অনুমানের উপর ভিত্তি করে বিচার করতে চাই না, আমার জ্ঞানও কেবল একখানা বই পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যে বইখানি আমাদের দেশে পাওয়া যায় সেটিতে বলা আছে, যে দেশের সব রকমের খেতাবই নাকি তিনি পেয়েছেন বিভিন্ন রাজা-মহারাজার কাছ থেকে, তাই মনে হয় ওর পকেটও সেই তুলনায় বেশ ভারি। তিনি ওদের সংগে এমনভাবে কথা বলছিলেন যেমন আমরা আমাদের বিষয় নিয়ে সভা সমিতিতে বলি, উনি কিভাবে ইউরোপকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় সেই কথাই আলোচনা করছিলেন। যদি মন্ত্রীরাই ওর সংগে এত নরম সুরে কথা বলে, একথা ঠিক যে ভ্যান্দারলিপ নিশ্চয়ই একজন কোটিপতি। তাঁর বইতে কেবল একজন ব্যবসায়ীর দৃষ্টিভংগীই প্রকাশ পায়, যে কেবল ব্যবসাই বোঝে আর কিছু নয় এবং যিনি ইউরোপ পর্যালোচনার পর বলেছেন, 'দেখে মনে হয় কিছুই আর হবে না, সব কিছুই ধ্বংসের পথে যাবে।' বইটি বলশেভিকবাদের প্রতি বিদ্বেষে ভরা, কিন্তু এতে ওদের সংগে ব্যবসার সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা আছে। আন্দোলনের দিক থেকেও বইটি বেশ মজার, এমন কি অনেক কমিউনিস্ট বইয়ের চেয়েও, কারণ এর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হল, 'আমি আশংকা করছি যে এই রোগী আরোগ্যের বাইরে, যদিও আমাদের যথেষ্ট টাকা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।'

ভ্যান্দারলিপ গণ কমিশারের পরিষদের কাছে একটা চিঠি এনেছিলেন। এটা বেশ মজার চিঠি, এতে খোলাখুলি যেমন কথা আছে তেমনি তার মধ্যে বিতৃষ্ণা ও কূটনীতিও মেশানো, চিঠির লেখক লিখেছেন, 'আমরা এখন বেশ শক্তিশালী, ১৯২০ আর ২৩ সালের মধ্যে আমাদের নৌবাহিনী আরও শক্তিশালী হবে। যাহোক যেহেতু জাপান আমাদের শক্তি সঞ্চয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই আমাদের জাপানের সংগে যুদ্ধ করতে হবে, আর তেল ছাড়া কেউ যুদ্ধ করতে পারে না। কামচটকা আমাদের কাছে বিক্রী করুন, তাহলে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে মার্কিন জনগণের মধ্যে এমন উদ্দীপনা জাগবে যে আপনাদের আমরা স্বীকৃতি দেব। মার্চ মাসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আমাদের পার্টিই জিতবে, যদি, অবশ্য আপনারা কামচটকা আমাদের কাছে লীজ দেন, তাহলে মার্কিন জনগণের সেই উদ্দীপনা দেখা যাবে না।' এটা প্রায় তিনি চিঠিতে যা বলেছেন সেটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। ওখানকার

সাম্রাজ্যবাদ এমনই নির্লজ্জ যে তাদের কাজের জন্য সংকোচ অনুভব করা তো দূরের কথা এটা যেন বিরাট মহত্ত্বের কাজ বলে ওরা মনে করে। যখন এই চিঠি আমরা পেলাম, আমরা বললাম যে আমরা দুহাতে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবো। তিনি একটা বিষয়ে সঠিক, অর্থনীতিগতভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে আমেরিকায় রিপাবলিকান পার্টির জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। আমেরিকার ইতিহাসে এই প্রথম, দক্ষিণাঞ্চলের জনগণ গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, তাহলে এটা পরিষ্কার যে অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আমাদের ধারণা সঠিক। কামচটকা পূর্বতন রুশ সম্রাটের অধীন ছিল। সে কথা সত্যি, কিন্তু বর্তমানে যে কে এটার মালিক তা পরিষ্কার নয়। মনে হয় এটা এমন একটা দেশ যাকে দূর প্রাচ্য সাধারণতন্ত্র বলে চালানো যায়, কিন্তু সে রাষ্ট্রের সীমানাও পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত হয় নি। একথা ঠিক যে এখন এই সম্পর্কে নকশা তৈরী করা হচ্ছে, কিন্তু এটাও ঠিক যে প্রথমত কোন নকশা তৈরী হয় নি এবং দ্বিতীয়ত সেগুলি সংশোধন ও অনুমোদনও করানো হয় নি। দূরপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণ করে জাপান, সেখানে সে তার ইচ্ছামত যা খুশী করতে পারে, যদি আমরা কামচটকাকে আমেরিকার কাছে লীজ দিই, যদিও আইনত সেটা আমাদেরই অংগরাজ্য তাহলেও জাপান জোর করে সেটা দখল করে রেখেছে, এক্ষেত্রে লাভ আমাদেরই। এটাই হল আমার রাজনৈতিক চিন্তা, এবং সেই চিন্তাতেই আমরা অবিলম্বে আমেরিকার সংগে এ ব্যাপারে চুক্তি করেছি। অবশ্য আমাদের দর কষাকষি করতে হবে, তা না হলে কোন ব্যবসায়ীই আমাদের দাম দেবে না। সেই অনুযায়ী কমরেড রাইকভ দর-কষাকষি আরম্ভ করেছে এবং আমরাও একটা চুক্তিপত্র তৈরী করেছি। কিন্তু যখন প্রকৃতপক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদানের প্রশ্ন এলো, আমরা তখন বললাম, 'সকলেই জানে আমরা কে, কিন্তু আপনারা কারা ?' এর ফলে দেখা গেল ভ্যান্দারলিপ কোন গ্যারাণ্টি দিতে পারছে না, যদিও আমরা বলেছি যে আমরা চুক্তিপত্র মেনে নিতে রাজী আছি। কেন, আমরা বললাম যে এটা কেবল একটা খসড়া মাত্র এবং আপনি (ভ্যাণ্দারলিপ) বলেছিলেন যে আপনাদের পার্টি ক্ষমতায় এলে তবে চুক্তি কার্যকরী হবে, যেহেতু আপনাদের পার্টি এখনও ক্ষমতায় আসে নি, তাই আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। ঘটনা এগিয়ে চলল এইভাবে: আমরা চুক্তির একটা খসড়া করলাম যেটা তখন পর্যন্ত স্বাক্ষর করা হয় নি, তাতে আমরা দূরপ্রাচ্যের এক বিরাট অংশ—কামচটকা ও উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়াকে ৬০ বছরের জন্য আমেরিকাকে দিলাম, এই শর্তে যে সে সেখানে নৌ-ঘাঁটি স্থাপন করতে পারবে, যেটা সারা বছর ধরেই বরফ মুক্ত থাকে এবং সেখানে তেল ও কয়লাও পাওয়া যায়।

খসড়া চুক্তি কোনক্রমেই প্রযোজ্য নয়, আমরা সব সময়েই বলতে পারি যে এতে অস্পষ্ট কথা রয়েছে এবং সেই কারণে যে কোন সময় পিছু হঠতেও পারি।

সে ক্ষেত্রে আমাদের কেবল ভ্যান্দারলিপের সংগে সময় নষ্টই হবে, আর নষ্ট হবে কয়েকটা কাগজ মাত্র, কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা লাভও করেছি কিছু। এর জন্য যে কেউ ইউরোপ থেকে রিপোর্ট নিয়ে এসে দেখলেই বুঝবেন। জাপান থেকে কিন্তু কোন বিবরণ এখন পর্যন্ত বের হয় নি কনসেশন সম্পর্কে যদিও ওদেরই ব্যাপার এটা। 'আমরা এটা সহ্য করবো না,' জাপান ঘোষণা করে, 'কারণ এটাতে আমাদের স্বার্থের হানি ঘটে।' বেশতো! তাহলে আমেরিকাকে পরাজিত কর, আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমরা ইতিমধ্যেই জাপান এবং আমেরিকাকে মুখোমুখি লড়িয়ে দিয়েছি বেশ কূটনৈতিক চালে এবং লাভের মধ্যে আমরা পয়েন্ট পেয়েছি। আমেরিকা সংক্রান্ত বিষয়েও আমরা লাভবান হয়েছি।

ভ্যান্দারলিপ কে? তিনি কে তা আমরা ঠিক করতে পারি নি কিন্তু এটা ঘটনা যে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় যে কোন সাধারণ লোকের নামে পৃথিবীর যত্র-তত্র তারবার্তা পৌঁছায় না, আর তিনি যখন আমাদের কাছ থেকে গেলেন তখন পৃথিবীর সব প্রান্তেই পৌঁছে গেছে তারবার্তা। তিনি অবশ্য যেখানেই গেছেন এই কথা প্রচার করেছেন যে আমি বেশ কনসেশন আদায় করেছি আর যেখানেই গেছেন তিনি লেনিনের প্রশংসা করেছেন। এটা বেশ মজার ব্যাপার, কিন্তু আমাকে বলতে দিন যে এই মজার ব্যাপারের মধ্যেও একটু রাজনীতি আছে। যখন ভ্যান্দারলিপ, এখানকার সব কথাবার্তা শেষ হল তখন তিনি আমার সংগে দেখা করতে চাইলেন। আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিনিধিদের সংগে আলোচনা করে জানতে চাইলাম যে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করবো কিনা। ওরা বললেন, 'ওঁকে খুশী হয়েই ফিরতে দেওয়া যাক না।' ভ্যান্দারলিপ আমার সংগে দেখা করতে এলেন, আমরা এইসব ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বললাম, তারপর তিনি যখন বলতে লাগলেন যে তিনি সাইবেরিয়ায় ছিলেন, তিনি সাইবেরিয়া চেনেন ভাল ভাবে এবং নিজে একজন শ্রমজীবী পরিবারের লোক,—যেমন মার্কিন কোটিপতিরা বলে আর কি, যেমন তারা দেখে আর সেখানে সেই রকমই বলে, আমি তখন বললাম, 'তাহলে তো আপনি একজন বৈষয়িক ব্যক্তি, তাই আপনি যখন সোভিয়েত ব্যবস্থা দেখলেন আপনি নিশ্চয়ই আপনার দেশে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন।' তিনি তখন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং আমাকে রুশ ভাষায় বললেন (সমগ্র আলোচনাটি হয়েছিল ইংরেজীতে), 'হয়তো বা' (Mozhet byt)। আমি অবাক হয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তিনি রুশ ভাষা কোথা থেকে শিখলেন। 'কেন, আমি সাইবেরিয়ার অধিকাংশ জায়গা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরেছি; যখন আমার বয়স মাত্র ২৫ বছর।' আমি ভ্যান্দারলিপের একটা মন্তব্য আপনাদের কাছে বলছি যা শুনলে হাসিই পাবে আপনাদের। চলে যাওয়ার সময় তিনি বললেন, 'আমাকে আমেরিকায় ওদের কাছে বলতে হবে যে মিঃ লেনিনের

কোন ক্ষমতা নেই।' আমি সংেগসংেগ তার কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না, কারণ ইংরাজী খুব ভাল বুঝি না বলে। 'আপনি কি বললেন?' আপনি অনুগ্রহ করে আবার বলবেন কি? তিনি ধূর্ত বৃদ্ধের মত নিজের কপালের একপাশের দিকে নির্দেশ করে বললেন, 'এখানে কোন ক্ষমতার চিহ্ন নেই।' ওখানে একজন দোভাষী ছিলেন তিনি বললেন, 'ঠিক এই কথাটিই উনি বলতে চেয়েছেন।' আমেরিকায় ওরা ভেবেছে যে আমার এখানে খুব ক্ষমতা, অর্থাৎ বুর্জোয়ারা বলে যে আমাকে শয়তানে ভর করে আছে। 'আর তাই আমাকে বলতে হবে যে আপনার কোন সিং নেই।' বললেন ভ্যান্দারলিপ। আমরা খুব সহজ ভাবেই বিদায় নিলাম। আমি আশা করেছিলাম যে উভয় দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারেই কনসেশনের বিষয়েই শুধু নয়, পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্যেরও সহায়ক হবে। কিন্তু সব কিছুই বৃথা হয়েগেল এই ধরনের অপচেষ্টার ফলে। তারপরই তার-বার্তা ছিল ভ্যান্দারলিপ বিদেশ থেকে ঘুরে এসে দেশে কি বলেছে তার বিবরণ নিয়ে। ভ্যান্দারলিপ লেনিনকে তুলনা করেছেন ওয়াশিংটন এবং লিংকনের সংেগ। ভ্যান্দারলিপ আমার সই করা ফটোগ্রাফ চেয়েছে। আমি তাতে রাজী হই নি। কারণ আপনারা যখন কোন ছবি কাউকে উপহার দেন, তাতে আপনারা লেখেন 'কমরেড অমুক কে।' কিন্তু আমি লিখতে পারি না। 'কমরেড ভ্যান্দারলিপকে।' আমার পক্ষে এ কথাও লেখা অসম্ভব যে 'ভ্যান্দারলিপ কে দিলাম যার সংেগ আমরা কনসেশন নিয়ে যুক্তি করছি।' কারণ সেই কনসেশন স্বাক্ষরিত হবে যখন সেখানকার সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবে, তাদের সংেগ। আমি জানি না কি লিখবো। তাছাড়া একজন সব প্রকারের সাম্রাজ্যবাদীকে আমার ছবি দেওয়া অযৌক্তিক। হ্যাঁ, এইসব ধরনের তারবার্তা সব আমি পেয়েছি, সাম্রাজ্যবাদী রাজ-নীতিতে এই ঘটনার নিঃসন্দেহে একটি ভূমিকা আছে। যখন ভাণ্ডারলিপের কনসেশনের কথা প্রমাণ হল, তখন হার্ডিং যিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও পরবর্তী মার্চ মাসে কার্যভার গ্রহণ করবেন; তিনি এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে এটাকে অস্বীকার করলেন' তাতে বললেন যে তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না তাঁর সংেগ বলশেভিকদের কোন যোগাযোগ হয় নি এবং কোন কনসেশন সম্পর্কেও কিছু শোনেন নি। এটা হল নির্বাচনের সময়ের কথা, আর নির্বাচনের সময়ে বলশেভিকদের সংগে যোগাযোগের ফলে ভোটের ব্যাপারেও তার মূল্য দিতে হত। সেই কারণেই তিনি সরকারী ভাবে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি এই খবর যে সমস্ত সংবাদপত্র বলশেভিকদের বিরুদ্ধে এবং পুঁজিপতিদের টাকায় চলে তাদের কাছে পাঠালেন। আমেরিকা ও জাপানের ব্যাপারে আমরা যে রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করলাম, সেটা এখন পরিষ্কার হল। এই বিবরণের গুরুত্ব রয়েছে, কারণ এতে বলা হয়েছে যে

আমরা কি ধরনের কনসেশনে রাজী হয়েছি এবং কোন শর্তে। অবশ্য সেকথা সংবাদপত্রে জানানো হয় নি। এটা কেবল পার্টির সভাতেই বলা যায়। এই চুক্তি সম্পর্কে আমরা সংবাদপত্রের কাছে একেবারে চুপ করে থাকতে পারি নি। এটা আমাদের সুবিধার জন্য; তাই আমরা এমন কোন কথা বলবো না যাতে আমাদের এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে কোন কারণে বাধা আসে, কারণ এটা আমাদের খুব বড় রকমের একটা সুবিধা এবং এর ফলে আমাদের সুবিধার ক্ষেত্রেই আমেরিকা ও জাপানকে দুর্বলতর করে দেওয়ার পথ।

এই ধরনের সব কাজের অর্থই হল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে আমাদের কাছ থেকে বিপথগামী করে দূরে সরানো—যখন সাম্রাজ্যবাদীরা একটা সুবিধা-জনক মুহূর্তের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে বলশেভিকদের টুঁটি টিপে ধরার অপেক্ষায় আছে, আমরা সেই মুহূর্তে কেবলই পিছিয়ে চলেছি। যখন জাপান কোরীয় যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন জাপানীরা মার্কিনীদের বলে, 'অবশ্য আমরা বলশেভিকদের হারাতে পারি, কিন্তু তার জন্য তোমরা আমাদের কি দেবে? চীন? সেটা আমরা যে কোন ভাবে দখল করবো, কিন্তু এখানে আমাদের বলশেভিকদের হারাতে গেলে ১০ হাজার ভার্স্ট পথ যেতে হবে, তোমাদের মত মার্কিনীদের পাশে নিয়ে। না, সেটা কোন রাজনীতিই নয়।' তাছাড়াও জাপান আমাদের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে পারতো যদি সেখানে জোড়া রেলপথ থাকতো এবং মার্কিনীদের কাছ থেকে যানবাহনের সাহায্য পেতো। আমাদের যা রক্ষা করেছে তাহল যখন জাপান চীনকে গ্রাস করতে ব্যস্ত, তখন সে আর পশ্চিম দিকে এগুতে পারছিল না, সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে, মার্কিনীকে পাশে নিয়ে। তাছাড়াও সে আমেরিকার বাদাম আগুন থেকে উদ্ধার করতে চায় নি।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিধরদের মধ্যে যুদ্ধ আমাদেরও বাঁচিয়ে দিতে পারতো। পুঁজিপতি দস্যুদের মত বর্বরদের সংগে যদিও আমরা গাঁটছড়া বাঁধতাম যারা সব সময়েই আমাদের বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিতে প্রস্তুত, তাহলে আমাদের প্রথম কর্তব্য হত সেই সব ছুরি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিরই পরস্পর পরস্পরের দিকে বাগিয়ে ধরার ব্যবস্থা করা। চোর যেখানে হোঁচট খায়, সেখানেই ভাল লোকের সমাগম হয়। দ্বিতীয় লাভটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। যদি এই কনসেসন চুক্তি ফলপ্রসূ নাও হয়, তাহলেও সেটাতে আমাদেরই সুবিধা হবে। অর্থনৈতিক লাভ হিসাবে এটা থেকে আমরা এর উৎপন্ন দ্রব্যের ভাগ পাব। যদি মার্কিনীরাও এর একটা অংশ নেয় তাহলেও আমাদের লাভ। কামচটকায় এত বেশি তেল আর খনিজ পদার্থ আছে যে আমরা সে বিষয়ে নিজেরা কিছু করতে পারবো না।

যে সব সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের সুবিধা আমাদের নিতে হবে তার একটা আমি আপনাদের দেখিয়েছি—যে দ্বন্দ্বটা রয়েছে জাপান ও আমেরিকার মধ্যে। আরও

একটা আছে, সেটা হল আমেরিকা এবং বাদবাকী পুঁজিবাদী দুনিয়ার মধ্যকার দ্বন্দ্ব। কার্যতঃ 'বিজেতাদের' গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়াটা যুদ্ধের ভিতর থেকে প্রচণ্ড সম্পদশালী হয়ে উঠেছে। আমেরিকা শক্তিশালী, সে সকলেরই পাওনাদার, সবকিছু নির্ভর করে তার উপর। সে ক্রমাগত ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠছে। পৃথক পৃথক এবং সামগ্রিকভাবেই সে সবার উপর ডাকাতি চালাচ্ছে এবং সেটা করছে অনন্যসাধারণ কায়দায়। আমেরিকার কোন উপনিবেশ নেই। যুদ্ধের ফলে বৃটেনের উদ্ভব হয়েছে বিশাল উপনিবেশ নিয়ে। ফ্রান্সও তেমনি। বৃটেন যে সব উপনিবেশ দখল করেছিল, তার একটা আমেরিকাকে ম্যাণ্ডেট দিতে চেয়েছিল—আজকাল তারা এই ভাষাই ব্যবহার করে, কিন্তু আমেরিকা তা গ্রহণ করে নি। স্পষ্টতঃই, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কারবারীরা বিচার করে অন্য কোন ধারায়। তারা দেখেছে, যুদ্ধ যে ধ্বংস আনে আর শ্রমিকদের মধ্যে যে বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলে, তাতে যুদ্ধের একটা নির্দিষ্ট ফলাফল আছে, তাই ম্যাণ্ডেট গ্রহণ করে কোন লাভ নেই। তবে, স্বভাবতই এই উপনিবেশটাকে তারা অন্য কোন রাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে দেবে না। আমেরিকার প্রতি ঘৃণা বাড়ছে, তার প্রমাণ রয়েছে সমস্ত বুর্জোয়া সাহিত্যে। ওদিকে রাশিয়ার সংগে চুক্তির জন্য আমেরিকায় ক্রমবর্ধমান দাবী সোচ্চার হচ্ছে। কলচাককে স্বীকৃতি এবং সমর্থন দিয়ে আমেরিকা তার সংগে একটা চুক্তিতে সই দিয়েছিল, কিন্তু এতে তারা ইতিমধ্যে বিপত্তিতে পড়েছে, তাদের প্রযত্নের একমাত্র পারিতোষিক হয়েছে ক্ষতি ও মর্যাদাহানি। এইভাবে, আমাদের সামনে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র, যার নৌশক্তি ১৯২৩ সাল নাগাদ হবে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর চেয়েও শক্তিশালী এবং এই রাষ্ট্র অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের ক্রমবর্ধমান শত্রুতার সম্মুখীন হচ্ছে। পরিস্থিতির এই ধারাটাকে আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। আমেরিকা বাদবাকী ইউরোপের সংগে আপসে আসতে পারে না—এটা ইতিহাসে প্রমাণিত সত্য। ভার্সাইয়ে অন্যতম ব্রিটিশ প্রতিনিধি কেইনস তার বইয়ে ভার্সাই চুক্তি সম্বন্ধে এত ভাল বিবরণ দিয়েছেন, যা কোথাও নেই। উইলসন সম্বন্ধে এবং ভার্সাইয়ের সন্ধি চুক্তিতে তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে কেইনস তাঁর বইয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। এখানে উইলসন ডাহা নির্বোধ প্রতিপন্ন হয়েছেন, তাঁকে কড়ে আঙ্গুলে পাক খাইয়েছেন ক্লেমাঁসো এবং লয়েড জর্জ। এইভাবে সব কিছু থেকে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকা ওই অন্যান্য দেশের সংগে মিটমাট করতে পারে না—তাদের মধ্যে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের দরুন এবং যেহেতু আমেরিকা বাকী সকলের চেয়ে ধনী সেই কারণে।

কাজেই, কনসেশন সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্ন আমরা বিচার বিশ্লেষণ করবো এই দিক থেকে : আমেরিকা এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মধ্যকার পার্থক্যগুলির প্রকোপ বাড়াবার সামান্যতম সম্ভাবনা দেখা দিলে সেটাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরতে হবে। উপনিবেশগুলির সংগে আমেরিকার অবশ্যম্ভাবী

বিরোধ আছে, সেখানে সে আরও জড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করলে সে আমাদের দশগুণ বেশি সাহায্য করবে। উপনিবেশগুলি বিক্ষোভে টগবগিয়ে ফুটছে, যদি তাদের গায়ে হাত দাও, তাহলে তোমাদের পছন্দ হোক আর নাই হোক, তোমরা ধনী হও বা নাই হও—অবশ্য তোমরা যত বেশি ধনী হবে ততই ভাল—তোমরা আমাদের সাহায্য করবে, ভ্যান্দারলিপদের পাততাড়ি গুটিয়ে আসতে হবে। এই কারণেই এই দ্বন্দ্বটা আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

তৃতীয় দ্বন্দ্বটা হল আঁতাত ও জার্মানীর মধ্যে। জার্মানী পরাজিত হয়েছে, ভার্সাই সন্ধিচুক্তিতে পিষ্ট হয়েছে কিন্তু তার সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিপুল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমেরিকাকে প্রথম ধরা হলে, পৃথিবীতে জার্মানীর স্থান দ্বিতীয়। বিশেষজ্ঞরা এমন কথাও বলেন যে বৈদ্যুতিক শিল্পের দিক দিয়ে দেখলে জার্মানী আমেরিকার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর, আর আপনারা তো জানেন বৈদ্যুতিক শিল্প কী পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যুৎ ব্যবহারের দিক থেকে আমেরিকা শ্রেষ্ঠতর হলেও কারিগরী উৎকর্ষে জার্মানী আমেরিকাকে ছাড়িয়ে গেছে। এমন একটা দেশের উপরই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ভার্সাই চুক্তি—যে সন্ধি চুক্তির আওতায় তার থাকা সম্ভব নয়। জার্মানী হল ক্ষমতাশালী এবং অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলির অন্যতম। সে ভার্সাই সন্ধি চুক্তি বরদাস্ত করতে পারে না। অবশ্য জার্মানী নিজে সাম্রাজ্যবাদী হলেও সে যেহেতু পিষ্ট হয়েছে তাই সে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মিত্র খুঁজতে বাধ্য। এই সুযোগই আমরা সুবিধামত কাজে লাগাব। কনসেশনের দৃষ্টিভঙ্গীতে আমেরিকা ও আঁতাত দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব, বা সমগ্র আঁতাত দেশগুলি ও জার্মানীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবে যা কিছু, তাকেই আমরা ব্যবহার করব। সেই কারণেই আমরা ওদের আগ্রহ বাড়াতে আমাদের দিকে আকৃষ্ট করব। সেই কারণেই মিল্যুটিন পুস্তিকায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তাতে আনা হয়েছে এবং গণ কমিশারের পরিষদে এমনভাবে সেটাকে প্রকাশ করা হয়েছে যে যা সম্ভাব্য কনসেশন লোভীদের আকৃষ্ট করবে। পুস্তিকাটিতে মানচিত্র ও ব্যাখ্যা সহ বলা হয়েছে, আমরা এটাকে সব ভাষায় ভাষান্তর করে এটাকে প্রসারের ব্যবস্থা করব যাতে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জার্মানী উঠে পড়ে লাগে, কারণ কনসেশনটা জার্মানীর কাছে জীবনমরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে আমরা আমেরিকাকেও জাপানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করব, সমগ্র আঁতাত দেশকে লাগাব আমেরিকার বিরুদ্ধে এবং সমগ্র জার্মানীকে লাগাব আঁতাত দেশগুলির বিরুদ্ধে।

তাহলে, এই তিনটি পারস্পরিক দ্বন্দ্বই সাম্রাজ্যবাদীদের সুখের সংসারে ভাঙন লাগাচ্ছে। বিষয়ের এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং সেই কারণেই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে আমরা মনে প্রাণে বা আমাদের সমস্ত চিন্তায় কনসেশনের সমর্থন করা উচিত।

প্রথম প্রকাশ ১৯২৩ খণ্ড ৩১, পৃঃ ৪৪২-৫০.

অষ্টম সোভিয়েত কংগ্রেসে
রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)
গোষ্ঠীর নিকট কনসেশন বিষয়ে প্রতিবেদন থেকে
২১শে ডিসেম্বর, ১৯২০

কমরেডগণ, আমার ধারণা, কনসেশনের প্রশ্নটা নিয়ে আগে দলের গোষ্ঠীতে আলোচনা হবে এই স্থির করে আপনারা পুরোপুরি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। যা খবর পাওয়া গেছে তাতে কনসেশনের প্রশ্নটা সর্বত্র, শুধু পার্টি পরিধির মধ্যে বা শ্রমিক জনগণের মধ্যেই নয়, কৃষক সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যেও বিপুল উত্তেজনা এমন কি উদ্বেগেরও সৃষ্টি করেছে। সমস্ত কমরেডই যা বলেছেন তাহল এ বছরের ২৩শে নভেম্বরের ডিক্রীর পর থেকে বিভিন্ন বিষয়ের অনুষ্ঠিত সভায় সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্ন উঠেছে এবং যা নিয়ে নোট পাঠানো হয়েছে তা কনসেশন নিয়ে, আর এ সব নোট ও আলোচনার মূল সুরেই ফুটে উঠেছে আশংকা। আমাদের নিজস্ব পুঁজিপতিদের আমরা বিতাড়িত করেছি, আর এখন চাইছি অন্য পুঁজিপতিরা আসুক। আমার বিশ্বাস, এই আশংকা শুধু পার্টি কর্মীদের নয়, আরো অনেকের কনসেশন ব্যাপারে এই আগ্রহ একটা শুভ লক্ষণ, এতে দেখা যাচ্ছে যে তিন বছরের অবর্ণনীয় কঠিন সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষক শক্তিশালী হয়েছে এবং পুঁজিপতিদের সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে, তা এত দৃঢ়ভাবে মনে গেঁথে গেছে যে ব্যাপক জনগণ মনে করছে কনসেশন না দিয়েই চালিয়ে নেবার মত যথেষ্ট মজবুত হয়ে উঠেছে শ্রমিক-কৃষক ক্ষমতা. নিজেরা তারা এতই যথেষ্ট শিক্ষা নিয়েছে যে একান্ত একটা আবশ্যকতা না থাকলে পুঁজিপতিদের সংগে কোন কারবারে যেতে রাজী নয়। নীচু তলা থেকে এই ধরনের তদারকি, জনগণের মধ্য থেকে উদ্ভূত এই ধরনের ভয়, পার্টি বহির্ভূত মহলে এই ধরনের আশংকা থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের সংগে পুঁজিপতিদের সম্পর্কের প্রতি কী অসাধারণ তীক্ষ্ণ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, এই কারণে এই আশংকাগুলিকে জনগণের মেজাজের লক্ষণ হিসাবে অকুণ্ঠে আমাদের স্বাগত জানানো উচিত।

তাহলেও, আমার বিশ্বাস, এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে আমাদের আসতে হবে যে কনসেশনের ব্যাপারে আমরা কেবল এই বিপ্লবী স্বতঃপ্রবৃত্তি দিয়ে চালিত হতে পারি না। সমস্যাটি সবদিক দিয়ে খতিয়ে দেখলে আমাদের গৃহীত কর্মনীতিটির কনসেশন দানের কর্মনীতিটির যথার্থতা সম্বন্ধে আমরা স্থির প্রত্যয় হব। সংক্ষেপে বলতে পারি যে আমার প্রতিবেদনের—বরং বলা উচিত মস্কোয় কয়েক শত প্রধান কর্মকর্তাদের নিকট সম্প্রতি আমি যে বক্তৃতা করেছি এটা তারই পুনরাবৃত্তি, কারণ এখনও আমি কোন প্রতিবেদন তৈরী করে উঠতে পারি নি যা আপনাদের কাছে পেশ করবো—এ বক্তৃতার প্রধান বিষয় হল দুটি পূর্বস্থিতির প্রমাণ দেওয়া। প্রথমতঃ যে কোন যুদ্ধই হল অন্য পদ্ধতিতে শান্তিকালীন রাজনীতির পূর্বানুবর্তন এবং দ্বিতীয়তঃ যে কনসেশন আমরা দিচ্ছি বা অন্যভাবে বলা যায় দিতে বাধ্য হচ্ছি, সেখানে অন্য কোন মাধ্যমে যুদ্ধের পূর্বানুবর্তন। এই দুটি পূর্বস্থিতি, বরং বলা উচিত দ্বিতীয় পূর্বস্থিতিটি, কারণ প্রথমটির কোন প্রমাণ লাগবে না, প্রমাণ করার জন্য আমি শুরু করব প্রশ্নটির রাজনৈতিক দিক নিয়ে। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিধরদের মধ্যকার সেইসব সম্পর্ক নিয়ে আমি আলোচনা করব, সমগ্র ভাবে বৈদেশিক নীতি বোঝার জন্য যা অপরিহার্য। কী যুক্তিতে এ কর্মনীতি আমরা গ্রহণ করেছি, তা বোঝার পক্ষে জরুরী।

মার্কিন ভ্যান্দারলিপ গণ কমিশার পরিষদের নিকট এক পত্রে বলেন, সাধারণতন্ত্রীরা, আমেরিকার সাধারণতান্ত্রিক পার্টির, ব্যাংকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পার্টির সদস্যরা, যারা মুক্তির জন্য দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধের স্মৃতির সংগে জড়িত, তারা ক্ষমতায় নেই। নভেম্বরের নির্বাচনের আগে তিনি একথা লিখেছিলেন। এবং তাতে তিনি আশা করেছিলেন যে সাধারণতন্ত্রীরা জিতবে (ওরা সেটায় জিতেছিলেন) এবং মার্চ মাসে তাদের নিজস্ব প্রেসিডেন্ট হবে। যে নির্বুদ্ধিতায় ইউরোপীয ব্যাপারে আমেরিকা জড়িয়ে পড়েছিল তার পুনরাবৃত্তি আর হবে না, ওরা ওদের নিজেদের স্বার্থই দেখবে। মার্কিন স্বার্থের খাতিরে জাপানের সংগে তাদের যুদ্ধ বাধবে এবং ওরা জাপানের বিরুদ্ধে লড়বে। তিনি আরও বলেন, সম্ভবত আপনাদের জেনে কৌতূহল হবে যে ১৯২৩ সালে আমাদের নৌবাহিনী ব্রিটিশ নৌবাহিনীর চেয়ে শক্তিশালী হবে। লড়তে হলে ওদের দরকার তেলের নিয়ন্ত্রণ, তেল ছাড়া ওরা আধুনিক যুদ্ধ চালাতে পারবে না। ওদের হাতে তেল থাকা দরকার শুধু তাই নয়, শত্রুর হাতে যাতে তেল না থাকে তারও ব্যবস্থা প্রয়োজন। এদিক থেকে জাপানের অবস্থা কাহিল। কামচটকার কোথায় যেন একটা উপসাগর আছে (যার নাম তিনি ভুলে গেছেন), সেখানে তেলের উৎস আছে, সে তেল জাপানীদের হাতে যাক এটা তারা চান না। যদি আমরা সেই ভূখণ্ড ওদের বিক্রী করি, তাহলে ভ্যান্দারলিপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে মার্কিনীরা এত

উৎসাহিত হয়ে উঠবে যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সরকারকে স্বীকৃতি দিতে দেরী করবেন না। যদি আমরা কেবল কনসেশনই দিয়ে, ভূখণ্ড বিক্রী না করে, তাহলে তিনি বলতে পারেন না যে ওরা এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হবে কিনা, তবে তিনি প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না যে এরপর এমন কোন উদ্দীপনা দেখা দেবে যাতে আমাদের সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পারেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

ভ্যান্দারলিপের চিঠিটা খুবই খোলামেলা, অতুলনীয় নিলজ্জতায় তাতে এক সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টিভংগীর রূপরেখা দেওয়া হয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদী পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যে জাপানের সংগে যুদ্ধ আসন্ন এই প্রশ্নটাকে পেশ করছে খোলাখুলি ও সরাসরি—তাহল আমাদের সংগে কারবারে এসো, তোমাদের খানিকটা সুবিধা হবে এতে। প্রশ্নটা এই : দূর প্রাচ্য, কামচটকা, ও সাইবেরিয়ার একাংশ বর্তমানে কার্যতঃ জাপানের হাতে, এই দিক থেকে যে তার সৈন্যরাই সেখানে আধিপত্য করছে, এইদিক থেকে যে অবস্থা চক্রে একটা বাফার রাষ্ট্র দূরপ্রাচ্য সাধারণতন্ত্র গঠন করা আবশ্যিক হয়েছিল, এইদিক থেকে যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে সাইবেরীয় চাষীরা কি পরিমাণে অবিশ্বাস্য দুর্ভোগ সইছে, ও কী অবিশ্বাস্য নৃশংসতা জাপানীরা সাইবেরীয়-দের উপর করেছে তা আমরা জানি। সাইবেরিয়ার কমরেডরা তা জানেন, তাদের সাম্প্রতিক প্রকাশিত পত্র-পুস্তিকায় এর বিশদ বিবরণ আছে। তাহলেও জাপানের সংগে আমরা যুদ্ধে নামতে পারি না এবং জাপানের সংগে যুদ্ধ শুধু পিছিয়ে দেওয়াই নয়, সম্ভব হলে তা পরিহার করার জন্যও আমাদের সর্ববিধ প্রচেষ্টা নিতে হবে যেহেতু সেটা আমাদের সাধ্যাতীত এবং তার কারণ আপনারা বোঝেন। সেই সংগে প্রশান্ত মহাসাগর মারফৎ বিশ্ব-বাণিজ্যের সংগে আমাদের যোগাযোগ কেড়ে নিয়ে জাপান প্রভূত ক্ষতি করছে আমাদের। এই অবস্থায়, যখন আমাদের সামনে রয়েছে একটা ক্রমবর্ধমান সংঘাত—আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে একটা আসন্ন সংঘর্ষ, কারণ প্রশান্ত মহাসাগর ও উপকূলের উপর প্রভুত্ব নিয়ে কয়েক দশক ধরে অতি একরোখা একটা লড়াই চলেছে জাপান ও আমেরিকার মধ্যে এবং সে সংগ্রামটা যে বেড়ে উঠেছে ও আমেরিকার সংগে জাপানের যুদ্ধ অনিবার্য করে তুলেছে তার একান্ত নিশ্চিত লক্ষণে প্রশান্ত মহাসাগর ও তার উপকূলের গোটা কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ইতিহাস পরিপূর্ণ; এই অবস্থায় গত তিন বছর ধরে যা চলেছে সেই অবস্থাতেই আমরা রয়েছি। আমরা একটা সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, তাকে বেষ্টন করে রয়েছে এমন সব সাম্রাজ্যবাদী দেশ যারা সামরিক দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে অতুলনীয় বেশী শক্তিশালী, সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বৃদ্ধির জন্য যারা প্রচার আন্দোলনের সর্বপন্থা ব্যবহার করেছে, যারা সোভিয়েত ক্ষমতাকে শ্বাসরোধ করে

মারার চেষ্টা করেছে, যারা সামরিক হস্তক্ষেপের কোন সুযোগ ছাড়বে না—সেইসব দেশ।

এইটে মনে রেখে যদি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দৃষ্টি থেকে গত তিন বছরের ইতিহাসের উপর সাধারণভাবে চোখ বুলাই, তাহলে পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে আমরা টিঁকে থাকতে পেরেছি এবং আমাদের শ্বেতরক্ষীদের সমর্থনপুষ্ট আঁতাত শক্তিদের অতুলনীয় পরাক্রমের একটা জোটকে যে পরাস্ত করতে পেরেছি তার একমাত্র কারণ ঐ সব শক্তির মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। এ পর্যন্ত আমরা বিজয়ী হয়েছি কেবল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে প্রগাঢ়তম বিভেদের জন্য এবং একমাত্র এইজন্য যে সে বিভেদটা একটা আপতিক অভ্যন্তরীণ পার্টি-বিভেদ নয়, তাহল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের অতি গভীরতম অনপনেয় সংঘাত, ভূমি ও পুঁজির ব্যক্তিগত মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত এইসব দেশ একটা লুঠেরা কর্মনীতি চালাতে বাধ্য যাতে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে তাদের শক্তি সম্মেলনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে দাঁড়ায়। জাপানের কথাই ধরি,—প্রায় সারা সাইবেরিয়া ছিল তার দখলে এবং সে কলচাককেও সাহায্য করতে পারতো, কিন্তু সে তা করে নি, কারণ মার্কিন স্বার্থের সংগে তার ছিল আমূল প্রভেদ এবং মার্কিন পুঁজির জন্য সে নিজের দায়ে মুশকিল আসান করে দিতে চায় নি। খুবই স্বাভাবিক যে এই দুর্বলতা জানা থাকায় আমেরিকা ও জাপানের মধ্যকার শত্রুতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের শক্তিশালী করা এবং আমাদের বিরুদ্ধে জাপান ও আমেরিকার মধ্যে কোন চুক্তির সম্ভাবনাকে পিছিয়ে দেওয়ার নীতি নেওয়া ছাড়া আর কোন কর্মনীতি অনুসরণ করতে পারতাম না। সে রকম চুক্তির সম্ভাবনা যে ঘটছে, তার একটা দৃষ্টান্ত দিই—কালচাককে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি যারা দিয়েছিল এমন সমস্ত দেশের মধ্যে একটা চুক্তির বয়ান প্রকাশিত হয়েছিল মার্কিন সংবাদপত্রে।

চুক্তিটা অবশ্য বানচাল হয়ে যায়, কিন্তু প্রথম সুযোগেই তারা যে ফের এটাকে সামনে এনে হাজির করতে চায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কমিউনিস্ট আন্দোলন যত গভীর, যত বিপজ্জনক হবে, ততই আমাদের সাধারণতন্ত্রকে টুঁটি টিপে হত্যা করার বারংবার প্রচেষ্টার সংখ্যা বাড়বেই। সেই জনাই আমাদের কর্মনীতি হল সে চুক্তি ব্যাহত বা সাময়িকভাবে অসম্ভব করে তোলার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যকার বিরোধকে ব্যবহার করা। তিন বছর ধরে এই হল আমাদের কর্মনীতির মূল ধারা: এর জনাই আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় ব্রেস্ত শান্তি চুক্তি সম্পাদন, বুলিটের সংগে আমাদের পক্ষে চূড়ান্ত প্রতিকূল একটা শান্তি ও যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিষ্পন্ন করাও আবশ্যক হয়েছিল এই জন্য। এই পদ্ধতিটা এখন এমন রূপ নিচ্ছে যে কনসেশন সংক্রান্ত প্রস্তাব সাগ্রহে লুফে নিতে হবে আমাদের। আজ আমরা আমেরিকাকে কামচটকা

দিয়ে দিচ্ছি, আসলে এটা অন্তত আমাদের হাতে নেই, কারণ জাপানী সৈন্য রয়েছে সেখানে। এই মুহূর্তে জাপানের সংগে লড়বার মত অবস্থাও নেই আমাদের। অর্থনৈতিক কারবারের জন্য আমেরিকাকে আমরা এমন একটা এলাকা দিচ্ছি যেখানে আমাদের একদম কোন নৌ বা সামরিক শক্তি নেই; যেখানে তা রাখাও সম্ভব নয়। আর তাতে আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে লাগাচ্ছি জাপানী বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে, যারা আজো পর্যন্ত দূরপ্রাচ্য সাধারণতন্ত্রের উপর নিজের দখল বজায় রেখেছে।

এইভাবে কনসেশন বিষয়ক আলাপ-আলোচনার সময় আমাদের প্রধান স্বার্থটা ছিল রাজনৈতিক। সাম্প্রতিককালের ঘটনাবলী থেকে অসাধারণ পরিষ্কারভাবে প্রমাণ হয়েছে যে কনসেশন বিষয়ে কেবল আলাপ আলোচনাটুকু থেকেই আমরা লাভবান হয়েছি। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কর্মভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত, আমরা কোন কনসেশন দিই নি এবং দিতে পারিও না, আর সেটা মার্চের আগে ঘটবেও না। তাছাড়া খুঁটিনাটি বিষয়গুলি যখন বিশদ করা হবে তখন চুক্তি সই করতে গররাজী হওয়ার মত সুযোগ আমাদের এখনো থাকছে।

তাই দাঁড়ায় যে এ প্রশ্নে অর্থনৈতিক স্বার্থটা গৌণ, এর মূল কথাটা হল রাজনৈতিক স্বার্থ। আমরা যে সব খবরের কাগজ পেয়েছি তাতে প্রকাশিত সংবাদ থেকেই দেখা যায় যে আমরা জিতেছি। ভ্যান্দারলিপ নিজে জোর দেন যে কনসেশন-দানের প্রকল্পটা আপাতত গোপন থাক। সাধারণতান্ত্রিক পার্টি নির্বাচনে জেতা পর্যন্ত তা গোপন রাখার কথা। আমরা রাজী হই, তাঁর চিঠি তথা গোটা প্রাথমিক খসড়া কিছুই প্রকাশ করা হবে না। কিন্তু দেখা গেল এমন জিনিস বেশি দিন গোপন রাখা যায় না। ভ্যান্দারলিপ আমেরিকায় পৌঁছানো মাত্র নানা ধরনের কথা ফাঁস হতে থাকে। নির্বাচনের আগে প্রেসিডেণ্টের পদে প্রার্থী ছিলেন হার্ডিং, আর এখন তিনি নির্বাচিত। এই হার্ডিং মার্কিন সংবাদপত্রে এই প্রতিবেদনের প্রতিবাদ করেন যে ভ্যান্দারলিপ মারফত সোভিয়েত রাষ্ট্রের সংগে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। প্রতিবাদটা খুবই চূড়ান্ত রকমের, প্রায় এই ধরনের কথায়: ভ্যান্দারলিপকে আমি চিনি না এবং সোভিয়েতের সংগে কোন সম্পর্কও স্বীকার করি না। এ প্রতিবাদের কারণ খুবই স্পষ্ট। বুর্জোয়া আমেরিকার নির্বাচনের প্রাক্কালে হার্ডিং সোভিয়েত রাজ্যের সংগে একটা চুক্তির পক্ষপাতী, একথা জানাজানি হলে কয়েক লক্ষ ভোট লোকসান, তাই তিনি তাড়াতাড়ি করে এই বিবৃতি প্রকাশ করেন যে তিনি কোন ভ্যান্দারলিপকে চেনেন না। কিন্তু নির্বাচন শেষ হওয়া মাত্র আমরা একেবারে ভিন্ন ধরনের খবর পেতে শুরু করি আমেরিকা থেকে। সোভিয়েত রাজের সংগে একটা চুক্তির জন্য সব রকমের সুপারিশ করেন ভ্যান্দারলিপ একাধিক সাংবাদিক প্রবন্ধে এবং এমন কি একটি

কাগজে তিনি একথাও লেখেন যে তিনি লেনিনকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে তুলনা করেন। তাই দাঁড়াচ্ছে এই যে আমাদের সঙ্গে চুক্তির অনুকূলে আমরা প্রচারক পেয়েছি সবচেয়ে খারাপ ধরনের শোষকদের প্রতিনিধিদের মধ্যে, যেমন ভ্যান্দারলিপ—সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত বা অন্য কিছু সাংবাদিকের মধ্যে নয়।

আপনাদের এখন যা বলছি সে কথা যখন অগ্রণী কর্মকর্তাদের সভায় আমি বলি, তখন ভ্যান্দারলিপের কারখানায় কাজ করা আমেরিকা প্রত্যাগত একজন কমরেড সভয়ে বলেন যে ভ্যান্দারলিপের কারখানায় তিনি যে রকম শোষণ দেখেছেন, তেমন আর কোথাও দেখেন নি। আর এই পুঁজিবাদী হাঙরটির মধ্যেই আমরা সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের পক্ষপাতী এক প্রচারক পেয়েছি আর কনসেশন বিষয়ে প্রস্তাবিত চুক্তিটা ছাড়া যদি আর কিছুও আমরা না পাই তাহলেও আমরা বলতে পারব যে আমরাই জিতেছি। এই মর্মে একাধিক প্রতিবেদন আমরা পেয়েছি অবশ্যই গোপন প্রতিবেদন, যে বসন্তকালে আবার সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার ভাবনা পুঁজিবাদী দেশগুলি ছাড়ে নি। এই মর্মে একাধিক প্রতিবেদন আমাদের কাছে আছে যে, কোন কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তার প্রাথমিক প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং বলা যেতে পারে শ্বেতরক্ষী বাহিনী সব দেশেই প্রস্তুতি চালাচ্ছে। আমাদের প্রধান স্বার্থ তাই বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যকর করা এবং সেই উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদীদের অন্ততঃ একটা অংশকে আমাদের পক্ষে রাখা প্রয়োজন।

বৃটেনে বহুদিন ধরে সংগ্রাম চলছে। নিতান্ত এই ঘটনাটুকুতেই আমরা লাভবান হয়েছি যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পুঁজিবাদী শোষণের যারা প্রতিনিধি তাদের মধ্যেই এমন লোক আমরা পেয়েছি যারা রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার কর্মনীতি-সমর্থন করে। বৃটেনের সঙ্গে চুক্তি, অর্থাৎ বাণিজ্য চুক্তি এখনও স্বাক্ষরিত হয় নি। লণ্ডনে তা নিয়ে এখন সক্রিয় কথাবার্তা চালাচ্ছেন ক্রাসিন। বৃটিশ সরকার তাদের খসড়া পেশ করেছে আমাদের কাছে, আমরাও আমাদের পাল্টা খসড়া পেশ করেছি, তা সত্ত্বেও দেখছি যে বৃটিশ সরকার আলাপ-আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করে চলেছে এবং সেখানে একটা প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক পার্টি খুবই সক্রিয় তারাই এ পর্যন্ত জিতে এসেছে এবং ওরাই বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে বাধা দিচ্ছে। আমাদের সঙ্গে এই চুক্তি সম্পাদনের জন্য যে সব পার্টি ও গোষ্ঠী সক্রিয় তাদের জোরদার করতে পারে এমন সব কিছুকেই সমর্থন করা আমাদের অবশ্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট ও অন্যতম কর্তব্য। ভ্যান্দারলিপের মধ্যে সে রকম একজন সমর্থক আমরা পেয়েছি এবং সেটা নিতান্ত আকস্মিক ভাবে নয়, শুধু এই বলে তার ব্যাখ্যা করা যায় না যে ভ্যান্দারলিপ হলেন বিশেষ রকমের উদ্যোগী একজন লোক, কিংবা সাইবেরিয়াকে তিনি ভাল রকম চেনেন। এ ক্ষেত্রে কারণগুলির মূল আরো

গভীরে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের বিকাশের সঙ্গে তা জড়িত, যে সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশের সংখ্যা অবিশ্বাস্য রকমে বেশি। এক্ষেত্রে মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বিভেদটা গভীর, এবং তার উপর ভিত্তি করা আমাদের আশু কর্তব্য।

আমি বলেছি যে, ভ্যান্দারলিপ সাইবেরিয়ার ব্যাপারে বিশেষ ওয়াকিবহাল। আমাদের কথাবার্তা যখন শেষ হয়ে এসেছিল তখন কমরেড চিচেরিন বলেন যে ভ্যান্দারলিপকে নিমন্ত্রণ করা উচিত কারণ তাতে পশ্চিম ইউরোপে তাঁর ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের উপর চমৎকার প্রতিক্রিয়া হবে। অবশ্যই এমন একটা পুঁজিবাদী হাঙরের সঙ্গে আলাপ করাটা খুব প্রীতিপ্রদ নয়, কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে লোকান্তরিত মিরবাখের সঙ্গে পর্যন্ত অতি অমায়িকভাবে কথা বলতে হয়েছে, তারপর ভ্যান্দাবলিপের সঙ্গে আলাপে নিশ্চয়ই ভয় ছিল না আমার। কৌতূহলের ব্যাপার যে ভ্যান্দারলিপ ও আমার মধ্যে নানা রকম সৌজন্য বিনিময়ের পর তিনি যখন রসিকতা শুরু করে বললেন যে মার্কিনীরা ভারী ব্যবহারিক লোক, নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত কানে শুনে বিশ্বাস করে না, তখন আমিও আধা-বিদ্রূপে বললাম, 'তাহলে আপনিও তো দেখলেন সোভিয়েত রাশিয়া কেমন চমৎকার, তাই আপনাদের আমেরিকাতেও এই ব্যবস্থা চালু করে দিন।' তখন তিনি ইংরেজীতে জবাব না দিয়ে রুশ ভাষায় বললেন, 'হয়তো হতে পারে (Mozhet byt)' 'সে কি আপনি রুশ ভাষাও জানেন?' তিনি বললেন, 'বহুদিন আগে পাঁচ হাজার ভার্স্ট পথ পাড়ি দিয়েছিলাম সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে। ভয়ানক ভাল লেগেছিল দেশটা।' ভ্যান্দারলিপের সঙ্গে এই সৌজন্য বিনিময় শেষ হল তার এই সরস উক্তিতে, 'হ্যাঁ একথা সত্যি যে মিঃ লেনিনের কোন শিং নেই, আর সে কথা আমায় আমার মার্কিন বন্ধুদের বলতে হবে।' সোভিয়েত রাজ একটা দানব, তার সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো উচিত নয়, এই মর্মে ইউরোপীয় সংবাদপত্রে যদি আর বিবরণ না প্রকাশিত হয় তাহলে অবশ্যই এটাকে একটা ফাঁকা রসিকতা বলা যাবে না। এই বদ্ধ জলাটার মধ্যে একটা ঢিল ছোঁড়ার সুযোগ আমরা পেলাম ভ্যান্দারলিপের মধ্যে, যিনি আমাদের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষপাতী।

জাপানী বাণিজ্য মহলে অসাধারণ উত্তেজনার কথা চলে নি এমন একটা প্রতিবেদনও কি এসেছে জাপান থেকে? জাপানী জনমত বলছে যে তারা কখনই তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে না, সোভিয়েত রাশিয়ায় কনসেশন গ্রহণের তারা বিরোধী। সংক্ষেপে, জাপান ও আমেরিকার মধ্যে শত্রুতার একটা প্রচণ্ড প্রখরতা আমরা পেয়েছি এবং তার ফলে আমাদের উপর জাপানী ও মার্কিনী চাপ দুই-ই নিঃসন্দেহে দুর্বল হয়ে পড়ছে।

মস্কোর কর্মকর্তাদের যে সভায় আমাকে সত্য ঘটনা প্রকাশ করতে হয়েছিল সেখানেও এই ধরনের একটা প্রশ্ন এসেছিল। একজন কমরেড লেখেন, 'দেখা

যাচ্ছে আমরা জাপান ও আমেরিকাকে লড়াইয়ে ঠেলে দিচ্ছি, কিন্তু লড়াইটা করবে তো শ্রমিক ও চাষীরা। এরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হলেও দুই শক্তিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ঠেলে দেওয়া কি আমাদের মত সমাজতন্ত্রীদের উচিত, যে যুদ্ধে শ্রমিকদের রক্তপাত হবে?' আমি তার উত্তরে বলি, শ্রমিক ও কৃষকদের যদি আমরা সত্যিই যুদ্ধে ঠেলে দিই, তবে সেটা হবে অপরাধ। আমাদের সমস্ত রাজনীতি ও প্রচার কিন্তু যুদ্ধ শেষ করার লক্ষ্যেই পরিচালিত, মোটেই জাতিসমূহকে যুদ্ধে ঠেলে দেওয়ার লক্ষ্যে নয়। অভিজ্ঞতায় আমরা যথেষ্ট দেখেছি যে চিরন্তন যুদ্ধ থেকে একমাত্র নিষ্ক্রমণ হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। আমাদের কর্মনীতি তাই যুদ্ধ প্ররোচনার কর্মনীতি নয়। জাপান ও আমেরিকার মধ্যে একটা যুদ্ধকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থনের মত কিছুই আমরা করি নি। আমাদের সমস্ত প্রচার ও আমাদের সমস্ত সংবাদ-পত্রের প্রবন্ধ এই সত্যকেই প্রকাশ করে যে আমেরিকা ও জাপানের যুদ্ধও হবে ১৯১৪ সালের ব্রিটিশ ও জার্মান গোষ্ঠীর মধ্যেকার যুদ্ধের মতই সাম্রাজ্যবাদী এবং পিতৃভূমি রক্ষার কথা নয়, সমাজতন্ত্রীদের উচিত পুঁজি-পতিদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার কথা ভাবা, তাদের ভাবা উচিত শ্রমিক বিপ্লবের কথা। সে বিপ্লব ত্বরান্বিত করার জন্য এই যে আমরা যথাসাধ্য করছি, এই আমরাই যদি একটা দুর্বল সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হই তাহলে আমাদের আক্রমণকারী সেই সব সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের বিরুদ্ধে তাদের পারস্পরিক সম্মিলন অসম্ভব করে তোলা কি সঠিক কর্মনীতি? অবশ্যই এটা সঠিক কর্মনীতি। এ কর্মনীতি আমরা অনুসরণ করে আসছি চার বছর ধরে। কর্মনীতির পরিচায়ক প্রধান ঘটনা হল ব্রেস্ত চুক্তি। জার্মান সাম্রাজ্যবাদ যতদিন প্রতিরোধ দিচ্ছিল ততদিন আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে-কার বিরোধ ব্যবহার করে টিঁকে থাকতে সক্ষম হয়েছিলাম, যদিও তখন লাল-ফৌজ বাহিনীও পর্যন্ত গঠিত হয় নি।

কামচটকায় আমাদের কনসেশন দানের কর্মনীতি রূপ নেয় এই পরিস্থিতিতে। এই ধরনের কনসেশন খুবই ব্যতিরেকমূলক। অন্যান্য কনসেশন কি ভাবে রূপ নিচ্ছে তা পরে বলব। আপাতত শুধু প্রশ্নটার রাজনৈতিক দিকেই সীমাবদ্ধ থাকব আমি। আমি এইটে দেখাতে চাই যে জাপান ও আমেরিকার মধ্যেকার সম্পর্ক থেকেই ব্যাখ্যা মেলে কেন কনসেশন দেওয়া বা টোপ হিসাবে কনসেশন ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক। কনসেশনের মধ্যে ধরে নেওয়া হয় শান্তিপূর্ণ বোঝাপড়ার এক ধরনের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা, বাণিজ্য সম্পর্কের পুনঃস্থাপন; আমাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরা-সরি ব্যাপকভাবে ক্রয়ের সুযোগ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ধরে নেওয়া হয় তাতে। এটা কার্যকরী করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে হবে আমাদের। এখনো এটা কাজে পরিণত হয় নি।

আমাদের বলা হয়েছে, কনসেশনভোগীরা তাদের শ্রমিকদের জন্য ব্যতিরেক-মূলক অবস্থা গড়বে, তাদের জন্য তারা সেরা পোশাক, সেরা জুতো, সেরা সেরা খাদ্য আনবে। আমাদের যে শ্রমিকরা অনটন সইছে ও এখনো দীর্ঘদিন ধরে যাদের অনটন সয়ে যেতে হবে তাদের মধ্যে এটা হবে তাদের প্রচার। সে ক্ষেত্রে দাঁড়াবে একটা সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, যেখানে শ্রমিকেরা দারিদ্র্যপীড়িত, আর তার পাশেই একটা পুঁজিবাদী দ্বীপ, যেখানে শ্রমিকদের হাল চমৎকার। আমাদের পার্টি সভায় এই ধরনের ভয়ের কথা প্রায়ই শোনা যায়। অবশ্যই এরকম একটা বিপদ আছে এবং তাতে প্রমাণ হয় যে কনসেশন হল যুদ্ধের পূর্বানুবর্তন, শান্তি নয় সেটা। কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি অনটনের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে ও আমরা দেখেছি যে তা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী দেশ থেকে শ্রমিকরা আমাদের কাছে আসে এইটে জেনেই যে রাশিয়ায় যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে সেটা অনেক খারাপ ; তাই এ ধরনের প্রচারের বিরুদ্ধে আমরা কি পাল্টা প্রচারে আত্মসমর্থন করতে পারব না, শ্রমিকদের দেখাতে পারব না, যে তার শ্রমিকদের কোনো কোনো অংশের জন্য পুঁজিবাদ নিশ্চয়ই উন্নততর অবস্থার আয়োজন করতে পারে কিন্তু তাতে বাকি শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হয় না? এবং শেষতঃ বুর্জোয়া ইউরোপ ও আমেরিকার সংগে প্রতিটি সংস্পর্শেই কেন সর্বদা আমরাই জিতেছি, তারা নয়? কেন এ পর্যন্ত আমাদের কাছে প্রতিনিধি দল প্রধানত মেনশেভিক লোকজন দিয়ে গঠিত এবং এ সব লোক স্বল্পকালের জন্য আমাদের কাছে এলেও আমরা সর্বদাই তাদের অন্তত ছোট একটা অংশকে আমাদের পক্ষে টেনে নিতে পেরেছি। আর শ্রমিকদের কাছে সত্য জিনিসটা ব্যাখ্যা করতে অক্ষম হব, এই ভয় কি আমাদের হবে? এ ভয় যদি আমাদের থাকে, কনসেশনের ব্যাপারে যার তৎপর্য সবচেয়ে বেশি সেই প্রত্যক্ষ স্বার্থের উপরে যদি এই ধরনের বিবেচনাকে স্থান দিতে হয়, তবে আমাদের খুবই খারাপ বলতেই হবে। আমাদের চাষী-মজুরদের অবস্থা দুরূহই রয়ে গেছে। তার উন্নতি করতে হবে। সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকা চলে না। আমার ধারণা, একথায় আমাদের মতভেদ নেই যে কনসেশনের কর্মনীতিটা হল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ারই কর্মনীতি, কিন্তু আমাদের কর্তব্য হল পুঁজিবাদী শত্রু পরিবেষ্টিত একটা বিচ্ছিন্ন সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা, পরিবেষ্টনকারী পুঁজিবাদী শত্রুর চেয়ে অসীম দুর্বল এই সাধারণতন্ত্রটাকে বাঁচিয়ে রাখা, তাতে আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আমাদের শত্রুদের মধ্যে একটা জোট বাঁধার সম্ভাবনাকে দূর করা, তাদের রাজনীতিতে বাধা দেওয়া, বিজয় অর্জনের সুযোগ তাদের না দেওয়া, আমাদের কর্তব্য হল অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য রাশিয়ার হাতে

প্রয়োজনীয় কলকব্জা ও তহবিল সুনিশ্চিত করা, কেন না এটা পেয়ে গেলে আমাদের নিজেদের পায়ে এতটা শক্ত হয়ে দাঁড়াব যে কোন পুঁজিবাদী শত্রুকেই আমরা আর ভয় পাব না। এই দৃষ্টিভংগী থেকেই আমরা আমাদের কনসেশন বিষয়ক কর্মনীতিতে, যে কর্মনীতির রূপরেখা দিলাম তাতে আমরা পরিচালিত হয়েছি।

প্রথম প্রকাশ ১৯৩০

খণ্ড ৩১,
পৃঃ ৪৬৩-৭১, ৪৮৫-৮৬

আন্তর্জাতিক নারীশ্রমিক দিবস

[অংশবিশেষ]

এবং বিশ্বের সকল দেশে নারী-শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক দিবসে নারী-শ্রমিকদের অসংখ্য সভায় ধ্বনিত হবে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি অভিনন্দন বাণী, যে রাশিয়া শুরু করেছে অশ্রুতপূর্ব দুরূহ ও গুরুভার, কিন্তু মহান, বিশ্বায়তনে মহান এক সত্যকার মুক্তি ব্রত। ধ্বনিত হবে এই সজীব আহ্বান, বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার ক্রোধাক্ত ও প্রায়শই তার পাশবিক চেহারায় মনোবল হারিও না। বুর্জোয়া দেশ যতই 'মুক্ত' বা 'গণতান্ত্রিক' হয়, শ্রমিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে পুঁজিপতির দঙ্গলেরা ততই ক্রোধে ফুঁসতে থাকে, তাদের পশুবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে। এর একটা উদাহরণ হল উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র। কিন্তু মেহনতী জনগণ জেগে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চূড়ান্তভাবেই ঘুম ভাঙিয়েছে নিদ্রাতুর, জড়ভরত ও তন্দ্রাতুর জনগণের এবং তা কেবল আমেরিকা ও ইউরোপই নয়, পশ্চাদপদ এশিয়ারও।

প্রাভদার ৫১ সংখ্যায় ৮ মার্চ, ১৯২১ সালে প্রকাশিত। স্বাক্ষর : *এন. লেনিন*। ৩২, পৃঃ ১৬২

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের রণকৌশলের সমর্থনে বক্তৃতা

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ থেকে

১লা জুলাই, ১৯২১

এমনিতেই আমি অনেকক্ষণ ধরে বলছি, সুতরাং আমি এখন 'জনগণ' কথাটির সংজ্ঞা নিয়ে অল্প কয়েকটি কথা বলতে চাই। এটা এমন একটা শব্দ যা সংগ্রামের চরিত্র বদলের সংগে সংগে পরিবর্তনশীল। সংগ্রামের প্রথম দিকে কয়েক হাজার সত্যিকারের বিপ্লবী মজুর থাকলেই জনগণ বলা হত। পার্টি যদি সংগ্রামে শুধু নিজেদের সভ্যদের নামাতে পারে তাই-ই নয়, পার্টি বহির্ভূত লোকদেরও আন্দোলনের শরিক করতে পারে, তাহলে সেটাই হবে জনগণকে জয় করার সূত্রপাত। আমাদের বিপ্লবের সময়ে এমন নজীরও আছে যে কয়েক হাজার শ্রমিককেই জনগণ বলা হচ্ছে। আমাদের আন্দোলনের ইতিহাসে, মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের ইতিহাসে আপনারা এমন বহু দৃষ্টান্ত পাবেন যেখানে একটা শহরে কয়েক হাজার শ্রমিকের যোগদানেই আন্দোলনের পরিষ্কার গণচরিত্র দেখা দিত। সাধারণতঃ একটা কূপমণ্ডূক ধরনে দিন কাটানো, শোচনীয় একটা জীবনযাপন করা, রাজনীতির নাম না শোনা এমন কয়েক হাজার পার্টি বহির্ভূত মজুর যদি বিপ্লবীর মত কাজে নামে, তবে সে হল জনগণ। আন্দোলন যদি ছড়িয়ে পড়ে ও বাড়তে থাকে তবে সেটাই ক্রমে পরিণত হয় সত্যকার বিপ্লবে। এটা আমরা দেখেছি ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালে, তিনটি বিপ্লবের সময় এবং আপনারাও নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে জানেন। বিপ্লবকে যখন যথেষ্ট রকমে পরিপক্ক করা হয়েছে তখন 'জনগণের' সংজ্ঞা হয় অন্য রকম, তখন আর কয়েক হাজার শ্রমিককে জনগণ বোঝায় না।

কথাটায় তখন অন্য কিছু বোঝাতে শুরু করে। জনগণ সংজ্ঞাটি তখন বদলে যায় এই অর্থে যে তাতে বোঝায় অধিকাংশ এবং শুধু কেবল শ্রমিকদের অধিকাংশ নয়, সমস্ত শোষিতদের অধিকাংশ, বিপ্লবীর পক্ষে একথার অন্য

কোনরূপ অর্থ করা অমার্জনীয়, একথার অন্য যে কোন সংজ্ঞাই হয়ে দাঁড়ায় দুর্বোধ্য। একটা ছোট পার্টি'ও, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রিটিশ বা মার্কিন পার্টি রাজনৈতিক বিকাশধারা ভাল করে বিচার করে এবং পার্টি বহির্ভূত জনগণের জীবনধারা ও অভ্যাসের সংগে পরিচিত হয়ে অনুকূল মুহূর্তে বিপ্লবী আন্দোলন জাগিয়ে তুলতে পারে (কমরেড রাদেক একটা যুৎসই দৃষ্টান্ত হিসাবে খনি শ্রমিকদের ধর্মঘটের কথা বলেছেন)। তেমন কোন পার্টি যদি সঠিক চরম মুহূর্তে নিজস্ব ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে এসে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে নিজের পিছনে টানতে পারে, তাহলে সেটাই হবে গণ-আন্দোলন। বিপ্লব যে একটা ছোট পার্টি দিয়ে শুরু হতে পারে ও বিজয়ীও হতে পারে, একথা আমি আদৌ অস্বীকার করছি না। কিন্তু জানা চাই কী পদ্ধতিতে জনগণকে নিজের পক্ষে টানতে হবে। তার জন্য বিপ্লবের আমূল প্রস্তুতি দরকার। আর এখানে কমরেডরা এগিয়ে এসে ঘোষণা করছেন, 'বিপুল' জনগণের দাবীটা অবিলম্বে বর্জন করতে হবে। ওদের চ্যালেঞ্জ করা দরকার। সর্বস্তরের প্রস্তুতি ছাড়া আপনারা কোন দেশেই জয়ী হতে পারবেন না। জনগণকে পরিচালনা করতে যে কোন ছোট পার্টি'ও পারে। এমন কোন সময় আসে যখন বৃহৎ কোন সংগঠনের প্রয়োজনই হয় না।

কিন্তু জয়লাভের জন্য জনগণের সহানুভূতি চাই। সব সময়ে নিরংকুশ সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু বিজয়ের জন্য, ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য, দরকার শুধু শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশই নয়, 'শ্রমিকশ্রেণী' কথাটি আমি এখানে পশ্চিম ইউরোপীয় অর্থে অর্থাৎ শিল্প-প্রলেতারিয়েতদের বোঝাতে ব্যবহার করেছি—গ্রামীণ জনসংখ্যার শোষিত ও মেহনতী জনতার অধিকাংশকেও। সেকথা কি আপনারা ভেবে দেখেছেন? কমরেড তেরাচিনির বক্তৃতায় আমরা তেমন কোন ভাবনার ইঙ্গিত পেয়েছি কি? তাতে বলা হয়েছে, কেবল 'গতিশীল প্রবণতা' এবং 'নিষ্ক্রিয়তা থেকে সক্রিয়তায় উত্তরণের' কথা। খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে একটা কথাও কি তিনি বলেছেন? অথচ শ্রমিকেরা আহার দাবী করছে, যদিও তারা অনেক কিছুই সইতে পারে, অনশন করতে পারে, তার কিছুটা আভাস আমরা রাশিয়াতেও পেয়েছি। সেই জন্যই আমাদের স্বপক্ষে টানতে হবে শুধু শ্রমিকদের অধিকাংশকেই নয়, গ্রামীণ মেহনতী ও শোষিত মানুষের অধিকাংশকেও। তার জন্য আপনারা কি প্রস্তুতি নিয়েছেন? প্রায় কোনখানেই না।

১৯২২ সালে প্রথম প্রকাশিত : খণ্ড ৩২, পৃঃ ৪৭৫-৭৭
কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় বিশ্ব কংগ্রেস-এর
হুবহু প্রতিবেদনে। পেত্রোগ্রাদ ১৯২২

সাধারণতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি

নবম সারারাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেসে প্রদত্ত সারারাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও গণ-কমিশার পরিষদের প্রতিবেদন থেকে
২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২১

এখন আমরা দেখছি সংস্কারবাদী বুর্জোয়ার প্রতিনিধিরা, যারা নিশ্চিত ভাবেই ও নিঃসন্দেহে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের বহু দূরে থাকে, তাদের মুখে আর 'সেই বীভৎস বলশেভিকবাদ' সম্পর্কে কিছু শোনা যায় না. ওরা ওদের ভোল পাল্টেছে। এটাতে এমন কি কেইনসের মত বিখ্যাত লোক যার বই বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে, যিনি ভার্সাই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং যিনি তাঁর মনপ্রাণ তাঁর সরকারের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন, তিনিও বিচলিত হয়ে পড়েছেন, তাই তাঁরও ভোল পাল্টে গেছে স্বভাবতই যদিও তিনি সমাজতন্ত্রকে অভিশাপ দিয়ে চলেছেন এখনও। আমি আবার বলছি, তিনি বলশেভিকবাদ নিয়ে আর উল্লেখ করেন নি, এমন কি তিনি সেটা নিয়ে আর ভাবতেও রাজী নন, কিন্তু তিনি পুঁজিবাদী দুনিয়াকে বলেন, 'আপনারা যা করছেন তাতে আপনাদের অসহায় অবস্থার দিকেই নিয়ে যাবে।' এবং এমন কি তিনি সমস্ত ঋণভার বাতিল করে দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন।

এটা খুবই ভাল কথা, ভদ্রমহোদয়গণ! আমাদের দৃষ্টান্ত আপনাদের অনেক আগেই অনুসরণ করা উচিত ছিল।

মাত্র কয়েকদিন আগে আমরা কাগজে একটা ছোট্ট খবর পড়েছি যে একই ধরনের প্রচেষ্টা নেওয়ার প্রস্তাব নাকি করেছেন পুঁজিবাদী সরকারের অন্যতম অভিজ্ঞ, অত্যন্ত কর্মতৎপর ও সর্বগণ্য নেতা লয়েড জর্জ। আর সে কথায় মনে হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই ধরনের উত্তর দিতে আগ্রহী, 'দুঃখিত, আমাদের পাওনা পুরো ফেরত দিতে হবে।' যদি তাহাই হয় তাহলে আমরা নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করি যে এইসব উন্নত দেশের অবস্থা খুব একটা ভাল

কাটছে না মোটেই, কারণ ওরা এখন এই রকম একটা সহজ বিষয় নিয়ে যুদ্ধের এত পরে আলোচনা করে সময় নষ্ট করছে। এটা একটা সহজতম উপায়—যা আমরা গ্রহণ করেছি অত্যন্ত সহজেই (করতালি) এই প্রশ্ন নিয়ে যখন দিন দিন নানা সমস্যা দেখা দেয় আমরা তখন বলি যে ওদের প্রচার যাই হোক না কেন আমরা তাতে ভীত নই। অবশ্য আমরা কোন অবস্থাতেই ভুলতে পারি নি যে আমাদের চারপাশে বিপদ বেষ্টিত এবং আমাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি যে সব দেশ যৌথ ভাবে এবং খোলাখুলি ও স্পষ্টভাবে আমাদের ঘৃণা করে তাদের তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল। যখনই আমরা কোন বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করি, যেমন জমিদার শ্রেণী ও পুঁজিপতিদের অস্তিত্ব থাকবে কিনা তখনই তারা সেটা অপছন্দ করে এবং আমাদের এই মতামতকে অপরাধমূলক অপপ্রচার বলে অভিহিত করে। আমি এটা কিছু বুঝতে পারি না যে এই একই ধরনের অপপ্রচার কিন্তু অন্যান্য সব দেশেই আইনত: চলছে কেবল আমাদের অর্থনৈতিক মতবাদের বিরোধিতা করে। যে অপপ্রচারে বলা হয় বলশেভিকবাদ দানবীয়, অপরাধমূলক, উৎপীড়নমূলক, সেই অপপ্রচারকে দানবরা অস্বীকার করে, এই অপপ্রচার এই সব দেশে চলছে খোলাখুলি ভাবে, সম্প্রতি আমার সংগে ক্রীস্টেনসেনের আলোচনা হয়েছে, তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের পক্ষ থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হয়েছিলেন। এই নামে আপনারা ভুল বুঝবেন না কমরেড। এই পার্টির সংগে রুশ কৃষক ও শ্রমিকদের পার্টির কোন রকম সাদৃশ্য নেই। এটা সম্পূর্ণ একটা বুর্জোয়া পার্টি যারা খোলাখুলি ভাবে দৃঢ়তার সংগে যে কোন রকম সমাজতন্ত্রের বিরোধী এবং এরা ওখানকার বুর্জোয়াদের মধ্যে একটি সম্মানিত পার্টি বলেই পরিচিত। এই ডেনীস দেশীয় মার্কিনী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রায় দশ লক্ষ ভোট পেয়েছিলেন (আর এটা, আর যাই হোক মার্কিনী মুলুকেই) আমাকে বলেছিলেন যে জনগণের কাছে বলার সময় তিনি বলেছিলেন যে ডেনীস দেশীয় লোকেরা 'আমার মত পোশাক পরে' এবং তিনি বেশ ভাল পোশাক পরেছিলেন একজন বুর্জোয়ার মতই এবং বলশেভিকরা অপরাধী নয়, 'যদিও ওরা আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছিল।' ওরা ওঁকে বলেছে যে বলশেভিকরা দানবীয়, উৎপীড়নকারী এবং ওরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল যে কেউ একটা সুন্দর সমাজে ওদের নাম করতে পারে জেনে। এই ধরনের অপপ্রচারই চলছে আমাদের চারদিকে।

তা সত্ত্বেও, আমরা দেখতে পাচ্ছি এক ধরনের ভারসাম্য তৈরী করা হয়েছে। এটাই হল বস্তুগত রাজনৈতিক অবস্থা, যা আমাদের জয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যা প্রমাণ করে যে আমরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রসংগে যে বৈষম্য আছে সেটাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পেরেছি এবং আমরা সেটাকে আগের চেয়েও অনেক ভালভাবে এবং অন্যান্য শক্তির চেয়ে অনেক সঠিকভাবে পরি-

মাপ করতে পেরেছি যা অন্যান্য দেশ তাদের জয়লাভ সত্ত্বেও, তাদের সমস্ত শক্তি থাকা সত্ত্বেও কোন উপায় খ‍ুঁজে পায় নি। আন্তর্জাতিক অবস্থার এটাই হল ম‍ূল কথা যা আজ আমরা দেখছি। আমাদের সামনে ছিল অত্যন্ত নড়বড়ে এক ভারসাম্য কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটা নিশ্চিত না হলেও অনিবার্যভাবেই ছিল অবধারিত। আমি জানি না এটা চিরদিনের জন্য কি না এবং আমি কল্পনাও করতে পারি না যে কেউ তা জানে। সেই কারণেই আমাদের দিক থেকে আমরা সব রকমের সাবধানতা অবলম্বন করবো। এবং আমাদের নীতির প্রথম কথাই হল, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের সরকারের কর্মস‍ূচীর এটাই হল শিক্ষা, যে শিক্ষা সমস্ত ক‍ৃষক ও শ্রমিককে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, তা হল সব সময় সজাগ থাকা, আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা এমন সব জনগণ, এমন সব সরকার ও শ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত যারা খোলাখ‍ুলি ভাবে আমাদের প্রতি তাদের ঘ‍ৃণা প্রমাণ করে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমরা সব সময়েই আক্রমণের ম‍ুখ থেকে মাত্র এক চ‍ুলের ব্যবধানে আছি। আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই দ‍ুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিকে বাধা দেব। আমাদের মত আর কোন দেশের এই রকম সাম্রাজ্যবাদী য‍ুদ্ধের বোঝা বওয়ার অভিজ্ঞতা আছে কি না তাতে সন্দেহ আছে। এর পরই আমাদের উপর শাসকশ্রেণী চাপিয়ে দিয়েছিল গ‍ৃহয‍ুদ্ধ, যেসব শাসকশ্রেণী, বিদেশাগতদের জন্য, জমিদার শ্রেণীর জন্য, প‍ুঁজিপতিদের জন্য রাশিয়াকে তৈরী করতে চেয়েছিল। আমরা জানি, কেবল আমরাই জানি ভালভাবে যে, য‍ুদ্ধের ফলে শ্রমিক ও ক‍ৃষকদের কি পরিমাণ দ‍ুর্গতি হয়। সেই কারণেই য‍ুদ্ধের প্রশ্নে আমাদের অনেক বেশি সাবধানী ও সহিষ্ণ‍ু হওয়া উচিত, যে শান্তির জন্য আমরা এত ম‍ূল্য দিয়েছি সেই শান্তি বজায় রাখতে আমরা যে কোন ধরনের কনসেশন বা স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্ত‍ুত। আমরা বিপ‍ুল কনসেশন ও বিরাট ত্যাগ স্বীকারে প্রস্ত‍ুত কিন্ত‍ু কারো দয়া ভিক্ষা করবো না কখনও। সেই সব, সৌভাগ্যক্রমে ম‍ুষ্টিমেয় কয়েকজন য‍ুদ্ধের প্রতিনিধিদের, ফিনল্যাণ্ড, পোলাণ্ড ও র‍ুমানিয়ার য‍ুদ্ধবাজদের—যারা একে নিয়ে খেলা করে, তাদের ভালোভাবে ব‍ুঝিয়ে দিতে হবে (হর্ষধ্বনি)।

যার সামান্যতম রাজনৈতিক চেতনা বা পরিচিতি আছে সে-ই বলবে যে এমন হতে পারে না—বা হওয়া সম্ভবও নয়—যে সোভিয়েত রাশিয়ায় সোভিয়েত সরকার ছাড়া আর কারো পক্ষে এই ধরনের কনসেশন বা স্বার্থত্যাগ করতে পারে আমাদের দেশের জনগণ বা যারা র‍ুশ রাজতন্ত্রের পক্ষে আছে তাদের ক্ষেত্রেও। এমন কোন সরকার নেই বা থাকতেও পারে না, যারা আমাদের মত পরিষ্কার করে স্বীক‍ৃতি দেবে বা আমাদের মত খোলাখ‍ুলি ঘোষণা করতে পারে যে র‍ুশ জনগণের প্রতি প‍ুরানো রাশিয়ার (জারের রাশিয়া,

যুদ্ধবাজদের পার্টি) মনোবৃত্তি অপরাধমূলক, যে এই মনোবৃত্তিকে অনুমোদন করা যায় না এবং এবং মনোবৃত্তি শোষিত জনগণের মধ্যে স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদ ও অসন্তোষ বাড়িয়ে তোলে। এমন কোন সরকার নেই বা থাকতেও পারে না যারা এই মনোবৃত্তির কথা বলে এই ধরনের শোভিনিস্টদের অপপ্রচারের বিরোধিতা করে, যে অপপ্রচারে পুরানো রাশিয়ার, জারের রাশিয়ার, কেরেনস্কির রাশিয়ার দোষত্রুটিকে ঢাকা দেওয়া হয়, এটা এমন সরকার যারা জোর করে অন্য দেশীয়দের রাশিয়ার মধ্যে নিয়ে আসার বিরোধিতা করে। এগুলি কেবল কথার কথা নয়, এগুলি সব রাজনৈতিক ঘটনা, পরিষ্কার অনিবার্য ঘটনা এবং সকলের চোখের সামনেই তা ঘটছে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দ্বারা বাধ্য হয়ে যতদিন না কোন জাতি আমাদের বিরুদ্ধে কূট-কৌশলে নিয়োজিত হচ্ছে, যতদিন না তারা আমাদের ধ্বংসের জন্য অন্যকে সাহায্য করছে, ততদিন আমরা নীতির দোহাই দিয়ে কিছু করবো না। আমরা একথা ভুলব না যে আমরা বিপ্লবী (হর্ষধ্বনি) কিন্তু ঘটনা পরিষ্কারভাবে ও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে রাশিয়ায় যা মেনশেভিক ও সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লবীদের পরাজিত করেছে, যে সবচেয়ে ছোট, অস্ত্রহীন রাষ্ট্র যত দুর্বলই সে হোক না কেন, সে কিন্তু ব্যবহারে এমন প্রমাণ দিয়েছে যে আমাদের শান্তি ছাড়া কোন উদ্দেশ্য নেই, যে পুরনো সরকারের পুরনো নীতির বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ এখনও সমান তালে চলছে এবং আমরা আজও যে কোন মূল্যে আমাদের সিদ্ধান্তে অটল এবং যে কোন কনসেশন বা স্বার্থত্যাগই করতে হোক না কেন আমরা পুরনো রুশ রাজতন্ত্রের জাতিসমূহের সংগে শান্তি বজায় রেখে চলতে চাই যদিও তারা আমাদের সংগে চলতে রাজী নয়। এর প্রমাণ আমরা দিয়েছি এবং চারপাশ থেকে যত অভিশাপ আর ধিক্কারই আসুক না কেন আমরা এর প্রমাণ দিয়েই যাব। আমাদের কাছে মনে হয় যে আমরা এর সুন্দর প্রমাণ দিয়েছি এবং আমরা রাশিয়ার কৃষক ও শ্রমিক এবং অসংখ্য জনগণের সভায় ঘোষণা করেছি যে, যে কোন মূল্যেই হোক আমরা শান্তি বজায় রাখবো এবং এই শান্তি রক্ষায় আমরা কোন রকম কনসেশন বা স্বার্থত্যাগে পিছ পা হব না।

অবশ্য একটা সীমারেখা আছে, যার বেশি আর কেউ যেতে পারে না। আমরা শান্তিচুক্তির অবমাননা সহ্য করতে পারি না, আমাদের শান্তিপূর্ণ কাজকর্মে আর কারো হস্তক্ষেপও আমরা বরদাস্ত করবো না। কোন অবস্থাতেই আমরা তা করতে দেব না এবং আমরা আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াব একজন মানুষেরই মত (হর্ষধ্বনি)।

কমরেডগণ,

এইমাত্র আমি যা আপনাদের কাছে বললাম সেটা খুবই পরিষ্কার

ও বোধগম্য এবং আমাদের কর্মনীতি সম্পর্কে. যিনিই বিস্তৃত বিবরণ দিন না কেন এর চেয়ে বেশি তার কাছে আর কিছু শোনার আশা করতে পারেন না। আপনারা জানেন, এটাই আমাদের কর্মনীতি, আর কিছু নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান বিশ্বে রয়েছে দুটি দুনিয়া—সাবেকী দুনিয়া, পুঁজিবাদ—যা গণ্ডগোলের মধ্যে পড়লেও যা কখনও ছেড়ে দেবে না এবং আর একটি হল উদীয়মান নতুন দুনিয়া—যা এখনও ভারি দুর্বল, কিন্তু তার বৃদ্ধি ঘটবে কারণ তা অপরাজেয়। এই সাবেকী দুনিয়ার সাবেকী কূটনীতি তা বিশ্বাস করতে পারে না যে খোলাখুলি ও সোজাসুজি কথা বলা সম্ভব। এই সাবেকী দুনিয়া ভাবে: নিশ্চয়ই এখানে কোন একটা ফাঁদ আছে (করতালি, হর্ষধ্বনি)। অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে সর্ব-পরাক্রান্ত এই সাবেকী দুনিয়ার পক্ষ থেকে যখন আমাদের কাছে—কিছুকাল আগের কথা সেটা—মার্কিন সরকারের একজন প্রতিনিধি বুলিটকে পাঠানো হয় এই প্রস্তাব নিয়ে যে আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল সব শর্তে দেনিকিন ও কলচাকের সংগে আমরা যেন শান্তি সংস্থাপন করি, তখন আমরা বলেছিলাম: এত দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়ায় শ্রমিক ও কৃষকদের যে রক্তপাত হয়েছে সেটাকে আমরা এত মূল্যবান মনে করি যে শর্তগুলি আমাদের পক্ষে চূড়ান্ত প্রতিকূল হলেও আমরা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কারণ আমরা নিশ্চিত যে কলচাক ও দেনিকিনের শক্তি ভিতর থেকেই ভেঙে পড়বে। আমরা বেশ খোলাখুলি ও কূটনৈতিক চাল বর্জন করেই যখন এই কথা বলেছিলাম তখন ওরা ভেবেছিল আমরা নিশ্চয়ই ছলনা করছি। তাই শুভেচ্ছা প্রণোদিত যে বুলিট গোল-টেবিল বৈঠক চালিয়েছিলেন তিনি দেশে ফিরেই ভর্ৎসনা পেলেন ও পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। সাম্রাজ্যবাদী রীতি অনুসারে বলশেভিকদের প্রতি গোপন সহানুভূতির অপরাধে তাঁকে যে এখনো জেলের ঘানি টানতে পাঠানো হয় নি এইটেই আশ্চর্যের। (হাস্য ও করতালি) কিন্তু ঘটনা দাঁড়াল এই যে, আমরা যখন আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক সত্ত্বেও শান্তির প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলাম, এখন সেই শান্তি অর্জন করলাম অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক শর্তে। এটা একটা ছোট্ট শিক্ষা। আমি জানি যে আমাদের যেমন নিজেদের নতুন ছাঁচে ঢালা চলে না, তেমনি সাবেকী কূটনীতিটাও আমাদের পক্ষে শেখা সম্ভব নয়, কিন্তু এই সময় ধরে কূটনীতির যে পাঠ আমরা দিয়েছি এবং অন্যান্য শক্তি যা শিখেছে সেটা তো আর কোন চিহ্ন না রেখে যেতে পারে না; কিছু কিছু লোকের মনে তা সম্ভবত এখনও রয়েছে (হাস্য) তাই, রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষকেরা সর্বোপরি মূল্য দেয় শান্তির আশীর্বাদকে, কিন্তু এদিক থেকে যতটা দাবী ছাড়তে রাজী তার তো একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে —আমাদের খোলাখুলি বিবৃতিটাকে এই অর্থে ধরা হয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদী

যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধে তারা যে কষ্ট সয়েছে সেটা এক মুহূর্ত বা এক সেকেণ্ডের জন্যও তারা ভোলে নি। এই স্মরণের পুনরাবৃত্তি আমার মনে হয় যাকে সমস্ত কংগ্রেস, শ্রমিক ও কৃষকদের সমস্ত জনগণ এবং সারা রাশিয়া অনুমোদন করবে ও স্বীকৃতি দেবে তা বৃথা যাবে না। যে পরিমাণেই হোক তার একটা ভূমিকা আছেই, সেটাকে বিভিন্ন শক্তি যেভাবেই নিক না কেন, বা সাবেকী কূটনীতির অভ্যাসবশে এটাকে তারা যতই একটা কূটনৈতিক চাল বলে সন্দেহ করুক না কেন।

কমরেডগণ, আমাদের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যা বলা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি তা হল এই। নির্দিষ্ট একটা অস্থায়ী ভারসাম্য স্থাপিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামরিক উভয় ক্ষেত্রেই বৈষয়িক বিচারে আমরা ভয়ানক দুর্বল, কিন্তু নৈতিক দিক থেকে—বিমূর্ত নীতি অবশ্যই বোঝাচ্ছি না, বোঝাতে চাইছি সমস্ত দেশের সমস্ত শ্রেণীর বাস্তব শক্তিগুলির সম্পর্কের হিসাব—এই নৈতিক দিক থেকে আমরা সকলের চেয়েই প্রবল পরাক্রান্ত। ব্যবহারে তা পরীক্ষিত হয়েছে, শুধু মুখের কথায় নয়, কাজেই প্রমাণ হয়েছে, আগেই তা একবার প্রমাণিত হয়েছে এবং ইতিহাস যদি একটা বিশেষ দিকে মোড় নেয়, তাহলে সম্ভবত আরো বহুবার তা প্রমাণিত হবে। সেইজন্যই আমরা বলি. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কাজে নেমে আমরা তাকে অব্যাহত রাখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করব। সেই সংগে কমরেডগণ, আপনারাও সতর্ক থাকুন, নয়নের মণির মত আমাদের দেশের ও আমাদের লালফৌজের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বজায় রাখুন এবং মনে রাখবেন যে, আমাদের শ্রমিক ও কৃষকদের ব্যাপারে, তাদের কীর্তির ব্যাপারে এক মুহূর্তেরও শৈথিল্যের অধিকার আমাদের নেই। (হর্ষধ্বনি)

প্রাভদার ২৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২১

খণ্ড ৩৩,
পৃঃ ১৪৬-৫১

জনৈক সাংবাদিকের বিবরণ

[অংশবিশেষ]

কোমিনটার্নের তৃতীয় কংগ্রেস থেকে জার্মান ও ইটালীয় কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রগতির ফলে দেখা গেছে যে সেই কংগ্রেসে বামপন্থীদের ভুলগুলি ধরা পড়েছে ও তা সংশোধনের চেষ্টা চলছে, একটু একটু করে, ধীরে ধীরে কিন্তু অবিচলভাবে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহকেও বিনীতভাবে কার্যকর করা হচ্ছে। প্রাচীন পদ্ধতির ইউরোপীয় সংসদীয় পার্টির পরিবর্তন—যা প্রকৃতপক্ষে সংস্কারবাদী ও সামান্য বিপ্লবী রঙের ছোঁয়া লাগানো, তাকে একটা নতুন পার্টিতে পরিবর্তন, তাকে সতিাকারের বিপ্লবী, সত্যিকারের কমিউনিস্ট দল হিসাবে গড়ে তোলা প্রকৃতই দুঃসাধ্য কাজ। এটার লক্ষণ পরিষ্কারভাবে দেখা গেছে, সম্ভবত ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত থেকে। পার্টির কাজকে গতানুগতিক নীরস কাজ থেকে সরিয়ে তাকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সামিল করা, পার্টিকে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলা, অবশ্য জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়, বরং তাদের সংগে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করে তাদের বিপ্লবাত্মক সংগ্রামে উজ্জীবিত করা কঠিন হলেও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যদি ইউরোপীয় কমিউনিস্ট পার্টি সাময়িক বিরতির (সম্ভবত খুব অল্প সময়ের জনাই) বিশেষ করে চরম বিপ্লবাত্মক সংগ্রামের মধ্যে যা কিনা ঘটেছিল ১৯২১ থেকে ১৯২২ সালের প্রথমদিকে ইউরোপ ও আমেরিকার বহু পুঁজিবাদী দেশেই, যা কিনা তাদের পার্টির সমগ্র কাঠামো ও কার্যাবলীর মৌলিক অভ্যন্তরীণ ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ স্বীকৃতির প্রয়োজনে একান্ত প্রয়োজন, তার সুযোগ গ্রহণ না করে তাহলে ওরা করবে সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ। সৌভাগ্যক্রমে এই রকম

আশংকার কোন কারণ নেই। ধীর, শান্ত, অবিচল, খুব দ্রুত না হলেও প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি, প্রলেতারিয়েতদের প্রকৃত বিপ্লবী অগ্রগামী বাহিনী গঠনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা শুরু হয়েছে এবং ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করছে ইউরোপ ও আমেরিকায়।

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে লেখা।
প্রথম প্রকাশ *প্রাভদার* ৮৭ সংখ্যায়,
১৬ই এপ্রিল, ১৯২৪ সালে।

খণ্ড ৩৩,
পৃঃ ২০৯-২১০

বিবদমান বস্তুবাদের বৈশিষ্ট্য

[অংশবিশেষ]

Pod Znamenem Marksizma, যা বিবদমান বস্তুবাদের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত তাতে নাস্তিকতা প্রচারে, এই বিষয়ের সাহিত্য সমালোচনায় এবং এই বিষয়ে আমাদের সরকারী প্রভৃত দুর্বলতাকে সংশোধনের জন্য আরো বেশি জায়গা দেওয়া উচিত ছিল। যে সমস্ত বই ও পুস্তিকায় অসংখ্য বাস্তবরাদী ঘটনা বিধৃত, সেগুলিকে ব্যবহার করে আধুনিক বুর্জোয়াদের শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী সংগঠনের সংগে ধর্মীয় সংস্থাসমূহ ও ধর্মীয় প্রচারের কি সম্পর্ক, তা নিয়ে তুলনা করার বিশেষভাবে গুরুত্ব রয়েছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই যেখানে সরকারীভাবে, রাষ্ট্রের সংগে ধর্মের ও পুঁজির সম্পর্ক কম পরিস্ফুটিত, সেগুলির সবই খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অন্যদিকে, আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে তথাকথিত আধুনিক গণতন্ত্র (যাকে মেনশেভিকরা, সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লবীরা, অংশতঃ নৈরাজ্যবাদীরাও ইত্যাদি অযৌক্তিকভাবে ভজন করে) বুর্জোয়াদের সুবিধার জয়গান গাওয়ার স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়, যেখানে বিশেষ ভাবে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণা, ধর্মমত, অস্পষ্টতা ও শোষকদের স্বার্থরক্ষার শিক্ষা দেওয়া হয়।

Pod Znamenem Marksizma নং ৩, খণ্ড ৩৩, পৃঃ ২৩১-৩২
মার্চ ১৯২২
স্বাক্ষর, এন. লেনিন

মলমের মধ্যে মাছি

ও. এ. ইয়ারম্যানস্কি একখান ভাল দরকারী বই লিখেছেন, 'দি টেলার সিস্টেম অ্যাণ্ড দি সাইণ্টিফিক অরগানাইজেশন অব লেবার' (Gosizdat, ১৯২২) এই নামে। এটা তাঁর *টেলার পদ্ধতি* বইটির পরিমার্জিত সংস্করণ, যার প্রথম প্রকাশ হয় ১৯১৮ সালে। বইটি তথ্যগত দিক থেকে পরিবর্ধন করা হয়েছে এবং সংগে খুব দরকারী সংযোজনীও দেওয়া হয়েছে। যেমন, এক। উৎপাদনক্ষম শ্রমিক ও সংস্কৃতি, দুই। পরিশ্রান্তের সমস্যা।' এবং একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা 'শ্রমিক ও বিশ্রাম' নামে আগে মাত্র ১৬ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করা হয়েছিল সেটা বর্তমান সংস্করণে ৭০ পৃষ্ঠায় বর্ধিত হয়েছে। (তৃতীয় অধ্যায় : 'মানবিক শ্রম')

বইটিতে টেলার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং এর আপেক্ষিক *নঞর্থক দিক* নিয়ে এবং মানবিক যন্ত্রের মানসিক গ্রহণ ও উৎপাদনের প্রধান বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির উপরেও আলোকপাত করা হয়েছে। সর্ববিচারে এটা খুবই উপযোগী একখানা বই যা আমি মনে করি সমস্ত বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন বিদ্যালয়ে ও সাধারণভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিভাবে কাজ করতে হবে, এটাই এখন সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের প্রধান প্রকৃত জাতীয় কর্তব্যের শিক্ষা। আমাদের প্রাথমিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিশ্ব সাক্ষরতা অর্জন, কিন্তু কোন অবস্থাতেই আমরা কেবল এই উদ্দেশ্যেই নিজেদের সীমিত রাখবো না। আমরা যে কোন মূল্যেই এর বাইরেও যাব এবং যা প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় ও মার্কিন বিজ্ঞান অনুযায়ী মূল্যবান্ তাকেই গ্রহণ করবো।

ইয়ারম্যানস্কির বইয়ের একটা মারাত্মক ত্রুটি আছে যার ফলে এটাকে পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে স্বীকার নাও করা হতে পারে। তা হল লেখকের বেশি কথা

বর্ণা। কোন প্রয়োজন ছাড়াই তিনি বার বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। আমার মনে হয় লেখককে কিছুটা সমর্থন করা যায় এই ভেবে যে তিনি কোন পাঠ্যপুস্তক রচনার চেষ্টা করেন নি। তাহলেও তিনি ৮ম পৃষ্ঠায় বলেছেন যে বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের বিষয়কে জনপ্রিয় করে প্রকাশ করাই হল তার বইয়ের অন্যতম গুণ। তিনি সে ব্যাপারে সঠিক। কিন্তু জনপ্রিয় প্রকাশনেও পুনরাবৃত্তির কোন স্থান নেই। জনগণের মোটা মোটা বই পড়ে নষ্ট করার মত সময় নেই। কোন ভাল কারণ ছাড়াই, ইয়ারম্যানস্কির বইটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক মোটা। সেই কারণে এটা জনপ্রিয় বই হতেও পারে নি…*

১৯২২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বরের পরে লেখা
প্রথম প্রকাশিত ১৯২৮ সালে — খণ্ড ৩৩, পৃঃ ৩৬৮-৬৯

* এখান থেকে লেখার অংশ নষ্ট হয়ে গেছে।

সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির নবম সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ থেকে ৩১শে অক্টোবর, ১৯২২

(সকলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল হর্ষধ্বনি) কমরেডগণ, আমাকে অভিনন্দন জানাতে কয়েকটি কথা বলতে অনুমতি করুন। সর্বপ্রথমে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের অভিনন্দন পাঠাবো লালফৌজকে, যারা সম্প্রতি ভ্লাদিভোস্তক অধিকার করে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সংগে সংযুক্ত শেষ ভূমিখণ্ডকে পর্যন্ত শত্রু কবলমুক্ত করে লালফৌজের সাহস ও শৌর্যের পুনরায় প্রমাণ দিয়েছেন। আমি নিশ্চিত যে যখন আমি লালফৌজকে তাদের কার্যাবলীর জন্য প্রশংসা করছি সেটাতে সমস্ত জনগণেরও সায় আছে এবং ওরাই এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন যাকে যুদ্ধের সমাপ্তির পথে একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে অভিহিত করা যায়, শ্বেতরক্ষী বাহিনীর শেষ জনকেও তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের পরপারে। (হর্ষধ্বনি)। আমি মনে করি যে আমাদের লালফৌজ রাশিয়ার উপর শ্বেতরক্ষী বাহিনীর আর একটা আক্রমণের হাত থেকে দীর্ঘদিনের জন্য মুক্তি দিয়েছে, আমাদের বা আমাদের সংগে যে সব সাধারণতন্ত্রের সরাসরি বা পরোক্ষ, ঘনিষ্ঠ বা দূর সম্পর্কীয় যোগাযোগ আছে তাদের সকলকেই।

সংগে সংগে আমাদের সম্পর্কে নিজেদের অস্বাভাবিক প্রশংসা এড়ানোর জন্য আমরা নিশ্চয়ই বলব যে এই জয়লাভে কেবল লালফৌজের শক্তি ও তার জয়লাভই সব নয়, অন্য বিষয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক অবস্থা ও আমাদের কূটনীতিরও ভূমিকা রয়েছে।

কিছুদিন আগে কলচাককে সমর্থন করতে জাপান ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। কিন্তু সেটা এত আগের ঘটনা যে বহু লোকেই

সম্ভবত সে কথা ভুলে গেছে। কিন্তু সেটাই ছিল ঘটনা। আমরা এখন এই ধরনের চুক্তি সম্পাদন অসম্ভব করে তুলেছি এবং আমাদের চেষ্টাতে জাপানীরা তাদের সামরিক শক্তি সত্ত্বেও ঘোষণা করেছিল যে তারা এই চুক্তি প্রত্যাহার করে নেবে এবং তারা সে প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করেছিল। এইজন্য আমাদের কূটনীতিও প্রশংসা দাবী করতে পারে। আমি আমার সংক্ষিপ্ত অভিনন্দনে সেই সাফল্য লাভ কি ভাবে হয়েছিল তা নিয়ে বেশি কথা বাড়াবো না। আমি কেবল বলবো যে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের কূটনীতিজ্ঞদের আবার তাঁদের দূরদর্শিতার প্রমাণ দিতে হবে আরও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, যার একটা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ ভাবে আগ্রহী। আমার মাথায় ঘুরছে এখন ১৩ নভেম্বর[123] লাউসেনে গ্রেটবৃটেনে যে মধ্যপ্রাচ্য সম্মেলন অনুষ্ঠান করেছে সেটার কথা। আমি নিঃসংশয় যে সেখানেও আমাদের কূটনীতিবিদরা তাদের পারদর্শিতার প্রমাণ দিয়ে আমাদের সমস্ত সাধারণতান্ত্রিক দেশসমূহের এবং বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষা করতে পারবো। সর্বক্ষেত্রেই আমরা জনগণকে কোথায় এবং কি বাধার সম্মুখীন হচ্ছি তা পরিষ্কার করে বোঝাতে পারবো এবং কতদূর পর্যন্ত আইনত আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে কেবল আমাদেরই নয়, যে সমস্ত দেশ অববাহিকা অঞ্চলের প্রশ্নেও আগ্রহী তাদেরও পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটাও বোঝাতে পারবো।

এই কয়েকটি ছোট্ট মন্তব্যের মধ্যেই আমি আমাদের বৈদেশিক রাজনীতি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রেখে এখন এই অধিবেশনের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা শুরু করবো।

আমি মনে করি যে আমাদের সাফল্য খুব সামান্য নয়, যদিও কিছু লোকের কাছে এই প্রশ্নে আপাতদৃষ্টিতে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য বলে মনে হয় না। প্রথম আইনটার কথাই ধরা যাক, যে আইন অর্থাৎ শ্রমিক আইন আপনারা ইতিমধ্যেই অনুমোদন করেছেন। আমাদের এই নিয়মের মূল কথা হল শ্রমিকদের দিনে সর্বমোট আট ঘণ্টা কাজের সময়. এই আইন প্রবর্তনের জন্য অন্যান্য সকল দেশেই এখন সোভিয়েত দেশের সাফল্যের জন্য শ্রমিকদের আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে। এ কথা সত্যি যে কিছু লোক এই আইনের মাধ্যমে আরও কিছুর আশা করেছেন, কিন্তু আমার মনে হয় সেই ধরনের আশা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে অন্যান্য যে সব দেশে প্রচণ্ড পুঁজিপতি সংঘর্ষ চলছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক বেকার আর যেখানে পুঁজি-পতিরা এককাট্টা হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিরোধিতা করছে-সেখানে ওদের সংগে তুলনায় আমরা সর্বনিম্ন স্তরের সংস্কৃতিবান, আমাদের শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা সর্বনিম্ন এবং আমরা সবচেয়ে কম কুশলী। এটা, আমি বলবো আমাদের স্বীকার করতে খুবই অস্বস্তিকর মনে হয়। আমি মনে করি কারণ

আমরা এই দৌর্বল্যকে কোন চলতি বড় বড় কথা বা ঘটনা দিয়ে লুকিয়ে রাখতে চাই না বরং সরাসরি সেই অবস্থাকেই স্বীকার করি, অল্প কথায় বলা যায় আমরা সকলেই তা স্বীকার করি এবং এই অবস্থা থেকে আমরা ঘোষণা করতে ভয় পাই না যে আমরা অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি প্রচেষ্টা নিয়েছি এই সবের সংশোধনের জন্য, আমরা অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে যাব অতি দ্রুতই, অত্যন্ত অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে।

আমরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এ সবের মোকাবিলা করবো না, এই সাফল্য লাভ করতে স্বভাবতই আমাদের বেশ কয়েক বছরের সশ্রম প্রচেষ্টার প্রয়োজন। একথা বলাই বাহুল্য যে রাতারাতি কিছু করা যাবে না। আমরা পাঁচ বছর ধরে টিকে আছি, এই সময়ের মধ্যে আমরা দেখেছি যে কি দ্রুত-গতিতে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন হয় এবং সময়ের মূল্যও কি তা আমরা বুঝতে শিখেছি এবং আমরা এর মূল্য অনুধাবন করেই যাব। কেউই বিশ্বাস করে না যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা প্রকৃত গতিতে বিশ্বাস রাখি, যে গতি আপনারা ইতিহাসের যে কোন সময়ের অগ্রগতিকে বেছে নিতে পারেন—যদি বিশেষ করে সেই অগ্রগতি পরিচালিত হয় কোন বিপ্লবাত্মক দলের দ্বারা, তাহলে সেই গতিকেই আমরা অনুসরণ করবো যে কোন মূল্যে।

প্রাভদার ২৪৭ নং সংখ্যায় খণ্ড ৩৩, পৃঃ ৩৯০-৯২
১লা নভেম্বর, ১৯২২ সালে প্রকাশিত।

চিঠি এবং টীকা

আইজাক আওয়ারউইচকে

ক্র্যাকাউ, ফেব্রুয়ারি ২৭, ১৯১৪

প্রিয় সহকর্মী,

আমি অনেকদিন আগেই আপনার বই *অভিবাসন এবং শ্রম* [১২৪] পেয়েছি। ধন্যবাদ জানাবার জন্য আপনার ঠিকানা খুঁজছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারা গেল আপনার ঠিকানা পাওয়া সহজ নয়। আজকেই আমি ঠিকানাটা পেয়েছি। আমাকে বই পাঠাবার জন্য তাড়াতাড়ি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি আগেই আমাদের সেন্ট পিটার্সবার্গ সোশাল ডেমোক্রেটিক পত্রিকা *প্রাভদায়* এই বইটির ওপর ভিত্তি করে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ[১২৫] লিখেছি। আবার লেখার ইচ্ছা আছে। আমার বিশ্বাস পুঁজিবাদ সম্পর্কে গবেষণার মূল্যবান তথ্যাবলী এই বইটিতে পাওয়া যাবে, সংগে সংগে পশ্চিমের মাটিতে আমাদের ঝোমস্তোভ্ পরিসংখ্যানবিদদের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতির প্রয়োগও এখানে করা হয়েছে।

যে কমরেড আমাকে আপনার ঠিকানা পাঠিয়েছিলেন (মিঃ জন এল লেয়ার্ট) তিনি লিখেছিলেন যে ওয়াশিংটনে সেন্সাস ব্যুরো থেকে সব রকমের তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সাহায্য করার ক্ষেত্রে আপনি আপনার প্রভাব খাটাতে পারেন। সুতরাং আমি কি আপনার কাছ থেকে একটু সাহায্য পেতে পারি, অবশ্য এতে যদি আপনার খুব বেশী কষ্ট অথবা আপনার কাজের খুব বেশী অসুবিধা না হয়।

যখন আমি প্যারিসে আমেরিকার কৃষি পরিসংখ্যান বিষয়ে গবেষণা করছিলাম (৫ম খণ্ড, "কৃষি ১৯০০ সালের আদম সুমারি") তখন অনেকগুলি আকর্ষণীয় বিষয় আমার নজরে এসেছিল। এখন, ক্র্যাকাউতে ওই প্রকাশনাগুলি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। নিউ ইয়র্কে জু.ইস্. সমাজতান্ত্রিক পত্রিকার সম্পাদক কাহান এখানে এসেছিলেন এক বছর আগে। তিনি ওগুলি [১২৬] পাঠিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু মনে হয় তিনি ভুলে গেছেন।

তাঁরা বলেন যে সঠিক ব্যক্তি যদি অনুরোধ করেন তাহলে আদমসুমারি

বিষয়ক আমেরিকান ব্যুরো বিদেশী রাষ্ট্রগুলিতেও বিনামূল্যে প্রকাশনাগুলি পাঠাবে। যদি তাই হয়, তাহলে আপনি কি ব্যবস্থা করবেন? (আমি আমার *রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ* এবং *কৃষি সমস্যা*[১২৭] বইগুলি সেন্সাস লাইব্রেরী ব্যুরোতে পাঠাতে পারি)। আমার *সবচেয়ে বেশী* দরকার *কৃষি*, ৫ম খণ্ড, ১৯০০ সালের আদম সুমারি এবং ১৯১০ সালের আদম সুমারির একই খণ্ড (যদি এটা এখনও প্রকাশিত না হয় তাহলে বুলেটিনগুলি)।

যদি এটা করা অসম্ভব হয় তাহলে আপনি কি দয়া করে মিঃ জন এলার্ট-এর কাছে একটা পোস্টকার্ড দিয়ে দেবেন (প্রযত্নে নোভি মির, ১৪০ ইস্ট ফোর্থ স্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক)—আমার যেগুলি বিশেষ দরকার সেগুলি কেনার জন্য তাঁকে টাকা পাঠিয়ে দেব।

বইটির জন্য আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আশা করি আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য ক্ষমা করবেন।

সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক অভিনন্দন সহ।

এন লেনিন (ভি. উলিয়ানভ)

ঠিকানা: উল. উলিয়ানাও.

৫১ উলিকা লুবোমিরস্কিয়েগো, ক্রাকাউ (গ্যালিঝিয়েন), অস্ট্রিয়া।

নিউ ইয়র্কে প্রেরিত

১৯৩০ সালে *লেনিন মিসেলানির*
১৩শ খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ৩৬, পৃষ্ঠা ২৭১-৭২

আলেকজান্দ্রা কোল্লনতাইকে

নভেম্বর ৯, ১৯১৫

প্রিয় এ. এম.,

মাত্র গতকাল আমরা মিলওয়াউকী থেকে আপনার ১৮ই অক্টোবরের চিঠি পেয়েছি। চিঠিপত্র এখন মারাত্মক সময় নিচ্ছে! ঝিমেরওয়াল্ড[১২৮] সম্পর্কে লেখা আমার চিঠি আপনি এখনও পান নি (এবং সোৎশিয়াল-ডেমোক্রাট-এর ৪৫-৪৬ ও ৪৭ নং), ওই চিঠিতে আপনার প্রশ্নগুলির সব উত্তরই আছে। চিঠিটি লেখা হয়েছিল এক মাসেরও বেশী আগে। যে কোন ভাবে হিসেব করে দেখার চেষ্টা করুন আপনি কোথায় থাকবেন (মোটামুটি ৬ সপ্তাহের মধ্যে) এবং আমাদের ঠিকানা দিন (আপনাকে চিঠি দেবার জন্য), যাতে চিঠিগুলি কাছাকাছি যেতে পারে।

নিউ ইয়র্ক "ভোলস্কৎসাইতুঙ" সম্পর্কে গ্রীম্‌ আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন আজই যে তারা বেশ ভালরকম কাউৎস্কিপন্থী! ব্যাপারটা কি তাই? আমার মনে হয় আমাদের *জার্মান* প্রচার পত্র* তাদের আন্তর্জাতিকতাবাদের "শক্তি" পরিমাপে সাহায্য করবে। আপনার কাছে এগুলি আছে কি? (আপনার কাছে ৫০০ কপি পাঠানো হয়েছিল)।

কিছু দিনের মধ্যেই আমরা ঝিমেরওয়াল্ড বাম-এর পক্ষ থেকে এখানে কিছু প্রচারপত্র প্রকাশ করছি (জার্মান ভাষায় এবং তারপর *আমরা আশা করছি* ফরাসী ভাষায় এটা বার করা যাবে এবং যদি টাকার সংকুলান করতে পারি তা হলে ইতালিয়ান ভাষায়ও)। আমাদের ইচ্ছে আছে এই নামে এটাকে আন্তর্জাতিক প্রচারে পরিণত করার কাজে নামব, যতখানি ব্যাপক প্রচার করা

* *সমাজতন্ত্র এবং যুদ্ধ* প্রচার পুস্তিকায় এই প্রসঙ্গ উল্লিখিত (যুদ্ধের প্রতি আর. এস. ডি. এল. পি-র দৃষ্টিভঙ্গী) (ভি. আই. লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২১, পৃঃ ২৯৫-৩৩৮ দ্রষ্টব্য)—সম্পাদক।

সম্ভব তা করব এবং তা করা হবে ঝিমেরওয়াল্ডের বাম গোষ্ঠী (সি. সি.+ পোলিশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট+লেটস্+সুইডিস+নরওয়েজিয়ান+১ জার্মান+১ সুইস) ও তার *খসড়া প্রস্তাব* এবং *ইস্তাহার* সহ (সোৎশিয়াল ডেমোক্র্যাট-এর ৪৫-৪৬ সংখ্যায় মুদ্রিত)। ছোট প্রচার পত্রটিতে (২০-৩০-৩৫ হাজার অক্ষর এবং মুদ্রাক্ষর) এই দুটি দলিল এবং একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা থাকবে। আমেরিকায় ইংরেজী ভাষায়ও এটা প্রকাশ করবেন এ ভরসা আপনার ওপর আমার আছে (কারণ ইংল্যাণ্ডে এটা নিরর্থক : এটা আমেরিকা থেকেই সেখানে যেতে পারে) এবং যদি সম্ভব হয় অন্যান্য ভাষায়ও প্রকাশ করবেন। সমস্ত দেশের বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের কেন্দ্র থেকে এটাই হবে প্রথম প্রকাশনা। বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের কি করতে হবে এবং কোন পথে যেতে হবে সে সম্পর্কে পরিষ্কার, যথাযথ এবং পূর্ণাঙ্গ উত্তর আছে। এটা আমেরিকায় যদি প্রকাশ করতে সমর্থ হন তাহলে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে, এর প্রচারকে যদি ততখানি সম্ভব বাড়ানো যায় এবং *প্রকাশনা সংস্থার যোগাযোগকে* যদি গড়ে তোলা যায় তাহলে ভাল হয় (চার্লস কের, নিম্নে লিখিত) চিকাগো ; এ্যাপিল টু রিজন্* কনসাস্ ইত্যাদি) কারণ সাধারণভাবে বিভিন্ন ভাষায় প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার (এক্ষেত্রে আপনি অনেক কিছু করতে পারেন)।

টাকার ব্যাপারে আমি বেদনার সঙ্গে আপনার পত্রে লক্ষ্য করলাম যে এ পর্যন্ত আপনি কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য কিছু সংগ্রহ করতে সক্ষম হন নি। সম্ভবত বামদের এই ইস্তাহার সাহায্য করবে……।

হিলকুইট কাউৎস্কির পক্ষে থাকবেন এমন সন্দেহ আমার মনে কখনই উদিত হয় নি। তিনি যে কাউৎস্কির *দক্ষিণে* আছেন এ সন্দেহও করি না।

* তাঁদের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করুন—যদি শুধু লেখার মাধ্যমেই এটা করতে চান তাহলে কানসাসে যাওয়া উচিত নয়। তাঁদের ছোট কাগজটি মাঝে মাঝে *খারাপ হয় না*। "ঝিমেরওয়াল্ড বাম" বিষয়ক আমাদের প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব নিশ্চিতভাবে জানবেন। ইউজিন ডেবসের ব্যাপারটা কি ? উনি মাঝে মাঝে বিপ্লবী কায়দায় লেখেন। অথবা উনিও এ্যা লা কাউৎস্কি?

কখন আপনি *আবার* নিউ ইয়র্কে থাকবেন তা লিখে জানান। *কত দিনের জন্য* থাকবেন তাও জানাবেন। *সব জায়গায়* স্থানীয় *বলশেভিকদের* সঙ্গে দেখা করার (যদি মাত্র ৫ মিনিটের জন্য হয় তাও) তাঁদের "আপ্যায়িত" করার এবং *আমাদের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ স্থানের চেষ্টা করুন*।

কারণ আমি তাঁকে স্টুটগার্টে দেখেছিলাম (১৯১৭)[১২৯] এবং শুনেছিলাম কিভাবে পরবর্তীকালে তিনি পীত মানুষদের আমেরিকায় নিয়ে আসার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন করেছিলেন (একজন "আন্তর্জাতিকতাবাদী")।

ঝিমেরওয়াল্ড ইশ্তাহার[১৩০] নিজেই *সম্পূর্ণ*; কাউৎস্কি এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা এটি গ্রহণ করতে প্রস্তুত এই *শর্তে* যে তারা এর চেয়ে "এক পাও বেশী এগোবে না।" আমরা এটা মেনে নিই নি, কারণ এটা *পুরোপুরি ভণ্ডামি*। কারণ আমেরিকার যে সব লোক ঝিমেরওয়াল্ড ইশ্তাহার সম্পর্কেও ভীত তাদের দূরে সরিয়ে রাখা যেতে পারে এবং সেই সব লোকদেরই কেবলমাত্র সংগঠিত করা যায় যারা *ঝিমেরওয়াল্ড ইশ্তাহারের চেয়ে বেশী বাম*।

আমি আপনার কর মর্দন করছি এবং সার্বিক সাফল্য কামনা করছি!

আপনাদের

লেনিন

(উলিয়ানাউ, সেইডেনওয়েগ, ৪এ ৩ বার্ন)

বার্ন থেকে নিউ ইয়র্কে প্রেরিত। *লেনিন মিসেল্যানি* ২-তে ১৯২৪ সালে প্রথম প্রকাশিত।

খণ্ড ৩৫, পৃঃ ২১০-১১

ম্যাকসিম গোর্কিকে

জানুয়ারি ১১, ১৯১৬

প্রিয় আলেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ,

আমি আপনাকে *লেটোপিস*-এর ঠিকানায় পাঠাচ্ছি, *লেটোপিসের* জন্য নয়, প্রকাশন সংস্থার জন্য। এই প্রচার পত্রটি প্রকাশ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।[১৩১]

আমেরিকা সম্পর্কে নতুন তথ্যগুলিকে যতখানি সম্ভব সহজ বোধ্য ভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছি। আমি সুনিশ্চিত যে এই তথ্যগুলি মার্কসবাদকে জনপ্রিয় করা এবং তথ্যনিষ্ঠ করে তোলার ব্যাপারে এই তথ্যগুলি বিশেষভাবে উপযোগী। আশা করি এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি পরিষ্কার-ভাবে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে বিন্যস্ত করার ব্যাপারে আমি সফল হয়েছি, এটা পাঠকবর্গের নতুন অংশের জন্য করা হয়েছে যে অংশটি রাশিয়ায় ক্রমশঃ বাড়ছে এবং যাদের কাছে বিশ্বের আর্থিক বিবর্তন ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে।

আমি চালিয়ে যেতে চাই, সঙ্গে সঙ্গে জার্মানি সম্পর্কে দ্বিতীয় অংশটি প্রকাশও করতে চাই।

আমি সাম্রাজ্যবাদ[১৩২] বিষয়ক একটি প্রচার পুস্তিকা রচনা করছি।

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির জন্য আমার উপার্জনের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী, সেই জন্যেই আপনাকে বলব যদি সম্ভব হয় এবং আপনার খুব অসুবিধা যদি না হয় তাহলে প্রচার পুস্তিকাটির প্রকাশনকে ত্বরান্বিত করুন।

শ্রদ্ধাসহ আপনাদের
ভি. ইলিন

ঠিকানা—মিঃ উল ওউলিয়ানোফ, সেইডেনওয়েগ, ৪-এ বার্ন, (সুইসে)।

পেত্রোগ্রাদে প্রেরিত
লেনিন মিসেল্যানির
৩য় খণ্ডে ১৯২৫ সালে
প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ৩৫, পৃঃ ২১২

আলেকজান্দ্রা কোল্লনতাইকে

মার্চ ১৯, ১৯১৬

প্রিয় এ. এম.,

আমরা আপনার চিঠি পেয়েছি এবং আপনার সাফল্যের জন্য আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমেরিকায় আপনাকে লেখা আমার কয়েকটি রেজিস্ট্রী করা চিঠি "মহান" ফ্রান্স (প্রকৃতই!) *বাজেয়াপ্ত* করেছে। এই ব্যাপারে আমি প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত। তবে আমাদের কিছুই করার নেই, কিছু করা যায় কি? এখন আপনি আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে আপনার *যথাসাধ্য* করবেন।

আপনি আমায় লিখেছিলেন যে আমেরিকায় থাকাকালীন আপনি জার্মান ভাষায় ইণ্টারন্যাশান্যালে ফ্লাগব্লাটের[১৩৩]-এর ১নং সংখ্যা পেয়েছিলেন এবং এই সংখ্যাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু এখন সে ব্যাপারে একটি শব্দও নেই?

এর মানে কি?

তার মানে কি এই যে আমেকািয় কোন *সমর্থককেই* খুঁজে পাওয়া গেল না এবং "ইণ্টারন্যাশান্যালে ফ্লাগব্লাটের" ইংরেজিতে প্রকাশ করা যাবে না?

এটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

কিন্তু যদি তাই হয়, তাহলে এটা নরওয়েতে প্রকাশ করা উচিত (ইংরেজিতে)। আপনি এটা অনুবাদ করার দায়িত্ব নেবেন? এটা প্রকাশ করার খরচ কত পড়বে?

আমেরিকায় আপনাকে আরও লিখেছিলাম যে আমি বোস্টন, মাস থেকে সমাজতান্ত্রিক প্রচার লীগের প্রচার পত্র পেয়েছিলাম। (*ঠিকানা সহ* ২০জন সমাজতন্ত্রীর স্বাক্ষরসম্বলিত, অধিকাংশই ম্যাসাচুসেটের)। এই লীগ আন্তর্জাতিকতাবাদী, এদের কর্মসূচী পরিষ্কার বাম ঘেঁসা।

আমি তাঁদের ইংরেজিতে *দীর্ঘতম* পত্র দিয়েছি (এবং জার্মান ভাষায়

ইণ্টারন্যাশান্যালে ফ্ল্যাগব্লাটের)। কোন উত্তর আসে নি। আমি বিস্মিত হব যদি "মহান" ফ্রান্স এগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে।

যদি আপনি *কিছুই* না পেয়ে থাকেন এবং তাদের সম্পর্কে *কিছু* না জেনে থাকেন তাহলে আমি তাঁদের ঠিকানা পাঠাবো এবং আমার চিঠির একটি অনুলিপি পাঠাবো। আপনি কি এটা আমেরিকায় পাঠিয়ে দেবার দায়িত্ব নেবেন?

এবং সোশ্যালিস্ট লেবার পার্টির খবর কি? সর্বোপরি তারা আন্তর্জাতিকতাবাদী। (যদিও তাঁদের সম্পর্কে কিছু সংকীর্ণ মতান্ধতার ব্যাপার আছে)। তাঁরা কি "ইণ্টারন্যাশান্যালে ফ্লাগব্লাটের"-এর অনুলিপি পেয়েছেন? আপনি কি তাঁদের সংগে যোগাযোগ করেছেন?

তদুপরি, আপনি এও লিখেছিলেন যে আপনি চার্লস এইচ. কের-এর সংগে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন। তার ফলাফল কি? তিনি আমাদের প্রচার পুস্তিকার (লেনিন এবং জিনোভিয়েভ কৃত)[১৩৫] একটি অংশ প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

এখন আপনি সে ব্যাপারে আর কিছু বলেন নি।......এটা আমরা কি ভাবে বুঝব?

ইণ্টারন্যাশান্যালে কোরেসপণ্ডেন্টস্[১৩৬]-এর সংবাদে প্রকাশ আমেরিকার *নিউ রিভিউ* ঝিমেরওয়াল্ড বাম-দের প্রবন্ধাবলী প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। এ খবর কি সত্যি? আপনি কি *নিউ রিভিউ* জানেন?

যত তাড়াতাড়ি এবং যত বিষয় জানানো যায় তা দিয়ে উত্তর দিন। নরওয়ে থেকে আমেরিকা পর্যন্ত *সরাসরি* মেল স্টিমার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে *সব কিছু* আপনি অবশ্যই জানতে পারেন।

হল্যাণ্ড এবং নরওয়ে সম্পর্কে আমি *এখনও* জানতে পারি নি যে তাঁরা ইণ্টারন্যাশানালে ফ্ল্যাগব্লাটে পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না, তারা এটিকে নরওয়েজিয়ান এবং সুইডিশ ভাষায় প্রকাশ করছেন কি করছেন না, তাঁরা সরকারী ভাবে ঝিমেরওয়াল্ড বাম-এর সংগে যুক্ত হয়েছেন কি না? (রোলাণ্ড হোল্সট-এর রেভারেণ্ড এস. ভেরব্যাণ্ডের মত)। দয়া করে এগুলি খোঁজার জন্য কষ্ট করুন, কাজগুলি শেষ করুন, এগুলিকে আপনার মনের এক কোণে ঠাঁই দিন, এগুলি করুন, এগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করুন। ঝিমের-ওয়াল্ড অনুগামীদের সম্পর্কে বুখারিনকে লেখা আমাদের বিশেষ চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বুখারিন আপনাকে জানাবেন। দয়া করে দেখবেন যেন এটা হয়ে যায়।

শ্রদ্ধাসহ,
আপনাদের
লেনিন

আমার ঠিকানা হল: হের্ন উলজানাউ (স্কুহল্যাডেন ক্যামেরের)। শ্পিগেলগ্যাসে। ১২। জুরিখ ১।

পুনশ্চ: আকর্ষণীয় কি কি বই এবং প্রচার পুস্তিকা এনেছেন? সংক্রুটার্স-এর চাটি'সমের ইতিহাস?

আর কি?

পুনশ্চ: আপনাকে আমাদের "থিসিস" পাঠাচ্ছি (*ভোরবোট* ২নং থেকে)। এটা স্কাণ্ডিনেভিয়ায় নিয়ে যাবেন।

জুরিখ থেকে খৃস্টিয়ানা
(ওসলো)

লেনিন মিসেল্যানি ২তে
১৯২৪ সালে প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ৩৬, পৃঃ ৩৭৩-৭৪

আলেকজান্দ্রা কোলনতাইকে

প্রিয় এ. এম.,

আপনার চিঠির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি সোশ্যালিস্ট প্রচার লীগের ঠিকানা বার্নেতে ফেলে না আসি তাহলে আপনাকে ওটি পাঠাবো (২ অথবা ৩ সপ্তাহের মধ্যে)।

আপনার কি মনে হয় *এ্যাপিল টু রিজন ইন্টারন্যাশান্যালে ফ্ল্যাগরাটারে* ১নং পুনর্মুদ্রণে অস্বীকৃতি জানাবে ? এ ব্যাপারে কি চেষ্টা করা যায় না ?

যদি আমরা খরচ দিই তাহলে কি স্যোশালিস্ট লেবার পার্টি এটা প্রকাশ করতে সম্মত হবে ? এই লোকগুলি কি আশাতীত ভাবে মতান্ধ অথবা তা নয় ? তাঁদের সংগে কি আপনার কোন যোগাযোগ আছে ? তাঁরা তাঁদের *ইন্টারন্যাশান্যালে সোজিয়ালিস্টিসচে কোমিশন* [১৬৭] বিষয়ক দলিল আমাদের পাঠান না কেন ? (আমি বেশ কয়েকটি দেখেছি ঘটনাক্রমে) অথবা তাঁরা শ্রমিকদের বিশেষ "আর্থিক" সংগঠন সম্পর্কে একটি বিশেষ চিন্তাধারায় প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত ?

আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন সম্মেলনে নরওয়েজিয়ান পার্টির একজন সরকারী প্রতিনিধি পাঠানো কতখানি বাঞ্ছিত ? অবশ্যই, পার্টির মধ্যে দক্ষিণপন্থী অথবা ১।২ কাউটস্কিপন্থীর চেয়ে যুব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে শ্রেণী-সচেতন এবং বুদ্ধিমান বামপন্থী ১,০০০ গুণ ভাল।

এটা পরিষ্কার। এই পথে আপনার প্রভাব খাটান, যদি পারেন।

আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রসংগে একমত হতে না পারায় আমি দারুণ মর্মাহত। ঝগড়া বিবাদ না করে বিস্তারিত যুক্তি তর্কের দ্বারা এটা দূর করা যাক (একজন এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে এই বিবাদ বৃদ্ধি করার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করছে)·· এণ্ট্রে নাউস, সম্ভবত আলেকজান্দার এন. আই. বুখারিনের মন্তব্যের ওপর আমার জবাব আপনাকে দেখাবেন (কিছু সময়ের জন্য এই বিরোধ অবশ্যই অত্যন্ত কঠিনভাবে গোপন রাখতে হবে, তবে আমি আপনার বিচার বিবেচনা শক্তির ওপর বিশ্বাস রাখি)।

এই প্রশ্নটি ("আত্মনিয়ন্ত্রণ") অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংগে সংগে এটি *সংযোজিত* প্রশ্নের সংগে *অঙ্গাঙ্গি ভাবে* যুক্ত।

আপনাদের

লেনিন

পুনশ্চ: কিছুদিন আগে আমি আলেকজাণ্ডারকে একটি সুদীর্ঘ চিঠি দিয়েছি। তিনি কি পেয়েছেন?

১৯১৬ সালের ১৯শে মার্চের পরে লেখা,
জুরিখ থেকে খ্রিস্টিয়ানায় প্রেরিত।
লেনিন মিসেল্যানির ২য় খণ্ডে
১৯২৪ সালে প্রথম প্রকাশিত।

খণ্ড ৩৬, পৃঃ ৩৭৫-৭৬

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

সি. পি. সি-র প্রেস ব্যুরোকে

২৭.৪.১৯১৮

প্রেস ব্যুরো সমীপেষু

কমরেড আক্সেলরদ,

আমাদের বিপ্লব সংক্রান্ত যাবতীয় (মুদ্রিত) তথ্য বাহক কমরেড গোমবার্গ'কে দিয়ে সাহায্য করবেন কি? এটি একটি বিরাট সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ এর ওপর আমেরিকা এবং ব্যাপকভাবে পৃথিবীর তথ্যাবলী নির্ভর করছে।

অভিনন্দন সহ,

লেনিন

লেনিন মিসেল্যানি ৩৬-এ ১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ৪৪, পৃঃ ৮১

রেমণ্ড রবিনসকে

৩০.৪.১৯১৮

প্রিয় মিঃ রবিনস,

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আমি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে নয়া গণতন্ত্র, অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের গণতন্ত্র সব দেশেই আসছে এবং নতুন ও পুরোন দুনিয়ার সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ও সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধ্বংস করবে।

শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ সহ,

আপনাদের বিশ্বস্ত

লেনিন

১৯৫৭ সালে নিম্নলিখিত গ্রন্থে রুশ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত : *ডকুমেনটি ভ্নেশনেই পোলিটিকে এস. এস. এস. আর* (সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশ নীতির দলিল), ১ম খণ্ড।

খণ্ড ৪৪, পৃঃ ৮২

রেমণ্ড রবিনস্‌কে

মে ১৪, ১৯১৮

কর্নেল রবিনস্‌ সমীপে

প্রিয় মিঃ রবিনস্‌,

আমেরিকার সংগে আমাদের আর্থিক সম্পর্কের প্রাথমিক পরিকল্পনাকে এর সংগে জুড়ে দিলাম। এই প্রাথমিক পরিকল্পনাটি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের রপ্তানি বাণিজ্য পরিষদে বিস্তারিত হয়েছে।

আশা করি এই প্রাথমিক পরিকল্পনাটি আমেরিকান বৈদেশিক দপ্তর এবং আমেরিকান রপ্তানি বিশেষজ্ঞদের সংগে আপনার আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে উপযোগী হবে।

আন্তরিক অভিনন্দন সহ,

আপনাদের বিশ্বস্ত,

লেনিন

১৯২০ সালে নিম্নলিখিত
ইংরেজি বইটিতে প্রথম
প্রকাশিত : *রুশ-আমেরিকা*
সম্পর্ক, মার্চ ১৯১৭-মার্চ ১৯২০
দলিল এবং তথ্যাবলী, নিউ ইয়র্ক

১৯৫৭ সালে রুশ ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থে
প্রথম প্রকাশিত:
ডকুমেনটি ভ্‌নেশনেই পোলিটিকে,
এস. এস. এস. আর ১ম খণ্ড

খণ্ড ৪৪, পৃঃ ৮৭

কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় সম্মেলনে রে জ্যাক ট্যানার্সের ভাষণ

ট্যানার্সের ভাষণে (দোকান তত্ত্বাবধায়ক) বেশ পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে:

১। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের *মধ্যে দরদীদের* স্থান করে দেওয়া উচিত;

২। বৃটেন এবং আমেরিকার জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। সংসদীয়তা বিষয়ক আমাদের দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও আমরা প্রস্তাব করি যে:

(ক) আই. ডবলু. ডবলু এবং দোকান তত্ত্বাবধায়কদের গণ-আন্দোলনকে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের *অনুমোদিত* রাখা উচিত এবং

(খ) প্রশ্নটি আর একবার সামনে আনা উচিত এবং সমাজতান্ত্রিক দলগুলিকে উন্নত করার জন্য প্রয়োগগত *পরীক্ষা* দরকার, যে দলগুলি জনগণের মধ্যে *যথেষ্ট পরিমাণ আন্দোলন করে না* এবং জনগণের সংগে সংযোগ স্থাপনে *ব্যর্থ হয়েছে*।

লেনিন

১৯২০ সালের ২৩ জুলাই লিখিত

১৯৫৯ সালে *লেনিন মিসেল্যানির* ৩৬তম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ৪২, পৃঃ ২০২

সমস্ত গণ-কমিশার এবং
কলেজিয়ামের সদস্যদের প্রতি

আগস্ট ১৭, ১৯২০

একজন আমেরিকান কমিউনিস্ট, কমরেড লুইস্ ফ্রেইনা, যিনি মস্কোয় আছেন এবং যিনি ইংরেজি ভাষায় অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন (বলশেভিকবাদ, ইতিহাস এবং রণকৌশল বিষয়ক), তাঁর *এমন কয়েকজন* কমরেড দরকার যাঁরা রুশ থেকে ইংরেজি ভাষায় *ব্যাখ্যা* করতে পারবেন এবং স্থায়ীভাবে তাঁর সংগে কাজ করতে পারবেন।

পার্টি সদস্য নন এমন লোকই করবেন।

আমার অনুরোধ ভাল ইংরেজি জানা একজন যোগ্য লোককে খুঁজে বার করুন এবং তদনুসারে আমাদের *সম্পাদকমণ্ডলীকে* জানান।

ভি. উলিয়ানভ (লেনিন)
চেয়ারম্যান, গণ-
কমিশার পরিষদ,

প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭

ইনোস্ট্রান্নায়া লিতারেতুরা,
নং ১১, ১৯৫৭, পৃঃ ২১

এন. আই. বুখারিনকে

কমরেড বুখারিন,

আমি ভাবছি যে ফ্রেইনার মুখবন্ধ এবং টীকাসহ দো লেওনের *দুটি পৃষ্ঠা ইত্যাদি*[১৩৮] রুশ ভাষায় প্রকাশ করা উচিত। আমিও কিছু লিখব।

যদি আপনি রাজি হন তাহলে রাষ্ট্রীয় প্রকাশন সংস্থার মাধ্যমে *কথা দিতে পারেন*।

যদি রাজি না হন, তাহলে আসুন এ বিষয়ে আলোচনা করি।

লেনিন

১৯২০ সালের গ্রীষ্মের শেষ দিকে লেখা
*ঝিঝনুঃ*পত্রিকার ১নং সংখ্যায়
১৯২৪ সালে প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ৩৬, পৃঃ ৫২৮

কমরেড এডওয়ার্ড মার্টিনকে

আগস্ট ২৭, ১৯২০

কমরেড এডওয়ার্ড মার্টিন

প্রিয় কমরেড,

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করে আপনি অসুস্থ তা জানি। কমরেড জন রীড আমাকে একথা জানিয়েছেন।

আমার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনার সাহায্যে আমার সাধ্যমত সব কিছু করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

শুভেচ্ছা সহ,

আপনাদের,

উল. আউলিয়ানোফ (লেনিন)

ইংরেজিতে লেখা
প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭
ইনোস্ট্রান্নায়া লিতারেতুরা
পত্রিকার ১১নং সংখ্যায়।

সংগৃহীত রচনাবলী
৫ম রুশ সংস্করণ
খণ্ড ৫১,
পৃঃ ২৬৯-৭০

এম. ভি. কোবেতস্কিকে নোট
(সংক্ষিপ্তসার)

কমরেড কোবেতস্কি,

আপনার প্রতিবেদন (আপনার পাঠানো ডাক্তারের প্রতিবেদন) এবং এই নোট[১৩১] ইংরেজিতে অনুবাদ হওয়া উচিত এবং বিদেশে পাঠানো উচিত।

অক্টোবর ১৮

লেনিন

১৯২০ সালের ১৮ অক্টোবর লেখা
ইনোস্ত্রান্নায়া লিতারেতুরা
পত্রিকার ১১নং সংখ্যায়
১৯৫৭ সালে প্রথম প্রকাশিত

সংগৃহীত রচনাবলী,
৫ম রুশ সংস্করণ,
খণ্ড ৫১, পৃঃ ৩০৯

এন. পি. গোরবুনভকে

ফেব্রুয়ারি ২১, ১৯২১

কমরেড গোরবুনভ্,

আমেরিকায় আমাদের প্রাক্তন প্রতিনিধি মার্টেনস্ এখানে আছেন। তাঁকে সাহায্য করা দরকার। আজ তাঁর সংগে দেখা করুন। আমার টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমে *লুক্সেতে*[১৪০] তাঁকে পাবেন।

১। *গোয়েলরোতে* বিদ্যুৎ কারিগরী পাঠ্য পুস্তক। কারঝিঝানোভস্কিকে ডাকতে হবে।

২। *উপসংহার* সহ আমেরিকার শ্রমিক প্রসংগ (রুশ ভাষায়)[১৪১]।

৩। শিল্প সংস্থা এবং কারখানা পরিদর্শন বিষয়ে।

{ ? রিকভের মাধ্যমে খুঁজে বার করুন
? কে ব্যবস্থা করতে পারেন }

৪। আমেরিকায় আমাদের জন্য কারিগরী সহায়তা দল বিষয়ক (এস. টি. ডি* সহ? অথবা বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত গণ-কমিশার এবং শীর্ষ অর্থ পরিষদ? কে ব্যবস্থা করতে পারে খুঁজে বার করুন)।

৫। আমেরিকা থেকে এই দেশে পুনরায় বসতি স্থাপনকারী বিভিন্ন ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী।

(খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এ ব্যাপারে কি কোন কমিশন হয়েছে?)[১৪২]

লেনিন

লেনিন মিসেল্যানির খণ্ড ৩৬, ১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত

সংগৃহীত রচনাবলী ৫ম রুশ সংস্করণ, খণ্ড ৫২, পৃঃ ৭৭-৭৮

* বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী বিভাগ—সম্পাদক।

ওয়াশিংটন ভ্যান্দারলিপকে

মস্কো, মার্চ ১৭, ১৯২১

মিঃ ওয়াশিংটন বি. ভ্যান্দারলিপ

প্রিয় মহাশয়,

১৪ তারিখে লেখা আপনার আন্তরিকতাপূর্ণ পত্রের জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমেরিকার সংগে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং-এর অনুকূল মতামত শুনে আনন্দিত হয়েছি। আপনি জানেন আমেরিকার সংগে আমাদের ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক সম্পর্কের ওপর আমরা কতখানি মূল্য আরোপ করি। আপনাদের সিণ্ডিকেট এই বিষয়ে যে ভূমিকা পালন করেছে এবং ব্যক্তিগত ভাবে আপনার উদ্যোগের[১৪৩] বিরাট তাৎপর্যকে আমরা পূর্ণভাবে স্বীকার করি। আপনার নতুন প্রস্তাব খুবই আকর্ষণীয় এবং আলাপ-আলোচনার অগ্রগতি বিষয়ে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আমাকে প্রতিবেদন দেবার জন্য জাতীয় অর্থনীতির শীর্ষ পরিষদকে বলেছি। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে আমরা প্রতিটি যুক্তিপূর্ণ সুপারিশকে সর্বোচ্চ মনোযোগ ও সাবধানতার সংগে বিচার-বিবেচনা করব। উৎপাদন এবং বাণিজ্যের দিকেই আমাদের উদ্যোগ মূলতঃ কেন্দ্রীভূত এবং আপনার সাহায্যের মূল্য এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী।

যদি কোন উচ্চপদস্থ কর্মী সম্পর্কে আপনার অভিযোগ থাকে তাহলে দয়া করে সংশ্লিষ্ট গণ-কমিশারের কাছে আপনার অভিযোগ পাঠাবেন। গণ-কমিশার ব্যাপারটি তদন্ত করবেন এবং প্রয়োজনবোধে প্রতিবেদন দেবেন। আপনার চিঠিতে যে ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন তাঁর সম্পর্কে আমি ইতিমধ্যেই বিশেষ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি।

কমিউনিস্ট পার্টির;[১৪৫] কংগ্রেস আমার এত সময় এবং শক্তি নিয়ে নিয়েছে যে আমি খুবই ক্লান্ত এবং অসুস্থ। এখনই যদি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মিলিত হতে না পারি তাহলে অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য চিচেরিনকে অনুরোধ করব।

আপনার আরও সাফল্য কামনা করি।

আপনার বিশ্বস্ত,
উল আউলিয়ানোভ (লেনিন)

লেনিন মিসেল্যানি ২০-তে
১৯৩২ সালে প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ৪৫, পৃঃ ৯৮-৯৯

এল. কে. মার্টেনস্‌কে

২২.৬.১৯২১

কমরেড মার্টেনস্‌ঃ

রাশিয়ায় আমেরিকান উপনিবেশ বিষয়ক কাগজপত্র ভুল জায়গায় পাঠানোর জন্যে আমি অবশ্যই আপনার নিন্দা করব।

আমি ২০।৬ তারিখে কেবলমাত্র এগুলি পড়লাম। আপনার কাগজপত্র-গুলি বুখারিনের মারফৎ পাঠানো উচিত হয় নি। বরং রুশ ভাষায় ২০ পংক্তির বাস্তব প্রস্তাব পাঠানো উচিত ছিল। এগুলি সি. এল. ডি. পর্যন্ত পাঠানো দরকার ছিল, তার সঙ্গে পাঠানো দরকার ছিল ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য একটি অনুলিপি এবং একটি ছোট চিঠি।

ফাইলটি ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার জন্যই দেরী হয়েছে।

সংক্ষেপেঃ সাধারণভাবে আমেরিকান শ্রমিক এবং বসতি স্থাপনকারীরা যদি তাঁদের সঙ্গে আনেন তাহলে আমি পক্ষে আছিঃ

১। দু বছরের খাদ্যশস্য (আপনি বলবেন আগেই এটা করা হয়েছে, তার মানে এটা করা সম্ভব);

২। অনুরূপ সময়ের উপযুক্ত পোশাক;

৩। শ্রমের যন্ত্রপাতি।

১নং (এবং ২নং) সবচেয়ে জরুরী। ২০০ ডলার কম গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমাদের হাতে ১নং থাকে তাহলে আমি *সর্বপ্রকার সহায়তায় রাজি*।

ব্যাপারগুলি দ্রুত সারবার জন্য একটি খসড়া সি. এল. টি প্রস্তুত করুন। ৬'০০তে আমরা একটি কমিশন বসাবো এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করব শুক্রবার ২৪।৬ তারিখে।

খসড়া সিদ্ধান্ত : ১) শর্তাবলী উপরি উল্লিখিত তিনটি, ২) পরিচালনা (ভূমি+১ আমেরিকান শ্রমিক+শ্রমের জন্য গণ-কমিশার থেকে ১ ?), ৩) আমরা সাহায্য করব (জমি, কাঠ, খনি ইত্যাদি), ৪) আর্থিক সম্পর্ক এই ধরনের।

পত্রবাহক মারফৎ উত্তর দেবেন

ভি. উলিয়ানভ (লেনিন)

চেয়ারম্যান, সি.পি.সি.

পুনশ্চঃ এই চিঠি লেখার পর দেখলাম যে প্রশ্নটি আজকের সি. এল. ডি-র আলোচাসূচীতে আছে। আমি যে ইঙ্গিত দিয়েছি দয়া করে সেগুলি বিস্তারিত করবেন।

লেনিন মিসেল্যানি ২০-তে	খণ্ড ৪৫, পৃঃ ১৯১

১৯৩২ সালে প্রথম প্রকাশিত

এল. কে. মার্টেনস্‌কে

কমরেড মার্টেনস্‌ঃ

আমেরিকান শ্রমিকদের দ্বারা চালিত ৩৬নং পোশাক কারখানা সংগঠনে পূর্ণ এবং অবিচলিত সহযোগিতা দেবার কথা তোমাকে বলছি।

প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, বিশেষ করে পাইপ এবং সেগুলির সংযোগ (টি জয়েণ্ট, সংযোজক ইত্যাদি) এবং বৈদ্যুতিক তার টানার ব্যাপারে সমস্ত বিলম্ব কমাতে হবে।

শ্রমিক সংঘগুলি যাতে বসত বাড়ী পান সে ব্যাপারে সাহায্য করুন, এই বিষয়টি আবাসন বিভাগের পক্ষ থেকে কাল বিলম্ব না করে শেষ করতে হবে।

সম্ভাব্য সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে কারখানার কাজ শুরু করার এবং শেষ করার ব্যবস্থা করতে হবে। সমগ্র বিষয়টিতে অবাঞ্ছিত অবহেলা এবং লাল ফিতাতন্ত্র প্রকাশিত হয়েছে।

চেয়ারম্যান, শ্রম এবং
প্রতিরক্ষা পরিষদ

১৯২১ সালের ২৭শে জুন লিখিত।
লেনিন মিসেল্যানি ২০-তে
১৯৩২ সালে প্রথম প্রকাশিত।

খণ্ড ৪৫, পৃঃ ১৯৬-৯৭

ভি. এম. লিখাচোভকে

কমরেড লিখাচোভ,

মস্কো শহর অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান

৩৬নং পোশাক কারখানা সংগঠনের আমেরিকান শ্রমিক গোষ্ঠীর কাজে পরিপূর্ণ এবং অবিচলিত সহায়তা দিন।

মোসকভোসভেই* এর প্রধান, কমরেড সেরিয়াকভকে অনুগ্রহ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠান।

সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের ব্যাপারে সমস্ত দীর্ঘসূত্রতা দূর করুন, বিশেষ করে পাইপ, আর্মেচার এবং ইলেকট্রিক ওয়ারিং।

এই ব্যাপারে লেখক বিলম্ব অথবা দীর্ঘসূত্রতার কোন কারণ নেই। অবাঞ্ছিত বিলম্ব পরিহার করে শ্রমিক গোষ্ঠীকে বসত বাড়ী পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করুন। এই ব্যাপারে আবাসন বিভাগ যেন বিলম্ব না করে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কারখানা শেষ করতে হবে এবং কাজ শুরু করতে হবে।

শ্রম এবং প্রতিরক্ষা পরিষদের
চেয়ারম্যান।

১৯২১ সালের ২৭ জুন লিখিত।

প্রথম প্রকাশ ১৯৩২ *লেনিন মিসেল্যানি* ২০ পৃঃ ২০১

* মস্কো পোশাক পর্ষদ—সম্পাদক।

এম. এম. বোরোদিনকে

কমরেড বোরোদিন

প্রিয় কমরেড :

আপনি কি আমাকে শ্রমিক এবং কৃষকদের তৃতীয় আমেরিকান দল অথবা শ্রমিক এবং কৃষক দল, ইউনিয়ন অথবা নির্দলীয় দলের উত্তর-ডাকোটা রাষ্ট্রে কাজকর্ম বিষয়ক কিছু তথ্য পাঠাবেন। উত্তর-ডাকোটা এই দলের হাতে আছে।[১৪৬] আমার কিছু তথ্য দরকার, কিন্তু উত্তর-ডাকোটায় এই দল এবং তাদের কাজকর্ম বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীই বেশী দরকার। আরও ভাল হয় যদি উক্ত তথ্যাবলীর সংগে আপনি একটি সংক্ষিপ্ত নোট দেন। যদি খুব অসুবিধা না হয় তাহলে তাড়াতাড়ি আমায় চিঠি দিয়ে জানাবেন এটা আপনি করতে পারবেন কিনা এবং কখন করবেন।

ভি. উলিয়ানভ্ (লেনিন)
চেয়ারম্যান, সি. পি. সি.

১৯২১ সালের ১৩ জুলাই লেখা
লেনিন মিসেল্যানি ৩৬ এ
১৯৫৯ সালে প্রথম
প্রকাশিত।

৪৫ খণ্ড, পৃঃ ২১০

এল. কে. মার্টেন্স্‌কে

মার্টেন্স্‌

সোভিয়েত রাশিয়াকে কারিগরী সাহায্য দানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় সোসাইটিগুলির কংগ্রেস সম্পর্কে রিগা থেকে আমি একটি তারবার্তা পেয়েছি। নিউ ইয়র্কের "গোলোস রোসী" জানিয়েছেন যে জুলাই-এর প্রথম দিকে এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।[১৪৭]

এই প্রতিবেদন অনুসারে, কংগ্রেস থেকে মার্টেন্স্‌কে একটি অভিনন্দন বার্তা পাঠানো হয়, তারবার্তা পাঠানো হয় গণ-কমিশারদের এবং এই তারবার্তায় ঘোষণা করা হয় যে, এখন থেকেই সোভিয়েত রাশিয়ায় পাঠাবার জন্য কারিগরী দল গড়ার কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

"আমি ভাবছি আমি এইভাবে তাঁদের কাছে একটি তারবার্তা পাঠাব: নিউ ইয়র্কের "গোলোস রোসীর" কাছ থেকে আপনাদের কংগ্রেস সম্পর্কে জেনে এবং সোভিয়েত রাশিয়াকে পাঠানো তারবার্তা বাহি অভিনন্দন দেখে আমি সি. পি. সি-র পক্ষ থেকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।"

আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি আরও যোগ করতে চাই যে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার কারিগরী সাহায্য আমাদের খুবই দরকার। যদি আগে ভাগে আবাসন, কারখানা ইত্যাদি সম্পর্কে চুক্তি না করে এই দলটিকে পাঠানো হয় তাহলে দলটির সঙ্গে দু'বছরের খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি সরবরাহ করা দরকার। প্রতিটি দলকে কৃষি ও শিল্পের কাজে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। সবচেয়ে বড় জিনিস হল প্রতিনিধিদের বসতি স্থাপনের জন্য জমি, অরণ্য, খনি, কারখানা ইত্যাদি লীজের জন্য সরেজমিন তদন্তের ব্যাপারে পাঠানো।"

লেনিন

চেয়ারম্যান সি. পি. সি.

এক্ষেত্রে মার্টেন্‌স্‌ এবং শ্রম বিষয়ক গণ-কমিশারিয়েতের স্বাক্ষর দরকার, এবং বোগদানোভ ও চিচেরিনেরও কাম্য।

লেনিন মিসেল্যানি ২৩-এ ৪৫ খণ্ড, পৃঃ ২৩৬-৩৭

১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত

১৯২১ সালের ২রা আগস্ট

লিখিত।

ভি. এ. স্মোলিয়ানিনোভকে
টেলিফোন বার্তা

স্মোলিয়ানিনোভ,

খামে মোড়া তারবার্তা[১৪৮] প্রেরণের বিরুদ্ধে কমরেড চিচেরিন যে বিস্তারিত এবং নিয়মানুযায়ী প্রতিবাদ জানিয়েছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে দয়া করে একটি অতিরিক্ত সম্মেলন ডাকুন। এই সম্মেলনে থাকবেন কমরেড মার্টেনস, সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল শ্রম বিষয়ক গণ-কমিশার এবং এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল পররাষ্ট্র দপ্তরের গণ-কমিশার। আপনাকে নিয়ে মোট চার জন।

দয়া করে চিচেরিনের অভিযোগ সম্পর্কে সম্মেলন[১৪৯] ডাকুন এবং দু'-বছরের জন্য যথেষ্ট খাদ্য আনা উচিত বলে তারবার্তায় যে বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে সে বিষয়ে বিশেষ নজর দিন।

আমার মনে হয় যে যদি আমরা রাশিয়ায় দুঃখ কষ্ট এবং অভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্পর্কে এবং দুঃখ কষ্ট ও অভাব সহ্য করতে পারে না এমন লোকদের পাঠাবার ব্যর্থতা সম্পর্কে দু'একটি কথা যোগ করতে পারতাম তাহলে তারবার্তাটি ভাল হত। দয়া করে আগামীকাল রাত্রের আগেই লিখিতভাবে আমাকে খুব সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব পাঠাবেন।

লেনিন

১৯২১ সালের ৪ঠা
আগস্ট টেলিফোনের
মাধ্যমে শ্রুতিলিখন

লেনিন মিসেল্যানি ৩৫-এ
১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ৪৫, পৃঃ ২৪০

জি. ভি. চিচেরিন এবং এল বি কামেনেভ্‌কে[১৬০]

নীচু স্তরের মার্কিন কঞ্জুস ব্যবসায়ীরা এই ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাচ্ছে যে আমরা প্রতারিত হতে পারি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রস্তাব হল কামেনেভের এবং চিচেরিনের (এবং যদি প্রয়োজন হয় কালিনিনের ও আমারও) স্বাক্ষর সহ অবিলম্বে সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের কাছে তারবার্তা পাঠানো হোক।

তার বার্তাটি হবে এই রকম :

১০ লক্ষ ক্ষুধার্ত শিশু এবং দুস্থ মানুষের জন্য এক মাসের সরবরাহের মোট পরিমাণের ১২০ শতাংশ সোনা আমরা নিউ ইয়র্ক ব্যাংকে গচ্ছিত রাখব। কিন্তু এক্ষেত্রে এই ধরনের পূর্ণাংগ বস্তুগত গ্যারান্টির কথা মনে রেখে আমরা কড়ার করে রাখতে চাই যে আমেরিকানরা শুধু রাজনৈতিক নয়, প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের চেষ্টাও করবেন না এবং কোন দাবীও তুলবেন না। তার মানে এক্ষেত্রে চুক্তির সমস্ত শর্তে তাঁদের যে ন্যূনতম হস্তক্ষেপের অধিকার কেবল মাত্র প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছিল তা বাতিল হবে। সম মর্যাদা প্রতিষ্ঠা কমিশন (আমাদের এবং ওঁদের সরকারের প্রতিনিধি নিয়ে তৈরী) সরেজমিন তদন্ত করবে।

এই প্রস্তাব কঞ্জুসদের দেখিয়ে দেবে সত্যিই তারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এবং তারই ফলশ্রুতিতে তারা গোটা দুনিয়ার চোখে হেয় প্রতিপন্ন হবে।

আমাদের ভুললে চলবে না যে অমোদের গ্রামাঞ্চলে কোন রেশন ব্যবস্থা ছিল না। এ ব্যাপারে যদি আমরা কোন ভুল না করি তাহলে আমি প্রস্তাব করব যে ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনার জন্য খাদ্য বিভাগের গণ-কমিশারদের কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হোক।

১৩।৮।২১

লেনিন

লেনিন মিসেল্যানি ৩৬-এ
১৯৫৯ সালে প্রথম
প্রকাশিত

খণ্ড ৪৫, পৃঃ ২৫৩-৫৪

ভি. ভি. কুইবিশেভকে

১৯. ৯. ১৯২১

কমরেড কুইবিশেভ্ :

আমি এইমাত্র সফর করে এলাম

রুট্জেরস্,

কালভের্ট

এবং হেউড থেকে

সেখানে গেছলাম আমেরিকান শ্রমিকদের কলোনি দলের সামনে প্রতিনিধিত্ব করতে যাঁরা কুঝনেতস্ক বেসিনে নাদেৎঝদ্নিস্ক কারখানা এবং অন্যান্য সংস্থার কাজ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।

তাঁরা চান শুক্রবার শ্রম এবং প্রতিরক্ষা পরিষদের অধিবেশনে তাঁদের একজন প্রতিনিধি (একজন দোভাষী সহ) যোগ দিন। আমি মনে করি ওঁদের আসতে দেওয়া উচিত।

আমি আপনার দৃষ্টিও আকর্ষণ করছি এবং অনুরোধ জানাচ্ছি যে, কমিশন এবং সাব-কমিশনের সমস্ত সদস্যদের নিম্নলিখিত সংবাদ পেঁছে দেওয়া হোক :

(১) নাদেৎঝনিস্ক কারখানা, তাঁদের মতে অর্থনীতিগত ভাবে এবং কারিগরী ভাবে কুজবাস-এ এক শিল্প গোষ্ঠীর সংগে যুক্ত, কারণ এই সংস্থাই তাঁদের খামারের জন্য ব্যবস্থা করবে ট্রাক্টরের। এছাড়া কৃষকদের জন্য ট্রাক্টর এবং অন্যান্য কৃষি সরঞ্জাম; কুজবাসে তাঁদের শিল্প গোষ্ঠীর যন্ত্রপাতি সারানো, সাইবেরিয়ার সংগে জল পরিবহণ যোগাযোগ গড়ে তোলার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরবরাহ করবে এই সংস্থা।

(২) কুঝনেতস্ক বেসিনে তাঁরা ১২,০০০ "ডেসিয়াটাই"ন্যাস জমি এবং কয়েকটি শিল্প সংস্থা গ্রহণ করেছেন যাতে সেখানে একটি বৃহৎ এবং পূর্ণাংগ অর্থনীতি গড়ে তোলা যায়।

(৩) তাঁরা মাত্র ৩০০,০০০ ডলার নগদ চাইছেন। এ ব্যাপারে অন্য কিছু চিন্তা করা ভুল।

(৪) এরই সংগে, অবিলম্বে প্রয়োজনীয় গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু করার জন্য তাঁরা চাইছেন খাদ্য-শস্য এবং পোশাক-পরিচ্ছদ। তাঁরা বলছেন এই শীতেই কাজ শুরু করা উচিৎ যাতে ১৯২২ সালের বসন্তে কাজ শেষ করার সময় থাকে।

(৫) তাঁরা জোরের সংগে বলেছেন যে তাঁদের শ্রমিক গোষ্ঠীর জন্য গড়ে তুলতে হবে শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো, এবং সমগ্র গোষ্ঠী (৩,০০০-৬,০০০ শ্রমিক) যাঁরা শ্রেষ্ঠতম শ্রমিকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত, অধিকাংশ অল্প বয়সী এবং অবিবাহিত, নিজস্ব পেশায় যাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে এবং রাশিয়ার অনুরূপ আবহাওয়ায়, যাঁরা বাস করেন (কানাড়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল)।

(৬) তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদের অধীন হবে চাইছেন। এটা হবে অনেকটা শ্রমিক সমিতি দিয়ে তৈরী স্বায়ত্ত শাসিত ট্রাস্টের মত।

তারা বলেছেন যে এখনই ২০০ আমেরিকান অকেজো কর্মী এখানে "ইমিগ্রে হাউস"-এ বাস করছেন। এঁদের অধিকাংশেরই হাতে কোন কাজ নেই। তাঁরা কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন। তাঁরা বলছেন যে এঁদের মধ্যে গোটা তিরিশ লোককে যদি নাদেৎঝানিস্ক-এ এবং গোটা পনেরো লোককে যজি কুঝনেতস্ক বেসিনে অবিলম্বে সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং খাদ্য সহ পাঠানো যায় তাহলে তাঁরা কালবিলম্ব না করে কাঠের ঘর তৈরীর কাজ শুরু করে দিতে পারেন (বাকী ২০০ জন সেখানে পরে যাবেন)। তাঁরা চাইছেন তাঁদের তাড়াতাড়ি পাঠানো হোক।

তাঁরা বলেন যে গেরবেক (? নামটির ইংরেজি উচ্চারণ আমি ধরতে পারি নি) উরালস্ শিল্প ব্যুরো থেকে তাঁদের পরিকল্পনায় মৌখিক সম্মতি জানিয়েছেন এবং সাইবেরিয়ানরা (সাইবেরীয় শিল্প ব্যুরো) জানিয়েছেন লিখিত ভাবে।

তাঁরা তাঁদের সংগে ১০-১৫ শতাংশ রুশ ভাষী শ্রমিক নিতে চেয়েছেন। তাঁরা আরও নিতে পারেন।

দয়া করে এগুলি মনে রাখবেন।

ভি. উলিয়ানভ (লেনিন)

চেয়ারম্যান, শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদ

লেনিন মিসেল্যানি ২৩-এ
১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ৪৫, পৃঃ ৩০৪-০৬

ভি. ভি. কুইবিশেভকে চিঠি এবং আমেরিকা থেকে রাশিয়ায় শ্রমিকদের আসার খসড়া কর্মসূচী

কমরেড কুইবিশেভ,

আপনাকে একটি খসড়া কর্মসূচী পাঠাচ্ছি যা রুটগেরস এবং তাঁর সমস্ত লোক থেকে শুরু করে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি শ্রমিককে দিতে হবে (বিষয়টি সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে[১৫১])।

যদি আপনি সম্মত হন, এটি তাঁদের কাছে রাখবেন।

একজন বিশ্বস্ত দোভাষীর (সমস্ত আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য) সন্ধান করুন যিনি দুটি ভাষাই ভাল জানেন।

একটি চুক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এই চুক্তি হবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত শব্দের দ্বারা সংকলিত।

আমাদের অবশ্যই নিজস্ব আইনজীবী দরকার (একজন কমিউনিস্ট), যিনি এই চুক্তি প্রণয়ন করবেন।

আমার সুপারিশ এই চুক্তিকে একাধিক কলকারখানা ইত্যাদির পরিচালন কার্যের জন্য প্রস্তুত চুক্তি বলে অভিহিত করা হোক। কারিগরী পরীক্ষার ফলাফলে স্টুনকেল এবং খ্যাতনামা অন্যান্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞের স্বাক্ষর থাকা উচিত।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

লেনিন

সংস্থার নেতা ও সংগঠকরা নিম্নলিখিত কর্মসূচীতে স্বাক্ষর করতে এবং আমেরিকা থেকে যারা রাশিয়ায় আসবেন তাঁদের স্বাক্ষর সংগ্রহে রাজি হবেন কি :

১। আমরা এটি দেখবার এবং *যৌথভাবে* এর উত্তর দেবার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে কেবলমাত্র সেইসব লোক রাশিয়ায় যাবে যারা অত্যন্ত পশ্চাদপদ এবং ভীষণ জীর্ণ-শীর্ণ দেশে শিল্প পুনর্বাসনের সঙ্গে জড়িত একাধিক মারাত্মক অসুবিধার মুখোমুখি হবার যোগ্য এবং মুখোমুখি হতে ইচ্ছুক।

২। যাঁরা রাশিয়ায় যাবেন তাঁদের কঠিনতম পরিশ্রম এবং সর্বোচ্চ কর্ম-তৎপরতা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যাতে পুঁজিবাদী মানকে ছাড়িয়ে যাওয়া যায়। তা না হলে রাশিয়া পুঁজিবাদকে অতিক্রম করতে পারবে না অথবা পুঁজিবাদের সমভূমিতেই যেতে পারবে না।

৩। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, যে কোন বিরোধের ঘটনার মীমাংসার জন্য আমরা রাশিয়ার শীর্ষ সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছে যাব এবং বিশ্বস্ততার সংগে এঁদের সিদ্ধান্ত মেনে চলব।

৪। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমাদের ব্যবসায় নিযুক্ত ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত রুশ শ্রমিক ও কৃষকদের চূড়ান্ত ভীতচকিত অবস্থাকে ভুলব না এবং যে কোন অবিশ্বাস ও শত্রুতা অতিক্রম করে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করব

১৯২১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর লেখা

১৯২৯ সালের ২০শে জানুয়ারী
'তোরগোভ-প্রোমিশেলেন্নায়া
গেজেতা,' নং ১৭তে
প্রথম প্রকাশিত।

খণ্ড ৪২, পৃঃ ৩৪৪-৪৫

এল. কে. মার্টেন্‌স্‌কে তারবার্তা

ইয়েকাতেরিনবার্গ

তারবার্তা মার্টেন্‌স্‌ নিঝনি তাগিল যে রুটজার্স জোর দিচ্ছেন একদল আমেরিকান শ্রমিকের কাছে কুঝনেতস্ক বেসিন এবং নাদেঝদিনস্ক কারখানার একটি অংশ বন্দোবস্ত দেবার ব্যাপারে অবিলম্বে কালভের্ট দলের একজন প্রতিনিধিকে আমেরিকায় পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা থেকে উদ্ভূত জরুরী অবস্থার কথা বলা হয়েছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার ফিরে না আসা পর্যন্ত এটি সরিয়ে রাখার অনুরোধ আপনি করেছেন। আপনাকে বাদ দিয়ে এ বিষয়ে আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে চাই না। আমাকে জানান : প্রথম, আপনি কখন মস্কোয় পৌঁছচ্ছেন ; দ্বিতীয়, রুটজারসের তাড়াহুড়ো সম্পর্কে আপনার মতামত, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে এ ব্যাপারে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া আবশ্যক অথবা আপনি ফিরে আসা পর্যন্ত রুটজারসকে অপেক্ষা করার উপদেশ দেওয়া ভাল ?

আপনার তারবার্তা সত্ত্বেও রুটজারস বলেছেন যে আপনি তাঁর সঙ্গে একমত।

লেনিন

চেয়ারম্যান, সি. এল. ডি

১৯২১ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর লেখা।

লেনিন মিসেল্যানি ২৩-এ
১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত

সংগৃহীত রচনাবলী, ৫ম রুশ
সংস্করণ, খণ্ড ৫৩, পৃঃ ২১৮

ভি. ভি. কুইবিশেভকে

১২. ১০. ১৯২১

কমরেড কুইবিশেভ,

রুটজারসের ব্যাপার[১৫২] সম্পর্কে দয়া করে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ব্যাখ্যাগুলি পাঠান:

১) সকলেই ভাবছেন বলে মনে হয় যে আমাদের ৩০০,০০০ ডলার খরচ করতে হবে!

কিন্তু § ৪ ক) বলেছে:

"*যে শ্রমিকরা বসবাস করতে আসবে* তাদের প্রত্যেকের জন্য সোভিয়েত সরকার ১০০ ডলার করে মঞ্জুর করবে,

এদিকে § ৫ ক) এবং খ) বলেছে যে বসতির জন্য ধার্য হয়েছে ২,৮০০+৩,০০০=৫,৮০০।

এতে কি আমাদের খরচ ৬০০,০০০ ডলারে দাঁড়াবে না?

অথবা আমরা কি খোলাখুলি যোগ করব: নাদেৎঝিনিস্ক কারখানার ৩,০০০ লোকের প্রত্যেকের জন্য ১০০ ডলার এবং আর কিছুই নয়?

২। রুটজারস, হেউড এবং কালভের্ট এই তিন জনের তরফ থেকে কোন *লিখিত* বিবৃতি নেই কেন যে তাঁরা পরিবেষ্টিত "চুক্তি"তে *স্বাক্ষর* করতে *ইচ্ছুক*?[১৫৩] দয়া করে আজই এই মর্মে নির্দেশ দিন এবং এই চুক্তি যাতে ইংরেজিতে হয় সে ব্যাপারে অবশ্যই ব্যবস্থা করবেন।

৩। § ৮-এর শেষাংশ (ব্যয় পরিশোধ বিষয়ক আমাদের বক্তব্য) একটি বিশেষ § চিহ্নে আরও সংক্ষেপে রাখা উচিত: "সোভিয়েত সরকার নিম্নলিখিত নীতিসমূহ এবং নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ব্যয় পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।"

৪। শীর্ষ আর্থিক পরিষদের সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে রুটজার্স এবং অন্যান্যরা যে সংশোধনী এনেছেন তাতে কি চরম হুমকির কোন চিহ্ন আছে?

দয়া করে আমাকে আপনার উত্তর পাঠান (+ইংরেজি প্রতিশ্রুতিটি) এবং *এই চিঠিটি আগামী কাল, বৃহস্পতিবার*, ১৩ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মলোতোভের কাছে *পাঠিয়ে দেবেন*।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

লেনিন

লেনিন মিসেল্যানি ৩৬-এ
১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ৪৫, পৃঃ ৩৩৪-৩৫

এস. রুটজারস-এর প্রস্তাবের ওপর আর. সি. পি. (বি) সি. সি. এবং সি. এল. ডি-র খসড়া প্রস্তাব সহ পলিটব্যুরোর সদস্যদের কাছে লেখা চিঠি

আমার মতে এখন রুট্‌জারস্‌-এর প্রস্তাবটি বর্তমান রূপে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। তবে এইভাবে চেষ্টা করা চলতে পারে: *দলটি তাঁকে বদলাতে হবে* (রুটজারস্‌+হেউড+কালভের্ট)। আর্থিক বিষয়গুলি সংশোধন করতে হবে। আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য রাখছি:

রুট্‌জার্সের প্রস্তাবের বর্তমান রূপটিকে বাতিল করুন। বাতিল করুন কমরেড বোগদানভ এবং শীর্ষ অর্থ-পরিষদের যে সব সদস্য তাঁর সংগে ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের প্রস্তাবও বাতিল করতে হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি (সোভিয়েত নিয়ম অনুযায়ী শ্রম এবং প্রতিরক্ষা পরিষদ অনুসৃত) ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রকাশ করুক যাতে রুটজার্স এবং তাঁর দল মনে করতে না পারেন যে এই বাতিলের ব্যাপারটি চূড়ান্ত, পরন্তু তাঁরা তাঁদের প্রস্তাবটির নিম্নলিখিত সূত্রানুযায়ী পুনর্বিন্যাস ঘটান:

(ক) দলের গঠনগত পরিবর্তন ঘটানো হোক। পরিবর্তন ঘটানো হোক উদ্যোক্তাদের অগ্রণী গোষ্ঠীর। মার্কিন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অথবা অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের ৫-৮ জন বিশিষ্ট সদস্যকে দলের অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

(খ) আমাদের সরকারের খরচ কমিয়ে ব্যয়কে সর্বোচ্চ ৩০০,০০০ ডলারে বেঁধে দেওয়া হোক।

(গ) যে সব ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে সেখানে আমাদের ব্যয়কে কমাতে হবে, সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

লেনিন

১৯২১ সালের ১২ থেকে ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে লেখা

১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত

লেনিন মিসেল্যানি ৩৬ঃ পৃঃ ৩৩৩

সিডনি হিলম্যানকে

অক্টোবর ১৩, ১৯২১

কমরেড হিলম্যান,

আপনার সাহায্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন। আমেরিকার শ্রমিকরা সোভিয়েত রাশিয়াকে সাহায্যের জন্য যে সংগঠন তৈরী করছে সে ব্যাপারে চুক্তিতে দ্রুত পেঁছিনো গেছে আপনারই সৌজন্যে।[১৫৪] এই ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এই সাহায্য সংগঠন গড়ে তোলা হচ্ছে সেই সব শ্রমিকদের জন্যও যাঁরা কমিউনিস্ট নন। সারা বিশ্বে, বিশেষ করে উন্নত পুঁজি-বাদী দেশে বর্তমানে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কমিউনিস্টদের সমর্থন করেন না, তবু তাঁরা সোভিয়েত রাশিয়াকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। তাঁরা প্রস্তুত নিরন্নদের খাওয়াতে ও সাহায্য করতে, যদিও মাত্র কয়েকজন এবং রুশ সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারে সাহায্য করতে চান। এই শ্রমিকরাই পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের সংগে শব্দটির পুনরাবৃত্তি করেন—এবং যেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ তা' হল এঁরা শুধু শব্দটি উচ্চারণই করেন না পরন্তু এটিকে জীবনের মাধ্যমে প্রকাশ করেন— আমস্টারডাম ট্রেড ইউনিয়ন আন্তর্জাতিকের নেতাদের (প্রশ্নাতীত ভাবে কমিউনিজমের বিরোধী) কথা হল সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের যে কোন জয়ের অর্থ হল সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিশ্ব প্রতিক্রিয়ার শ্রেষ্ঠতম বিজয়।

সোভিয়েত রাশিয়া ক্ষুধা, ধ্বংস এবং বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ওঠার জন্য সর্ব-শক্তি নিয়োগ করছে। এক্ষেত্রে সারা বিশ্বের শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্যের গুরুত্ব আমাদের কাছে অসাধারণ। এরই পাশাপাশি চাই নৈতিক সাহায্য, রাজনৈতিক সাহায্য। স্বাভাবিক ভাবেই আমেরিকা সেই সব দেশের মাথার ওপর বসে আছে যেখানকার শ্রমিকরা আমাদের সাহায্য করতে পারেন, ইতিমধ্যেই আমাদের সাহায্য করছেন এবং করবেন—আমি স্থির নিশ্চিত—এ সাহায্য আসবে আরও ব্যাপক হারে।

উদ্দেশ্যের প্রতি আত্মনিবেদিত, আমেরিকার উদ্যোগী অগ্রণী শ্রমিকরা একাধিক শিল্পোন্নত দেশের সমস্ত শ্রমিকের নেতৃত্ব নেবেন, যাঁরা সোভিয়েত রাশিয়ার জন্য নিয়ে আসবেন তাঁদের কারিগরী জ্ঞান এবং শ্রমিক ও কৃষকের সাধারণতন্ত্রের অর্থনীতি চাঙ্গা করে তোলার ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আত্মোৎসর্গের দৃঢ়তা। আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজি, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ উপায়গুলির মধ্যে অন্য কোনটাই সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে সাহায্যের মত এত দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং বিজয়ের সম্ভাবনাপূর্ণ নয়।

সোভিয়েত রাশিয়ার জন্য কোন না কোন ভাবে যাঁরা সাহায্য আনছেন সেই সব শ্রমিকের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন।

এন. লেনিন

লেনিনের রচনা সংকলনের
২৭ খণ্ডের ২য় এবং
৩য় সংস্করণে ১৯৩০ সালে
প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ৩৫, পৃঃ ৫২৬-৫২৭

আর. সি. পি. (বি)সি. সি.
সদস্যদের প্রতি

লক্ষ্য করুন, সি. সি-র সব সদস্যরা।

গতকাল রেইনস্টেইন আমাকে জানিয়েছেন যে মার্কিন ধনকুবের হ্যামার, যাঁর জন্ম রাশিয়ায়, (এখন জেলে আছেন বেআইনীভাবে গর্ভপাত করানোর অপরাধে, শোনা যায় এটা করা হয়েছে তাঁর কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে), তিনি অত্যন্ত সহজ শর্তে (৫ শতাংশ) উরালের শ্রমিকদের ১,০০০,০০০ পুডস্ শস্য দিতে প্রস্তুত এবং *উরালের দামী জিনিসগুলি* কমিশনের ভিত্তিতে আমেরিকায় বিক্রী করতে চান।

এই হ্যামারের ছেলে একজন চিকিৎসক (এবং অংশীদার)। ইনি রাশিয়ায় আছেন সেমাস্কোতে উপহারস্বরূপ ৬০ হাজার ডলার মূল্যের শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি এনেছেন। পুত্রটি মার্টেনের সংগে উরাল সফর করেছে এবং উরালের শিল্পগুলির পুনর্বাসনের ব্যাপারে সাহায্যের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মার্টেনস শীঘ্রই একটি সরকারী প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন।

লেনিন

১৪।১০

লেনিন মিসেল্যানি ৩৬-এ খণ্ড ৪৫, পৃঃ ৩৩৭

১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত

১৯২১ সালের ১৪ই অকটোবর লেখা

এল. কে. মার্টেনসকে

কমরেড মার্টেনস :

হ্যামার কি (রেইনস্তাইন আমাকে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন) উরালকে রক্ষা করার জন্য, দলটির গঠনকে উন্নত করার জন্য চারজন *দক্ষ* আমেরিকানকে গ্রহণ করা সহ রুটজার্স গোষ্ঠীকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার নীতিকে অনুসরণ করবেন ?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর উত্তর দেবেন।

দ্বিতীয়। উরালের বৈদ্যুৎতিকীকরণে একটি প্রকল্প সম্পর্কে হ্যামারকে কি উৎসাহিত করতে পারেন, যাতে হ্যামার শুধু শস্যই নয়, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পাঠান (স্বাভাবিক ভাবেই ঋণের ভিত্তিতে) ?

রুটজার্সের পরিকল্পনাকে অবশ্যই সংশোধন করতে হবে (হ্যামারের মাধ্যমে এটা করার চেষ্টা করবেন)। এটা বাতিল করবেন না।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ

লেনিন

১৯২১ সালের ১৫ই অক্টোবর লেখা

লেনিন মিসেল্যানি

৩৬-এ ১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ৪৫, পৃঃ ৩৩৮-৩৯

এল. কে. মার্টেনস-কে

কমরেড মার্টেনস:

যদি হ্যামার উরালে ১০ লক্ষ পুডস্‌ শস্য পাঠাবার পরিকল্পনায় আগ্রহী থাকেন (এবং আপনার চিঠি থেকে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে রেইনস্টেইনের কথা সম্পর্কে আপনার লিখিত নিশ্চয়তায় বিশ্বাস হতে পারে যে তিনি সত্যিই আগ্রহী, এবং পরিকল্পনাটি কথার কথা নয়), আপনি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন এবং চুক্তি অথবা *সুবিধা* ১৫৫-র সংক্ষিপ্ত আইনসিদ্ধ আকারে সমগ্র ব্যাপারটিকে সাজাবেন।

ওঁকে *সুবিধা* দেওয়া হোক, যদি ব্যাপারটি ভুয়া হয় তবুও (এসবেসটাস অথবা উরালের যে কোন দামী জিনিস অথবা আপনার কাছে যা আছে)। আমরা এটাই দেখাতে চাই এবং ছাপানোও হবে (পরে, যখন *কাজ শুরু হবে*) যে আমেরিকানরা *সুযোগ-সুবিধার পেছনেই ঘোরে*। রাজনীতিগতভাবে ব্যাপারটি প্রয়োজনীয়। উত্তর দেবেন।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

লেনিন

১৯২১ সালের ১৯শে অক্টোবরে লেখা

লেনিন মিসেল্যানি ৩৬-এ

১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ৪৫, পৃঃ ৩৪৬-৪৭

এল. কে. মার্টেনস-কে

কমরেড মার্টেনস্,

আমার মনে হয় রুটীজারসের[156] এই উত্তরের মধ্যে *সমগ্র বিষয়ের ইতিবাচক* সিদ্ধান্ত নিহিত আছে।

আজ অথবা কাল কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে।

দয়া করে প্রার্থীদের[157] তালিকা প্রস্তুত করুন এবং ওই তালিকা এবং এ সম্পর্কে আপনার মতামত (এবং আপনার প্রাথমিক প্রস্তাব) আজ ৮ ৩০-এ দেবেন।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

লেনিন

১৯২১ সালের ১৯ অক্টোবরে লিখিত

লেনিন মিসেল্যানি ৩৬-এ ১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত।

সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ৫৩, পৃঃ ২৮৩ ৫ম রুশ সংস্করণ।

রুটজার্স গোষ্ঠীর সঙ্গে একটি চুক্তির প্রশ্নে আর. সি. পি. (বি). সি. সি-র জন্য খসড়া প্রস্তাবসহ ভি. এম. মিখাইলভকে নোট

১৯. ১০

কমরেড মিখাইলভ,

শ্রম এবং প্রতিরক্ষা পরিষদের সিদ্ধান্তের (কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত) ব্যাপারে রুটজার্স দলের জবাব আমি যোগ করে দিচ্ছি।

আমার বিশ্বাস এটা আমাদের শর্ত *গ্রহণ* করার সমান।

সেই কারণে কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য আমি একটি খসড়া প্রস্তাব পাঠাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পলিট ব্যুরোর সদস্যদের মধ্যে এটি বিতরণ করবেন। খুবই জরুরী।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

লেনিন

প্রতিশ্রুত গোষ্ঠী (কমরেড রুট্‌জার্স, হেউড এবং কালভের্ট) ১৭. ১০ তারিখের সি. এল. ডি সিদ্ধান্তের শর্তগুলি গ্রহণ করেছেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় কমিটি সি. এল. ডি-র কাছে প্রস্তাব করছে এবং নির্দেশ দিচ্ছে যে:

সি. এল. ডি-র প্রস্তাব:

১) দলটির সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত বলে মনে করা হোক;

২) কমরেড বোগদানভকে অবিলম্বে চুক্তি প্রণয়ন এবং সি. এল. ডি-র সভাপতির কাছে তা পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হোক। কারণ স্বাক্ষর তারবার্তায় কাঠ ইত্যাদির জন্য জরুরী অর্ডার দেওয়া হোক।

৩) সি. এল. ডি-র ২১.১০.১৯২১ সালের শুক্রবারের অনুমোদিত সংশোধিত চুক্তির একটি চূড়ান্ত রূপ দু' দিনের মধ্যে প্রণয়নের জন্য এস. ই. সি-র সভাপতিমণ্ডলীকে নির্দেশ দেওয়া হোক;

৪) ২১.১০-এ, সি. এল, ডি কর্তৃক এই চুক্তি অনুমোদনের ঠিক পরেই চুক্তি অনুযায়ী ২২. ১০ তারিখে শনিবার কমরেড রুটজার্সকে ৫,০০০ ডলার অনুমোদন করা হোক।

তদুপরি, সি. এল. ডি-র সিদ্ধান্ত হিসাবে নথিভুক্ত না হলেও· সি. সি. কমরেড বোগদানভকে, কুইবিশেভ কমিশনকে এবং সি.এল.ডি-কে এমনভাবে চুক্তিটি পাল্টাতে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে (১) এই তালিকা চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের আগে এবং অনুমোদনের জন্য "সাংগঠনিক কমিটি"র জন্য অতিরিক্ত প্রার্থী নির্বাচনে সি. এল. ডি-র অংশগ্রহণের অধিকার থাকে; (২) সোভিয়েত সরকারের মোট ব্যয়ের অংক ৩০০,০০০ *ডলারের বেশি হবে না*;

৩) চুক্তি বাতিল হয়ে গেলে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কোন আর্থিক দায় দায়িত্ব *থাকবে না* (অথবা শুধু সেইটুকু দায়দায়িত্ব থাকবে যেটুকু আর. এস. এফ. এস. আর আদালত অথবা আর. এস. এফ. এস. আর-এর *কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি* আইনসিদ্ধ বলে মনে করবে)[১৫৮]

লেনিন

১৯২১ সালের ১৯ অক্টোবর লেখা
লেনিন মিসেল্যানি ৩৬-এ
১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ৪২, পৃঃ ৩৫২-৩৫৩

সাইবেরীয়ান শিল্প ব্যুরোকে তার

এস. আই. বি. অনুলিপি : সাইবেরীয় বিপ্লবী কমিটি

রুট্‌জার্সে'র [সংগে] চুক্তি হয়েছে। চুক্তি অনুসারে, কুজবা-[এ] কাজের জন্য বসন্তকালে [নাগাদ] ৫০,০০০ কাঠের গুঁড়ি [১৫৯] সঞ্চয় করার কাজ নিয়েছি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কাজের [জন্য] নিন, কোন রকমে যেন বত্যয় না হয়। পদক্ষেপগুলির প্রতিবেদন তারবার্তায় পেয়েছি (০১২৯০)।.

লেনিন•

চেয়ারম্যান, গণ-কমিসার পরিষদ

১৯২১ সালের ২১শে অক্টোবরে প্রেরিত

লেনিন মিসেল্যানি ২৩-এ

১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত

সংগৃহীত রচনাবলী,

৫ম রুশ সংস্করণ,

খণ্ড ৫৩, ২৯২ পৃঃ

• তারবার্তাটিতে শীর্ষ অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান পি. এ. বোগদানভও স্বাক্ষর করেছেন—সম্পাদক

কমরেড ভি. ভি. কুইবিশেভকে

কমরেড কুইবিশেভ,

কমরেড রেইনস্টেইন আমাকে যে টেলিফোনবার্তা পাঠিয়েছেন তার অনুলিপি এখানে আছে।

উল্লেখ্য। ৩ঃ রুটজার্সের সংগে আপনার *চূড়ান্ত চুক্তির* একটি অনুলিপি আমাকে দেবেন।

আপনি কি চুক্তির বয়ান *দেখেছেন*? আমাকে ওই বয়ান পাঠাবেন।

উল্লেখ্য। ১ঃ বিষয়টি *খুব* জরুরী। দয়া করে উল্লেখ্য ১টি কমরেড বোগদানভকে দেখাবেন এবং *যত তাড়াতাড়ি সম্ভব* তাঁর মতামত পাঠাবেন (এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারও)। বাধাটি কি?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হ্যামারের সংগে আমাদের চুক্তি হওয়া দরকার এবং সুযোগ-সুবিধার চুক্তির নিষ্পত্তি করা দরকার।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ

লেনিন

১৯২১ সালের ২৪ অক্টোবর লেখা।

লেনিন মিসেল্যানি ৩৬-এ
১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত

সংগৃহীত রচনাবলী,
৫ম রুশ সংস্করণ,
খণ্ড ৫৩, পৃঃ ৩০২-৩০৩

এল. বি. ক্র্যাসিনকে প্রেরিত খসড়া তারবার্তা সহ ভি. এম. মিখাইলভকে পাঠানো নোট

২৮।১০

কমরেড মিখাইলভ :

দয়া করে পলিট ব্যুরো সদস্যদের মধ্যে *জরুরী* ভিত্তিতে এটি বিতরণ করবেন (যদি তাঁরা অনুমোদন করেন, বোগদানভের এবং চিচেরিনের সংগে একমত হন তাহলে এটি ওদিনেই পাঠিয়ে দেবেন)।

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করবেন যে ওয়াশিংটন সম্মেলনের[১৩০] আগে ক্র্যাসিন যেন আমেরিকায় যেতে পারেন।

এটা *সমপরিমাণ* গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করবেন যে মার্কিন পুঁজি আমাদের তেল সম্পর্কে আগ্রহী, আমি *প্রস্তাব* করছি যে *এই দিনেই* (অবশ্যই সাংকেতিক) ক্র্যাসিনের[১৩১] কাছে তারবার্তার নিম্নলিখিত উত্তর পাঠানো হোক :

"যদি আমাদের শ্রমিক এবং বিশেষজ্ঞরা অংশ গ্রহণ করেন এবং অনুসন্ধান-জাত সমস্ত বিস্তারিত তথ্য আমাদের সরবরাহ করা হয় তাহলে ফাউণ্ডেশন কোম্পানীর অনুসন্ধানের জন্য ১০০ ০০০ ডলার পর্যন্ত মঞ্জুর করতে রাজি আছি। আমাদের বিশ্বাস গ্রোজনিতে প্যারাফিন বিভাজন কেন্দ্র এবং একটি তেলের পাইপ লাইন তৈরীর ব্যাপারে মার্কিন পুঁজিকে আকৃষ্ট করার ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অনুরোধ যে এই বিষয়টি অত্যন্ত দ্রুততা এবং বলিষ্ঠতার সংগে সম্পন্ন করুন কারণ ওয়াশিংটনের সম্মেলনের আগে আপনার সফরের ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।"

লেনিন

লেনিন মিসেল্যানির ৩৬-এ

১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত — খণ্ড ৪৫, পৃঃ ৩৬৩-৬৪

১৯২১ সালের ২৪শে অক্টোবর লেখা

পি. পি. গুরবুনভকে নোট এবং এল বি. ক্র্যাসিনকে তারবার্তা

(১)

পি. পি. গ্রবুনভ
পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিসারিয়েত

দয়া করে খুঁটিয়ে দেখুন এবং আমাকে সংক্ষেপে জানান।

১। ফাউণ্ডেশন কোম্পানীর প্রস্তাব সম্পর্কে পলিট ব্যুরোর অনুকূল সিদ্ধান্ত কখন ক্র্যাসিনের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

২। এ সম্পর্কে আপনি যে লেখা পাঠিয়েছেন তার অনুলিপি আমাকে দেবেন।

লেনিন

নভেম্বর ৭, ১৯২১

পুনশ্চঃ এই তারবার্তা ফেরৎ পাঠাবেন।

লেনিন

(২)

কমরেড গুরবুনভ,

দয়া করে এটা সাংকেতিক ভাষায় ক্র্যাসিনের কাছে পৌঁছে দেবেন :

আপনার ১লা নভেম্বরের তার প্রকৃতপক্ষে মৃগীরোগগ্রস্থ। আপনি ভুলে গেছেন যে আপনিও লেসলি আরকর্টকে এখনও দেবার প্রস্তাব করেন নি, অথচ পলিট ব্যুরোর প্রস্তাবে ব্যাপারটি খুব ভালভাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং নস্যাৎ করা হয় নি। বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ফাউণ্ডেশন কোম্পানী সম্পর্কে পূর্ণ সম্মতি ও সুপারিশ আপনার কাছে ২৯শে অক্টোবর পাঠানো হয়েছিল। আমাদের মধ্যে দ্রুততর তার বিনিময়ের ব্যবস্থা করতেই হবে। বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তর মোটের উপর মন্থর।

লেনিন

লেনিন মিসেল্যানি ৩৬-এ
১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত
১৯২১ সালের ৭ নভেম্বর লেখা

সংগৃহীত রচনাবলী,
৫ম রুশ সংস্করণ
খণ্ড ৫৪, পৃঃ ৫-৬

এম. পি. গোরবুনভকে

(সংক্ষিপ্তসার)

১। ফেরৎ পথে আমার নির্দেশিকা এবং পরীক্ষণ সহ ক্রেইস[১৩২]-এর চিঠি পাঠান ;

২। কখন এটা ফেরৎ আসবে তা জানাবেন ;

৩। বাকিটা *কৃষি সচিবালয়ে* পেশ করা হবে ; দেখতে হবে এটা যেন বিপথগামী না হয় এবং এটা যেন দ্রুত আমার কাছে ফেরৎ আসে।

লেনিন

১৯২১ সালে ১৫ নভেম্বর লেখা

লেনিন মিসেল্যানি ৩৫-এ — *সংগৃহীত রচনাবলী*

১৯৪৫ সালে প্রথম প্রকাশিত — ৫ম রুশ সংস্করণ,

খণ্ড ৫৪, পৃঃ ১৯

ভি. ভি. কুইবিশেভকে

কমরেড কুইবিশেভ,

এখন রুটজারস কর্মধারার প্রধান জিনিস হ'ল সংগঠন সমিতির কাঠামোকে উন্নত করার চেষ্টা করা।

আমি কুসিনেনের মাধ্যমে ফিনিশ কমিউনিস্টদের কাছ থেকে খোঁজ খবর নেব। মার্কিন শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ে ভাল জ্ঞান আছে এমন কমরেডদের মাধ্যমে আপনি (এবং বোগদানভ) নতুন *বিশ্বস্ত* প্রার্থীর সন্ধান করবেন। আমরা তাঁদের সংগঠন সমিতির শূন্য পদে গ্রহণ করব।

১৯২১ সালের নভেম্বরের শেষ পর্বে লেখা।

তোরগোভো-প্রোমিশলেনায়া গেজেটা, ১৭নং পত্রিকার
১৯২৯ সালের ২০ জানুয়ারি প্রথম প্রকাশিত

সংগৃহীত রচনাবলী,
৫ম রুশ সংস্করণ,
খণ্ড ৫৪, পৃঃ ৪৪

কমরেড বালিস্টের এবং কমরেড কারকে

৫/১২-১৯২১

প্রিয় কমরেড,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিবর্তন[১৬৩] বিষয়ে আমার লেখা বইটি আপনাদের পাঠিয়েছি।

কমরেড কার যদি ইংরেজ অথবা জার্মান অনুবাদকের সাহায্যে বইটি পড়তে পারেন এবং তাঁর মতামত দেন তাহলে আমি অনুগৃহীত হব।

আমি কমরেড বালিস্টেরের কাছ থেকে, যদি সম্ভব হয় তাহলে ১৯২০ সালের আদমসুমারির সরকারী প্রকাশনাটি আশা করছি (আমি আমার বইতে দুটি আদমসুমারি বিশ্লেষণ করেছি : ১৯০০ এবং ১৯১০)।

যদি কোন প্রকাশক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমার বইটি ইংরেজিতে প্রকাশ করতে চান, তাহলে আমার একটি ছোট ভূমিকা লিখে দেবার ইচ্ছা আছে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

লেনিন

লেনিন মিসেল্যানি ৩৫-এ — খণ্ড ৪৫, পৃ: ৪০২

১৯৪৫ সালে প্রথম প্রকাশিত

জি. বি. ক্র্যাসনোশচোকোভা

(১)

ডিসেম্বর-৩

কমরেড ক্রাসনোশচোকোভা,

মনে হচ্ছে যে বিয়েটে, যিনি আমার কাছে এসেছিলেন, তিনিই *রাশিয়ার রক্তিম হৃদয়* বইটির লেখিকা ?

বইটি পড়ার জন্য কি আমি দিন কয়েকের জন্য পেতে পারি ? বিয়েটে কি আর কোন বই অথবা প্রচারপত্র লিখেছেন ? অথবা বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা তাঁর কিছু প্রবন্ধ ?

যদি খুব বেশী অসুবিধা না হয় তাহলে ওগুলি পেলে বড় ভাল হয়।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

লেনিন

১৯২১ সালের ৩ ডিসেম্বর লেখা

(২)

ডিসেম্বর-১৫

কমরেড ক্রাসনোশচোকোভা,

আমার ভুল সংশোধন করছি।[১৩৪]

আমি একেবারেই ভাল নেই এবং আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি : আমি সবেমাত্র জিনিসটির উপর চোখ বুলিয়েছি এবং তাড়াহুড়ো করে লিখছি। আশা করি শ্রীমতী বিয়েটে আমায় মার্জনা করবেন, মার্জনা করবেন আলোক-চিত্রের জন্য আমাদের সাক্ষাৎকার স্থগিত রাখার কারণেও।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

লেনিন

১৯২১ সালের ১৫ ডিসেম্বর লেখা

ইনোস্ত্রান্নায়া লিতারেতুরা পত্রিকার ১১শ সংখ্যায় ১৯৫৭ সালে প্রথম প্রকাশিত

সংগৃহীত রচনাবলী ৫ম রুশ সংস্করণ, খণ্ড ৫৪, পৃঃ ৫১, ৭৪

সিডনী হিলম্যানকে তার

রুসামিনকো, প্রেসিডেণ্ট হিলম্যান
নিউ ইয়র্ক

সোভিয়েত রাশিয়ার আর্থিক পুনর্গঠন—আর এ আই সি[১৬৫] এবং একীভূত সংস্থার পথ থেকে সমস্ত সক্রিয় কর্মীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি পূর্ণচ্ছেদ ক্ষতির হাত থেকে আমেরিকান শ্রমিকদের লগ্নীকে সুনিশ্চিত করার জন্য সমস্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আপনার উদ্যোগকে দ্বিগুণ করুন, আপনি সঠিক পথেই চলেছেন।

প্রেসিডেণ্ট সোভনারকম
লেনিন

১৯২২ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী ইংরেজিতে লেখা
লেনিন মিসেল্যানি ৩৬-এ
১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত

সংগৃহীত রচনাবলী,
৫ম রুশ সংস্করণ,
খণ্ড ৫৪, পৃঃ ১৫৮,

জি. ভি. চিচেরিনকে লেখা চিঠি

১৪. ৩. ১৯২২

কমরেড চিচেরিন:

আপনার ১০।৩ তারিখের চিঠি পড়েছি। আমি মনে করি শান্তি কর্মসূচীর মধ্যে আপনারটাই একটি চমৎকার উন্মোচক।

পুরো ব্যাপারটা হ'ল এটাকে ব্যাখ্যা করার দক্ষতা থাকা দরকার এবং আমাদের বাণিজ্যিক প্রস্তাবসমূহ সোচ্চারে ও পরিষ্কারভাবে যারা গুটিয়ে আছে[১৬৬] তাদের কাছে রাখা দরকার (যদি "তারা" তাড়াহুড়ো করে এটাকে গুটিয়ে রাখতে চেষ্টা করে)।

এ ব্যাপারে আপনার এবং আপনার প্রতিনিধিদলের যথেষ্ট দক্ষতা আছে।

আমি মনে করি আপনি ১৩টি বিষয় স্থির করবেন (আমি আপনার চিঠিটিকে আমার মন্তব্যসহ এর সংগে জুড়ে দিচ্ছি), এটা খুবই চমৎকার হবে।

আমরা দেখব আমাদের সকলেই মুগ্ধভাবে একথা বলবেন: "আমাদের ব্যাপকতম এবং পূর্ণাংগ কর্মসূচী আছে।" যদি তারা এটাকে প্রকাশ্যে রাখার ব্যাপারে বাধা দেয়, তাহলে আমরা আমাদের প্রতিবাদ সহ *ছাপব।*

প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা এই "ছোট্ট" স্বাতন্ত্র্য রাখব: আমাদের কমিউনিস্টদের কমিউনিউস্ট *নিজস্ব* কর্মসূচী আছে (তৃতীয় আন্তর্জাতিক): *তা সত্ত্বেও* আমরা *ব্যবসায়ী হিসাবে এটাকে সমর্থন করা* আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি (এমন কি যদি বৈষম্য ১০,০০০ থেকে ১ হয় তাহলেও)। আমরা *অপর* অর্থাৎ বুর্জোয়া শিবিরের শান্তিবাদীদের সমর্থন করব (*এদের* দ্বিতীয় এবং আড়াইতম আন্তর্জাতিকের কথা মনে রেখেও)।

এটা হবে "সভা ভদ্র" ব্যাপার তবে এর দাঁত থাকবে এবং শত্রুকে হীনবল করতে সাহায্য করবে।

যদি আমরা এই কৌশল অবলম্বন করি তাহলে জেনোয়া ব্যর্থ হলেও আমরা জয়ী হব। আমরা কোন অলাভজনক চুক্তি *মেনে নিতে পারি নি।*

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

আপনাদের

লেনিন

১৪/৩

পুনশ্চ কমরেড চিচেরিন:

আরও একটু "ভদ্র" কামড় দিয়ে একথা বললে না কেন: আমরা *সমস্ত* যুদ্ধ ঋণের বিলোপ (§ ১৪) এবং ভার্সাই-এর *সংশোধন* (§ § ১৩-র ভিত্তিতে) ও *সমস্ত* সামরিক চুক্তি বাতিলের (§ ১৫) প্রস্তাব করছি।

তবে সংখ্যালঘুর ঘাড়ে সংখ্যাগুরুর অবজ্ঞাভরে চড়ে বসে একাজ হবে না, এটা হবে আপসের ভিত্তিতে, কারণ *এই ব্যাপারে* আমরা ব্যবসায়ী এবং *এক্ষেত্রে* বাণিজ্যিক নীতি ছাড়া আমরা অন্য কোন নীতি উপস্থিত করতে *পারি না*! সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমরা ব্যাপারটা সারা পথ নিয়ে যেতে চাই না; আমরা ব্যবসায়ী; আমরা এটা অনুসরণ করতে চাই!! আমরা চাই সমস্ত রাষ্ট্রের স্বাধীন মতামত এবং যাঁরা সম্মত হবেন না তাদের যুক্তি দিয়ে *জয় করার চেষ্টা* করতে। এই প্রস্তাবটি একদিকে যেমন শান্তশিষ্ট গোছের অপরদিকে তেমনি বুর্জোয়ারা এটিকে গ্রহণ করতেই পারবে না। আমরা খুব "ভদ্র" পথে তাদের লজ্জা দিতে পারব, অপমান করতে পারব।

পার্থক্যটি এই রকম: সংখ্যালঘিষ্ঠ দেশগুলির (জনসংখ্যার বিচারে) সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে আত্মসমর্পণের ব্যাপারটিকে বুর্জোয়া এবং সোভিয়েত দুই শিবিরের মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে পেশ করা যায় (এই দুটি শিবিরের মধ্যে একটি শিবির ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে স্বীকার করে অন্য শিবির করে না)।

আমরা প্রকল্প এবং বৈচিত্র্যকে উপস্থাপিত করছি।

"লেস রেইউয়াস সেরণ্ট্ এ্যাভেক্ নৌস"।*

X)** একটি অতিরিক্ত বিষয়: স্বল্পবিত্তের মানুষের জন্য ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা আছে এ পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবেই প্রমাণ করা যায় যে এটা ভুয়া নয়, প্রকৃতই শ্রমজীবী স্বল্প বিত্তের লোক।

জি. ভি. চিচেরিনের চিঠির প্রান্ত টীকা

কমরেড লেনিন

মার্চ ১০, ১৯২২

প্রিয় ভ্লাদিমির ইলিচ্:

নীচের প্রস্তাবগুলি পড়বার জন্য ঐকান্তিক অনুরোধ জানাচ্ছি। অনুরোধ জানাচ্ছি আমাকে নির্দেশ পাঠাবার। আমাদের "একটি ব্যাপক শান্তি কর্মসূচী পেশ করতে হবে" এটা আমাদের আগামী কাজগুলির মধ্যে একটি প্রধান প্রয়োজনীয় কাজ[১৬৭]; আমরা এখনও এটা করে উঠতে পারি নি। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম নির্দেশে আমরা কতকগুলি পৃথক, বিচ্ছিন্ন সূত্র পেয়েছি মাত্র। এখানে আমি প্রথম কাজটি শুরু করার চেষ্টা করছি।

* আমরা শেষ হাসি হাসব—সম্পাদক

** মূলে এই চিহ্নটি দেখা যাবে না—সম্পাদক

প্রধান অসুবিধা হল বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো সাম্রাজ্যবাদীদের লুঠেরা কার্যকলাপকে ঢাকা দেবার স্থায়ী উপাদানের কাজ করছে ; বিশেষ করে এই কাঠামোগুলি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জাতিসংঘ বিভিন্ন রাষ্ট্রের কূটনৈতিক মৈত্রী বা আঁতাতের অস্ত্র মাত্র, এই রাষ্ট্রগুলি ইতিমধ্যেই এই অস্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। আপনি নিজেই উল্লেখ করেছেন যে বুর্জোয়া ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের মধ্যে আপস রক্ষা অসম্ভব ; তবু শান্তি ভাণ্ডারের অপরিহার্য অস্ত্র হল আপস আলোচনা। চীনা-পূর্ব রেলপথের আন্তর্জাতিকীকরণ আমাদের থেকে এবং চীন থেকে একে বিচ্ছিন্ন করার এবং আঁতাত কর্তৃক এটি দখল করার কুশলী বাগ্‌বিন্যাস মাত্র। রাশিয়ায় একটি বিদেশী প্রচলন ব্যাংক এবং রাশিয়ায় ডলারের অভিষেক, সাধারণভাবে সার্বজনীন একক স্বর্ণমান চালু করার মতো আমেরিকার কাছে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বন্ধনের সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্র হবে।

সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্রে পরিণত হয়েছে যে কাঠামো তাকে প্রতিহত করার জন্য প্রথাসিদ্ধ আধুনিক আন্তর্জাতিক কাঠামোর মধ্যে আমাদের নতুন কিছু যুক্ত করতে হবে। এই নতুন কিছু গড়ে উঠবে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের সৃজনী শক্তির মাধ্যমে। এই নতুন কিছু আসবে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় ভাঙন এবং ক্রমবর্ধমান ভাঙন ও ধ্বংস প্রক্রিয়ার মধ্যে জীবনের সৃজনশীল কর্মের পথ ধরে। বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমস্ত শোষিত এবং ঔপনিবেশিক জনগণের মুক্তি আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। বিশ্ব রাষ্ট্রগুলি একত্র যুক্ত হতে পারে নি। আমাদের আন্তর্জাতিক কর্মসূচী সমস্ত শোষিত ঔপনিবেশিক জনগণকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক সংযোগ ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ করবে। সমস্ত মানুষের স্বাধীনতা অথবা স্বায়ত্তশাসন গড়ে তোলার অধিকারকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। ১৮৮৫ সালের আক্রো সম্মেলন বেলজিয়ান কঙ্গোয় ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল ; কারণ ওই সম্মেলনে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ নিগ্রোদের প্রতি বদান্যতা দেখিয়েছিল এবং ওই বদান্যতা চূড়ান্ত বর্বর শোষণকে চাপার উপাদানে পরিণত হয়েছিল। আমাদের আন্তর্জাতিক প্রকল্পের অবশ্যই এই অভিনবত্ব থাকবে যে নিগ্রো এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক মানুষ

সম্মেলন এবং কমিশনগুলিতে ইউরোপীয়দের সঙ্গে একই পাদপীঠে দাঁড়িয়ে যোগদান করতে পারবে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাইরের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার অধিকার সত্যি তাদের হাতে থাকবে। আর একটি অভিনবত্ব হল শ্রমিকশ্রেণীর বাধ্যতামূলক অংশ গ্রহণ। বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর সাহিত্যে ভবিষ্যৎ ইউরোপীয় কংগ্রেসে অংশ গ্রহণের জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির দাবী খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় টি. ইউ. সি-র তিনজন সদস্যকে আমাদের প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত করে আমরা প্রকৃতপক্ষে এটা উপলব্ধি করেছিলাম। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আন্তর্জাতিক সংগঠনে যে এক-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রস্তাব আমরা করতে যাচ্ছি, তা প্রতিটি প্রতিনিধিদলের অন্তর্গত শ্রমিক সংগঠন-গুলির হাতে থাকা দরকার। এই দুটি অভিনবত্ব অবশ্য সাম্রাজ্য-বাদীদের অধীনতা থেকে শোষিত জনগণ এবং পিছিয়ে পড়া দেশ-গুলিকে রক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট নয় কারণ ঔপনিবেশিক জন-গণের ওপরতলার মানুষরা বিশ্বাসঘাতক শ্রমিক নেতাদের মতই একইভাবে খেলার পুতুল হয়ে যেতে পারে। এই দুটি অভি-নবত্বের সংযোজনার ফলে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের পথ উন্মুক্ত হল। শ্রমিক সংগঠনগুলির ওপর ন্যস্ত হবে ঔপনিবেশিক জনগণের মুক্তি, সোভিয়েত শক্তিকে সহায়তা দান এবং সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দায়িত্ব। নেতারা অবশ্য বিশ্বাস-ঘাতকতার চেষ্টা করবে। সুতরাং আর একটি জিনিস প্রতিষ্ঠা করা দরকার। তা হল, বিভিন্ন জনগণের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং কংগ্রেস সমূহের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ। সবলের পক্ষ থেকে দুর্বলকে স্বেচ্ছায় সাহায্য সহযোগিতাকে অবশ্যই সবল কর্তৃক দুর্বলকে পদানত রাখা থেকে মুক্ত করতে হবে।

১) ২) ৩)

এর ফলে আমাদের অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ নতুন প্রস্তাব আছে—একটি *বিশ্ব কংগ্রেস*, যাতে সারা দুনিয়ার মানুষ অংশ নেবে সম্পূর্ণ সমমর্যাদার ভিত্তিতে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বিষয়ক প্রস্তাবের ভিত্তিতে, সমস্ত শোষিত জনগণের স্বাধীনতা অথবা স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারের ভিত্তিতে এবং সমগ্র কংগ্রেসের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে শ্রমিক সংগঠনগুলির অংশগ্রহণের ভিত্তিতে।

৪) এই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সংখ্যালঘুকে বাধ্য করা নয়, পরন্তু সম্পূর্ণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা। কংগ্রেস তার নৈতিক দায়িত্ব থেকে সাহায্য করবে। বাস্তবে এই কংগ্রেস বিশ্বব্যাপী পুনর্বাসনের ব্যাপক আর্থিক কর্মসূচীর রূপায়ণের জন্য কারিগরী কমিশন গড়ে তুলবে

সংক্ষেপ

জাতিসমূহের সমিতিগুলির সিদ্ধান্ত পূরণের নিশ্চয়তা বিধানের বাধ্যবাধকতার পদ্ধতি বিষয়ক প্রস্তাবের মাত্র দুটি ধরন নিয়ে গড়ে উঠেছে জাতি-সংঘ অথবা জাতিসমূহের সমিতির সমস্ত প্রকল্প—হয় সমস্ত রাষ্ট্রের সৈন্য নিয়ে যৌথ সেনাবাহিনী গঠন অথবা নির্দিষ্ট ক্ষমতা বা ক্ষমতাসমূহের সাহায্যে শাস্তি-মূলক আদেশ জারি করা। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা অসমর্থ। কারণ অসংখ্য দেশের সৈন্য নিয়ে গঠিত সেনাবাহিনী কোন কাজের নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জাতি-সংঘ বা জাতিসমূহের সমিতি অধিকতর প্রভাবশালী শক্তিগুলির নতুন বিজয় অভিযানের অছিলা মাত্র। সুতরাং বাধ্যবাধকতা অথবা শাস্তিমূলক তৎপরতা সম্পূর্ণ ভাবে বিলোপ করা দরকার এবং বিশ্ব কংগ্রেসের নৈতিক দায়িত্বের ওপর ব্যাপারটি ছেড়ে দেওয়া উচিত, যাতে এই সংস্থাটি মীমাংসায় উপনীত হবার উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে। যুদ্ধ প্রতিরোধের ব্যাপারটি আলাপ-আলোচনার বিষয়। আলাপ-আলোচনার দুটি ধরন আছে—একজন মধ্যস্থের কাছে দুই পক্ষের স্বেচ্ছামূলক আবেদন, হেগ ট্রাইব্যুনালের কাছে আবেদন, উদাহরণ স্বরূপ—এইসব ক্ষেত্রে মধ্যস্থের সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক—অথবা দ্বিতীয় পদ্ধতি গ্রেট ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে প্রতিফলিত আপস আলোচনার ধারায় দেখতে পাওয়া যাবে, যাতে যুদ্ধের বিপদের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ আলোচনা কমিশন গড়ে তোলা হয়েছিল যেখানে উভয় পক্ষকে আবেদন করতে হয়, তবে এর সিদ্ধান্ত নেহাৎই উপদেশমূলক, যদিও একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য. উদাহরণস্বরূপ এক বছরের জন্য, কমিশনের কাজ অব্যাহত থাকে ; এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটির উদ্দেশ্য হল সামরিক তৎপরতা শুরু করার ব্যাপারটিকে মুলতুবি রাখা, যাতে আইন নির্দেশিত সময়ে উভয় পক্ষের উত্তেজনা দূর হয় এবং বিবোধ কমে যায়। প্রথম ক্ষেত্রে মধ্যস্থের কাছে আবেদন বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মধ্যস্থের কাছে আবেদন বাধ্যতামূলক কিন্তু সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক নয়, বিবদমান পক্ষ আইন নির্ধারিত সময়ের জন্যই মাত্র এই সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য।

সঠিক

বর্তমান মুহূর্তে আমরা এই বিকল্পকে এড়িয়ে যেতে পারি না। উপদেশমূলক মধ্যস্থতা এবং অন্যান্য কাজ সহ হেগ ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব প্রস্তাবিত বিশ্ব কংগ্রেস গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং আমরা দেখতে পাব যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের মধ্যে আপস আলোচনায় সেটিই একমাত্র আদালত হতে পারে যাতে প্রতিটি পক্ষই সমসংখ্যক সদস্য ৫) নিয়োগ করতে পারে যেখানে অর্ধেক সদস্য হবেন সাম্রাজ্যবাদী, অর্ধেক হবে কমিউনিস্ট। সংগে সংগে আমরা সাধারণতন্ত্রের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের সংগে যে থিসিস তৈরী করেছিলাম তার ভিত্তিতে সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের প্রস্তাব করবো। হেগ ৬) এবং জেনেভা সম্মেলনের ঐতিহ্যকে প্রসারিত করে আমরা যুদ্ধের নিয়ম-কানুনের ক্ষেত্রে একাধিক নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব করব —সাবমেরিনের বিলোপ, রাসায়নিক গ্যাস, মর্টার, অগ্নি-নিক্ষেপ ৭) এবং সশস্ত্র বিমান যুদ্ধ।

বিশ্ব কংগ্রেস যে কারিগরী কমিশন গঠন করবে সেই কমিশন ৮) বিশ্বব্যাপী পুনর্বাসনের ব্যাপক কর্মসূচী রূপায়ণের কাজ তদারক করবে। এই কর্মসূচী জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। এটা হবে একটা স্বেচ্ছামূলক প্রস্তাব যা প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর সুবিধার প্রতি আবেদন জানাবে। দুর্বলদের সাহায্য দেওয়া হবে। এইভাবে বিশ্ব রেলপথ, নদী এবং সমুদ্র পথ ৯) চিহ্নিত করতে হবে! এইসব পথের আন্তর্জাতিকীকরণ হবে একটি ক্রমিক বিকাশের ব্যাপার। যেহেতু যারা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে তাদের এগোতে দেওয়া হবে না। আন্তর্জাতিক কারিগরী কমিশন সুপার মেন লাইন তৈরীর ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের কাছে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যের প্রস্তাব করবে। এই সাহায্যের প্রস্তাব করা হবে আন্তর্জাতিক নদীগুলিতে জলযান নিয়ন্ত্রণের জন্য, আন্তর্জাতিক বন্দরগুলি ব্যবহারের জন্য এবং বিশ্বের সমুদ্র-পথগুলির কারিগরী উন্নয়নের জন্য। অমরা প্রস্তাব করব যে উন্নত দেশগুলির রাজধানীতে লণ্ডন-মস্কো-ভ্লাদিভস্টক (পিকিং) সুপার লাইন গড়ে তোলা হোক। আমরা ব্যাখ্যা করব যে ১০) এই ব্যবস্থা সকলের ব্যবহারের জন্য সাইবেরিয়ার গণনাতীত

সম্পদ উন্মুক্ত হবে। সাধারণভাবে, বিশ্বপুনর্বাসনের মূলনীতি হবে দুর্বলদের জন্য সবলদের সাহায্য। এই পুনর্বাসনের ব্যাপারটি অর্থনৈতিক ভূগোল এবং সম্পদসমূহের পরিকল্পিত বণ্টনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। সবলের সাহায্যে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল দেশগুলির উন্নয়নের ফলে একটি বিশ্ব স্বর্ণ ইউনিটের আবির্ভাব ঘটতে পারে। এই উন্নয়ন সকলের স্বার্থেই, যেহেতু বিশ্বের বিনষ্ট শক্তিশালী দেশকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে, সৃষ্টি করে অভূতপূর্ব বেকারী, এমন কি আমেরিকাতেও এই অবস্থা। সবলেরা, দুর্বলদের সাহায্য করে নিজেদের জন্যেই বাজার এবং কাঁচামালের উৎস উন্মুক্ত করে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা প্রস্তাব করব যে এই মুহূর্তে আমেরিকার ব্যাংকগুলির ভল্টে অকেজো ভাব যে সোনা জমে আছে তা পরিকল্পিত ভাবে বণ্টন করতে হবে। সমস্ত দেশে সোনার

১১) পরিকল্পিত বণ্টনকে অবশ্যই অর্ডার, বাণিজ্য, দুষ্প্রাপ্য উৎপাদনগুলির সরবরাহ, সাধারণভাবে অধঃপতিত দেশগুলির

১২) জন্য সঠিক অর্থনৈতিক সাহায্যের সংগে যুক্ত করতে হবে। এই সাহায্য ঋণের আকারে নেওয়া যেতে পারে যেহেতু পরিকল্পিত

অর্থনীতিতে টাকা শোধ দেবার ব্যাপারটি কয়েক বছরের মধ্যে শুরু হতে পারে। এই শিরোনামায় আমরা বিনিময় সংস্থা পরিকল্পনা (কেইনস), অথবা ৎসেনট্রালস্টেলন, অথবা জাতীয় বাণিজ্য কেন্দ্রকে উপস্থিত করতে পারি। যদি জার্মানী ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের জায়গায় একটি ৎসেনট্রালস্টেলনের দ্বারা আমাদের বিরোধিতা করে তাহলে তা' আমাদের পক্ষে মন্দই হবে। কারণ তাতে চড়া দামে আমাদের ঘাড়ে খারাপ জিনিস চাপানো হবে। তবে যদি ৎসেনট্রালস্টেলন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসমূহের পরিকল্পিত বিশ্বব্যাপী বন্টনের হাতিয়ার হয় এবং সবলের দ্বারা দুর্বল দেশগুলিকে সাহায্য দেওয়া হয় তাহলে এটি অর্থনৈতিক

১৩) পুনর্বাসনের ব্যাপক কর্মসূচীর অত্যাবশ্যকীয় অংশ হবে।

আমেরিকা আমাদের যে শস্য পাঠিয়েছে তার দ্বারা আন্তর্জাতিক খাদ্য বণ্টনের সূচনা হল। যুদ্ধের সময় আঁতাতের অন্তর্গত

দেশগুলির মধ্যে জ্বালানি বণ্টনের আংশিক পরিকল্পনা ছিল; ব্যাপক কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান উপাদান হওয়া উচিত তেল এবং কয়লার সুনিয়ন্ত্রিত বণ্টন ব্যবস্থা, কিন্তু এক্ষেত্রেও বাধ্যবাধকতা ও দমনপীড়ন অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। আন্তর্জাতিক কারিগরী কমিশনকে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সম্পদের পরিকল্পিত বণ্টনের জন্য অত্যন্ত সাধারণ রূপরেখায় একটি কর্মসূচীতে বিস্তারিতভাবে উপস্থিত করতে হবে। এইসব সূত্রগুলি একত্র গ্রথিত করলে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় তত্ত্বগতভাবে যা পাওয়া যায় তারই চিত্র উপস্থাপিত হয়। কি এটা ঐতিহাসিক শর্তবিধৃত বাস্তবতার বিচারে জাতীয় অহং-এর বিরুদ্ধে যায় এবং পুঁজিবাদী অভিজাততন্ত্রের লুঠেরা কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যায়।

কমিউনিস্ট অভিনন্দনসহ,
জর্জি চিচেরিন

১৯৫৯ সালে *লেনিন মিসেল্যানি* ৩৬-এ পূর্ণ প্রকাশিত
মস্কো-লেনিনগ্রাদ-এ *ইসতোরিয়া দিপ্লোমাতি*, ৩য় খণ্ড গ্রন্থে ১৯৪৫ সালে প্রথম আংশিকভাবে প্রকাশিত।

৪৫ খণ্ড, পৃঃ ৫০৬-১২

জি. এম. ক্র্যাঝিঝানোভস্কিকে

১)

মার্চ ৩১, ১৯২২

গ্লেব ম্যাক্সিমিলিয়ানোভিচ,

আজ যা পেয়েছি তা এর সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি।[১৬৮] আমার মনে আছে আপনি স্টেইনমেজ সম্পর্কে বলেছিলেন যে তিনি বিশ্ববিখ্যাত লোক। তাঁর সম্পর্কে আপনি আমাকে বলার আগে পর্যন্ত আমি এই নামটিও শুনি নি।

আমি কি একটি উত্তর পাঠাব? আমার উত্তরে কি আমি কতকগুলি বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত উপস্থিত করব না? সর্বোপরি, তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমি কি সহায়তার কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ধরনকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দেব না?

বৈদ্যুৎতিকীকরণ সংক্রান্ত সব কাজ কি আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে?

আপনি কি মনে করেন তাঁর চিঠি এবং আমার উত্তর প্রকাশ করা ঠিক হবে?[১৬৯]

দয়া করে চিঠিটা এবং চিঠির ভিতরের জিনিসটি আপনার পরামর্শ সহ ফেরৎ দেবেন। মনে হয় মার্টেনস-এর সঙ্গেও পরামর্শ করা উচিত। সবচেয়ে ভালভাবে উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের আরও চিন্তা করা উচিত।

আপনাদের

লেনিন

২)

এপ্রিল ২, ১৯২২

কমরেড ক্র্যাঝিঝানোভস্কি,

স্টেইনমেজের উত্তরের এটি খসড়া। দয়া করে আপনার মন্তব্য অথবা সংযোজন সহ ফেরৎ পাঠাবেন।

কমিউনিস্ট অভিনন্দনসহ,

লেনিন

১৯৫৯ সালে *লেনিন মিসেল্যানির* ৩৬-এ প্রথম প্রকাশিত।

সংগৃহীত রচনাবলী, ৫ম রুশ সংস্করণ, খণ্ড ৫৪, পৃঃ ২২২-২৩

এ. আই. রাইকভকে

কমরেড *রাইকভ*
কমরেড *ত্সেউরূপাকে* অনুলিপি
সি. পি. সি-র পরিচালন বিভাগকে অনুলিপি

রুটজার্স এবং একদল আমেরিকান শ্রমিকের[১১০] জন্য প্রদত্ত বিশেষ অধিকারের ব্যবসা, *মার্টেন্স* আমাকে যা জানিয়েছেন তাতে খুব খারাপ অবস্থায় আছে। এটা খুঁটিয়ে দেখা এবং গুরুত্ব সহকারে বিচার করা দরকার। পলিট ব্যুরোর বিশেষ অনুমতিক্রমে আমরা আমেরিকান শ্রমিকদের জন্য এই বিরল সুযোগ অনুমোদন করেছি।

বিশেষ সহায়তা এবং পরীক্ষা না করলে পুরো সংস্থাটিই টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে।

দয়া করে মার্টেন্সকে তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন এবং এই ব্যবসার ধারা সম্পর্কে কড়া পরীক্ষা করুন।

লেনিন

১৯২২ সালের ৫ এপ্রিল
টেলিফোন থেকে শ্রুতিলিখন।
লেনিন মিসেল্যানি ৩৬-এ
১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত।

খণ্ড ৪৫, পৃঃ ৫২২

এ. আই. রাইকভকে

কমরেড *রাইকভ*
কমরেড *ত্সেউরূপাকে* প্রদত্ত অনুলিপি
সি. পি. সি-র পরিচালন বিভাগকে প্রদত্ত অনুলিপি

আমেরিকান *হ্যামার*[১১১] এখন রাশিয়ায় আছেন। রেইনস্টেইন এ খবর আমায় দিয়েছেন। উনি ব্যক্তিগতভাবে হ্যামারকে চেনেন। হ্যামারকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে নজর রাখবেন।

মার্টেন্স-এর মতে ইতিমধ্যেই আমরা একটি মারাত্মক ভুল করেছি, হাল্কা করে বলতে গেলে বিদেশী বাণিজ্যের জন্য গঠিত গণ-কমিসারিয়েতের সঙ্গে *হ্যামারের* সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকায় পাঠানো *মাল* নিম্নমানের বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা অবশ্যই এই ব্যবসা সম্পর্কে পি.সি.এফ.টি, এস. ই. সি এবং ব্যক্তিগতভাবে *হ্যামারকে* যিনি চেনেন সেই কমরেড রেইনস্টেইনের কাছ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করব। আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে আমরা যেন কঠোরভাবে এবং যথাযথভাবে চুক্তি পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং সাধারণভাবে আমাদের সমগ্র ব্যবসার প্রতি পুরো নজর যেন থাকে।

লেনিন

১৯২২ সালের ৫ এপ্রিল টেলিফোনের
মাধ্যমে শ্রুতিলিখন।
লেনিন মিসেল্যানি ৩৬-এ — খণ্ড ৪৫, পৃঃ ৫২৩
১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত।

চার্লস পি. স্টেইনমেৎজকে

মস্কো, ১০ই এপ্রিল, ১৯২২

প্রিয় স্টেইনমেৎজ মহাশয়,

১৯২২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী লেখা আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠির জন্য আমি আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি।[১৭২] খুবই লজ্জার কথা যে মাত্র কয়েক মাস আগে সর্বপ্রথম আমি আপনার নাম শুনেছি কমরেড ক্রেঝিঝানোভস্কির কাছ থেকে, যিনি ছিলেন রাশিয়ার বৈদ্যুতিকীকরণ বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিশনের চেয়ারম্যান এবং বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সাধারণ পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান। সারা বিশ্বের বিদ্যুৎ প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে আপনি যে অসাধারণ স্থান অধিকার করেছেন সেকথা তিনি আমাকে বলেছেন।

কমরেড মার্টিন এখন আপনার সম্পর্কে তাঁর ধারণা জানানোর ফলে আমি আপনার সম্পর্কে আরও ভালভাবে অবহিত হয়েছি। এই ধারণা থেকে আমি দেখেছি যে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি আপনার সহানুভূতি জাগ্রত হয়েছে এক-দিকে আপনার সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য, অন্যদিকে বিদ্যুৎ প্রযুক্তিবিদদের প্রতিনিধি হিসেবে, বিশেষ করে কারিগরী দিক থেকে অগ্রণী একটি দেশের প্রতিনিধি হিসেবে আপনি পুঁজিবাদের বদলে একটি নতুন সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা এবং অপরিহার্যতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়েছেন। এই নতুন ব্যবস্থা অর্থনীতির পরিকল্পিত নিয়ম প্রতিষ্ঠা করবে এবং সমগ্র দেশের বৈদ্যুতিকীকরণের ভিত্তিতে সমগ্র জনগণের কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে। বিশ্বের সমস্ত দেশের বিজ্ঞান, কারিগরী, শিল্পের প্রতি-নিধিদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। তবে এই বৃদ্ধি একজনের পছন্দের তুলনায়, অনেক ধীরগতিতে হয়। তবে এই গতি দুর্দম ও অকম্পিত। এই প্রতিনিধিরা ভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা পুঁজিবাদকে পাল্টানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত। এঁরা সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সংগ্রামের "প্রচণ্ড অসুবিধাগুলি"*

* এই শব্দগুলি লেনিন ইংরেজিতে লিখেছিলেন।—সম্পাদক

জি. ওয়াই. জিনোভিয়েভকে

মে ২২, ১৯২২

কমরেড জিনোভিয়েভ্,

আজ, রেইনস্টেইন আমাকে *আরমান্ড হ্যামারের* একটি চিঠি দেখিয়েছেন। এঁর কথা আপনাকে লিখেছিলাম (একজন আমেরিকান, কোটিপতির ছেলে, আমাদের কাছ থেকে যাঁরা ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন প্রথম ব্যক্তি, এই সুযোগ দান আমাদের পক্ষে *খুবই লাভজনক*)। তিনি বলেছেন যে আমার চিঠি সত্ত্বেও তাঁর সহকর্মী *মিশহেল* (হ্যামারের সহকর্মী) তিক্ত অভিযোগ তুলেছেন—"পেত্রোগ্রাদে তাঁকে যিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন সেই *বেগের* পক্ষ থেকে *লাল ফিতা ও রূঢ়তা* সম্পর্কে।"

আমি বেগের আচরণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অভিযোগ আনছি। সব কিছুর একটা সীমা আছে! আপনাকে এবং *আপনার ডেপুটিকে* লেখা আমার বিশেষ চিঠি সত্ত্বেও তারা ঠিক উল্টো কাজটা করল !!

আমাকে কিছুই জানানো হয় নি : আমার সঙ্গে তাঁদের মতপার্থক্যও নয়, *অন্য কিছুও নয়*।

দয়া করে ব্যাপারটি বিশেষভাবে খতিয়ে দেখুন এবং এই ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করুন।

আপনাকে অথবা আপনার ডেপুটিকে লেখা আমার চিঠি (টেলিফোন বার্তা) আদৌ বেগের কাছে পৌঁছেছে কি ?

এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে অপরাধ বেগের।

তা যদি না হয় তাহলে আপনার সচিবদের কাউকে দায়ী করতেই হবে।

এটা কা'র অপরাধ? এটা খুঁজে বার করতেই হবে। আপনি কি বেগের উপর প্রভাব খাটিয়ে ব্যাপারটার ফয়সালা করতে পারবেন ?[১৭৩]

লেনিন

১৯৫৯ সালে *লেনিন মিসেল্যানিতে* সংখ্যা ৩৬, প্রথম প্রকাশিত

সংগৃহীত রচনাবলী
৫ম রুশ সংস্করণ,
খণ্ড ৫৪, পৃঃ ২৭০-৭১

আর. সি. পি. (বি) সি. সি. পলিটব্যুরো সদস্যদের জন্য জে. ভি. স্তালিনকে

জরুরী

গোপনীয়

সমস্ত পলিটব্যুরো সদস্যদের মধ্যে
বিতরণ করার অনুরোধ জানিয়ে
কমরেড স্তালিনকে
(কমরেড জিনোভিয়েভকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা)

কমরেড রেইনস্টেইনের[১৭৪] কাছ থেকে পাওয়া এই তথ্যের বলে আমি আরম্যাণ্ড *হামার* এবং বি. *মিসহেলকে* আমার নিজের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ সুপারিশ পাঠিয়েছি এবং সমস্ত সি. সি. সদস্যদের অনুরোধ করেছি এঁদের এবং এদের সংস্থাকে বিশেষভাবে সাহায্য করার জন্য। মার্কিন "ব্যবসা" জগতে পেঁছবার এটি একটি ছোট রাস্তা এবং এই রাস্তাকে *নানাভাবে* কাজে লাগাতে হবে, যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে দয়া করে আমার সচিবের কাছে টেলিফোন করে জানিয়ে দেবেন (ফোতিয়েভা অথবা লেপেশিনস্কায়া), যাতে আমার কাছে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয় (এবং পলিটব্যুরোর মাধ্যমে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারি) আমি চলে যাবার আগেই, অর্থাৎ আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই।[১৭৫]

২৪/৫ লেনিন

বিশেষ দ্রষ্টব্য। ২৭/৫ আমি এটি ধরে রাখলাম কমরেড জিনোভিয়েভের উত্তর পেয়ে। উত্তরটি এসেছে ২৬/৫-এ।

লেনিন

১৯২২ সালের ২৪ এবং ২৭ মে লেখা

লেনিন মিসেল্যানি ৩৬-এ
১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ৪৫, পৃঃ ৫৫৯-৬০

ভি. এ. ত্রিফোনোভকে

কমরেড ত্রিফোনোভকে, সি. এফ.-এর সহকারী প্রধান

তোইকিনো রাষ্ট্রীয় খামার, ওখানস্ক উয়েজদ, পেরম গুবেরনিয়ায় [১৭৬] যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জমি চাষের জন্য মার্কিন ট্রাক্টর অভিযানে অর্জিত উল্লেখ-যোগ্য সাফল্য সম্পর্কে আমি অবহিত।

পেরম গুবেরনিয়া কার্যকরী কমিটির খবর যে তাঁরা আরও বড় সাফল্য অর্জন করতে পারতেন, পারেন নি গ্যাসোলিন এবং যন্ত্রে ব্যবহৃত তেলের অভাবে (জানা গেছে যে গ্যাসোলিনের বদলে কেরোসিন সরবরাহ করা হয়েছিল)।

দয়া করে ওই এলাকায় তৈলজাত দ্রব্য বণ্টন এবং বিক্রীর ব্যাপারটি দেখা শোনা করে আপনার অধীনস্থ যে সংস্থাটি (পেরম জেলা তেল দপ্তর) তাকে জরুরী নির্দেশ পাঠান যাতে তোইকিনো রাষ্ট্রীয় খামারে কার্যরত মার্কিন অভিযানকে সহজতম শর্তে প্রয়োজনীয় পরিমাণ গ্যাসোলিন এবং যন্ত্রে ব্যবহৃত তেল সরবরাহ করা হয়।

আপনার নির্দেশের একটি অনুলিপি কমরেড স্মোলিয়ানিনোভকে পাঠান।

গণ-কমিশারের পরিষদের
সভাপতি

১৯২২ সালের ১০ই অক্টোবর লেখা

লেনিন মিসেল্যানির ৩৬-এ
১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়

সংগৃহীত রচনাবলী,
৫ম রুশ সংস্করণ,
খণ্ড ৫৪, পৃঃ ২৯৬-৯৭

পেরম গুবেরনিয়া কার্যকরী সমিতির সভাপতির কাছে

অক্টোবর ২০, ১৯২২

পেরম গুবেরনিয়া কার্যকরী কমিটির, সভাপতি

পেরম গুবেরনিয়া অঞ্চলের ওখানস্ক উয়েজদেতে যে ট্রাক্টর দলটি কমরেড হ্যারল্ড ওয়ারের নেতৃত্বে কাজ করছে সেই দলটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল দেখিয়েছে, যদিও এঁরা কাজ করেছেন খুব অল্প সময়ের জন্য। মোট ১,৫০০ ডেসিয়াটিনেস পর্যন্ত জমি চষা হবে, এর মধ্যে প্রায় ১,০০০ ডিসিয়াটিনেস জমিতে শীতকালীন ফসল বোনা হয়েছে।

কিন্তু আমাদের প্রয়োগে স্বাভাবিক দুর্বলতা সত্ত্বেও, এই দলটি নিঃসন্দেহে আরও ভাল ফলাফল দেখাতে পারবে।

যাই হোক, আপনার প্রতিবেদনে আপনি গ্যাসোলিন ও মসৃণ তেলের অভাবের, গৃহনির্মাণ শ্রমিকের অভাবের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গুবেরনিয়া কার্যকরী কমিটি এই বিষয়ে কি করেছে সে সম্পর্কে কিছু বলেন নি।

এটা পুরোপুরি অসহ্য যে, এই ধরনের প্রয়োজনীয় সংস্থাকে সম্ভাব্য সাহায্য দেওয়া হয় নি, বিশেষ করে স্থানীয় সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে, যা যে কোন বাধার বিশ্লেষণ ভালভাবে করতে পারে এবং এগুলিকে দূর করতে পারে।

দয়া করে এই দলটিকে যতখানি সম্ভব সাহায্য করবেন এবং বিশেষভাবে, ট্রাক্টর ব্যবহার, গ্যাসোলিন সরবরাহ, মেরামতি দোকান প্রতিষ্ঠা, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁদের প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে।

আমেরিকান কৃষিদল আমাদের যে সাহায্য করেছে তা খুবই সময়োপযোগী এবং আকাঙ্ক্ষিত। সব ক্ষেত্রেই আমাদের কাজ হল তাঁদের চিন্তাধারাকে কাল-বিলম্ব না করে প্রধানতঃ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

কমরেড স্মোলিয়ানিনোভের মাধ্যমে আপনারা যে সব পদক্ষেপ নিয়েছেন তার ফলাফল দয়া করে জানান এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন সাম্প্রতিক প্রয়োজন আছে কি না যা আপনারা নিজেরা মেটাতে পারছেন না তাও জানান।

ভি. উলিয়ানভ (লেনিন)

গণ-কমিশার পরিষদের সভাপতি

লেনিন মিসেল্যানি ৩৮-এ
১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ৪৫, পৃঃ ৫৮১

সোভিয়েত রাশিয়ার বন্ধুদের
(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থিত)
সমিতির প্রতি[১১]

অক্টোবর ২০, ১৯২২

প্রিয় কমরেডগণ,

আমি সবে মাত্র পেরম গুবেরনিয়া কার্যকরী কমিটিতে বিশেষ তদন্তের দ্বারা পরীক্ষা করেছি। পেরম গুবেরনিয়া তোইকিনো রাষ্ট্রীয় খামারে ট্রাক্টর দলের সংগে হ্যারল্ড ওয়েরের নেতৃত্বে আপনাদের সমিতির সদস্যরা যে কাজ করেছেন সে সম্পর্কে আমাদের খবরের কাগজে খুবই অনুকূল সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রচণ্ড অসুবিধা সত্ত্বেও, বিশেষ করে কেন্দ্র থেকে এই এলাকার চূড়ান্ত দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এবং গৃহযুদ্ধের সময় কোলচাকের দ্বারা যে ধ্বংসাত্মক কাজ হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা যে সাফল্য অর্জন করেছেন তাকে অসাধারণ বলতেই হবে।

আমি আপনাকে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং এটি আপনাদের সমিতির পত্রিকায় প্রকাশের জন্য বলছি এবং যদি সম্ভব হয় এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ পত্র-পত্রিকায়ও প্রকাশ করবেন।

আমি সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর কাছে এই মর্মে একটি সুপারিশ পাঠাচ্ছি যে তাঁরা যেন এই রাষ্ট্রীয় খামারকে মডেল খামার বলে স্বীকৃতি দেন এবং বাড়ি তৈরী ও পেট্রোল, ধাতু এবং দোকান সারানোর জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপাদানের ব্যাপারে বিশেষ এবং অসাধারণ সহযোগিতা দেন।

আর একবার আমাদের সাধারণতন্ত্রের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আপনাকে মনে রাখতে বলছি যে আপনারা আমাদের যে সাহায্য করেছেন অন্য কোন সহযোগিতাই এত সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় হতে পারে না।

লেনিন

গণ-কমিশার পরিষদের চেয়ারম্যান,

প্রাভদা ২৪০নং
অক্টোবর ২৪, ১৯২২

খণ্ড ৩৩, পৃঃ ৩৮০

সোভিয়েত রাশিয়ার জন্য কারিগরী সহায়তা দানের জন্য গঠিত সমিতিকে ১৭৮

অক্টোবর ২০, ১৯২২

প্রিয় কমরেডগণ,

কিরসানভ উয়েজদ তামবোভ গুবেরনিয়া রাষ্ট্রীয় খামারে এবং মিতিনো স্টেশান, ওডেসা গুবেরনিয়ায় আপনার সমিতির সদস্যদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের সংবাদপত্রে অত্যন্ত অনুকূল খবরাখবর বেরিয়েছে। অনুরূপ তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে দোনেৎস বেসিনের একদল খনিকর্মীর কাজ সম্পর্কে।

প্রচণ্ড অসুবিধা সত্ত্বেও, বিশেষ করে গৃহযুদ্ধের ফলে সংঘটিত ধ্বংসক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা অসাধারণ বলেই বিবেচিত হবে।

আমি আপনাদের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আপনাদের সমিতির মুখপত্রে এটি প্রকাশ করতে এবং যদি সম্ভব হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে অনুরোধ করছি।

সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর কাছে পাঠানো একটি সুপারিশ আমি পাঠাচ্ছি যাতে আমি বলেছি যে সবচেয়ে সফল কার্যকে মডেল ফার্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত এবং ওই সব ফার্মের সফল উন্নয়নের উপযোগী বিশেষ এবং অসাধারণ সহযোগিতা দেওয়া উচিত।

আমাদের সাধারণতন্ত্রের পক্ষ থেকে আর একবার আপনাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনাদের মনে রাখতে বলছি যে ট্রাক্টরের সাহায্যে জমি চাষ করার যে কাজ আপনারা করছেন তা খুবই সময়োপযোগী এবং আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

২০০টি কৃষি-কমিউন গড়ে তোলার যে প্রস্তাব আপনারা দিয়েছেন তার জন্যে আপনাদের অভিনন্দন জানাতে পেরে আমি বিশেষ ভাবে সন্তোষ অনুভব করছি।

লেনিন

গণ-কমিশারের পরিষদ সভাপতি,

প্রাভদা সংখ্যা ২৪০
অকটোবর ২৪, ১৯২২

খণ্ড, ৩৩, পৃঃ ৩৮১

সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতিমণ্ডলীকে

২৪/১০-১৯২২

একাধিক সংবাদপত্রের প্রবন্ধে সেইসব আমেরিকান কৃষি কমিউন এবং গোষ্ঠীর অসাধারণ সাফল্যকে স্বীকার করা হয়েছে যারা নিজেদের সংগে ট্রাক্টর নিয়ে এসেছে। বিশেষ পরীক্ষায় এটা প্রকাশিত হয়েছে যে পেরম গুবেরনিয়ায় তোইকিনো রাষ্ট্রীয় খামারে হ্যারল্ড ওয়ার-এর নেতৃত্বে ট্রাক্টর দল চমৎকার কাজ করেছে। এরই পাশাপাশি, শীর্ষ অর্থ পরিষদের শিল্প-বসতি বিভাগ ওডেসা গুবেরনিয়া, তিরাসপোল উয়েজদ, মিগাইয়েভো গ্রামের এবং কিরসানোভ উয়েজদ, তামবোভ গুবেরনিয়ার কৃষি কমিউনগুলির কাজ সম্পর্কে অনুরূপ তথ্য সংগ্রহ করেছে।

রাশিয়ায় কারিগরী সাহায্য দান বিষয়ক আমেরিকান সমিতি এখন প্রায় ২০০ আর্টেল সংগঠিত করেছে, তার সংগে আছে রাশিয়ায় পাঠাবার জন্য ৮০০-১,০০০ ট্রাক্টর। যদি এটা চলতে থাকে তাহলে প্রতি উয়েজদ-এ আমেরিকান যন্ত্রপাতির সাহায্যে অন্তত:পক্ষে একটি মডেল ফার্ম গড়ে তোলা হবে। আমি মনে করি এর তাৎপর্য বিরাট।

এই সংস্থাকে উৎসাহিত করার জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার মার্কিন বান্ধব সমাজ এবং সোভিয়েত রাশিয়াকে কারিগরী সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে গঠিত মার্কিন সংস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছি। সেই চিঠিতে বলেছি আমাদের কৃষি সম্প্রসারণের জন্য তাঁরা যে সহায়তা দিয়েছেন অন্য কোন সাহায্যই তার মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী নয়। এই চিঠিগুলিতে আমি সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর কাছে এই মর্মে একটি সুপারিশ পাঠিয়েছিলাম যে পেরম এবং অন্যান্য অগ্রণী

কার্য মডেল ঘোষণা করা উচিত এবং এগুলিকে বিশেষ সাহায্য করা উচিত। এই সাহায্য গৃহ-নির্মাণ এবং মেরামতি সংস্থার সূচনা, কাজকর্মের সম্প্রসারণ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাসোলিন, ধাতু ও অন্যান্য উপাদান সরবরাহের ব্যাপারে দেওয়া উচিত।

অনুগ্রহ করে এই বিষয়টি বিবেচনা করবেন এবং আমার অনুরোধ মঞ্জুর করবেন[১৭৯]।

ভি. উলিয়ানভ (লেনিন)

গণ-কমিশারের পরিষদের চেয়ারম্যান

লেনিন মিসেল্যানি ৩৬-এ
১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত

খণ্ড ৪৫, পৃঃ ৫৮২-৮৩

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সাহায্য সংস্থার[১৮০] সম্পাদক কমরেড মুনজেনবার্গকে

কমিনটার্নের চতুর্থ কংগ্রেসে আপনার প্রতিবেদনকে সহজ করার জন্য আমি সাহায্য সংস্থার তাৎপর্য সম্পর্কে দু'চার কথা বলব।

আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী নিরন্নদের যে সহায়তা দান করে তার অংগ হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়ার গত বছরের বেদনাদায়ক দুর্ভিক্ষের দিনগুলিতে দেওয়া সাহায্য এবং এই বেদনা অতিক্রমের জন্য তাদের সহায়তা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে আমাদের দুর্ভিক্ষের দ্বারা যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে তা' নিরাময় করতে হবে, প্রথমেই হাজার হাজার অনাথ শিশুকে লালনপালন করতে হবে এবং দুর্ভিক্ষের ফলে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত আমাদের কৃষি ও শিল্পকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর ভ্রাতৃপ্রতিম সাহায্য আসতে শুরু করেছে। পেরম-এর কাছে আমেরিকান ট্রাক্টর দল, আমেরিকান কারিগরী সাহায্য সংস্থার কৃষি গোষ্ঠী, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সাহায্য সংস্থার কৃষি এবং শিল্প সংগঠন, সোভিয়েত রাশিয়ার জন্য শ্রমিক সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে প্রথম প্রলেতারিয়েতের ঋণের জন্য চাঁদা ধার্য করা—এ সবই সোভিয়েত রাশিয়ার আর্থিক পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের ভ্রাতৃপ্রতিম সাহায্যকল্পে অনেক সম্ভাবনা নিয়ে শুরু হয়েছে।

সোভিয়েত রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সাহায্য সংস্থা আনন্দের সংগে যে আর্থিক সহায়তা দানের কাজ শুরু করেছে তাকে সমগ্র বিশ্বের শ্রমিক এবং কৃষকদের তরফ থেকে সম্ভাব্য সবদিক থেকে সাহায্য দেওয়া উচিত। পাশাপাশি সোভিয়েত সরকারের স্বীকৃতির দাবীতে বুর্জোয়া দেশগুলির সরকারসমূহের উপর শক্তিশালী রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরগুলির বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার জটিল

অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনায় বর্তমানে শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে কার্যকরী সাহায্যই এখন বিশ্বের প্রলেতারিয়েতের সবচেয়ে ব্যাপক সহায়তার নজির। এই সহায়তা দেওয়া হচ্ছে তার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য।

ভি. উলিয়ানভ (লেনিন)

মস্কো, ২ ডিসেম্বর, ১৯২২

আই গোদা মেঝদুনারোদনোই রাবোচেই পোমশচি, ১৯২১-২৪, গ্রন্থে ১৯২৪ সালে প্রথম প্রকাশিত, মস্কো, মেঝরাব্‌পোম প্রকাশনী

খণ্ড ৩৫, পৃঃ ৫৫৯-৬০

সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক টীকা গ্রন্থ থেকে[১৮১]

আমেরিকান আকাদেমির ইতিকথা

রাষ্ট্র ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক আমেরিকান আকাদেমির ইতিকথা, ৫৭—৫৯ খণ্ড (১৯১৫)।

এখানে প্রত্যার্পিত	(পৃথক পুস্তিকা + গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদির দ্বারা গঠিত, ৫৯ খণ্ড (১৯১৫ মে): আমেরিকার শিল্পগত সুযোগ, রচনা সংকলন)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট মজুরী
১/১২—১,০০০ ডলার এবং > (পৃ: ১১৫)
২/১০—৭৫০ ডলার—১,০০০০
৭/১০—ডলার < ৭৫০

এখানে 'উইলিয়ম' এস. কিয়েস-এর "শাখা ব্যাংকসমূহ এবং আমাদের বিদেশ বাণিজ্য" নামে একটি প্রবন্ধ যুক্ত করা হয়েছে। (পৃ: ৩০১)।

"বিদেশী রাষ্ট্রসমূহে কার্যশীল ৪০টি ইংরেজ ব্যাংকের ১,৩২৫টি শাখা আছে; দক্ষিণ আমেরিকায় পাঁচটি জার্মান ব্যাংকের পঞ্চাশটি শাখা এবং পাঁচটি ইংরেজ ব্যাংকের সত্তরটি শাখা আছে……ইংল্যাণ্ড এবং জার্মানী আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং উরুগুয়েতে গত পঁচিশ বছরে লগ্নী করেছে আনুমানিক ৪,০০ কোটি ডলার এবং এর ফলে এরা উভয়ে ওই তিনটি দেশের মোট বাণিজ্যের ৪৬ শতাংশ ভোগ করছে।"*

((এবং এগুলির পরিবর্তে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিউ ইয়র্কের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা বিষয়ে আরও……))

দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য ইত্যাদি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "সুবিধা" বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করা।	বিশেষ দ্রষ্টব্য

* ভি. আই. লেনিন, *সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২২, পৃ: ২৪৫—দ্রষ্টব্য,
—সম্পাদক

২০০,০০ কোটি ফ্রাঁ, ৪০,০০ কোটি ডলার {= ১৬০,০০ কোটি মার্ক}

এক্ষেত্রে পৃঃ ২ তুলনীয়**

পৃষ্ঠা ৩৩১ (অন্য একটি প্রবন্ধে)···"স্যার জর্জ পাইস 'দি স্ট্যাটিস্ট'-এর গত বার্ষিকীতে হিসাব করেছিলেন যে বিশ্বের পাঁচটি প্রধান জাতি গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং হল্যাণ্ড অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলিতে ঊর্ধ্বপক্ষে ৪০,০০ কোটি ডলার পুঁজি সরবরাহ করেছে"···*

বিশেষ দ্রষ্টব্য

"দক্ষিণ আমেরিকার বাজার" বিষয়ক আর একটি প্রবন্ধে: আর একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত—এবং দক্ষিণ আমেরিকার সংগে বাণিজ্য বৃদ্ধির ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—ঋণ এবং নির্মাণ এবং অনুরূপ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পুঁজি বিনিয়োগ। যে সব দেশের পুঁজি দক্ষিণ আমেরিকার কোন দেশে নিয়োগ করা হয় সেই দেশগুলি স্থপতি সংস্থা, রেলপথ নির্মাণ এবং অনুরূপ বিষয়ের মাল-মশলার অধিকাংশ ঠিকাদারী পায়। সরকার পরিচালিত জন-উন্নয়নমূলক কাজের ঠিকাদারীও এই দেশগুলি পায়। আর্জেন্টিনার রেলওয়ে, ব্যাংক এবং ঋণের ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের বিনিয়োগ এ ব্যাপারে সবচেয়ে জীবন্ত প্রমাণ" (৩১৪)···

১১০টি করপোরেশনের নিজস্ব পুঁজি = ৭,৩০ কোটি ডলার, অংশীদারের সংখ্যা = ৬২৬,৯৮৪।

১৯১০-এর হিসাব দেওয়া হয়েছে "শেয়ার ও শেয়ার বাজার"-এ। মোট আমেরিকান শেয়ার = ৩৪,৫০ কোটি ডলার (তবে মোটামুটিভাবে লাফিয়ে না গিয়ে) = ২৪,৪০ কোটি ডলার এবং মোট সম্পদ = ১০৭,১৩ কোটি ডলার।

খণ্ড ৩৯, পৃঃ ৪৮-৫০

* ঐ, পৃঃ ২৪৫—সম্পাদক।

** ভি. আই. লেনিন, *সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩৯, পৃঃ ৬৬-৬৭

প্যাটিউলেট, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ

যোসেফ প্যাটিউলেট, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ডাজোন, ১৯০৪ (মৌলিক গবেষণা) (৩৮৮ পৃষ্ঠা)

একটি মৌলিক গবেষণা। একটি ছাত্রের অক্ষম প্রচেষ্টা। প্রচুর উদ্ধৃতি এবং কয়েকটি তথ্যের একটি সংক্ষিপ্তসার ছাড়া কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। অধিকাংশই আইনের কচকচি; অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ দুর্বল।

হবসনের ব্যাপক পরিচিত অংশ থেকে উদ্ধৃতি (শুরুতেই) দেওয়া হয়েছে (সাম্রাজ্যবাদ)।

'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ' (পৃষ্ঠা ৩৩ এবং পরবর্তী) এবং 'জার্মান' (পৃষ্ঠা ৩৬ এবং পরবর্তী) (২য় অধ্যায়ের ১ম এবং ২য় শাখা)-এর সম্পর্কে বলা।

জাপানী এবং রুশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কয়েকটি কথা (পৃঃ ৩৯)।

পৃঃ ৪৩ : প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ মানে বিশ্বের চাবিকাঠি হাতাবার জন্য নিলাম হাঁকা—রোমান সাম্রাজ্যের আমলে যেমন হত তেমন সামরিক চাবিকাঠি নয়, প্রধান আর্থিক এবং বাণিজ্যিক চাবিকাঠি। এর মানে ভূখণ্ড বেষ্টন করা নয়, পরন্তু বিশ্ব বাণিজ্যের বড় বড় সংযোগ পথগুলি দখল করা এবং সেগুলির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা; এর মানে বড় উপনিবেশ ছাড়াও সুবিধাজনকভাবে চিহ্নিত স্থান দখল করা যাতে ? স্টেশন, কয়লার সঞ্চিত ভাণ্ডার এবং তারের নিরবচ্ছিন্ন এবং ঠাসবুনন বিশিষ্ট জালের দ্বারা পৃথিবীকে ঘিরে ফেলা যায়।" ('দা ল্যাপ্রাদেল্লে': মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিনীবাদ, 'রেভিউ দ্যু দ্রোহিত' পুবলিকি, ১৯০০, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬ থেকে উদ্ধৃত, উদ্ধৃতি দিয়েছেন প্যাটিউলেট, পৃঃ ৪৩)।

'দ্রিয়াউল্ট' ('রাজনৈতিক সমস্যাবলী', ২২১-২২২): "স্পেনের বিস্ময়কর পরাজয় একটি উন্মোচন···মনে হয় এর দ্বারা এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের অবস্থা এমন একটি ব্যাপার যা স্থির করবে পাঁচ অথবা ছ'টি প্রধান ইউরোপীয় শক্তি; এখন একটি অপরিচিত পরিমাণ এই সমস্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছে" (পৃঃ ৪৯)।

সুতরাং কিউবার যুদ্ধ ছিল একটি অর্থনৈতিক যুদ্ধ, কারণ এই যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল এই দ্বীপের চিনির বাজার দখল করা; একইভাবে হাওয়াই এবং ফিলিপাইনকে যুক্ত করার উদ্দেশ্যও ওই উষ্ণমণ্ডলীয় দেশগুলি যে কফি এবং চিনি উৎপাদন করে তার ওপর দখল জারি করা (পৃঃ ৫১)।
পূর্বোক্ত পৃঃ ৬২-৬৩)···

সুতরাং, বাজার দখল করা, উষ্ণমণ্ডলীয় উৎপাদনকে চালনা করা—এগুলিই ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণবাদী নীতির মুখ্য কারণ যা সাম্রাজ্যবাদ নামে পরিচিত হয়। এবং উপনিবেশগুলি চমৎকার সামরিক ঘাঁটি হিসাবে কাজে লাগে, যার মূল্য আমরা ইঙ্গিত করব…এশিয়ার বাজারকে সুনিশ্চিত করতে হলে…তাদের এই সহায়ক ঘাঁটিগুলির দরকার”…(পৃঃ ৬৪)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে রপ্তানী (শতকরা হার)

মোট রপ্তানী (দশ লক্ষ ডলার)	বছর	ইউরোপ	উত্তর আমেরিকা	দক্ষিণ আমেরিকা	এশিয়া	ওসেনিয়া	আফ্রিকা
	১৮৭০	৭৯'৩৫	১৩'০৩	৪'০৯	২'০৭	০'৮২	০'৬৪
	১৮৮০	৮৬'১০	৮'৩১	২'৭৭	১'৩৯	০'৮২	০'৬১
৮৫৭.৮	১৮৯০	৭৯'৭৪	১০'৯৮	৪'৫২	২'৩০	১'৯২	০'৫৪
১,৩৯৪'৫	১৯০০	৭৪'৬০	১৩'৪৫	২'৭৯	৪'৬৬	৩'১১	১'৭৯
	১৯০২	৭২'৯৬	১৪'৭৬	২'৭৫	৪'৬৩	২'৪৮	২'৪২

প্রশান্ত মহাসাগরে নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য আসন্ন সংগ্রামের অসংখ্য ইঙ্গিত।

পানামা এবং হংকং-এর মধ্যবর্তী অংশে হাওয়াই। ফিলিপাইন এশিয়া ও 'চীনের' দিকে যেতে একটি পদক্ষেপ (পৃঃ ১১৮) পূর্বোক্ত ১১৯-১২০-১২২।

কিউবা নিয়ে স্পেনের সংগে লড়াইকে সমর্থন করা হয়েছে কিউবার 'মুক্তি', স্বাধীনতার স্বার্থ ইত্যাদি প্রচার করে (পৃঃ ১৫৮ এবং পরবর্তী)।

সংবিধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাজ্যের সব কর ইত্যাদির সমতার কথা বলেছে। এই সমতা উপনিবেশগুলির ক্ষেত্রে 'প্রযোজ্য' 'হবে না' বলে "ব্যাখ্যা" করা হয়েছে, কারণ এগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ নয়, অধিকৃত (পৃঃ ১৭৫)। 'ধীরে ধীরে' আমাদের বলা হল উপনিবেশগুলির অধিকার সম্প্রসারিত করা হবে (পৃঃ ১৯০) (কিন্তু সমতা আনা 'হবে না')…

'কানাডা'। অর্থনৈতিক অধীনতা রাজনৈতিক "সংহতির" পথ প্রস্তুত করেছে। (পৃঃ ১৯৮)।

জার্মানী (sic) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "বিরুদ্ধে ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র" চেয়েছিল (পৃঃ ২০৫)…

ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র (এবং দ্বিতীয় উইলিয়ম)

"১৮৯৭ সাল থেকে দ্বিতীয় উইলিয়ম সাগরপারের প্রতিযোগিতা রুখবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার নীতি বারবার সুপারিশ করেছেন। এই নীতি ইউরোপীয় শুল্ক চুক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এটা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক ধরনের মহাদেশীয় অবরোধ" (২০৫)…"ফ্রান্সে পল লেরোয়ে বিউলিয়ে একটি ইউরোপীয় শুল্ক ঐক্য গড়ে তোলার জন্য প্রচার চালিয়েছিলেন" (২০৬)…

"ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি আঁতাত সম্ভবত আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের শুভ ফল" (২০৬) ‖"শুভ ফল"‖

আমেরিকায় বিকাশের ফলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে *"সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী"* সংগ্রাম শুরু হয়েছিল (পৃঃ ২৬৮, ২য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়: "সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী")... তিনি বলেছেন সাম্রাজ্যবাদ স্বাধীনতার বিরোধিতা ইত্যাদি করেছে, উপনিবেশসমূহের দাসত্ব সৃষ্টি ইত্যাদি করেছে(*সমস্ত গণতান্ত্রিক যুক্তিসমূহ ঃ একাধিক উদ্ধৃতি*)। একজন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 'লিংকনের' কথা উদ্ধৃত করেছেন:

"যখন শ্বেতাঙ্গরা নিজেদের শাসন করে, তখন সেটা হয় স্ব-শাসিত সরকার। কিন্তু যখন সে নিজেকে এবং অন্যকে শাসন করে তখন সেটা আর স্ব-শাসিত সরকার থাকে না, এটা পরিণত হয় স্বৈরাচারে (২৭২)।

—ফেলপস্, 'কিউবায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ' (নিউ ইয়র্ক, ১৮৯৮) এবং অন্যান্যরা কিউবার যুদ্ধকে "অপরাধ" ইত্যাদি বলে ঘোষণা করেছেন, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ২৯৩, শিরোনাম: "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নীতি: সাম্রাজ্যবাদ এবং মনরো মতবাদের সংযোগ": উভয়ই যুক্ত এবং ব্যাখ্যাত!!!

আমেরিকা উত্তর আমেরিকানদের সম্পত্তি মনরো মতবাদের এই ব্যাখ্যা দক্ষিণ আমেরিকানরা বাতিল করেছেন (পৃঃ ৩১১ এবং পরবর্তী)। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভয় করে এবং স্বাধীনতা চায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে একটি "রণকৌশল" আছে এবং *সেখানে জার্মানীর ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে প্রতিহত করার চেষ্টা সে করেছে*......।

(তুলনীয়, বিশেষ করে উৎস তথ্যে নোভিকভ*)

ফিলিপাইনকে যুক্ত করার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইনের নেতা 'এ্যাগুইনেল্ডোকে' প্রতারণা করে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে দেশকে স্বাধীন করা হবে (পৃঃ ৩৭৩): এই সংযুক্তিকে "জিঙ্গো বিশ্বাসঘাতকতা" বলে অভিহিত করা হয়েছে"**

এ্যাটকিনসন, কে অপরাধমূলক আগ্রাসন ঘটিয়েছে? বোস্টন, ১৮৯৯ ‖ বিশেষ দ্রষ্টব্য

'উত্তর আমেরিকা সমীক্ষা,' ১৮৯৯, সেপ্টেম্বর। *ফিলিপিনো*: 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এ্যাগ ইনেল্ডোর অভিযোগ"

দক্ষিণ আমেরিকায় *স্পেনের সঙ্গে নিকটতর সম্পর্ক* প্রতিষ্ঠার ক্রমবর্ধমান ঝোঁক দেখা যাচ্ছে; ১৯০০ সালে মাদ্রিদে (স্পেনীয়-আমেরিকান) কংগ্রেসে দক্ষিণ আমেরিকার পনেরোটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যোগ দিয়েছেন। ‖ বিশেষ দ্রষ্টব্য

* ভি. আই. লেনিন, *সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩৯, পৃঃ ২১৩—সম্পাদক

** ঐ, খণ্ড ২২, পৃঃ ২৮৭—সম্পাদক

||(পৃ: ৩২৬) (*) স্পেনের সঙ্গে অধিকতর যোগাযোগ, পরবর্তীর প্রভাবের প্রসার এবং "লাতিন সহানুভূতি" ইত্যাদি (**)

|| পৃ: ৩৭৯ : "জাতীয় যুদ্ধের যুগ নিশ্চিতভাবে শেষ হয়েছে"……
|| (যুদ্ধ শেষ বাজার, ইত্যাদি)

বিশেষ || (*) রেভিউ দেস দেউক্স মোনডেস্, ১৯০১ (নভেম্বর ১৫)
দ্রষ্টব্য || (**) স্লোগান : "স্পেনীয়-আমেরিকান ঐক্য"

খণ্ড ৩৯, পৃ: ২০৯-১২

জে. এ. হবসন, 'সাম্রাজ্যবাদ'

পৃ: ৮২-৮৪, 'আমেরিকার' অভ্যন্তরীণ বাজার নিঃশেষিত, পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ নেই।

উৎপাদিত দ্রব্য এবং পুঁজি বিনিয়োগের জন্য বিদেশী বাজারের এই 'আকস্মিক চাহিদাই রিপাবলিকান পার্টি'কে রাজনৈতিক নীতি ও
বিশেষ প্রয়োগ হিসাবে সাম্রাজ্যবাদকে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। এই পার্টিতে
দ্রষ্টব্য আছেন বড় বড় শিল্প এবং অর্থ সংস্থার প্রধানরা এবং এই পার্টি
|| তাঁদেরই সম্পত্তি। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দুঃসাহসিক উৎসাহ এবং তাঁর "ঘোষিত ভাগ্য" ও "সভ্যতার আদর্শ" পার্টি আমাদের প্রতারণা করবে না। "এটা মেসার্স রকফেলার, পিয়েরপণ্ট মর্গান, হান্না, স্কোয়াব এবং তাদের অনুচরদের বক্তব্য যাদের সাম্রাজ্যবাদ দরকার" এবং যারা পশ্চিমের মহান সাধারণতন্ত্রের ঘাড়ের ওপর দিয়ে এটাকে দ্রুততর করেছে। তাদের সাম্রাজ্যবাদ দরকার, কারণ তারা তাদের দেশের জনগণের সম্পদকে ব্যবহার করতে চায় পুঁজির লাভজনক বিনিয়োগের জন্য, যে পুঁজি বিনিয়োগ না করলে অনাবশ্যক হয়ে পড়বে। "একটি দেশের সঙ্গে ব্যবসা করার জন্য অথবা সেখানে পুঁজি বিনিয়োগ করার জন্য সেই দেশ দখল করার সত্যিই প্রয়োজন হয় না, এবং নিঃসন্দেহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের দেশগুলিতে তার উদ্বৃত্ত পণ্য এবং পুঁজি চালানের জন্য ছিদ্র খুঁজছিল। কিন্তু এই দেশগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের শর্ত তৈরী করেছিল: এদের মধ্যে অধিকাংশ দেশই উৎপাদিত আমদানী পণ্যের ওপর শুল্ক বসিয়েছিল, এবং গ্রেটবৃটেনেও নিজেকে রক্ষা করার জন্য সংরক্ষণ নীতি চালু করতে বাধ্য হয়েছিল। আমেরিকান পণ্য উৎপাদনকারী এবং অর্থলগ্নীকাররা তাদের সর্বাধিক লাভজনক সুযোগের জন্য তাকাতে বাধ্য হবে চীন, প্রশান্ত মহাসাগর এবং দক্ষিণ আমেরিকার দিকে। সংরক্ষণবাদীরা নীতি এবং প্রয়োগের দিক থেকে এইসব বাজারের ওপর যতখানি গভীরভাবে সম্ভব ততখানি একচেটিয়া আধিপত্য

বজায় রাখার চেষ্টা করেছে এবং জার্মানী, ইংল্যাণ্ড অন্যান্য বণিক জাতিগুলি তাদের সবচেয়ে দামী বাজারগুলির সঙ্গে বিশেষ রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে গেছে। কিউবা, ফিলিপাইন এবং হাওয়াই হল সেই 'চাটনি' যা প্রচুরতর ভোজের প্রবৃত্তিকে শাণিত করেছে। তদুপরি, এইসব শিল্প এবং অর্থসংস্থার চুম্বকরা রাজনীতির ওপর যে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছিল তা, একটি স্বতন্ত্র উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করেছে, যা আমরা ক্রিয়াশীল দেখেছি গ্রেট বৃটেনে এবং অন্যত্র। রাজকীয় জীবনধারার সন্ধানে, সরকারী ব্যয় এইসব লোকদের আর একটি বিপুল মুনাফার স্বতন্ত্র উৎস। যেহেতু অর্থলগ্নীকারকরা ঋণের জন্য কথাবার্তা বলে, জাহাজ প্রস্তুতকারক এবং মালিকরা ভরতুকির ব্যবস্থা করে, ঠিকাদার এবং অস্ত্র ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী হাতিয়ার প্রস্তুতকারকরা সুযোগ নেয়।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য

খণ্ড ৩৯, পৃঃ ৪১৩-১৪

আমেরিকায় সমাজতন্ত্রী এবং নিগ্রোরা

'সমাজতান্ত্রিক দল এবং আমেরিকার নিগ্রোরা': পৃঃ ৩৮২-৮৩: 'বিশ্বের শিল্প শ্রমিকরা' নিগ্রোদের 'পক্ষে'। সমাজতান্ত্রিক দলের মনোভাব "খুব সর্বসম্মত নয়"। ১৯০১ সালে নিগ্রোদের পক্ষে একটি মাত্র ইশতাহার। মাত্র একটি !!!

নিগ্রোদের প্রতি মনোভাব বিশেষ দ্রষ্টব্য: সমাজতন্ত্রী এবং নিগ্রোরা

ঐ, পৃঃ ৫৯২: মিসিসিপি রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রীরা নিগ্রোদের "স্বতন্ত্র স্থানীয় গোষ্ঠীতে সংগঠিত করেছে" !!

নিগ্রো এবং সমাজতন্ত্রীরা !!

খণ্ড ৩৯, পৃঃ ৫৯০-৯১

দেবস্

Die Neue Zeit, ১৯১৩-১৪, ৩২, ১, পৃঃ ১০০৭-০৮। দেবস আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সমীক্ষা (১৯১৩ মার্চ) গঠিত হয় আমেরিকার শ্রম ফেডারেশনের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক দল + সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক দল এবং বিশ্বের শিল্প শ্রমিকসমূহের (যার একজন প্রতিষ্ঠাতা দেবস) ঐক্যের জন্য। নিউ ইয়র্ক 'ভোলকস্‌জেইতুঙ্‌,' মার্চ ৭, ১৯১৩ দেবস্‌-এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ হানে, সেখানে বলা হয়েছিল তিনি নিজের অধিকারের অপব্যবহার করে দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করেছেন (Sic!) যে বিশ্বের শিল্প শ্রমিকরা = শূন্য, আমেরিকার শ্রম ফেডারেশন = "আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলন", এবং "মৌলিক কর্মসূচীর দ্বারা তথাকথিত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে শ্রমিক আন্দোলনকে প্রগতিশীল স্বরূপে শিক্ষিত করা অসম্ভব।" (Sic!)... (স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকায়ও দেখা যায় গতানুগতিক ছবি: নিউ ইয়র্ক 'ভোলকস্‌জেইতুঙ্‌' = গোঁড়া, কাউৎস্কিপন্থী, অপর দিকে দেবস্‌ হলেন একজন বিপ্লবী, তবে তাঁর কোন পরিষ্কার তত্ত্ব ছিল না, একজন মার্কসবাদী নন)।

দেবস্‌ প্রসঙ্গ

খণ্ড ৩৯, পৃঃ ৫৯২

জাপানী এবং আমেরিকান শ্রমিকদের শোভিনিজম

Die Neue Ziet, ১৯১৩ (৩১,২) পৃঃ ৪১০-১২ (জুন ২০, ১৯১৩)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য
শ্রমিকদের মধ্যে
শোভিনিজম

আমেরিকান শ্রমিক এবং তাদের

আরউইন গুডে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাপানীদের বিরুদ্ধে নতুন অনন্য আইন" (কাল: সানফ্রানসিসকো, মে ২১, ১৯১৩)।

এই আইনে ১৯১৩ সালের ১৯ মে রাজ্যপাল স্বাক্ষর দিয়েছিলেন উড্রো উইলসনের আপত্তি সত্ত্বেও। এই আইনে জাপানীদের জমি কেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় (মাত্র তিন বছরের জন্য তারা জমির বন্দোবস্ত নিতে পারত)।

এটা "সবচেয়ে খারাপ জাতের এক অনন্য আইন" (৪১০)—"পোলস্-দের বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার নীতির চেয়ে এই নীতি খারাপ" (৪১২)।

আমেরিকার শ্রমিকরাও শোভিনিজমের অপরাধে অপরাধী (বিশেষ দ্রষ্টব্য) (৪১২)। আমেরিকার শ্রম ফেডারেশনের ভদ্রলোকরা শুধু 'পীত মানুষদের' সব অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতেই চায় নি, পরন্তু তাদের দেশ থেকে বার করে দিতেও চেয়েছিল" (৪১১)।

এই অনন্য আইন "প্রমাণ করেছিল যে কালিফোর্নিয়ার জনগণ, সর্বোপরি সেখানকার শ্রমিকশ্রেণী আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের 'দেহ রক্ষীর' কাজ করেছিল, আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ কয়েক বছর ধরে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছিল। সমাজতান্ত্রিক দলও 'এ ব্যাপারে গা ঢাকা দিয়েছে দেখা গেল' (৪১১)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য শ্রমিকরা সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করেছিল…

সমাজতান্ত্রিক দলও !!!

এই আইনটি "কতকগুলি পরস্পর সংযুক্ত আইন মালার মধ্যে একটি" (৪১২)…

খণ্ড ৩৯, পৃঃ ৬২৭।

এ. বি. হার্ট, *মনরো মতবাদ*

এ. বি. হার্ট, *মনরো মতবাদ*, বোস্টন, ১৯১৬।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ নীতির একটি আকর্ষণীয় বিবরণ বলে পরিচিত।

একটি গ্রন্থপঞ্জীসহ

পৃঃ ৩৭৩ : সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীরা পরাজিত ১৮৯৮।

৩০৩-০৪ : একটি তালিকায় (অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ) দেখানো হয়েছে ১৮২৩-১৯১৫ সালে মার্কিন রাষ্ট্রের বিকাশ (মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ ইত্যাদি)।

৩১৪ : "জাতিসমূহের পরিস্থিতিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল বড় বড় ইউনিট গঠন। শুধু ব্যাংক, কারখানা এবং রেলের ক্ষেত্রেই সংহতিকে প্রয়োগ করা হয় নি, বিশ্ব শক্তির ক্ষেত্রেও তা করা হয়েছে।" আগামী শতক পাঁচটি বৃহৎ শক্তিকে দেখবে : গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানী, রাশিয়া, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (!!)…

আশ্রিত রাজ্যগুলির বিকাশ এবং "প্রভাব" (এবং আর্থিক স্বার্থ! ৩৩২)। মধ্য আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র!—৩৩২—

বিশেষ দ্রষ্টব্য "আশ্রিত রাজ্যগুলির নির্দিষ্ট নীতি" (৩৩৫)।

‖ ৩৫৯ : "রোল্যান্ড জি. উশের, 'মহা-মার্কিনবাদ'। ইউরোপ বিজেতার সংগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপরিহার্য সংঘাতের ভবিষ্যদ্বাণী," নিউ ইয়র্ক, ১৯১৫ (৪১৯ পৃঃ)।

লেখক এটা নস্যাৎ করেছেন, তবে তিনি স্বয়ং আমেরিকান !! রাজধানী (৩৬৯)!! রক্ষার জন্য "আশ্রিত রাজ্যগুলির" (৩৬৯) "মতবাদ"কে সমর্থন করেছেন।

Σ Σ (৪০২) "সমরবাদের পক্ষে !! (বিশেষ দ্রষ্টব্য) (বিশেষ করে § ৫)—বিশেষ করে (!!!) জার্মান এবং জাপানের বিরুদ্ধে (৪০৩)। বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ইয়ু জ ফিলিপোভিচ্, "একচেটিয়া পুঁজি"

ইয়ুজ. ভি. ফিলিপোভিচ্, "*একচেটিয়া পুঁজি*"…

	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (১৯১২) ফার্মসমূহের (১৮টি ব্যাংক) ১৮০ জন মালিক অথবা প্রেসিডেন্ট ১৩৪টি
১৮০ জন লোক (পরিবার ?) "২৫,০০০ মিলিয়ন" ডলার	করপোরেশনের ৭৪৬টি ডিরেকটর হয়েছে যার মোট পুঁজি "২৫,৩২৫" মিলিয়ন ডলার (= ১০১, ৩০০ মিলিয়ন মার্ক)। "এটি আমেরিকার জাতীয় সম্পদের ক্ষেত্রে তৃতীয় হতে পারে" (পৃঃ ১৫৯)।

এ. ই. জি. (অলগেমেইনে ইলেকট্রিজিটাস্টস্ গেসেলস্চাফট্)। পুঁজি (১৯১২)="৩৭৮ মিলিয়ন মার্ক।" এর তদারকি পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ৩২, যারা বছরে প্রায় "৫০০ ডিরেকটরের" পদ বিভিন্ন সংস্থায় লাভ করে।

আগেকার মহানগরীর সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সর্বদাই সুবিধা ছিল, স্বাধীনতা ছিল। সব পশ্চিমী জাতিরই তাদের "নতুন ইউরোপে" বিকাশের যথেষ্ট জায়গা ছিল এবং বিরোধের বদলে স্থান পেয়েছিল অর্থপূর্ণ প্রতিযোগিতা। কিন্তু তখন উত্তর আমেরিকা বহিরাগত বসতি স্থাপনকারীদের কথা আর শুনবে না; অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যেই তার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, সাইবেরিয়া কেবলমাত্র একটি বিশেষ দেশের নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত, এদিকে দক্ষিণ আমেরিকা ভয়াবহ স্পষ্টতার সংগে ঘোষণা করেছে বহিরাগত বসতিস্থাপনকারীদের আর সাহায্য নয়, সুতরাং এ যাবৎ পৃথিবীতে পা রাখার যে স্থানটুকু ছিল তাও সংকুচিত হয়ে গেল, একজন ইউরোপীয় আর একজনকে টুঁটি টিপে মারবে। এখনও অনেক জায়গা আছে, কিন্তু প্রাক্তন ছোট রাষ্ট্রগুলি পরিণত হয়েছে বৃহৎ শক্তিতে এবং প্রাক্তন বৃহৎ শক্তিগুলি পরিণত হয়েছে বিশ্ব শক্তিতে তারা তাদের ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় স্থানের সন্ধান ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। ইয়াংকিরা ব্রাজিলের এক একর জমিও আমাদের জন্য ছেড়ে দেবে না এবং ত্রিপোলির অনুর্বর পতিত জমিতে ইতালির আধিপত্যে ফ্রান্স ঈর্ষাকাতর। অস্তিত্ব রক্ষার কঠিনতর সংগ্রাম ইউরোপীয়দের মধ্যে শত্রুতাকে তীব্রতর করেছে এবং পারস্পরিক ধ্বংস প্রচেষ্টায় উদ্দীপ্ত করেছে। ফলে পূর্বের ভালই হয়েছে (২১৫)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য

অধ্যায়: "কিউবা নিয়ে যুদ্ধ":

ইয়াংকিরা শুরু করেছিল সমস্ত মানুষের সমতা, শান্তিপূর্ণ, সন্তুষ্টি ও সুখে-ভরা একটি আদর্শ রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা প্রচারের দ্বারা। তারা শেষ করেছিল এই প্রত্যয় নিয়ে যে মানুষ অনিবার্যভাবেই অসম, তারা শেষে বলপূর্বক জয়ের নীতি গ্রহণ করে। তারা শুরু করেছিল সমস্ত কিছুর স্বাধীনতার কথা বলে, ব্যবসা এবং পারস্পরিক যোগাযোগের স্বাধীনতা, অন্যের ধর্ম, বর্ণ এবং রাষ্ট্রের প্রতি সহিষ্ণুতার কথা বলে। তারা এসে পৌঁছেছিল কঠিনতম সংরক্ষণমূলক শুল্ক, রোমান ক্যাথলিকদের প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান বৈরিতা, এবং বৈদেশী বাণিজ্য ও রাষ্ট্রের প্রতি সরাসরি আগ্রাসনে। প্রথমে তারা চীনাদের বসতি স্থাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, তাদের নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, তারপর আইনের দ্বারা না হলেও প্রকৃত পক্ষে নিগ্রোদের অধিকার বিলোপ করে, সেই লোকেরা যাদের জন্য তারা নিরর্থক ভাবে এবং নির্বোধের মত মহান গৃহযুদ্ধে লড়েছিল এবং পরিশেষে সর্বপ্রকারের ছোটখাটো পদ্ধতির দ্বারা তারা সেইসব একই শ্বেতাংগ বসতি স্থাপনকারীদের আগমনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে যাদের আগে তারা ভীষণভাবে চাইত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বনীতি ক্রমবর্ধমান আত্ম-বিচ্ছিন্নতার গভীরতম নীতির দ্বারা পরিচালিত। এই প্রগতিশীল বিচ্ছিন্নতা এবং কেন্দ্রিকতার শিরোপা হিসেবে একনায়কতন্ত্রেরই অভাব আছে" (২৫২)...... .

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য

হা-হা !!!

‡‡ঐ, পৃঃ ৩৪৫ : "তাদের দিকে যুদ্ধের (গৃহযুদ্ধের) কোন অর্থ ছিল না নিগ্রোদের কাছে, যাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ চালানো হচ্ছিল তারাই সব অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল"

বিশেষ দ্রষ্টব্য

জার্মানী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (সামোয়া), জার্মানী এবং গ্রেট বৃটেন, গ্রেট বৃটেন এবং ফ্রান্স (ফ্যাশোদা)-এর মধ্যে তীক্ষ্ণ বিরোধ, অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি ……আগ্রাসনের এইসব সাধারণ ঝোঁককে বোঝাবার জন্য যে "পরিচিত শব্দ ব্যবহার করা হয় তা হল 'সাম্রাজ্যবাদ'।"

খণ্ড ৩৯, পৃঃ ৫২০-২১

টীকা

১। লেনিনের প্রবন্ধ "আমাদের কৃষি কর্মসূচী প্রসঙ্গে" *ভপেরিয়দ* (ফরওয়ার্ড) পত্রিকায় প্রকাশিত। পৃঃ ১

২। মার্কস-এর প্রবন্ধ "ক্রিয়েগ-বিরোধী নির্দেশনামা" পৃঃ ১

৩। *"সাধারণ পুনর্বণ্টন"*—জারের আমলে একটি জনপ্রিয় কৃষক স্লোগান, এই স্লোগানে ভূসম্পত্তির সাধারণ ভাগ দাবী করা হয়েছে। পৃঃ ১

৪। "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লববাদী" (এস. আর)— ১৯০১ সালের শেষ দিকে এবং ১৯০২ সালের গোড়ার দিকে রাশিয়ায় গঠিত পাতি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের একটি দল ; এই দলটি "রেভোলিউৎসিওনায়া রোশিয়া" (বিপ্লবী রাশিয়া) নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিল।

এস. আর "জমির ক্ষেত্রে সুষম শ্রম ব্যবহার"-এর স্লোগান উপস্থিত করেছিল এবং কৃষকদের হাতে ভূমি প্রত্যার্পণের ওপর জোর দিয়েছিল। তারা বলেছিল কিছু সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত জমির "সুষম" বন্টন জমির সামাজিকীকরণ এবং সমাজতন্ত্রকে ত্বরান্বিত করে। লেনিন তাঁর কয়েকটি রচনায় দেখিয়েছেন যে এই চিন্তা-ধারা ভ্রান্ত এবং প্রমাণ করেছেন যে যদি "জমির সুষম শ্রম ব্যবহার রূপায়িত হয় তাহলে সমাজতন্ত্র আসবে না, শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের অভ্যুত্থানকে প্রশমিত করা যাবে এবং কৃষির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বিকাশ দ্রুততর হবে।

১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর এস. আর বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লববাদীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এবং পার্টি নেতৃত্ব বুর্জোয়া উদারনীতিবাদ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এস. আর নেতৃত্ব বুর্জোয়া প্রাদেশিক সরকারে যোগ দেয়, যে সরকার কৃষক আন্দোলন দমনের চেষ্টা করেছিল। এস. আর শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে

বুর্জোয়া শ্রেণী এবং বৃহৎ ভূস্বামীদের পুরোপুরি সমর্থন করেছিল। শ্রমিকশ্রেণী তখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। অকটোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এস. আর. সোভিয়েত জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে —বুর্জোয়া এবং ভূস্বামীদের সঙ্গে যোগ দেয়। পৃঃ ২

৫। ১৮৭১-এর প্যারী কমিউন। পৃঃ ৯

৬। বৃটেনের "সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৪ সালে। এই দলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সংস্কারপন্থী (হাইণ্ডম্যান ইত্যাদি) এবং সন্ত্রাসবাদী ও মার্কসবাদী সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের একটি গোষ্ঠী (হ্যারি কুইলচ, টম মান, এডওয়ার্ড এভলিং, এলিওনোর মার্কস এবং অন্যান্য), এঁরা বৃটেনের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে বামপন্থী ধারা গঠন করেছিলেন।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনকে তার মতান্ধতা এবং সংকীর্ণতার জন্য তীব্রভাবে সমালোচনা করেছিলেন, সমালোচনা করেছিলেন বৃটেনের ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য এবং এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করার জন্য।

১৯০৭ সালে ফেডারেশন সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি নাম ধারণ করে। এই পার্টি ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি গঠনের জন্য স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের বামপন্থী অংশের সংগে যুক্ত হয়। ১৯২০ সালে এই দলের অধিকাংশ সদস্য গ্রেট বৃটেনে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে অংশ গ্রহণ করে। পৃঃ ১০

৭। ১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বর এফ. এ. সোর্জকে লেখা এঙ্গেলস-এর চিঠি। পৃঃ ১০

৮। ১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর রাশিয়ায় একটি "শ্রমিক কংগ্রেস" এবং "ব্যাপক শ্রমিক দল"-এর মতো সুবিধাবাদী চিন্তাধারা উপস্থিত করেছিল অবলুপ্তিবাদীরা। অবলুপ্তিবাদীদের নেতা ছিলেন লারিন।

তাদের এই নামে অভিহিত করা হত এই কারণে যে তারা চেয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর বে-আইনী বিপ্লবী দলকে ভেঙ্গে দেওয়া হোক এবং তার জায়গায় ব্রিটিশ শ্রমিক দলের কাঠামো অনুযায়ী একটি "ব্যাপক" সুবিধাবাদী পাতি-বুর্জোয়া শ্রমিক দল গড়ে উঠুক। এই দলের কোন কর্মসূচী ছিল না, এদের সর্বোচ্চ সংস্থা ছিল "শ্রমিক কংগ্রেস," যাতে যোগ দিয়েছিল সোশ্যাল-

ডেমোক্রাটরা, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীরা এবং নৈরাজ্যবাদীরা। এই দল জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিত্যাগ করেছিল এবং জারের সরকার অনুমোদন করে এমন আইনসংগত কাজকর্মের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক দলকে নিশ্চিহ্ন করার অত্যন্ত ক্ষতিকর এই প্রচেষ্টার স্বরূপ লেনিন উদ্ঘাটিত করেছেন। এরা চেয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী অংশকে পাতি-বুর্জোয়া জনতায় পরিণত করতে। অবলুপ্তিবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীর কোন অংশকেই তাদের পেছনে সমবেত করতে পারে নি। ১৯১২ সালের জানুয়ারিতে আর. এস. ডি. এল. পি-র প্রাগ্ সম্মেলনে অবলুপ্তিবাদীদের পার্টি থেকে বার করে দেওয়া হয়।

পৃঃ ১০

৯। ১৮৬৯ সালে ফিলাডেলফিয়ায় গঠিত আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর একটি সংগঠন। ১৮৮১ সাল পর্যন্ত এটি একটি গোপন সংগঠনই থেকে গেছল, এরা রহস্যজনক আচার অনুষ্ঠান পালন করত, প্রকাশ্যে কাজকর্ম শুরু করার পরেও কিছু কিছু গোপন আচার আচরণ এদের মধ্যে থেকে গেছল। জাতি, ধর্ম বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত শিল্পের দক্ষ অদক্ষ যে কোন শ্রমিক এই সংগঠনের সদস্য হতে পারত। এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকশ্রেণীকে শিক্ষিত করে তোলা এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংহতির মাধ্যমে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা। এই সংগঠনের নেতারা শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দল গঠনের বিরোধী ছিলেন। এই সংগঠন মনে করত পুঁজিবাদের পাপ দূর করার সর্বশ্রেষ্ঠ পথ হল সমবায়।

১৮৮০ সালে যখন এই সংগঠন বিকশিত হয় তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ধর্মঘটের উত্তাল তরঙ্গ। ১৮৮৬ সাল নাগাদ এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০০,০০০, এর মধ্যে নিগ্রোর সংখ্যা ৬0,000 জন। কিন্তু নেতৃত্ব দিনে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবীতে শ্রমিকদের যে দেশব্যাপী ধর্মঘট হচ্ছিল তার বিরোধিতা করেন। তাঁরা এই সংগঠনের সদস্যদের ধর্মঘটে অংশগ্রহণ থেকে বিরত করে ধর্মঘট ভাঙার কাজে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এই সংগঠনের সাধারণ কর্মীরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন। নেতৃত্বের সুবিধাবাদী নীতিরফলে ১৮৮৬ সালের পর এই সংগঠন জনসাধারণের আস্থা হারায় এবং ৯০-এর দশকের শেষ দিকে ভেঙে যায়।

পৃঃ ১২

১০। "লাসালপন্থী"—জার্মান শ্রমিকদের সাধারণ সমিতির সদস্যবৃন্দ,

জার্মান শ্রমিকদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন, ল্যাসালের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে ১৮৬৩ সালে লিপজিগে শ্রমিক সমিতি সমূহের কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত। এই সংগঠন গড়ার মূল ঘটনার সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য আছে, কিন্তু ল্যাসালে, যিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি এই সমিতিকে চালিত করেছিলেন সুবিধাবাদী পথে। এই সমিতি সার্বজনীন ভোটাধিকার অর্জনের সংগ্রাম এবং শান্তিপূর্ণ সংসদীয় কাজকর্মের মধ্যে নিজের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ রেখেছিল। লাসালপন্থীরা কৃষক শ্রেণীকে প্রতিক্রিয়াশীল জনতা বলে মনে করতেন এবং প্রুশিয়া কর্তৃক পরিচালিত রাজতান্ত্রিক যুদ্ধের মাধ্যমে "ওপর থেকে" জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের প্রতিক্রিয়াশীল পথকে সমর্থন করতেন। এই সমিতি ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল।

শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি এবং ক্রমবর্ধমান সরকারী পীড়নের ফলে ১৮৭৫ সালের গোথা কংগ্রেসে এই সমিতি এবং জার্মানীর মার্কসবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক দলের সংযুক্তি ঘটে, এই দল গঠন করেন অগাস্ট বেবেল এবং উইলহেলম লিবক্নেখট। জার্মানীর নতুন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক দলে লাসালপন্থীরা গড়ে তুলেছিলেন একটি সুবিধাবাদী চক্র। পৃঃ ১৩

১১। "গেসচিয়েটে দোর দেউৎসচেন সোজিয়াল-ডেমোক্রাট-এ" (জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির ইতিহাস), ফ্রানজ মেহেরিন। পৃঃ ১৪

১২। ১৮৭৮ সালে বিসমার্ক সরকার জার্মানীতে চালু করেছিল সমাজতন্ত্র-বিরোধী আইনটি। এই আইনে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দল, সমস্ত শ্রমিক সংগঠন এবং শ্রমিকদের সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হয়েছিল। অগাস্ট বেবেল এবং উইলহেলম লিবক্নেখট-এর নেতৃত্বে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা ব্যাপকভাবে বেআইনী কার্যকলাপ চালাচ্ছিলেন, তার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এই দলের প্রভাব প্রকৃতপক্ষে প্রসারিত হয়েছিল। ১৮৯০ সালে রাইখস্টাগের নির্বাচনে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা প্রায় ১,৫০০,০০০ ভোট পেয়েছিলেন এবং সরকার সেই বছরই আইনটি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পৃঃ ১৪

১৩। ১৮৭৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর এফ. এ. সোর্জকে লেখা মার্কস-এর চিঠি। পৃঃ ১৪

১৪। ১৯ শতকের শেষ দিকে জার্মানীতে আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল একটি মার্কসবাদ বিরোধী ঝোঁক, সুবিধাবাদী জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট এডওয়ার্ড বার্ণস্টেইনের নামানুসারে এই ঝোঁককে চিহ্নিত করা হয়। পৃঃ ১৫

১৫। ১৮৮৪ সালের শেষদিকে জার্মান সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলার বিসমার্ক জার্মানীর মুঠেরা ঔপনিবেশিক নীতির স্বার্থে দাবী করেছিলেন যে পূর্ব. এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকায় জাহাজ চলাচল শুরু করার জন্য রাইখস্টাগকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জাহাজ কোম্পানী-গুলিকে ভরতুকি দেবার ব্যবস্থা অনুমোদন করতে হবে। এই দাবীর ভিত্তিতে রাইখস্টাগের বিতর্কে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গোষ্ঠীর দক্ষিণপন্থী অংশ পূর্ব এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ায় জাহাজ চলাচলের পক্ষে ভোট দেন। তাঁরা বলেছিলেন যে তাঁরা আফ্রিকা এবং অন্যান্য জায়গায় জাহাজ চলাচলের পক্ষে ভোট দেবেন, যদি জার্মান জাহাজ নির্মাণ কারখানাগুলিকে নতুন জাহাজ তৈরীর অর্ডার দেওয়া হয়। এই প্রস্তাব বাতিল হবার পরেই এই গোষ্ঠী ভরতুকির বিরুদ্ধে ভোট দেন।

১৮৮৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এংগেলস সোর্জকে লেখা চিঠিতে এই সুবিধাবাদী নীতিকে প্রচণ্ড নিন্দা করেন। পৃঃ ১৫

১৬ ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের উদ্যোগে এবং অন্যান্য দেশের সমাজতন্ত্রীদের সমর্থনে ১৮৮৯ সালের ১৪-২০ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় "আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কর্মী সম্মেলন"। ফরাসী সম্ভাবনাবাদী-দের মধ্যেকার সুবিধাবাদী অংশ এবং বৃটেনের সোশ্যাল ডেমো-ক্রাটিক ফেডারেশন এই মহা সম্মেলনের প্রস্তুতি এবং কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করা চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের এই চেষ্টার প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন এংগেলস, যিনি মহা সম্মেলনের প্রস্তুতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এংগেলস এবং বিপ্লবী মার্কসবাদীরা সম্ভাবনাবাদী এবং এস. ডি. ফেডারেশনের নেতৃত্বের প্রচেষ্টা সর্ব-সাধারণের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দখলের যে প্রচেষ্টা তাঁরা করেছিলেন তা' বান-চাল করে দিয়েছিলেন। বিপ্লবী মার্কসবাদের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রী দলগুলি আন্তর্জাতিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। যদিও আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কর্মী মহাসম্মেলন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শুরু করার কোন আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয় নি, তথাপি প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অংগীভূত মহাসম্মেলন।

সম্ভাবনাবাদীরা এবং বৃটেনের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারে-শনের নেতারা প্যারিসে সুবিধাবাদীদের একটি মহাসম্মেলন করেছিলেন। পৃঃ ১৬

১৭। "সম্ভাবনাবাদী" (পল ব্রুসে, বেনোইত ম্যালোন ইত্যাদি)—ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে একটি পাতি-বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ধারা।

১৮৮২ সালে সেণ্ট এটিনি কংগ্রেসে ফরাসী ওয়ার্কার্স পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হল তখন সম্ভাবনাবাদীরা তাঁদের ওয়ার্কার্স সোশ্যাল-রেভ-লিউশনারি পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী কর্মসূচী এবং রণনীতির বিরোধিতা করতেন, তাঁদের প্রস্তাব ছিল শ্রমিকরা কেবলমাত্র "সম্ভাবনা"র দিকেই ঝুঁকবে। সেই জন্যেই তাঁদের এই নামকরণ হয়। পৃঃ ১৬

১৮। "বাকুনিনপন্থী"—নৈরাজ্যবাদী মিখাইল বাকুনিনের অনুগামীরা, যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী জনগণের সমিতিতে (প্রথম আন্তর্জাতিক), যে সমিতি ১৮৬৪ সালে মার্কস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা মার্কসবাদের বিরুদ্ধে মরিয়াভাবে লড়াই করে শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ আনার চেষ্টা করেছিলেন এবং প্রথম আন্তর্জাতিকের মধ্যে একটি গোপন নৈরাজ্যবাদী আঁতাত গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৭২ সালে হেগ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাকুনিন এবং তাঁর অনুগামীদের প্রথম আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল।

পৃঃ ১৭

১৯। ১৮৮৮ সালের ২রা মে ফ্লোরেন্স কেলে-ইউসনিউইৎস্কিকে লেখা এঙ্গেলস-এর পত্রের থেকে একটি উদ্ধৃতি। পৃঃ ১৭

২০। "ফেবিয়ানস্"—১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ সংস্কারবাদী সংগঠনের ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্যবৃন্দ। রোমান সেনাপতি ফেবিয়াস ম্যাকসিমাস-এর (মৃত্যু ২০৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) নাম অনুসারে নামকরণ হয়েছে। এঁর উপাধি ছিল কুংকটেটর অর্থাৎ বিলম্বকারী। কারণ ইনি যুদ্ধের ঝুঁকি না নিয়ে হ্যানিবলের সৈনাদের নাজেহাল করার রণনীতি গ্রহণ করেছিলেন। ফেবিয়ান সোসাইটি সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সিডনী, বিয়াট্রিসে ওয়েব, বার্ণাড শ ইত্যাদি সহ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা।

ফেবিয়ানরা প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রাম অথবা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বারে বারে বলেছেন পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ব্যাপারটি শুধুমাত্র ছোটখাটো সংস্কার এবং ধীরভাবে পরিচালিত সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমেই আসতে পারে। ফেবিয়ান সোসাইটি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া প্রভাব ছড়াবার মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছে। লেনিন বলেছেন "এটা একটা চূড়ান্ত সুবিধাবাদী ঝোঁক।" ১৯০০ সালে ফেবিয়ান সোসাইটি লেবার পার্টির সংগে যুক্ত হয়। ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র লেবারিটিজ-এর অন্যতম উৎস। পৃঃ ১৮

২১। ১৮৯৩ সালের ১৮ই জানুয়ারি এফ. এ. সোর্জকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ১৮

২২। "দেকাজেভিলে ধর্মঘট"—১৮৮৬সালের জানুয়ারিতে দেকাজেভিলেতে ফরাসী শ্রমিকরা ধর্মঘট করে, এই ধর্মঘট দমন করা হয় সরকারী বাহিনীর সাহায্যে। সরকার ও মালিক পক্ষের কাজকর্মের বিরুদ্ধে ফরাসী সমাজতন্ত্রীরা গণ-প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিলেন। র‍্যাডি-কালসহ বুর্জোয়া ডেপুটিরা খনি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নকে সমর্থন করেছিলেন। এর ফলে শ্রমিক পক্ষের ডেপুটিরা র‍্যাডি-কালদের ত্যাগ করেছিলেন এবং ডেপুটিদের চেম্বারে স্বতন্ত্র শ্রমিক গোষ্ঠী গঠন করেছিলেন। এঙ্গেলস ফ্রান্সে এই ঘটনাপ্রবাহের ওপর নজর রেখেছিলেন এবং চেম্বারে ফরাসী প্রলেতারিয়েতের প্রথম বলিষ্ঠ এবং স্বাধীন পদক্ষেপের ওপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। পৃঃ ২২

২৩। প্রসংগটি রুশ মেনশেভিকদের সম্পর্কে, যারা ১৯০৫-১৭ সালের বিপ্লবের সময় প্রাদেশিক বিপ্লবী সরকারে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক সংগঠনগুলির অংশ গ্রহণের বিরোধিতা করেছিল।

"মেনশেভিক"—রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে এটি একটি সুবিধাবাদী ঝোঁক। ১৯০৩ সালে রুশ সোশ্যাল-ডেমো-ক্রাটিক লেবার পার্টির (আর.এস.ডি.এল.পি.) দ্বিতীয় কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় সংগঠনের নির্বাচনে লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে (সংখ্যাগরিষ্ঠতার রুশ প্রতিশব্দ 'বলশিনস্তভো,' তার থেকেই বলশেভিক নামটির উৎপত্তি) এবং সুবিধাবাদীরা হয়ে পড়ল সংখ্যালঘিষ্ঠ (সংখ্যা লঘিষ্ঠতার রুশ প্রতিশব্দ 'মেনশিনস্তভো', তার থেকেই মেনশেভিক নামটির উৎপত্তি)।

১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লবের সময় মেনশেভিকরা বিপ্লবে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বের বিরোধিতা করেছিল, শ্রমিকশ্রেণীর সংগে কৃষক শ্রেণীর মৈত্রীরও তারা বিরোধিতা করেছে এবং উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সংগে যুক্ত হারে দাবী জানিয়েছে, তাদের মতে উদার-নৈতিক বুর্জোয়ারাই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে। ১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লবের পর যখন প্রতিক্রিয়া শুরু হল তখন মেনশেভিকদের অধিকাংশই পরিণত হল অবলুপ্তিবাদীতে: তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী বেআইনী দলকে ভেঙে দিতে চেয়েছিল। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মেনশেভিকরা

বুর্জোয়া প্রাদেশিক সরকারে যোগ দেয়, এই সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতি সমর্থন করে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, যে বিপ্লবের প্রস্তুতি তখন চলছিল।

১৯১৭ সালের অক্টোবরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মেনশেভিকরা প্রতিবিপ্লবী পুঁজিবাদী এবং জমিদারদের পাশে দাঁড়িয়ে সোভিয়েত জনগণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। পৃঃ ২৩

২৪। ১৮৭৭-৭৮ সালে রুশ-তুর্কী লড়াই। পৃঃ ২৩

২৫। "রাষ্ট্রীয় দুমা"—১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর জার সরকার এই প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদ প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এটি একটি পরিষদীয় সংস্থা, কিন্তু এই সংস্থার প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না। এই সংস্থার নির্বাচন প্রত্যক্ষ, সমভিত্তিক অথবা সাধারণ ছিল না। শ্রমিকশ্রেণী এবং অ-রুশ জাতির নির্বাচনী অধিকার সংকুচিত করা হয়েছিল, পরন্তু শ্রমিক এবং কৃষকদের একটি বড় অংশের ভোটাধিকার একেবারেই ছিল না। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর ১১ (২৪) নির্বাচনী আইন অনুসারে একজন বড় ভূস্বামীর ভোট ৩জন শহুরে পুঁজিপতি, ১৫জন কৃষক এবং ৪৫জন শ্রমিকের ভোটের সমান।

প্রথম দুমা (এপ্রিল-জুলাই ১৯০৬) এবং দ্বিতীয় ডুমা (ফেব্রুয়ারী-জুন ১৯০৭) জার সরকার বাতিল করেছিল। ১৯০৭ সালের ৩রা জুনের অভ্যুত্থানের পর সরকার একটি নতুন নির্বাচনী আইন জারি করে, যে আইনে শ্রমিক, কৃষক এবং শহুরে পাতি-বুর্জোয়াদের অধিকার আরও খর্ব হল এবং তৃতীয় (১৯০৭-১২) এবং চতুর্থ (১৯১২-১৭) দুমার ওপর বৃহৎ ভূস্বামী এবং পুঁজিপতিদের অধিকার আরও পূর্ণাংগ হল। পৃঃ ২৪

২৬। ১৮৭৯ সালের আগস্টে বেআইনী বিপ্লবী সংগঠন জেমলিয়া ই ভোলিয়া (জমি ও স্বাধীনতা) দুটি পার্টিতে বিভক্ত হয়েছিল: নারোদনায়া ভোলয়া (জনমত) এবং কোরনে পেরেডেল (সাধারণ পুনর্বণ্টন)।

নারোদনায়া ভোলয়া গোষ্ঠীর (নারোদোভলৎসি) সদস্যারা—ঝেলিয়াবোভ. পেরোভস্কায়া, মিখাইলোভ, মোরোজভ, ফিগনার, ক্রোলেংকো ইত্যাদি—রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ নিয়েছিলেন, তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে স্বৈরতন্ত্রকে উৎখাত করা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা তাঁদের প্রধান কাজ। তাঁদের কর্মসূচী সার্বজনীন ভোটাধিকার, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং জনগণের হাতে জমি ফিরিয়ে দেওয়ার ভিত্তিতে নির্বাচিত "স্থায়ী গণ প্রতি-

শিথিরকে" তুলে ধরেছে। তারা প্রধানতঃ নৈরাজ্যবাদী পদ্ধতিতে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। নারোদোভলৎসিদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যাপক সমর্থন ছাড়াই মুষ্টিমেয় বিপ্লবী স্বৈরতন্ত্রকে সন্ত্রস্ত, বিচ্ছিন্ন এবং ধ্বংস করতে পারবে। তারা কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী আমলাকে হত্যা করার কয়েকটি প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং ১৮৮১ সালের ১লা মার্চ দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে হত্যা করেন। জার সরকার প্রচণ্ড দমনপীড়ন চালান এবং ৮০-র দশকের পরবর্তী পর্বে গোষ্ঠীটি ভেঙে যায়।

ঠিক বিপরীতভাবে, সাধারণ পুনর্বিন্যাস গোষ্ঠী জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামের গুরুত্বকে খাটো করে দেখেছিল এবং প্রচারাভিযানকেই তারা প্রধান কাজ বলে মনে করেছিল। কয়েকজন (প্লেখানভ, আক্সেলরদ, জাসুলিচ, দেউৎস এবং ইগনাতভ) মার্কসবাদী হয়ে গেছলেন এবং ১৮৮৩ সালে বিদেশে প্রথম রুশ মার্কসবাদী সংগঠন গড়ে তোলেন, শ্রমিক গোষ্ঠীর মুক্তি।

পৃঃ ২৪

২৭। ১৮৮৫ সালের ২৩শে এপ্রিল ভেরা জাসুলিচকে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস প্লেখানভের *আমাদের পার্থক্য* বইটি এবং রাশিয়ার আসন্ন বিপ্লবের প্রকৃতি সম্পর্কে লিখেছিলেন। পৃঃ ২৫

২৮। *সাম্রাজ্যবাদী সংবিধানের জন্য জার্মানীর প্রচার* বিষয়ক এঙ্গেলস-এর ধারাবাহিক রচনার মধ্যে একটি প্রবন্ধ সাধারণতন্ত্রের স্বার্থে আত্মোৎসর্গ। পৃঃ ২৫

২৯ '১৮৬২ সালের বাস্তুভূমি আইনে' সমস্ত মার্কিন নাগরিককে রাষ্ট্রের থেকে বিনা খরচে অথবা নামমাত্র খরচে ১৬০ একর পর্যন্ত জমি পাবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, পাঁচ বছরের মধ্যেই এই জমি জোতদারের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। পৃঃ ২৫

৩০। আর. এস. ডি. এল. পি-র "স্টকহলম্ (ঐক) কংগ্রেস্।" অধিবেশন হয়েছিল ১৯০৬ সালের ১০ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত (২৩ এপ্রিল—৮ মে)। এর আলোচ্য সূচীর অন্যতম প্রধান ছিল কৃষি-সমস্যা পৃঃ ২৯

৩১। "যুক্তির কাছে আবেদন"—১৮৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত মার্কিন সমাজতান্ত্রিক সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন এবং ১৯১৯ সালে প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পৃঃ ৩৬

৩২। "নোভয়ে ভ্রেমিয়া" (নয়া যুগ)—১৮৬৮ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত রাশিয়ায় প্রকাশিত রাজতন্ত্রী সংবাদপত্র। পৃঃ ৩৬

৩৩। "প্রথম বলকান যুদ্ধ" (অক্টোবর ১৯১২—এপ্রিল ১৯১৩)—বালগেরিয়া, গ্রীস, সার্বিয়া এবং মোণ্টেনেগ্রো প্রমুখ বলকান রাষ্ট্রগুলি মোর্চা গঠন করে এবং স্লাভ ও গ্রীক জাতি অধ্যুষিত ম্যাসিডোনিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলকে মুক্ত করার জন্য তুরস্কের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে। তুরস্ক পরাস্ত হয় এবং ১৯১৩ সালের মে মাসে লণ্ডনে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি অনুসারে তার অধিকৃত অঞ্চলের একটি বড অংশ হাত ছাড়া হয়ে যায়। ম্যাসিডোনিয়াকে বালগেরিয়া সার্বিয়া এবং গ্রীসের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, থ্রেসের একটি বড় অংশ বালগেরিয়ার অধীনে আসে, আলবেনিয়া একজন জার্মান যুবরাজের অধীনে "স্বাধীন" রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হয়।

পৃঃ ৪৩

৩৪। "প্রগতিবাদী, প্রগতিবাদী দল"—১৯১২ সালের নভেম্বরে রুশ রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের একটি দল গঠিত হয়। লেনিন লিখেছিলেন, এঁরা চান "অ-গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার এবং দ্বিপরিষদ অবস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়েওঠা সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ অধিকার যুক্ত সংস্কারবাদী সংবিধান। তাঁরা চেয়েছিলেন "জাতীয় শিল্পের" জন্য নতুন বাজার খোঁজার সশস্ত্র "দেশপ্রেমিক" নীতি অনুসরণকারী একটি "বলিষ্ঠ কর্তৃপক্ষ"। এঁদের নেতাদের মধ্যে ছিলেন মস্কোর বৃহৎ ব্যবসায়ী রেবুমিনস্কি এবং কোনভ্যালভ। ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর প্রগতিবাদীরা সোভিয়েত জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে যোগ দেন।

"ক্যাডেট, সাংবিধানিক-গণতান্ত্রিক দল"—১৯০৫ সালের অক্টোবরে প্রতিষ্ঠিত রাশিয়ার উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের প্রধান দল। ক্যাডেটরা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র চেয়েছিলেন। ১৯০৫-০৭ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবে তাঁরা নিজেদের "গণমুক্তি" দল হিসেবে গড়ে তোলেন। তবে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে জনগণের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিলেন এবং কিভাবে বিপ্লবকে ধ্বংস করা যায় সে সম্পর্কে জার সরকারের সংগে গোপন চুক্তি করেছিলেন। দুমায় "বিরোধী" দলের ভূমিকা পালন করার সময় ক্যাডেটরা জার সরকারকে ক্ষমতা দখল করতে দিয়েছিলেন এবং এই সরকারের প্রধান প্রধান অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতিকে সমর্থন করেছিলেন।

১৯১৪-১৯১৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় ক্যাডেট নেতা মিলিউকোভ ও অন্যান্যরা রুশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা পরিচালিত অতিরঞ্জন তত্ত্বের প্রধান তাত্ত্বিক ছিলেন। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর তাঁরা বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারে যোগ দেন এবং শ্রমিক কৃষকের বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তাঁরা বৃহৎ ভূসম্পত্তি রক্ষা করেছেন এবং জনগণ যাতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়ে যান সে চেষ্টা করেছেন। ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ক্যাডেটরা সোভিয়েত জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেন। পৃঃ ৪৩

৩৫। ১৯০৭ সালের ৩ জুন জার সরকার একটি অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল: এই সরকার দ্বিতীয় দুমা ভেঙ্গে দেন, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ডেপুটিদের গ্রেপ্তার করেছিলেন এবং একটি নতুন নির্বাচনী আইন জারি করেছিলেন যাতে ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের আরও আসন দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং কৃষক ও শ্রমিকদের আসন কেটে ছোট করে দেওয়া হয়েছিল, রাশিয়ার এশীয় অংশ এবং আস্ত্রাখানের ও স্তাভরোপোল গুবেরনিয়ার জনগণের নির্বাচনী অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং পোল্যাণ্ড ও ককেশাসের জনসাধারণের ভোটাধিকারকে অর্ধেক কমিয়ে ফেলা হয়েছিল। এই নির্বাচনী আইনের ভিত্তিতে ১৯০৭ সালের নভেম্বরে যে তৃতীয় দুমা ডাকা হয়েছিল তা' গড়ে ওঠে অতি-প্রতিক্রিয়াশীল এবং রাজতন্ত্রীদের নিয়ে। পৃঃ ৫২

৩৬। ১৯১১ সালের বিপ্লবের ফলে চীন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃঃ ৫৩

৩৭ দুমায় বলশেভিক ডেপুটিদের জন্য "শিল্প দপ্তরের নীতি বিষয়ক প্রশ্ন" শীর্ষক ভাষণটির খসড়া তৈরী করেন লেনিন। ১৯১৩ সালের ৪ জুন (১৭) ডেপুটি বাদাইয়েভ এই ভাষণটি দিয়েছিলেন ১৯১৩ সালের জনশিক্ষা বিষয়ক বাজেট কমিশনের রিপোর্ট সংক্রান্ত বিতর্ককালে। বাদাইয়েভ ভাষণটির বৃহত্তর অংশের প্রায় প্রতিটি শব্দ পড়েছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। এই সরকারকে কি জনগণের ক্ষমতাচ্যুত করা উচিত নয়?—এই মন্তব্য করলে তা' বৈধতার প্রশ্নে খারিজ হয়ে যায়। পৃঃ ৫৯

৩৮। বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জারের পুলিস যে রাজতন্ত্রী দল গঠন করে তারই নাম "কৃষ্ণ শত"। তারা বিপ্লবীদের খুন করেছে, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের আক্রমণ করেছে এবং ইহুদি বিরোধী কর্মসূচী সংগঠিত করেছে। পৃঃ ৬০

৩৯। "অকটোবরপন্থী, ১৭ অকটোবর ইউনিয়ন"—রাশিয়ার সাংবিধানিক স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৯০৫ সালের ১৭ই অকটোবর জার ঘোষিত ইশতাহার জারি করার পর ১৯০৫ সালের নভেম্বরে রাজতন্ত্রী বৃহৎ পুঁজিপতিদের একটি দল গড়ে ওঠে। দলটি জনগণের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করতেন। বৃহৎ পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই এই দল গড়ে উঠেছিল। এঁরা নিজেদের রাজ্য চালাতেন পুঁজিবাদী পথে। এই দল জারের প্রতিক্রিয়াশীল অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতিকে সমর্থন করতেন। রাশিয়ায় সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের পর অকটোবরপন্থীরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে সোভিয়েত জনগণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য ক্যাডেটদের সংগে যোগ দেন। পৃঃ ৬২

৪০। "বুণ্ড"—লিথুয়ানিয়া, পোল্যাণ্ড এবং রাশিয়ার সাধারণ ইহুদি শ্রমিক ইউনিয়নের সংক্ষিপ্ত নাম। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৭ সালে। এই দলের অধিকাংশ সদস্যই রাশিয়ার পশ্চিমের জেলাগুলির ইহুদি হস্তশিল্পী। বণ্ডপন্থীরা সুবিধাবাদী মেনশেভিক নীতি অনুসরণ করতেন। তাঁদের ওপর জাতীয়তাবাদী ইহুদি বুর্জোয়াদের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল এবং তাঁরা রাশিয়ার ইহুদি শ্রমিকদের অন্যান্য জাতির শ্রমিকদের থেকে পৃথক করেছিলেন। ১৯১৭ সালের অকটোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বণ্ড নেতৃত্ব বুর্জোয়া এবং ভূস্বামী প্রতি-বিপ্লবীদের সংগে যোগ দিয়েছিলেন সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। ১৯২১ সালে বণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। পৃঃ ৭৫

৪১। এংগেলস-এর "এণ্টি ড্যুরিং, হের ইউজেন দ্যুরিংস্-এর বিজ্ঞানে বিপ্লব"। পৃঃ ৮৬

৪২। গণতান্ত্রিক জেমস্তোভ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি জারপন্থী আমলাদের দৃষ্টিভংগীর উল্লেখ লেনিন করেছেন। এই বুদ্ধিজীবীরা হলেন চিকিৎসক, যন্ত্রবিদ্, পরিসংখ্যানবিদ, শিক্ষক, কৃষিবিদ ইত্যাদি। সামারা ডেপুটি গভর্নর জেনারেল কোনডোইডি ১৯০০ সালে এক বক্তৃতায় এঁদের "তৃতীয় উপাদান" বলে উল্লেখ করেছিলেন। জেমসতোভ বুদ্ধিজীবীদের চিহ্নিত করার জন্য সাহিত্যে এই অভিধাটি ব্যবহার করা হয়েছে। পৃঃ ৯১

৪৩। ১৯০৭ সালের আগস্টে স্টুটগার্ট-এ অনুষ্ঠিত হল *আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেস*। উপনিবেশ বিষয়ক বিতর্কে ওলন্দাজ সমাজ-তন্ত্রীদের প্রতিনিধি ভ্যান কোল, জার্মান সুবিধাবাদী বার্নস্টেইন এবং ডেভিড জার্মান প্রতিনিধিদের অধিকাংশের তরফ থেকে বক্তব্য

পেশ করতে গিয়ে উপনিবেশ বিষয়ক প্রস্তাবের মধ্যে নিম্নলিখিত ধারা যোগ করার কথা বলেন। লেনিন এই ধারাগুলিকে "সর্বনাশা" বলে অভিহিত করেছেন। ওই ধারায় ছিল: "এই কংগ্রেস নীতিগতভাবে এবং কোন সময়েই ঔপনিবেশিক নীতির নিন্দা করবে না। এই নীতি সমাজতান্ত্রিক শাসনে পরিণত হয় সভ্যতার কাজে।" লেনিন বলেছিলেন: "বাস্তবে এই নীতি বুর্জোয়া নীতির কাছে প্রত্যক্ষভাবে আত্মসমর্পণের নামান্তর। এটা বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীর কাছেও আত্মসমর্পণ বিশেষ। বুর্জোয়া নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী ঔপনিবেশিক যুদ্ধ এবং দমন-পীড়নের ব্যাপারকে সংগত বলে মনে করে। এই কংগ্রেস খুব সঠিকভাবেই প্রস্তাব থেকে উপরোক্ত কথাগুলিকে বাদ দিয়েছিল এবং পূর্ববর্তী প্রস্তাবে যা ছিল তার চেয়ে কঠিনতর ভাষায় ঔপনিবেশিক নীতির নিন্দা করেছেন।" পৃ: ৯২

৪৪। টীকা ৮ নং দ্রষ্টব্য। পৃ: ৯২

৪৫। সম্পাদক ফিজেরাল্ডের কাছ থেকে ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে লেনিনের পাওয়া চিঠি। চিঠিটি সমাজতন্ত্রী প্রচার লীগের প্রচারপত্রের জবাবে এই লীগের সম্পাদকের চিঠি। ২০জন মার্কিন সমাজতন্ত্রী প্রচারপত্রটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। পৃ: ১০০

৪৬। *আমেরিকার সমাজতন্ত্রী দল*—১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্কারপন্থী, সুবিধাবাদী দল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই দলের দক্ষিণপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নীতি সমর্থন করেছিলেন। বিপ্লবী সংখ্যালঘুরা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। এঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাথমিক রূপ গড়ে তোলেন যা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালে।

আমেরিকার "সমাজতন্ত্রী শ্রমিক দল" ১৮৭৬ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের উত্তর আমেরিকা শাখা, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি এবং একাধিক সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীর মিলনের ফলে গড়ে ওঠে। এই দলের অধিকাংশ সদস্যেরই জন্ম বিদেশে। এই দলের সংগে প্রলেতারিয়েত জনগণের ব্যাপক যোগ ছিল না। দলটি গোঁড়া প্রকৃতির। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই দলের ঝোঁক ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদী। পৃ: ১০২

৪৭। 'জিমেরওয়াল্ড' (সুইজারল্যাণ্ড) আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রীদের ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের একটি রূপ। এতে রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী ইত্যাদি ১১টি ইউরোপীয় দেশের

সমাজতন্ত্রীরা যোগ দেন। লেনিন বলেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটি "প্রথম পদক্ষেপ।"

এই সম্মেলনে লেনিনের নেতৃত্বে (জিমেরওয়াল্ড বাম) প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদী গোষ্ঠীর সংগে মধ্যপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সংগ্রামের চিত্র ফুটে ওঠে। জিমেরওয়াল্ড বামরা বিশ্বযুদ্ধ এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কাজ সম্পর্কে নিজস্ব খসড়া ইশতাহার এবং খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁরা সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের সংগে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনার জন্য জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানান।

সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জিমেরওয়াল্ড বামের প্রস্তাবগুলি বাতিল করে দেয়। একটি ইশতাহার গৃহীত হয় যাতে বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কঠোর সমালোচনা করতে গিয়ে শ্রমিক-শ্রেণীর সামনে যে বিপ্লবী দায়িত্ব এসেছে তার উল্লেখ করা হয় নি। ইশতাহার প্রকাশিত হয়েছিল জিমেরওয়াল্ড সমিতি গঠনের ভিত্তি হিসাবে এবং আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কমিশনের, এর কার্যকরী সমিতির নির্বাচনের ভিত্তি হিসাবে।

জিমেরওয়াল্ড বাম একটি ব্যুরো নির্বাচিত করে, এই ব্যুরো নির্বাচনের পর বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী গোষ্ঠীগুলিকে ঐক্য-বদ্ধ করার কাজ নেয়। পৃঃ ১০২

৪৮। বইটি লেখা হয় ১৯১৫ সালে। ১৯১৬ সালের গোড়ায় লেনিন বার্নে থাকাকালীন এই বইটির পাণ্ডুলিপি ম্যাকসিম গোর্কিকে পাঠিয়েছিলেন পেত্রোগ্রাদে প্রকাশের জন্য। এটি প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯০০-১৯১০ সালের লোক গণনার পরিসংখ্যান সারণীর পরিকল্পনা ও বিষয়বস্তু থেকে পরিবর্তন—সম্বন্ধীয় টীকা ১৯৩২ সালে "লেনিন মিসেল্যানির", ১৯নং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

লেনিন বইটি দ্বিতীয় খণ্ড যাতে জার্মানীর সম্বন্ধে আলোচনা ছিল সেটি লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। পৃঃ ১০৪

৪৯। "সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাট" (সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট) একটি বেআইনী সংবাদপত্র, আর.এস.ডি.এল.পির, কেন্দ্রীয় মুখপত্র। এটি প্রকাশিত হয় ১৯০৮ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত।

১৯১৪ সালের ১২ ডিসেম্বর 'সোৎসিয়াল ডেমোক্র্যাট' ৩৫নং সংখ্যায় প্রকাশিত "মৃত শোভিনিজম এবং জীবন্ত সমাজতন্ত্র" প্রবন্ধে এটি উল্লেখ করেছেন। (লেনিন, 'সংগৃহীত রচনাবলী,' খণ্ড ২১, পৃঃ ৯৪-১০১)

পৃঃ ১৯৫

৫০। লেনিনের লেখা, ১৯১৪ সালের ১ নভেম্বর সোৎসিয়াল-ডেমোক্র্যাট-৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত "যুদ্ধ এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাসি" (লেনিন, "সংগৃহীত রচনাবলী" খণ্ড ২১. পৃঃ ২৫-৩৪ দ্রষ্টব্য)! পৃঃ ১৯৫

৫১। "জার্মানীর আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী" (আই,এস,ডি,) বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটি গোষ্ঠী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আবির্ভূত হয়। জিমেরওয়াল্ড বাম-এর সংগে যোগ দেয়। এই গোষ্ঠীর সংগে জনসাধারণের যোগ ছিল না। অল্প দিনের মধ্যে গোষ্ঠীটি ভেঙে যায়। পৃঃ ১৯৫

৫২। "কাউৎস্কিপন্থী"—জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে মধ্যপন্থীদের নেতা কার্ল কাউৎস্কির অনুগামী।

"মধ্যপন্থা"—আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে একটি সুবিধাবাদী ঝোঁক। এই ঝোঁকের প্রতিনিধিরা চিহ্নিত সুবিধাবাদ এবং বিপ্লবী বামপন্থীদের মধ্যবর্তী পথ গ্রহণ করেন। সেইজনাই এঁদের মধ্যপন্থী বলা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপন্থীরা সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের নীতি সমর্থন করেন, তবে শান্তিবাদী স্লোগানও তাঁরা দেন। এইভাবে মধ্যপন্থীরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে শ্রমিকদের দৃষ্টিকে সরিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা এই ধারণা ছড়িয়েছেন যে যদি সাম্রাজ্যবাদীরা ক্ষমতায় থাকে তাহলে "দখলদারী ছাড়াই গণতান্ত্রিক শান্তি" আসবে। পৃঃ ১৯৫

৫৩। "ভোরওয়ার্টস" (অগ্রগামী)—একটি দৈনিক। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কেন্দ্রীয় মুখপত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই পত্রিকা সোশ্যাল-শোভিনিস্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, জার্মান সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতি সমর্থন করেছিল এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। পৃঃ ১৯৫

৫৪। "১৮৯৮ সালের স্পেন-মার্কিন যুদ্ধ"—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়েছিল তার উপনিবেশগুলি দখল করার জন্য। এই যুদ্ধ শুরু হয় ১৮৯৮ সালের এপ্রিলে। কতকগুলি সংঘর্ষের পর স্পেন পরাজয় স্বীকার করে এবং লাতিন আমেরিকায় তার শেষ উপনিবেশগুলি: কিউবা, পোর্তো-রিকো এবং ফিলিপাইন্স ও গুয়াম হাত ছাড়া হয়ে যায়।

১৮৯৮ সালের ডিসেম্বরে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি অনুসারে পোর্তো-রিকো গুয়াম এবং ফিলিপাইনস মার্কিন উপনিবেশে পরিণত হয়। কিউবাকে স্বাধীন সাধারণতন্ত্র হিসাবে নামমাত্র স্বীকৃতি দেওয়া হয় বটে, তবে সংবিধানে একটি সংশোধনী যোগ করে দেওয়া হয় যাতে কিউবার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের অধিকার স্বীকৃত হয়। মার্কিন সরকার এবং একচেটিয়া পুঁজি কিউবার আসল প্রভু হয়ে দাঁড়ায়।

কিউবা, পোর্তো রিকো, ফিলিপাইনস-এর যে জনসাধারণ দীর্ঘকাল স্পেনীয় উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন তাঁরা তাঁদের নতুন প্রভুদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যান।

"১৮৯৯-১৯০২ সালের ইংগো-বুয়র যুদ্ধ"—ট্রান্সভাল এবং অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের দক্ষিণ আফ্রিকা সাধারণতন্ত্রসমূহের বুয়রদের বিরুদ্ধে বৃটেন যুদ্ধ চালিয়েছে এই সাধারণতন্ত্রগুলিকে ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত করার জন্য এবং তাদের স্বর্ণ ও হীরক ভাণ্ডারের ওপর হাত দেবার জন্য। বুয়ররা উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সংগে লড়াই করে, কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে তাঁরা ছিল অসম্ভব রকম অল্প। প্রতিটি বুয়র গেরিলা পিছু ১০ জন ব্রিটিশ সৈন্য ছিল। ১৯০২ সালের মে মাসে বুয়র নেতারা যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হন তাতে বুয়র সাধারণতন্ত্রগুলি তাদের স্বাধীনতা হারায় এবং ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়। এই প্রজাতন্ত্রগুলি এর পরেই দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ব্রিটিশ স্বায়ত্ত শাসিত উপনিবেশ হিসাবে গড়ে ওঠে ১৯১০ সালে।

পৃঃ ১৯৭

৫৫। "চেমনিৎস্ কংগ্রেস"—১৯১২ সালের সেপ্টেম্বরে চেমেনিৎস-এ অনুষ্ঠিত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটি কংগ্রেস।

"বাসলে কংগ্রেস"—আসন্ন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ এবং সংঘটিত বলকান যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য ১৯১২ সালের নভেম্বরে ডাকা হয় একটি আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কংগ্রেস (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিশেষ কংগ্রেস)। এই কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব (ইস্তাহার) গ্রহণ করে সব দেশের সমাজতান্ত্রিকদের "যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ" গড়ে তোলার আহ্বান জানান হয়। "পুঁজিবাদের স্বার্থে এবং পুঁজিপতিদের মুনাফার জন্য, রাজ বংশের মর্যাদা এবং গোপন কূটনৈতিক চুক্তির জন্য পরস্পর পরস্পরকে গুলি করে মারা" প্রলেতারিয়েতের কাছে "অপরাধ"। কিন্তু যদি ঘটনাচক্রে যুদ্ধ বেঁধে যায় "তাহলে সমাজতন্ত্রীরা এই যুদ্ধের দ্রুত নিষ্পত্তির

জন্য অবশ্যই হস্তক্ষেপ করবে- জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধের দ্বারা সৃষ্ট রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংকটকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে এবং পুঁজিবাদী শ্রেণীর শাসনের অবসানকে ত্বরান্বিত করবে।"

১৯১৪ সালের জুলাই মাসে যখন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ বাঁধল তখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী নেতা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তাঁরা বাসলে প্রস্তাব বাস্তবায়িত করতে অস্বীকার করেন এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির পাশে গিয়ে দাঁড়ান। লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বলশেভিকরা, জার্মানীর লিয়েবনেখৎট্ এবং লুক্সেমবার্গ গোষ্ঠী, বৃটেনের জন ম্যাকলিয়ন ও অন্যান্য আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দলের কোন কোন গোষ্ঠী আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। তাঁরা বাসলে ইস্তাহারের সংগে সংগতি রেখে তাঁদের দেশের শ্রমিকদের সাম্রাজ্যবাদী সরকার ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার আহ্বান জানান।

পৃঃ ২২৫

৫৬। জি. ভি. প্লেখানভ। পৃঃ ২২৫

৫৭। "ফ্যাশোদা"—পূর্ব সুদানে শ্বেত নীলের ধারে একটি জনবহুল অঞ্চল। আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদী সংঘাতের একটি ঘটনা এখানে ঘটেছিল, যা বৃটেন এবং ফ্রান্সের মধ্যে প্রায় যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে একটি ফরাসী অভিযাত্রী সেনাদল ফ্যাসোদা অধিকার করে এবং একটি ফরাসী পতাকা উত্তোলন করে। সেপ্টেম্বরে সুদান দখল করার জন্য আফ্রিকায় প্রেরিত ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ফ্যাসোদায় অগ্রসর হয় এবং দাবী করে যে ফরাসীদের ফ্যাসোদা ছেড়ে যেতে হবে। ফ্রান্স এই দাবী প্রত্যাখ্যান করে। তখন বৃটেন রণং দেহি মনোভাব দেখায় এবং যুদ্ধের হুমকি দেয়। নভেম্বরে ফরাসী সরকার পিছু হটে এবং তার সেনাবাহিনীকে সরে আসার নির্দেশ দেয়। ১৮৯৯ সালে বৃটেন এবং ফ্রান্সের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে পূর্ব সুদান বৃটেন ও মিশরের শাসনাধীনে আনা হয়। প্রকৃতপক্ষে দেশটি পরিণত হয় ব্রিটিশ উপনিবেশে।

পৃঃ ২৬৪

৫৮। "সপ্ত বর্ষের যুদ্ধ" (১৭৫৬-৬৩)—প্রুশিয়া এবং বৃটেন লড়েছিল অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, রাশিয়া ও সুইডেনের এবং ১৭৬২ সাল থেকে স্পেনেরও বিরুদ্ধে।

পৃঃ ২৭৩

৫৯। মার্ক্‌স-এর *দি এইটিন্থ ব্রুমেয়ার অফ লুই বোনাপার্টি* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৮৩

৬০। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করার জন্য রাষ্ট্রীয় দুমার বলশেভিক ডেপুটি বাদাইয়েভ, পেত্রোভস্কি, স্যামোইলোভ, মুরানোভ এবং স্যাগোভকে জার সরকার ১৯১৫ সালে গ্রেপ্তার করে ও কঠিন সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত করে। পৃঃ ২৮৬

৬১। "শ্রমিক বা শ্রমিক গোষ্ঠী—আরবেইটসগেমেইনসচ্যাফট"—জার্মান মধ্যপন্থীদের একটি সংগঠন। ১৯১৬ সালের মার্চে রাইখস্ট্যাগের সেই সব ডেপুটি এই সংগঠনটি গড়ে পেলেন যাঁরা রাইখস্ট্যাগের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গোষ্ঠী থেকে সরে আসেন। তাঁরা জার্মানীর স্বতন্ত্র সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দলের কেন্দ্র গড়ে তোলেন, এটি গঠিত হয় ১৯১৭ সালে। এই সংগঠন সোশ্যাল-শোভিনিজমকে প্রতিফলিত করে এবং সোশ্যাল-শোভিনিজমের সংগে সমঝোতা অব্যাহত রাখে। পৃঃ ২৯৫

৬২। "সংখ্যালঘু গোষ্ঠী অথবা লংগুয়েটপন্থী" (জাঁ লংগুয়েটের অনুগামী) —ফরাসী সমাজতন্ত্রী দলের সংখ্যালঘু অংশ। ১৯১৫ সালে গঠিত হয়। মধ্যপন্থী দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করে। ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে টোয়ার্সে ফরাসী সমাজতন্ত্রী দলের সম্মেলনে লংগুয়েটপন্থীরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়, এই সম্মেলনে বামপন্থীরা জয়ী হন। চিহ্নিত সুবিধাবাদীদের সংগে তাঁরা দল থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তথাকথিত আড়াই আন্তর্জাতিকে যোগ দেন। এই আন্তর্জাতিক ভেংগে যাবার পর তারা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে ফিরে আসেন। পৃঃ ২৯৫

৬৩। "স্বতন্ত্র শ্রমিক দল"—১৮৯৩ সালে "নয়া ট্রেড ইউনিয়নের" নেতাদের দ্বারা গড়ে ওঠে একটি সংস্কারবাদী দল। ধর্মঘট আন্দোলনের অভ্যুত্থান এবং বুর্জোয়া দলগুলির হাত থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমাগত প্রচেষ্টার পটভূমিকায় এই দলটি গড়ে ওঠে। এই দলটি "নয়া ট্রেড ইউনিয়নসমূহ", পুরানো ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, বুদ্ধিজীবী ও ফেবিয়ানদের প্রভাবাধীন পাতি-বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের ঐক্যবদ্ধ করে। এই দলের নেতা ছিলেন জেমস কেইর হার্ডি। সূচনা থেকেই দলটি বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সংসদীয় সংগ্রাম ও উদারনীতিকদের সংগে সংসদীয় সমঝোতার মধ্যে নিজেদের কার্যকলাপ কেন্দ্রীভূত করেছিল। লেনিন লিখেছিলেন—এই দলটি "আসলে সুবিধাবাদী, এরা সর্বদা বুর্জোয়াদের ওপর নির্ভর করে থাকে।"

যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে তখন আই. এল. পি একটি যুদ্ধ

বিরোধী ইশতাহার প্রকাশ করে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এরা সোশ্যাল-শোভিনিস্টের ভূমিকা গ্রহণ করে। পৃঃ ২৯৫

৬৪ "ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী দল" (বি. এস. পি)—সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি এবং অন্যান্য সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীগুলির মিলনের মাধ্যমে ১৯১১ সালে ম্যানচেস্টারে এই দলটি গঠিত হয়। বি. এস. পি মার্কসবাদী চিন্তাধারা প্রচার করতে শুরু করে। এই দলটি "সুবিধাবাদী ছিল না এবং "সত্যি সত্যিই" তারা উদারনৈতিকদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল" (লেনিন)। দলটি মোটামুটি গোঁড়া ছিল, কারণ দলটি ছিল ছোট এবং জনসাধারণের সংগে এই দলের যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ।

১৯১৪-১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় এই দলের মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হয়। একদিকে আন্তর্জাতিকতাবাদী ধারা (এ্যালবার্ট ইনকপিন, থিওডোর রথস্টেইন, জন ম্যাকলীয়ান, উইলিয়ম গ্যালাচার ইত্যাদি), অন্যদিকে হেইণ্ডম্যানের নেতৃত্বে সোশ্যাল-শোভিনিস্ট ধারা। আন্তর্জাতিকতাবাদী ধারার কতকগুলি উপাদান ছিল অসংহত এবং এঁরা একাধিক পরিস্থিতিতে মধ্যপন্থী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে বি. এস. পি-র একদল সদস্য "দি কল" নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। আন্তর্জাতিকতাবাদীদের ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে এই সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯১৬ সালের এপ্রিলে স্যালফোর্ডে বি. এস. পি বার্ষিক সম্মেলনে হেইণ্ডম্যান এবং তাঁর অনুগামীদের সোশ্যাল-শোভিনিস্ট ভূমিকার নিন্দা করা হয় এবং তাঁরা এই দল ছেড়ে যান।

বি. এস. পি রাশিয়ায় মহান অকটোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছে। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়াকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বৃটেনের শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলনে এই দলের সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯১৯ সালে এই দলের অধিকাংশ সংগঠন (পক্ষে ৯৮, বিপক্ষে ৪) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগদানের পক্ষে মত দেন। বি. এস. পি কমিউনিস্ট ইউনিটি গ্রুপের সংগে একযোগে গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯২০ সালের প্রথম ঐক্য কংগ্রেসে স্থানীয় বি. এস. পি সংগঠনের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। পৃঃ ২৯৫

৬৫। টীকা ৪৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৯৫

৬৬। "আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী (স্পার্টাকাস লীগ)"—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে জার্মান বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাট লিয়োনেখট,

রোজা ল্যুক্সেমবার্গ, ফ্রানৎস মেহরিং ক্লারা জেটকিন ইত্যাদিরা একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁরা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এবং যে সব জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক নেতা সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে চলে গেছলেন তাঁদের মুখোশ শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তুলে ধরেছিলেন। বিপ্লবী কাজকর্মের জন্য জার্মান সরকার এঁদের প্রচণ্ড শাস্তি দিয়েছেন। রোজা ল্যুক্সেমবার্গ এবং এই গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্য অনেকগুলি তত্ত্বগত ও রাজনীতিগত প্রশ্নে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পেঁীছেছিলেন এবং লেনিন তাঁর "জুনিয়াস প্যামপ্লেট," "এ ক্রিটিক অফ মার্কসিজম এণ্ড ইম্পিরিয়ালিস্ট ইকনমিজম," ইত্যাদি প্রবন্ধে তাঁদের ভুলগুলির সমালোচনা করেন। ১৯১৬ সালে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী স্পার্টাকাস লীগ নাম গ্রহণ করে। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে এই সংগঠনের সদস্যরা জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। পৃঃ ২৯৬

৬৭। "ট্রিবিউনিস্টর"—ওলন্দাজ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক দলের বামপন্থী গোষ্ঠী। ১৯০৭ সালে এঁরা *"দ্য ট্রিবিউন"* নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করেন। ১৯০৯ সালে এঁদের ওলন্দাজ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক দল থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং এঁরা হল্যাণ্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দল গড়ে তোলেন। ১৯১৮ সালে এঁরা হল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে অংশ নেন।

পৃঃ ২৯৭

৬৮। "তরুণ অথবা বামদের দল"—সুইডিশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মধ্যে বামপন্থী ঝোঁককে চিহ্নিত করার জন্য লেনিন নামটি ব্যবহার করেছিলেন। ১৯১৪-১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় তরুণ দল আন্তর্জাতিকতাবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং জিমের-ওয়াল্ড বাম পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালের মে মাসে তাঁরা সুইডেনের বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি গঠন করেন। ১৯১১ সালে এই দলের কংগ্রেসে ঠিক হয় যে তাঁরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগদান করবেন। ১৯২১ সালে এই দলের বিপ্লবী শাখা গড়ে তোলে সুইডিশ কমিউনিস্ট পার্টি।

পৃঃ ২৯৭

৬৯। "তেসনিয়েকি"—সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি ভাগ হবার পর ১৯০৩ সালে গড়ে ওঠে বালগেরিয়ার বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক দল। তেসনিয়েকির প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতা হলেন দিমিত্রি ব্লাগোয়েভ। অন্যান্য নেতারা হলেন ব্লাগোয়েভের শিষ্য জি. দিমিত্রোভ, ভি. কোলারোভ ইত্যাদি। ১৯১৪-১৮ সালে তাঁরা

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করেন এবং ১৯১৯ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগ দেন ও বালগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন। পৃঃ ২৯৭

৭০। "ইয়েদিনস্তোভো" (ঐক্য)—একটি সংবাদপত্র। মেনশেভিক রক্ষণবাদীদের চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর মুখপত্র। এই গোষ্ঠীর নেতা প্লেখানভ। ১৯১৭ সালে দলটি কাজ শুরু করে। এই দল অস্থায়ী সরকারকে পুরোপুরি সমর্থন করে এবং বলশেভিক পার্টির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালায়। পৃঃ ২৯৯

৭১। টীকা ৫৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৯৯

৭২। "রেচ্" (বাক্)—ক্যাডেট পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র। ১৯০৬ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত পেত্রোগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর থেকে সংবাদপত্রটি অস্থায়ী সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সমর্থন করেছে এবং বলশেভিক পার্টির বিরুদ্ধে হিংসা ছড়িয়েছে। পৃঃ ৩০০

৭৩। অর্থাৎ ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে মস্কো শ্রমিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর। ১৯০৫-০৭ সালের রুশ বিপ্লবের বিস্তৃততর বিবরণের জন্য টীকা ৭৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩১১

৭৪। ১৯১০ সালের পোর্তুগীজ বুর্জোয়া বিপ্লব। এই বিপ্লব রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে এবং বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করে এবং ১৯০৮-০৯ সালে তুরস্কের বিপ্লব যার ফলে তুরস্কে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃঃ ৩১৪

৭৫। ১৯০৫ সালের ৯ জানুয়ারী বিপ্লব শুরু হয়। ওই দিন পিতার্সবার্গের শ্রমিকরা তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানদের সংগে নিয়ে জারের কাছে স্মারকলিপি দেবার জন্য শীতকালীন প্রাসাদে যান। ওই স্মারকলিপিতে তাঁদের অসহনীয় অবস্থা এবং কোন অধিকার না থাকার কথা বর্ণনা করা ছিল। জার এর জবাবে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর একটানা গুলিবর্ষণের আদেশ দেন। হাজার হাজার নিরস্ত্র শ্রমিক, স্ত্রীলোক, শিশু এবং বৃদ্ধ রাস্তার ওপর নিহত এবং আহত হন।

সারা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী জার সরকারের নির্মম দমননীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, ধর্মঘট এবং সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানান। যে শ্রমিকরা এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা লড়েছিলেন স্বৈরতন্ত্রের অবসান, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ এবং আট ঘণ্টা কাজের সময় ধার্যের জন্য।

১৯০৫ সালের গ্রীষ্মকালে ইভানোভো ভোজনেসেনস্ক-এর শ্রমিকরা প্রথম শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েত গঠন করেন এবং অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা তাঁদের অনুসরণ করে।

কৃষক শ্রেণী জারের বিরুদ্ধে এবং ভূস্বামী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দেয় এই দাবী নিয়ে যে সমস্ত ভূসম্পত্তি জনগণের হাতে তুলে দিতে হবে। ১৯০৫ সালের জুনে কৃষ্ণসাগরের নৌ-বহরের *যুদ্ধজাহাজ পোটেমকিন* বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

১৯০৫ সালে দেশজোড়া রাজনৈতিক ধর্মঘট পালিত হয়। বিশাল দেশের সমস্ত কলকারখানা, রেল স্তব্ধ হয়ে যায়। সাধারণ ধর্মঘট শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট শক্তিকে তুলে ধরল। ১৭ অক্টোবর জার একটি সংবিধান গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইশতাহার জারি করতে বাধ্য হন এবং বাক-স্বাধীনতা, সমবেত হবার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি "মঞ্জুর" করার প্রতিশ্রুতি দেন। জারের প্রতিশ্রুতি জালিয়াতি বলে প্রমাণিত হয়, এই প্রতিশ্রুতি-গুলি কখনই পালিত হয় নি।

১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে মস্কোতে একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। ন'দিন ধরে মস্কো সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, বলশেভিকদের নেতৃত্বে কারখানা শ্রমিকরা ব্যারিকেড রচনা করে জারের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে, গোলন্দাজ বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরের মত লড়েছে। অবশেষে যখন পিতার্সবার্গ থেকে সৈন্যদল নিয়ে আসা হল তখনই জারের সরকার শ্রমিকদের হারাতে সক্ষম হয়।

১৯০৬ সালে দশ লক্ষেরও বেশী শ্রমিক ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালের প্রথমার্ধে জেলাগুলির অর্ধাংশেরও বেশী জায়গায় কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

প্রচণ্ড বর্বরতার সংগে জার সরকার বিপ্লবী আন্দোলনকে ধ্বংস করে। চলতে থাকে প্রতিহিংসামূলক অভিযান। এই অভিযান ব্যাপকভাবে চলে প্রতিটি প্রধান শিল্প কেন্দ্রে কৃষক অভ্যুত্থানের এলাকাগুলিতে হাজার হাজার কৃষক ও শ্রমিক নিহত হয়।

প্রথম রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হল, কিন্তু এই বিপ্লব ঐতিহাসিক। লেনিন বলেছিলেন যে জার শাসিত রাশিয়ার মানুষের কাছে ১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লব "চূড়ান্ত মহড়া" ছিল, এই বিপ্লব ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী ১৯১৭ সালের অক্টোবরে জয়লাভ করতে পারত না। ১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লবের বিরাট প্রভাব পড়েছিল প্যারিস, তুরস্ক, চীন এবং ভারতসহ এশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশের ওপর। পৃঃ ৩১৪

৭৬। ব্রেস্ট্ শান্তিচুক্তি সংশোধনের জন্য ১৯১৮ সালের মার্চে ডাকা হয়

সোভিয়েতসমূহের সারা রাশিয়া চতুর্থ (অতিরিক্ত)কংগ্রেস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের বার্তার জবাবে প্রস্তাব তৈরী হয়েছিল। বার্তার মূল প্রচেষ্টা ছিল জার্মানীর সংগে সোভিয়েত রাশিয়ার শান্তিচুক্তি সম্পাদনকে প্রতিহত করা, সোভিয়েত রাশিয়াকে আঁতাতের দিকে টেনে রাখা এবং পশ্চিম রণাংগন থেকে জার্মান সেনা বাহিনীকে সরিয়ে রাখার জন্য সোভিয়েত বাহিনীকে ব্যবহার করা। পৃঃ ৩১৫

৭৭। ১৯১৮ সালের বসন্তকালে গ্রেট ব্রিটেন· মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স এবং জাপানের সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। রাশিয়ার উত্তরে মুরমানস্ক এবং আরক্যাঞ্জেলে অবতরণ করে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান বাহিনী। দূরপ্রাচ্যে জাপান একটি যৌথ অভিযান পরিচালনা করে। জাপান ১৯১৮ সালের ৫ এপ্রিল ভ্লাদিভোস্তকে সৈন্য নামায় এবং প্রতিবিপ্লবী একদল কশাকের পাণ্ডা সেমিওনোভকে জাপানী অস্ত্র সরবরাহ করা হয়।

১৯১৮ সালের ২ জুলাই শীর্ষ যুক্ত পরিষদ সাইবেরিয়ায় অনুপ্রবেশ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। বলা হয়েছিল, "মিত্র পক্ষকে সাইবেরিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই হবে···যা কখনও ফিরে আসবে না।"

আগস্টের প্রথম দিকে ভ্লাদিভোস্তকে অবতরণ করল নতুন জাপানী সেনা এবং কানাডা ও ফ্রান্সের সেনা। এর কিছুদিন পরেই এদের অনুসরণ করে এসে পেঁছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের.২৭তম এবং ৩১তম রেজিমেণ্ট। মার্কিন সেনাপতি গ্রেভস্ ১ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ জাহাজ *টমাসে* করে এসে পেঁছিলেন। মার্কিন সূত্র অনুসারে ভ্লাদিভোস্তকে যে মার্কিন সেনা বাহিনী অবতরণ করেছিল তাদের সংখ্যা নয় হাজার। জাপানী সেনাপতি ওতানির সামগ্রিক পরিচালনায় আগ্রাসী সেনাবাহিনী সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে।

সোভিয়েতগুলিকে উৎখাত করা এবং রাশিয়াকে পদানত করার আকাঙ্ক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হলেও আক্রমণকরীরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি চালাচ্ছিল "কালনেমির লংকা ভাগ" নিয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের বিরোধ বিশেষ করে তীব্র হয়ে উঠেছিল। মার্কিন বাহিনী চেয়েছিল দূরপ্রাচ্যের রেলপথের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, কিন্তু জাপান এতে আপত্তি করে। দূরপ্রাচ্যে আমেরিকার তুলনায় জাপানের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশী থাকায় (৭২,০০০০) আমেরিকা অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

সালকোভ দূরপ্রাচ্য, রাশিয়ার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল, ভোলগা এলাকা এবং সাইবেরিয়া থেকে আক্রমণকারীদের হটিয়ে দেয়। আক্রমণকারী সমস্ত বাহিনীকে বিতাড়িত করা হয় সোভিয়েত সীমানা থেকে। পৃঃ ৩১৭

৭৮। ১৯১৮ সালের ২০ আগস্ট লেনিনের লেখা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত। অবরোধ ও আগ্রাসন সত্ত্বেও। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে নিউ ইয়র্কে আন্তর্জাতিকতাবাদী সমাজতন্ত্রীদের একটি পত্রিকায় সংক্ষিপ্ত আকারে এটি প্রকাশিত হয় এবং তারপর উক্ত পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়ে প্রচারপত্র রূপে প্রকাশিত হয়। মার্কিন পত্র-পত্রিকায় এটি বার বার পুনর্মুদ্রিত হয়। পৃঃ ৩১৭

৭৯। ১৮৯৮ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ফিলিপাইনের জনসাধারণকে "সাহায্য" করার অছিলায় স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা শুরু করে এবং ফিলিপাইনে তাদের সৈন্য নামায়। ফিলিপাইনের জনসাধারণ ১৮৯৬ সালের স্পেনীয় ঔপনিবেশিক শোষকের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন এবং স্বাধীন ফিলিপাইন সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন। পরাজিত স্পেন ফিলিপাইন-বাসীদের ১৮৯৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ফিলিপাইন সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে। ১৯০১ সাল নাগাদ ফিলিপাইনের জনগণের প্রতিরোধকে প্রতিহত করা হয় এবং দেশটি মার্কিন উপনিবেশে পরিণত হয়। পৃঃ ৩১৯

৮০। দ্বিতীয় সারা রুশ শ্রমিক এবং সেনা ডেপুটিদের সোভিয়েত-সমূহের কংগ্রেস। ১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবর (নভেম্বর ৭) পেত্রোগ্রাদে শুরু হয়। এই কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয় যে বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে এবং সোভিয়েতগুলির হাতে এই ক্ষমতা দিতে হবে।

এই কংগ্রেস লেনিনের শান্তি বিষয়ক প্রতিবেদন শোনে। তিনি তাঁর *শান্তি ঘোষণাপত্র* পেশ করেন। এই ঘোষণাপত্রে প্রস্তাব করা হয় যে যুধ্যমান প্রতিটি জাতি এবং তাঁদের সরকারগুলিকে অবিলম্বে কোন শর্ত ছাড়াই ন্যায়সংগত এবং গণতান্ত্রিক শান্তির জন্য আলাপ শুরু করতে হবে। বিদেশী ভূখণ্ডের ওপর দখল-দারী, অন্য দেশের জনগণের ওপর জোর করে শাসন চাপিয়ে দেওয়া অথবা ক্ষতিপূরণ নেওয়া চলবে না।

সোভিয়েত সরকারের এই শান্তির আহ্বানে যুধ্যমান কোন

সাম্রাজ্যবাদী সরকারই সাড়া দেন নি। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলতেই লাগল।

পৃঃ ৩২০

৮১। "ব্রেস্ট শান্তি চুক্তি" স্বাক্ষরিত হয় ১৯১৮ সালের ৩ মার্চ সোভিয়েত রাশিয়া এবং চতুঃশক্তি মোর্চার অন্তর্গত দেশগুলির মধ্যে (জার্মানী, অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী, বালগেরিয়া এবং তুরস্ক) চুক্তির শর্তগুলি ছিল রাশিয়ার পক্ষে চূড়ান্ত প্রতিকূল। এই চুক্তি অনুসারে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী পোল্যাণ্ড, বাল্টিক প্রদেশগুলির বৃহত্তর অংশে এবং বাইলোরাশিয়ার একটি অংশ পায়। উক্রাইনকে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে জার্মানীর অধিকারভুক্ত করা হয়। কারস্, বটুম, আরডাগান শহরগুলি তুরস্কের হাতে যায়। ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসে জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর একটি অতিরিক্ত চুক্তি এবং অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত চাপিয়ে দেয়। এই চুক্তি ও বন্দোবস্তের শর্তগুলি ছিল আরও নির্লজ্জ।

এই চুক্তি বাতিল হয়ে যায় ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর। এই বিপ্লব জার্মানীতে রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে।

পৃঃ ৩২১

৮২। সোভিয়েত সমূহের দ্বিতীয় সারা রুশ কংগ্রেসের একটি সিদ্ধান্তের দৌলতে ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯১৮ সালের শুরুর দিকে সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র বিষয়ক গণ-কমিশারিয়েতের পরিষদ জার শাসিত রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সংগে যে সব গোপন চুক্তি করেছিলেন তা জনসমক্ষে তুলে ধরেন। একদিকে জারপন্থী ও অস্থায়ী সরকারের মধ্যে অন্যদিকে ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সংগে সম্পাদিত ১০০-রও বেশী চুক্তি এবং চিঠিপত্র প্রাক্তন রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মহাফেজ-খানা থেকে বার করে পাঠোদ্ধার করা হয় এবং তারপর সংবাদপত্রে ও ৯'টি পৃথক খণ্ডে রচিত গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়। গোপন চুক্তি-গুলির প্রকাশনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পৃঃ ৩২১

৮৩। *ইউনিয়নের পররাষ্ট্র এবং অভ্যন্তরীণ নীতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে লেখা চিঠি এবং .এর প্রভাব* শীর্ষক হেনরী চার্লস ক্যারির বইটির এন. জি চেরনিরেভস্কি কৃত সমালোচনার সংক্ষিপ্ত এই বিবরণটির উল্লেখ করেছেন লেনিন : ইতিহাসের পথ মসৃণ নয় ; মাঠ ময়দানের ওপর দিয়ে সে পথ চলে গেছে, হয় ধূলিধূসরিত নতুবা কর্দমাক্ত

জলাভূমি অথবা অরণ্য নয়। যিনি জুতোয় ধুলি-কাদা মাখতে ভয় পান তাঁর সাপ্তাহিক কাজে আসা উচিত নয়।" •

পৃঃ ৩২৪

৮৪। *অজানা পরিচিত লোক*—চেখভের এই নামের একটি গল্পের একটি চরিত্র। যা সহজাত, রক্ষণশীল, অভিনব অথবা প্রগতি যা কিছুর প্রতি শত্রুতাপরায়ণতার সারাংশ। পৃঃ ৩২৫

৮৫। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর রাশিয়ায় বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকার গড়ে ওঠে। ১৯১৭ সালের ২ মার্চ (১৫) ঘোষণা করা হয়েছিল যে এই সরকার একটি গণ-পরিষদ ডাকতে ইচ্ছুক। কিন্তু বারে বারে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয়। কারণ অস্থায়ী সরকার তার সম্মেলন মিথ্যা আছিলায় পরিহার করছিল।

অবশেষে ১৯১৮ সালের ৫ জানুয়ারি অকটোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এই সম্মেলন ডাকা হয়, তখন জনগণের অধিকাংশই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সোভিয়েত সরকারের পেছনে। কিন্তু যেহেতু নির্বাচন হয়েছে ১৯১৭ সালের অকটোবরের শুরুতে সেই জন্যই ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক মেজাজ এবং সংসদের গঠনের মধ্যে অসামঞ্জস্য ছিল'। জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ—শ্রমিক, কৃষক এবং সৈন্যবাহিনীর দাবী—গণপরিষদকে সোভিয়েতের ক্ষমতা এবং ভূমি ও শান্তি বিষয়ক সোভিয়েত ঘোষণাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। অধিকাংশ ডেপুটিই সেই সব দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যে দলগুলি জনসমর্থন হারিয়েছিল। এই ডেপুটিরা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে অস্বীকার করে এবং গণপরিষদ বাতিল হয়ে যায়। পৃঃ ৩৩২

৮৬। ১৯১৮ সালের ৬-১১ অকটোবর প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় ফরাসী সমাজতান্ত্রিক দলের কংগ্রেস। পৃঃ ৩৩৩

৮৭। তৃতীয় স্পেনীয় সমাজতন্ত্রী কংগ্রেস এবং অষ্টম স্পেনীয় শ্রমিক কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ছিল সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের সংগে সৌভ্রাতৃত্ব জ্ঞাপক বার্তা প্রেরণ করা। পৃঃ ৩৩৪

৮৮। জার্মানীর সংগে শান্তি চুক্তি নিয়ে ১৯১৮ সালের জানুয়ারি-মার্চে ব্রেস্ট-লিতোভস্কে আলাপ-আলোচনা। পৃঃ ৩৩৭

৮৯। একজন প্রুশীয় ভূস্বামী। পৃঃ ৩৩৭

৯০। ১৯১৮-১৯ সালে রুশীয় প্রতি বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনী এবং ইন্দো-মার্কিন ফরাসী-জাপানী আক্রমণকারীরা যে সব শহর এবং এলাকা দখল করে ছিল লেনিন সেগুলির তালিকা তৈরী করেছিলেন।

পৃঃ ৩৪২

৯১। টীকা ৮৩ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৩৪৪

৯২। চেকোস্লোভাক বাহিনীর প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহের রূপকার ছিল আঁতাতের অধীন সাম্রাজ্যবাদীরা। এই বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরা। অকটোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে চেক ও স্লোভাক যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে বাহিনীটি গঠিত হয়। ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে এই বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬০,০০০-এর ওপর। সোভিয়েত শক্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই বাহিনীকে অর্থ দিয়ে পুষ্ট করেছে আঁতাতের অন্তর্ভুক্ত শক্তিগুলি। এদের উদ্দেশ্য ছিল এই বাহিনীকে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো। ১৯১৮ সালের ২৬ মার্চ চুক্তিতে এই বাহিনীকে ভলাদিভোস্তকের মধ্যে দিয়ে রাশিয়া ছেড়ে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল একটি শর্তে যে তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করবে। কিন্তু মে মাসের শেষে এই বাহিনীর প্রতিবিপ্লবী কমাণ্ড এই চুক্তি লংঘন করে এবং আঁতাতের অন্তর্ভুক্ত সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে সংকেত পেয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে প্ররোচিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ এবং ফরাসী সরকার সরাসরি সর্বপ্রকারে এই বিদ্রোহকে সমর্থন করে এবং ফরাসী অফিসাররা প্রত্যক্ষভাবে এতে অংশ গ্রহণ করেন। রাশিয়ার শ্বেতরক্ষীবাহিনী এবং জমিদারদের সংগে গোপনে কাজ করে চেক শ্বেতরা ভলগার ব্যাপক অঞ্চল উরাল এবং সাইবেরিয়ায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, প্রতিটি জায়গায় বুর্জোয়া শাসন কায়েম করে। চেক অধ্যুষিত এলাকায় শ্বেতরক্ষী বাহিনীর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকারে যোগ দেয় মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরা।

অধিকাংশ চেক এবং স্লোভাক যুদ্ধবন্দী সোভিয়েতের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তারা তাদের কম্যাণ্ডারদের সোভিয়েত বিরোধী প্রচারের ফাঁদে পড়েনি। তারা বঞ্চিত হচ্ছে এটা দেখে তারা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করে। ১২,০০০ হাজারের মত চেক এবং স্লোভাক লালফৌজের পক্ষে যুদ্ধ করে।

১৯১৮ সালের শরৎকালে লালফৌজ ভলগা অঞ্চল মুক্ত করে এবং কোলচাকের সংগে সংগে এই বিদ্রোহও দমন করা হয়।

পৃঃ ৩৪৪

৯৩। টীকা ৪ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৩৪৪

৯৪। ১৮৯৫ সালের ১৮-২৮ মার্চ-এ বেবেলকে লেখা এঙ্গেলস্-এর চিঠি।

পৃঃ ৩৪৭

৯৫। মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের অনেকগুলি রচনায় বলেছেন যে তাঁরা

নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ বৃটেন এবং আমেরিকার পক্ষে সম্ভব বলে ভেবেছিলেন। ১৮৭২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর আমস্টার্ডামে প্রথম আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেস বিষয়ক বক্তৃতায় বলেছিলেন: আমরা জানি যে সংস্থাসমূহকে, বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যকে হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে; এবং আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে বৃটেন, আমেরিকার মতো দেশে এবং যদি আমাদের সংস্থাসমূহ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকে তাহলে এর সংগে হল্যাণ্ডকেও যোগ করতে পারি, যাতে শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণ পথে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। তবে এটা যদি তাই হয় তাহলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে মহাদেশের অধিকাংশ দেশে বিপ্লবের উত্তলক হিসেবে শক্তিকে ব্যবহার করতেই হবে। চিরকালের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর শাসন কায়েম করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করতেই হবে। পৃঃ ৩৪৮

১৬। কিয়েলে জার্মান শ্রমিক এবং নাবিকদের অভ্যুত্থানের বিপ্লবী কর্মধারার ফলে শ্রমিক এবং সেনা ডেপুটিদের পরিষদ যখন গড়ে ওঠে তখন ১৯১৮ সালের নভেম্বরে জার্মানীতে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। তারা হামবুর্গ, লুবেক, ব্রেমেন এবং কিয়েলে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। ১৯১৮ সালের ৯ই নভেম্বর বার্লিনে শ্রমিকরা এক বিশাল বিক্ষোভ পরিচালনা করে, দ্বিতীয় উইলিয়ম ক্ষমতাচ্যুত হন এবং সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হয়।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাট এবের্ট, সেইদেম্যান ইত্যাদিরা নতুন সরকারের নেতৃত্বে আসেন (গণ-কমিশার পরিষদ), যাঁদের লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদকে অব্যাহত রাখা এবং বিপ্লবকে দমন করা। পরিষদ সব ক্ষমতা হস্তগত করে। ১৯১৯ সালের জানুয়ারিতে বার্লিনে যখন শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটল তখন সোশ্যাল-ডেমোক্রাট নোসকের বাহিনী এই অভ্যুত্থানকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেয়। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কার্ল লিয়েবনেখট ও রোজা লুক্সেমবার্গ গ্রেপ্তার হন এবং ১৯১৯ সালের জানুয়ারিতে নির্মমভাবে খুন হন। রুর এলাকার ধর্মঘট আন্দোলনকে দমন করা হয় কঠোর চণ্ডনীতির দ্বারা। ১৯১৯ সালের মার্চে বাভারীয় সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রকে কঠিন পেষণে বাঁধা হয়।

জার্মানীর বিপ্লব পরাস্ত হয়েছিল। বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা চলে গেল। পৃঃ ৩৫০

১৭। "দাই রোটে ফাহনে" (লাল ঝাণ্ডা)—কার্ল লিয়েবনেখট্‌ এবং রোজা লুক্সেমবার্গ স্পার্টাকাস লীগের মুখপত্র হিসাবে একটি দৈনিক

পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি পরবর্তীকালে জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রে পরিণত হয়। এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালের ৯ই নভেম্বর বার্লিন থেকে। ১৯৩৩ সালে হিটলার যখন ক্ষমতায় আসেন তখন এটি বে-আইনী ঘোষিত হয়। তবে গোপনে এর মুদ্রণ চলতে থাকে। পৃঃ ৩৫৪

৯৮। "ড্রেইফুস মামলা"—১৮৯৪ সালে একজন ইহুদি জাতিভুক্ত ফরাসী সেনাপতি ড্রেইফুসকে গুপ্তচর বৃত্তি ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা অভিযোগে জড়িয়ে ফেলা হয়। তাঁকে সামরিক আদালত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে। মামলাটি প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক চক্রই সাজিয়েছিল। এই চক্রান্তকে ব্যবহার করেছিল যাজকমণ্ডলী এবং রাজতন্ত্রীরা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণতন্ত্রকে আক্রমণ করা এবং ইহুদি বিদ্বেষকে ছড়িয়ে দেওয়া। এমিল জোলা, আনাতোল ফ্রাঁসে এবং জাঁ জোসের সহ ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রী, সাধারণতন্ত্রী এবং সব প্রগতিশীলরা পুনর্বিচারের দাবী জানান। এর ফলে শুরু হল তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রাম যা চলেছিল কয়েক বছর ধরে। জনমতের চাপে ১৮৯৯ সালে অবশেষে ড্রেইফুসকে ক্ষমা করতে হল এবং তিনি মুক্তি লাভ করলেন। কিন্তু মাত্র ১৯০৬ সালে ক্যাসাশনের আদালতের আদেশে তাঁকে সেনাবাহিনীতে পুনর্নিয়োগ করা হয়। পৃঃ ৩৬৬

৯৯। "বার্নে আন্তর্জাতিক" হল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নাম। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বার্নেতে সোশ্যাল-শোভিনিস্ট এবং মধ্যপন্থীদের এক সম্মেলনে এটি পুনর্গঠিত হয়। পৃঃ ৩৬৭

১০০। ৩১৮-৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৭৮

১০১। ১৮৬১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা বিলুপ্ত হয়। পৃঃ ৩৮১

১০২। ১৯১৪-১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ। পৃঃ ৩৮৫

১০৩। ইউনাইটেড প্রেস এজেন্সি লেনিনের কাছে যে পাঁচটি প্রশ্ন রেখেছিল এই প্রবন্ধটি তারই জবাব। প্রশ্নগুলি হল: ১) রুশ সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র কি সরকারের প্রাথমিক অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতি বিষয়ক কর্মসূচীর এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ক্ষেত্রে কোন মুখ্য অথবা গৌণ পরিবর্তন ঘটাবে? কখন এবং কি ধরনের? ২) রাশিয়ার বাইরে আফগানিস্তান, ভারত এবং অন্যান্য মুসলিম দেশ সম্পর্কে রুশ সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের রণকৌশল কি? ৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান সম্পর্কে আপনি নিজে কি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক লক্ষ্য স্থির করেছেন?

৪) কি শর্তে আপনি কোলচাক, দেনিকিন এবং ম্যানেরহেইম-এর সংগে শান্তি চুক্তি সম্পাদনে প্রস্তুত? ৫) মার্কিন জনমতের কাছে আপনি আর কি বলতে চান? পৃঃ ৩৮৭

১০৪। প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নি : ইউনাইটেড প্রেস এজেন্সি পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর ছাড়াই লেনিনের প্রবন্ধটি কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

১৯১৯ সালের অকটোবরে বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক পত্রিকা *মুক্তিদাতা* "একটি বিবৃতি এবং একটি চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক প্রবন্ধে লেনিনের পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করেছিল। পৃঃ ৩৮৭

১০৫। প্রসংগটি মেনশেভিক এবং সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের সাহায্যে মিত্রতাবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সংগঠিত চেক বাহিনীর প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান বিষয়ে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য টীকা ৯২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৮৮

১০৬। ১৯১৯ সালের মার্চে সোভিয়েত সরকার মস্কোতে উইলিয়ম বুলিটের সংগে আলাপ-আলোচনা করেন; মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উইলসন এঁকে শান্তি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালাবার দায়িত্ব দেন। সোভিয়েত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের প্রস্তাবের ওপর একাধিক সংযোজনী ও ব্যাখ্যা যোগ করেন এবং তারপর চুক্তির চূড়ান্ত রূপটি লিপিবদ্ধ করা হয়। রাশিয়ায় অবস্থিত সব সরকারই তাদের সীমানায় টিকে রইল, বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল, সোভিয়েত সরকার সমস্ত রেলপথে অবাধে চলাচলের সুযোগ দিলেন এবং প্রাক্তন রুশ সম্রাট ইত্যাদির অধিকারভুক্ত সমস্ত বন্দর ব্যবহারের অধিকারও দেওয়া হল। সোভিয়েত সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী একটি ধারা চুক্তিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হল যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর *প্রত্যক্ষভাবে* (এবং রুশ সৈন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরে নয়, মিত্রশক্তির প্রস্তাবে তাই ছিল) সমস্ত বিদেশী সেনাবাহিনী রাশিয়া থেকে সরে যাবে এবং সোভিয়েত বিরোধী সরকারের সমস্ত সামরিক সমর্থন বন্ধ করতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের সরকার সোভিয়েত প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। সেইজন্যে ১৯১৯ সালের বসন্তকালে কোলচাকের বাহিনী আক্রমণ চালায় এবং তারা আশা করেছিল যে সোভিয়েত রাশিয়া পরাজিত হবে। উইলসন বুলিটের সংগে দেখা করলেন না এবং লয়েড জর্জ সংসদে ঘোষণা করলেন যে তিনি কাউকে বলশেভিকদের সংগে আলাপ-আলোচনা চালাবার ক্ষমতা দেন নি। পৃঃ ৩৮৯

১০৭। ১৯১৯ সালের ৭ মে পররাষ্ট্র বিষয়ক গণ কমিসার চিচেরিন বিখ্যাত মেরু অভিযাত্রী এবং জননেতা ফ্রিৎজোফ নানসেনকে একটি রেডিও-গ্রাম পাঠান। ১৯১৯ সালের ৪ মে নানসেনের লেনিনকে লেখা চিঠি

বেতারে প্রচারিত হয়। এটি সেই চিঠিরই জবাব। নানসেন রাশিয়াকে সাহায্য করার জন্য খাদ্য ঔষধপত্রের ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন মিত্র সরকারগুলি এই জাতীয় সরকারকে সাহায্য করতে রাজি হবে যদি রাশিয়ায় সামরিক তৎপরতা বন্ধ হয়। সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে চিচেরিন তাঁর রেডিওগ্রামে নানসেনকে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা জানিয়ে দেন, কিন্তু রাশিয়ার সীমান্তে প্রতিবিপ্লবী শ্বেতরক্ষী বাহিনীর সরকারগুলিকে জিইয়ে রাখার জন্য মিত্রপক্ষ যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা' নাকচ করেন। সামরিক তৎপরতা বন্ধ করার ব্যাপারে সোভিয়েত সরকার আলোচনা করতে রাজি ছিলেন যদি একই সংগে গৃহযুদ্ধ এবং সোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অবসান ঘটানোর সংগে যুক্ত সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়। মিত্র সরকারগুলি সোভিয়েত সরকারের এই প্রস্তাবে সাড়া দেন নি। পৃঃ ৩৮৯

১০৮। পৃঃ ৩৯৯-৪০০ দ্রষ্টব্য— পৃঃ ৩৯৯

১০৯। টীকা ১০৬ দ্রষ্টব্য— পৃঃ ৪০১

১১০। ১৯১৯ সালের ২ ডিসেম্বর আর. সি. পি-র (বি) ৮ম সারা রুশিয়া সম্মেলনে লেনিন পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়। সোভিয়েত সমূহের সারা রুশিয়া ৭ম কংগ্রেসে ৫ ডিসেম্বর লেনিন এটি পাঠ করেন তাঁর প্রতিবেদন পেশ করার সময় এবং এটি মিত্রপক্ষের কাছে শান্তি প্রস্তাব হিসাবে পাঠানোর ব্যাপারটি সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। ৬ ডিসেম্বর প্রস্তাবটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং ১১১৯ সালের ১০ ডিসেম্বর মিত্র সরকারগুলির কাছে পাঠানো হয়। বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইতালীর সরকার সোভিয়েত সমূহের ৭ম কংগ্রেসের শান্তি প্রস্তাব পরীক্ষা না করে খারিজ করেন। পৃঃ ৪০৮

১১১। ১৯১৯ সালের ৫ ডিসেম্বর সোভিয়েত রাশিয়া এবং ইস্তোনিয়া শান্তি আলোচনা শুরু করে এবং ১৯২০ সালের ২ ফেব্রুয়ারী ইউরিয়েভে (তারতু) শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পৃঃ ৪২২

১১২। লেনিন যে দলিলের উল্লেখ করেছেন সেটি শ্বেত বাহিনীর একজন অফিসার ওলেইনিকিকোভের কাছ থেকে পাওয়া। ইনি সোভিয়েত পক্ষে চলে এসেছিলেন। ইনি এই দলিলগুলি প্যারিসের এস. ডি. সাঝোনোভের কাছ থেকে ইউদেনিচের কাছে সুইডেন ঘুরে নিয়ে গেছলেন। এই দলিলে যাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন: সাজোনোভ—জারপন্থী এবং কোলচাক বিদেশ মন্ত্রী

এবং প্যারিসে কোলচাক ও দেনিকিনের প্রতিনিধি ; গ্লুকোভিচ—সুইডেনে কোলচাকের কূটনৈতিক মন্ত্রী ; বাখমেতেভ—ওয়াশিংটনে কোলচাকের রাষ্ট্রদূত ; সুকিন—ওমস্কে বিদেশ মন্ত্রকের প্রধান ; সাবলিন—লণ্ডনে কোলচাকের চার্জ দ্য এফেয়ার্স ; নক্স—সেনাপতি কোলচাকের সংগে সম্পর্ক স্থাপনে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি।

পৃঃ ৪২৩

১১৩। প্রসংগটি যুদ্ধবন্দী বিনিময়, শরণার্থী প্রত্যর্পণ ইত্যাদি বিষয়ে রেড ক্রশ আয়োজিত আলোচনার। পৃঃ ৪২৭

১১৪। পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে সোভিয়েত নীতির সূত্র বিষয়ক আর. এস. এফ. এস. আর-এর গণ-কমিশার পরিষদের একটি বিবৃতি। ১৯২০ সালের ২৮ জানুয়ারি এটি গৃহীত হয় এবং কেন্দ্রীয় সংবাদ মাধ্যমগুলিতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। ২ ফেব্রুয়ারী সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রথম অধিবেশনে, ৭ম সমাবর্তনে পোল্যাণ্ডের জনগণের উদ্দেশ্যে একটি আবেদন গৃহীত হয়। পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়ার লুঠেরা মতলব আছে বলে সাম্রাজ্যবাদীরা যে কুৎসা প্রচার করছে এই আবেদনে তার মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছে। আবেদনে সোভিয়েত সরকারের শান্তির জন্য অবিচলিত আগ্রহ এবং স্বাধীন পোল্যাণ্ডের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখার আগ্রহের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পৃঃ ৭২৭

১১৫। কোলচাক এবং দেনিকিনের বিরুদ্ধে লালফৌজের জয়লাভের পর ব্যবসায়ী মহলের মনোভাব প্রকাশক মার্কিন সংবাদপত্রগুলি দুবার লেনিনের সাক্ষাৎকার চেয়েছিল। ১৯২০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী ইউনিভার্সাল সার্ভিসের বার্লিন প্রতিনিধি কার্ল ওয়েগ্যাণ্ড উত্থাপিত প্রশ্নগুলির উত্তর লেনিন দিয়েছিলেন। লেনিনের উত্তরগুলি বার্লিনে তারযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখান থেকে ১৯২০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী পাঠিয়ে দেওয়া হয় নিউ ইয়র্কে। ওই একই সন্ধ্যায় উত্তরগুলি প্রকাশিত হয় *নিউ ইয়র্ক সান্ধ্য পত্রিকায়*। লেনিনের উত্তরগুলি জার্মান কমিউনিস্ট এবং সমাজতান্ত্রিক পত্র-পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। পৃঃ ৪২৯

১১৬। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি আমেরিকান সংবাদপত্র '*দি ওয়ার্ল্ড*'-এর প্রতিনিধি লিংকন আইরে ইংরাজিতে লেনিনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এক ঘণ্টাব্যাপী এই সাক্ষাৎকার শুরু হয় লেনিনের পাঠকক্ষে এবং তাঁর ক্রেমলিনের ফ্ল্যাটেও এই সাক্ষাৎকার চলে। শিরোনাম ছিল '*দি ওয়ার্ল্ড*'স'। পৃঃ ৪৩২

১১৭। ১৯২০ সালের ১৮ জানুয়ারি সংবাদপত্রের একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ মিত্রপক্ষের সরকারগুলি সোভিয়েত রাশিয়ার উপর থেকে অবরোধ তুলে নেবার এবং তার সংগে বাণিজ্য চালাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। ১৯২০ সালের ১৬ জানুয়ারি শীর্ষ মিত্র পরিষদের একটি সিদ্ধান্তে জোরের সংগে বলা হয়েছে যে "এই ব্যবস্থা সোভিয়েত সরকারের প্রতি মিত্র পক্ষের সরকারগুলির নীতির কোন পরিবর্তন সূচিত করছে না।" পৃঃ ৪৩২

১১৮। যুদ্ধের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন কাজ চালিয়ে গেছে। ১৯১৯ সালে বিজয়ী শক্তিগুলির প্যারিস শান্তি সম্মেলনে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। লীগের চুক্তিপত্রটি ভার্সাই শান্তি চুক্তির অংশ বিশেষ। এই লীগের ৪৪ জন সদস্য ছিল। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল না। ছিল প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি। লীগ ছিল এমন একটি কেন্দ্র যেখানে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকে সংগঠিত করা হত। এই সংগঠন কোন কার্যকরী শান্তি প্রচেষ্টা চালাতে পারে নি। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সংগে সংগে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। তবে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটে। পৃঃ ৪৩৫

১১৯। "জার্মানীর কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি"—"বামপন্থীদের" একটি গোষ্ঠী, যারা ১৯১৯ সালে জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে যায় এবং ১৯২০ সালে একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তোলে। এই সংগঠন ছিল আধা নৈরাজ্যবাদী, শ্রমিকশ্রেণীর উপর এদের কোন প্রভাব ছিল না এবং পরিণামে এরা কমিউনিস্ট বিরোধী গোষ্ঠীতে অবনমিত হয়। পৃঃ ৪৪৩

১২০। দি ওয়ার্কার্স সোশ্যালিস্ট ফেডারেশন—একটি ছোট সংগঠন। যা ওয়ার্কার্স ইলেকটোরাল রাইটস ফেডারেশনের ভিত্তিতে ১৯১৮ সালে বৃটেনে প্রতিষ্ঠিত। এটা প্রধানতঃ স্ত্রীলোকদের নিয়ে গঠিত। ১৯২১ সালে জানুয়ারীতে এই সংগঠন বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সংগে মিশে যায়।

"দি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স অব দি ওয়ার্ল্ড"—শ্রমিকশ্রেণীর একটি বিরাট সংগঠন যা ১৯০৫ সালে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা দানিয়েল দ্য লেয়ন, ইউজিন দেবস্ এবং উইলিয়াম হেউড। মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে আই. ডবলু. ডবলুর একটি বিরাট ভূমিকা ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) এই সংগঠন মার্কিন শ্রমিকশ্রেণীর অনেক যুদ্ধ

বিরোধী গণ-আন্দোলনকে পরিচালনা করেছে, আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার এবং দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদের প্রতি-ক্রিয়াশীল নেতৃবর্গের নীতির মুখোশ খুলে দিয়েছে। আই. ডবলু. ডবলুর কিছু নেতা—এদের মধ্যে হেউড অন্যতম—এরই ফলশ্রুতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। কিন্তু আই. ডবলু. ডবলুর কিছু কিছু কাজ ছিল লক্ষণীয়ভাবে সন্ত্রাসবাদী এবং সিণ্ডিক্যালিস্ট। এই সংগঠন প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক সংগ্রামকে উপেক্ষা করত, পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাকে অস্বীকার করত এবং প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করত না। এরা আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবারের অন্তর্গত ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্যদের মধ্যে কাজ করতে অস্বীকার করে। আই. ডবলু. ডবলু একটি মতান্ধ সংগঠনে পরিণত হয়। শ্রমিক আন্দোলনের ওপর এর কোন প্রভাব ছিল না।

"দোকান কর্মচারী কমিটিসমূহ"—বিভিন্ন শিল্পের নির্বাচিত শ্রমিক সংগঠন, যা বিশেষভাবে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময়, যখন শ্রমিক আন্দোলনে জোয়ার এসেছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সংস্কারবাদী নীতির ফলে বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছে। দোকান কর্মচারীরা দোকান, জেলা এবং নগর কমিটি-গুলিতে সংগঠিত হয়। তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং উন্নততর জীবনযাত্রার দাবীতে একাধিক বড় বড় শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করেন।

অকটোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে, সশস্ত্র বিদেশী অনু-প্রবেশের সময় দোকান কর্মচারী কমিটিগুলি প্রত্যক্ষভাবে সোভিয়েত রাশিয়াকে সমর্থন করে। দোকান কর্মচারী কমিটির অনেক নেতা, এঁদের মধ্যে গ্যালাচার, হ্যারি পলিট এবং আর্থার ম্যাকম্যানাস গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। পৃঃ ৪৪৩

১২১। ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভিয়েনার মধ্যপন্থী দল ও গোষ্ঠীসমূহের এক সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বিপ্লবী মনোভাব সম্পন্ন শ্রমিকদের চাপে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে সাময়িকভাবে সরে আসে। ১৯২৩ সালে আবার দুটি ঐক্যবদ্ধ হয়। পৃঃ ৪৫২

১২২। মিত্রপক্ষ এবং অস্ট্রো-জার্মান মোর্চার মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসাবে প্রেসিডেণ্ট উইলসনের কর্মসূচী ঘোষিত হয় ১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে।

১৯১৭ সালের ২৬শে অকটোবর (৮ই নভেম্বর) সোভিয়েত সমূহের

দ্বিতীয় কংগ্রেসে পেশ করা লেনিনের প্রতিবেদনের পরে গৃহীত শান্তি সনদের অন্তর্ভুক্ত যুধ্যমান দেশগুলির জনসাধারণের ওপর প্রভাবকে ক্ষীণ করার জন্যই উইলসনের ১৪ দফা কর্মসূচীর পরিকল্পনা করা হয়। লেনিনের প্রতিবেদনে সমস্ত জাতি এবং যুধ্যমান সরকারগুলিকে কোন শর্ত বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই শান্তি স্থাপনে অগ্রসর হবার আহ্বান জানান হয়।

উইলসনের ১৪ দফা কর্মসূচীতে অস্ত্রসজ্জার সীমিতকরণ, সমুদ্রের স্বাধীনতা, একটি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি প্রস্তাব ছিল। অধিকাংশ শর্তই কোনদিন রূপায়িত হয় নি। পৃঃ ৪৫২

১২৩। ১৯২২ সালের নভেম্বর থেকে ১৯২৩ সালের জুলাই পর্যন্ত লাউসানেতে তখন প্রস্তুতির মুখে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা বিষয়ক একটি সম্মেলন হয়। বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইতালীর উদ্যোগেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে যোগ দেন জাপান, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, তুরস্ক। দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া। কিন্তু ১৯২২ সালের ১৪ই অকটোবর ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেছিল যে রাশিয়াকে কেবলমাত্র আলোচ্যসূচীর একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দেওয়া হবে, তা হল স্ট্রেইস্টস্ (দারদানেলিস এবং বোসফোরাস)।

লাউসানে সম্মেলনে সোভিয়েত প্রতিনিধি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি হ'ল: বসফোরাস, মার্মারা সাগর এবং দারদানেলিসে বাণিজ্যিক নৌ-চলাচলের জন্য পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। তবে যুদ্ধের সময়ে এবং শান্তির সময়ে দারদানেলিস এবং বসফোরাস সমস্ত রাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ ও বিমানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। একমাত্র ব্যতিক্রম তুরস্ক। সোভিয়েতের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। সম্মেলনে গৃহীত হয় বৃটেনের প্রস্তাব যাতে স্ট্রেইস্টস-এর মধ্য দিয়ে যুদ্ধ জাহাজ চলাচলকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেবার কথা বলা হয়। পৃঃ ৪৯৮

১২৪। আইজাক এ. আওয়ারউইচ, *শ্রম এবং বসতি স্থাপন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপীয়দের বসতি স্থাপনের সম্ভাবনা*। নিউইয়র্ক এবং লণ্ডন, ১৯১২। পৃঃ ৫০৩

১২৫। "পুঁজিবাদ এবং শ্রমিকদের বসতি স্থাপন" (পৃঃ ৮২-৮৫) পৃঃ ৫০৩

১২৬। আদমসুমারীর প্রতিবেদন, দ্বাদশ আদমসুমারী ১৯০০, ৫ম খণ্ড, কৃষি, ওয়াশিংটন, ১৯০২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ত্রয়োদশ তম আদমসুমারী, ১৯১০ সালে গৃহীত, ৫ম খণ্ড; কৃষি, ওয়াশিংটন,

১৯১৩। ১৯১৪ সালের মে মাসে আমেরিকা থেকে এই খণ্ডগুলির একটি পান। অন্যটি পান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাধার কিছু আগে। এই খণ্ডগুলি তাঁর নিম্নলিখিত গ্রন্থের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে: "কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশকে নিয়ন্ত্রণকারী সূত্রসমূহ বিষয়ক নতুন তথ্য, প্রথম খণ্ড। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি এবং পুঁজিবাদ" (পৃঃ ১০৪-১৯২ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৫০৩

১২৭। "রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ। বৃহদায়তন শিল্পের জন্য অভ্যন্তরীণ বাজার গঠনের ধারা (লেনিন, *সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩); ২ ১৯০৫-১৯০৭ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির কৃষি বিষয়ক কর্মসূচী" (ঐ, ১৩ তম খণ্ড)। পৃঃ ৫০৪

১২৮। টীকা ৪৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫০৫

১২৯। প্রসঙ্গটি "স্টুটগার্টে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কংগ্রেস" বিষয়ক—১৯০৭ সালের ১৮-২৪ আগস্ট দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ৭ম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ২৫টি দেশের সমাজতান্ত্রিক দল ও শ্রমিক সংগঠন-সমূহের প্রায় ৯০০ জন প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগদান করেন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা হয়: ১) ঔপনিবেশিক সমস্যা; ২) রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নের সম্পর্ক; ৩) শ্রমিকদের বিদেশে বসতি স্থাপন; ৪) নারীদের ভোটাধিকার, এবং ৫) সমরবাদ ও আন্তর্জাতিক সংঘাত।

এই কংগ্রেসে দেখতে পাওয়া গেল লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বলশেভিক এবং রোজা লুক্সেমবার্গ ও অন্যান্য জার্মান বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিপ্লবী শাখার সঙ্গে সুবিধাবাদীদের (ভোলমার, বের্নস্টাইন, ভ্যানকোল ইত্যাদি) দ্বন্দ্ব। সুবিধাবাদীরা পরাস্ত হয়েছিল এবং বিপ্লবী মার্কসবাদের আদর্শে সমাজতান্ত্রিক দলগুলির মূল কাজগুলি বিন্যস্ত করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পৃঃ ৫০৭

১৩০। টীকা ৪৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫০৭

১৩১। *লেটোপিস* পত্রিকা (ধারা বিবরণী) প্যারুস (জলযাত্রা) নামে একটি প্রকাশন সংস্থা এটি চালাত। এই পত্রিকায় লেনিন পাঠিয়ে-ছিলেন তাঁর *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি এবং পুঁজিবাদ, কৃষিতে পুঁজি-বাদের বিকাশ বিষয়ক সূত্রসমূহের নতুন তথ্য*, ১ম অংশ।

পৃঃ ৫০৮

১৩২। লেনিনের *সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর।* পৃঃ ৫০৮

১৩৩। "ইন্টারন্যাশনালে ফ্লুগব্লাতের" (আন্তর্জাতিক ইশতেহার) ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ঝিমেরওয়াল্ড বামু-এর ব্যুরো কর্তৃক ১৯১৫ সালের

নভেম্বরে, এতে এই দলের প্রস্তাব এবং কর্মসূচী আছে। এর ইংরেজি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হতে পারে নি। পৃঃ ৫০৯

১৩৪। পৃঃ ১০০-১০৩ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫০৯

১৩৫। *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র এবং যুদ্ধ* শীর্ষক প্রচারপত্রের ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশনা সংক্রান্ত যে কথাবার্তা সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যাবলীর প্রকাশক চার্লস কেরের সঙ্গে হয়েছে তাতে সুফল কিছুই হয় নি। পৃঃ ৫১০

১৩৬। *ইন্টারন্যাশান্যাল কোরেসপণ্ডেন্স* (আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি)— একটি জার্মান সোশ্যাল-শোভিনিস্ট সাপ্তাহিক বৈদেশিক প্রসংগ এবং শ্রমিক আন্দোলনের খবরাখবর দিত। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত বার্লিন থেকে প্রকাশিত হয়। পৃঃ ৫১০

১৩৭। ইন্তারন্যাশনালে সোজিয়ালিস্তিচে কোমিসিয়ন (আই. এস. কে)— জিমেরওয়াল্ড সমিতির কার্যকরী সংস্থা। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরে জিমেরওয়াল্ড সম্মেলনে এই সংস্থা নির্বাচিত হয়। পৃঃ ৫১২

১৩৮। প্রসংগটি মার্কিন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী ড্যানিয়েল দ্য লেয়নের *রোমের ইতিহাসের দুটি পাতা। ১। স্লেভ নেতা এবং শ্রমিক নেতা। ২। গ্র্যাচ্চির সতর্কবাণী* শীর্ষক বইয়ের। প্রকাশক, জাতীয় কার্যকরী কমিটি, সমাজতন্ত্রী শ্রমিক দল, নিউ ইয়র্ক, ১৯১৫, ৮৯ পৃষ্ঠা। দ্য লেয়নের বইটি রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয় নি। পৃঃ ৫১৯

১৩৯। ১৯২০ সালের ১৯ অক্টোবর কমিনটার্নের কার্যকরী কমিটির সম্পাদক এম. ভি কোবেটস্কির কাছ থেকে লেনিন জন রীডের অসুস্থতা ও মৃত্যু সংক্রান্ত মেডিকেল প্রতিবেদন পেয়েছিলেন। ১৯২০ সালের ৩ নভেম্বর *"দি কল"*-এ এটি প্রকাশিত হয়।

১৯ অক্টোবর প্রাভদায় প্রকাশিত জন রীডের মৃত্যু বিষয়ক ঘোষণার উল্লেখ লেনিন করেছেন। ঘোষণাটি ছিল: "১৬-১৭ অক্টোবর রাত্রে কমরেড জন রীড কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং আমেরিকার যুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি সংক্রামক জ্বরে মারা গেছেন।" পৃঃ ৫২১

১৪০। মস্কোর একটি হোটেল। পৃঃ ৫২২

১৪১। ১৯২১ সালে একজন মার্কিন স্বেচ্ছাসেবী শ্রমিক অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবার মনস্থ করেছিলেন। এঁদের একটা বড় অংশ ছিলেন রুশ যাঁরা অক্টোবর বিপ্লবের আগে আমেরিকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন।

এল. কে. মার্টেনসই সোভিয়েত সরকারের কাছে তাঁদের রাশিয়ায় আসার প্রশ্নটি রাখেন। পৃঃ ৫২২

১৪২। ১৯২১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শ্রম এবং প্রতিরক্ষা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিকদের নতুন করে বসতি স্থাপনের প্রশ্নটি বিবেচনা করা ছাড়াও "শ্রমবিষয়ক গণ-কমিশার পরিষদের সংগে যৌথভাবে (কমরেড মার্টেনস) দায়িত্ব নিয়েছিল বিদেশে বসতি স্থাপনকারী শ্রমিকদের গ্রহণ করা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের (কত শ্রমিককে গ্রহণ করা হবে এবং শর্ত কি)।" পৃঃ ৫২২

১৪৩। ১৯২০ সালের শরৎকালে আমেরিকান ভ্যাণ্ডেরলিপ সিনডিকেটের একজন প্রতিনিধি মস্কোয় এসেছিলেন মাছ উৎপাদনের ব্যাপারে সুযোগ সুবিধা, ১৬০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমার পূর্বে সাইবেরিয়ার অবশিষ্টাংশ এবং কামচাটকায় তৈল নিষ্কাশন এবং তৈল উৎপাদনের সম্ভাবনা নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য। অকটোবরের শেষে ৬০ বছরের সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে একটি খসড়া চুক্তি তৈরী হয়। সোভিয়েত সরকারের ১৫ বছরের মধ্যে সমস্ত সুবিধাপ্রাপ্ত সংস্থাগুলির ওপর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার ছিল। সমস্ত সংস্থার চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার ব্যাপারে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার ছিল। কারখানা সম্পূর্ণ করার অধিকার ছিল। এগুলি ছিল আর.এস.এফ. এস.আর.-এর সম্পত্তি। কিন্তু ভ্যাণ্ডারলিপ সিণ্ডিকেট মার্কিন সরকার অথবা প্রভাবশালী আর্থিক গোষ্ঠী কোন তরফ থেকেই সাহায্য পায় নি। চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নি। পৃঃ ৫২৩

১৪৪। ১৯২১ সালের ৮-১৬ মার্চ আর. সি. পি (বি)-র দশম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। পৃঃ ৫২৪

১৪৫। শ্রম এবং প্রতিরক্ষা পরিষদ ১৯২১ সালের ২২ জুন মার্কিন শিল্পের স্থানান্তরণ বিষয়ক প্রশ্ন পরীক্ষা করেছে। পরীক্ষায় এটি বাঞ্ছনীয় বলে স্বীকৃত হয়েছে যে "শিল্প সংস্থাসমূহ এবং শিল্পসংস্থার গোষ্ঠী সমূহকে বিকশিত করতে হবে মার্কিন শ্রমিকদের দল-গুলিকে লীজ দিয়ে। আর্থিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত ঠিকা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত শিল্পগত দিক থেকে অগ্রগামী কৃষকদের দল বিকশিত করতে হবে।" পৃঃ ৫২৫

১৪৬। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ৪৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫২৯

১৪৭। ১৯১৯ সালের মে মাসে নিউ ইয়র্কে রুশ বসতি স্থাপনকারীরা এই সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির শাখাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার অন্যান্য অংশে। এই সমিতির

লক্ষ্য ছিল অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য রাশিয়াকে সাহায্যের ব্যাপারে দক্ষ শ্রমিক ও কারিগর পাঠানো।

১৯২১ সালের শেষ দিক থেকে ১৯২২ সালের অক্টোবরের মধ্যে এই সমিতি সোভিয়েত রাশিয়ায় ৭টি কৃষি, ২টি গৃহ নির্মাণ এবং ১টি খনি শ্রমিক পাঠিয়েছিল। আরও পাঠানো হয়েছিল কতক গুলি গোষ্ঠী যা নিয়ে এসেছিল ৫০০,০০০ ডলারের প্রকল্প, বীজ এবং খাদ্যশস্য। ১৯২৩ সালের মধ্যে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২০,০০০-এরও বেশী হয়, শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫টি। রাশিয়া ১৯২৫ সাল পর্যন্ত সমিতির সাহায্য নিয়েছে।

লেনিন সমিতির কাজের মধ্যে প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিকতা এবং শ্রমজীবী জনগণের ভ্রাতৃত্বমূলক মৈত্রীর প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন। পৃঃ ৫৩০

১৪৮। সোভিয়েত রাশিয়াকে কারিগরী সাহায্য দানের জন্য গঠিত মার্কিন সমিতির প্রতি লেনিনের তারবার্তার খসড়া। (পৃ ৫৩২ দ্রষ্টব্য) পৃঃ ৫৩২

১৪৯। ১৯২১ সালের ৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। ভোট ভাগ হয়ে গেছল। গণ-কমিশার পরিষদের সদস্যদের ভোট নেওয়া হয়েছিল। অধিকাংশ সদস্যই তারবার্তার প্রেরণের পাশে ছিলেন।

লেনিনের প্রস্তাবের ওপর নিম্নলিখিত বিষয়টি মূল পাঠের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল: "রাশিয়ার অসুবিধাগুলির কথা মনে রাখতে হবে। এই অসুবিধাগুলি অতিক্রম করতে হবে। অতিক্রম করতে হবে খাদ্য সরবরাহের বাধা ইত্যাদি। যে সব লোক রাশিয়ায় এসেছে তাদের এ সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত থাকতেই হবে। শীর্ষ অর্থ পরিষদের শিল্পগত স্থানান্তর বিভাগের যে নির্দেশ আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে সেই নির্দেশ অনুসারে চলা দরকার। বসতি স্থাপনের জন্য জমি, অরণ্য ভূমি, খনি, কলকারখানা ইত্যাদির জন্য সরেজমিন পরীক্ষার ব্যাপারে প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে শুরু করা ভাল। এই জমিগুলি লীজ দিতে হবে।" পৃঃ ৫৩২

১৫০। রিগাতে সোভিয়েত সরকার এবং মার্কিন গণ-প্রশাসন (এ. আর. এ) প্রতিনিধিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি চিঠি লেখা হয়েছিল। মার্কিন প্রতিনিধিদের নেতা ছিলেন হুভের। ভলগা অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য সাহায্য সম্প্রসারিত করা নিয়েই এই আলোচনা। ১৯২১ সালের ২০শে আগস্ট চুক্তি চূড়ান্ত হয়। পৃঃ ৫৩৩

১৫১। ১৯২১ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর শ্রম এবং প্রতিরক্ষা পরিষদ সিদ্ধান্ত

নেয় যে উরাল ও কুজনেৎস্ক কয়লা খনি অঞ্চলে একটি মার্কিন শ্রমিকদলকে লীজ দেবার জন্য চুক্তি করা বাঞ্ছনীয়। শীর্ষ অর্থ পরিষদের প্রতিনিধি, শ্রম বিষয়ক গণ-কমিশার এবং কৃষি বিষয়ক গণ-কমিশারকে নিয়ে গঠিত একটি কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাঁরা যেন চূড়ান্ত খসড়া চুক্তি পেশ করেন। সোভিয়েত সরকারের সংগে মার্কিন শ্রমিকদের এই আলোচনায় মার্কিন শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করেন রুটজার্স হেউড এবং কালভের্ট। পৃঃ ৫৩৬

১৫২। আমেরিকান শ্রমিক দলের সংগে চুক্তির খসড়া প্রণয়নের জন্য গঠিত (টীকা ১৫১ দ্রষ্টব্য) কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন শীর্ষ অর্থ পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কুইবেসেভ। ১১ই অক্টোবর তিনি লেনিনকে একটি অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন এবং ১৯২১ সালের ১০ অক্টোবর শীর্ষ অর্থ পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলী অনুমোদিত খসড়া পাঠান। এই খসড়া লেনিনের পরবর্তী সংযোজন। পৃঃ ৫৩৯

১৫৩। প্রসংগটি হল একটি খসড়া যাতে আমেরিকান শ্রমিকরা সোভিয়েত রাশিয়ায় আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল এবং সেই অনুসারে স্বাক্ষর করেছিল। খসড়া পূর্ণ পাঠের জন্য পৃঃ ৫৩৮-৩৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৩৯

১৫৪। ১৯২১ সালের ১২ই অক্টোবর সোভিয়েত সরকার এবং রুশ-মার্কিন বাণিজ্য ও শিল্প কর্পোরেশনের (পরবর্তীকালে নতুন নাম হয় রুশ-মার্কিন শিল্প কর্পোরেশন) মধ্যে একটি খসড়া চুক্তি সম্পাদিত হয়। কর্পোরেশনটি গঠন করেন আমেরিকার সংযুক্ত পোশাক শ্রমিকরা। এই কর্পোরেশন মস্কোয় কয়েকটি পোশাক কারখানা লীজ নিতে চেয়েছিল, কারখানাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিল, এই কারখানাগুলির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনতে চেয়েছিল এবং এগুলিকে চালু করতে চেয়েছিল। পৃঃ ৫৪১

১৫৫। ১৯২১ সালের ২৭শে অক্টোবর মস্কোতে সোভিয়েত সরকার এবং মার্কিন সংযুক্ত ঔষুধ ও রাসায়নিক কর্পোরেশনের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। প্রতিনিধিত্ব করেন হ্যামার। চুক্তিটি রাশিয়ায় দশ লক্ষ পুড গম পাঠানো নিয়ে।

১৯২১ সালের ১লা নভেম্বর গণ-কমিশার পরিষদ অনুমোদিত অপর একটি চুক্তিতে মার্কিন সংযুক্ত ঔষুধ ও রাসায়নিক কর্পোরেশন উরালে এলফাইয়েভস্ক জেলায় এসবেস্টস্ খনিতে কাজ করার সুযোগ সুবিধা পায়। এটিই আর. এস. এফ. এস. আর.-এর সীমানায় প্রথম সুযোগ-সুবিধা। পৃঃ ৫৪৫

১৫৬। ১৯২১ সালের ১১ অক্টোবর শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদকে লেখা

রুটজারস্-এর চিঠি। এই চিঠি দেওয়া হয়েছিল মার্কিন শ্রমিকদের বিধিবদ্ধ দলের পক্ষ থেকে যাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নে আসেন। মার্টেনস যে সব মন্তব্য করেছিলেন এতে তার জবাব দেওয়া হয়েছে। ইনি রুটজেরস-এর প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। পৃঃ ৫৪৬

১৫৭। মার্কিন শ্রমিকদের বিধিবদ্ধ দলের পর্ষদের প্রার্থীরা। পৃঃ ৫৪৬

১৫৮। ১৯২১ সালের ২০শে অক্টোবর লেনিনের লেখা একটি খসড়া প্রস্তাব গ্রহণ করে আর. সি. পি (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো। ১৯২১ সালের ২১ নভেম্বর সোভিয়েত সরকার একটি মার্কিন শ্রমিক দলের (রুটজার্স দল) সংগে চুক্তি করে। এই চুক্তি অনুসারে দলটি খাদ্য, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়ে আসে। এই চুক্তি অনুসারে সোভিয়েত সরকার বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম কেনার জন্য ৩০০,০০০ ডলার নির্দিষ্ট করেছিল। এটাই ছিল কুঝবাস স্বশাসিত শিল্প উপনিবেশের মূল উৎস, যা কুঝনেৎস্ক কয়লা অঞ্চলের একটি অংশ অধিকার করেছিল। পৃঃ ৫৪৮

১৫৯। মার্কিন শ্রমিকদের জন্য বাড়ী তৈরী করা। পৃঃ ৫৪৮

১৬০। ১৯২১ সালের ১২ই নভেম্বর থেকে ১৯২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে। যোগ দিয়েছিল গ্রেট ব্রিটেন, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ইতালী, চীন, পর্তুগাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, এবং জাপান। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল প্রশান্ত মহাসাগর ও দূরপ্রাচ্যে প্রভাব ক্ষেত্রকে অব্যাহত রাখা এবং ঔপনিবেশিক অধিকারের পুনর্বণ্টনকে সম্পূর্ণ করা। প্রধান প্রধান যে দলিলগুলি এই সম্মেলনে স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেগুলি হল: প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সীমান্ত অধিকার রক্ষা বিষয়ক চতুঃশক্তি চুক্তি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান এবং ফ্রান্স); চীনে মুক্তদ্বার নীতি বিষয়ক নয় শক্তির চুক্তি; এবং নৌ অস্ত্র সীমিতকরণ বিষয়ক পাঁচ শক্তি চুক্তি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, ফ্রান্স এবং ইতালী।) পৃঃ ৫৫১

১৬১। ১৯২১ সালের ১৯ অক্টোবর লণ্ডন থেকে এক তারবার্তায় ক্রাসিন আমেরিকান ফাউণ্ডেশন কোম্পানীর সংগে তাঁর কথাবার্তা শুরুর বিষয়ে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন। এই কথাবার্তার ব্যবস্থা হয়েছিল একটি প্যারাফিন বিভাজন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং কৃষ্ণ সাগরের সংগে গ্রোজনিকে যুক্ত করার তেলের পাইপ লাইন তৈরীর ব্যাপারে। যদি অবশ্য কোম্পানীর প্রযুক্তিবিদরা এর সম্ভবনা গড়ে দেন। ক্রাসিন প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করেছিলেন।

১৯২১ সালের ২৮ অক্টোবর আর. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো ক্রাসিনকে পাঠানো লেনিনের খসড়া তারবার্তা অনুমোদন করেছিলেন। পৃঃ ৫৫১

১৬২। লেনিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলেন :

অক্টোবর ৪, ১৯২১

প্রধান নিকোলে লেনিন,

প্রিয় মহাশয় : উৎপাদন কেন্দ্র সংরক্ষণের জন্য আমার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নমুনার একটি নকল এর সংগে পাঠালাম। ওটা দেখবেন। তার সংগে পাঠালাম আমার প্রশংসাবাণী। এ প্রশংসাবাণী আপনার এবং আপনার জনসাধারণের জন্য। ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত আমাদের গৃহযুদ্ধের সময় আপনার দেশের মানুষ তাঁদের যুদ্ধ জাহাজের বহর নিয়ে আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। সেই সাহায্যের স্মারক হিসেবে আমি সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। যে ব্রিটিশ নৌবহর নিউ ইয়র্ক শহরে গোলাবর্ষণের জন্য নিউ নিয়র্ক বন্দরে নোঙর ফেলেছিল তারা আপনাদের নৌবহর দেখে হতচকিত হয়ে তাদের নোঙর তুলে পালিয়ে গেছল। আমেরিকার জনগণ এ কথা ভুলে যান নি। আমি সেই গৃহযুদ্ধের একজন প্রবীণ সেনানী, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পড়েছিলাম মৃতের মত। পরে আমাকে ওরা খুঁজে পায় এবং ন' মাসের জন্য বন্দী করে রাখে। আমার বর্তমান বয়স ৮১ বছর আমি জানি যুদ্ধ কি জিনিস। আমার উৎপাদন কেন্দ্র সংরক্ষকটি আপনার হাতে তুলে দেবার সংগে সংগে আমি আপনাকে এই অধিকারও দিচ্ছি যে আপনি আপনার সেই সব জনসাধারণকে আপনার খুশি মত স্বাধীনভাবে আমার সংরক্ষকের সুবিধা দিতে পারেন যাঁরা বর্তমানে আপনার আয়ত্তের বাইরে আছেন। বিনিময়ে আমি চাই আপনার দেশের মানুষের উপকার হোক, আপনি এটির প্রাপ্তি স্বীকার করুন এবং আমাকে আপনার ফটো পাঠান······আপনার এবং আপনার দেশের মানুষের জন্য আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক আন্তরিকভাবে এই কামনা করি। আমি আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু থাকতে চাই। রবার্ট বি. ক্রেই

২৭৩১ ওরম্যান এভিনিউ,

পুয়েবলো, কোলরাডো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

পৃঃ ৫৫৩

১৬৩। "কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ বিষয়ক নিয়ম সংক্রান্ত নতুন তথ্য। প্রথম খণ্ড। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদ এবং কৃষি। পৃঃ ১০৭-২০৫ দ্রষ্টব্য।" পৃঃ ৫৫৫

১৬৪। ১৯২১ সালে ডিসেম্বরের শুরুতে লেনিনের সংগে মার্কিন সাংবাদিক বেসেই বিয়েট্রির যে সাক্ষাৎকার হয় সেই সাক্ষাৎকারের বিয়েট্রি লিখিত বিবরণের লেনিন কৃত সংশোধন। পৃঃ ৫৫৬

১৬৫। সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে সাহায্যের জন্য আমেরিকান শ্রমিকদের দ্বারা সংগৃহীত তহবিলের দ্বারা আমেরিকার সংযুক্ত পোশাক শ্রমিকরা গড়ে তুলেছিলেন রুশ-আমেরিকা শিল্প করপোরেশন (আর. এ. আই. সি. রুসামিনকো)। পৃঃ ৫৫৭

১৬৬। এই অনুমান করে যে আন্তর্জাতিক অর্থ সম্মেলন (জেনোয়া সম্মেলন) ভেঙে যাবে। পৃঃ ৫৫৮

১৬৭। ১৯২২ সালের ১০ এপ্রিল থেকে মে ১৯ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অর্থ সম্মেলনে (জেনোয়া সম্মেলন) সোভিয়েত প্রতিনিধিরা যে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন চিচেরিন তারই উল্লেখ করেছেন। পৃঃ ৫৫৯

১৬৮। বিখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী এবং বিদ্যুৎ প্রযুক্তিবিদ চার্লস পি. স্টেইনমেৎজ-এর কাছ থেকে লেনিন একটি চিঠি পেয়েছিলেন:

স্টেইনমেৎজ, চার্লস পি.

স্কেহেনেকটাডি, এন. ওয়াই., ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯২২

ডবলু. লেনিন মহাশয়,

প্রিয় লেনিন মহাশয়:

এই ধরনের প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে রাশিয়া যে সামাজিক এবং শিল্প বিষয়ক পুনর্গঠনের অসাধারণ কাজ করেছে তার প্রশংসা করার সুযোগ আমি পেয়েছি বি. ডবলু ল্যাসোফের রাশিয়ায় ফেরার ফলে।

আমি আপনার পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনি সফল হবেন। বস্তুত, আপনাকে সফল হতেই হবে, রাশিয়া যে বিরাট কাজ হাতে নিয়েছে তাকে ব্যর্থ হতে দিলে চলবে না।

যদি কারিগরী বিষয়ে এবং আরও বিশেষ ভাবে বিদ্যুৎ প্রযুক্তি-বিদ্যা বিষয়ে রাশিয়াকে উপদেশ, সুপারিশ এবং পরামর্শের দ্বারা যে কোনভাবে সাহায্য করার দরকার হয় তাহলে আমি আমার ক্ষমতা অনুসারে আনন্দের সংগে তা করব।

আপনার ভ্রাতৃপ্রতিম

চার্লস পি. স্টেইনমেৎজ

পৃঃ ৫৬৬

১৬৯। ১৯২২ সালের ১৯ এপ্রিল প্রাভদার ৮৫ নং সংখ্যা স্টেইনমেৎজ-এর চিঠি (টীকা ১৬৮ দ্রষ্টব্য) এবং লেনিনের উত্তর (পৃঃ ৫৮০-৫৮১)। পৃঃ ৫৬৬

১৭০। পৃঃ ৫৩৬-৪৫ এবং ৫৪৯-৫৩ এবং টীকা ১৫১, ১৫২, ১৫৬ এবং ১৫৮ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৬৭

১৭১। পৃঃ ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৫৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৬৮

১৭২। টীকা ১৬৮ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৬৯

১৭৩। এই চিঠির জবাবে লেনিন পেত্রোগাদে জিনোভিয়েভের কাছ থেকে একটি টেলিফোন বার্তা পেয়েছিলেন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক গণ-কমিশার পরিষদের সদস্য বেগের কাছ থেকে পেয়েছিলেন লিখিত কৈফিয়ৎ। তাতে বলা হয়েছিল যে একটা ভুল বোঝাবুঝি থেকে মিসেল অভিযোগ করেছিলেন এবং সব ব্যাপারকে জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। পৃঃ ৫৭২

১৭৪। রেইনস্টেইনের প্রতিবেদনে ডঃ জে. হ্যামার এবং তাঁর পুত্র ডঃ আরমণ্ড হ্যামার এবং তাঁদের আমেরিকান সংযুক্ত ঔষধ ও রাসায়নিক করপোরেশন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পৃঃ ৫৭৩

১৭৫। ১৯২২ সালের ২ জুন আর. সি. পি (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত এ. হ্যামার এবং বি. মিসেলের উদ্যোগকে সমর্থন করে লেনিনের প্রস্তাব। পৃঃ ৫৭৩

১৭৬। সোভিয়েত রাশিয়াকে কারিগরী সাহায্যের জন্য গঠিত মার্কিন সোসাইটি প্রেরিত ট্রাক্টর দল। পৃঃ ৫৭৪

১৭৭। সোভিয়েত রাশিয়ার বান্ধব সমিতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েত রাশিয়াকে শিল্পগত সাহায্য দেবার জন্য এবং মার্কিন বুর্জোয়া সংবাদপত্রে যে সব মিথ্যা প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে তার বিরোধিতা করে সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে সত্য কথা বলার জন্য। ১৯২১ সালে এই সমিতি দুর্ভিক্ষপীড়িত ভলগা অঞ্চলে সাহায্য দেবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছিল। মার্কিন সরকার সমিতির কাজকর্মে বাধা দিয়েছে এবং সদস্যদের হয়রানি করেছে।

১৯২২ সালের গ্রীষ্মকালে প্রায় ২০ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করে সমিতি সোভিয়েত রাশিয়ায় ২২টি ট্রাক্টরে সজ্জিত একটি দল পাঠায়। এই দলটি যায় তোইকিনো রাষ্ট্রীয় খামারে (পেরম গুবেরনিয়া)। সেখানে তারা ট্রাক্টরের সাহায্যে যৌথভাবে জমি চাষ করা সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষণের ভাল ব্যবস্থা করেছিল। ১৯২২ সালের ১৫ অক্টোবর প্রাভদার ২৩৩ নং সংখ্যায় হ্যারল্ড ওয়ারে "মার্কিন ট্রাক্টর দল" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এই দলের কাজকর্মের বর্ণনা করেছিলেন। লেনিন এই দলের কাজ পরিপূর্ণভাবে সমর্থন

করেছিলেন এবং ১৯২২ সালের ৯ নভেম্বর সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সম্পাদকমণ্ডলী লেনিনের সুপারিশের উপর নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করে :

"রাশিয়ার প্রতি কারিগরী সাহায্য দানের জন্য গঠিত মার্কিন সমিতির দলগুলি নির্দেশিত পেরম এবং অন্যান্য অনন্য খামার-গুলিকে মডেল খামার হিসাবে চিহ্নিত করা হবে।" পৃ: ৫৭৭

১৭৮। টীকা ১৪৭, দ্রষ্টব্য পৃ: ৫৭৮

১৭৯। টীকা ১৭৭, দ্রষ্টব্য পৃ: ৫৮০

১৮০। ভলগায় ফসল উৎপাদনে ব্যর্থতার পর দুর্ভিক্ষ পীড়িত ওই অঞ্চলে সাহায্য দেবার জন্য ১৯২১ সালে একটি আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত সংগঠন গড়ে ওঠে। ক্লারা জেইটকিন ছিলেন এই সংগঠনের সভানেত্রী, সাধারণ সম্পাদক মুনজেনবার্গ। এই সংগঠন আর্তদের জন্য অর্থ ও খাদ্য সংগ্রহ, দুর্গত এলাকায় ঔষধ সরবরাহ শিশু সদন পরিচালনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। ১৯২২ সালে এই সংগঠন সোভিয়েত রাশিয়ায় একাধিক শিল্প ও কৃষি সংস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে। এই সংস্থাগুলির সাহায্যে দেশের আর্থিক পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। কালক্রমে এটি একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। পৃ: ৫৮১

১৮১। ১৯৩১ সালে প্রথম প্রকাশ, *সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক টীকা সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চস্তর*-এর প্রাথমিক উৎপাদন নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই বইটি লেনিন লিখেছিলেন ১৯১৬ সালে। লেনিন ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান এবং অন্যান্য ভাষার শত শত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পরিসংখ্যানগত রচনার সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করেছেন। পৃ: ৫৮৩

নামের তালিকা

অ

অগাস্ট জার্মান পাতি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ

অগুইনালডো, এমিলিও (জন্ম, ১৮৬৯)—১৮৯৬-৯৮ সালে স্পেনীয় উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে ফিলিপাইনের অভ্যুত্থানের নেতা।

অরল্যান্ডো, ভিট্টোওরিও ইম্যানুয়েল (১৮৬০-১৯৫২) ইতালিয়ান রাজনীতিবিদ, কয়েকবার মন্ত্রিত্বের পদে ছিলেন। ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী।

আ

আলেক্সিনস্কি, গ্রেগরির আলেক্সিয়েভিচ (জন্ম ১৮৭৯)—রাজনীতির প্রথম জীবনে সোশ্যাল-ডেমোক্রাট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল শোভিনিস্ট, একাধিক বুর্জোয়া সংবাদপত্রে লিখেছেন। ১৯১৮ সালের এপ্রিলে বিদেশে চলে যান এবং চরম প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরে যোগ দেন।

আউয়ের, ইগনাৎস (১৮৪৬-১৯০৭)—জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, ১৮৭৫ সালে জার্মানীর সোশ্যালিস্ট লেবার পার্টির সম্পাদক, কয়েকবার রাইখস্ট্যাগের ডেপুটি। স্বাভাবিকভাবেই সংস্কারপন্থী এবং জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাসির সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর নেতা।

আরকোহার্ট, জন লেসলি (১৮৭৪-১৯৩৩)—ব্রিটিশ ধনকুবের এবং শিল্পপতি, বৃটেন-রাশিয়া ঋণদাতা সমিতির সভাপতি; সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের সংগঠক (১৯১৮-২০)। ১৯২০-র দশকে সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় অবস্থিত তাঁর প্রাক্তন শিল্পসংস্থা ফিরে পাবার চেষ্টা বারে বারে করেছেন।

আইয়ার] লিঙ্কন—আমেরিকান সাংবাদিক, 'দি ওয়ার্ল্ড' পত্রিকার প্রতিনিধি; ১৯২০ সালের

অক্টোবর বিপ্লবের পরে সোভিয়েত রাশিয়া সম্বন্ধে, লেনিনের সংগে সাক্ষাৎকার এবং কথাবার্তা—

আওয়ারউইচ, আইজাক এ, (১৮৬০-১৯২৪)—অর্থনীতিবিদ, ১৮৮৯ সালে রাশিয়া থেকে আমেরিকায় চলে যান, সেখানে তিনি ট্রেড-ইউনিয়ন এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। লেনিন তাঁর বই *রাশিয়ার গ্রামের আর্থিক অবস্থা* (রুশ ভাষায়) এবং *বসতি স্থাপন ও শ্রম* (১৯১২)-এর প্রশংসা করেছিলেন। ২০ শতকের প্রথম দিকে তিনি শোধনবাদী হয়ে যান।

আওয়েন্স, মাইকেল জোসেপ (১৮৫৯-১৯২৩)—বোতল তৈরীর যন্ত্রের আমেরিকান উদ্ভাবক।

আক্সেলরদ পাভেল বোরিসোভিচ (১৮৫০-১৯২৮) মেনশেভিক নেতা এবং প্রতিক্রিয়ার বছরগুলিতে অবলুপ্তিবাদীদের নেতা (১৯০৭-১০)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শোভিনিস্ট। অক্টোবর বিপ্লবের প্রতি বৈরী মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন, দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আক্সেলরদ টি. এল (১৮৮৮-১৯৩৮) ১৯১৭ সালের অক্টোবর থেকে ১৯১৮ সালের জুলাই পর্যন্ত গণ-কমিসার পরিষদের প্রেস ব্যুরোর প্রধান এবং ১৯২০-২১ সালে কমিনটার্ন' প্রেস ব্যুরোর প্রধান। পরবর্তীকালে সংবাদপত্রে কাজ করেছেন।

ই

ইয়ের মানস্কি, ওসিপ আরকাদিয়েভিচ (১৮৬৬-১৯৪১)—সোশ্যাল ডেমোক্রাট এবং মেনশেভিক; ১৯২১ সালে মেনশেভিকদের সংগে সম্পর্ক ছেদ করেন; জনকল্যাণমূলক কাজ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত হন।

ইলিন, ভি—ভি. আই. লেনিন।

উ

উইগ্যাণ্ড, কার্ল—ইউনিভার্সাল সার্ভিস নিউজ এজেন্সির বার্লিন প্রতিনিধি।

উইজনকুপ, ডেভিড (১৮৭৭-১৯৪১)—ওলন্দাজ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট; ১৯০৭ সালে ওলন্দাজ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক ওয়ার্কার্স পার্টির বামপন্থী অংশের মুখপত্র 'দ্য ট্রিবিউন' সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তীকালে এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিকতাবাদী—

উইলহেলম দ্বিতীয় (হোহেনজোলের্ন) (১৮৫৯-১৯৪১)—জার্মানীর সম্রাট এবং প্রাশিয়ার রাজা (১৮৮৮-১৯১৮)।

উইলিয়ামস, টি. রাসেল—ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী, ব্রিটিশ স্বাধীন শ্রমিক দলের সদস্য ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সমর বিরোধী মতবাদ গ্রহণ করেন, এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের নীতিকে সমালোচনা করেন।

উইলসন উড্র (১৮৫৬-১৯২৪)—আমেরিকার রাষ্ট্র নেতা, ১৯১৩ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের অন্যতম সংগঠক।

উইসচনিউৎঝকে—কেল্লে উইসচনিউৎঝকে, ফ্লোরেন্স দ্রষ্টব্য

উলিয়ানভ, ভি, উল, আউলিয়ানফি, উল, উলিয়ানাউ, উলজানাউ—ভি. আই. লেনিন দ্রষ্টব্য।

উসের রোল্যাণ্ড জি (জন্ম ১৮৮০)—মার্কিন ঐতিহাসিক।

এ

এডলের ফ্রেডরিক (১৮৭৯-১৯৬০)—অস্ট্রিয়ান সংস্কারবাদী এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট। ১৯১০-১১ সালে সুইস সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পত্রিকা 'ভোলক্সরেক্ট' (গণ অধিকার)-এর সম্পাদক এবং পরবর্তী কালে অস্ট্রিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'র সম্পাদক। ১৯১৬ সালে অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট কার্ল ভন স্টুরাগ প্রাণদণ্ড দেন। মধ্যপন্থী আড়াই আন্তর্জাতিকের একজন সংগঠক (১৯২১-২৩)।

এডলের ভিক্টর (১৮৫২-১৯১৮)—অস্ট্রিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সংগঠক এবং নেতা, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের একজন সংস্কারবাদী নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। "শ্রেণী শান্তি" প্রচার করেছিলেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী কাজকর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন।

এটকিনসন, এডওয়ার্ড (১৮২৭-১৯০৫) আমেরিকান অর্থনীতিবিদ।

এ্যানিস্কট, আব্রাম মোইসিয়েভিচ (১৮৮৭-১৯৪১) ১৯১৯ সাল থেকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্য, ১৯১৯-২২ সালে শ্রম সংক্রান্ত গণ-কমিসার পরিষদের সদস্য এবং শ্রম সংক্রান্ত ডেপুটি গণ-কমিসার।

এবেট ফিডরিক (১৮৭১-১৯২৫) জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি'র দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা। ১৯১৩ সাল থেকে এই দলের কার্যকরী কমিটির সভাপতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পার্টি'র সোশ্যাল-শোভিনিস্ট গোষ্ঠীর নেতা, ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের শুরুতে জার্মান সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলর এবং গণ-কমিসার পরিষদের প্রধান। জার্মানীর প্রেসিডেন্ট (১৯১৯-২৫) জার্মান প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন।

এঙ্গেলস ফ্রেডরিক (১৮২০-১৮৯৫)।

এসচুয়েগে লুডউইগ—জার্মান পাতি-বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ Die Bank-এ লগ্নী পুঁজি বিষয়ক প্রবন্ধের প্রকাশক।

ও

ওয়ের হ্যারল্ড (১৮৯০-১৯৩৫)—১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠার সময় থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য; পেশার দিক থেকে কৃষি বিজ্ঞানী। তিনি যে ট্রাক্টর দলটি সংগঠিত করেছিলেন সেই দলের প্রধান হিসাবে ১৯২২ সালে সোভিয়েত রাশিয়া সফর করেন। এরপর একাধিকবার সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন, বৃহৎ রাষ্ট্রীয় খামার সংগঠনের ব্যাপারে পরামর্শ করেন।

ওয়াশিংটন জর্জ (১৭৩২-৯৯)—আমেরিকার অসাধারণ রাষ্ট্রনীতিবিদ; বৃটেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রধান সেনাপতি (১৭৭৫-৮৩)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি (১৭৮৯-৯৭)।

ওয়েব বিয়েট্রিস (১৮৫৮-১৯৪৩) এবং সিডনী (১৮৫৯-১৯৪৭)—প্রখ্যাত ব্রিটিশ জননেতা এবং ফেবিয়ান সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা; ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস এবং তত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শোভিনিস্ট মনোভাব অবলম্বন করেন। অকটোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ওয়েব সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি প্রচণ্ড সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে ওঠেন।

ওলেইনকিকোভ—শ্বেতরক্ষী বাহিনীর অফিসার, সোভিয়েত শক্তির পক্ষ অবলম্বন করেন।

ওরনাটস্কি—চিচেরিন জি. ভি. দ্রষ্টব্য।

ক

কাহান, আব্রাম—নিউ ইয়র্কের ইহুদি সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্র *ভোরওয়ার্টস*-এর সম্পাদক।

কালভের্ট, এইচ. এস—আমেরিকান শ্রমিক, আই. ডবলু. ডবলুর সদস্য; কুজবাস-এ স্বশাসিত শিল্প উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করেন (১৯২১)—.

কালওয়ের, রিচার্ড (১৮৬৮-১৯২৭)—বিশিষ্ট জার্মান অর্থনীতিবিদ, শোধনবাদী ও সংস্কারবাদী, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সদস্য; ১৯০৯ সালে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে সরে আসেন; জার্মান ট্রেড ইউনিয়নের মুখ্য কমিশনের প্রচারপত্রের রচয়িতা এবং আর্থিক সমীক্ষার প্রধান।

কার্লসন, কার্ল নাথানিয়েল (১৮৬৫-১৯২৯)—সুইডিশ বামপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট; প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিকতাবাদী, সুইডেনের সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির বিরোধী বাম গোষ্ঠীর মুখপত্র *পোলিটিকেন*-এর সম্পাদক (১৯১৬-১৭); সুইডেনের কমিউ-

নিস্ট পার্টির সদস্য (১৯১৭-১৯২৪); ১৯২৪ সালে হোগলুণ্ডের সুবিধাবাদী গোষ্ঠীতে যোগ দেন এবং সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সংগে পুনরায় মিলিত হন।

কার্নেজেই, এণ্ড্রু (১৮৩৫-১৯১৯)—মার্কিন ধনকুবের, স্কটল্যাণ্ডে জন্ম; ১৮৮৯ সালে একটি ইস্পাত করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯০১ সালে এটি মর্গানের ইউ. এস. স্টীলের সংগে যোগ করে দেন।

কার, জন (জন্ম ১৮৮০)—কমিনটার্নে মার্কিন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি (১৯২১ সালে)।

ক্লেমেনসেয়াউ, জর্জেস (১৮৪১-১৯২৯)—ফরাসী রাজনীতিবিদ; ১৯০৬-০৯ এবং ১৯১৭-২০ সালে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী; বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করেছেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড দমনমূলক নীতি চালিয়ে গেছেন; সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালানোর ব্যাপারে অন্যতম সংগঠক ও পরিচালক; "আর্থিক অবরোধ" কার্যকর করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রকে টিপে মারার চেষ্টা করেছিলেন।

ক্রোমের, এভেলিয়ান (১৮৪১-১৯১৭) প্রতিক্রিয়াশীল ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ, প্রাচ্যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি পরিচালনা করেছেন।

কাউটস্কি, কার্ল (১৮৫৪-১৯৩৮)—জার্মান দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং জাতিতত্ত্ববিদ; প্রাথমিক পর্যায়ে মার্কসবাদীদের পাশে ছিলেন, পরবর্তীকালে শোধনবাদী এবং মার্কসবাদের বিকৃতি ঘটিয়েছেন; ১৮৮৩ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির Dee Neue Zeit পত্রিকার সম্পাদক; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিক।

কালিনিন, মিখাইল ইভানোভিচ (১৮৭৫-১৯৪৬)—সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অসাধারণ নেতা এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের নেতা; ১৮৯৮ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য; ১৯১৯ সাল থেকে সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতি এবং পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি।

কামেনেভ্, লেভ্ বোরিসোভিচ্ (রোজেনফেল্ড) (১৮৮৩-১৯৩৬)—১৯০১ সাল থেকে আর. এস. ডি. এল. পি-র সদস্য; আর. এস. ডি. এল. পি-র দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর (১৯০৩) বলশেভিকদের সংগে যুক্ত হন; প্রতিক্রিয়ার আমলে (১৯০৭-

১৯০৭) বিলোপবাদী, অট্জোভিস্ট্ এবং ট্রটস্কিবাদীদের সংগে আপসের জন্য ওকালতি করেছেন; ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর লেনিনের *এপ্রিল থিসিস্* এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে পার্টির গতির বিরোধিতা করেছেন; ১৯১৭ সালের অকটোবরে জিনোভিয়েভের সংগে মিলে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তকে ফাঁস করে দেন। অকটোবর বিপ্লবের পর পার্টির লেনিনবাদী নীতির বারবার বিরোধিতা করেন; ১৯২৫ সালে নতুন বিরোধী গোষ্ঠীর অন্যতম সংগঠক; ১৯২৬ সালে পার্টি বিরোধী, ত্রৎস্কি-জিনোভিয়েভ গোষ্ঠীর একজন নেতা; ১৯৩৪ সালে পার্টি বিরোধী কাজের জন্য পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন।

ক্যাসো লেভ এ্যারিস্তিদোভিচ (১৮৬৫-১৯১৪)—চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং বৃহৎ জমিদার; জার মন্ত্রিসভার জন শিক্ষামন্ত্রী (১৯১০-১৪); বিপ্লবী ছাত্র এবং প্রগতিশীল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত দমন নীতি চালিয়েছেন।

কাউৎস্কি, কার্ল (১৮৫৪-১৯৩৮)—জার্মান-ডেমোক্রাটদের ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা; প্রাথমিক পর্যায়ে একজন মার্কসবাদী, পরবর্তীকালে তিনি সুবিধাবাদ, মধ্যপন্থার (কাউৎস্কিবাদ) অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ক্ষতিকর রূপের তাত্ত্বিকে পরিণত হন; Die Neue Zeit (নয়া কাল)-এর সম্পাদক, জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের তাত্ত্বিক পত্রিকা। অকটোবর বিপ্লবের পর তিনি প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের বিরোধিতা করেন। বিরোধিতা করেন প্রলেতারিয়েত একনায়কত্বের।

কেল্লে উইসচসিউৎজস্কি, ফ্লোরেন্স (১৮৫৯-১৯৩২)— আমেরিকান সমাজতন্ত্রী, এঙ্গেলস-এর *ইংল্যাণ্ডে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা* গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক; আমেরিকার সমবায় আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন।

কেরেনেস্কি, আলেকজান্দার ফিয়োদোরভিচ (১৮৮১-১৯৭০)—সমাজতন্ত্রিক বিপ্লবী; ১৯১৭সালের ফেব্রুয়ারীর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর একজন মন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও শীর্ষ সেনানায়ক; অকটোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং ১৯১৮ সালে বিদেশে পালিয়ে যান।

কেসনের ফ্রিৎজ—জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ; পুঁজিবাদী সমাজে ট্রাস্ট-এর বিকাশ এবং অসংগঠিত পুঁজিবাদী সংস্থাসমূহের বিরুদ্ধে এদের সংগ্রাম সম্পর্কে গবেষণা করেছেন।

কেইনস জন মেনার্ড (১৮৮৩-১৯৪৬)—ব্রিটিশ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিবিদ প্যারিস শান্তি সম্মেলনে (১৯১৯) বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি ; দ্রুত পদত্যাগ করেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন ভার্সাই শান্তি চুক্তি ইউরোপীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ; *শান্তির অর্থনৈতিক ফলশ্রুতি* গ্রন্থে তাঁর মতামত উপস্থিত করেছেন।

কিয়োভস্কি, পি. (পিয়েতাকভ, জর্জি লিয়োনিদোভিচ) (১৮৯০-১৯৩৭) ১৯১০ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্য ; জাতীয় প্রশ্নে বারবার পার্টি'র নীতির বিরোধিতা করেছেন ; ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর লেনিনের *এপ্রিল থিসিস* এবং পার্টি'র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিষয়ক কার্যধারার বিরোধিতা করেছেন ; ১৯১৮ সালে উক্রাইনে বামপন্থী কমিউনিস্টদের পার্টি বিরোধী গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা ; ১৯২০-২১ সালে ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক আলোচনা কালে ত্রৎস্কির পক্ষ নিয়েছিলেন ; ১৯২৭ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি'র (বলশেভিক) ১৫শ কংগ্রেস তাঁকে ত্রৎস্কিপন্থী বিরোধীদের সক্রিয় সদস্য হিসাবে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করেন ; ১৯২৮ সালে আবার পার্টি'তে ফিরে আসেন এবং ১৯৩৬ সালে পার্টি-বিরোধী কাজের জন্য আবার বহিষ্কৃত হন।

কোবেতস্কি, এম.ভি. (১৮৮১-১৯৩৭)—১৯০৩ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্য ; ১৯১৯-২৩ সালে কমিনটার্নে কাজ করেছেন, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী সমিতির ক্ষুদ্র ব্যুরোর সদস্য ছিলেন।

কোকোভৎসভ, ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচ (১৮৫৩-১৯৪৩)—জারতন্ত্রী রাজনীতিবিদ ; ১৯০৪ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত অর্থমন্ত্রী (১৯০৫-০৬ সালে স্বল্প বিরতি) ; ১৯১১ সালে একই সংগে মন্ত্রি-পরিষদের চেয়ারম্যান ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বড ব্যাংক মালিক ; অকটোবর বিপ্লবের পর শ্বেতরক্ষী বাহিনীতে যান।

কোলচাক আলেকজাণ্ডার ভাসিলিয়েভিচ (১৮৭৩-১৯২০)—জারের নৌ-সেনাপতি ; রাজতন্ত্রী ; ১৯১৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্সের সমর্থনে রাশিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং উরাল, সাইবেরিয়া ও দূরপ্রাচ্যে বুর্জোয়া ও জমিদারদের সামরিক একনায়কতন্ত্রের নেতৃত্ব দেন ; তাঁর বাহিনী সাইবেরিয়া ও উরাল অতিক্রম করে পূর্ব দিক থেকে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করে এবং ১৯২০ সালের প্রথম দিকে লাল ফৌজের হাতে পরাস্ত হয়।

কোলনতাই, আলেকজান্দ্রা মিখাই-লোভনা (১৮৭২-১৯৫২)—১৮৯০-এর দশক থেকে পেশাদার বিপ্লবী; ১৯১৫ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্য; অকটোবর বিপ্লবের পর সমাজ কল্যাণের গণ-কমিসার; ১৯২১-২২ সালে কমিনটার্নের অধীনে আন্তর্জাতিক মহিলা সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদিকা; ১৯২৩ সাল থেকে কূটনীতিবিদ।

ক্রাসিন, লিওনিদ বোরিসোভিচ্ (১৮৭০-১৯২৬)— কমিউনিস্ট পার্টি' এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব; অকটোবর বিপ্লবের পর শীর্ষ আর্থিক পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং যোগাযোগ দপ্তরের গণ-কমিসার; ১৯১৯ সাল থেকে কূটনীতিবিদ এবং ১৯২১ সাল থেকে একই সংগে বৈদেশিক বাণিজ্যের গণ-কমিসার।

ক্র্যাসনোশচোকোভা, জি. বি (*তোবিনসোন - ক্র্যাসনোশচ-কোভা*) (১৮৮৯-১৯৬৪)—১৯০৬ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা। ১৯২১ সালের ৩রা ডিসেম্বর লেনিন এবং মার্কিন সাংবাদিক বেসে বিয়েটের সাক্ষাৎকারে দোভাষী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন; ১৯৩১ সাল থেকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি'র (বলশেভিক) সদস্য।

ক্র্যাসনোভ, পিওতর নিকোলায়েভিচ্ (১৮৬৯-১৯৪৭)—জারের সেনা-নায়ক; ১৯১৭ সালে পেত্রোগ্রাদে বিপ্লব দমনের জন্য সশস্ত্র প্রচেষ্টা করেন এবং পরাজিত হন; ১৯১৮ সালে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ডন কসাকদের বিদ্রোহ সংগঠিত করেন; জারিয়ানে (ভলগোগ্রাদ) লালফৌজের হাতে পরাজিত হন ১৯১৮ সালের শরৎ-কালে; ১৯১৯ সাল থেকে শ্বেত-বাহিনীর সংগে যুক্ত।

ক্রিয়েজ, হেরম্যান (১৮২০-১৮৫০)—জার্মান সাংবাদিক, ১৮৪০-এর দশকে তথাকথিত "খাঁটি-সমাজ-তন্ত্র"-এর পাতি বুর্জোয়া ধারার প্রতিনিধি; ১৮৪০-এর দশকের শেষ পর্বে নিউ ইয়র্কে "খাঁটি সমাজতান্ত্রিক"দের একটি জার্মান গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করেন; *ভলক্স্ ট্রিবুন* পত্রিকার প্রকাশক; সমভিত্তিক ভূমি অধিকারের প্রচারক।

ক্রুপ—জার্মানীতে যুদ্ধোপকরণ উৎপাদন সংস্থাসমূহ।

ক্রিঝিঝানোভস্কি, গ্লেব ম্যাক্সি-মিলিয়ানোভিচ (১৮৭২-১৯৫৯)—কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রবীণতম সদস্যদের অন্যতম, বিশিষ্ট সোভিয়েত বিজ্ঞানী এবং বিদ্যুৎ প্রযুক্তিবিদ, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন বিজ্ঞান আকাদেমীর সহ-সভাপতি; ১৯৩০ সাল থেকে আকাদেমীর বিদ্যুৎ সংস্থার পরিচালক; বিদ্যুৎ প্রযুক্তি বিদ্যা বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধের রচয়িতা।

কুগেলমান, লুডভিগ (১৮৩০-১৯০২)—জার্মান ডাক্তার এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাট; জার্মানীর ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন; প্রথম আন্তর্জাতিক সদস্য; ১৮৬২ থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত লণ্ডনে মার্কস-এর সংগে পত্র বিনিময় হয়, তাঁকে জার্মানীর পরিস্থিতি জানান।

কুইবাইসেভ, ভালেরিয়ান ভ্লাদিমিরোভিচ (১৮৮৮-১৯৩৫) কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিশিষ্ট নেতা; ১৯২১ সালে শীর্ষ অর্থ পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং একই সংগে গ্লাভেলেকট্রোর (বিদ্যুৎ শিল্প পর্ষদ) প্রধান; ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতি, শ্রমিক ও কৃষক পরিদর্শনের গণ-কমিসার, সোভিয়েত ইউনিয়নের গণ-কমিসার পরিষদ এবং শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদের সহ-সভাপতি, ১৯২৬ সাল থেকে শীর্ষ অর্থ পরিষদের সভাপতি।

কুসীনেন অটো উইলহেলমোভিচ (১৮৮১-১৯৬৪) কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের নেতা, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য; ফিনল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য; আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা, ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কমিনটার্নের কার্যকরী কমিটির সম্পাদক; আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা।

ক্রিস্টেনসেন, পার্লে পার্কার (১৮৬৯-১৯৫৪)—মার্কিন আইনজীবী এবং রাজনৈতিক ও জননেতা; ১৯২০ সালের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে শ্রমিক ও কৃষক দলের প্রার্থী, সংগে সংগে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ।

খ

খভোস্তভ, আলেক্সি নিকোলায়েভিচ (১৮৭২-১৯১৮)—বৃহৎ ভূস্বামী; ভোলগার রাজ্যপাল, পরে নিঝনি নোভগোরদ-এর রাজ্যপাল (১৯০৬-১০); প্রতিক্রিয়াশীল নীতির জন্য কুখ্যাত; চতুর্থ ডুমার ডেপুটি এবং সেখানকার দক্ষিণ-পন্থী গোষ্ঠীর নেতা; ১৯১৫-১৬, আভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী এবং সেনাবাহিনীর প্রধান।

গ

গেদে, জন—১৯১৯ সালে বাল্টিক অঞ্চলে মার্কিন সরকারের কমিশনার

গেয়রবেক জি. জি. (জন্ম ১৮৯০)—১৯২১ সালে শীর্ষ আর্থিক

পরিষদের উরাল শিল্প ব্যুরোর সহকারী চেয়ারম্যান—

গিফেন, রবার্ট (১৮৩৭-১৯১০)—ব্রিটিশ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ এবং পরিসংখ্যানবিদ, একাধিক পরিসংখ্যান সংক্রান্ত প্রবন্ধের লেখক। ১৮৭৬-৯৭ সালে ব্রিটিশ বাণিজ্য পর্ষদের পরিসংখ্যান শাখার ডাইরেকটর—

গোম্পার্স, স্যামুয়েল (১৮৫০-১৯২৪)—মার্কিন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতা এবং সমাজতন্ত্রের বিরোধী। ১৮৮২ সাল থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন আমেরিকান শ্রম ফেডারেশনের সভাপতি। পুঁজিবাদীদের সংগে শ্রেণী সমন্বয়ের নীতি প্রচার করেছিলেন, বিরোধিতা করেছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের।

গোরবুনভ, নিকোলাই পেত্রোভিচ (১৮৯২-১৯৩৮)—১৯১৭ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। অকটোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর থেকে গণ-কমিশার পরিষদের সম্পাদক এবং পরে বাণিজ্য সম্পাদকের কাজ করেছেন।

গোরবুনভ, পি. পি. (১৮৮৫-১৯৩৭)—১৯২১-২২ সালে পররাষ্ট্র বিষয়ক গণ-কমিশার সংস্থার বাণিজ্য সচিব।

গোর্কি, ম্যাকসিম (পেশকভ, আলেকসিই ম্যাকসিমোভিচ) (১৮৬৮-১৯৩৬)—রুশ লেখক। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর গোর্কি সোভিয়েত শক্তির সমর্থনে বুদ্ধিজীবীদের দাঁড় করাবার জন্য অনেক কিছু করেছেন। সোভিয়েত লেখক সংঘের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই সংঘের সভাপতি।

গোরটের হেরম্যান (১৮৬৪-১৯২৭) ওলন্দাজ বামপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রাট, কবি এবং রাজনীতিবিদ। ১৯০৭ সালে প্রকাশিত ওলন্দাজ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ওয়ার্কার্স পার্টির বামপন্থী অংশের মুখপত্র *দি ট্রিবিউন*-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বিশ্বযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিকতাবাদী। ১৯১৮-থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত হল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন, এখানে তিনি অতি-বাম সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন। ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ও সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যান।

গ্রীম, রবার্ট (১৮৮১-১৯৫৮)—সুইস সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপন্থী এবং ঝিমেরওয়াল্ড ও কিয়েনথল সম্মেলনের সভাপতি। ১৯৪৫-৪৬ সালে সুইস জাতীয় পরিষদের সভাপতি।

গ্রোট নিকোলাই ইয়াকোভলেভিচ (১৮৫২-১৮৯৯)—ভাববাদী দার্শনিক এবং মস্কো মনস্তত্ত্ব সমিতির

গুচকভ, আলেকজান্দ্রার ইভানোভিচ (১৮৬২-১৯৩৬)—রাশিয়ার বৃহৎ বণিক ও শিল্পপতি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, রাজতন্ত্রী এবং বুর্জোয়া অকটোব্রিস্ট পার্টির নেতা। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর অস্থায়ী সরকারের সদস্য। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর দেশের বাইরে গিয়ে শ্বেতরক্ষী বাহিনীতে যোগ দেন এবং সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে সক্রিয় লড়াই করেন।

গুয়েসদে জুলিস (১৮৪৫-১৯২২)—ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম সংগঠক ও নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই সোশ্যাল-শোভিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন এবং ফ্রান্সে বুর্জোয়া সরকারের সদস্য ছিলেন।

গুইলবিয়াক, হেনরি (১৮৮৫-১৯৩৮)—ফরাসী সমাজতান্ত্রিক কবি এবং সাংবাদিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপন্থী এবং শান্তিবাদী পত্রিকা *ডি মেইন*-এর প্রকাশক। ১৯১৬ সালে কিয়েনথল সম্মেলনের কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯২০-র দশকের শুরুতে জার্মানীতে বাস করেন এবং *হুম্যানিতে* পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন।

গুলভিচ, কনস্তান্তিন নিকোলায়েভিচ (জন্ম ১৮৬৫)—১৯১৯ সালে সুইডেনে কোলচাক প্রতিবিপ্লবী সরকারের তিনি প্রতিনিধি ছিলেন।

গুইনের, আর্থার ভন (১৮৫৬-১৯৩১) বিশিষ্ট জার্মান অর্থ লগ্নীকারক। ১৮৯৪ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত দেউৎচে ব্যাংকের ডাইরেক্টর ছিলেন।

চ

চাইকোভস্কি, নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ (১৮৫০-১৯২৬)—নারোদনিক; ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী। ১৯১৮-১৯ সালে আরচেংগেলে শ্বেতরক্ষী বাহিনীর সরকারের সদস্য, এই সরকারকে সমর্থন করেছেন ব্রিটিশ আগ্রাসনবাদীরা, উত্তর রাশিয়ায় আগ্রাসনবাদী এবং প্রতি বিপ্লবীদের পরাজয়ের পর বিদেশে চলে যান।

চেম্বারলিন, যোসেফ (১৮৩৬-১৯১৪) ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ; বাণিজ্য পর্ষদের সভাপতি (১৮৮০-৮৫), স্বরাষ্ট্র সচিব (১৮৪৬), উপনিবেশ বিষয়ক সচিব (১৮৯৫-১৯০৩); প্রত্যক্ষভাবে ঔপনিবেশিক নীতি পরিচালনা করেছেন এবং ১৮৯৯-১৯০২ সালের এ্যাংলো-বুয়র যুদ্ধের প্রধান উৎসাহী।

চ্যাম্পিয়ান, হেনরি হাইদে (১৮৫৭-১৯২৮)—বৃটেনে সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক ফেডারেশনের সক্রিয়

সদস্য ও রক্ষণশীলদের সংগে নির্বাচনী বোঝাপড়ার জন্য ১৮৮৭ সালে ফেডারেশন থেকে বহিষ্কৃত।

চার্লস প্রথম, (হাবস বার্গ) (১৮৮৭-১৯২২)—অস্ট্রিয়ার সম্রাট (১৯১৬-১৮)।

চেস, স্টুয়ার্ট (জন্ম ১৮৮৮)—আমেরিকান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও জননেতা।

চেরনভ, ভিক্তর মিখাইলোভিচ (১৮৭৬-১৯৫২)— সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী দলের নেতা ও তাত্ত্বিক, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর অস্থায়ী সরকারের কৃষিমন্ত্রী ; যে সব কৃষক জমি দখল করেছিল তাদের উপর নির্মম দমনপীড়ন চালান, অকটোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত বিস্তারে অংশগ্রহণ করেন ; ১৯২০ সাল থেকে শ্বেতরক্ষী বাহিনীর সংগে যুক্ত।

চেরনিয়েভস্কি, নিকোলাই গ্রাবরিলোভিচ (১৮২৮-১৮৮৯)—বিশিষ্ট রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রী, বস্তুবাদী দার্শনিক, লেখক এবং সাহিত্য সমালোচক, ১৮৫০ এবং ১৮৬০-এর দশকে রুশ বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা—

চিচেরিন, জর্জি ভাসিলিয়েভিচ (১৮৭২-১৯৩৬)—বিশিষ্ট সোভিয়েত রাষ্ট্রনীতিবিদ, ১৯১৮ সালের মে থেকে ১৯৩০ সালের জুলাই পর্যন্ত পররাষ্ট্র বিষয়ক গণ-কমিসার ; জেনোয়া (১৯২২) এবং লাউসানেতে (১৯২২-২৩) আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রুশ প্রতিনিধিদের নেতা ; ১৪শ এবং ১৫শ পার্টি কংগ্রেস কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি'র (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত, সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য।

চখেইদজে, নিকোলাই সেমিওনেভিচ (১৮৬৪-১৯২৫)—অন্যতম মেনশেভিক নেতা ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপন্থী ; ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর শ্রমিকদের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের চেয়ারম্যান এবং সৈনিকদের ডেপুটি ; অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন করেন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর জর্জিয়াতে প্রতিবিপ্লবী মেনশেভিক সরকারের নেতৃত্ব দেন এবং ১৯২১ সালে সেখানে সোভিয়েত ক্ষমতা কায়েম হলে বিদেশে পালিয়ে যান—

চখেনকেলি অকেকি ইভানোভিচ (১৮৭৪-১৯৫৯)—জর্জিয়ান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, মেনশেভিক প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় মধ্যপন্থী, ১৯১৮-২১ সালে জর্জিয়ায় প্রতিবিপ্লবী মেনশেভিক সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী পরবর্তীকালে শ্বেতরক্ষি বাহিনীর সংগে যুক্ত।

চার্চিল, উইনস্টন (১৮৭৪-১৯৬৫)—

ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ এবং রক্ষণশীল দলের নেতা; ১৯০৮ সাল থেকে বিভিন্ন মন্ত্রী পদে আসীন; ১৯১৮-২০ সালে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানের অন্যতম প্রধান উৎসাহদাতা ও ১৯৪০-৪৫ এবং ১৯৫১-৫৫ সালে প্রধান মন্ত্রী। ৭

জ

জেইৎকিন, ক্লারা (১৮৫৭-১৯৩৩)—জার্মান এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের অসাধারণ নেত্রী; জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী। কমিনটার্নের তৃতীয় কংগ্রেস-এর কার্যকরী কমিটিতে নির্বাচিত করে; কমিনটার্নের আন্তর্জাতিক মহিলা সম্পাদকমণ্ডলীর নেত্রী পদে ছিলেন, ১৯২৪ সাল থেকে, বিপ্লবী যোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক সংগঠনের কার্যকরী কমিটির স্থায়ী সভানেত্রী।

জর্জ, হেনরী (১৮৩৯-১৮৯৭)—মার্কিন পতি-বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিজ্ঞ; জমির অভাবই মানুষের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ বলে মনে করতেন; বুর্জোয়া রাষ্ট্র কর্তৃক সমস্ত জমি জাতীয়করণকে (জমির ব্যক্তিগত মালিকানা উঠিয়ে না দিয়ে) সমর্থন করেছেন, শ্রম ও পুঁজির মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ককে অস্বীকার করেছেন, পুঁজির ওপর মুনাফাকে প্রকৃতির নিয়ম বলে বিশ্বাস করতেন।

জেইচ, [illegible] ([illegible])—জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট এবং সাংবাদিক; প্রথম আন্তর্জাতিকের ইতিহাস বিষয়ক একটি গ্রন্থের লেখক।

জেইদেলস্ অটো—জার্মান অর্থনীতিবিদ, লগ্নী পুঁজি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

জুনিয়াস—লুক্সেমবার্গ, রোজা দ্রষ্টব্য।

জাসুলিচ, ভেরা ইভানোভনা (১৮৪৯-১৯১৯)—রাশিয়ার নারদোনিক এবং পরবর্তীকালে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের বিশিষ্ট অংশগ্রহণকারী; আর. এস. ডি. এল. পি. (১৯০৩)-র দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর একজন মেনশেভিক নেতা; প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শোভিনিস্ট।

জিনোভিয়েভ গ্রেগরি ইয়েভসিয়েভিচ (রাদোমেসলেসস্কি) (১৮৮৩-১৯৩৬)—১৯০১ সাল থেকে আর. এস. ডি. এল. পির সদস্য; আর. এস. ডি. এল. পি-র দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর (১৯০৩) বলশেভিকদের সংগে যোগ দেন, বারবার লেনিনের এবং পার্টির নীতির বিরোধিতা করেছেন; স্তোলিপিন প্রতিক্রিয়ার বছরগুলিতে (১৯০৭-১০) অধলুপ্তীবাদী, অটজোভিস্ট এবং ট্রটস্কিপন্থীদের সংগে আপসের পক্ষে ওকালতি করেছেন; সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর (অক্টোবর, ১৯১৭) যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়েছিল

স্তা কামেনেভের সংগে যুক্ত হয়ে কাজ করে যেন; নতুন বিরোধী গোষ্ঠীর একজন সংগঠক (১৯২৫), পার্টি বিরোধী ট্রটস্কি জিনোভিয়েভ গোষ্ঠীর (১৯২৬) একজন নেতা, পার্টি বিরোধী কাজের জন্য পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন (১৯৩৪)।

ট

টাফট্‌, উইলিয়ম হাউয়ার্ড (১৮৫৭-১৯৩০)—মার্কিন রাষ্ট্রনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক নেতা; ১৯০৮ সালে রিপাবলিকান পার্টি থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন; ১৯১২ সালে আবার প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন কিন্তু পরাজিত হন; মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি (১৯২২-৩১) ছিলেন।

ট্যানার, জ্যাক (জন্ম ১৮৮৯)—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দোকান কর্মী আন্দোলনে সক্রিয় ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের অন্যতম। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি, ১৯২০-২১ সালে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। পরবর্তীকালে লেবার পার্টির প্রতি আকৃষ্ট এবং এই দলের কাজকর্মে সক্রিয়।

টেলর, ফ্রেডরিক উইনস্লো (১৮৫৬-১৯১৭) আমেরিকান প্রযুক্তিবিদ, সর্বোচ্চ হারে শ্রম ক্রিয়াকে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে শ্রম সংগঠন পদ্ধতির আবিষ্কর্তা। পুঁজিবাদে টেলরের পদ্ধতি শ্রমজীবী জনগণকে শোষণ করার ব্যবস্থাকে প্রসারিত করার মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়।

টমাস এলবার্ট (১৮৭৮-১৯৩২)—ফরাসী রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শোভিনিস্ট; ফ্রান্সের বুর্জোয়া সরকারের সময় ভাণ্ডারের মন্ত্রী; জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম ব্যুরোর প্রধান (১৯১৯-৩২)—

ত

ত্রতস্কি (ব্রোনস্তেইন), লেভ দাভিদোভিচ (১৮৭৯-১৯৪০)-লেনিনবাদের চরমতম শত্রু। আর.এস.ডি.এল.পি-র দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯০৩) একজন মেনশেভিক, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্ত তত্ত্ব ও প্রয়োগের প্রশ্নে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন; প্রতিক্রিয়ার আমলে (১৯০৭-১০) অবলুপ্তীবাদী, ১৯১২ সালে পার্টি বিরোধী অগাস্ট ব্লকের সংগঠক; প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন; যুদ্ধ, শান্তি ও বিপ্লবের প্রশ্নে লেনিনের সংগে লড়াই করেছেন. অকটোবর বিপ্লবের মুখে বলশেভিক পার্টিতে যোগ দেন, কিন্তু উপদলীয় কাজকর্ম চালিয়ে যান; ১৯১৮ সালে ব্রেস্ট লিটোভস্ক শান্তি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন; ১৯২০-২১ সালে ট্রেড ইউনিয়ন এবং ট্রেড

ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে লেনিনের নীতির বিরোধিতা করেন, ১৯২৩ সালে পার্টির সাধারণ পথের বিরোধিতা করেছিল যে বিরোধী গোষ্ঠী তার নেতা; কমিউনিস্ট পার্টি ট্রটস্কি-বাদকে পার্টির অভ্যন্তরে পাতি বুর্জোয়া বিচ্যুতিবাদী ঝোঁক বলে অভিহিত করে এর স্বরূপ উদ্ঘাটন করে এবং মতাদর্শগত ভাবে এবং সংগঠনগত ভাবে এই ঝোঁককে পরাস্ত করে। ১৯২৭ সালে ট্রটস্কি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন এবং ১৯২৯ সালে সোভিয়েত বিরোধী কাজকর্মের জন্য বহিষ্কৃত হন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এবং এরই ফলশ্রুতিতে বঞ্চিত হন সোভিয়েত নাগরিকত্ব থেকে।

তেরাসিনি, উমবেরতো (জন্ম ১৮৯৫)—ইতালির শ্রমিক আন্দোলনের নেতা, ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য (১৯২১ সাল থেকে); ১৯২৬-৪৩ সালে কারাগারে এবং নির্বাসনে; ইতালির জাতীয় গণ মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন (১৯৪৩-৪৫); ১৯৪৭ সালে ইতালির গণপরিষদের সভাপতি; ১৯৪৮ সাল থে;ক সেনেটের সদস্য; ১৯৫০ সাল থেকে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সদস্য।

ত্রেভেস, ক্লাউডিও (১৮৬৮-১৯৩৩)—ইতালির সমাজতান্ত্রিক দলের সংস্কারপন্থী নেতা; প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় মধ্যপন্থী; অকটোবর বিপ্লবের প্রতি বৈরি মনোভাবসম্পন্ন।

ত্রিয়ের, গেরসন (জন্ম ১৮৫১)—ডেনমার্কের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির বাম শাখার নেতা; পার্টির সংস্কারবাদী নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত সন্ধি নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন; প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিলেন।

ত্রিফোনভ, ভি. এ. (১৮৮৮-১৯৩৮)—১৯০৪ সাল থেকে পার্টি সদস্য। ১৯২১ সালের জুন থেকে কেন্দ্রীয় জ্বালানি প্রশাসনের সহকারী প্রধান, অয়েল সিণ্ডিকেটের চেয়ারম্যান, পরবর্তীকালে শীর্ষ অর্থ পরিষদের কেন্দ্রীয় সুযোগসুবিধা লাভ কমিটির চেয়ারম্যানের পদ অধিকার করেন।

ত্রোয়েলসত্রা, পিটার (১৮৬০-১৯৩০)—দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী এবং ওলন্দাজ শ্রমিক আন্দোলনের নেতা, ডাচ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (১৮৯৪) এবং নেতা, ১৯০৭ সালের পর *দি ট্রিবিউন*-কে ঘিরে যে বামপন্থী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন; প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় ছিলেন সোশ্যাল-শোভিনিস্ট।

জেনিয়েরসকে, *সেইগফ্রেড* (জন্ম ১৮৭২)—জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, বিভিন্ন ট্রাস্ট ও সিণ্ডিকেটে কাজ করেছেন, *কার্টেল* ও *ট্রাস্ট*-এর লেখক এবং *কার্টেল-রুণ্ডসচাউ* (কার্টেল রিভিউ) পত্রিকার প্রকাশক।

তেসিউরূপা, আলেকজান্দার দিমিত্রিয়েভিচ (১৮৭০-১৯২৮)—কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব; ১৯১৮-২১ সালে খাদ্য বিষয়ক গণ-কমিসার; ১৯২১ সালের শেষ থেকে গণ-কমিসার পরিষদের এবং শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদের সহ-সভাপতি, শ্রমিক ও কৃষক পরিদর্শনের গণ-কমিসার, সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের গণ-কমিসার এবং রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

তুগান—বারানোভস্কি, মিখাইল ইভানোভিচ (১৮৬৫-১৯১৯)—রুশ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, ১৮৯০-এর দশকে "আইনী মার্কসবাদ"-এর বিশিষ্ট প্রতিনিধি; ১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লবের সময় একজন কর্মী। অকটোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর উক্রাইনে প্রতি-বিপ্লবের একজন সক্রিয় নেতা।

তুরাতি ফিলিপো (১৮৫৭-১৯৩২)—ইতালির শ্রমিক আন্দোলনের নেতা ইতালির সমাজতান্ত্রিক দলের (১৮৯২) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং এই দলের সংস্কারবাদী দক্ষিণপন্থী শাখার নেতা; বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণী সমন্বয়ের নীতি প্রচারক; প্রথম মহাযুদ্ধের আমলে মধ্যপন্থী।

তুরে. নেরম্যান (জন্ম ১৮৮৬)—বামপন্থী সুইডিস সমাজতন্ত্রী, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলে জিমেরওয়াল্ড বাম-এর সমর্থক; পরবর্তীকালে সুইডেনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

তুসে (মার্কস-এভেলিং, এলেনোর) (১৮৫৫-১৮৯৮) —মার্কস-এর কনিষ্ঠতম কন্যা, ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয়। ১১

তাইস্কা (জোগিচেস লেওন) ১৮৬৭-'১৯১৯)—জার্মান ও পোলিশ শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব; পোলাণ্ডের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির (১৮৯৩) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং এই পার্টির কার্যকরী সমিতির সদস্য; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আন্তর্জাতিকতাবাদী; স্পার্টাকাস লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য; জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠায় অংশ নিয়েছিলেন এবং এই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হয়েছিলেন; ১৯১৮ সালে গ্রেপ্তার হন এবং বার্লিন কারাগারে হত্যা করা হয়।

ড

ডেভিড এডুয়ার্ড (১৮৬৩-১৯৩০)—জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের

দক্ষিণপন্থী নেতা; শোধনবাদী; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শোভিনিস্ট মতামত।

ডিসরেলি বেঞ্জামিন (লর্ড বেকন্স ফিল্ড)—(১৮০৪-১৮৮১) বিশিষ্ট ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ ও লেখক, রক্ষণশীল দলের নেতা প্রধান-মন্ত্রী।

ড্যুরিং, কার্ল ইউজিন (১৮৩৩-১৯২১)—জার্মান দার্শনিক এবং অর্থনীতিবিদ; তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ছিল ভাববাদ ও অমার্জিত বস্তুবাদের সারগ্রাহী মিশ্রণ, এই দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রচণ্ডভাবে সমালোচনা করেছেন এঙ্গেলস তাঁর *অ্যান্টি ড্যুরিং* গ্রন্থে।

দ

দেবস ইউজিন (১৮৫৫-১৯২৬)—আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট সদস্য এবং মার্কিন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক দলের বামপন্থী অংশের নেতা। ১৯০৫ সালে বিশ্বের শিল্প শ্রমিকের সংগঠন গড়ার কাজে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করায় ১০ বছর জেল হয়। উৎসাহের সঙ্গে অকটোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে স্বাগত জানান।

দ্য লিয়ন, দানিয়েল (১৮৫২-১৯১৪)—মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের নেতা, আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক দলের নেতা ও তাত্ত্বিক; সুবিধাবাদ এবং মার্কিন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। বিশ্বের শিল্প শ্রমিকের সংগঠনের অন্যতম নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা।

দেনিকিন আন্তন ইভানোভিচ (১৮৭২-১৯৪৭)—জারের সেনাপতি, রাশিয়ার দক্ষিণে এবং উক্রাইনে ব্রিটিশ, আমেরিকান এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে বুর্জোয়া জমিদারদের একনায়কত্ব গড়ে তোলেন (১৯১৯); ১৯১৯ সালের গ্রীষ্ম ও বসন্তে মস্কোর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেন; ১৯২০ সালের গোড়ার দিকে লাল-ফৌজের হাতে পরাস্ত হন।

দেউৎচে, লেভ গ্রেগরিয়েভিচ (১৮৫৫-১৯৪১)—রাশিয়ায় নারোদনিক এবং পরে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৮৩ সালে প্রথম রুশ মার্কসবাদী গোষ্ঠীর শ্রমিক মুক্তির অন্যতম সংগঠক। আর. এস. ডি. এল. পি.-র দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর (১৯০৩) একজন মেনশেভিক; প্রতিক্রিয়ার আমলে (১৯০৭-১০) অবলুপ্তিবাদী; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলে সোশ্যাল-শোভিনিস্ট। অকটোবর বিপ্লবের পর রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সরে দাঁড়ান।

দিয়েৎস্‌গেন, জোসেফ (১৮২৮-১৮৮৮)—জার্মান শ্রমিক, সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, স্বাধীনভাবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল নীতিতে পৌঁছেছেন।

পেৎলিউরা, সিমন—ইউক্রেনীয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী; অক্টোবর বিপ্লবের পর শ্বেতরক্ষী বাহিনীতে যোগ দেন।

ড্রেইফুস্, আলফ্রেড (১৮৫৯-১৯৩৫)—ইহুদী, ফরাসী সেনাবাহিনীর অফিসার।

দ্রিয়াউল্ট, এডুয়ার্ড—ফরাসী বুর্জোয়া ঐতিহাসিক।

দুতোভ, আলেকজাণ্ডার ইলিচ (১৮৬৪-১৯২১)—জার সেনা বাহিনীর অধিনায়ক, ওরেনবার্গ কসাক বাহিনীর চীফ; উরাল অঞ্চলে সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করেছিলেন (১৯১৭-২০)।

ন

ন্যানসেন, ফ্রেড্জোফ (১৮৬১-১৯৩০)—প্রখ্যাত নরওয়েজিয়ান বিজ্ঞানী ও সুমেরু অভিযাত্রী; অকটোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল; ১৯২১-২২ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষুধার্ত মানুষের সহযোগিতার ব্যাপারে অন্যতম সংগঠক; ১৯২৩ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী।

নেপোলিয়ান তৃতীয় (বোনাপার্ট, লুই) (১৮০৮-১৮৭৩)—১৮৫২ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত ফ্রান্সের সম্রাট।

নেফ্রাক আলফ্রেড—ফরাসী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, মূলতঃ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কাজ করেছেন। (১৮৯৪-১৭)

নিকোলাস প্রথম (রোমানভ) (১৭৯৬-১৮৫৫)—রাশিয়ার সম্রাট (১৮২৫-৫৫)।

নিকোলাস দ্বিতীয় (রোমানভ)—(১৮৬৮-১৯১৮) রাশিয়ার শেষ সম্রাট (১৮৯৪-১৯১৭)।

নক্স্—বৃটিশ সেনানায়ক; ১৯১৯ সালে কোলচাক প্রতিবিপ্লবী সরকারের কাছে ব্রিটিশ সামরিক প্রতিনিধিমণ্ডলীর প্রধান।

প

পাইস স্যার জর্জ (১৮৬৭-১৯৫৭)—ব্রিটিশ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ; পরিসংখ্যানবিদ; বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতির সমস্যা বিষয়ক অনেক গ্রন্থের লেখক।

প্যানেকোয়েক, আন্টোন (১৮৭৩-১৯৬০)—ওলন্দাজ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট; ১৯১৮-২১ ওলন্দাজ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য; কমিনটার্নের কাজে অংশগ্রহণ করেন; অতি বাম সংকীর্ণতাবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেন; ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সরে দাঁড়ান, সরে দাঁড়ান রাজনীতি থেকে।

প্লেখানভ জর্জি ভ্যালেন্তিনোভিচ (১৮৫৬-১৯১৮)—রুশ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা; প্রথমে রাশিয়ায় মার্কসবাদ প্রচারক, প্রথম রুশ মার্কসবাদী গোষ্ঠীর, শ্রমিক মুক্তির প্রতিষ্ঠাতা। আর. এস. ডি. এল. পি-র (১৯০৩) দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর মেনশেভিক, প্রথম

বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শোভিনিস্ট-এর ভূমিকা গ্রহণ করেন ; অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন কিন্তু সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নেন নি।

পুলে, ডিউইট (১৮৪৫-১৯৫২)—মার্কিন কূটনীতিবিদ ; ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে মস্কোর কনসাল ; ১৯১৮ সালের নভেম্বর থেকে ১৯১৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলে শ্বেতরক্ষী বাহিনীর অস্থায়ী সরকারের আমেরিকান চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার ছিলেন।

পোত্রেসভ, আলেকজান্দার নিকোলায়েভিচ (১৮৬৯-১৯৩৪)—মেনশেভিক নেতা ; প্রতিক্রিয়ার আমলে (১৯০৭-১০) অবলুপ্তিবাদীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শোভিনিস্ট ; অক্টোবর বিপ্লবের পর শ্বেতরক্ষী বাহিনীতে যোগ দেন।

প্রেসেম্যানে, আদ্রিয়ান (১৮৭৯-১৯২৯)—ফরাসী সমাজতন্ত্রী ; ১৯১২ সালে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ব্যুরোয় ফরাসী সমাজতান্ত্রিক দলের স্থায়ী প্রতিনিধি।

পুরিসকেভিচ, ভলাদিমির মিত্রোফানোভিচ (১৮৭০-১৯২০)—বৃহৎ ভূস্বামী, রাজতন্ত্রী ; ১৯০৫-০৭ সালে বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য গড়ে তোলেন কৃষ্ণ শত পোগরোম সংগঠন ; অক্টোবর বিপ্লবের পর সক্রিয়ভাবে সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেন।

ফ

ফিলিপস এডওয়ার্ড জন (১৮২২-১৯০০)—মার্কিন আইনজীবী এবং কূটনীতিবিদ।

ফিলেন এডওয়ার্ড এলবার্ট (১৮৬০-১৯৩৭) ব্যবসায়ী, মার্কিন বণিক সভার প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশ্ব বাণিজ্য সভার প্রতিষ্ঠাতা।

ফোচ ফার্দিনান্দ (১৮৫১-১৯২৯)—ফরাসী সেনানায়ক, ফ্রান্সের মার্শাল, সেনাবাহিনীর প্রধান (১৯১৭ সালের মে থেকে), মিত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি (১৯১৮ সালের এপ্রিল থেকে), ১৯১৮-২০ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের অন্যতম রচয়িতা।

ফোতিয়েভা লিদিয়া আলেকজান্দ্রোভনা (জন্ম ১৮৮১)—১৯০৪ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, ১৯০৫-৭ সালের বিপ্লব এবং অকটোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯১৮ সাল থেকে গণ-কমিসার পরিষদের সম্পাদক, শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদের সম্পাদক এবং একই সংগে লেনিনের সচিব, ১৯০৯ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত লেনিন সংগ্রহ শালায় কাজ করেছেন।

ফ্রেইনা লুইস (১৮৯২-১৯৫৩)—আমেরিকান কমিউনিস্ট এবং রাজনীতিবিদ, কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রতিনিধি, ১৯২২ সালে

কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে সরে আসেন।

ব

বাখমেতেভ, বি.এ—১৯১৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোলচাক প্রতিবিপ্লবী সরকারের প্রতিনিধি।

বাকুনিন-মিখাইল আলেকজান্দ্রোভিচ (১৮১৪-১৮৭৬)—রুশ বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা এবং নৈরাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও তাত্ত্বিক। জার্মানীতে ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের সদস্য, এখানে মার্কসবাদকে আক্রমণ করেন। মার্কস এবং এংগেলস বাকুনিনের সন্ত্রাসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালান।

ব্যালিস্টের ডি, (মেইনোর রোবেৰ্ট) (১৮৮৪ ১৯৫২)—বিশিষ্ট আমেরিকান সমাজতন্ত্রী, সাংবাদিক এবং চিত্রশিল্পী, উৎসাহের সঙ্গে অকটোবর বিপ্লবে যোগ দেন। মস্কোতে থাকার সময় '*দি কল*' সংবাদপত্র সম্পাদনা করেন, এই পত্রিকাটি ব্রিটিশ এবং আমেরিকান অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হতো; ১৯২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসেন, কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং অন্যতম নেতায় পরিণত হন।

বারুস হেনরি (১৮৭৩-১৯৩৫)—প্রখ্যাত ফরাসী লেখক, কমিউনিস্ট এবং বিশিষ্ট ফ্যাসি বিরোধী…

বাউয়ের অটো (১৮৮২-১৯৩৮)—অস্ট্রিয়ান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা, "সাংস্কৃতিক জাতীয় স্বায়ত্তশাসন" বিষয়ক সুবিধাবাদী তত্ত্বের প্রবক্তা। ১৯১৮-১৯, সালে অস্ট্রিয়ান বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ১৯১৯, ১৯২৭ এবং ১৯৩৪ সালে অস্ট্রিয়ার শ্রমিকদের বিপ্লবী কর্মতৎপরতাকে ধ্বংস করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

বিয়েটে বেসী (১৮৮৬-১৯৪৭)—মার্কিন লেখক, ১৯১৭ সালে রাশিয়া সফর এবং অকটোবর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ দর্শী; ১৯১৮ এবং ১৯২২ সালে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। তাঁর *রাশিয়ার রক্তিম হৃদয়* বইটি বিপ্লবী জনগণের প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ। ১৯২১ সালে তিনি "অকটোবর বিপ্লব" অন্দোলন ট্রেনে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভোলগা গ্রামে যান। জীবনের শেষ পর্বে তিনি বেতারে ধারাবিবরণীকার হন।

বেবেল, অগাস্ট (১৮৪০-১৯১৩)—জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাসির প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশিষ্ট নেতা, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনেরও নেতা, পেশার দিক থেকে একজন টার্নার। জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে শোধনবাদ এবং সংশোধনবাদের সক্রিয় বিরোধী।

বেকের, যোহান ফিলিপ (১৮০৯-১৮৮৬)—জার্মান এবং আন্ত-

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের নেতা, মার্কস ও এঙ্গেলস-এর বন্ধু এবং সহযোগী।

বীর, ম্যাক্স (১৮৬৪-১৯৪৩)—জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাট, সমাজতন্ত্রের ইতিহাসকার।

বেশে, কার্ল মাইকেলেভিচ (১৮৮৪-১৯৩৮)—১৯০২ সাল থেকে আর. এস. ডি. এল. পি-র সদস্য; ১৯২২ সালে পেত্রোগ্রাদে বৈদেশিক বাণিজ্যের একজন গণ-প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার সদস্য।

বেন্থাম, জেরেমি (১৭৪৮-১৮৩২)—ইংরেজ বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদ, উপযোগবাদের তাত্ত্বিক। তিনি বুর্জোয়া সমাজের মানুষকে সাধারণভাবে মডেল বলে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা সার্বজনীন সুখকে সুনিশ্চিত করে। মার্কস তাঁকে "১৯ শতকের সাধারণ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের দৈববাণী" বলে অভিহিত করেছেন—(মার্কস, পুঁজি, ১ম খণ্ড, মস্কো, ১৯৬৫, পৃঃ ৬০৯)।

বেরার্ড, ভিক্টর (১৮৬৪-১৯৩১)—ফরাসী প্রতি-বুর্জোয়া, অর্থনীতিবিদ, জননেতা এবং ভাষাতত্ত্ববিদ।

বের্জের, ভিক্টর লুইস (১৮৬০-১৯২৯)—আমেরিকান দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী এবং আমেরিকায় সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠাতা; সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের আমলে শান্তিবাদী; ১৯১৬ সালে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে সংগ্রামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন।

বার্নস্টেইন, এডওয়ার্ড (১৮৫০-১৯৩২)—জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর নেতা, শোধনবাদী তাত্ত্বিক; ১৮৯৬-৯৮ সালে "সমাজতন্ত্রের সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধমালা প্রকাশ করেন, বিপ্লবী মার্কসবাদের প্রধান প্রধান বিষয়কে আক্রমণ করেন: সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব, প্রলেতারিয়েত একনায়কত্ব এবং পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের অনিবার্যতা।

বিসমার্ক, অটো (১৮১৫-১৮৯৮)—যুবরাজ, রাজতান্ত্রিক, প্রাশিয়ার রাষ্ট্রনীতিবিদ; ১৮৭১ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত জার্মান সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলার; প্রাশিয়ার শাসনাধীনে জোর করে জার্মানীর ঐক্য আনার চেষ্টা চালান।

বিসোলাতি, লিওনিদা (১৮৫৭-১৯২০)—ইতালীয় সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠাতা, এই দলের দক্ষিণপন্থী শাখার নেতা, ১৯১২ সালে এই দল থেকে বহিষ্কৃত এবং সমাজ-সংস্কারবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধে সোশ্যাল-শোভিনিস্ট।

ব্লাৎফোর্ড রবার্ট (১৮৫১-১৯৪৩)—ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী সংস্কারবাদী, সাংবাদিক এবং লেখক; প্রথম

বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রিটিশ সংবাদপত্রের সোশ্যাল-শোভিনিস্ট অংশে লিখতেন; ১৯১৬ সালে মতান্ধ, সংকীর্ণ, জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল গঠনের জন্য হিন্ডম্যানে যোগ দেন।

বগদানভ, পিওতর আলেক্সিয়েভিচ (১৮৮২-১৯৩৯)—১৯০৫ সাল থেকে বলশেভিক দলের সদস্য ১৯২১-২৫ সালে শীর্ষ আর্থিক পরিষদের সভাপতি এবং গণ-কমিশার পরিষদের সদস্য।

বোরিসভ্, (সুভোরভ, এস. এ.) (১৮৬৯-১৯১৮)—সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট এবং আর. এস. ডি. এল. পি-র চতুর্থ ঐক্য কংগ্রেসের (১৯০৬) প্রতিনিধি। কৃষি প্রশ্নে আঘাত হেনেছেন; ভূ-সম্পত্তি বণ্টনের দাবীকে রক্ষা করেছেন এবং এর মালিকানা কৃষকদের হাতে তুলে দেবার কথা বলেছেন।

বোরোদিন, মিখাইল মারকোভিচ (*গ্রুসেনবার্গ*) (১৮৮৪-১৯৫১)—১৯০৩ সালে পার্টি সদস্য; ১৯০৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসতি স্থাপন করেন; রাশিয়ায় ফিরে আসেন এবং '৯২২ সাল পর্যন্ত পররাষ্ট্র বিষয়ক গণ-কমিশার ও কমিণ্টার্নে কাজ করেন; ১৯২৭ সাল থেকে তাস, শীর্ষ অর্থ পরিষদ এবং অন্যান্য সংগঠনে কাজ করেন।

ব্যাক্সার ভেরন, এ্যালবার্ট (জন্ম ১৮৫৮)—ফরাসী সমাজতন্ত্রী, ফরাসী সিণ্ডিক্যালিস্ট আন্দোলনের নেতা, ঝিমেরওয়াল্ড সম্মেলনে যোগ দেন, মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। ১৯১৬ সালের পর বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধিতা করেন।

ব্র্যাকে, উইলহেলম (১৮৪২-১৮৮০)—জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা, জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক ওয়ার্কার্স পার্টির (আইজেনেচার্স) প্রতিষ্ঠাতাদের একজন, মার্কস ও এঙ্গেলস-এর সহযোগী।

ব্র্যানটিং কার্ল হ্যাজালমার (১৮৬০-১৯২৫)—সুইডেনের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম নেতা; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শোভিনিস্ট।

ব্রাউন (ব্রনস্কি মেচিসলাভ সের্নি ট্রখোভিচ) (১৮৮২-১৯৪১)—১৯০২ সাল থেকে বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত; অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর একজন কূটনীতিবিদ, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংগঠনে কাজ করেছেন; ১৯২০-২২ সালে, অস্ট্রিয়ায় সোভিয়েত প্রতিনিধি; ১৯২৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থ বিষয়ক গণ-কমিশার সংস্থার সদস্য, পরবর্তীকালে শিক্ষক ও গবেষক।

ব্রেসকোভস্কায়া, (ব্রেসকো—ব্রেসকোভস্কায়া, ইয়েকাতেরিনা

কনস্তানতিনোভনা) (১৮৪৪-১৯৩৪)—সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী দলের নেতা ও সংগঠক, এই দলের চরম দক্ষিণপন্থী অংশের সঙ্গে যুক্ত ; অক্টোবর বিপ্লবের পর সক্রিয়ভাবে সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন ; ১৯১৯ সালে বিদেশে চলে যান।

ব্রিজোন, পিয়েরে (১৮৭৮-১৯২৩)—ফরাসী সমাজতন্ত্রী এবং আইনজীবী, কিয়েনথাল সম্মেলনে যোগ দেন।

ব্রোউসে, পল লুইস ম্যারি (১৮৪৪-১৯১২)—ফরাসী সমাজতন্ত্রী এবং সমাজসংস্কারবাদের তাত্ত্বিক, ফরাসী শ্রমিক দলের সুবিধাবাদী অংশের নেতা, সম্ভাবনাবাদী।

বুখারিন, নিকোলাই ইভানোভিচ (১৮৮৮-১৯৩৮)—১৯০৬ সাল থেকে পার্টি সদস্য ; প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদ, রাষ্ট্র এবং স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে জাতিসমূহের অধিকার বিষয়ে লেনিনের বিরোধিতা করেন ; ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের সম্ভবনাকে অস্বীকার করেন ; অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বারবার পার্টির সাধারণ পথের বিরোধিতা করেছেন ; ১৯১৮ সালে "বাম কমিউনিস্টদের" পার্টি বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা ; ১৯২০-২১ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আলোচনায় ত্রৎস্কিকে সমর্থন করেন ; ১৯২৮ সাল থেকে পার্টির দক্ষিণপন্থী বিরোধী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন ; ১৯৩৭ সালে পার্টি বিরোধী কাজের জন্য পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন।

বুলিত, উইলিয়ম (জন্ম ১৮৯১)—আমেরিকান কূটনীতিবিদ এবং সাংবাদিক ; ১৯১৯ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিশেষ উদ্দেশ্যে সোভিয়েত রাশিয়ায় পাঠান ; লেনিনের সংগে কথা বলেছিলেন ; ১৯৩৩-৩৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

বার্নস, জন (১৮৫৮-১৯৪৩)—ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ; ১৮৮০ এবং ১৮৯০-এর দশকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ; ১৯০৫ সালে তিনি শ্রমিক পক্ষ পরিত্যাগ করেন, উদারনৈতিকদের সংগে যোগ দেন এবং বুর্জোয়া সরকারের মন্ত্রী হন।

ভ

ভ্যাণ্ডারলিপ ফ্রাঙ্ক আর্থার (১৮৬৪-১৯৩৭)—মার্কিন ধনকুবের, মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা।

ভ্যাণ্ডারলিপ ওয়াশিংটন (জন্ম ১৮৬৬)—আমেরিকান পুঁজিপতি, মার্কিন ব্যবসায়ী চক্রের প্রতিনিধি ; ১৯২০-২১ সালে কামচাটকায় সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য সোভিয়েত সরকারের সংগে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত রাশিয়ায় এসেছিলেন ;

লেনিনের সংগে কথা বলেছেন, সাক্ষাৎ করেছেন।

ভ্যাণ্ডারভেলদে এমিলি (১৮৬৬-১৯৩৮)—বেলজিয়াম ওয়ার্কার্স পার্টি'র নেতা; দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট ব্যুরোর চেয়ারম্যান; চূড়ান্ত সুবিধাবাদী; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শোভিনিস্ট এবং বেলজিয়ামের বুর্জোয়া মন্ত্রিসভার সদস্য।

ভিয়েরেক, লুই (১৮৫১-১৯২১)—জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাট, সুবিধাবাদী; ১৮৯৬ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার সংবাদপত্রে জার্মানীর সমর্থনে প্রবন্ধ লেখেন।

ভোগেল স্টেইম, থিওডোর—জার্মান অর্থনীতিবিদ এবং *পুঁজিবাদী শিল্পের আর্থিক সংগঠন ও একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভব* গ্রন্থের রচয়িতা।

ভোইনভ, ইভান এভকসেনতিয়েভিচ (১৮৮৪-১৯১৭)—শ্রমিক, বলশেভিক, বলশেভিক পত্রিকা *প্রাভদা* এবং *ৰোরবা*-র সক্রিয় লেখক, ১৯১৭ সালের ১৯ (৬) জুলাই পেত্রোগ্রাদ-এ লিসতোক প্রাভদে (প্রাভদা প্রচারপত্র) বিতরণ করার সময় সময় শিক্ষার্থীদের হাতে নিহত হন।

ভোলমার জর্জ হেইনরিক (১৮৫০-১৯২২)—জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি'র সুবিধাবাদী অংশের নেতা; ৯০-এর দশকের শুরু থেকে শোধনবাদ সংশোধনবাদের একজন তাত্ত্বিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শোভিনিস্ট।

ম

ম্যাক ডোনাল্ড, জেমস র‍্যামসে (১৮৬৬-১৯৩৭)—ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ, স্বতন্ত্র শ্রমিক দল এবং শ্রমিক দলের নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা; চূড়ান্ত সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করেছেন, শ্রেণী সমন্বয় এবং পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রবাদে পরিণতির তত্ত্ব প্রচার করেছেন; ১৯২৪ সালে এবং ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী।

ম্যাকলিয়ান, জন (১৮৭৯-১৯২৩)—ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিকতাবাদী ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন এবং যুদ্ধ বিরোধী বিপ্লবী প্রচারে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন; ১৯১৬ সালের এপ্রিলে ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা নির্বাচিত হন; পরবর্তী জীবনে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান।

ম্যাকলাকোভ ভ্যাসিলি আলেক্সিয়েভিচ (১৮৭০-১৯৫৯)—বৃহৎ ভূস্বামী, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ডুমার ডেপুটি, ক্যাডেট পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য; ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর প্যারিসে অস্থায়ী বুর্জোয়া

সরকারের রাষ্ট্রদূত এবং পরবর্তী-কালে শ্বেতরক্ষী বাহিনীতে যোগ দেন।

ম্যান, টম (১৮৫৬-১৯৪১)—ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা; ১৯২০ সাল থেকে কমিউনিস্ট।

ম্যানেরহেইম, কার্ল গুসতাফ্ (১৮৬৭-১৯৫১)—প্রতিক্রিয়াশীল ফিনিস রাজনীতিবিদ; ১৯১৮ সালে ফিনল্যাণ্ডে শ্রমিকদের বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য জার্মান আগ্রাসী বাহিনীর সংগে যোগ দিয়েছিল যে প্রতিবিপ্লবী ফিনিসিয় শ্বেতবাহিনী তার নেতৃত্ব দেন; ফিনল্যাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীলরা সোভিয়েত বিরোধী যে অভিযান শুরু করে-ছিলেন তিনি তার নেতৃত্ব দেন; ১৯৪৪ সালের আগস্ট থেকে ১৯৪৬ সালের মার্চের মধ্যে ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট; গণতান্ত্রিক শক্তি-সমূহের চাপে অবসর গ্রহণ করেন।

ম্যানিং, হেনরি এডওয়ার্ড (১৮০৮-১৮৯২)—প্রধান যাজক, রোমের পোপের অধিকতর পার্থিব শক্তির প্রচারক।

মারকভ ২, নিকোলাই ইয়েভজেনিয়েভিচ (জন্ম ১৮৭৬)—বৃহৎ ভূ-স্বামী, রাজতন্ত্রী, রুশ জনগণের অতি প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থার সক্রিয় সদস্য; তৃতীয় ও চতুর্থ দুমার চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর নেতা; ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর দেশান্তরী হন।

মার্টেনস, লুডউইগ কার্লেণভিচ (১৮৭৫-১৯৪৮)—বিশিষ্ট সোভিয়েত প্রশাসক, যন্ত্র নির্মাণ এবং তাপ বিদ্যুৎ প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক বিজ্ঞানী; ১৮৯৩ সাল থেকে আর. এস. ডি. এল. পি-র সদস্য। ১৮৯৯ সালে তিনি জার্মানীতে এবং পরে বৃটেনে চলে যান। ১৯১৯ সালের জানুয়ারি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর. এস. এফ. এস. আর.-এর প্রতিনিধি। ১৯২১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর দেশ থেকে বিতাড়িত হন। সোভিয়েত রাশিয়ায় ফিরে শীর্ষ অর্থ পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হন।

মার্টিন, এডওয়ার্ড—কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে আমেরিকান কমিউনিস্ট লেবার পার্টির প্রতিনিধি।

মারতোভ, এল (সেদেরবাউম, ইউলি অসিপোভিচ) (১৮৭৩-১৯২৩)—রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে মেনশেভিক সুবিধাবাদী ঝোঁকের নেতা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপন্থী ভূমিকা গ্রহণ করেন; অকটোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত শক্তির বিরোধিতা করেন; ১৯২০ সালে দেশত্যাগ।

মার্কস কার্ল (১৮১৮-১৮৮৩)।

মাসলোভ পিওতর পাবলোভিচ (১৮৬৭-১৯৪৬)—অর্থনীতিবিদ এবং রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট; আর. এস. ডি. এল. পি-র দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর (১৯০৩) মেনশেভিকদের সঙ্গে যোগ দেন, কৃষি বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা, ওই গ্রন্থগুলিতে তিনি মার্কসবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতির মূল সূত্রগুলি সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শোভিনিস্ট, অকটোবর বিপ্লবের পর রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান এবং শিক্ষকতা ও গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

মেহরিং ফ্রাঞ্জ (১৮৪৬-১৯১৯) জার্মানীর শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের বাম গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা ও তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, রাজনীতিজ্ঞ এবং সমালোচক, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অনুগামীদের মধ্যে সুবিধাবাদ ও সংশোধনবাদের বিরোধিতা করেন এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আন্তর্জাতিকবাদকে রক্ষা করেন, অকটোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে স্বাগত জানান, বিপ্লবী স্পার্টাকাস লীগের অন্যতম নেতা এবং জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মিলেরান্দ আলেকজান্দ্রে এটিয়েনে (১৮৫৯-১৯৪৩)—ফরাসী রাজনীতিবিদ, ১৮৮০-এর দশকে বুর্জোয়া সংস্কারবাদী; ১৮৯০-এর দশকে সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দেন, ফরাসী সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের সুবিধাবাদী ঝোঁকের নেতৃত্ব দেন, ১৮৯৯ সালে ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সরকারের সদস্য; ১৯০৯-১০, ১৯১২-১৩, ১৯১৪-১৫ সালে মন্ত্রিসভার বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট (১৯২০-২৪)।

মিলিউকোভ, প্যাভেল নিকোলিয়েভিচ (১৮৫৯-১৯৪৩)—ক্যাডেট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতা, রুশ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর প্রথম বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, "জয়ের জন্য যুদ্ধ"-এর সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিচালনা করেন, অকটোবর বিপ্লবের পর শ্বেতরক্ষী বাহিনীতে যোগ দেন।

মিরব্যাচ উইল হেলম (১৮৭১-১৯১৮)—জার্মান কূটনীতিবিদ, ১৯১৮ সালে মস্কোয় রাষ্ট্রদূত, ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে জার্মানী এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সশস্ত্র সংঘর্ষে বামপন্থী সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন।

মিকহেল বি—আমেরিকান সংযুক্ত ঔষধ এবং রাসায়নিক করপোরেশনের প্রতিনিধি; সোভিয়েত রাশিয়ায় এ্যালামেরিকো কনসেসনের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।

মেইস্টের—হকস্ট এবং ক্যাসেলে (জার্মানী) বড় রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানের মালিক।

মেরহেইম, এ্যালফোনসে (১৮৮১-১৯২৫)—ফরাসী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিকতাবাদী, পরবর্তীকালে সোশ্যাল-শোভিনিস্টের ভূমিকায় সরে আসেন।

মিগুলিন, পিওতর পেত্রোভিচ (জন্ম ১৮৭০)—অধ্যাপক এবং অর্থনীতিবিদ: ১৯১৩ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত *নোভি একোনোমিস্ট* (নয়া অর্থনীতিবিদ) পত্রিকার সম্পাদক এবং প্রকাশক, এই পত্রিকায় বৃহৎ বাণিজ্য ও শিল্প মালিকদের স্বার্থ প্রকাশিত হয়েছে।

মিখাইলোভ ভাসিলি মিখাইলোভিচ (১৮৯৪-১৯৩৭): ১৯১৫ সাল থেকে আর. এস. ডি. এল. পি-র সদস্য, ১৯২১ সালে আর. সি. পি-র (বি) কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক; মস্কোয় পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়নের কাজে নিয়োজিত; ১৯২৯ থেকে অর্থনৈতিক প্রশাসক।

মিখাইলোভস্কি, নিকোলাই কনস্তানতিনোভিচ (১৮৪২-১৯০৪)—রুশ সমাজতান্ত্রিক, রাজনীতিবিদ সাহিত্য সমালোচক, বিশিষ্ট নারদোনিক তাত্ত্বিক; মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়েছিলেন।

মোদিগলিয়ানি, গিউসেপি ইমানুয়েল (১৮৭২-১৯৪৭)—ইতালির সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের নেতা; ইটালির সমাজতন্ত্রী দলের চরম দক্ষিণপন্থী ঝোঁকের নেতৃত্ব দেন তুরাতির সংগে মিলে।

মনরো জেমস্, (১৭৫৮-১৮৩১)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি (১৮১৭-২৫); ১৮২৩ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন—(মনরো ঘোষণাপত্র)।

মর্গান—মার্কিন ধনকুবেরদের একটি পরিবার।

মরিস, হেনরী সি., (জন্ম ১৮৬৮)—মার্কিন ঐতিহাসিক ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস (১৯০০) শীর্ষক বৃহৎ গ্রন্থের রচয়িতা।

মরিস, ইরা, এন—১৯১৯ সালে সুইডেনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

মোস্ট, জোহান যোসেফ (১৮৪৬-১৯০৬)—জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদী; সাংবাদিক; ১৮৬০-এর দশকে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সংগে ঘনিষ্ঠ ছিলেন; ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত

রাইখস্ট্যাগের ডেপুটি; ১৮৭৮ সালে সমাজতন্ত্র-বিরোধী আইন জারি হবার পর লণ্ডনে চলে যান, সেখানে প্রকাশ করেন সন্ত্রাসবাদী সংবাদপত্র "ফ্রেই হেইৎ"।

মুন্জেনবার্গ, উইলহেলম (১৮৮৯-১৯৪০)—সুইজারল্যাণ্ড এবং জার্মানীর শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয়। ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত সুইজারল্যাণ্ডে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক যুব সংগঠনের প্রধান এবং ১৯১৫ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রী যুব আন্তর্জাতিকের সম্পাদক ও এই সংগঠনের মুখপত্র "যুগেন্ড ইণ্টারন্যাশন্যালের" সম্পাদক। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত কমিউনিস্ট যুব আন্তর্জাতিকের সম্পাদক। সোভিয়েত রাশিয়ার দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা সংগঠনের বৈদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদ তিনিই লাভ করেন।

র

র‍্যাঙ্গেল পিওতর নিকোলায়েভিচ (১৮৭৮-১৯২৮)—রুশ সেনাপতি, গৃহযুদ্ধের সময় রাশিয়ার দক্ষিণে প্রতি-বিপ্লবের একজন নেতা। ১৯২০ সালে রাশিয়ার দক্ষিণে প্রতিবিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনী প্রধান সেনাপতি এ. আই. দেনিকিনের জায়গায় তিনি ওই পদে আসীন হন। ১৯২০ সালে শরৎকালে র‍্যাঙ্গেলের বাহিনী লালফৌজের কাছে পরাস্ত হয়।

র‍্যাডক্লিফ পার্সি দ্য ব্ল্যাকুইয়ারা (১৮৭৪-১৯৩৪)—ব্রিটিশ মেজর জেনারেল; সমর দপ্তরের সামরিক কর্মের ডাইরেকটর (১৯১৮-২২)

র‍্যাডেক, কার্ল বের্নগারদোভিচ (ছদ্মনাম—কে. আর.) (১৮৮৫-১৯৩৯)—এই শতকের শুরু থেকেই গ্যালিসিয়া, পোল্যাণ্ড এবং জার্মানীর স্যোশাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে যোগ দেন; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিকতাবাদী, তবে মধ্যপন্থার দিকে ঝোঁক ছিল; জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বিষয়ক ভুল নীতি গ্রহণ করেছেন; ১৯১৭ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন; ব্রেস্ট লিটোভস্ক শান্তি আলোচনার সময় বামপন্থী কমিউনিস্ট; ১৯২৩ সাল থেকে ত্রৎস্কিপন্থী বিরোধী গোষ্ঠীর সক্রিয় নেতা, এই কারণে ১৯২৭ সালে ১৫তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্টি থেকে বহিষ্কৃত; ১৯৩০ সালে পুনরায় পার্টিতে ফিরে আসেন, কিন্তু পার্টি বিরোধী কাজের জন্য আবার ১৯৩৬ সালে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন।

রীড, জন (১৮৮৭-১৯২০)—আমেরিকার শ্রমিক নেতা, লেখক এবং রাজনীতিবিদ; ১৯১৭ সালে রাশিয়ায়

আসেন ; তাঁর বই *দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন*, অকটোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঘটনা নিয়ে লেখা, এই বিপ্লবকে তিনি সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানিয়েছিলেন ; লেনিন তাঁর বই-এর একটি ভূমিকা লিখেছিলেন। রীড ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সারির নেতাদের একজন ; ১৯২০ সালে কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের কাজে অংশগ্রহণ করেন ; মস্কোয় মৃত্যু, ক্রেমলিনে সমাধিস্থ করা হয়।

রেইনস্টেইন, বি. আই (১৮৬৬-১৯৪৭) —১৮৮৪ সালে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান, মার্কিন সমাজতন্ত্রী শ্রমিক দলে কাজ করেন, এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে এই দলের প্রতিনিধিত্ব করেন, ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় ফিরে আসেন এবং ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে বলশেভিক পার্টির অন্তর্ভুক্ত হন, মূলতঃ কমিনটার্নে এবং শ্রমিক ইউনিয়ন সমূহের লাল আন্তর্জাতিকে কাজ করেন।

রেনাউডেল, পীয়েরি (১৮৭১-১৯৩৫) —ফরাসী সমাজতন্ত্রী দলের সুবিধাবাদী নেতা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শোভিনিস্ট ; ১৯৩৩ সালে সমাজতান্ত্রিক দল থেকে বহিষ্কৃত।

রেনের, কার্ল, (১৮৭০-১৯৫০)—অস্ট্রিয়ার দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের অস্ট্রিয় রাজনীতিবিদ্, নেতা এবং তাত্ত্বিক ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল শোভিনিস্ট ; ১৯১৯-২০ সালে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ; ১৯৪৫-৫০ সালে অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট।

রোডেস, সেসিল জন (১৮৫৩-১৯০২)—প্রতিক্রিয়াশীল ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক নেতা ; সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করেন এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রচার করেন ইংগ-বুয়র যুদ্ধের প্রধান চক্রান্তকারী।

রুটজার্স সেবাল্ড জে. (১৮৭৯-১৯৬১)—ওলন্দাজ ইঞ্জিনিয়ার, কমিউনিস্ট, মার্কিন শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে কুজনেৎস্ক বেসিনে অটোনোমাস ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কলোনী গঠনের উদ্দেশ্যে বিল হেউড-এ যোগ দেন, ১৯২৭ সাল পর্যন্ত পরিচালনা করেন।

রিকভ আলেক্সি আইভানোভিচ্—(১৮৮১-১৯৩৮) ১৮৯৯ সালে পার্টিতে যোগ দেন। প্রতিক্রিয়ার সময় (১৯০৭-১০) অবলুপ্তিবাদী ওতজোভপন্থী ও ত্রৎস্কীপন্থীদের সম্বন্ধে মধ্যস্থতার মনোভাব নেন। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি দলের লেনিনবাদী নীতির বিরোধিতা

করেন। অক্টোবর বিপ্লবের পর দলের ও সরকারী নেতৃস্থানীয় পদ দখল করেন। বার বার দলের লেনিনবাদী নীতির বিরোধিতা করেন। ১৯২৮ সালে দলের দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিবাদী নেতাদের একজন। ১৯৩৭ সালে দল-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য দল থেকে বিতাড়িত হন।

রেইসের জ্যাকব (১৮৫৩-১৯৩২)—জার্মান অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংক মালিক।

রবিন্স, রেমণ্ড (জন্ম ১৮৭৩)—সেনানায়ক, মার্কিন জননেতা; ১৯১৭-১৮ সালে রাশিয়ায় মার্কিন রেড-ক্রশ মিশনের প্রধান, সোভিয়েত শক্তির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, লেনিনের সংগে সাক্ষাৎ করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব দৃঢ়তর করার কাজ করেছেন।

রকফেলার—মার্কিন ধনকুবের পরিবার।

রোল্যাণ্ড হোলস্ট, হেনরিয়েতে (১৮৬৯-১৯৫২)—ওলন্দাজ সমাজতন্ত্রী এবং লেখক; মহিলাদের ইউনিয়ন সংগঠিত করার জন্য কাজ করেছেন; ওলন্দাজ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বামপন্থী অংশের অনুগামী, ১৯০৭ সাল থেকেই *দ্য ট্রিবিউন*-এর চারিদিকে গোষ্ঠীবদ্ধ হন এঁরা; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সময়েই তিনি মধ্যপন্থী ভূমিকা গ্রহণ করেন, পরে যোগ দেন—আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সংগে; ১৯১৮-২৭ সালে হল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং কমিনটার্নের কাজে অংশগ্রহণ করেন; ১৯২৭ সালে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সরে আসেন।

রোমানভ নিকোলাস—নিকোলাস ২ দ্রষ্টব্য।

রুজভেল্ট থিওডোর (১৮৫৮-১৯১৯)—মার্কিন রাষ্ট্রনেতা, ১৯০১ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি; তাঁর প্রশাসন লাতিন আমেরিকা সম্পর্কে আগ্রাসী নীতি নিয়েছিল, ১৯০৩ সালে পানামা খাল এলাকা দখল করেছিল এবং ১৯০৬-০৯ সালে কিউবা অধিকার করেছিল।

রথচাইল্ড—পশ্চিম ইউরোপে বৃহৎ ধনকুবের পরিবার।

রথস্টেইন থিওডোর (১৮৭১-১৯৫৩)—রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাট; ১৮৯০ সালে রাশিয়া থেকে চলে যেতে বাধ্য হন; ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন এবং গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশ নেন (১৯২০); ১৯২০ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় ফিরে আসেন; সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা।

রুহলে, অটো (জন্ম ১৮৭৪)—জার্মান বামপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট; রাইখস্টাগ ডেপুটি; ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে যুদ্ধের জন্য ঋণের বিরুদ্ধে ভোটে তিনি কার্ল লিব্যনেখট-এর সংগে যোগ দেন।

রাসেল, চার্লস এডওয়ার্ড (১৮৬০-১৯৪১)—আমেরিকান সমাজতন্ত্রী, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ, *নিউ ইয়র্ক আমেরিকান ম্যাগাজিনের* সাহিত্য সম্পাদক।

ল

লাফার্গে, পল (১৮৪২-১৯১১)—ফরাসী এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, একজন প্রতিভাবান রাজনীতিজ্ঞ, ফ্রান্সে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের অন্যতম প্রথম অনুগামী এবং কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এংগেলস-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী; জুলে গুসদের সংগে যুক্তভাবে ফরাসী শ্রমিক দল গঠন করেন এবং এই দলের মুখপত্র লা ইগালিতি (সাম্য) সম্পাদনা করেন; দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে লড়াই করেছেন, রাজনৈতিক অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী চিন্তাধারাকে রক্ষা করেছেন ও প্রসার ঘটিয়েছেন এবং সংস্কারবাদ ও শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন।

ল্যান্সবার্গ, আলফ্রেড (১৮৭২-১৯৪০)—জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, দ্যাই ব্যাংক (১৯০৮-৩৫)-এর প্রকাশক, এই বইতে লগ্নীপুঁজি সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি গবেষণা আছে।

ল্যাপিন্সকে, পি. এল. (লেভিনসন, ওয়াই.) (১৮৭৯-১৯৩৭)—পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট, অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিজ্ঞ। ১৯২০-এর দশকে কূটনৈতিক কার্যে ছিলেন। ১৯৩০-এর দশকে বিজ্ঞান ও রাজনীতিতে রত।

লারিন, ওয়াই (লুরে, মিখাইল আলেকজান্দ্রোভিচ) (১৮৮২-১৯৩২)—সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, মেনশেভিক, ১৯০৬ সালে একটি আইনসংগত "ব্যাপক ভিত্তিক শ্রমিক দল" গড়ে তোলার জন্য "শ্রমিক কংগ্রেস" আহ্বানের সুবিধাবাদী নীতিকে সমর্থন করেছিলেন, যার তাৎপর্য ছিল আর. এস. ডি. এল. পি-কে মুছে দেওয়া এবং একটি দল বহির্ভূত সংগঠন গড়ে তোলা; ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত সরকার ও আর্থিক সংস্থায় কাজ করেন।

ল্যাসালে, ফার্দিনান্দ (১৮২৫-১৮৬৪)—জার্মান পাতি-বুর্জোয়া

সমাজতন্ত্রী, জার্মান শ্রমিকদের সাধারণ সমিতির (১৮৬৩) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; শ্রমিক আন্দোলনে এই সমিতির সুনির্দিষ্ট প্রভাব ছিল। কিন্তু ল্যাসালে, যিনি এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি এই সংগঠনকে সুবিধাবাদী পথে চালিত করেছিলেন; মার্কস এবং এঙ্গেলস ল্যাসালিয়ানদের তত্ত্বগত এবং রাজনীতিগত দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র সমালোচনা করেন।

ল্যাজারি, কন্‌স্ট্যানটিনো (১৮৫৪-১৯২৭)—বিশিষ্ট ইতালিয়ান সমাজতন্ত্রী; ইতালিয়ান শ্রমিক দলের (১৮৮২, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ইতালিয়ান সমাজতন্ত্রী দলের (১৮৯২) প্রতিষ্ঠাতা; ১৯১২ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ইতালিয়ান সমাজতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক।

লেডেবাউয়ার, জর্জ (১৮৫০-১৯৪৭)—জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের অন্যতম নেতা, মধ্যপন্থী এবং রাইখস্টাগের ডেপুটি; ১৯১৭ সালে জার্মানীর মধ্যপন্থী স্বতন্ত্র সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি প্রতিষ্ঠায় অংশ নেন।

লেগিয়েন, কার্ল (১৮৬১-১৯২০)—জার্মান দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রাট, জার্মান ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, শোধনবাদী; ১৮৯৩ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত (মাঝে মাঝে বিরতি) সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি থেকে রাইখস্টাগের ডেপুটি; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চূড়ান্ত শোভিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন; বুর্জোয়া নীতি সমর্থন করেছিলেন, লড়াই করেছিলেন প্রলেতারিয়েত বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে।

লেনিন, এন—লেনিন ভি. আই. দ্রষ্টব্য।

লেনিন, ভি. আই (১৮৭০-১৯২৪)।

লেপেসেইনস্কায়া, নাতালিয়া ভেপানোভনা (১৮৯০-১৯২৩)—লেনিনের সচিবালয়ে কাজ করেছিলেন।

লেরোই-বিউলিউ, পিয়েরি-পল (১৮৪৩-১৯১৬)—ফরাসী উদারনীতিক অর্থনীতিবিদ এবং সমাজতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন।

লেভি, পল (১৮৮৩-১৯৩০)—জার্মান বামপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রাট, স্পার্টাকাস লীগের সদস্য; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন, প্রতিষ্ঠার সময় থেকে (১৯১৯) জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য; ১৯২১ সালে সুবিধাবাদী উপদলীয় কাজকর্মের জন্য পার্টি থেকে বহিষ্কৃত এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে প্রত্যাবর্তন।

লেভি, হেরম্যান (জন্ম ১৮৮১)—

জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, হেডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ; ১৯২১ সাল থেকে বার্লিনের উচ্চতর কারিগরী বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ; অর্থনীতি বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা।

লিবকনেখট, কার্ল (১৮৭১-১৯১৯)—জার্মান এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ; জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ; ১৯১৯ সালের জানুয়ারীতে প্রতিবিপ্লবীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হন।

লিবকনেখট, উইলহেলম (১৮২৬-১৯০০)—জার্মান এবং আন্তঃজাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতা ; ১৮৭৫ সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং এই দলের কেন্দ্রীয় মুখপত্র *ভোরওয়ার্টস*-এর কার্যকরী সম্পাদক, প্রথম আন্তর্জাতিকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করেন।

লিবারম্যান, এফ. (হেরসচ, পেইসাখ) (জন্ম ১৮৮২)—ইহুদি পাতি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দল বুন্ড-এর অন্যতম নেতা ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপন্থী।

লিফম্যান, রবার্ট (১৮৭৪-১৯৪১)—জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ; অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা।

লিখাচোভ, ভি. এম (১৮৮২-১৯২৪)—আর. এস. ডি. এল. পি-র সদস্য ; ১৯০২ সাল থেকে বলশেভিক। অকটোবর বিপ্লবের পর মস্কো সোভিয়েতের প্রশাসনিক বিভাগের প্রধান ; ১৯২১-২২ সালে মস্কো আর্থিক পরিষদের চেয়ারম্যান।

লিঙ্কন, এব্রাহাম (১৮০৯-১৮৬৫)—বিশিষ্ট মার্কিন রাজনীতিবিদ, ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ; নিগ্রো ক্রীতদাসত্ব উচ্ছেদ করার জন্য ক্রীতদাস অধ্যুষিত দক্ষিণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উত্তরের রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

লিণ্ডহাগেন, কার্ল (১৮৬০-১৯৪৬)—সুইডিশ সোশ্যাল ডেমোক্রাট, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলে আন্তর্জাতিকতাবাদী ; ১৯১৭ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত সুইডেনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ; ১৯২১ সালে কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করায় পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন।

লিতভিনোভ, ম্যাক্সিম ম্যাক্সিমোভিচ (১৮৭৬-১৯৫১)—কমিউনিস্ট, বিশিষ্ট সোভিয়েত কূটনীতিবিদ ; ১৯১৮ সাল থেকে পররাষ্ট্র বিষয়ক গণকমিসার পরিষদের সদস্য ; ১৯২১ সাল থেকে

পররাষ্ট্র বিষয়ক সহকারী গণ-কমিসার ; ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত পররাষ্ট্র বিষয়ক গণ কমিশার ; পরবর্তীকালে কমিশারিয়েতের পরিষদে গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন।

লয়েড, জর্জ ডেভিড (১৮৬৩-১৯৪৫) —ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ, উদারনৈতিক দলের নেতা ; ১৯১৬ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ; মধ্যপ্রাচ্য এবং বলকানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অবস্থান গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালান এবং উপনিবেশ ও অধীন দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ধ্বংস করেছিলেন ; অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ এবং অবরোধ গড়ে তোলার অন্যতম উদ্যোক্তা ও সংগঠক।

লঙ্গুয়েট জাঁ (১৮৭৬-১৯৫৪)—রাজনীতিবিদ এবং ফরাসী সমাজতান্ত্রিক দলের ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সদস্য ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসী সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যপন্থী সংখ্যালঘুদের নেতৃত্ব দেন।

লোরিয়েট, ফেরনান্দ (১৮৭০-১৯৩০) —ফরাসী সমাজতন্ত্রী, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং জিমেরওয়াল্ড বাম-এর অনুগামী, ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠায় অংশ নেন।

লুবেরসাক, জাঁ—ফরাসী সেনাপতি রাজতন্ত্রী ; ১৯১৭ এবং ১৯১৮ সালে রাশিয়ায় ফরাসী সামরিক মিশনের সদস্য ; লেনিনের সংগে তাঁর কথাবার্তা হয়েছিল ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

লুক্সেমবার্গ, রোজা (১৮৭১-১৯১৯) —জার্মান, পোল্যাণ্ড এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বাম গোষ্ঠীর নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সময় থেকেই আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন ; জার্মানীতে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী গড়ে তোলার ব্যাপারে অন্যতম উদ্যোক্তা, এই গোষ্ঠীরই পরে নাম হয় স্পার্টাকাস গোষ্ঠী এবং আরও পরে স্পার্টাকাস লীগ ; ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর জার্মানীতে তিনি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির গণকংগ্রেসে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯১৯সালের জানুয়ারীতে একদল প্রতিবিপ্লবীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হন।

হ

হাসে, হুগো (১৮৬৩-১৯১৯)—মধ্যপন্থী এবং জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের নেতা। ১৯১৭ সালের এপ্রিলে জার্মানীর স্বতন্ত্র সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি গড়ে তোলার জন্য কাউৎস্কি এবং অন্যান্যদের সংগে যোগ দেন।

হ্যামার, আরম্যাণ্ড, জে—আমেরিকার সংযুক্ত ঔষধ এবং রাসায়নিক করপোরেশনের প্রতিনিধি। ১৯২৫ এবং ১৯৩০ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে করপোরেশনের সংযোগ সূত্রের নেতৃত্ব করেন, এই করপোরেশন মনোহারী দ্রব্যসমূহ উৎপাদন এবং বণ্টন করতো।

হ্যামার, জুলিয়াস (জন্ম ১৮৭৪)—মার্কিন ধনকুবের; অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করেছিলেন। ১৯২১ থেকে ১৯২৭ সালে উরালে এ্যালা-পেইভস্ক এ্যাসবেসস্টস খনির উন্নয়নের জন্য মার্কিন কনসেসন এ্যালামেরিকো পর্ষদের চেয়ারম্যান।

হানেকি, জ্যাকব (১৮৭৯-১৯৩৭)—সোশ্যাল ডেমোক্রাট এবং পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ার বিপ্লবে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর একজন সোভিয়েত কূটনীতিবিদ।

হানা, মারকাস এ্যালোঞ্জো (১৮৩৭-১৯০৪)—বিশিষ্ট মার্কিন অর্থ লগ্নীকারক, ইউনিয়ন ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের, ক্লিভেল্যাণ্ড সিটি রেলওয়ে কোম্পানীর এবং চ্যাপিল মাইনিং কোম্পানীর সভাপতি।

হ্যাণ্ড—১৯১৯ সালে ডেনমার্কে মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

হার্ডিং, ওয়ারেন গ্যামালিয়েল (১৮৬৫-১৯২৩)—মার্কিন রাজনীতিবিদ, ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

হার্ট এ্যালবার্ট বি (১৮৫৪-১৯৪৩)—মার্কিন ঐতিহাসিক।

হেজ, ম্যাকস (জন্ম ১৮৬৬)—মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের নেতা ও তাত্ত্বিক। মার্কিন সমাজতন্ত্রী শ্রমিক দলের অন্যতম নেতা (১৯০০)। ১৯০২ সালে মার্কিন শ্রম ফেডারেশনের নেতার পদে নির্বাচিত, অনেক বছর ধরে ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমাজতন্ত্রী সংগঠনের নানা পদে ছিলেন।

হেইনিং, কুর্ট (১৮৮৬-১৯৫৬)—জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাট, অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিবিদ।

হেণ্ডারসন, আর্থার(১৮৬৩-১৯৩৫)—ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ, শ্রমিক দলের নেতা এবং ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়—মধ্যপন্থী। ১৯১৫ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত কয়েকটি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য।

হেম্যান, হ্যান্স গাইডেওন—জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ।

হেউড, উইলিয়াম (বিল)—(১৮৬৯-১৯২৮) মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, মার্কিন সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম

নেতা; ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের শিল্প শ্রমিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং নেতা; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিকতাবাদী মতবাদ অনুসরণ করেন; মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে স্বাগত জানান। ১৯১৯ সাল থেকে মার্কিন কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা; ১৯২১ সাল থেকে বিপ্লবী যোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক সংগঠনে কাজ করেছেন এবং সাংবাদিকতার কাজ করেছেন।

হিল্ডেব্র্যাণ্ড, গেরহার্ট—জার্মান অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ এবং জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সদস্য, ১৯১২ সালে সুবিধাবাদী নীতির জন্য দল থেকে বহিষ্কৃত।

হিলফের্দিং, রুডলফ (১৮৭৭-১৯৪১)—জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সুবিধাদী নেতা এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা, *লগ্নী পুঁজির* লেখক।

হিল, ডেভিড (১৮৫০-১৯৩২)—মার্কিন ঐতিহাসিক এবং কূটনীতিবিদ; *ইউরোপের আন্তর্জাতিক বিকাশে কূটনীতির ইতিহাস* শীর্ষক ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থের লেখক।

হিলম্যান সিডনি (১৮৮৭-১৯৪৬)—মার্কিন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা; ১৯১৪ সাল থেকে আমেরিকার সংযুক্ত পোশাক কর্মীদের নেতা। ১৯২১ সালে মস্কো সফর করেন এবং অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়াকে সাহায্য করার ব্যাপারে রুশ মার্কিন শিল্প করপোরেশন প্রতিষ্ঠার জন্য লেনিনের সংগে কথাবার্তা বলেন।

হিলকুইট, মরিস (১৮৬৯-১৯৩৩) মার্কিন সমাজতন্ত্রী, প্রথমে মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন, পরে নিমজ্জিত হন সংস্কারবাদে ও সুবিধাবাদে। মার্কিন সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৯০১); ১৯০৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী ব্যুরোর সদস্য; সমাজতন্ত্রের ইতিহাস বিষয়ক একাধিক সংকারবাদী রচনার লেখক।

হিমার, এন. এন (সুখানভ) (জন্ম ১৮৮২)—রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাট, মেনশেভিক রাজনীতিবিদ। অর্থনীতি সংক্রান্ত কয়েকটি রচনার লেখক।

হিরসচ, ম্যাক্স (১৮৩২-১৯০৫)—জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিজ্ঞ, রাইখস্টাগের ডেপুটি। ফ্রাঙ্ক ডুংকেরের সংগে যৌথভাবে কয়েকটি সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন (তথাকথিত হিরসচ ডুংকের ট্রেড ইউনিয়নসমূহ)। এঁর রচনায় প্রলেতারিয়েতের

বিপ্লবী রণকৌশলকে আক্রমণ করা হয়েছে, সমর্থন করা হয়েছে সংস্কারবাদকে।

হবসন, জন অ্যাটকিনসন (১৮৫৮-১৯৪০)—ব্রিটিশ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, সংস্কারবাদী ও শান্তিবাদী; একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা, এর মধ্যে আছে, "সাম্রাজ্যবাদ (১৯০২)।

হচবার্গ কার্ল (১৮৫৩-৮৫)—জার্মান সাংবাদিক এবং দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রাট। সমাজতন্ত্র বিরোধী আইনের (১৮৭৮-৯০) আমলে পার্টির বিপ্লবী রণকৌশলের বিরোধিতা করেন এবং বুর্জোয়াদের সঙ্গে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হবার আবেদন জানান। মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁর সুবিধাবাদী নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন।

হোগলিউন্ড, কার্ল জেথ (১৮৮৪-১৯৫৬) সুইডিস সোশ্যাল ডেমোক্রাট, সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের বামপন্থী শাখার নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং জিমেরওয়াল্ড বামের সদস্য। ১৯১৭ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত সুইডেনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা; ১৯২৪ সালে সুবিধাবাদী নীতি এবং কমিনটার্নের ৫ম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিরোধিতার জন্য পার্টি থেকে বহিষ্কৃত; ১৯২৬ সালে আবার সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিতে যোগ দেন।

হোহেনজোলেন্স—রাজবংশ, ১৮৭১ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত জার্মান সাম্রাজ্য শাসন করে।

হবনের, অটো (১৮১৮—১৮৭৭)—অর্থনীতিবিদ এবং পরিসংখ্যানবিদ, ভৌগোলিক পরিসংখ্যানগত বার্ষিকী সংকলন এবং প্রকাশ করেন।

হুয়েসম্যানস, ক্যামিলে (১৮৭১ ১৯৬৮)—বেলজিয়া রাজনীতিবিদ, বেলজিয়া সোশ্যালিস্ট পার্টি ব্যুরোর সদস্য। ১৯০৪-১৯১৯ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী ব্যুরোর সম্পাদক; মধ্যপন্থী; বেলজিয়ামের কয়েকটি সরকারের সদস্য; ১৯৪৬-৪৭ সালে প্রধানমন্ত্রী; ১৯৩৬ থেকে ৩৯ এবং ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত চেম্বার অফ ডেপুটিজ-এর প্রেসিডেন্ট। পরবর্তীকালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এবং সমাজতন্ত্রী দলগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছেন।

হেইণ্ডম্যান, হেনরি মেয়ার্স (১৮৪২-১৯২১)—ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী এবং সংস্কারবাদী। ১৮৮১ সালে ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা

করেন, যা ১৮৮৪ সালে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন রূপে পুনর্গঠিত হয়। ইনি ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯১৬ সালে এই দল ত্যাগ করেন। সাল ফোর্ড-এ পার্টি সম্মেলনে তাঁর সোশ্যাল শোভিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীকে নিন্দা করা হয়।

শ

শিফার, সিগমুণ্ড (মৃত্যু ১৯৩২)—জার্মান অর্থনীতিবিদ এবং *বিশ্বের আর্থিক বিকাশের ঝোঁক* ও *বিশ্ব অর্থনীতিতে বিশ্বযুদ্ধের পূর্বশর্তাবলী* এবং অন্যান্য গ্রন্থের রচয়িতা।

শেরাতি গিয়াসিনটো মেনোতি (১৮৭২-১৯২৬)— ইতালীর সোস্যালিস্ট আন্দোলনের বিশিষ্ট প্রতিনিধি; ১৯২৪ সালে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

শেরিয়াকভ, আই. আই (জন্ম ১৮৮১)—মস্কো পোশাক প্রস্তুত শিল্পের শ্রমিক; ১৯১১ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত একটি বিভাগের প্রধান এবং পরবর্তীকালে মস্কো গার্মেণ্ট ট্রাস্টের পর্ষদ প্রধান।

শেলিয়া কিনকভ, আলেকজান্দার গ্যাভরিলোভিচ (১৮৮৫-১৯৩৭)—১৯০১ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। অকটোবর বিপ্লবের পর ট্রেড ইউনিয়ন এবং আর্থিক সংগঠনসমূহে পদ লাভ করেন; ১৯২০-২২ সালে পার্টি বিরোধী "শ্রমিক বিরোধী" গোষ্ঠীর নেতা এবং সংগঠন। ১৯৩৩ সালের ঝাড়াই বাছাই-এর সময় পার্টি থেকে বহিষ্কৃত।

শেইদেম্যান, ফিলিপ (১৮৬৫-১৯৩৯)—জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাসির চরম দক্ষিণপন্থী অংশের অন্যতম নেতা; ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত জার্মান বুর্জোয়া সরকারের নেতা; ১৯১৮-২১ সালে জার্মান শ্রমিক আন্দোলনকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেবার কাজে অন্যতম উৎসাহদাতা।

স

সাবলিন,—লণ্ডনে কোলচাক প্রতিবিপ্লবী সরকারের চার্জ দ্য এফেয়ার্স।

সাদোয়াল জ্যাকুইস (১৮৮১-১৯৫৬)—ফরাসী কমিউনিস্ট, কমিনটার্নের প্রথম কংগ্রেসের কাজে অংশগ্রহণ করেন।

সেণ্ট সিমোন. হেনরি ক্লাউদে (১৭৬০-১৮২৫)—বিশিষ্ট ফরাসী কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রী।

সারতোরিয়াস ভন ওয়াল্টারসাউসেন, আগস্ট—(জন্ম ১৮৫২)—জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ; ১৮৮৮-১৯১৮, ট্রামবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিশ্ব অর্থনীতি ও

রাজনীতি বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের লেখক।

সাজোনভ, সেরগেই দিমিত্রিয়েভিচ (১৮৬১-১৯২৭)—রুশ কূটনীতিবিদ ; ১৯১৭ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী। লণ্ডনে রাষ্ট্রদূত ; অকটোবর বিপ্লবের পর প্যারিসে কোলচাক এবং দেনিকিন প্রতিবিপ্লবী সরকারের প্রতিনিধি।

সেরেতেলি, ইরাকলে জিওরগিয়েভিচ (১৮৮২-১৯৫৯)—মেনশেভিক নেতা, অস্থায়ী সরকারের (১৯১৭) ডাক ও তার বিভাগের মন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বিষয়ক মন্ত্রী। অকটোবর বিপ্লবের পর জর্জিয়ায় প্রতিবিপ্লবী মেনশেভিক সরকারের অন্যতম নেতা ; সেখানে সোভিয়েত ক্ষমতা বিস্তারের পর (১৯২১) বিদেশে পালিয়ে যান।

স্কেইপেল ম্যাকস্ (১৮৫৯-১৯২৮)—জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, শোধনবাদী ; রাইখস্টাগের ডেপুটি হিসাবে জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে সমর্থন করেছিলেন ১৮৯০-১৯০৫ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চূড়ান্ত সোশ্যাল শোভিনিস্ট।

স্লুটের হেরম্যান (মৃত্যু ১৯১৯)—জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাট ; ১৮৮৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানে ডেমোক্রোটিক আন্দোলনে যোগ দেন ; ব্রিটিশ এবং আমেরিকান শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ক একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা।

স্কুরাম, কার্ল অগাস্ট—জার্মান অর্থনীতিবিদ্ ; রাজনৈতিক জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে উদারনৈতিক ; ১৮৭০-এর দশকের প্রথম দিকে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সংগে যোগ দেন ; সুবিধাবাদী।

স্কিউয়ার চার্লস এম (১৮৬২-১৯৩৯) একজন বড মার্কিন পুঁজিপতি ; মার্কিন ইস্পাত করপোরেশনের প্রেসিডেন্ট। ১৯০১-০৩ সালে সাধারণ জাহাজ নির্মাণের ডাইরেক্টর।

স্কলস্চে-গেভারনিটজ, গেরহার্ড (১৮৬৪-১৯৪৩)—জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, ফ্রেইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক। তাঁর রচনায় তিনি পুঁজিবাদী সমাজে "সামাজিক সৌষম্য"-এর সম্ভাবনাকে দেখিয়েছেন।

সেম্যাসকো, নিকোলাই আলেকজান্দ্রোভিচ্ (১৮৭৪-১৯৪৯)—সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, সোভিয়েত জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের সংগঠক ; ১৮৯৩ সাল থেকে আর. এস. ডি. এল. পি-র সদস্য ; ১৯১৮-৩০ সালে আর. এস, এফ, এস, আর-এর জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থার গণ-কমিশার ; ১৯৪৪ সালে মেডিকেল গবেষণা সংস্থার ডাইরেকটর ; সামাজিক

স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য সংগঠন বিষয়ক একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা।

সেমবাত মার্সেল (১৮৬২-১৯২২)—ফরাসী সমাজতন্ত্রী দলের নেতা; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-ডেমোক্রাট; ফ্রান্সের বুর্জোয়া সরকারের সদস্য।

সেমিওনোভ গ্রেগরি (১৮৯০-১৯৪৬) কসাক অফিসার; ১৯১৮ ২০ সালে ট্রান্সবৈকাল অঞ্চলে প্রতি বিপ্লবের সংগঠক।

সেমিওনোভ, আই. এ—পিতার্সবার্গ ইঞ্জিনিয়ার এবং কারখানা মালিক; অক্টোবর বিপ্লবের পর বাস্তুত্যাগী।

সিনক্লেয়ার, আপটন (জন্ম ১৮৭৮)—বিখ্যাত মার্কিন লেখক।

সিসমন্ডি, জঁ চার্লস লিওনার্দ সিমন্ডি দ্য (১৭৭৩-১৮৪২)—সুইস অর্থনীতিবিদ, পুঁজিবাদের পাতি-বুর্জোয়া সমালোচক।

স্কোবেলেভ, মাতভেই ইভানোভিচ (১৮৮ -১৯৩:)—সোশ্যাল ডেমোক্রাট. মেনশেভিক; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপন্থী; কেরেনেস্কির অস্থায়ী সরকারের (১৯১৭) শ্রমমন্ত্রী; অক্টোবর বিপ্লবের পর মেনশেভিকদের সংগে সম্পর্ক ত্যাগ করেন, সমবায় ব্যবস্থায় কাজ করেছিলেন; পরবর্তীকালে বৈদেশিক বাণিজ্যের গণ-কমিসার; ১৯৩৬-৩৭ অল ইউনিয়ন রেডিও কমিটিতে কাজ করেন।

স্কোলিয়ানিনোভ, ভ্লাদিম আলেক-জান্দ্রোভিচ (১৮৯০-১৯৬২)—১৯০৮ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য; অকটোবর বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেন; ১৯২১ সালের এপ্রিল থেকে আর্থিক বিষয়ে শ্রম এবং প্রতিরক্ষা পরিষদের ডেপুটি বিজনেস সেক্রেটারি; পরবর্তী কালে আর. এস. এফ. এস. আর-এর গণ-কমিসার পরিষদের বিজনেস সেক্রেটারি; ১৯২৯ সাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক পদগুলিতে আসীন।

স্নোডেন ফিলিপ (১৮৬৪-১৯৩৭)—ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ, স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর নেতা; ১৯০৩-০৬ সালে এবং ১৯১৭-২০ সালে এই দলের চেয়ারম্যান; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপন্থী, বুর্জোয়াদের সংগে মোর্চা গঠনের পক্ষপাতী; ১৯২৪ সালে ম্যাকডোনাল্ড সরকারের সদস্য; ১৯২৯-৩১ সালে রাজস্ব দপ্তরের চ্যান্সেলর।

সোর্জে, ফ্রেডরিক এডলফ (১৮২৮-১৯০৬)—জার্মান সমাজতন্ত্রী, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর বন্ধু ও সহযোগী। ১৮৪৮-৪৯ সালে জার্মানীর বিপ্লবে অংশ নেন; বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর আমেরিকায় চলে যান, সেখানে

শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

সোরোকিন, পিটিরিম আলেকজান্দ্রোভিচ (১৮৮৯-১৯৬৪)—প্রতিক্রিয়াশীল রুশ বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিক; ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত পেত্রোগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক; ১৯২২ সালে বিদেশে যান, ১৯৩০ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক।

সৌভারিন বোরিস—ফরাসী সমাজতন্ত্রী এবং সাংবাদিক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপন্থী ১৯২১ সালে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন, ১৯২৪ সালে ট্রটস্কিবাদী কার্যকলাপের জন্য পার্টি থেকে বহিষ্কৃত, বর্তমানে ফরাসী ট্রটস্কিপন্থীদের নেতা।

স্পারগো, জন (জন্ম ১৮৭৬)—আমেরিকার দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-ডেমোক্রাট; ১৯১৭ সালে সমাজতন্ত্রী দলের সংগে সম্পর্ক ছেদ করেন; সোভিয়েত ইউনিয়ন বিষয়ক একাধিক কুৎসামূলক গ্রন্থ রচনা করেন।

স্পেকটেটর (নখিমসন) *এম. আই* (জন্ম ১৮৮০)—রুশ অর্থনীতিবিদ ও জননেতা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপন্থী বিশ্ব অর্থনীতির সমস্যা বিষয়ক একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা।

স্পেন্সার হার্বার্ট (১৮২০-১৯০৩—ব্রিটিশ দার্শনিক ভাববাদী এবং সমাজতাত্ত্বিক, প্রত্যক্ষবাদের বিশিষ্ট প্রতিনিধি এবং সমাজের তথাকথিত জৈবিক তত্ত্বের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; মানব সমাজকে প্রাণীদেহের সংগে যুক্ত করে এবং অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের জৈব তত্ত্বকে মানব ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সামাজিক বৈষম্যকে সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন।

স্তালিন, যোসেফ ভিসারিওনোভিচ (১৮৭৯-১৯৫৩)।

স্টাউনিং. থোরওয়াল্ড অগাস্ট মারিনাস (১৮৭৩-১৯৪২)—ডেনমার্কের রাষ্ট্রনীতিবিদ, ডেনমার্কের সোশ্যাল ডেমোক্রাট দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা; ১৯১০ সাল থেকে ডেনমার্কের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির চেয়ারম্যান; এই দলের পরিষদীয় শাখারও চেয়ারম্যান; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল শোভিনিস্ট; ১৯২৪-২৬ সালে এবং ১৯২৯-৪২ সালে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী; ৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে নাৎসী জার্মানীর কাছে শর্তাধীন আত্মসমর্পণের নীতি গ্রহণ করেন এবং ১৯৪০ সাল থেকে নাৎসী আক্রমণকারীদের সংগে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন।

স্টেড, উইলিয়ম থমাস (১৮৪৯-১৯১২)।

…ব্রিটিশ সাংবাদিক; ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় টাইমস পত্রিকার প্রতিনিধি।

স্টেইনমেৎস্, চার্লস প্রোটেয়াস (১৮৬৫-১৯২৩)—বিদ্যুৎ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞানী। ১৯২২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী লেনিনকে একটি চিঠি লেখেন, যে চিঠিতে রাশিয়ায় সামাজিক পরিবর্তনকে তিনি স্বাগত জানান এবং বৈদ্যুতিকীকরণ প্রকল্পের কাজে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

স্টেকলোভ্, য়ুরি মিখাইলোভিচ (১৮৭৩-১৯৪১)—সোশ্যাল ডেমোক্রাট, বিদেশে বলশেভিক সাহিত্য প্রকাশে অংশ নেন; ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নীতিকে সমর্থন করেন; অক্টোবর বিপ্লবের পর সরকারী সংস্থায় কাজ করেন এবং গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন, বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা।

স্ট্রীম, ফ্রেডরিক (১৮৮০-১৯৪৮)—সুইডিশ বাম সোশ্যাল ডেমোক্রাট, লেখক এবং রাজনীতিবিদ। ১৯১১ ১৬ সালে সুইডেনের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সম্পাদক; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিকতাবাদী। ১৯২১-২৪ সালে সুইডেনের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক; ১৯২৪ সালে হোগলুণ্ড সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন এবং কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সরে যান, ১৯২৬ সালে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিতে পুনরায় যোগ দেন।

স্ত্রুভে, পিয়তর বেরেনগারদোভিচ (১৮৭০-১৯৪৪)—রুশ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিজ্ঞ ১৮৯০-এর দশকে "আইনী মার্ক্সবাদ"-এর বিশিষ্ট প্রতিনিধি এবং তারই ফলশ্রুতিতে ক্যাডেট পার্টির নেতা; রুশ সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিক; অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত শক্তির শত্রু, রাংগেলের প্রতিবিপ্লবী সরকারের সদস্য এবং শ্বেত বাহিনীর সংগে যুক্ত।

স্টেইনকেল, বি. ই. (১৮৮২-১৯৩৮)—বিদ্যুৎ প্রযুক্তিবিদ, ১৯২০ সাল থেকে রাশিয়ায় বৈদ্যুতিকীকরণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিশনের সদস্য; কেন্দ্রীয় শিল্প এলাকায় বৈদ্যুতিকীকরণের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করেছেন।

সুদেকুম, অ্যালবার্ট (১৮৭১-১৯৪৪) জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের নেতা, শোধনবাদী; রাইখস্ট্যাগ ডেপুটি (১৯০০-১৮); প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শোভিনিস্ট; প্রুশিয়ার অর্থমন্ত্রী (১৯১৮-২০)।

সুকিম, আই. আই—১৯১১ সালে

কোলচাকের প্রতিবিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের বাণিজ্যিক তত্ত্বাবধায়ক।

সান ইয়াৎ সেন (১৮৬৬-১৯২৫)—বিশিষ্ট চীনা বিপ্লবী গণতন্ত্রী এবং রাজনীতিবিদ।

সুপান আলেকজান্দার (১৮৪৭-১৯২০)—জার্মান ভূগোল বিশারদ।

য়

য়ুদেনিচ. নিকোলাই নিকোলায়েভিচ (১৮৬২-১৯৩৩)—জারের সেনাপতি। সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পর প্রতিবিপ্লবের অন্যতম উৎসাহী। ১৯১৯ সালে দু'বার পেত্রোগ্রাদ দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু লাল-ফৌজের কাছে পরাস্ত হন।

য়ুরকেভিচ, লেভ (১৮৮৫-১৯১৮)—উক্রাইনীয় জাতীয়তাবাদী এবং পাতি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী।